সূচীপত্র

exclusive yet inexpensive
selection of
gold and diamond
of bengali literature
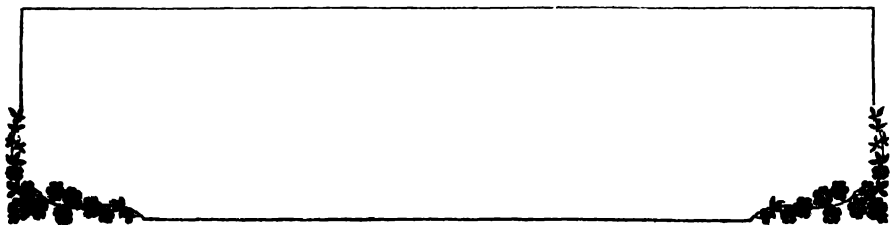
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন

কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক, সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল বেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কো ব্যক্তি দেবালয়-মধ্যবাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারু করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিবাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবে প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্য বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহাব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যে অদৃশ্য দেবমূর্ত্তিকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকি কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কারঝঙ্কার কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন কবিও না। বিঘ্ন কবিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে: আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসি-চর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যেই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক দাস-দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।" রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে, জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দিররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত অর্থের লোভ সম্বরণ

করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত পাঁচ ভাবিয়া মন্দিররক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারু-কার্য্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহ জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীনবংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন, অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ হইল। সহজেই যুবা পুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপাতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃট্সম্ভূত নবদুর্ব্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি, বসন্তপ্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুতজাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল. কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল, মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক, কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষেই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আলাপ

প্রথমে যুবক নিজ কৌতূহলপরবশতা প্রকাশ করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুভবে বুঝিতেছি আপনারা ভাগ্যবানের পুরস্ত্রী, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে; কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক, আপনাদের সে প্রতিবন্ধক না থাকিতে পারে, এজন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন, স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? যে দিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন।"

যুবক এ কথার উত্তর করিলেন না। তাঁহার মন অন্য দিকে ছিল। নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষচক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কথোপকথন মধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেই দিকে দৃষ্টিপাত হইল; আর দৃষ্টি ফিরিল না, তাঁহার বোধ হইল, যেন তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি আর কখন দেখিতে পাইবেন না। যুবতীর চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু সংমিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন। সহচরী বাক্যের উত্তর না পাইয়া পথিকের মুখপানে চাহিলেন। কোন্ দিকে তাঁহার দৃষ্টি, তাহাও নিরীক্ষণ করিলেন, এবং সর্ব্বভিব্যাহারিণী যে যুবক প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া, নবীনার কানে কানে কহিলেন, "কি লো' শিবসাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি না কি?"

নবীনা, সহচরীকে অঙ্গুলিনিপীড়িত করিয়া তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি নিপাত যাও।" চতুরা সহচারিণী এই দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যে লক্ষণ দেখিতেছি, পাছে এই অপরিচিত যুবা পুরুষের তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়; তবে আর কিছু হউক না হউক, ইহার মনের সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইবে, অতএব সে পথ এখনই রুদ্ধ করা আবশ্যক। কিরূপেই বা এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়? যদি ইঙ্গিতে বা ছলনাক্রমে যুবককে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারি, তবে তাহা কর্ত্তব্য বটে, এই ভাবিয়া নারী-স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত কহিলেন, "মহাশয়! স্ত্রীলোকের সুনাম এমনই অপদার্থ বস্তু যে,

বাতাসের ভর সহে না। আজিকার এ প্রবল ঝড়ে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর, অতএব এক্ষণে ঝড় থামিয়াছে, দেখি যদি আমরা পদব্রজে বাটী গমন করিতে পারি।"

যুবা পুরুষ উত্তর করিলেন, "যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, আমি এতক্ষণ নিজস্থানে যাত্রা করিতাম, কিন্তু আপনার সখীর সদৃশ রূপসীকে বিনা রক্ষকে রাখিয়া যাইব না বলিয়াই এখন এ স্থানে আছি।"

কামিনী উত্তর করিল, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পাছে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, এজন্যই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছি না মহাশয়! স্ত্রীলোকের মন্দ কপালের কথা আপনার সাক্ষাতে আর কি বলিব। আমরা সহজে অবিশ্বাসিনী; আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আম প্রভু—এই কন্যার পিতা—ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, ত ইনি কি উত্তর করিবেন?"

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহে পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।"

যদি তন্মুহূর্তে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকে অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না। উভয়েই অমনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন কনিষ্ঠা শিবলিঙ্গের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা গলদেশে অঞ্চল দিয়া দণ্ডব হইলেন; অঞ্জলিবদ্ধকরে কহিলেন, "যুবরাজ! না জানিয়া সহস্র অপরাধ করিয়াছি, অবে স্ত্রীলোকদিগকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, "এ সকল গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা ক যদি পরিচয় দাও, পরিচয় না দিলে অবশ্য সমুচিত দণ্ড দিব।"

নরম কথায় রসিকার সকল সময়েই সাহস হয়; রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি দণ্ হউক, স্বীকৃত আছি।"

জগৎসিংহও হাসিয়া কহিলেন, "সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাটী রাখিয়া আসিব।"

সহচরী দেখিলেন, বিষম সংকট। কোন বিশেষ কারণে তিনি নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরে সেনাপতির নিকট দিতে সম্মতা ছিলেন না; তিনি যে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে ইহাতে আরও ক্ষতি, সে ত পরিচয়ের অধিক; অতএব সহচরী অধোবদনে রহিলেন।

এমন সময়ে মন্দিরের অনতিদূরে বহুতর অশ্বের পদধ্বনি হইল; রাজপুত্র অতি ব্যস্ত হই মন্দিরের বাহিরে যাইয়া দেখিলেন যে, প্রায় শত অশ্বারোহী সৈন্য যাইতেছে। তাহাদিগের পরিচ দৃষ্টিমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহারই রাজপুত সেনা। ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাইয়া, ত্বরিত একশত অশ্বারোহী সেনা লইয়া পিতৃসমক্ষে যাইতেছিলেন। অপরাহ্নে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন; পশ্চাৎ তাহারা এক পথে, তিনি অন্য পথে যাওয়াতে, তিনি একাকী প্রান্তরমধ্যে ঝটিকা বৃষ্টিতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলেন, এবং সেনাগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কহিলেন, "দিল্লীশ্বরের জয় হউক।" এই কথা কহিবামাত্র একজন অশ্বারোহী তাঁহার নিকট আসিল। যুবরাজ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "ধরমসিংহ, আমি ঝড় বৃষ্টির কারণে এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

ধরমসিংহ নতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমরা যুবরাজের বহু অনুসন্ধান করিয়া এখানে আসিয়াছি, অশ্বকে এই বটবৃক্ষের নিকটে পাইয়া আনিয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "অশ্ব লইয়া তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আর দুইজনকে নিকটস্থ কো গ্রাম হইতে শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক আনিতে পাঠাও, অবশিষ্ট সেনাগণকে অগ্র হইতে বল।"

ধরমসিংহ এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় প্রশ্ন অনা জানিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া সৈন্যদিগকে যুবরাজের অভিপ্রায় জানাইল। সৈন্যমধ্যে কেহ শিবিকার বার্ত্তা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অপরকে কহিল, "আজ যে বড় নূতন পদ্ধতি।" বা উত্তর করিল "না হবে কেন? মহারাজ রাজপুতপতির শত শত মহিষী।"

এদিকে যুবরাজের অনুপস্থিতিকালে অবসর পাইয়া অবগুণ্ঠন মোচনপূর্ব্বক সু সহচরীকে কহিল, "বিমল, রাজপুত্রকে পরিচয় দিতে তুমি অসম্মত কেন?"

বিমলা কহিল, "সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দিব; এক্ষণে আবার এ কি

গোলযোগ শুনিতে পাই?"

নবীনা কহিল, "বোধ করি, রাজপুত্রের কোন সৈন্যাদি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকিবে; যেখানে স্বয়ং যুবরাজ রহিয়াছেন, সেখানে চিন্তা কর কেন?"

যে অশ্বারোহিগণ শিবিকাবাহকাদির অন্বেষণে গমন করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, যে বাহক ও রক্ষিবর্গ স্ত্রীদিগকে রাখিয়া বৃষ্টির সময়ে গ্রামমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া জগৎসিংহ মন্দিরমধ্যে পুনঃপ্রবেশ-পূর্ব্বক পরিচারিকাকে কহিলেন, "কয়েকজন অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত বাহকগণ শিবিকা লইয়া আসিতেছে, উহারা তোমাদিগের লোক কি না, বাহিরে আসিয়া দেখ।" বিমলা মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, তাহারা তাহাদিগের রক্ষিগণ বটে।

রাজকুমার কহিলেন, "তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না; আমার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব আমি চলিলাম। শৈলেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরা নির্বিঘ্নে বাটী উপনীত হও; তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এ কথা সপ্তাহমধ্যে প্রকাশ করিও না; বিস্মৃত হইও না, বরং স্মরণার্থ এই সামান্য বস্তু নিকটে রাখ। আর আমি তোমার প্রভুকন্যার যে পরিচয় পাইলাম না, এই কথাই আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রহিল।" এই বলিয়া উষ্ণীষ হইতে মুক্তাহার লইয়া বিমলার মস্তকে স্থাপন করিলেন। বিমলা মহার্ঘ রত্নহার কেশপাশে ধরিয়া রাজকুমারকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেন না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে। যদি আপনি এ বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বলিয়া দিন।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দির-মধ্যে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থলে দেখা না পাও—সাক্ষাৎ হইল না।"

"দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার প্রণতা হইল। রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্য তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মোগল পাঠান

নিশীথকালে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা করিলেন। আপাততঃ তাঁহার অনুগমনে অথবা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মনোমোহিনীর সংবাদ কথনে পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তরমধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্তসম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য্য ভাল নহে।

প্রথমে বঙ্গদেশে বখ্তিয়ার খিলিজি মহম্মদীয় জয়ধ্বজা সংস্থাপিত করিলে পর, মুসলমানেরা অবাধে কয়েক শতাব্দী তদ্রাজ্যে শাসন করিতে থাকেন। ৯৭২ হেঃ অব্দে সুবিখ্যাত সুলতান বাবর, রণক্ষেত্রে দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লদীকে পরাভূত করিয়া, তৎসিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তৎকালেই বঙ্গদেশ তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের দণ্ডাধীন হয় নাই।

যতদিন না মোগল সম্রাট্দিগের কুলতিলক আকবরের অভ্যুদয় হয়, ততদিন এ দেশে স্বাধীন পাঠান রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কুক্ষণে নির্ব্বোধ দাউদ খাঁ সুপ্ত সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন; আত্মকর্ম্মফলে আকবরের সেনাপতি মনাইম খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। দাউদ ৯৮২ হেঃ অব্দে সগণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গরাজ্য মোগল ভূপালের করকবলিত হইল। পাঠানেরা উৎকলে সংস্থাপিত হইলে, তথা হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ করা মোগলদিগের কষ্টসাধ্য হইল। ৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাহা খাঁ পাঠানদিগের দ্বিতীয় বার পরাজিত করিয়া উৎকল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন। ইহার পর আর এক দারুণ উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। আকবর শাহ কর্তৃক বঙ্গদেশের রাজকর আদায়ের যে নূতন প্রণালী সংস্থাপিত হইল, তাহাতে জায়গীরদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের গুরুতর অসন্তুষ্টি জন্মিল। তাঁহারা নিজ নিজ পূর্ব্বাধিপত্য রক্ষার্থ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। অতি দুর্দ্দম্য রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তক উন্নত করিল ও

কতলু খাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরপি উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্ত করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।

কর্ম্মঠ রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে শাহবাজ খাঁ, কেহই শত্রুবিজিত দেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই আয়াসসাধ্য কার্য্যোদ্ধার জন্য একজন হিন্দু যোদ্ধা প্রেরিত হইলেন।

মহামতি আকবর তাঁহার পূর্ব্বগামী সম্রাট্দিগের হইতে সর্ব্বাংশে বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সম্পাদনে এতদ্দেশীয় লোকই বিশেষ পটু—বিদেশীয়েরা তাদৃশ নহে; আর যুদ্ধে বা রাজ্যশাসনে রাজপুতগণ দক্ষাগ্রগণ্য। অতএব তিনি সর্ব্বদা এতদ্দেশীয়, বিশেষতঃ রাজপুতগণকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

আখ্যায়িকাবর্ণিত কালে যে সকল রাজপুত উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে মানসিংহ একজন প্রধান। তিনি স্বয়ং আকবরের পুত্র সেলিমের শ্যালক। আজিম খাঁ ও শাহবাজ খাঁ উৎকলজয়ে অক্ষম হইলে, আকবর এই মহাত্মাকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পরবৎসরে উৎকলবিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হইলে পর, নিজে তন্নগরীতে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিয়া বঙ্গপ্রদেশ শাসন জন্য সৈদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। সৈদ খাঁ এই ভারপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী তণ্ডা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে রণাশায় যাত্রা করিয়া মানসিংহ প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সৈদ খাঁকে লিখিলেন যে, তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সসৈন্য মিলিত হইতে চাহেন।

বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈদ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব সম্ভাবনা, এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে তিনি বর্ষাপ্রভাতে সেনা সমভিব্যাহারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। রাজা মানসিংহ অগত্যা তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তথায় সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রহিলেন।

তথায় অবস্থিতিকালে লোকমুখে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, কতলু খাঁ তাঁহার আলস্য দেখিয়া সাহসিক হইয়াছে, সেই সাহসে মান্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, শত্রুবল কোথায়, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, কি করিতেছে, এই সকল সংবাদ নিশ্চয় জানিবার জন্য তাঁহার একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই শতেক অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রু শিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অচিরাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যৎকালে কার্য্য সমাধা করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তরমধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নবীন সেনাপতি

শৈলেশ্বর-মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জগৎসিংহ পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ মানসিংহ পুত্রপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সেনা ধরপুর গ্রামের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রামসকল লুঠ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ বা অধিকার করিয়া তদাশ্রয়ে এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে আছে। মানসিংহ দেখিলেন যে, পাঠানদিগের দুর্বৃত্তির আশু দমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু এ কার্য্য অতি দুঃসাধ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য সমভিব্যাহারী সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন, "দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম, পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে, এক্ষণে পাঠানদিগকে শাসিত না করিলেই নয়, কিন্তু কি প্রকারেই বা তাহাদিগের শাসন হয়? তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় বলবান্; তাহাতে আবার দুর্গশ্রেণীর আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাহাদিগকে বিনষ্ট বা স্থানচ্যুত করিতে পারিব না; সহজেই দুর্গমধ্যে নিরাপদ হইতে পারিবে। কিন্তু সকলে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি রণে আমাদিগকে বিজিত হইতে হয়, তবে শত্রুর অধিকারমধ্যে নিরাশ্রয়ে একেবারে বিনষ্ট হইতে হইবে। এরূপ অন্যায়

সাহসে ভর করিয়া দিল্লীশ্বরের এত অধিক সেনানাশের সম্ভাবনা জন্মান, এবং উড়িষ্যাজয়ের আশা একেবারে লোপ করা, আমার বিবেচনায় অনুচিত হইতেছে: সৈদ খাঁর প্রতীক্ষা করাই উচিত হইতেছে; অথচ বৈরিশাসনের আশু কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতেছে। তোমরা কি পরামর্শ দাও?"

বৃদ্ধ সেনাপতিগণ সকলে একমত হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আপাততঃ সৈদ খাঁর তীক্ষায় থাকাই কর্ত্তব্য। রাজা মানসিংহ কহিলেন, "আমি অভিপ্রায় করিতেছি যে, সমুদায় ন্যনাশের সম্ভাবনা না রাখিয়া কেবল অল্পসংখ্যক সেনা কোন দক্ষ সেনাপতির সহিত শত্রুসমক্ষে প্ররণ করি।"

একজন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, "মহারাজ! যথা তাবৎ সেনা পাঠাইতেও আশঙ্কা, থা অল্পসংখ্যক সেনার দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধন হইবে?"

মানসিংহ কহিলেন, "অল্প সেনা সম্মুখ রণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ত্রু বল অস্পষ্ট থাকিয়া গ্রামপীড়নাসক্ত পাঠানদিগের সামান্য দলসকল কতক দমনে রাখিতে বে।"

তখন মোগল কহিল, "মহারাজ! নিশ্চিত কালগ্রাসে কোন্ সেনাপতি যাইবে?"

মানসিংহ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "কি! এত রাজপুত ও মোগল মধ্যে মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন কি কেহই নাই?"

এই কথা শ্রুতিমাত্র পাঁচ-সাতজন মোগল ও রাজপুত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহারাজ! সেরা যাইতে প্রস্তুত আছে।" জগৎসিংহও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ; কলের পশ্চাতে থাকিয়া কহিলেন, "অনুমতি হইলে এ দাসও দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধনে যত্ন করে।"

রাজা মানসিংহ সস্মিতবদনে কহিলেন, "না হবে কেন? আজ জানিলাম যে, মোগল রাজপুত ম লোপের বিলম্ব আছে। তোমরা সকলেই এ দুষ্কর কার্য্যে প্রস্তুত, এখন কাহাকে রাখিয়া হাকে পাঠাই?"

একজন পারিষদ সহাস্যে কহিল, "মহারাজ! অনেকে যে, এ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, সে লই হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেনাব্যয়ের অল্পতা করিতে পারিবেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র না লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয়েন, তাঁহাকেই রাজকার্য্য সাধনের ভার দিউন।"

রাজা কহিলেন, "এ উত্তম পরামর্শ।" পরে প্রথম উদ্যমকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত সংখ্যক সেনা লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর?" সেনাপতি কহিলেন, "পঞ্চদশ সহস্র পদাতিবলে জকার্য্য উদ্ধার করিব।"

রাজা কহিলেন, "এ শিবির হইতে পঞ্চদশ সহস্র ভগ্ন করিলে অধিক থাকে না। কোন্ বীর শ সহস্র লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতে চাহে

সেনাপতিগণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্তসিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার জগৎসিংহ তাঁহার দৃষ্টির অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তৎপ্রতি রাজার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! রাজপ্রসাদ হইলে এ দাস পঞ্চ সহস্র সহায়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখাপারে রাখিয়া আইসে।"

রাজা মানসিংহ অবাক হইলেন। সেনাপতিগণ কানাকানি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা কহিলেন, "পুত্র! আমি জানি যে, তুমি রাজপুতকুলের গরিমা, কিন্তু তুমি অন্যায় সাহস করিতেছ।"

জগৎসিংহ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "যদি প্রতিজ্ঞাপালন না করিয়া বাদশাহের সেনাবল অপচয় করি, তবে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইব।"

রাজা মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার রাজপুতকুলধর্ম্ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত করিব না, তুমিই এ কার্য্যে যাত্রা কর।"

এই বলিয়া রাজকুমারকে বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন। সেনাপতিগণ স্ব স্ব শিবিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গড় মান্দারণ

যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথ চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ

এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহি জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমু গমন করেন।

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হ থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃ দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল, এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্র আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছি অট্টালিকা আমূলশিরঃপর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূ করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কান... বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েক ছিল।

বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি ই গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধরসিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্রসিংহনামা জয়ধরসিংহের একজন উত্তরপুরুষ এখানে করিতেন।

যৌবনকালে বীরেন্দ্রসিংহের পিতার সহিত সম্প্রীতি ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ স্ব দাম্ভিক এবং অধীর ছিলেন, পিতার আদেশ কদাচিৎ প্রতিপালন করিতেন, এজন্য পিতা সর্ব্বদা বিবাদ বচসা হইত। পুত্রের বিবাহার্থ বৃদ্ধ ভূস্বামী নিকটস্থ স্বজাতীয় অপর ভূস্বামিকন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা পুত্রহীন, এজন্য এই বি বীরেন্দ্রের সম্পত্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা; কন্যাও সুন্দরী বটে, সুতরাং এমত সম্বন্ধ বৃদ্ধের বি অতি আদরণীয় বোধ হইল; তিনি বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্ সম্বন্ধে আদর না করিয়া নিজ পল্লীস্থ এক পতিপুত্রহীনা দরিদ্রা রমণীর দুহিতাকে বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধ রোষপরবশ হইয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন যুবা পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যোদ্ধৃবৃত্তি অব করণাশয়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা, এজন্য তাঁ সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি মাতৃকুটীরে রহিলেন।

এদিকে পুত্র দেশান্তর যাইলে পর বৃদ্ধ ভূস্বামীর অন্তঃকরণে পুত্র-বিচ্ছেদে মনঃপী সঞ্চার হইতে লাগিল; গতানুশোচনার পরবশ হইয়া পুত্রের সংবাদ আনয়নে যত্নবান্ হ কিন্তু যত্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পুত্রকে পুনরানয়ন করিতে না তৎপরিবর্ত্তে পুত্রবধূকে দরিদ্রার গৃহ হইতে সাদরে নিজালয়ে আনিলেন। উপযুক্ত বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। কিছু দিন পরে কন্যার প্রসূতির প প্রাপ্ত হইল।

বীরেন্দ্র দিল্লীতে উপনীত হইয়া মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনা-মধ্যে যো বৃত হইলেন; অল্পকালে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হইতে পারিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কয়েক ব ধন ও যশ সঞ্চয় করিয়া পিতার লোকান্তরসংবাদ পাইলেন। আর এক্ষণে বিদেশ পর্যটন পরাধীনবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বীরেন্দ্রের স দিল্লী হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক পরিচারিকা আর পরমহংস ছিলেন। এই আখ্যায়িকায় এই দুই জনের পরিচয় আবশ্যক হইবেক। পরিচা নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।

বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালনপালন ও রক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন, তদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে বিমলার অবস্থিতি করার অন্য কারণ লক্ষিত হই সুতরাং তাঁহাকে দাসী বলিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরগণের নিকটে প্রায় তাদৃশী মান্যা ছিলেন; পৌ সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল। মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যে, বিমলা যৌবনে পরমা সু ছিলেন। প্রভাতে চন্দ্রাস্তের ন্যায় সে রূপের প্রতিভা এ বয়সেও ছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ নামে অভিরাম স্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক,

না থাকুক, রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। তিনি বিমলাকে দেখিয়া বলিতেন, "দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত; মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" এইখানে বলা উচিত, যে দিন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এইরূপ রসিকতা করিয়া ফেলিলেন, সেই দিন অবধি বিমলা তাঁহার নাম রাখিলেন—"রসিকরাজ রসোপাধ্যায়"।

আকারেঙ্গিত ব্যতীত বিমলার সভ্যতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহা সামান্যা পরিচারিকায় সম্ভবে না। অনেকে এরূপ বলিতেন যে, বিমলা বহুকাল মোগল সম্রাটের পুরবাসিনী ছিলেন। এ কথা সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বিমলাই জানিতেন, কিন্তু কখন সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতেন না।

বিমলা বিধবা, কি সধবা? কে জানে? তিনি অলঙ্কার পরিতেন, একাদশী করিতেন না। সধবার ন্যায় সকল আচরণ করিতেন।

দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার পরিচয় স্থানমধ্যে দেওয়া গিয়াছে। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের অপর সমভিব্যাহারী অভিরাম স্বামী সর্ব্বদা দুর্গমধ্যে থাকিতেন না। মধ্যে মধ্যে পর্য্যটনে গমন করিতেন। দুই এক মাস গড় মান্দারণে, দুই এক মাস বিদেশ পরিভ্রমণে যাপন করিতেন। পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু, বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন; প্রয়োজন মতে রাগক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থির চিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে আশ্চর্য্য কি?

বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশমানি নাম্নী একজন দাসী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা

তিলোত্তমা ও বিমলা শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবস পরে বীরেন্দ্রসিংহ নিজ দেওয়ানখানায় মছনদে বসিয়া আছেন, এমন সময় অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইলেন; অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রের হস্তদত্ত কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, অনুমতিক্রমে বীরেন্দ্র পুনরুপবেশন করিলেন অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র! অদ্য তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।"

বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে মোগল পাঠানের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত।"

বী। হাঁ; কোন বিশেষ গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হওয়াই সম্ভব।

অ। সম্ভব—এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ?

বীরেন্দ্র সদর্পে উত্তর করিলেন, "শত্রু উপস্থিত হইলে বাহুবলে পরাঙ্মুখ করিব।

পরমহংস অধিকতর মৃদুভাবে কহিলেন, "বীরেন্দ্র! এ তোমার তুল্য বীরের উপযুক্ত উত্তর; কিন্তু কথা এই যে, কেবল বীরত্বে জয়লাভ নাই; যথানীতি সন্ধিবিগ্রহ করিলেই জয়লাভ। তুমি নিজে বীরাগ্রগণ্য; কিন্তু তোমার সেনা সহস্রাধিক নহে, কোন্ যোদ্ধা সহস্রেক সেনা লইয়া শতগুণ সেনা বিমুখ করিতে পারে? মোগল পাঠান উভয় পক্ষই সেনা-বলে তোমার অপেক্ষা শতগুণে বলবান্; এক পক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। এ কথায় রুষ্ট হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর। আরও কথা এই যে, দুই পক্ষেরই সহিত শত্রুভাবে প্রয়োজন কি? শত্রু ত মন্দ; দুই শত্রুর অপেক্ষা এক শত্রু ভাল না? অতএব আমার বিবেচনায় পক্ষাবলম্বন করাই উচিত।"

বীরেন্দ্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন?"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ,—যে পক্ষ অবলম্বন করিলে

অধর্ম্ম নাই. সেই পক্ষে যাও. রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ. রাজপক্ষ অবলম্বন কর।"

বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাজা কে? মোগল পাঠান উভয়েই রাজত্ব লইয়া বিবাদ।"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।"

বী। আকবর শাহা?

অ। অবশ্য।

এই কথায় বীরেন্দ্রসিংহ অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিলেন, ক্রমে চক্ষু আরক্তবর্ণ হইল; অভিরাম স্বামী আকারেঙ্গিত দেখিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্র! ক্রোধ সংবরণ কর, আমি তোমাকে দিল্লীশ্বরের অনুগত হইতে বলিয়াছি; মানসিংহের আনুগত্য করিতে বলি নাই।"

বীরেন্দ্রসিংহ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পরমহংসকে দেখাইলেন, দক্ষিণ হস্তের উপর বাম হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ও পাদপদ্মের আশীর্ব্বাদে এই হস্ত মানসিংহের রক্তে প্লাবিত করিব।

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "স্থির হও, রাগান্ধ হইয়া আত্মকার্য্য নষ্ট করিও না; মানসিংহের পূর্ব্বকৃত অপরাধের অবশ্য দণ্ড করিও, কিন্তু আকবর শাহের সহিত যুদ্ধে কার্য্য কি?"

বীরেন্দ্র সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, "আকবর শাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে? মানসিংহের। গুরুদেব! এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।"

অভিরাম স্বামী বিষণ্ণ হইয়া নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি পাঠানের সহায়তা করা তোমার শ্রেয়ঃ হইল?"

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ?"

অ। হাঁ, পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা শ্রেয়ঃ।

বী। তবে আমার পাঠান-সহকারী হওয়া শ্রেয়ঃ।

অভিরাম স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় নীরব হইলেন, চক্ষে তাঁহার বারিবিন্দু উপস্থিত হইল। দেখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "গুরো! ক্ষমা করুন আমি না জানিয়া কি অপরাধ করিলাম আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "শ্রবণ কর আমি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষী-গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ বিশুষ্ক হইল, আগ্রহ সহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গণনায় কি দেখিলেন?" পরমহংস কহিলেন, "দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। অভিরাম স্বামী কহিতে লাগিলেন, "মোগলেরা বিপক্ষ হইলেই তৎকর্ত্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে স্বপক্ষ হইলে সম্ভবে না, এজন্যই আমি তোমাকে মোগল পক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছিলাম। এই কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; মনুষ্যযত্ন বিফল, বুঝি ললাটলিপি অবশ্য ঘটিবে, নহিলে তুমি এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে কেন?"

বীরেন্দ্রসিংহ মৌন হইয়া থাকিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র, দ্বারে কতলু খাঁর দূত দণ্ডায়মান, আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার নিষেধক্রমেই দৌবারিকেরা এ পর্য্যন্ত তাহাকে তোমার সম্মুখে আসিতে দেয় নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য সমাপন হইয়াছে, দূতকে আহ্বান করিয়া উচিত প্রত্যুত্তর দাও।" বীরেন্দ্রসিংহ নিশ্বাসসহকারে মস্তকোত্তলন করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! যতদিন তিলোত্তমাকে না দেখিয়াছিলাম, ততদিন কন্যা বলিয়া তাহাকে স্মরণও করিতাম না; এক্ষণে তিলোত্তমা ব্যতীত আর আমার সংসারে কেহই নাই; আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; অদ্যাবধি ভূতপূর্ব্ব বিসর্জ্জন দিলাম, মানসিংহের অনুগামী হইব; দৌবারিক দূতকে আনয়ন করুক।"

আজ্ঞামতে দৌবারিক দূতকে আনয়ন করিল। দূত কতলু খাঁর পত্র প্রদান করিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে, বীরেন্দ্রসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠানশিবিরে প্রেরণ করুন, নচেৎ কতলু খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা গড় মান্দারণে প্রেরণ করিবেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "দূত! তোমার প্রভুকে কহিও, তিনিই সেনা প্রেরণ করুন।" দূত নতশির হইয়া প্রস্থান করিল।

সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : অসাবধানতা

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূলে বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিম্ব স্রোতস্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল, আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।

তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্ভ বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখনও চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যপ্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্য হৃদয়মধ্যে বিষধরদন্ত রোপিত করে, সে এ মূর্ত্তি নহে; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণকম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।

তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক, তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার; আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত, তাহাতে "বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত" কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, ঊষাকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ, সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না, তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্দ্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা, দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে, তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুখানি পড়িয়া যাইত, তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত, ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি হাসি, সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত। সুগোল প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়; সুগোল বাহুতে হীরকমণ্ডিত তাড়; সুগোল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়; সুগোল উরুতে মেখলা; সুগঠন অংসোপরে স্বর্ণহার, সুগঠন কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী; সর্ব্বত্রের গঠন সুন্দর।

তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন? সায়াহ্নগগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন? তাহা হইলে ভূতলে চক্ষু কেন? নদীতীরজ কুসুমসুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন? তাহা হইলে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবে কেন? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত ত বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন? তাও নয়, গাভীসকল ত ক্রমে ক্রমে গৃহে আসিল; কোকিল-রব শুনিতেছেন? তবে মুখ এত ম্লান কেন? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।

দাসীতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। তিলোত্তমা চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া প্রদীপের কাছে বসিলেন। তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন: অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কাদম্বরী পরিত্যাগ করিলেন। আর একখানা পুস্তক আনিলেন; সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তা: কখন পড়েন, কখন ভাবেন, আর বার পড়েন: আর বার অন্যমনে ভাবেন: বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন: গীতগোবিন্দ কিছুক্ষণ ভাল লাগিল, পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। পরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। নিকটে একটা লেখনী ও মসীপাত্র ছিল; অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের কাষ্ঠে এ ও তা "ক" "স" "ম" ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল: যখন আর স্থান নাই, তখন সে বিষয়ে চেতনা হইল। নিজ কার্য্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন: আবার কি লিখিয়াছেন, তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। কি লিখিয়াছেন? "বাসবদত্তা," "মহাশ্বেতা," "ক," "ঈ," "ই," "প," একটা বৃক্ষ, সেঁজুতির শিব, "গীতগোবিন্দ," "বিমলা," লতা, পাতা, হিজি, বিজি, গড়—সর্ব্বনাশ, আর কি লিখিয়াছেন? "কুমার জগৎসিংহ"

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল। নির্ব্বুদ্ধি! ঘরে কে আছে যে লজ্জা?

"কুমার জগৎসিংহ।" তিলোত্তমা দুইবার, তিনবার, বহুবার পাঠ করিলেন; দ্বারের দিকে চাহেন আর পাঠ করেন; পুনর্ব্বার চাহেন আর পাঠ করেন, যেন চোর চুরি করিতেছে।

বড় অধিকক্ষণ পাঠ করিতে সাহস হইল না, কেহ আসিয়া দেখিতে পাইবে। অতি ব্যস্তে জল আনিয়া লিপি ধৌত করিলেন: ধৌত করিয়া মনঃপূত হইল না, বস্ত্র দিয়া উত্তম করিয়া মুছিলেন আবার পড়িয়া দেখিলেন, কালির চিহ্ন মাত্র নাই তথাপি বোধ হইল, যেন এখনও পড়া যায়; আবার জল আনিয়া ধুইলেন আবার বস্ত্র দিয়া মুছিলেন, তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখা রহিয়াছে—"কুমার জগৎসিংহ"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : দিগ্গজের মন্ত্রণা

বিমলা অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। অভিরাম স্বামী ভূমির উপর যোগাসনে বসিয়াছেন। জগৎসিংহের সহিত যে প্রকারে বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বিমলা তাহা আদ্যোপান্ত অভিরাম স্বামীর নিকট বর্ণন করিতেছিলেন: বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "আজ চতুর্দ্দশ দিবস: কাল পক্ষ পূর্ণ হইবেক।" অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "উচিত পরামর্শ জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

স্বামী কহিলেন, "উত্তম, আমার পরামর্শ এই যে, এ বিষয় আর মনে স্থান দিও না।"

বিমলা অতি বিষণ্ণ বদনে নীরব হইয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণ্ণ হইলে কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার কি উপায় হইবে?"

অভিরাম স্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিলোত্তমার মনে কি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে?"

বিমলা কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "আপনাকে কত কহিব! আমি আজ চৌদ্দ দিন অহোরাত্র তিলোত্তমার ভাবগতিক বিলক্ষণ করিয়া দেখিতেছি, আমার মনে এমন বোধ হইয়াছে যে, তিলোত্তমার মনোমধ্যে অতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে।"

পরমহংস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোক; মনোমধ্যে অনুরাগের লক্ষণ দেখিলেই গাঢ় অনুরাগ বিবেচনা কর। বিমলে, তিলোত্তমার মনের সুখের জন্য চিন্তিত হইও না; বালিকা—স্বভাবতঃই প্রথম দর্শনে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছে; এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা উত্থাপন না হইলেই শীঘ্র জগৎসিংহকে বিস্মৃত হইবে।"

বিমলা কহিল, "না না, প্রভু, সে লক্ষণ নয়। পক্ষমধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কি বয়স্যাদিগের সঙ্গে সেরূপ দিবারাত্র হাসিয়া কথা কহে না; তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয় না: তিলোত্তমার পুস্তকসকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে; তিলোত্তমার ফুলগাছসকল জলাভাবে শুষ্ক হইল: তিলোত্তমার পাখীগুলিতে আর সে যত্ন নাই; তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না: তিলোত্তমা বেশভূষা করে না: তিলোত্তমা

কখন চিন্তা করে না, এক্ষণে দিবানিশি অন্যমনে থাকে, তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।

অভিরাম স্বামী শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন, আমার বোধ ছিল যে, দর্শনমাত্রে গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না; তবে স্ত্রীচরিত্র বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু কি করিবে? বীরেন্দ্র এ সম্বন্ধে সম্মত হইবে না।

বিমলা কহিল, আমি সেই আশঙ্কায় এ পর্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ করি নাই; মন্দিরমধ্যেও জগৎসিংহকে পরিচয় দিই নাই। কিন্তু এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয় (এই কথা বলিতে বিমলার মুখ কিঞ্চিৎ আরক্ত হইল) এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয় মানসিংহের সহিত মিত্রতা করিলেন, তবে জগৎসিংহকে জামাতা করিতে হানি কি?

অ। মানসিংহই বা সম্মত হইবে কেন?

বি। না হয় যুবরাজ স্বাধীন।

অ। জগৎসিংহই বা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবে কেন?

বি। জাতিকুলের দোষ কোন পক্ষেই নাই; [illegible]সিংহের পূর্বপুরুষেরাও যদুবংশীয়।

অ। যদুবংশীয় কন্যা [illegible] বধূ হইয়া [illegible]

বি। আপনি উদাসীন, প্রাচীন [illegible] হইয়াছেই বা কেন যদুবংশের কোন কুল [illegible]

এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে অভিরামস্বামীর চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল। কর্কশ স্বরে কহিলেন, পাপীয়সি! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হইয়াছ? দূর হও।

নবম পরিচ্ছেদ : কুলতিলক

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে সসৈন্য বিদায় হইয়া [illegible] প্রবেশ করিলেন, [illegible] পাঠান সেনা মধ্যে মহাভীতি প্রচার হইল। কুমার প্রতিজ্ঞা [illegible] পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া [illegible] পঞ্চাশৎ সহস্রকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া [illegible] যদিও এ পর্যন্ত [illegible] কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি [illegible] হইতে [illegible] যুদ্ধপাণ্ডিত্য গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন [illegible] মানসিংহ [illegible] বুঝি আমার কুমার হইতে রাজপুত নামের পুনর্বার গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

জগৎসিংহ উত্তমরূপে জানিতেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া পঞ্চাশৎ সহস্রকে সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে; বরং পরাজয় বা মৃত্যুই নিশ্চয়। অতএব সম্মুখসংগ্রামের চেষ্টায় না থাকিয়া যাহাতে সম্মুখসংগ্রাম না হয়, এমন প্রকার রণপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজ সামান্যসংখ্যক সেনা সর্ব্বদা অতি গোপনে লুক্কায়িত রাখিতেন; নিবিড় বনমধ্যে বা ঐ প্রদেশে সমুদ্র তরঙ্গবৎ কোথাও নিম্ন কোথাও উচ্চ যে সকল ভূমি আছে, তন্মধ্যে এমন স্থানে শিবির করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমিখণ্ড সকলের অন্তরালে অতি নিকট হইতেও কেহ তাহার সেনা দেখিতে পাইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিয়া যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান সেনার সন্ধান পাইতেন, তবঙ্গপ্রপাতবৎ অদূর্পাবি সসৈন্যে পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক চর ছিল; তাহারা ফলমূলমৎস্যাদিবিক্রেতা বা ভিক্ষুক উদাসীন ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদির বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পাঠান সেনার গতিবিধির সন্ধান আনিয়া দিত। জগৎসিংহ সংবাদ পাইবামাত্র অতি সাবধানে অথচ দ্রুতগতি এমন স্থানে গিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিতেন যে, যেন আগন্তুক পাঠান সেনার উপরে সুকৌশলে এবং অপূর্ব্বদৃষ্ট হইয়া আক্রমণ করিতে পারেন। যদি পাঠান সেনা অধিকসংখ্যক হইত, তবে জগৎসিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করার কোন স্পষ্ট উদ্যম করিতেন না; কেন না, তিনি জানিতেন, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় এক যুদ্ধে পরাজয় হইলে সকল নষ্ট হইবে; তখন কেবল পাঠান সেনা চলিয়া গেলে সাবধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য, অশ্ব, কামান ইত্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া আসিতেন। আর যদি পাঠান সেনা প্রবল না হইয়া স্বল্পসংখ্যক হইত, তবে যতক্ষণে সেনা নিজ মনোমত স্থান পর্যন্ত না আসিত, সে পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গোপনীয় স্থানে থাকিতেন; পরে সময় বুঝিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার শব্দে ধাবমান হইয়া হতভাগ্য পাঠানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। সে অবস্থায় পাঠানেরা শত্রুর নিকটস্থিতি অবগত থাকিত না, সুতরাং রণ জন্য প্রস্তুত থাকিত না; অকস্মাৎ শত্রুপ্রবাহমুখে পতিত হইয়া প্রায় বিনা যুদ্ধে প্রাণ হারাইত।

এইরূপে বহুতর পাঠান সৈন্য নিপাত হইল। পাঠানেরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল এবং সম্মুখসংগ্রামে জগৎসিংহের সৈন্য বিনষ্ট করিবার জন্য বিশেষ সযত্ন হইল। কিন্তু জগৎসিংহের

সৈন্য কোথায় থাকে,কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল যমদূতের ন্যায় পাঠান-সেনার মৃত্যুকালে একবার দেখা দিয়া মৃত্যুকার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্তর্ধান করে। জগৎসিংহ কৌশলময় তিনি পঞ্চ সহস্র সেনা সর্ব্বদা একত্র রাখিতেন না, কোথায় সহস্র, কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় দ্বিশত, কোথায় দ্বিসহস্র এইরূপে ভাগে ভাগে, যখন যথায় যেরূপ শত্রু সন্ধান পাইতেন তখন সেইরূপ পাঠাইতেন, কার্য্য সম্পাদন হইলে আর তথায় রাখিতেন না। কখন্ কোন্খানে রাজপুত আছে, কোন্খানে নাই, পাঠানেরা কিছুই স্থির করিতে পারিত না। কতলু খাঁর নিকট প্রত্যহই সেনা-নাশের সংবাদ আসিত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সকল সময়েই অমঙ্গল সংবাদ আসিত। ফলে যে কার্য্যেই হউক না, পাঠান-সেনার অল্প সংখ্যায় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুঃসাধ্য হইল। লুঠপাট একেবারে বন্ধ হইল, সেনাসকল দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল অধিকন্তু আহার আহরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। শত্রুপীড়িত প্রদেশ এইরূপ সুশাসিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে এই পত্র লিখিলেন,

"কুলতিলক! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাঠানশূন্য হইবে জানিলাম অতএব তোমার সাহায্যার্থে আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম।"

যুবরাজ প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—

"মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়, আর সেনা আইসে ভাল, নচেৎ ও শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাস পঞ্চ সহস্রে ক্ষত্রকুলোচিত প্রতিজ্ঞাপালন করিবেক।'

কুমার বীরমদে মত্ত হইয়া অবাধে রণজয় করিতে লাগিলেন। শৈলেশ্বর! তোমার মন্দিরমধ্যে যে সুন্দরীর সবল দৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়াছিলেন, সে সুন্দরীকে সেনা কোলাহল মধ্যে কি তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই? যদি না পড়িয়া থাকে তবে জগৎসিংহ তোমারই ন্যায় পাষাণ।

দশম পরিচ্ছেদ : মন্ত্রণার পর উদ্যোগ

যে দিবস অভিরাম স্বামী বিমলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহার পরদিন প্রদোষকালে বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়ার বেশভূষা? কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে, যার রূপ নাই সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা যার রূপ আছে সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ, যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক, পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।

কে বিমলার সে তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর দেখিয়া বলিবে, এ যুবতী নয়? তাহার কজ্জল-নিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিত কটাক্ষ দেখিয়া কে বলিবে যে, এ চতুর্ব্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে? কি চক্ষু! সুদীর্ঘ, চঞ্চল, আবেশময়। কোন কোন প্রগল্ভ যৌবনা কামিনীর চক্ষু দেখিবামাত্র মনোমধ্যে বোধ হয় যে, এই রমণী দর্পিতা, এ রমণী সুখলালসাপরিপূর্ণা। বিমলার চক্ষু সেইরূপ। আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি বিমলা যুবতী, স্থিরযৌবনা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সে চম্পকবর্ণ ত্বকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে যে, ষোড়শী তাঁহার অপেক্ষা কোমলা? যে একটি অতি ক্ষুদ্র গুচ্ছ অলককেশ কুঞ্চিত হইয়া কর্ণমূল হইতে অসাবধানে কপোলদেশে পড়িয়াছে, কে দেখিয়া বলিবে যে, যুবতীর কপোলে যুবতীর কেশ পড়ে নাই? পাঠক! মনশ্চক্ষু উন্মীলন কর; যেখানে বসিয়া দর্পণ সম্মুখে বিমলা কেশবিন্যাস করিতেছে, তাহা দেখ, বিপুল কেশগুচ্ছ বাম করে লইয়া সম্মুখে রাখিয়া যে প্রকারে তাহাতে চিরণী দিতেছে, দেখ, নিজ যৌবনভার দেখিয়া টিপি টিপি যে হাসিতেছে তাহা দেখ, মধ্যে মধ্যে বীণানিন্দিত মধুর স্বরে যে মৃদু মৃদু সঙ্গীত করিতেছে, তাহা শ্রবণ কর দেখিয়া শুনিয়া বল বিমলা অপেক্ষা কোন্ নবীনা তোমার মনোমোহিনী?

বিমলা কেশ বিন্যস্ত করিয়া কবরী বন্ধন করিলেন না পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বিত করিলেন। গন্ধবারিসিক্ত রুমালে মুখ পরিষ্কার করিলেন, গোলাপপুষ্পগকর্পূরপূর্ণ তাম্বুলে পুনর্ব্বার ওষ্ঠাধর রঞ্জন করিলেন, মুক্তাভূষিত কাঁচলি লইয়া বক্ষে দিলেন, সর্ব্বাঙ্গে কনকরত্নভূষা পরিধান করিলেন; আবার কি ভাবিয়া তাহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন, বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসন পড়িলেন; মুক্তা-শোভিত পাদুকা গ্রহণ করিলেন এবং সুবিন্যস্ত চিকুরে যুবরাজদত্ত বহুমূল্য মুক্তাহার রোপিত করিলেন।

বিমলা বেশ করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে গমন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন, হাসিয়া কহিলেন, "এ কি বিমলা! এ বেশ কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তোর সে কথায় কাজ কি?"

তি। সত্য বল না, কোথায় যাবে?

বি। আমি যে কোথায় যাব, তোমাকে কে বলিল?

তিলোত্তমা অপ্রতিভ হইলেন। বিমলা তাঁহার লজ্জা দেখিয়া সকরুণে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি অনেক দূর যাব।"

তিলোত্তমার মুখ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় হর্ষবিকসিত হইল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে?"

বিমলা সেইরূপ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আন্দাজ কর না?"

তিলোত্তমা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা তখন তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, "শুন দেখি" বলিয়া গবাক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় কাণে কাণে কহিলেন, "আমি শৈলেশ্বর মন্দিরে যাব তথায় কোন রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিলোত্তমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিছুই উত্তর করিলেন না।

বিমলা বলিতে লাগিলেন, "অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল, ঠাকুরের বিবেচনায় জগৎসিংহের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না। তোমার বাপ কোন মতে সম্মত হইবেন না। তাঁর সাক্ষাতে এ কথা পাড়িলে ঝাঁটা লাথি না খাই ত বিস্তর।"

"তবে কেন"—তিলোত্তমা অধোবদনে, অস্ফুটস্বরে, পৃথিবী পানে চাহিয়া এই দুইটি কথা বলিলেন, "তবে কেন?"

বি। কেন? আমি রাজপুত্রের নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় দিব। শুধু পরিচয় পাইলে কি হইবে? এখন ত পরিচয় দিই, তার পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তিনি করিবেন। রাজপুত্র যদি তোমাতে অনুরক্ত হন—

তিলোত্তমা তাঁহাকে আর বলিতে না দিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া কহিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া লজ্জা করে; তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না কেন, আমার কথা কাহাকে বলিও না, আর আমার কাছে কাহারও কথা বলিও না।"

বিমলা পুনর্ব্বার হাসিয়া কহিলেন "তবে এ বালিকা-বয়সে এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে কেন?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তুই যা? আমি আর তোর কোন কথা শুনিব না।"

বি। তবে আমি মন্দিরে যাব না।

তি। আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি? যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না।

বিমলা হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "তবে আমি যাইব না।"

তিলোত্তমা পুনরায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, "যাও।" বিমলা আবার হাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি চলিলাম; আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না।"

তিলোত্তমাও ঈষৎ হাসিলেন; সে হাসির অর্থ এই যে, "নিদ্রা আসিবে কেন?" বিমলা তাহা বুঝিতে পারিলেন। গমনকালে বিমলা এক হস্ত তিলোত্তমার অংসদেশে ন্যস্ত করিয়া, অপর হস্তে তাঁহার চিবুক গ্রহণ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সরল প্রেমপবিত্র মুখ প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিতে পাইলেন, যখন বিমলা চলিয়া যান, তখন তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু বারি রহিয়াছে।

কক্ষদ্বারে আশমানি আসিয়া বিমলাকে কহিল, "কর্ত্তা তোমাকে ডাকিতেছেন।"

তিলোত্তমা শুনিতে পাইয়া, আসিয়া কাণে কাণে কহিলেন, "বেশ ত্যাগ করিয়া যাও।"

বিমলা কহিলেন, "ভয় নাই।"

বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গেলেন। তথায় বীরেন্দ্রসিংহ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এক দাসী পদসেবা, অন্যে ব্যজন করিতেছিল। পালঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বিমলা কহিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা?"

বীরেন্দ্রসিংহ মস্তকোত্তোলন করিয়া চমৎকৃত হইলেন; বলিলেন, "বিমলা, তুমি কর্ম্মান্তরে যাইবে না কি?"

বিমলা কহিলেন, "আজ্ঞা। আমার প্রতি কি আজ্ঞা ছিল?"

বী। তিলোত্তমা কেমন আছে? শরীর অসুস্থ ছিল, ভাল হইয়াছে?

বি। ভাল হইয়াছে।

বী। তুমি আমাকে ক্ষণেক ব্যজন কর, আশমানি তিলোত্তমাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনুক।

ব্যজনকারিণী দাসী ব্যজন রাখিয়া গেল।

বিমলা আশমানিকে বাহিরে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। বীরেন্দ্র অপর দাসীকে কহিলেন, "লচমণি, তুই আমার জন্য পান তৈয়ার করিয়া আন।" পদসেবাকারিণী চলিয়া গেল।

বী। বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন?

বি। আমার প্রয়োজন আছে।

বী। কি প্রয়োজন আছে আমি শুনিব।

বি। "তবে শুনুন" বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশয্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, "তবে শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব।"

বী। যমের সঙ্গে না কি?

বি। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই?

বী। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।

বি। একজন ছাড়া।

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ : আশমানির দৌত্য

এদিকে বিমলার ইঙ্গিতমত আশমানি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিমলা আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "আশমানি, তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।"

আশমানি কহিল, "বেশভূষা দেখিয়া আমিও ভাবিতেছিলাম, আজ কি একটা কাণ্ড।"

বিমলা কহিলেন, "আমি আজ কোন প্রয়োজনে অধিক দূরে যাইব। এ রাত্রে একাকিনী যাইতে পারিব না; তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সঙ্গে লইতে পারিব না; তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

আশমানি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে?"

বিমলা কহিলেন, "আশমানি, তুমি ত সেকালে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে না?"

আশমানি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তবে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কতকগুলা কাজ সারিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "আর একটা কথা আছে, মনে কর, যদি তোমার সঙ্গে আজ সেকালের কোন লোকের দেখা হয়, তবে কি তোমাকে সে চিনিতে পারিবে?"

আশমানি বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি?"

বিমলা কহিলেন, "মনে কর, যদি কুমার জগৎসিংহের সহিত দেখা হয়?"

আশমানি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে কহিল, "এমন দিন কি হবে?"

বিমলা কহিলেন, "হইতেও পারে।"

আশমানি কহিল, "কুমার চিনিতে পারিবেন বৈ কি।"

বিমলা কহিলেন, "তবে তোমার যাওয়া হইবে না, আর কাহাকে লইয়া যাই—একাও ত যাইতে পারি না।"

আশমানি কহিল, "কুমারে দেখিব মনে বড়ই সাধ হইতেছে।"

বিমলা কহিলেন, "মনের সাধ মনে থাক; এখন আমি কি করি?"

বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশমানি অকস্মাৎ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা কহিলেন, "মর্! আপনা আপনি হেসে মরিস্ কেন?"

আশমানি কহিল, "মনে মনে ভাবিতেছিলাম, বলি আমার সোনার চাঁদ দিগ্‌গজকে তোমার সঙ্গে পাঠাইলে কি হয়?"

বিমলা হাসিয়া উল্লাসে কহিলেন, "সেই কথাই ভাল; রসিকরাজকেই সঙ্গে লইব।"

আশমানি বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি, আমি যে তামাসা করিতেছিলাম!"

বিমলা কহিলেন, "তামাসা না, বোকা বামুনকে আমার অবিশ্বাস নাই। অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না।"

আশমানি হাসিয়া কহিল, "সে ভার আমার; আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতেছি, তুমি ফটকের সম্মুখে একটু অপেক্ষা করিও।"

এই বলিয়া আশমানি হাসিতে হাসিতে দুর্গমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে চলিল।

অভিরাম স্বামীর শিষ্য গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ইতিপূর্ব্বেই পাঠক মহাশয়ের নিকট একবার পরিচিত হইয়াছেন। যে হেতুতে বিমলা তাঁহার রসিকরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাও পাঠক মহাশয় অবগত আছেন। সেই মহাপুরুষ এই কুটীরের অধিকারী। দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া চারি হাত হইবেক; প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু একটু কুঁজো, অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরে মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি নেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।

গজপতি, 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি সাধ করিয়া পান নাই। বুদ্ধিখানা অতি তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত মাসে "সহর্ণে ঘঃ" সূত্রটি ব্যাখ্যা শুদ্ধ মুখস্থ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহে আর দশজনের গোলে হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন। পরে অন্য কাণ্ড আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক ভাবিলেন, "দেখি দেখি কাণ্ডখানাই কি?" শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?" ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "রামকান্ত।" অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তোমার বিদ্যা হইয়াছে; তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে; আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।"

গজপতি অতি সাহঙ্কার-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "আমার এক নিবেদন—আমার উপাধি?"

অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তুমি যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছ, তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক তুমি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি গ্রহণ কর।"

দিগ্‌গজ হৃষ্টচিত্তে গুরুপদে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

গৃহে আসিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, "ব্যাকরণাদিতে ত কৃতবিদ্য হইলাম। এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্মৃতি পাঠ করা আবশ্যক। শুনিয়াছি, অভিরাম স্বামী বড় পণ্ডিত, তিনি ব্যতীত আমাকে শিক্ষা দেয়, এমন লোক আর নাই, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া কিছু স্মৃতি শিক্ষা করা উচিত।" এই স্থির করিয়া দিগ্‌গজ দুর্গমধ্যে অধিষ্ঠান করিলেন। অভিরাম স্বামী অনেককে শিক্ষা দিতেন, কাহারও প্রতি বিরক্ত ছিলেন না; দিগ্‌গজ কিছু শিখুক বা না শিখুক, অভিরাম স্বামী তাহাকে পাঠ দিতেন।

গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত্ত নহেন একটু আলঙ্কারিক, একটু একটু রসিক, রসভাণ্ড তাহার পরিচয়ের স্থল। তাঁহার রসিকতার আড়ম্বরটা কিছু আশমানির প্রতি গুরুতর হইত; তাহার কিছু গূঢ় তাৎপর্য্যও ছিল। গজপতি মনে করিতেন, আমার তুল্য ব্যক্তির ভারতে কেবল লীলা করিতে আসা, এই আমার শ্রীবৃন্দাবন আশমানি আমার রাধিকা। আশমানিও রসিকা; মদনমোহন পাইয়া বানর-পোষার সাধ মিটাইয়া লইত। বিমলাও সন্ধান পাইয়া কখনও বানর নাচাইতে যাইতেন। দিগ্‌গজ মনে করিতেন "এই আমার চন্দ্রাবলী জুটিয়াছে, না হবে কেন? যে বৃত্তভাণ্ড মাড়িয়াছি; ভাগ্যে বিমলা জানে ওটি আমার শোনা কথা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : আশমানির অভিসার

দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী আশমানি কিরূপ রূপবতী, জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সাধ পুরাইব। কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপবর্ণন-বিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতি-বহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়। অতএব প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য।

হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমলকমল-দলনিন্দিত-চরণ-ভক্তজন-বৎসলে! আমাকে সেই চরণকমলের ছায়া দান কর; আমি আশমানির রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দানন-সুন্দরীকুল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণি! হে বিশাল রসাল দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি! একবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও আমি রূপ বর্ণন করিব। সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিতকুলেপ্সিত-পয়ঃপ্রস্রবিণি! হে মূর্খজনপ্রতি কদাচিৎ কৃপাকারিণি! হে অঙ্গুলি-কণ্ডূয়ন-বিষমবিকার সমুৎপাদিনি! হে বটতলা-বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল

করিয়া দিয়া যাও। মা! তোমার দুই রূপ, যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তরচরিত, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না! যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতিপ্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাসরথি রায়ের জন্ম যে মূর্ত্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্ত্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপ বর্ণন করি।

আশমানির বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়, ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি! আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন প্রমাদ, সাপ গর্ত্তে গেলেন, মানুষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, সাপ বাহিরে আসিয়া আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশমানির মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই তুমি গিয়া উদিত হও আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে, সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন পাছে পাখী ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এই জন্য বিধাতা পল্লবরূপ পিঞ্জরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহাবিশাল, দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। কারণান্তরে দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন আর হস্তী কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন বাকি ছিলেন ধবলগিরি তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।

কপালের লিখন দোষে আশমানি বিধবা! আশমানি দিগ্গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল যে, কুটীরের দ্বার বদ্ধ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাকিল ও ঠাকুর!

কেউ উত্তর দিল না।

বলি ও গোঁসাই!

উত্তর নাই।

মর্ বিট্লে কি করিতেছে? ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু!

উত্তর নাই।

আশমানি কুটীরের দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, এই জন্য কথা নাই কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশমানি ভাবিল "ইহার আবার নিষ্ঠা দেখি দেখি, কথা কহিয়া আবার খায় কি না।

বলি ও রসিকরাজ!

উত্তর নাই।

"ও রসরাজ!

উত্তর। 'হুম্।

বামুন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিতেছে ও ত কথা হলো না এই ভাবিয়া আশমানি কহিল, "ও রসমাণিক!'

উত্তর। "হুম্।"

আ। বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।

উত্তর। "হ—উ—উম্।"

আ। বটে, বামুন হইয়া এই কাজ—আমি স্বামিঠাকুরকে বলে দেব, ঘরের ভিতর কে ও?

ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে শূন্য ঘরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে লাগিল।

আশমানি বলিল, "ও মাগি যে জেতে চাঁড়াল! অমি যে চিনি!

দিগ্গজের মুখ শুকাইল। বলিল, "কে চাঁড়াল? ছুঁয়া পড়েনি ত?'

আশমানি আবার কহিল, "ও, আবার খাও যে? কথা কহিয়া আবার খাও?'

দি। কই, কখন কথা কহিলাম?

আশমানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল বলিল এই ত কহিলে।

দি। বটে বটে, বটে তবে আর খাওয়া হইল না।

আ। হাঁ ত, উঠে আমায় দ্বার খুলে দাও।

আশমানি ছিদ্র হইতে দেখিতেছিল ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্নত্যাগ করিয়া উঠে। কহিল না না ও কয়টি ভাত খাইয়া উঠিও।

দি। না আর খাওয়া হইবে না কথা কহিয়াছি।

আ। সে কি? না খাও ত আমার মাথা খাও।

দি। রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে?

আ। বটে তবে আমি চলিলাম তোমার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা ছিল কিছুই বলা হইল না। আমি চলিলাম।

দি। না না আশমান! তুমি রাগ করিও না আমি এই খাইতেছি।

ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল দুই তিন গ্রাস আহার করিবামাত্র আশমানি কহিল উঠ হইয়াছে দ্বার খোল।

দি। এই কটা ভাত খাই।

আ। এ যে পেট আর ভরে না উঠ নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ বলিয়া দিব।

দি। আঃ নাও এই উঠিলাম।

ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুন্নমনে অন্নত্যাগ করিয়া গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : আশমানির প্রেম

দ্বার খুলিলে আশমানি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে প্রণয়িনী আসিয়াছেন, ইঁহার সরস অভ্যর্থনা করা চাই, অতএব হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন ওঁ আয়াহি বরদে দেবি!

আশমানি কহিল এটি যে বড় সরস কবিতা কোথা পাইলে

দি। তোমার জন্য এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।

আ। সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছি?

দি। সুন্দরি! তুমি বইস আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।

আশমানি মনে মনে কহিল আলোপেয়ে! তুমি হাত ধোবে, আমি তোমাকে ঐ এঁটো আবার খাওয়াব।

প্রকাশ্যে কহিল সে কি হাত ধোও যে ভাত খাবে না

গজপতি কহিলেন সে কি কথা ভোজন করিয়া উঠিয়াছি আবার ভাত খাব কিরূপে?

আ। কেন, তোমার ভাত রহিয়াছে যে, উপবাস করিবে?

দিগ্‌গজ কিছু ক্ষুন্ন হইয়া কহিলেন কি করি, তুমি ত তাড়ি করিলে। এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে অন্নপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আশমানি কহিল তবে আবার খাইতে হইবে।

দি। রাধে মাধব গণ্ডূষ করিয়াছি গাত্রোত্থান করিয়াছি আবার খাইব?

হাঁ খাইবে বই কি। আমারই উৎসৃষ্ট খাইবে। এই বলিয়া আশমানি ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল।

ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া রহিলেন।

আশমানি উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল খাও।

ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

আ। খাও, শোন, কাহাকে বলিব না যে, তুমি আমার উৎসৃষ্ট খাইয়াছ। কেহ না জানিতে পারিলে দোষ কি?

দি। তাও কি হয়?

কিন্তু দিগ্‌গজের উদরমধ্যে অগ্নিদেব প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। দিগ্‌গজ মনে মনে কহিতেছিলেন যে আশমানি যেমন সুন্দর হউক না কেন, পৃথিবী ইহাকে গ্রাস করুন, আমি গোপনে ইহার উৎসৃষ্টাবশেষ ভোজন করিয়া দহ্যমান উদর শীতল করি।

আশমানি ভাব বুঝিয়া বলিল খাও—না খাও, একবার পাতের কাছে বসো।

দি। কেন? তাতে কি হইবে?

আ। আমার সাধ। তুমি কি আমার একটা সাধ পূরাইতে পার না?

দিগ্‌গজ বলিলেন "শুধু পাতের কাছে বসিতে কি? তাহাতে কোন দোষ নাই; তোমার কথা রাখিলাম।" এই বলিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত আশমানির কথায় পাতের কাছে গিয়া বসিলেন। উদরে ক্ষুধা, কোলে অন্ন, অথচ খাইতে পারিতেছেন না—দিগ্‌গজের চক্ষে জল আসিল।

আশমানি বলিল, "শূদ্রের উৎসৃষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?

পণ্ডিত বলিলেন, "নাইতে হয়।

আ। তুমি আমায় কেমন ভালবাস, আজ বুঝিয়া পাইলে তবে আমি যাব। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে নাইতে পার?

দিগ্‌গজ মহাশয় ক্ষুদ্র চক্ষু রসে অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘ নাসিকা দোলাইয়া মধুর হাসি আকর্ণ হাসিয়া বলিলেন "তার কথা কি? এখনই নাইতে পারি।"

আশমানি বলিল আমার ইচ্ছা হইয়াছে তোমার পাতে প্রসাদ পাইব; তুমি আপন হাতে আমাকে দুইটি ভাত মাখিয়া দাও।

দিগ্‌গজ বলিল 'তার আশ্চর্য্য কি? নাইলেই শুচি। এই বলিয়া উৎসৃষ্টাবশেষ একত্রিত করিয়া মাখিতে লাগিল।

আশমানি বলিল আমি একটি উপকথা বলি শুন; যতক্ষণ আমি উপকথা বলিব ততক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নহিলে আমি খাইব না।

দি। আচ্ছা।

আশমানি এক রাজা আর তাহার দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প আরম্ভ করিল দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিল আর ভাত মাখিতে লাগিল

শুনিতে শুনিতে দিগ্‌গজের মন আশমানির গল্পে ডুবিয়া গেল আশমানির হাসি চাহনি ও নথের মাঝখানে আটকাইয়া রহিল ভাত মাখা বন্ধ হইল--পাতে হাত লাগিয়া রহিল কিন্তু ক্ষুধার যাতনাটা আছে; যখন আশমানির গল্প বড় জমিয়া আসিল—দিগ্‌গজের মন তাহাতে বড়ই নিবিষ্ট হইল -তখন দিগ্‌গজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পাতস্থ হাত, নিকটস্থ মাখা ভাতের গ্রাস তুলিয়া, চুপি চুপি দিগ্‌গজের মুখে লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা গলাধঃকরণ করাইল নিরীহ দিগ্‌গজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশমানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "তবে রে বিট্‌লে—আমার এঁটো না কি খাবি নে?"

তখন দিগ্‌গজের চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস মুখে দিয়া গিলিতে গিলিতে এঁটো হাতে আশমানির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। চর্ব্বণ করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিল, "আমায় রাখ; আশমান! কাহাকেও বলিও না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : দিগ্‌গজহরণ

এমন সময় বিমলা আসিয়া, বাহির হইতে দ্বার নাড়িল। বিমলা পার্শ্বদ্বার হইতে অলক্ষ্যে সকল দেখিতেছিল। দ্বারের শব্দ শুনিয়া দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। আশমানি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, বিমলা আসিতেছে—লুকোও লুকোও।"

দিগ্‌গজ ঠাকুর কাঁদিয়া কহিল, "কোথায় লুকাইব?"

আশমানি বলিল, "ঐ অন্ধকার কোণে একটা কেলে-হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসো গিয়া -অন্ধকারে ঠাওর পাইবে না।" দিগ্‌গজ তাহাই করিতে গেল—আশমানির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়িতে ব্রাহ্মণ একটা অড়হর ডালের হাঁড়ি পাড়িয়া মাথায় দিল তাহাতে আধ হাঁড়ি রাঁধা অড়হর ডাল ছিল—দিগ্‌গজ যেমন হাঁড়ি উল্‌টাইয়া মাথায় দিলেন, অমনি মস্তক হইতে অড়হর ডালের শতধারা বহিল—টিকি দিয়া অড়হর ডালের স্রোত নামিল--স্কন্ধ, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও বাহু হইতে অড়হর ডালের ধারা পর্ব্বত হইতে ভূতলগামিনী নদীসকলের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে নামিতে লাগিল উচ্চ নাসিকা অড়হরের প্রস্রবণবিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিমলা গৃহ প্রবেশ করিয়া দিগ্‌গজের সৌভাগ্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজ বিমলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, দেখিয়া বিমলার দয়া হইল। বিমলা বলিলেন, "কাঁদিও না! তুমি যদি এই অবশিষ্ট ভাতগুলি খাও, তবে আমরা কাহারও সাক্ষাতে এ সকল কথা বলিব না!"

ব্রাহ্মণ তখন প্রফুল্ল হইল; প্রফুল্ল বদনে পুনশ্চ আহারে বসিল—ইচ্ছা, অঙ্গের অড়হর

ডালটুকুও মুছিয়া লয়, কিন্তু তাহা পারিল না, কিংবা সাহস করিল না। আশমানির জন্য যে ভাত মাখিয়াছিল, তাহা খাইল। বিনষ্ট অড়হরের জন্য অনেক পরিতাপ করিল। আহার সমাপনান্তে আশমানি তাহাকে স্নান করাইল। পরে ব্রাহ্মণ স্থির হইলে বিমলা কহিলেন, "রসিক। একটা বড় ভারি কথা আছে।"

রসিক কহিলেন, "কি?"

বি। তুমি আমাদের ভালবাস?

দি। বাসি নে?

বি। দুই জনকেই?

দি। দুইজনকেই।

বি। যা বলি, তা পারিবে?

দি। পারিব না?

বি। এখনই?

দি। এখনই।

বি। এই দণ্ডে?

দি। এই দণ্ডে।

বি। আমরা দুজনে কেন এসেছি জান?

দি। না।

আশমানি কহিল, "আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। বিমলা কষ্টে উচ্চ হাসি সম্বরণ করিলেন। কহিলেন, "কথা কও না যে?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা তা তা"—বাঙ্নিষ্পত্তি হইয়া উঠিল না।

আশমানি কহিল, "তবে কি পারিবে না?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা—স্বামিঠাকুরকে বলিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "স্বামিঠাকুরকে আবার বলবে কি? এ কি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত যে স্বামিঠাকুরের কাছে ব্যবস্থা নিতে যাবে?"

দি। না, না, তা যাব না; তা কবে যেতে হবে?

বি। কবে? এখনই চল, দেখিতেছ না, আমি গহনাপত্র লইয়া বাহির হইয়াছি।

দি। এখনই?

বি। এখনই না ত কি? নাহলে বল, আমরা অন্য লোকের তল্লাস করি।

গজপতি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "চল, যাইতেছি।"

বিমলা বলিলেন, "দোছোট লও।"

দিগ্‌গজ নামাবলী গায়ে দিলেন। বিমলা অগ্রে, ব্রাহ্মণ পশ্চাতে যাত্রা করেন, এমন সময়ে দিগ্‌গজ বলিলেন, "সুন্দরি!"

বি। কি?

দি। আবার আসিবে কবে?

বি। আসিব কি আবার? একেবারে চলিলাম।

হাসিতে দিগ্‌গজের মুখ পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন, "তৈজসপত্র রহিল যে।"

বি। ও সব তোমায় কিনে দিব।

ব্রাহ্মণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন; কি করেন, স্ত্রীলোকেরা মনে করিবে, আমাদের ভালবাসে না, অভাবপক্ষে বলিলেন, "খুঙ্গীপুতি?"

বিমলা বলিলেন, "শীঘ্র লও।"

বিদ্যাদিগ্‌গজের সবে দুখানি পুতি,—ব্যাকরণ আর একখানি স্মৃতি। ব্যাকরণখানি হস্তে লইয়া বলিলেন, "এখানিতে কাজই বা কি, এ ত আমার কণ্ঠে আছে।" এই বলিয়া কেবল স্মৃতিখানি খুঙ্গীর মধ্যে লইলেন। 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া বিমলা ও আশমানির সহিত যাত্রা করিলেন।

আশমানি কহিল, "তোমরা আগু হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

এই বলিয়া আশমানি গৃহে গেল, বিমলা ও গজপতি একত্র চলিলেন। অন্ধকারে উত্তরে অলক্ষ্য থাকিয়া দুর্গদ্বারের বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দিগ্‌গজ কহিলেন, "কই, আশমানি আসিল না?"

বিমলা কহিলেন "সে বুঝি আসিতে পারিল না। আবার তাকে কেন?"
রসিকরাজ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তৈজসপত্র।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : দিগ্‌গজের সাহস

বিমলা দ্রুতপাদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন। নিশা অত্যন্ত অন্ধকার, নক্ষত্রালোকে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। প্রান্তরপথে প্রবেশ করিয়া বিমলা কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিতা হইলেন, সমভিব্যাহারী নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন বাক্যব্যয়ও নাই। এমন সময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিলে কিছু সাহস হয়, শুনিতে ইচ্ছাও করে। এই জন্য বিমলা গজপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসিকরতন! কি ভাবিতেছ?"

রসিকরতন বলিলেন, "বলি তৈজসপত্রগুলা"

বিমলা উত্তর না দিয়া, মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক কাল পরে, বিমলা আবার কথা কহিলেন, "দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর?"

"রাম! রাম! রাম! রামনাম বল" বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।

একে পায়, আরে চায়। বিমলা কহিলেন, "এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।" দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা বলিতে লাগিলেন, "আমরা সেদিন শৈলেশ্বরের পূজা দিয়া আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে বটতলায় দেখি যে এক বিকটাকার মূর্ত্তি।"

অঞ্চলের তাড়নায় বিমলা জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণ থরহরি কাঁপিতেছে বুঝিলেন যে, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, "রসিকরাজ! তুমি গাইতে জান?"

রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু? দিগ্‌গজ বলিলেন, জানি বৈ কি।

বিমলা বলিলেন, "একটি গীত গাও দেখি"

দিগ্‌গজ আরম্ভ করিলেন,

> এ হুম্—উ, হুম্-
> সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।"

পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল।

রসিকের গীত চলিতে লাগিল।

> "সেই দিন পুড়িল কপাল মোর
> কালি দিলাম কুলে।
> মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী কথা কয় হাসি হাসি,
> বলে ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।"

দিগ্‌গজের আর গান হইল না, হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল অমৃতময় মানসোন্মাদকর অপ্সরোহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নিস্তব্ধ প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তস্বরপরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।

দিগ্‌গজ নিশ্বাস রহিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন বিমলা সমাপ্ত করিলেন, তখন গজপতি কহিলেন, "আবার।"

বি। আবার কি?

দি। আবার একটি গাও।

বি। কি গায়িব?

দি। একটি বাঙলা গাও।

"গায়িতেছি" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত গায়িতে গায়িতে বিমলা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঞ্চলে বিষম টান পড়িয়াছে; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গজপতি একেবারে তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণপণে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়াছেন। বিমলা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে? আবার ভূত না কি?"

ব্রাহ্মণের বাক্য সরে না, কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "ঐ।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন প্রবল নিশ্বাসশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং নির্দ্দিষ্ট দিকে পথপার্শ্বে একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন।

সাহসে নির্ভর করিয়া নিকটে গিয়া বিমলা দেখিলেন, একটি সুগঠন সুসজ্জীভূত অশ্ব মৃত্যুযাতনায় পড়িয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

বিমলা পথ বাহন করিতে লাগিলেন। সুসজ্জীভূত সৈনিক অশ্ব পথিমধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ অতিবাহিত করিলে, গজপতি আবার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।

বিমলা বলিলেন, "কি?"

গজপতি একটি দ্রব্য লইয়া দেখাইলেন। বিমলা দেখিয়া বলিলেন, "এ সিপাহির পাগড়ি। বিমলা পুনর্ব্বার চিন্তায় মগ্ন হইলেন, আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "যারই ঘোড়া, তারই পাগড়ি? না, এ ত পদাতিকের পাগড়ি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। বিমলা অধিকতর অন্যমনা হইলেন। অনেকক্ষণ পরে গজপতি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, আর কথা কহ না যে?

বিমলা কহিলেন, "পথে কিছু চিহ্ন দেখিতেছ?"

গজপতি বিশেষ মনোযোগের সহিত পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া কহিলেন, দেখিতেছি, অনেক ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন।"

বি। বুদ্ধিমান্—কিছু বুঝিতে পারিলে?

দি। না।

বি। ওখানে মরা ঘোড়া, সেখানে সিপাহির পাগড়ি, এখানে এত ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন, এতে কিছু বুঝিতে পারিলে না?—কারেই বা বলি!

দি। কি?

বি। এখনই বহুতর সেনা এই পথে গিয়াছে।

গজপতি ভীত হইয়া কহিলেন, "তবে একটু আস্তে হাঁটি; তারা খুব আগু হইয়া যাক।"

বিমলা হাস্য করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! তাহারা আগু হইবে কি? কোন্ দিকে ঘোড়ার খুরের সম্মুখ, দেখিতেছ না? এ সেনা গড় মান্দারণে গিয়াছে" বলিয়া বিমলা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

অচিরাৎ শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধবল শ্রী নিকটে দেখিতে পাইলেন। বিমলা ভাবিলেন যে রাজপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নাই; বরং তাহাতে অনিষ্ট আছে। অতএব কি প্রকারে তাহাকে বিদায় দিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন। গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বিমলার পৃষ্ঠের নিকট আসিয়া অঞ্চল ধরিয়াছেন; বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

ব্রাহ্মণ অস্ফুট স্বরে কহিলেন "সে কত দূর?"

বি। কি কত দূর?

দি। সেই বটগাছ?

বি। কোন্ বটগাছ?

দি। যেখানে তোমরা সেদিন দেখেছিলে?

বি। কি দেখেছিলাম?

দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই।

বিমলা বুঝিতে পারিয়া সুযোগ পাইলেন।

গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইঃ!"

ব্রাহ্মণ অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "কি গা?"

বিমলা অস্ফুট স্বরে শৈলেশ্বরনিকটস্থ বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "সে ঐ বটতলা।"

দিগ্‌গজ আর নড়িলেন না; গতিশক্তিরহিত, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

বিমলা বলিলেন, "আইস।"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আমি আর যাইতে পারিব না।"

বিমলা কহিলেন, "আমারও ভয় করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ এই শুনিয়া পা ফিরাইয়া পলায়নোদ্যত হইলেন।

বিমলা বৃক্ষপানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষমূলে একটা ধবলাকার কি পদার্থ রহিয়াছে।

তিনি জানিতেন যে বৃক্ষমূলে শৈলেশ্বরের ষাঁড় শুইয়া থাকে. কিন্তু গজপতিকে কহিলেন "গজপতি! ইষ্টদেবের নাম জপ. বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ ?"

'ও গো—বাবা গো—" বলিয়াই দিগ্‌গজ একেবারে চম্পট দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।

বিমলা গজপতির স্বভাব জানিতেন: অতএব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একেবারে দুর্গ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

বিমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

বিমলা সকল দিক ভাবিয়া আসয়াছিলেন. কেবল একদিক ভাবিয়া আইসেন নাই· রাজপুত্র মন্দিরে আসিয়াছেন কি ? মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে বিমলার বিষম ক্লেশ হইল। মনে করিয়া দেখিলেন যে, রাজপুত্র আসার নিশ্চিত কথা কিছুই বলেন নাই: কেবল বলিয়াছিলেন যে, "এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, এখানে না দেখা পাও, তবে সাক্ষাৎ হইল না।" তবে ত না আসারও সম্ভাবনা:

যদি না আসিয়া থাকেন. তবে এত ক্লেশ বৃথা হইল। বিমলা বিষণ্ণ হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এ কথা আগে কেন ভাবি নাই ? ব্রাহ্মণকেই বা কেন তাড়াইলাম: একাকিনী এ রাত্রে কি প্রকারে ফিরিয়া যাইব! শৈলেশ্বর! তোমার ইচ্ছা।"

বটবৃক্ষতল দিয়া শৈলেশ্বর-মন্দিরে উঠিতে হয়। বিমলা বৃক্ষতল দিয়া যাইতে দেখিলেন যে তথায় ষণ্ড নাই; বৃক্ষমূলে যে ধবল পদার্থ দেখিয়াছিলেন, তাহা আর তথায় নাই। বিমলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; ষণ্ড কোথাও উঠিয়া গেলে প্রান্তর মধ্যে দেখা যাইত।

বিমলা বৃক্ষমূলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন: বোধ হইল যেন বৃক্ষের পশ্চাদ্দিকস্থ কোন মনুষ্যের ধবল পরিচ্ছদের অংশমাত্র দেখিতে পাইলেন, সাতিশয় চঞ্চলপদে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন: সবলে কবাট করতাড়িত করিলেন।

কবাট বন্ধ। ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল, "কে ?"

শূন্য মন্দিরমধ্য হইতে গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনি হইল, "কে ?"

বিমলা প্রাণপণে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "পথ-শ্রান্ত স্ত্রীলোক।"

কবাট মুক্ত হইল।

দেখিলেন. মন্দিরমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে কৃপাণকোষ হস্তে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান। বিমলা দেখিয়া চিনিলেন, কুমার জগৎসিংহ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ

বিমলা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বসিয়া একটু স্থির হইলেন। পরে নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন. কে কি বলিয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবেন ? উভয়েরই সঙ্কট। কি বলিয়া প্রথমে কথা কহিবেন ?

বিমলা এ বিষয়ের সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা. ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 'যুবরাজ! আজ শৈলেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম. একাকিনী এ রাত্রে প্রান্তরমধ্যে আসিতে ভীতা হইয়াছিলাম. এক্ষণে মন্দিরমধ্যে আপনার দর্শনে সাহস পাইলাম।

যুবরাজ কহিলেন. "তোমাদিগের মঙ্গল ত ?"

বিমলার অভিপ্রায়. প্রথমে জানেন.—রাজকুমার যথার্থ তিলোত্তমাতে অনুরক্ত কি না. পশ্চাৎ অন্য কথা কহিবেন। এই ভাবিয়া বলিলেন, "যাহাতে মঙ্গল হয়. সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম. আপনার পূজাতেই শৈলেশ্বর পরিতৃপ্ত আছেন. আমার পূজা গ্রহণ করিবেন না. অনুমতি হয় ত প্রতিগমন করি।"

যুব। যাও। একাকিনী তোমার যাওয়া উচিত হয় না. আমি তোমাকে রাখিয়া আসি।

বিমলা দেখিলেন যে. রাজপুত্র যাবজ্জীবন কেবল অস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। বিমলা উত্তর করিলেন. "একাকিনী যাওয়া অনুচিত কেন ?"

যুব। পথে নানা ভীতি আছে।

বি। তবে আমি মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইব।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

বি। কেন ? তাঁহার কাছে নালিশ আছে। তিনি যে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহা

কর্তৃক আমাদিগের পথের ভয় দূর হয় না। তিনি শত্রুনিপাতে অক্ষম।

রাজপুত্র সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সেনাপতি উত্তর করিবেন যে, শত্রুনিপাত দেবের অসাধ্য, মনুষ্য কোন্ ছার! উদাহরণ, স্বয়ং মহাদেব তপোবনে মন্মথ শত্রুকে ভস্মরাশি করিয়াছিলেন, অদ্য পক্ষমাত্র হইল, সেই মন্মথ তাঁহার এই মন্দিরমধ্যেই বড় দৌরাত্ম্য করিয়াছে।

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এত দৌরাত্ম্য কাহার প্রতি হইয়াছে?"

যুবরাজ কহিলেন, "সেনাপতির প্রতিই হইয়াছে।"

বিমলা কহিলেন, "মহারাজ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবেন কেন?"

যুব। আমার সাক্ষী আছে।

বি। মহাশয়, এমন সাক্ষী কে?

যুব। সুচরিত্রে—

রাজপুত্রের বাক্য শেষ না হইতে হইতে বিমলা কহিলেন, "দাসী অতি কুচরিত্রা। আমাকে বিমলা বলিয়া ডাকিবেন।"

রাজপুত্র বলিলেন, "বিমলাই তাহার সাক্ষী।

বি। বিমলা এমত সাক্ষ্য দিবে না।

যুব। সম্ভব বটে; যে ব্যক্তি পক্ষমধ্যে আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হয় সে কি সত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে?

বি। মহাশয়! কি প্রতিশ্রুত ছিলাম, স্মরণ করিয়া দিন।

যুব। তোমার সখীর পরিচয়।

বিমলা সহসা ব্যঙ্গপ্রিয়তা ত্যাগ করিলেন, গম্ভীরভাবে কহিলেন "যুবরাজ! পরিচয় দিতে সংকোচ হয়। পরিচয় পাইয়া আপনি যদি অসুখী হন?"

রাজপুত্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহারও ব্যঙ্গাসক্ত ভাব দূর হইল, চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বিমলে! যথার্থ পরিচয়ে কি আমার অসুখের কারণ আছে?"

বিমলা কহিলেন, "আছে।

রাজপুত্র পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন, ক্ষণ পরে কহিলেন, "যাহাই হউক, তুমি আমার মানস সফল কর, আমি যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছি, তাহার অপেক্ষা আর কিছুই অধিক অসুখের হইতে পারে না। তুমি যে শঙ্কা করিতেছ, যদি তাহা সত্য হয়, তবে সেও এ যন্ত্রণার অপেক্ষা ভাল; অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিবার একটা কথা পাই। বিমলে! আমি কেবল কৌতূহলী হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই; কৌতূহলী হইবার আমার এক্ষণে অবকাশ নাই; অদ্য মাসার্দ্ধমধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য শয্যায় বিশ্রাম করি নাই। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।"

বিমলা এই কথা শুনিবার জন্যই এত উদ্যম করিতেছিলেন। আরও কিছু শুনিবার জন্য কহিলেন, "যুবরাজ! আপনি রাজনীতিতে বিচক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ যুদ্ধকালে কি আপনার দুষ্প্রাপ্য রমণীতে মনোনিবেশ করা উচিত? উভয়ের মঙ্গলহেতু বলিতেছি, আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হইতে যত্ন করুন, যুদ্ধের উৎসাহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন।"

যুবরাজের অধরে মনস্তাপ-ব্যঞ্জক হাস্য প্রকটিত হইল; তিনি কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? তোমার সখীর রূপ একবার দর্শনেই আমার হৃদয়মধ্যে গম্ভীরতর অঙ্কিত হইয়াছে, এ হৃদয় দগ্ধ না হইলে তাহা আর মিলায় না। লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া থাকে, পাষাণে যে মূর্ত্তি অংকিত হয়, পাষাণ নষ্ট না হইলে তাহা আর মিলায় না। যুদ্ধের কথা কি বলিতেছ, বিমলে! আমি তোমার সখীকে দেখিয়া অবধি কেবল যুদ্ধেই নিযুক্ত আছি। কি রণক্ষেত্রে—কি শিবিরে, এক পল সে মুখ ভুলিতে পারি নাই; যখন মস্তকচ্ছেদ করিতে পাঠান খড়্গ তুলিয়াছে, তখন মরিলে সে মুখ যে আর দেখিতে পাইব না, একবার ভিন্ন আর দেখা হইল না, সেই কথাই আগে মনে পড়িয়াছে। বিমলে! কোথা গেলে তোমার সখীকে দেখিতে পাইব?"

বিমলা আর শুনিয়া কি করিবেন! বলিলেন, "গড় মান্দারণে আমার সখীর দেখা পাইবেন। তিলোত্তমা সুন্দরী বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

জগৎসিংহের বোধ হইল যেন তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। তরবারে ভর করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম; শত্রুরক্তে ..মার সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিব।"

বিমলা রাজপুত্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! স্নেহের যদি পুরস্কার থাকিত

তবে আপনি তিলোত্তমা লাভ করিবার যোগ্য। একেবারেই বা কেন নিরাশ হন? আজ বিধি বৈর, কাল বিধি সদয় হইতে পারেন।"

আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দ্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে, "মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।" বিমলার মুখে আশা কথা কহিল, "কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।"

জগৎসিংহ আশার কথা শুনিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বলিতে পারে? বিধাতার লিপি কে অগ্রে পাঠ করিতে পারে? এ সংসারে অঘটনীয় কি আছে? এ সংসারে কোন্ অঘটনীয় ঘটনা না ঘটিয়াছে?

রাজপুত্র আশার কথা শুনিলেন।

কহিলেন, "যাহাই হউক, অদ্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে; কর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে পশ্চাৎ ঘটিবে, বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে? এখন কেবল আমার মন ব্যক্ত করিয়া কহিতে পারি। এই শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার সকল কথা তোমার সখীর সাক্ষাতে কহিও, আর কহিও যে, আমি কেবল একবার মাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী, দ্বিতীয়বার আর এ ভিক্ষা করিব না, স্বীকার করিতেছি।"

বিমলার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সখীর প্রত্যুত্তর মহাশয় কি প্রকারে পাইবেন?"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাকে বারংবার ক্লেশ দিতে পারি না, কিন্তু যদি তুমি পুনর্ব্বার এই মন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তবে তোমার নিকট বিক্রীত থাকিব। জগৎসিংহ হইতে কখন না কখন প্রত্যুপকার হইতে পারিবে।"

বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ, আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কিন্তু একাকিনী রাত্রে এ পথে আসিতে অত্যন্ত ভয় পাই, অঙ্গীকার পালন না করিলেই নয়, এই জন্যই আজ আসিয়াছি। এক্ষণে এ প্রদেশ শত্রুব্যস্ত হইয়াছে; পুনর্ব্বার আসিতে বড় ভয় পাইব।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তুমি যদি হানি বিবেচনা না কর, তবে আমি তোমার সহিত গড় মান্দারণে যাই। আমি তথায় উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি আমাকে সংবাদ আনিয়া দিও।"

বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তবে চলুন।"

উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেহ সমভিব্যাহারী আছে?"

বিমলা কহিলেন, "না।"

"তবে কার পদধ্বনি হইল? আমার আশঙ্কা হইতেছে কেহ অন্তরাল হইতে আমাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে।"

এই বলিয়া রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : বীরপঞ্চমী

উভয়ে শৈলেশ্বর প্রণাম করিয়া সশঙ্কচিত্তে গড় মান্দারণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎ নীরবে গেলেন। কিছু দূর গিয়া রাজকুমার প্রথমে কথা কহিলেন "বিমলে, আমার এক বিষয়ে কৌতূহল আছে। তুমি শুনিয়া কি বলিবে বলিতে পারি না।"

বিমলা কহিলেন, "কি?"

যুব। আমার মনে প্রতীতি জন্মিয়াছে, তুমি কদাপি পরিচারিকা নও।

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ সন্দেহ আপনার মনে কেন জন্মিল?"

যুব। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা যে অম্বরপতির পুত্রবধূ হইতে পারেন না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত; তুমি পরিচারিকা হইলে সে গুহ্য কাহিনী কি প্রকারে জানিবে?

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাতর স্বরে কহিলেন, "আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন; আমি পরিচারিকা নহি। অদৃষ্টক্রমে পরিচারিকার ন্যায় আছি। অদৃষ্টকেই বা কেন দোষি? আমার অদৃষ্ট মন্দ নহে!"

রাজকুমার বুঝিলেন যে, এই কথায় বিমলার মনোমধ্যে পরিতাপ উদয় হইয়াছে, অতএব তৎসম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। বিমলা স্বতঃ কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার নিকট পরিচয় দিব; কিন্তু এক্ষণে নয়। ও কি শব্দ? পশ্চাৎ কেহ আসিতেছে?"

এই সময়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যের পদধ্বনি স্পষ্ট শ্রুত হইল। এমন বোধ হইল, যেন দুইজন মনুষ্য কাণে কাণে কথা কহিতেছে। তখন মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম হইয়াছিল। রাজপুত্র কহিলেন, "আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, আমি দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া রাজপুত্র কিছু পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন এবং পথের পার্শ্বেও অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাগমন করিয়া বিমলাকে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, কেহ আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। সাবধানে কথা কহা ভাল।"

এখন উভয়ে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। ক্রমে গড় মান্দারণ গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুর্গসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এক্ষণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে কি প্রকারে? এত রাত্রে অবশ্য ফটক বন্ধ হইয়া থাকিবে।"

বিমলা কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়াই বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম।"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন "লুকান পথ আছে?"

বিমলাও হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "যেখানে চোর সেইখানেই সিঁধ!"

ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার রাজপুত্র কহিলেন, "বিমলা, এক্ষণে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি দুর্গপার্শ্বস্থ এই আম্রকানন মধ্যে তোমার অপেক্ষা করিব, তুমি আমার হইয়া অকপটে তোমার সখীকে মিনতি করিও; পক্ষ পরে হয় মাস পরে হয়, আর একবার আমি তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব।"

বিমলা কহিলেন, "এ আম্রকাননও নির্জ্জন স্থান নহে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

যু। কত দূর যাইব?

বি। দুর্গমধ্যে চলুন।

রাজকুমার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন "বিমলা, এ উচিত হয় না। দুর্গ-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমি দুর্গমধ্যে যাইব না।"

বিমলা কহিলেন, "চিন্তা কি?"

রাজকুমার গর্ব্বিত বচনে কহিলেন "রাজপুত্রেরা কোন স্থানে যাইতে চিন্তা করে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, অম্বরপতির পুত্রের কি উচিত যে, দুর্গ-স্বামীর অজ্ঞাতে চোরের ন্যায় দুর্গপ্রবেশ করে?"

বিমলা কহিলেন, "আমি আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছি।"

রাজকুমার কহিলেন, "মনে করিও না যে, আমি তোমাকে পরিচারিকা জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু বল দেখি, দুর্গমধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবার তোমার কি অধিকার?"

বিমলাও ক্ষণেককাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "আমার কি অধিকার তাহা না শুনিলে আপনি যাইবেন না?"

উত্তর—"কদাপি যাইব না।"

বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।

রাজপুত্র কহিলেন, "চলুন।"

বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ, আমি দাসী, দাসীকে 'চল' বলিবেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "তাই হউক।"

যে রাজপথ অতিবাহিত করিয়া বিমলা যুবরাজকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে পথে দুর্গদ্বারে যাইতে হয়। দুর্গের পার্শ্বে আম্রকানন, সিংহদ্বার হইতে কানন অদৃশ্য। ঐ পথ হইতে যথা আমোদর অন্তঃপুরপশ্চাৎ প্রবাহিত আছে, সে দিকে যাইতে হইলে এই আম্রকানন মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বিমলা এক্ষণে রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রসঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।

আম্রকানন প্রবেশাবধি, উভয়ে পুনর্ব্বার সেইরূপ শুষ্কপর্ণভঙ্গ সহিত মনুষ্য-পদধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন।

বিমলা কহিলেন, "আবার!"

রাজপুত্র কহিলেন, "তুমি পুনরপি ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি দেখিয়া আসি।"

রাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন; কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। আম্রকাননতলে নানা প্রকার আরণ্য লতাদির সমৃদ্ধিতে এমন বন হইয়াছিল

এবং বৃক্ষাদির ছায়াতে রাত্রে কাননমধ্যে এমন অন্ধকার হইয়াছিল যে, রাজপুত্র যেখানে যান, তাহার অগ্রে অধিক দূর দেখিতে পান না। রাজপুত্র এমনও বিবেচনা করিলেন যে, পশুর পদচারণে শুষ্কপত্রভঙ্গশব্দ শুনিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, সন্দেহ নিঃশেষ করা উচিত বিবেচনা করিয়া রাজকুমার অসিহস্তে আম্রবৃক্ষের উপর উঠিলেন। বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তিমিরাবৃত শাখাসমষ্টিমধ্যে দুইজন মনুষ্য বসিয়া আছে, তাহাদিগের উষ্ণীষে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে, কেবল তাহাই দেখা যাইতেছিল; অবয়ব ছায়ায় লুক্কায়িত ছিল। রাজপুত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, উষ্ণীষ মস্তকে মনুষ্য বটে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি উত্তমরূপে বৃক্ষটি লক্ষিত করিয়া রাখিলেন যে, পুনর্বায় আসিলে না ভ্রম হয়। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে বিমলার নিকট আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা বিমলার নিকট বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এ সময়ে যদি দুইটা বর্শা থাকিত!"

বিমলা কহিলেন, "বর্শা লইয়া কি করিবেন?"

জ। তাহা হইলে ইহারা কে, জানিতে পারিতাম; লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না। উষ্ণীষ দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পাঠানেরা কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।

তৎক্ষণাৎ বিমলার পথপার্শ্বস্থ মৃত অশ্ব, উষ্ণীষ আর অশ্বসৈন্যের পদচিহ্ন স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি পলকমধ্যে দুর্গ হইতে বর্শা আনিতেছি।

এই বলিয়া বিমলা ঝটিতি দুর্গমূলে গেলেন। যে কক্ষে বসিয়া সেই রাত্রি প্রদোষে বেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহার নীচের কক্ষের একটি গবাক্ষ আম্রকাননের দিকে ছিল। বিমলা অঞ্চল হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া ঐ কলে ফিরাইলেন, পশ্চাৎ জানালার গবাদে ধরিয়া দেয়ালের দিকে টান দিলেন, শিল্পকৌশলের গুণে জানালার কবাট, চৌকাট, গবাদে সকল সমেত দেয়ালের মধ্যে এক রন্ধ্রে প্রবেশ করিল, বিমলার কক্ষমধ্যে প্রবেশ জন্য পথ মুক্ত হইল। বিমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়ালের মধ্য হইতে জানালার চৌকাঠ ধরিয়া টানিলেন, জানালা বাহির হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে স্থিত হইল, কবাটের ভিতর দিকে পূর্ব্ববৎ গা চাবির কল ছিল, বিমলা অঞ্চলের চাবি লইয়া ঐ কলে লাগাইলেন। জানালা নিজ স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল, বাহির হইতে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলেখানায় গেলেন। শেলেখানায় প্রহরীকে কহিলেন "আমি তোমার নিকট যাহা চাহি, তুমি কাহারও সাক্ষাৎ বলিও না। আমাকে দুইটা বর্শা দাও আবার আনিয়া দিব।"

প্রহরী চমৎকৃত হইল। কহিল, "মা, তুমি বর্শা লইয়া কি করিবে"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "আজ আমার বীরপঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয়, তাহাতে রাত্রে অস্ত্র পূজা করিতে হয়, আমি পুত্র কামনা করি, কাহারও সাক্ষাৎ প্রকাশ করিও না।"

প্রহরীকে যেরূপ বুঝাইল, সেও সেইরূপ বুঝিল। দুর্গস্থ সকল ভৃত্য বিমলার আজ্ঞাকারী ছিল; সুতরাং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া দুইটা শাণিত বর্শা দিল।

বিমলা বর্শা লইয়া পূর্ব্ববেগে গবাক্ষের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ভিতর হইতে জানালা খুলিলেন, এবং বর্শা সহিত নির্গত হইয়া জগৎসিংহের নিকট গেলেন।

ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক, বা নিকটেই থাকিবেন এবং তৎক্ষণেই প্রত্যাগমন করিবেন, এই বিশ্বাসজনিত নিশ্চিন্তভাব প্রযুক্তই হউক, বিমলা বহির্গমনকালে জালরন্ধ্রপথ পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহাতে প্রমাদ ঘটনার এক কারণ উপস্থিত হইল। জানালার অতি নিকটে এক আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার অন্তরালে এক শস্ত্রধারী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল; সে বিমলার এই ভ্রম দেখিতে পাইল। বিমলা যতক্ষণ না দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন, ততক্ষণ শস্ত্রপাণি পুরুষ বৃক্ষের অন্তরালে রহিল; বিমলা দৃষ্টির অগোচর হইলেই সে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে শব্দশীল চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে গবাক্ষসন্নিধানে আসিল। প্রথমে গবাক্ষের মুক্তপথে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, কক্ষমধ্যে কেহ নাই দেখিয়া, নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। পরে সেই কক্ষের দ্বার দিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে রাজপুত্র বিমলার নিকট বর্শা পাইয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষারোহণ করিলেন এবং পূর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, এক্ষণে একটিমাত্র উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় নাই; রাজপুত্র একটি বর্শা বাম করে রাখিয়া, দ্বিতীয় বর্শা দক্ষিণ করে গ্রহণপূর্ব্বক, বৃক্ষস্থ উষ্ণীষ লক্ষ্য করিলেন। পরে বিশাল বাহুবল সহযোগে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথমে বৃক্ষপল্লবের প্রবল মর্ম্মর শব্দ, তৎপরেই ভূতলে গুরু পদার্থের পতন শব্দ হইল; উষ্ণীষ

আর বৃক্ষে নাই। রাজপুত্র বুঝিলেন যে,তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে উষ্ণীষধারী বৃক্ষশাখাচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে।

জগৎসিংহ দ্রুতগতি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যথা আহত ব্যক্তি পতিত হইয়াছে, তথা গেলেন; দেখিলেন যে, একজন সৈনিক-বেশধারী সশস্ত্র মুসলমান মৃতবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছে। বর্শা তাহার চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়াছে।

রাজপুত্র মৃতবৎ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, একেবারে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বর্শা চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির কবচমধ্যে একখানি পত্র ছিল, তাহার অল্পভাগ বাহির হইয়াছিল। জগৎসিংহ ঐ পত্র লইয়া জ্যোৎস্নায় আনিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিগণ এই লিপি দৃষ্টি মাত্র লিপিকাবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

কতলু খাঁ।"

বিমলা কেবল শব্দ শুনিতেছিলেন মাত্র, সবিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসিয়া সবিশেষ বিবৃত করিলেন। বিমলা শুনিয়া কহিলেন "যুবরাজ! আমি এত জানিলে কখন আপনাকে বর্শা দিতাম না। আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "শত্রুবধে ক্ষোভ কি? শত্রুবধ ধর্ম্মে আছে।"

বিমলা কহিলেন, "যোদ্ধায় এমত বিবেচনা করুক। আমরা স্ত্রীজাতি।"

ক্ষণপরে বিমলা কহিলেন, "রাজকুমার, আর বিলম্বে অনিষ্ট আছে। দুর্গে চলুন, আমি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

উভয়ে দ্রুতগতি দুর্গমূলে আসিয়া প্রথমে বিমলা, পশ্চাৎ রাজপুত্র প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে রাজপুত্রের হৃৎকম্প ও পদকম্প হইল। শত সহস্র সেনার সমীপে যাঁহার মস্তকের একটি কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, তাঁহার এ সুখের আলয়ে প্রবেশ করিতে হৃৎকম্প কেন?

বিমলা পূর্ব্ববৎ গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন; পরে রাজপুত্রকে নিজ শয়নাগারে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি আসিতেছি, আপনাকে ক্ষণেক এই পালঙ্কের উপর বসিতে হইবেক। যদি অন্য চিন্তা না থাকে, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, ভগবানের আসন বটপত্র মাত্র।"

বিমলা প্রস্থান করিয়া ক্ষণপরেই নিকটস্থ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, "যুবরাজ! এই দিকে আসিয়া একটা নিবেদন শুনুন।"

যুবরাজের হৃদয় আবার কাঁপে, তিনি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরমধ্যে বিমলার নিকট গেলেন।

বিমলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় তথা হইতে সরিয়া গেলেন; যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত কক্ষ; রজতপ্রদীপ জ্বলিতেছে, কক্ষপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : চতুরে চতুরে

বিমলা আসিয়া নিজ কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। বিমলার মুখ অতি হর্ষপ্রফুল্ল, তিনি গতিকে মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে মুকুর, বেশভূষা যেরূপ প্রদোষকালে ছিল, সেইরূপই রহিয়াছে, বিমলা দর্পণাভ্যন্তরে মুহূর্ত্তজন্য নিজ প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। প্রদোষকালে যেরূপ কুটিল-কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ রহিয়াছে; বিশাল লোচনমূলে সেইরূপ কজ্জলপ্রভা; অধরে সেইরূপ তাম্বুলরাগ, সেইরূপ কর্ণাভরণ পীবরাংসসংসক্ত হইয়া দুলিতেছে। বিমলা উপাধানে পৃষ্ঠ রাখিয়া অর্দ্ধ শয়ন, অর্দ্ধ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; বিমলা মুকুরে নিজ-লাবণ্য দেখিয়া হাস্য করিলেন। বিমলা এই ভাবিয়া হাসিলেন যে, দিগ্‌গজ পণ্ডিত নিতান্ত নিষ্কারণে গৃহত্যাগী হইতে চাহেন নাই।

বিমলা জগৎসিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, এমত সময়ে আম্রকাননমধ্যে গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীতা হইলেন; সিংহদ্বার ব্যতীত আম্রকাননে কখনই তূর্য্যধ্বনি হইয়া থাকে না, এত রাত্রেই বা তূর্য্যধ্বনি কেন হয়? বিশেষ সেই রাত্রে মন্দিরে গমনকালে ও প্রত্যাগমনকালে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমুদয় স্মরণ হইল। বিমলার তৎক্ষণাৎ বিবেচনা হইল, এ তূর্য্যধ্বনি কোন অমঙ্গল ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ। অতএব সশঙ্কচিত্তে

তিনি বাতায়ন-সন্নিধানে গিয়া আম্রকাননপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কাননমধ্যে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিমলা ব্যস্তচিত্তে নিজ কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন, যে শ্রেণীতে তাঁহার কক্ষ তৎপরেই প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণপরেই আর এক কক্ষশ্রেণী; সেই শ্রেণীতে প্রাসাদোপরি উঠিবার সোপান আছে। বিমলা কক্ষত্যাগপূর্বক সেই সোপানাবলী আরোহণ করিয়া ছাদের উপর উঠিলেন, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তথাপি কাননের গভীর ছায়ান্ধকার জন্য কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা দ্বিগুণ উদ্বিগ্নচিত্তে ছাদের আলিসার নিকটে গেলেন, তদুপরি বক্ষঃ স্থাপনপূর্বক মুখ নত করিয়া দুর্গমূল পর্যন্ত দেখিতে লাগিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লব সকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত, কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল, কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে, আমোদরের স্থিরাম্বু মধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত, দূরে, অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যত হইলেন এমন সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিত পুত্তলীবৎ নিষ্পন্দ হইলেন।

শস্ত্রধারী কহিল, চীৎকার করিও না। সুন্দরীর মুখে চীৎকার ভাল শুনায় না।

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ এইরূপ বিমলাকে বিহ্বল করিল, তাহার পরিচ্ছদ পাঠানজাতীয় সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায়। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহার্ঘ গুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত, এ ব্যক্তি কোন মহৎপদাভিষিক্ত। অদ্যাপি তাহার বয়স ত্রিংশতের অধিক হয় নাই কান্তি সাতিশয় শ্রীমান, তাঁহার প্রশস্ত ললাটোপরি যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত ছিল তাহাতে এক খণ্ড মহার্ঘ হীরক শোভিত ছিল। বিমলার যদি তৎকালে মনের স্থিরতা থাকিত তবে বুঝিতে পারিতেন যে স্বয়ং জগৎসিংহের সহিত তুলনায় এ ব্যক্তি নিতান্ত ন্যূন হইবেন না। জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বা বিশালোরস্ক নহেন, কিন্তু তৎসদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক [illegible] বহুমূল্য [illegible] অন্য প্রহরণ ছিল না।

সৈনিক পুরুষ কহিলেন, চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে [illegible] বিপদ ঘটিবে।

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিশালিনী বিমলা ক্ষণমাত্র বিহ্বলা ছিলেন, অল্পমাত্রেই স্থির হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। [illegible] হইতে বিমলাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়াও কঠিন নহে। বুঝিয়া সুবুদ্ধি বিমলা কহিলেন, "কে তুমি?"

সৈনিক কহিলেন, আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি কি জন্য এ দুর্গমধ্যে আসিয়াছ? চোরেরা শূলে যায়, তুমি কি শোন নাই?"

সৈনিক। সুন্দরি! আমি চোর নই।

বি। তুমি কি প্রকারে দুর্গমধ্যে আসিলে?

সৈ। তোমারই অনুকম্পায়। তুমি যখন জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলে, তখন প্রবেশ করিয়াছিলাম, তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ ছাদে আসিয়াছি।

বিমলা কপালে করাঘাত করিলেন। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

সৈনিক কহিল, তোমার নিকট এক্ষণে পরিচয় দিলেই বা হানি কি? আমি পাঠান।"

বি। এ ত পরিচয় হইল না, জানিলাম যে, জাতিতে পাঠান—কে তুমি?

সৈ। ঈশ্বরেচ্ছায় এ দীনের নাম ওসমান খাঁ।

বি। ওসমান খাঁ কে, আমি চিনি না!

সৈ। ওসমান খাঁ, কতলু খাঁর সেনাপতি।

বিমলার শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা—কোনরূপে পলায়ন করিয়া বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ করেন কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। সম্মুখে সেনাপতি গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্যগতি হইয়া বিমলা এই বিবেচনা করিলেন যে, এক্ষণে সেনাপতিকে যতক্ষণ কথাবার্তায় নিযুক্ত রাখিতে পারেন, ততক্ষণ অবকাশ। পশ্চাৎ দুর্গপ্রাসাদস্থ কোন প্রহরী সেদিকে আসিলেও আসিতে পারে, অতএব পুনরপি কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, "আপনি কেন

এ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?"

ওসমান খাঁ উত্তর করিলেন, "আমরা বীরেন্দ্রসিংহকে অনুনয় করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিয়াছেন যে, তোমরা পার, সসৈন্য দুর্গে আসিও।"

বিমলা কহিলেন, "বুঝিলাম, দুর্গাধিপতি আপনাদিগের সহিত মৈত্র না করিয়া, মোগলের পক্ষ হইয়াছে বলিয়া আপনি দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি একক দেখিতেছি?"

ওস। আপাততঃ আমি একক।

বিমলা কহিলেন, "সেই জন্যই বোধ করি, শঙ্কা প্রযুক্ত আমাকে যাইতে দিতেছেন না।

ভীরুতা অপবাদে পাঠান সেনাপতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার গতি মুক্ত করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন, এই দুরাশাতেই বিমলা এই কথা বলিলেন।

ওসমান খাঁ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার নিকট কেবল তোমার কটাক্ষকে শঙ্কা করিতে হয়, আমার সে শঙ্কাও বড় নাই; তোমার নিকট ভিক্ষা আছে।

বিমলা কৌতূহলিনী হইয়া ওসমান খাঁর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ওসমান খাঁ কহিলেন, "তোমার ওড়নার অঞ্চলে যে জানালার চাবি আছে, তাহা আমাকে দান করিয়া বাধিত কর। তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া অবমাননা করিতে সঙ্কোচ করি।"

গবাক্ষের চাবি যে, সেনাপতির অভীষ্টসিদ্ধি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে বিমলার ন্যায় চতুরার অধিককাল অপেক্ষা করে না। বুঝিতে পারিয়া বিমলা দেখিলেন, ইহার উপায় নাই। যে বলে লইতে পারে তাহার যাচ্ঞা করা ব্যঙ্গ করা মাত্র। চাবি না দিলে সেনাপতি এখনই বলে লইবেক। অপর কেহ তৎক্ষণাৎ চাবি ফেলিয়া দিত সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুরা বিমলা কহিলেন, "মহাশয়! আমি ইচ্ছাক্রমে চাবি না দিলে আপনি কি প্রকারে লইবেন?"

এই বলিতে বলিতে বিমলা অঙ্গ হইতে ওড়না খুলিয়া হস্তে লইলেন। ওসমানের চক্ষু ওড়নার দিকে, তিনি উত্তর করিলেন, "ইচ্ছাক্রমে না দিলে তোমার অঙ্গস্পর্শ সুখ লাভ করিব।"

"করুন", বলিয়া বিমলা হস্তস্থিত বস্ত্র আম্রকাননে নিক্ষেপ করিলেন। ওসমানের চক্ষু ওড়নার প্রতি ছিল; যেই বিমলা নিক্ষেপ করিয়াছেন, ওসমান অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া উড্ডীয়মান বস্ত্র ধরিলেন।

ওসমান খাঁ ওড়না হস্তগত করিয়া এক হস্তে বিমলার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিলেন; দন্ত দ্বারা ওড়না ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে চাবি খুলিয়া নিজ কটিবন্ধে রাখিলেন। পরে যাহা করিলেন, তাহাতে বিমলার মুখ শুকাইল। ওসমান বিমলাকে এক শত সেলাম করিয়া যোড়হাতে বলিলেন, "মাফ করিবেন।" এই বলিয়া ওড়না লইয়া তদ্দ্বারা বিমলার দুই হস্ত আলিসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। বিমলা কহিলেন, "এ কি?"

ওসমান কহিলেন, "প্রেমের ফাঁস।"

বি। এ দুষ্কর্ম্মের ফল আপনি অচিরাৎ পাইবেন।

ওসমান বিমলাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফলোদয় হইল না। কেহ শুনিতে পাইল না।

ওসমান পূর্ব্বপথে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিমলার কক্ষের নীচের কক্ষে গেলেন। তথায় বিমলার ন্যায় জানালার চাবি ফিরাইয়া জানালা দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পথ মুক্ত হইলে ওসমান মৃদু মৃদু শিশ দিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণমাত্রেই বৃক্ষান্তরাল হইতে এক জন পাদুকাশূন্য যোদ্ধা গবাক্ষ নিকটে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি প্রবেশ করিলে অপর এক ব্যক্তি আসিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক পাঠান সেনা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষে যে ব্যক্তি গবাক্ষ নিকটে আসিল, ওসমান তাহাকে কহিলেন, "আর না, তোমরা বাহিরে থাক; আমার পূর্ব্বকথিত সঙ্কেতধ্বনি শুনিলে তোমরা বাহির হইতে দুর্গ আক্রমণ করিও, এই কথা তুমি তাজ খাঁকে বলিও।"

সে ব্যক্তি ফিরিয়া গেল। ওসমান লব্ধপ্রবেশ সেনা লইয়া পুনর্ব্বার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রাসাদারোহণ করিলেন, যে ছাদে বিমলা বন্ধন-দশায় বসিয়া আছেন, সেই ছাদ দিয়া গমনকালে কহিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী, ইহাকে কদাপি বিশ্বাস নাই, রহিম সেখ! তুমি ইহার নিকট প্রহরী থাক, যদি পলায়নের চেষ্টা বা কাহারও সহিত কথা কহিতে উদ্যোগ করে, কি উচ্চ কথা কয়, তবে স্ত্রীবধে ঘৃণা করিও না।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া রহিম তথায় প্রহরী রহিল। পাঠান সেনা ছাদে ছাদে দুর্গের অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : প্রেমিকে প্রেমিকে

বিমলা যখন দেখিলেন যে, চতুর ওসমান অন্যত্র গেলেন, তখন তিনি ভরসা পাইলেন যে, কৌশলে মুক্তি পাইতে পারিবেন। শীঘ্র তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রহরী কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে বিমলা তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রহরী হউক, আর যমদূতই হউক, সুন্দরী রমণীর সহিত কে ইচ্ছাপূর্ব্বক কথোপকথন না করে? বিমলা প্রথমে এ ও সে নানাপ্রকার সামান্য বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রহরীর নামধাম গৃহকর্ম্ম সুখদুঃখ বিষয়ক নানা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রহরী নিজ সম্বন্ধে বিমলার এতদূর পর্য্যন্ত ঔৎসুক্য দেখিয়া বড়ই প্রীত হইল। বিমলাও সুযোগ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ তূণ হইতে শাণিত অস্ত্র সকল বাহির করিতে লাগিলেন। একে বিমলার অমৃতময় রসালাপ, তাহাতে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল চক্ষুর অব্যর্থ কটাক্ষসন্ধান, প্রহরী একেবারে গলিয়া গেল। যখন বিমলা প্রহরীর ভঙ্গীভাবে দেখিলেন যে, তাহার অধঃপাতে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তখন মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, "আমার কেমন ভয় করিতেছে, সেখজী, তুমি আমার কাছে বসো না।"

প্রহরী চরিতার্থ হইয়া বিমলার পার্শ্বে বসিল। ক্ষণকাল অন্য কথোপকথনের পর বিমলা দেখিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। প্রহরী নিকটে বসিয়া অবধি ঘন ঘন তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন বলিলেন, "সেখজী, তুমি বড় ঘামিতেছ; একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দাও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি, পরে আবার বাঁধিয়া দিও।"

সেখজীর কপালে ঘর্ম্মবিন্দুও ছিল না, কিন্তু বিমলা অবশ্য ঘর্ম্ম না দেখিলে কেন বলিবে? আর এ হাতের বাতাস কার ভাগ্যে ঘটে? এই ভাবিয়া প্রহরী তখনই বন্ধন খুলিয়া দিল।

বিমলা কিয়ৎক্ষণ ওড়না দ্বারা প্রহরীকে বাতাস দিয়া স্বচ্ছন্দে ওড়না নিজ অঙ্গে পরিধান করিলেন। পুনর্ব্বন্ধনের নামও করিতে প্রহরীর মুখ ফুটিল না। তাহার বিশেষ কারণও ছিল; ওড়নার বন্ধনরজ্জুত্ব দশা ঘুচিয়া যখন তাহা বিমলার অঙ্গে শোভিত হইল, তখন তাহার লাবণ্য আরও প্রদীপ্ত হইল; যে লাবণ্য মুকুরে দেখিয়া বিমলা আপনা আপনি হাসিয়াছিলেন, সেই লাবণ্য দেখিয়া প্রহরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিমলা কহিলেন, "সেখজী, তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ভালবাসে না?"

সেখজী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন?"

বিমলা কহিলেন, "ভালবাসিলে এ বসন্তকালে (তখন ঘোর গ্রীষ্ম, বর্ষা আগত) কোন্ প্রাণে তোমা হেন স্বামীকে ছাড়িয়া আছে?"

সেখজী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিমলার তূণ হইতে অনর্গল অস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। "সেখজী! বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি আমার স্বামী হইতে, তবে আমি কখন তোমাকে যুদ্ধে আসিতে দিতাম না।"

প্রহরী আবার নিশ্বাস ছাড়িল। বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আহা! তুমি যদি আমার স্বামী হতে!"

বিমলাও এই বলিয়া একটি ছোট রকম নিশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজ তীক্ষ্ন-কুটিল-কটাক্ষ বিসর্জ্জন করিলেন; প্রহরীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া বিমলার আরও নিকটে আসিয়া বসিল, বিমলাও আর একটু তাহার দিকে সরিয়া বসিলেন।

বিমলা প্রহরীর করে কোমল কর-পল্লব স্থাপন করিলেন। প্রহরী হতবুদ্ধি হইয়া উঠিল।

বিমলা কহিতে লাগিলেন, "বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি রণজয় করিয়া যাও, তবে আমাকে কি তোমার মনে থাকিবে?"

প্র। তোমাকে মনে থাকিবে না?

বি। মনের কথা তোমাকে বলিব?

প্র। বল না—বল।

বি। না, বলিব না, তুমি কি বলিবে?

প্র। না না—বল, আমাকে ভৃত্য বলিয়া জানিও।

বি। আমার মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, এ পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া যাই।

আবার সেই কটাক্ষ। প্রহরী আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল।

প্র। যাবে?

দিগগজের মত পণ্ডিত অনেক আছে'

বিমলা কহিলেন লইয়া যাও ত যাই'

প্র। তোমাকে লইয়া যাইব না তোমার দাস হইয়া থাকিব।

তোমার এ ভালবাসার পুরস্কার কি দিব ইহাই গ্রহণ কর।

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠস্থ স্বর্ণহার প্রহরীর কণ্ঠে পরাইলেন প্রহরী সশরীরে স্বর্গে গেল। বিমলা কহিতে লাগিলেন আমাদের শাস্ত্রে বলে একের মালা অন্যের গলায় দিলে বিবাহ হয়।

হাসিতে প্রহরীর কালো দাড়ির অন্ধকারমধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িল বলিল তবে ত তোমার সাতে আমার সাদি হইল।

হইল বই আর কি' বিমলা ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ চিন্তামগ্নের ন্যায় রহিলেন। প্রহরী কহিল কি ভাবিতেছ

বি। ভাবিতেছি আমার কপালে বুঝি সুখ নাই তোমরা দুর্গজয় করিয়া যাইতে পারিবে না।

প্রহরী সদর্পে কহিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এতক্ষণ জয় হইল।

বিমলা কহিলেন উঁহু, ইহার এক গোপন কথা আছে।

প্রহরী কহিল কি

বি। তোমাকে সে কথা বলিয়া দিই যদি তুমি কোনরূপে দুর্গজয় করাইতে পার।

প্রহরী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল বিমলা কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। প্রহরী ব্যস্ত হইয়া কহিল ব্যাপার কি

বিমলা কহিলেন তোমরা জান না এই দুর্গপার্শ্বে জগৎসিংহ দশ সহস্র সেনা লইয়া বসিয়া আছে। তোমরা আজ গোপনে আসিবে জানিয়া সে আগে আসিয়া বসিয়া আছে এখন কিছু করিবে না তোমরা দুর্গজয় করিয়া যখন নিশ্চিন্ত থাকিবে তখন আসিয়া ঘেরাও করিবে।

প্রহরী ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল পরে বলিল সে কি?

বি। এই কথা দুর্গস্থ সকলেই জানে আমরাও শুনিয়াছি।

প্রহরী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিল জান' আজ তুমি আমাকে বড়লোক করিলে আমি এখনই গিয়া সেনাপতিকে বলিয়া আসি এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব তুমি এইখানে বসো আমি শীঘ্র আসিতেছি।

প্রহরীর মনে বিমলার প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না।

বিমলা বলিলেন তুমি আসিবে ত?

প্র। আসিব বই কি এই আসিলাম।

বি। আমাকে ভুলিবে না

প্র। না—না।

বি। দেখ মাথা খাও।

চিন্তা কি বলিয়া প্রহরী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।

যেই প্রহরী অদৃশ্য হইল অমনি বিমলাও উঠিয়া পলাইলেন। ওসমানের কথা যথার্থ, বিমলার কটাক্ষকেই ভয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ : প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে

বিমুক্তি লাভ করিয়া বিমলার প্রথম কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ দান। ঊর্দ্ধশ্বাসে বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতেই আল্লা—ল্লা—হো পাঠান সেনার চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

এ কি পাঠান সেনার জয়ধ্বনি' বলিয়া বিমলা ব্যাকুলিত হইলেন। ক্রমে অতিশয় কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইলেন —বিমলা বুঝিলেন, দুর্গবাসীরা জাগরিত হইয়াছে।

ব্যস্ত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখেন যে, কক্ষমধ্যেও অত্যন্ত কোলাহল, পাঠান সেনা দ্বার ভগ্ন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, বিমলা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা। তিনি উন্মত্তের ন্যায় অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাঁহার যুদ্ধোদ্যম বিফল হইল একজন মহাবল পাঠানের দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বীরেন্দ্রের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, বীরেন্দ্রসিংহ বন্দী হইলেন।

বিমলা দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।এখনও তিলোত্তমাকে রক্ষা করিবার সময় আছে। বিমলা তাহার কাছে দৌড়িয়া গেলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, তিলোত্তমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য;সর্ব্বত্র পাঠান সেনা ব্যাপিয়াছে। পাঠানদিগের যে দুর্গজয় হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বিমলা দেখিলেন, তিলোত্তমার ঘরে যাইতে পাঠান সেনার হস্তে পড়িতে হয়। তিনি তখন ফিরিলেন। কাতর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া জগৎসিংহ আর তিলোত্তমাকে এই বিপত্তিকালে সংবাদ দিবেন। বিমলা একটা কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক অন্য ঘর লুঠ করিয়া, সেই ঘর লুঠিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। বিমলা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ব্যস্তে কক্ষস্থ একটা সিন্দুকের পার্শ্বে লুকাইলেন। সৈনিকেরা আসিয়া ঐ কক্ষস্থ দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিলেন। বিমলা দেখিলেন, নিস্তার নাই, লুঠেরা সকলে যখন ঐ সিন্দুক খুলিতে আসিবে, তখন তাঁহাকে অবশ্য ধৃত করিবে। বিমলা সাহসে নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিলেন এবং সিন্দুকপার্শ্ব হইতে সাবধানে সেনাগণ কি করিতেছে দেখিতে লাগিলেন। বিমলার অতুল সাহস বিপৎকালে সাহস বৃদ্ধি হইল। যখন দেখিলেন যে, সেনাগণ নিজ নিজ দস্যুবৃত্তিতে ব্যাপৃত হইয়াছে তখন নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সিন্দুকপার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেনাগণ লুঠে ব্যস্ত, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বিমলা প্রায় কক্ষদ্বার পশ্চাৎ করেন, এমন সময়ে একজন সৈনিক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন, রহিম সেখ! সে বলিয়া উঠিল, "তবে পলাতকা! আর কোথায় পলাবে?"

দ্বিতীয়বার রহিমের করকবলিত হওয়াতে বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু সে ক্ষণকালমাত্র, তেজস্বিনী বুদ্ধির প্রভাবে তখনই মুখ আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা মনে মনে কহিলেন, 'ইহারই দ্বারা স্বকর্ম্ম উদ্ধার করিব।' তাহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, চুপ কর, আস্তে, বাহিরে আইস।

এই বলিয়া বিমলা রহিম সেখের হস্ত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন, রহিমও ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিল। বিমলা তাহাকে নির্জনে পাইয়া বলিলেন, "ছি ছি ছি! তোমার এমন কর্ম্ম! আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমাকে না তল্লাস করিয়াছি এমন স্থান নাই।' বিমলা আবার সেই কটাক্ষ সেখজীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

সেখজীর গোসা দূর হইল, বলিল, আমি সেনাপতিকে জগৎসিংহের সংবাদ দিবার জন্য তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেনাপতির নাগাল না পাইয়া তোমার তল্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, তোমাকে ছাদে না দেখিয়া নানা স্থানে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছি।'

বিমলা কহিলেন, 'আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে করিলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়া গেলে, এজন্য তোমার তল্লাসে আসিয়াছিলাম। এখন আর বিলম্বে কাজ কি? তোমাদের দুর্গ অধিকার হইয়াছে, এই সময় পলাইবার উদ্যোগ দেখা ভাল।"

রহিম কহিল, আজ না, কাল প্রাতে, আমি না বলিয়া কি প্রকারে যাইব? কাল প্রাতে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া যাইব।

বিমলা কহিলেন, "তবে চল, এই বেলা আমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে হস্তগত করিয়া রাখি; নচেৎ আর কোন সিপাহি লুঠ করিয়া লইবে।"

সৈনিক কহিল, "চল।" রহিমকে সমভিব্যাহারে লইবার তাৎপর্য্য এই যে, সে বিমলাকে অন্য সৈনিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। বিমলার সতর্কতা অচিরাৎ প্রমাণীকৃত হইল। তাহারা কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতেই আর এক দল অপহরণাসক্ত সেনার সম্মুখে পড়িল। বিমলাকে দেখিবামাত্র তাহারা কোলাহল করিয়া উঠিল, "ও রে, বড় শিকার মিলেছে রে!"

রহিম বলিল, "আপন আপন কর্ম্ম কর ভাই সব, এ দিকে নজর করিও না।"

সেনাগণ ভাব বুঝিয়া ক্ষান্ত হইল। একজন কহিল, 'রহিম! তোমার ভাগ্য ভাল। এখন নবাব মুখের গ্রাস না কাড়িয়া লয়।"

রহিম ও বিমলা চলিয়া গেল। বিমলা রহিমকে নিজ শয়নকক্ষের নীচের কক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, "এই আমার নীচের ঘর; এই ঘরের যে যে সামগ্রী লইতে ইচ্ছা হয়, সংগ্রহ কর, ইহার উপরে আমার শুইবার ঘর, আমি তথা হইতে অলঙ্কারাদি লইয়া শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তাহাকে এক গোছা চাবি ফেলিয়া দিলেন।

রহিম কক্ষে দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিন্দুক পেটারা খুলিতে লাগিল। বিমলার প্রতি আর তিলার্দ্ধ অবিশ্বাস রহিল না। বিমলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়াই ঘরের বহির্দ্দিকে

শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া কুলুপ দিলেন। রহিম কক্ষমধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

বিমলা তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে উপরের ঘরে গেলেন। বিমলা ও তিলোত্তমার প্রকোষ্ঠ দুর্গের প্রান্তভাগে; সেখানে এ পর্য্যন্ত অত্যাচারকারী সেনা আইসে নাই; তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ কোলাহলও শুনিতে পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। বিমলা অকস্মাৎ তিলোত্তমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ না করিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত দ্বারমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন। যাহার যে স্বভাব! এ সময়েও বিমলার কৌতূহল। যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন।

তিলোত্তমা পালঙ্কে বসিয়া আছেন, জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিলোত্তমা রোদন করিতেছেন; জগৎসিংহও চক্ষু মুছিতেছেন।

বিমলা ভাবিলেন, "এ বুঝি বিদায়ের রোদন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ : খড়্গে খড়্গে

বিমলাকে দেখিয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল?"

বিমলা কহিলেন, "পাঠানের জয়ধ্বনি। শীঘ্র উপায় করুন, শত্রু আর তিলার্দ্ধ মাত্রে এ ঘরের মধ্যে আসিবে।"

জগৎসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ কি করিতেছেন?"

বিমলা কহিলেন, "তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।"

তিলোত্তমার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার নির্গত হইল। তিনি পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

জগৎসিংহ বিশুষ্কমুখ হইয়া বিমলাকে কহিলেন, "দেখ দেখ, তিলোত্তমাকে দেখ।"

বিমলা তৎক্ষণাৎ গোলাবপাশ হইতে গোলাব লইয়া তিলোত্তমার মুখে কণ্ঠে কপোলে সিঞ্চন করিলেন, এবং কাতর চিত্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শত্রু-কোলাহল আরও নিকট হইল। বিমলা প্রায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "ঐ আসিতেছে!—রাজপুত্র! কি হইবে?"

জগৎসিংহের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "একা কি করিতে পারি? তবে তোমার সখীর রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করিব।"

শত্রুর ভীমনাদ আরও নিকটবর্ত্তী হইল। অস্ত্রের ঝঞ্চনাও শুনা যাইতে লাগিল। বিমলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তিলোত্তমা! এ সময়ে কেন তুমি অচেতন হইলে? তোমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব?"

তিলোত্তমা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার জ্ঞান হইতেছে; রাজকুমার! রাজকুমার! এখনও তিলোত্তমাকে বাঁচাও।"

রাজকুমার কহিলেন, "এ ঘরের মধ্যে থাকিলে কার সাধ্য রক্ষা করে! এখনও যদি ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতে, তবে আমি তোমাদিগকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেও পারিতাম; কিন্তু তিলোত্তমার ত গতিশক্তি নাই। বিমলে! ঐ পাঠান সিঁড়িতে উঠিতেছে। আমি অগ্রে প্রাণ দিবই, কিন্তু পরিতাপ যে, প্রাণ দিয়াও তোমাদের বাঁচাইতে পারিলাম না।"

বিমলা পলকমধ্যে তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কহিলেন, "তবে চলুন, আমি তিলোত্তমাকে লইয়া যাইতেছি।"

বিমলা আর জগৎসিংহ তিন লম্ফে কক্ষদ্বারে আসিলেন। চারি জন পাঠান সৈনিকও সেই সময়ে বেগে ধাবমান হইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া পড়িল। জগৎসিংহ কহিলেন, "বিমলা, আর হইল না, আমার পশ্চাৎ আইস।"

পাঠানেরা শিকার সম্মুখে পাইয়া "আল্লা—ল্লা—হো" চীৎকার করিয়া, পিশাচের ন্যায় লাফাইতে লাগিল। কটিস্থিত অস্ত্রে ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শেষ হইতে না হইতেই জগৎসিংহের অসি একজন পাঠানের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইল। ভীম চীৎকার করিতে করিতে পাঠান প্রাণত্যাগ করিল। পাঠানের বক্ষঃ হইতে অসি তুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন পাঠানের বর্শাফলক জগৎসিংহের গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল; বর্শা পড়িতে না পড়িতেই বিদ্যুদ্বৎ হস্তচালনা দ্বারা কুমার সেই বর্শা বাম করে ধৃত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বর্শারই প্রতিঘাতে বর্শানিক্ষেপীকে ভূমিশায়ী করিলেন। বাকি দুই জন পাঠান নিমেষমধ্যে এককালে জগৎসিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল, জগৎসিংহ পলক ফেলিতে অবকাশ না

লইয়া দক্ষিণ হস্তস্থ অসির আঘাতে একজনের অসি সহিত প্রকোষ্ঠচ্ছেদ করিয়া ভূতলে ফেলিলেন দ্বিতীয়ের প্রহার নিবারণ করিতে পারিলেন না অসি মস্তকে লাগিল না বটে কিন্তু স্কন্ধদেশে দারুণ আঘাত পাইলেন। কুমার আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় ব্যাধশরস্পৃষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় দ্বিগুণ প্রচণ্ড হইলেন পাঠান অসি তুলিয়া পুনরাঘাতের উদ্যম করিতে না করিতেই কুমার দুই হস্তে দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভীষণ অসি ধারণ পূর্ব্বক লাফ দিয়া আঘাতকারী পাঠানের মস্তকে মারিলেন, উষ্ণীষ সহিত পাঠানের মস্তক দুই খণ্ড হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবসরে যে সৈনিকের হস্তচ্ছেদ হইয়াছিল সে বাম হস্তে কটি হইতে তীক্ষ্ন ছুরিকা নির্গত করিয়া রাজপুত্র শরীর লক্ষ্য করিল যেমন রাজপুত্রের উল্লম্ফোত্থিত শরীর ভূতলে অবতরণ করিতেছিল অমনি সেই ছুরিকা রাজপুত্রের বিশাল বাহুমধ্যে গভীর বিঁধিয়া গেল। রাজপুত্র সে আঘাত সূচীবেধ মাত্র জ্ঞান করিয়া পাঠানের কটিদেশে পর্ব্বতপাতবৎ পদাঘাত করিলেন যবন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময়ে ভীমনাদে আল্লা—ল্লা—হো শব্দ করিয়া অগণিত পাঠানসেনাস্রোত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র দেখিলেন যুদ্ধ করা কেবল মরণের কারণ।

রাজপুত্রের অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইতেছে রুধিরোৎসর্গে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তিলোত্তমা এখনও বিচেতন হইয়া বিমলার ক্রোড়ে রহিয়াছেন।

বিমলা তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছেন তাহারও বস্ত্র রাজপুত্রের রক্তে আর্দ্র হইয়াছে।

কক্ষ পাঠান সেনায় পরিপূর্ণ হইল।

রাজপুত্র এবার অসির উপর ভর করিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। একজন পাঠান কহিল রে নফর! অস্ত্র ত্যাগ কর তোরে প্রাণে মারিব না। নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল। অগ্নিশিখাবৎ লম্ফ দিয়া কুমার দাম্ভিক পাঠানের মস্তকচ্ছেদ করিয়া নিজ চরণতলে পাড়িলেন। অসি ঘুরাইয়া ডাকিয়া কহিলেন যবন রাজপুতেরা কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করে দেখ।

অনন্তর বিদ্যুদ্বৎ কুমারের অসি চমকিতে লাগিল। রাজপুত্র দেখিলেন যে একাকী আর যুদ্ধ হইতে পারে না কেবল যত পারেন শত্রুনিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাহার উদ্দেশ্য হইল। এই অভিপ্রায়ে শত্রুতরঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে দুই হস্তে অসি ধারণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আর আত্মরক্ষার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না কেবল অজস্র আঘাত করিতে লাগিলেন। এক দুই তিন—প্রতি আঘাতেই হয় কোন পাঠান ধরাশায়ী নচেৎ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। রাজপুত্রের অঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। আর হস্ত চলে না ক্রমে ভূরি ভূরি আঘাতে শরীর হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইয়া বাহু ক্ষীণ হইয়া আসিল মস্তক ঘুরিতে লাগিল চক্ষে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন কর্ণে অস্পষ্ট কোলাহল মাত্র প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরবদ্ধ করিতে হইবে। এই কথার পর আর কোন কথা রাজপুত্র শুনিতে পাইলেন না ওসমান খাঁ এই কথা বলিয়াছিলেন।

রাজপুত্রের বাহুযুগল শিথিল হইয়া লম্বমান হইয়া পড়িল বলহীন মুষ্টি হইতে অসি ঝঞ্জনা সহকারে ভূতলে পড়িয়া গেল রাজপুত্রও বিচেতন হইয়া স্বকরনিহত এক পাঠানের মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিংশতি পাঠান রাজপুত্রের উষ্ণীষের রত্ন অপহরণ করিতে ধাবমান হইল। ওসমান বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন কেহ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিও না।

সকলে বিরত হইল। ওসমান খাঁ ও অপর একজন সৈনিক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কের উপর উঠাইয়া শয়ন করাইলেন। জগৎসিংহ চারি দণ্ড পূর্ব্বে তিলার্দ্ধ জন্য আশা করিয়াছিলেন যে তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়া এক দিন সেই পালঙ্কে তিলোত্তমার সহিত বিরাজ করিবেন— সে পালঙ্ক তাঁহার মৃত্যু-শয্যা প্রায় হইল।

জগৎসিংহকে শয়ন করাইয়া ওসমান খাঁ সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোকেরা কই?

ওসমান বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিতে পাইলেন না। যখন দ্বিতীয়বার সেনাপ্রবাহ কক্ষমধ্যে প্রধাবিত হয় তখন বিমলা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন উপায়ান্তর বিরহে পালঙ্ক তলে তিলোত্তমাকে লইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন কেহ তাহা দেখে নাই। ওসমান তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া কহিলেন "স্ত্রীলোকেরা কোথায় তোমরা তাবৎ দুর্গমধ্যে অন্বেষণ কর! বাঁদী ভয়ানক বুদ্ধিমতী, সে যদি পলায় তবে আমার মন নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। কিন্তু সাবধান!

বীরেন্দ্রের কন্যার প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়।"

সেনাগণ কতক কতক দুর্গের অন্যান্য ভাগ অন্বেষণ করিতে গেল। দুই একজন কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একজন অন্য এক দিক দেখিয়া আলো লইয়া পালঙ্ক-তলমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা সন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া কহিল, "এইখানেই আছে।"

ওসমানের মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "তোমরা বাহিরে আইস, কোন চিন্তা নাই।"

বিমলা অগ্রে বাহির হইয়া তিলোত্তমাকে বাহিরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তিলোত্তমার চৈতন্য হইতেছে—বসিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কোথায় আসিয়াছি?"

বিমলা কাণে কাণে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, অবগুণ্ঠন দিয়া বসো।"

যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল, সে ওসমানকে কহিল, "জনাব্! গোলাম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।"

ওসমান কহিল, "তুমি পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ? তোমার নাম কি?"

সে কহিল, "গোলামের নাম করিমবক্স, কিন্তু করিমবক্স বলিলে কেহ চেনে না। আমি পূর্ব্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম, এজন্য সকলে রহস্যে আমাকে মোগল-সেনাপতি বলিয়া ডাকে।"

বিমলা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অভিরাম স্বামীর জ্যোতির্গণনা তাঁহার স্মরণ হইল।

ওসমান কহিলেন, "আচ্ছা, স্মরণ থাকিবে।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : আয়েষা

জগৎসিংহ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন; যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তথায় যে আর কখন আসিয়াছিলেন, এমত বোধ হইল না, কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত; প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল, পাদস্পর্শসুখজনক গালিচায় আবৃত, তদুপরি গোলাবপাশ প্রভৃতি স্বর্ণ রৌপ্য গজদন্তাদি নানা মহার্ঘবস্তু-নির্ম্মিত সামগ্রী রহিয়াছে কক্ষদ্বারে বা গবাক্ষে নীল পর্দ্দা আছে; এজন্য দিবসের আলোক অতি স্নিগ্ধ হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছে; কক্ষ নানাবিধ স্নিগ্ধ সৌগন্ধে আমোদিত হইয়াছে।

কক্ষমধ্যে নীরব, যেন কেহই নাই। একজন কিঙ্করী সুবাসিত বারিসিক্ত ব্যজনহস্তে রাজপুত্রকে নিঃশব্দে বাতাস দিতেছে, অপরা একজন কিঙ্করী কিছু দূরে বাক্‌শক্তিবিহীনা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা আছে। যে দ্বিরদ-দন্ত-খচিত পালঙ্কে রাজপুত্র শয়ন করিয়া আছেন, তাহার উপরে রাজপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক, তাঁহার অঙ্গের ক্ষতসকলে সাবধানহস্তে কি ঔষধ লেপন করিতেছে। হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপরে উত্তম পরিচ্ছদবিশিষ্ট একজন পাঠান বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে ও একখানি পারসী পুস্তক দৃষ্টি করিতেছে। কেহই কোন কথা কহিতেছে না বা শব্দ করিতেছে না।

রাজপুত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

পর্য্যঙ্কে যে স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সে রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া অতি মৃদু, বীণাবৎ মধুর স্বরে কহিল, "স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।"

রাজপুত্র ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

সেই মধুর স্বরে উত্তর হইল, "কথা কহিবেন না, আপনি উত্তম স্থানে আছেন। চিন্তা করিবেন না, কথা কহিবেন না।"

রাজপুত্র পুনশ্চ অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা কত?"

মধুরভাষিণী পুনরপি অস্ফুট বচনে কহিল, "অপরাহ্ণ; আপনি স্থির হউন, কথা কহিলে আরোগ্য পাইতে পারিবেন না। আপনি চুপ না করিলে আমরা উঠিয়া যাইব।"

রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন, "আর একটি কথা; তুমি কে?"

রমণী কহিল, "আয়েষা।"

রাজপুত্র নিস্তব্ধ হইয়া আয়েষার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কোথাও কি ইঁহাকে দেখিয়াছেন? না, আর কখন দেখেন নাই, সে বিষয় নিশ্চিত প্রতীতি হইল।

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে রীতির নহে; স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়, নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়, নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয় "রূপের আলো" কখন দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে "দশ দিক্ আলো" করে। শুনা যায় অনেকের পুত্রবধূ "ঘর আলো" করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন "রূপের আলো" কাহাকে বলে? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলে না, গৃহকার্য্যে চলে; নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে, কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়, সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না, তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা। এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম, না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেতপদ্মকোরক, অথচ তিনই মিশ্রিত, এমত বর্ণ ফলাইতে পারিতাম, যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি-স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম, তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমা-রেখা দিতে পারিতাম, সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম, কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম, যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সিঁথি কাটিয়া দিতে পারিতাম, তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম, যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম, যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম, যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম; প্রথমে যথায় দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মধ্যস্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম, যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল কোমল, চক্ষুঃপল্লব লিখিতে পারিতাম; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম, তাহার উপরিপল্লব ও অধঃপল্লবের সুন্দর বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুর নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম; যদি সে গর্ব্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা, সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণস্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কার-খচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষঃ, সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব?

রাজপুত্র আয়েষার প্রতি অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিলোত্তমাকে

মনে পড়িল। স্মৃতিমাত্র হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, শিরাসমূহমধ্যে রক্তস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রধাবিত হইল. গভীর ক্ষত হইতে পুনর্ব্বার রক্ত-প্রবাহ ছুটিল.রাজপুত্র পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

খট্টারূঢ়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে ব্যক্তি গালিচায় বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল. সে মধ্যে মধ্যে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে আয়েষাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন কি, যুবতী পালঙ্ক হইতে উঠিলে তাহার যে কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল, পাঠান তাহাই অনেকক্ষণ অপরিতৃপ্তলোচনে দেখিতে লাগিল। আয়েষা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে পাঠানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার কাণে কাণে কহিলেন, "ওসমান, শীঘ্র হকিমের নিকট লোক পাঠাও।"

দুর্গজেতা ওসমান খাঁ-ই গালিচায় বসিয়াছিলেন। আয়েষার কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আয়েষা, একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল, তাহা হইতে একটু জলবৎ দ্রব্য লইয়া পুনর্মূর্চ্ছাগত রাজপুত্রের কপালে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

ওসমান খাঁ অচিরাৎ হকিম লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হকিম অনেক যত্নে রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন, এবং নানাবিধ ঔষধ আয়েষার নিকট দিয়া মৃদু মৃদু স্বরে সেবনের ব্যবস্থা উপদেশ করিলেন।

আয়েষা কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অবস্থা দেখিতেছেন?"

হকিম কহিলেন, 'জ্বর অতি ভয়ঙ্কর।"

হকিম বিদায় লইয়া প্রতিগমন করেন, তখন ওসমান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দ্বারদেশে তাহাকে মৃদুস্বরে কহিলেন, 'রক্ষা পাইবে?'

হকিম কহিলেন, 'আকার নহে; পুনর্ব্বার যাতনা হইলে আমাকে ডাকিবেন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কুসুমের মধ্যে পাষাণ

সেই দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আয়েষা ও ওসমান জগৎসিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন। জগৎসিংহের কখন চেতনা হইতেছে, কখন মূর্চ্ছা হইতেছে, হকিম অনেকবার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। আয়েষা অবিশ্রান্তা হইয়া কুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন একজন পরিচারিকা আসিয়া আয়েষাকে কহিল যে, বেগম তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

'যাইতেছি' বলিয়া আয়েষা গাত্রোত্থান করিলেন। ওসমানও গাত্রোত্থান করিলেন। আয়েষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও উঠিলে?"

ওসমান কহিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।"

আয়েষা দাসদাসীদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিয়া মাতৃগৃহ অভিমুখে চলিলেন। পথে ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আজ বেগমের নিকটে থাকিবে?'

আয়েষা কহিলেন, "না, আমি আবার রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"

ওসমান কহিলেন, "আয়েষা! তোমার গুণের সীমা দিতে পারি না; তুমি এই পরম শত্রুকে যে যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না। তুমি উহার প্রাণদান করিতেছ।

আয়েষা ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ওসমান! আমি ত স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই, কিন্তু তোমার কি? যে তোমার পরম বৈরী, রণক্ষেত্রে তোমার দর্পহারী প্রতিযোগী, স্বহস্তে যাহার এ দশা ঘটাইয়াছ, তুমি যে অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার সেবা করাইতেছ, তাহার আরোগ্যসাধন করাইতেছ, ইহাতে তুমিই যথার্থ প্রশংসাভাজন।"

ওসমান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, "তুমি, আয়েষা, আপনার সুন্দর স্বভাবের মত সকলকে দেখ। আমার অভিপ্রায় তত ভাল নহে। তুমি দেখিতেছ না, জগৎসিংহ প্রাণ পাইলে আমাদিগের কত লাভ? রাজপুত্রের এক্ষণে মৃত্যু হইলে আমাদিগের কি হইবে? রণক্ষেত্রে মানসিংহ জগৎসিংহের ন্যূন নহে, একজন যোদ্ধার পরিবর্ত্তে আর একজন যোদ্ধা আসিবে। কিন্তু যদি জগৎসিংহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগের হস্তে কারারুদ্ধ থাকে, তবে মানসিংহকে হাতে পাইলাম; সে প্রিয় পুত্রের মুক্তির জন্য অবশ্য আমাদিগের মঙ্গলজনক সন্ধি করিবে; আকবরও এতাদৃশ দক্ষ সেনাপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অবশ্য সন্ধির পক্ষে মনোযোগী হইতে পারিবে; আর যদি জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের

মনোমত সন্ধিবন্ধনপক্ষে অনুরোধ কি যত্ন করিতে পারে;তাহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। নিতান্ত কিছু ফল না দর্শে,তবে জগৎসিংহের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ মানসিংহের নিকট বিস্তর ধনও পাইতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে এক দিন জয়ী হওয়ার অপেক্ষাও জগৎসিংহের জীবনে আমাদিগের উপকার।"

ওসমান এই সকল আলোচনা করিয়া রাজপুত্রের পুনর্জীবনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আর কিছুও ছিল। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, পাছে লোকে দয়ালু-চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলতা নারী-স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন, ওসমান তাহারই একজন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওসমান! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্ম্মে কাজ নাই।"

ওসমান কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমি যে পরম স্বার্থপর, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।"

আয়েষা নিজ সবিদ্যুৎ মেঘতুল্য চক্ষুঃ ওসমানের বদনের প্রতি স্থির করিলেন।

ওসমান কহিলেন, "আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব?"

আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওসমান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ওসমান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।"

ওসমানের হর্ষোৎফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, "ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্ত্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ?"

ওসমান আয়েষাকে মাতৃগৃহ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়া বিষণ্ণ মনে নিজ আবাসমন্দির মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর জগৎসিংহ?

বিষম জ্বর-বিকারে অচেতন শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তুমি না তিলোত্তমা?

পরদিন প্রদোষকালে জগৎসিংহের অবস্থান-কক্ষে আয়েষা, ওসমান আর চিকিৎসক পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন; আয়েষা পালঙ্কে বসিয়া স্বহস্তে ব্যজনাদি করিতেছেন; চিকিৎসক ঘন ঘন জগৎসিংহের নাড়ী দেখিতেছেন, জগৎসিংহ অচেতন; চিকিৎসক কহিয়াছেন, সেই রাত্রে জ্বর-ত্যাগের সময়ে জগৎসিংহের লয় হইবার সম্ভাবনা, যদি সে সময় শুধরাইয়া যান, তবে আর চিন্তা থাকিবে না, নিশ্চিত রক্ষা পাইবেন। জ্বর-বিশ্রামের সময় আগত, এই জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র; চিকিৎসক মুহুর্ম্মুহুঃ নাড়ী দেখিতেছেন, "নাড়ী ক্ষীণ," "আরও ক্ষীণ,"—"কিঞ্চিৎ সবল," ইত্যাদি মুহুর্ম্মুহুঃ অস্ফুটশব্দে বলিতেছেন। সহসা চিকিৎসকের মুখ কালিমাপ্রাপ্ত হইল। বলিলেন, "সময় আগত।"

আয়েষা ও ওসমান নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। হকিম নাড়ী ধরিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিকিৎসক কহিলেন, "গতিক মন্দ।" আয়েষার মুখ আরও ম্লান হইল। হঠাৎ জগৎসিংহের মুখে বিকট ভঙ্গী উপস্থিত হইল; মুখ শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল; হস্তে দৃঢ়-মুষ্টি বাঁধিল; চক্ষে অলৌকিক স্পন্দন হইতে লাগিল; আয়েষা বুঝিলেন, কৃতান্তের গ্রাস পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। চিকিৎসক হস্তস্থিত পাত্রে ঔষধ লইয়া বসিয়াছিলেন, এরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্রই অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর মুখব্যাদান করাইয়া ঐ ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নির্গত হইয়া পড়িল; কিঞ্চিৎ উদরে গেল। উদরে প্রবেশমাত্রই রোগীর দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; ক্রমে মুখের বিকট ভঙ্গী দূরে গিয়া কান্তি স্থির হইল, বর্ণের অস্বাভাবিক শ্বেতভাব বিনষ্ট হইয়া ক্রমে রক্তসঞ্চার হইতে লাগিল; হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল; চক্ষু স্থির হইয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল। হকিম অত্যন্ত মনোভিনিবেশপূর্ব্বক নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, "আর চিন্তা নাই; রক্ষা পাইয়াছেন।"

ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্বরত্যাগ হইয়াছে?"

ভিষক্ কহিলেন, "হইয়াছে।"

আয়েষা ও ওসমান উভয়েরই মুখ প্রফুল্ল হইল। ভিষক্ কহিলেন, "এখন আর কোন চিন্তা নাই, আমার বসিয়া থাকার প্রয়োজন করে না; এই ঔষধ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ঘড়ী ঘড়ী খাওয়াইবেন।" এই বলিয়া ভিষক্ প্রস্থান করিলেন। ওসমান আর দুই চারি দণ্ড বসিয়া নিজ আবাসগৃহে গেলেন। আয়েষা পূর্ব্ববৎ পালঙ্কে বসিয়া ঔষধাদি সেবন করাইতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজকুমার নয়ন উন্মীলন করিলেন। প্রথমেই আয়েষার সুখপ্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর কটাক্ষভাব দেখিয়া আয়েষার বোধ হইল, যেন তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিতেছে, যেন তিনি কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যত্ন বিফল হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে আয়েষার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোথায়?" দুই দিবসের পর রাজপুত্র এই প্রথম কথা কহিলেন।

আয়েষা কহিলেন, "কতলু খাঁর দুর্গে।"

রাজপুত্র আবার পূর্ব্ববৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি কেন এখানে?"

আয়েষা প্রথমে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "আপনি পীড়িত।"

রাজপুত্র ভাবিতে ভাবিতে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "না না, আমি বন্দী হইয়াছি।" এই কথা বলিতে রাজপুত্রের মুখের ভাবান্তর হইল।

আয়েষা উত্তর করিলেন না, দেখিলেন রাজপুত্রের স্মৃতিক্ষমতা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে।

ক্ষণপরে রাজপুত্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি আয়েষা।"

"আয়েষা কে?"

"কতলু খাঁর কন্যা।"

রাজপুত্র আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। এককালে অধিকক্ষণ কথা কহিতে শক্তি নাই। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বিশ্রাম লাভ করিয়া কহিলেন, "আমি কয় দিন এখানে আছি?"

"চারি দিন।"

"গড় মান্দারণ অদ্যাপি তোমাদিগের অধিকারে আছে?"

"আছে।"

জগৎসিংহ আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে?"

"বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ আছেন, অদ্য তাঁহার বিচার হইবে।"

জগৎসিংহের মলিন মুখ আরও মলিন হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর পৌরবর্গ কি অবস্থায় আছে?"

আয়েষা উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন, "সকল কথা আমি অবগত নহি।"

রাজপুত্র আপনা আপনি কি বলিলেন। একটি নাম তাঁহার কণ্ঠনির্গত হইল, আয়েষা তাহা শুনিতে পাইলেন, "তিলোত্তমা।"

আয়েষা ধীরে ধীরে উঠিয়া পাত্র হইতে ভিষক্‌দত্ত সুস্বাদু ঔষধ আনিতে গেলেন, রাজপুত্র তাঁহার দোদুল্যমান কর্ণাভরণসংযুক্ত অলৌকিক দেহমহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আয়েষা ঔষধ আনিলেন; রাজপুত্র তাহা পান করিয়া কহিলেন, "আমি পীড়ার মোহে স্বপ্নে দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?"

আয়েষা কহিলেন, "আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অবগুণ্ঠনবতী

দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে, বেলা প্রহরেকের সময়ে কতলু খাঁ নিজ দুর্গমধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পারিষদ্‌গণ দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে বহু সহস্র লোক নিঃশব্দে রহিয়াছে। অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।

কয়েক জন শস্ত্রপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল। বীরেন্দ্রসিংহের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহ্ন কিছুমাত্র নাই। প্রদীপ্ত চক্ষুঃ হইতে অগ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল; নাসিকারন্ধ্র বর্দ্ধিতায়তন হইয়া কম্পিত হইতেছিল। দন্তে অধর দংশন করিতেছিলেন। কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হইলে, কতলু খাঁ বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ! তোমার অপরাধের দণ্ড করিব। তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে?"

বীরেন্দ্রসিংহ নিজ লোহিত-মূর্ত্তি-প্রকটিত ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা অগ্রে আমাকে বল।"

একজন পারিষদ কহিল "বিনীতভাবে কথা কহ।"

কতলু খাঁ বলিলেন, "কি জন্য আমার আদেশমত, আমাকে অর্থ আর সেনা পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলে?"

বীরেন্দ্রসিংহ অকুতোভয়ে কহিলেন, "তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু, তোমাকে কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সেনা দিব?"

দ্রষ্টৃবর্গ দেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মুণ্ড আপনি ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন।

কতলু খাঁর ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ক্রোধ সংবরণ করিবার ক্ষমতা অভ্যাসসিদ্ধ করিয়াছিলেন, এজন্য কতক স্থিরভাবে কহিলেন, "তুমি আমার অধিকারে বসতি করিয়া, কেন মোগলের সহিত মিলন করিয়াছিলে?

বীরেন্দ্র কহিলেন, "তোমার অধিকার কোথা?"

কতলু খাঁ আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, "শোন্ দুরাত্মা! নিজ কর্ম্মোচিত ফল পাইবি। এখনও তোর জীবনের আশা ছিল, কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, নিজ দর্পে আপন বধের উদ্যোগ করিতেছিস্।

বীরেন্দ্রসিংহ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন; কহিলেন "কতলু খাঁ-আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবন রক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন? তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম; কিন্তু আমার পবিত্র কুলে কালি দিয়াছ; তুমি আমার প্রাণের অধিক ধনকে—"

বীরেন্দ্রসিংহ আর বলিতে পারিলেন না; স্বর বদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল, নির্ভীক গর্ব্বিত বীরেন্দ্রসিংহ অধোবদন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কতলু খাঁ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, এতদূর নিষ্ঠুর যে, পরপীড়ায় তাঁহার উল্লাস জন্মিত। দাম্ভিক বৈরীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ! তুমি কি আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে না? বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার সময় নিকট।"

যে দুঃসহ সন্তাপাগ্নিতে বীরেন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, রোদন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ সমতা হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই চাহি না, কেবল এই ভিক্ষা যে, আমার বধ-কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত কর।"

ক। তাহাই হইবে, আর কিছু?

উত্তর। "এ জন্মে আর কিছু না।"

ক। মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না?

এই প্রশ্ন শুনিয়া দ্রষ্টৃবর্গ পরিতাপে নিঃশব্দ হইল বীরেন্দ্রের চক্ষে আবার উজ্জ্বলাগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

"যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিতা থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে, লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।"

দ্রষ্টৃবর্গ একেবারে নীরব, অগণিত লোক এতাদৃশ গভীর নিস্তব্ধ যে, সূচীপাত হইলে শব্দ শুনা যাইত। নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া রক্ষিবর্গ বীরেন্দ্রসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। তথায় উপনীত হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন মুসলমান বীরেন্দ্রের কাণে কাণে কি কহিল; বীরেন্দ্র তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মুসলমান তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বীরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে ঐ পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, বিমলার হস্তের লেখা। বীরেন্দ্র ঘোর বিরক্তির সহিত লিপি মর্দ্দিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লিপি-বাহক লিপি তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটস্থ কোন দর্শক বীরেন্দ্রের এই কর্ম্ম দেখিয়া অপরকে অনুচ্চৈঃস্বরে কহিল, "বুঝি কন্যার পত্র?"

কথা বীরেন্দ্রের কাণে গেল। সেই দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কে বলে আমার কন্যা? আমার কন্যা নাই।"

পত্রবাহক পত্র লইয়া গেল। রক্ষিবর্গকে কহিয়া গেল, "আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ বিলম্ব করিও।"

রক্ষিগণ কহিল, "যে আজ্ঞা প্রভো!"

স্বয়ং ওসমান পত্রবাহক; এই জন্য রক্ষিবর্গ প্রভু সম্বোধন করিল।

ওসমান লিপিহস্তে অন্তঃপুর-প্রাচীর-মধ্যে গেলেন; তথায় এক বকুল-বৃক্ষের অন্তরালে এক

অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা আছে। ওসমান তাহার সন্নিধানে গিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কহিলেন, "আপনাকে বহু ক্লেশ দিতেছি, কিন্তু আপনা হইতেই আমাদের এ দশা ঘটিয়াছে। আপনাকে আমার এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

ওসমান নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী মনঃপীড়া-বিকম্পিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "না করেন—না করুন, আমরা এক্ষণে অনাথা; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন!"

ওসমান কহিলেন, "মা! তুমি জান না যে, কি কঠিন কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ। কতলু খাঁ জানিতে পারিলে আমার প্রাণান্ত করিবে।"

স্ত্রী কহিলেন, "কতলু খাঁ? আমাকে কেন প্রবঞ্চনা কর? কতলু খাঁর সাধ্য নাই যে, তোমার কেশ স্পর্শ করে।"

ও। কতলু খাঁকে চেন না—কিন্তু চল, আমি তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইব।

ওসমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবগুণ্ঠনবতী বধ্যভূমিতে গিয়া নিস্তব্ধে দণ্ডায়মানা হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে না দেখিয়া একজন ভিখারীর বেশধারী ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দেখিলেন, ভিখারী অভিরাম স্বামী।

বীরেন্দ্র অভিরাম স্বামীকে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে বিদায় হইলাম। আমি আর আপনাকে কি বলিয়া যাইব? ইহলোকে আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই; কাহার জন্য প্রার্থনা করিব?"

অভিরাম স্বামী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীকে দেখাইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন; অমনি রমণী অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরেন্দ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদতলে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র গদগদ স্বরে ডাকিলেন, "বিমলা!"

"স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে? স্বামী! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিযা যাও!"

বীরেন্দ্রসিংহের চক্ষে দরদর অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। হস্ত ধরিয়া বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা! প্রিয়তমে! এ সময়ে কেন আমায় রোদন করাও, শত্রুরা দেখিলে আমায় মরণে ভীত মনে করিবে।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইলেন। বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিমলে! আমি যাই, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।"

বিমলা কহিলেন, "যাইব।"

আর কেহ না শুনিতে পায় এমত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ বীরেন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—কহিলেন, 'পারিবে?'

বিমলা দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, "এই হস্তে! এই হস্তের স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম; আর কাজ কি।" বলিয়া কঙ্কণাদি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না।"

বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।"

জল্লাদ ডাকিয়া কহিল, "আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন, "আর কি? তুমি এখন যাও।"

বিমলা কহিলেন, "না, আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সংকোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির।

"তাহাই হউক," বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহ জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলা দেখিতে পাইলেন, উর্দ্ধোত্থিত কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইল; তাঁহার নয়নপল্লব মুহূর্ত্ত জন্য আপনি মুদ্রিত হইল; পুনরুন্মীলন করিয়া দেখেন, বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্ন শির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবলুণ্ঠন করিতেছে।

বিমলা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন, মস্তকের একটি কেশ বাতাসে দুলিতেছে না। এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না। চক্ষুর পলক নাই, একদৃষ্টে ছিন্ন শির প্রতি চাহিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিধবা

তিলোত্তমা কোথায়? পিতৃহীনা, অনাথিনী বালিকা কোথায়? বিমলাই বা কোথায়? কোথা হইতে বিমলা স্বামীর বধ্যভূমিতে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন? তাহার পরই আবার কোথায় গেলেন?

কেন বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুকালে প্রিয়তমা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না? কেনই বা নাম-মাত্রে হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন? কেন বলিয়াছেন "আমার কন্যা নাই"?

কেন বিমলার পত্র বিনা পাঠে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন?

কেন? কতলু খাঁর প্রতি বীরেন্দ্রের তিরস্কার স্মরণ করিয়া দেখ, কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে।

"পবিত্র কুলে কা[illegible]ছে" এই কথা বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়াছিল।

তিলোত্তমা আর বিমলা কোথায় জিজ্ঞাসা কর? কতলু খাঁর উপপত্নীদিগের আবাসগৃহে সন্ধান কর, দেখা পাইবে।

সংসারের এই গতি! অদৃষ্টচক্রের এমনি নিদারুণ আবর্ত্তন! রূপ যৌবন সরলতা অমলতা সকলই নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়!

কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত। গড় মান্দারণ জয়ের পরদিবস, কতলু খাঁ তথায় উপনীত হইয়া বন্দীদিগের প্রতি যথা বিহিত বিধান ও ভাবিষ্যতে দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ পক্ষে সৈন্য নিয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র নিজ বিলাসগৃহ সাজাইবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইলেন। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এমন শ্রুত ছিলেন যে রাজপুত সেনা জগৎসিংহের বন্ধন শুনিয়া নিকটে কোথাও আক্রমণের উদ্যোগে আছে; অতএব তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য উচিত ব্যবস্থা বিধানাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন; এজন্য এ পর্য্যন্ত কতলু খাঁ নূতন দাসীদিগের সঙ্গসুখলাভ করিতে অবকাশ পান নাই।

বিমলা ও তিলোত্তমা পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিলেন। তথায় পিতৃহীনা নবীনার ধূলি-ধূসরা দেহলতা ধরাতলে পড়িয়া আছে, পাঠক! তথায় নেত্রপাত করিয়া কাজ নাই। কাজ কি? তিলোত্তমা প্রতি কে আর এখন নেত্রপাত করিতেছে? মধুদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ বায়ু হিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয়? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ সহিত সে ভূতলশায়িনী হয়, তখন উন্মূলিত পদার্থরাশি মধ্যে বৃক্ষ ছাড়িয়া কে লতা দৃষ্টি করে? কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিয়া লইয়া যায়, লতাকে পদতলে দলিত করে মাত্র।

চল, তিলোত্তমাকে রাখিয়া অন্যত্র যাই। যথায় চঞ্চলা চতুরা রসপ্রিয়া রসিকা বিমলার পরিবর্ত্তে গম্ভীরা, অনুতাপিতা মলিনা বিধবা চক্ষে অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে তথায় যাই।

এই কি বিমলা? তাহার সে কেশবিন্যাস নাই। মাথায় ধূলিরাশি; সে কারুকার্য্য-খচিত ওড়না নাই, সে রত্ন-খচিত কাঁচলি নাই; বসন বড় মলিন। পরিধানে জীর্ণ ক্ষুদ্র বসন। সে অলঙ্কার-ভার কোথায়? সে অংসসংস্পর্শলোভী কর্ণাভরণ কোথায়? চক্ষু ফুলিয়াছে কেন? সে কটাক্ষ কই? কপালে ক্ষত কেন? রুধির যে বাহিত হইতেছে!

বিমলা ওসমানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ওসমান পাঠানকুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থসাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম্ম; সুতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওসমান কোন কার্য্যেই সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না। যদি কতলু খাঁ স্বয়ং বিমলা তিলোত্তমার অদৃষ্টে এ দারুণ বিধান না করিতেন, তবে ওসমানের কৃপায় তাঁহারা কদাচ বন্দী থাকিতেন না। তাঁহারই অনুকম্পায় স্বামীর মৃত্যুকালে বিমলা তৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। পরে যখন ওসমান জানিতে পারিলেন যে, বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী, তখন তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত আরও আর্দ্রীভূত হইল। ওসমান কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, এজন্য অন্তঃপুরেও কোথাও তাঁহার গমনে বারণ ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। যে বিহারগৃহে কতলু খাঁর

* ইতিহাসে লেখে পুত্র

উপপত্নীসমূহ থাকিত,সে স্থলে কতলু খাঁর পুত্রেরাও যাইতে পারিতেন না.ওসমানও নহে। কিন্তু ওসমান কতলু খাঁর দক্ষিণ হস্ত ওসমানের বাহুবলেই তিনি আমোদর তীর পর্য্যন্ত উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলু খাঁর যাদৃশ, ওসমানের তাদৃশ বাধ্য ছিল। এজন্যই অদ্য প্রাতে বিমলার প্রার্থনানুসারে, চরমকালে তাঁহার স্বামিসন্দর্শন ঘটিয়াছিল।

বৈধব্য-ঘটনার দুই দিবস পরে বিমলার যে কিছু অলঙ্কারাদি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় লইয়া তিনি কতলু খাঁর নিয়োজিত দাসীকে দিলেন। দাসী কহিল, "আমার কি আজ্ঞা করিতেছেন?

বিমলা কহিলেন "তুমি যেরূপ কাল ওসমানের নিকট গিয়াছিলে, সেইরূপ আর একবার যাও; কহিও যে, আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিত বলিও এই শেষ, আর তৃতীয়বার ভিক্ষা করিব না।"

দাসী সেইরূপ করিল। ওসমান বলিয়া পাঠাইলেন, "সে মহাল মধ্যে আমার যাতায়াতে উভয়েরই সঙ্কট; তাঁহাকে আমার আবাসমন্দিরে আসিতে কহিও।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাই কি প্রকারে?" দাসী কহিল, "তিনি কহিয়াছেন যে, তিনি তাহার উপায় করিয়া দিবেন।"

সন্ধ্যার পর আয়েষার একজন দাসী আসিয়া অন্তঃপুররক্ষী খোজাদিগের সহিত কি কথা-বার্ত্তা কহিয়া বিমলাকে সর্ব্বাভিব্যাহারে করিয়া ওসমানের নিকট লইয়া গেল।

ওসমান কহিলেন, "আর তোমার কোন অংশে উপকার করিতে পারি?" বিমলা কহিলেন, "অতি সামান্য কথামাত্র, রাজপুত্রকুমার জগৎসিংহ কি জীবিত আছেন?"

ও। জীবিত আছেন।

বি। স্বাধীন আছেন কি বন্দী হইয়াছেন?

ও। বন্দী বটে, কিন্তু আপাততঃ কারাগারে নহে। তাঁহার অঙ্গের অস্ত্রক্ষতের হেতু পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছেন। কতলু খাঁর অজ্ঞাতসারে তাহাকে অন্তঃপুরেই রাখিয়াছি। সেখানে বিশেষ যত্ন হইবে বলিয়া রাখিয়াছি!

বিমলা শুনিয়া বলিলেন, "এ অভাগিনীদিগের সম্পর্কমাত্রেই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। সে সকল দৈবাধীন। এক্ষণে যদি রাজপুত্র পুনর্জ্জীবিত হয়েন, তবে তাঁহার আরোগ্যপ্রাপ্তির পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে দিবেন, আপাততঃ আপনার নিকট রাখিবেন। এইমাত্র আমার ভিক্ষা।"

ওসমান লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "ইহা আমার অনুচিত কার্য্য; রাজপুত্র যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি বন্দী বলিয়া গণ্য। বন্দীদিগের নিকট কোন লিপি আমরা নিজে পাঠ না করিয়া যাইতে দেওয়া অবৈধ, এবং আমার প্রভুর আদেশবিরুদ্ধ।"

বিমলা কহিলেন, "এ লিপির মধ্যে আপনাদিগের অনিষ্টকারক কোন কথাই নাই, সুতরাং অবৈধ কার্য্য হইবে না। আর প্রভুর আদেশ? আপনি আপন প্রভু।"

ওসমান কহিলেন, "অন্যান্য বিষয়ে আমি পিতৃব্যের আদেশবিরুদ্ধ আচরণ কখন করিতে পারি কিন্তু এ সকল বিষয়ে নহে। আপনি যখন কহিতেছেন যে, এই লিপিমধ্যে বিরুদ্ধ কথা নাই, তখন সেইরূপই আমার প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।"

বিমলা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আপনি পাঠ করিয়াই দিবেন।"

ওসমান লিপি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিমলার পত্র

"যুবরাজ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এক দিন আপনার পরিচয় দিব। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ভরসা করিয়াছিলাম, আমার তিলোত্তমা অম্বরের সিংহাসনারূঢ়া হইলে পরিচয় দিব। সে সকল আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে। বোধ করি যে, কিছু দিন মধ্যে শুনিতে পাইবেন, এ পৃথিবীতে তিলোত্তমা কেহ নাই, বিমলা কেহ নাই। আমাদিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

এই জন্যই এখন আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি। আমি মহাপাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্য্য করিয়াছি, আমি মরিলে লোকে নিন্দা করিবে, কত মত কদর্য্য কথা বলিবে, কে তখন আমার ঘৃণিত নাম হইতে কলঙ্কের কালি মুছাইয়া তুলিবে? এমন সুহৃদ কে আছে?

এক সুহৃদ্ আছেন, তিনি অচিরাৎ লোকালয় ত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রস্থান করিবেন। অভিরাম স্বামী হইতে দাসীব কার্য্যোদ্ধার হইবে না। রাজকুমার! এক দিনের তরেও আমি ভরসা করিয়াছিলাম, আমি আপনার আত্মীয়জনমধ্যে গণ্য হইব। এক দিনের তরে আপনি আমার আত্মীয়জনের কর্ম্ম করুন। কাহাকেই বা এ কথা বলিতেছি? অভাগিনীদের মন্দ ভাগ্য অগ্নিশিখাবৎ, যে বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছে। যাহাই হউক, দাসীর এই ভিক্ষা স্মরণ রাখিবেন। যখন লোকে বলিবে বিমলা কুলটা ছিল, দাসী বেশে গণিকা ছিল, তখন কহিবেন, বিমলা নীচ-জাতি-সম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা-দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা এক দিনের তরে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাসঘাতিনী নহে।

এত দিন একথা প্রকাশ ছিল না, আজ কে বিশ্বাস করিবে? কেনই বা পত্নী হইয়া দাসীবৎ ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন--

গড় মান্দারণের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাস। শশিশেখর কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র, যৌবনকালে যথারীতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যয়নে স্বভাবদোষ দূর হয় না। জগদীশ্বর শশিশেখরকে সর্ব্বপ্রকার গুণ দান করিয়াও এক দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবনকালের প্রবল দোষ।

গড় মান্দারণে জয়ধরসিংহের কোন অনুচরের বংশে একটি পতিবিরহিণী রমণী ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য অলৌকিক। তাহার স্বামী রাজসেনামধ্যে সিপাহী ছিল, এজন্য বহুদিন দেশত্যাগী। সেই সুন্দরী শশিশেখরের নয়নপথের পথিক হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ঔরসে পতিবিরহিতার গর্ভসঞ্চার হইল।

অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপনে থাকে না। শশিশেখরের দুষ্কৃতি তাঁহার পিতৃকর্ণে উঠিল। পুত্র-কৃত পরকুল-কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য শশিশেখরের পিতা সংবাদ লিখিয়া গর্ভবতীর স্বামীকে ত্বরিত গৃহে আনাইলেন। অপরাধী পুত্রকে বহুবিধ ভর্ৎসনা করিলেন। কলঙ্কিত হইয়া শশিশেখর দেশত্যাগী হইলেন।

শশিশেখর পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন, তথায় কোন সর্ব্ববিৎ দণ্ডীর বিদ্যার খ্যাতি শ্রুত হইয়া, তাঁহার নিকট অধ্যয়নারম্ভ করিলেন। বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; দর্শনাদিতে অত্যন্ত সুপটু হইলেন, জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

শশিশেখর একজন শূদ্রীর গৃহের নিকটে বাস করিতেন। শূদ্রীর এক নবযুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণে ভক্তিপ্রযুক্ত যুবতী আহারীয় আয়োজন প্রভৃতি শশিশেখরের গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিত। মাতৃপিতৃদুষ্কৃতিভাবে আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, শূদ্রী-কন্যার গর্ভে শশিশেখরের ঔরসে এ অভাগিনীর জন্ম হইল।

শ্রবণমাত্র অধ্যাপক ছাত্রকে কহিলেন, শিষ্য! আমার নিকট দুষ্কর্ম্মান্বিতের অধ্যয়ন হইতে পাবে না। তুমি আর কাশীধামে মুখ দেখাইও না।

শশিশেখর লজ্জিত হইয়া কাশীধাম হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাতাকে মাতামহ দুশ্চারিণী বলিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী মাতা আমাকে লইয়া এক কুটীরে রহিলেন। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবনধারণ করিতেন, কেহ দুঃখিনীর প্রতি ফিরিয়া চাহিত না। পিতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে, শীতকালে একজন আঢ্য পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী নগরে গমনকালে কাশী-ধাম দিয়া যান। অধিক রাত্রিতে নগরে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে থাকিবার স্থান পান না, তাঁহার সঙ্গে বিবি ও একটি নবকুমার। তাঁহারা মাতার কুটীরসন্নিধানে আসিয়া কুটীরমধ্যে নিশাযাপনের প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, 'এ রাত্রে হিন্দুপল্লীমধ্যে কেহ আমাকে স্থান দিল না। এখন আমরা এ বালকটিকে লইয়া আর কোথা যাইব? ইহার হিম সহ্য হইবে না। আমার সহিত অধিক লোক জন নাই, কুটীরমধ্যে অনায়াসে স্থান হইবে। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব।' বস্তুতঃ পাঠান বিশেষ প্রয়োজনে ত্বরিতগমনে দিল্লী যাইতেছিলেন, তাঁহার সহিত একমাত্র ভৃত্য ছিল। মাতা দরিদ্রও বটে; সদয়চিত্তও বটে: ধনলোভেই হউক বা বালকের প্রতি দয়া করিয়াই হউক, পাঠানকে কুটীরমধ্যে স্থান দিলেন। পাঠান স-স্ত্রী-সন্তান নিশাযাপনার্থ কুটীরের এক ভাগে প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিল—দ্বিতীয় ভাগে আমরা শয়ন করিলাম।

ঐ সময়ে কাশীধামে অত্যন্ত বালকচোরের ভয় প্রবল হইয়াছিল। আমি তখন ছয় বৎসরের

বালিকামাত্র, আমি সকল স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। মাতার নিকটে যেরূপ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

নিশীথে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; একজন চোর পর্ণকুটীরমধ্যে সিঁদ দিয়া পাঠানের বালকটি অপহরণ করিয়া যাইতেছিল; আমার তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; আমি চোরের কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। চোর বালক লইয়া যায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকারে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

পাঠানের স্ত্রী দেখিলেন, বালক শয্যায় নাই। একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। চোর তখন বালক লইয়া শয্যাতলে লুক্কায়িত হইয়াছিল। পাঠান তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া বালক কাড়িয়া লইলেন। চোর বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতে অসি দ্বারা কর্ণচ্ছেদ মাত্র করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।'

এই পর্য্যন্ত লিপি পাঠ করিয়া ওসমান অন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে বিমলাকে কহিলেন, "তোমার কখন কি অন্য কোন নাম ছিল না?"

বিমলা কহিলেন, "ছিল, সে যাবনিক নাম বলিয়া পিতা নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

"কি সে নাম? মাহরু?"

বিমলা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

ওসমান কহিলেন, "আমিই সেই অপহৃত বালক।'

বিমলা বিস্মিত হইলেন। ওসমান পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন।

"পরদিন প্রাতে পাঠান বিদায় কালে মাতাকে কহিলেন, 'তোমার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুপকার করি, এমত সাধ্য নাই; কিন্তু তোমার যে কিছুতে অভিলাষ থাকে আমাকে কহ, আমি দিল্লী যাইতেছি, তথা হইতে আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু পাঠাইয়া দিব।' অর্থ চাহ, তাহাও পাঠাইয়া দিব।'

মাতা কহিলেন, আমার ধনে প্রয়োজন নাই। আমি নিজ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করি, তবে যদি বাদশাহের নিকট আপনার প্রতিপত্তি থাকে,—'

এই সমস্ত কথা হইতে না হইতে পাঠান কহিলেন, 'যথেষ্ট আছে। আমি রাজদরবারে তোমার উপকার করিতে পারি।'

মাতা কহিলেন, তবে এই বালিকার পিতার অনুসন্ধান করাইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।'

পাঠান প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। মাতার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিলেন; মাতা তাহা গ্রহণ করিলেন না। পাঠান নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুরুষদিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাজপুরুষেরা পিতার সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব-প্রচারিত রাজাজ্ঞানুসারে মাতাকে সংবাদলিপি পাঠাইলেন। পিতা দিল্লীতে ছিলেন। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নাম ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যখন এই সংবাদ আসিল, তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূত ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

পিতৃসংবাদ পাইলে আর কাশীধামে আমার মন তিষ্ঠিল না। সংসার মধ্যে কেবল আমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি যদি দিল্লীতে, তবে আমি আর কাহার জন্য কাশীতে থাকি, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একাকিনী পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলাম। পিতা আমার গমনে প্রথমে রুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি বহুতর রোদন করায় আমাকে তাঁহার সেবার্থ নিকটে থাকিতে অনুমতি করিলেন। মাহরু নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিমলা নাম রাখিলেন। আমি পিত্রালয়ে থাকিয়া পিতার সেবায় বিধিমতে মনোভিনিবেশ করিলাম; তাঁহার যাহাতে তুষ্টি জন্মে, তাহাতে যত্ন করিতে লাগিলাম। স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা পিতার স্নেহের আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ করিতাম, তাহা নহে; বস্তুতঃ পিতৃসেবায় আমার আন্তরিক আনন্দ জন্মিত; পিতা ব্যতীত আমার আর কেহ ছিল না। মনে করিতাম, পিতৃসেবা অপেক্ষা আর সুখ নাই। পিতাও আমার ভক্তি দেখিয়াই হউক বা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ গুণবশতঃই হউক, আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর ন্যায়; যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন আমার সুখবাসর প্রভাত হইল, তখন জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পিতা আমাকে কত ভালবাসিতেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিমলার পত্র সমাপ্ত

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গড় মান্দারণের কোন দরিদ্রা রমণী আমার পিতার ঔরসে গর্ভবতী হয়েন। আমার মাতার যেরূপ অদৃষ্টলিপির ফল, ই'হারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ই'হার গর্ভেও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং কন্যার মাতা অচিরাৎ বিধবা হইলে, তিনি আমার মাতার ন্যায়, নিজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিধাতার এমত নিয়ম নহে যে, যেমন আকর, তদনুযুক্ত সামগ্রীরই উৎপত্তি হইবে। পর্ব্বতের পাষাণেও কোমল কুসুমলতা জন্মে, অন্ধকার খনিমধ্যেও উজ্জ্বল রত্ন জন্মে। দরিদ্রের ঘরেও অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা জন্মিল। বিধবার কন্যা গড় মান্দারণ গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইতে লাগিলেন। কালে সকলেরই লয়, কালে বিধবার কলঙ্কেরও লয় হইল। বিধবার সুন্দরী কন্যা যে জারজা, এ কথা অনেকে বিস্মৃত হইল। অনেকে জানিত না। দুর্গমধ্যে প্রায় এ কথা কেহই জানিত না। আর অধিক কি বলিব? সেই সুন্দরী তিলোত্তমার গর্ভধারিণী হইলেন।

তিলোত্তমা যখন মাতৃগর্ভে, তখন এই বিবাহ কারণেই আমার জীবনমধ্যে প্রধান ঘটনা ঘটিল সেই সময়ে এক দিন পিতা তাঁহার জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আশ্রমে আসিলেন। আমার নিকট মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্বর্গীয় প্রভুর নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইলাম।

যে অবধি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই অবধি আপন চিত্ত পরের হইল। কিন্তু কি বলিয়াই বা সে সব কথা আপনাকে বলি? বীরেন্দ্রসিংহ বিবাহ ভিন্ন আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না বুঝিলেন। পিতাও সকল বৃত্তান্ত অনুভবে জানিতে পারিলেন, একদিন উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইলাম।

পিতা কহিলেন, 'আমি বিমলাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। কিন্তু বিমলা যদি তোমার ধর্ম্মপত্নী হয় তবে আমি তোমার নিকটে থাকিব। আর যদি তোমার সে অভিপ্রায় না থাকে—'

পিতার কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই স্বর্গীয় দেব কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঠাকুর! শূদ্রী-কন্যাকে কি প্রকারে বিবাহ করিব?'

পিতা শ্লেষ করিয়া কহিলেন, 'জারজা কন্যাকে বিবাহ করিলে কি প্রকারে?'

প্রাণেশ্বর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, 'যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে, সে জারজা। জানিয়া শুনিয়া শূদ্রীকে কি প্রকারে বিবাহ করিব? আর আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা জারজা হইলেও শূদ্রী নহে।'

পিতা কহিলেন, 'তুমি বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, উত্তম। তোমার যাতায়াতে বিমলার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তোমার আর এ আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন করে না। তোমার গৃহেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক!'

সে অবধিই তিনি কিয়দ্দিবস যাতায়াত ত্যাগ করিলেন। আমি চাতকীর ন্যায় প্রতিদিবস তাঁহার আগমন প্রত্যাশা করিতাম; কিন্তু কিছু কাল আশা নিষ্ফল হইতে লাগিল। বোধ করি, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এজন্য পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শন পাইয়া আর তত লজ্জাশীলা রহিলাম না। পিতা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। একদিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আমি অনাশ্রম-ব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি; চিরদিন আমার কন্যার সহবাস ঘটিবেক না। আমি স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে যাইব, তুমি তখন কোথায় থাকিবে?'

আমি পিতার বিরহাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। কহিলাম, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। না হয়, যেরূপ কাশীধামে একাকিনী ছিলাম, এখানেও সেইরূপ থাকিব।'

পিতা কহিলেন, 'না বিমলে! আমি তদপেক্ষা উত্তম সংকল্প করিয়াছি। আমার অনবস্থান-কালে তোমার সুরক্ষক বিধান করিব। তুমি মহারাজ মানসিংহের নবোঢ়া মহিষীর সাহচর্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।'

আমি কাঁদিয়া কহিলাম, 'তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।' পিতা কহিলেন, 'না, আমি এক্ষণে কোথাও যাইব না। তুমি এখন মানসিংহের গৃহে যাও। আমি এখানেই রহিলাম; প্রত্যহই তোমাকে দেখিয়া আসিব। তুমি তথায় কিরূপ থাক, তাহা বুঝিয়া কর্ত্তব্য বিধান করিব।'

যুবরাজ! আমি তোমাদিগের গৃহে পুরাঙ্গনা হইলাম। কৌশলে পিতা আমাকে নিজ

জামাতার চক্ষুঃপথ হইতে দূর করিলেন।

যুবরাজ! আমি তোমার পিতৃভবনে অনেক দিন পৌরস্ত্রী হইয়া ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। তুমি তখন দশমবর্ষীয় বালক মাত্র অম্বরের রাজবাটীতে মাতৃ-সন্নিধানে থাকিতে, আমি তোমার (নবোঢ়া) বিমাতার সাহচর্য্যে দিল্লীতে নিযুক্ত থাকিতাম। কুসুমের মালার তুল্য মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণীরাজি গ্রথিত থাকিত; তুমি কি তোমার বিমাতা সকলকেই চিনিতে? যোধপুরসম্ভূতা ঊর্ম্মিলা দেবীকে তোমার স্মরণ হইবে? ঊর্ম্মিলার গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব? তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না, আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন। তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় শিল্পকার্য্যাদি শিখিলাম। তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইলেন। এই যে কদক্ষরসম্বদ্ধ পত্রী তোমার নিকট পাঠাইতে সক্ষম হইতেছি, ইহা কেবল তোমার বিমাতা ঊর্ম্মিলা দেবীর অনুকম্পায়।

সখী ঊর্ম্মিলার কৃপায় আরও গুরুতর লাভ হইল। তিনি নিজ প্রীতিচক্ষে আমাকে যেমন দেখিতেন, মহারাজের নিকট সেইরূপ পরিচয় দিতেন। আমার সঙ্গীতাদিতে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তদ্দর্শন শ্রবণেও মহারাজের প্রীতি জন্মিত। যে কারণেই হউক, মহারাজ মানসিংহ আমাকে নিজ পরিবারস্থের ন্যায় ভাবিতেন। তিনি আমার পিতাকে ভক্তি করিতেন, পিতা সর্ব্বদা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

ঊর্ম্মিলা দেবীর নিকট আমি সর্ব্বাংশে সুখী ছিলাম। কেবল এক মাত্র পরিতাপ যে, যাঁহার জন্য ধর্ম্ম ভিন্ন সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত ছিলাম, তাঁহার দর্শন পাইতাম না। তিনিই কি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন? তাহা নহে। যুবরাজ! আশমানি নাম্নী পরিচারিকাকে কি আপনার স্মরণ হয়? হইতেও পারে। আশমানির সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিল, আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া আসিল। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া পাঠাইলেন, তাহা কি বলিব? আমি আশমানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার অদর্শনেও পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

এই প্রণালীতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। যখন তিন বৎসরের বিচ্ছেদেও পরস্পর বিস্মৃত হইলাম না, তখন উভয়েই বুঝিলাম যে এ প্রণয় শৈবালপুষ্পের ন্যায় কেবল উপরে ভাসমান নহে পদ্মের ন্যায় ভিতরে বদ্ধমূল। কি কারণে বলিতে পারি না, এই সময়ে তাঁহারও ধৈর্য্যাবশেষ হইল। একদিন তিনি বিপরীত ঘটাইলেন। নিশাকালে একাকিনী শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্তিমিত দীপালোকে দেখিলাম, শিওরে একজন মনুষ্য। মধুর শব্দে আমার কর্ণরন্ধ্রে এই বাক্য প্রবেশ করিল যে, 'প্রাণেশ্বরী' ভয় পাইও না। আমি তোমারই একান্ত দাস।'

আমি কি উত্তর দিব? তিন বৎসরের পর সাক্ষাৎ। সকল কথা ভুলিয়া গেলাম—তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। শীঘ্র মরিব, তাই আর আমার লজ্জা নাই—সকল কথা বলিতে পারিতেছি।

যখন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কেমন করিয়া এ পুরীর মধ্যে আসিলে?'

তিনি কহিলেন, 'আশমানিকে জিজ্ঞাসা কর; তাহার সদভিব্যাহারে বারিবাহক দাস সাজিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সেই পর্য্যন্ত লুক্কায়িত আছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন?'

তিনি কহিলেন, 'আর কি? তুমি যাহা কর।'

আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি করি? কোন্ দিক রাখি? চিত্ত যে দিকে লয়, সেই দিকে মতি হইতে লাগিল; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সম্মুখে দেখি, মহারাজ মানসিংহ!

বিস্তারে আবশ্যক কি? বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। মহারাজ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আমার হৃদয়মধ্যে কিরূপ হইতে লাগিল, তাহা বোধ করি বুঝিতে পারিবেন। আমি কাঁদিয়া ঊর্ম্মিলা দেবীর পদতলে পড়িলাম, আত্মদোষ সকল ব্যক্ত করিলাম; সকল দোষ আপনার স্কন্ধে স্বীকার করিয়া লইলাম। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারও চরণে লুণ্ঠিত হইলাম। মহারাজ তাঁহাকে ভক্তি করেন; তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা

করেন, অবশ্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কহিলাম 'আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করুন।' বোধ করি, পিতা মহারাজের সহিত একত্র যুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি আমার রোদনে কর্ণপাতও করিলেন না। রুষ্ট হইয়া কহিলেন 'পাপীয়সি! তুই একেবারে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিস!'

উর্ম্মিলা দেবী আমার প্রাণরক্ষার্থ মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন, মহারাজ কহিলেন, 'আমি তবে চোরকে মুক্ত করি, সে যদি বিমলাকে বিবাহ করে।'

আমি তখন মহারাজের অভিসন্ধি বুঝিয়া নিঃশব্দ হইলাম। প্রাণেশ্বর মহারাজের বাক্যে বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিব, সেও ভাল, প্রাণদণ্ড নিব, সেও ভাল; তথাপি শূদ্রী-কন্যাকে কখন বিবাহ করিব না। আপনি হিন্দু হইয়া কি প্রকারে এমন অনুরোধ করিতেছেন?'

মহারাজ কহিলেন, 'যখন আমার ভগিনীকে শাহজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ দিতে পারিয়াছি, তখন তোমাকে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব, বিচিত্র কি?'

তথাপি তিনি সম্মত হইলেন না। বরং কহিলেন 'মহারাজ, যাহা হইবার, তাহা হইল। আমাকে মুক্তি দিউন, আমি বিমলার আর কখনও নাম করিব না।'

মহারাজ কহিলেন, 'তাহা হইলে তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল কই? তুমি বিমলাকে ত্যাগ করিবে, অন্য জনে তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবে না।'

তথাপি আশু তাঁহার বিবাহে মতি লইল না। পরিশেষে যখন আর কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য হইল না, তখন অগত্যা অর্দ্ধসম্মত হইয়া কহিলেন, 'বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি, নচেৎ নহে।'

আমি বিপুল পুলকসহকারে তাহাই স্বীকার করিলাম। আমি ধন গৌরব পরিচয়াদির জন্য কাতর ছিলাম না। পিতা এবং মহারাজ উভয়েই সম্মত হইলেন। আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্তৃভবনে আসিলাম।

অনিচ্ছায়, পরবল-পীড়ায় তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে কে স্ত্রীকে আদর করিতে পারে? বিবাহের পরে প্রভু আমাকে বিষ দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের প্রণয় তৎকালে একেবারে দূর হইল। মহারাজ মানসিংহকৃত অপমান সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেন, সে তিরস্কারও আমার আদর বোধ হইত। এইরূপে কিছু-কাল গেল; কিন্তু সে সকল পরিচয়েই বা প্রয়োজন কি? আমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, অন্য কথা আবশ্যক নহে। কালে আমি পুনর্ব্বার স্বামিপ্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু অম্বরপতির প্রতি তাঁহার পূর্ব্ববৎ বিষদৃষ্টি রহিল। কপালের লিখন! নচেৎ এ সব ঘটিবে কেন?

আমার পরিচয় দেওয়া শেষ হইল। কেবল আত্মপ্রতিশ্রুতি উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে। অনেকে মনে করে, আমি কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া গড় মান্দারণের অধিপতির নিকট ছিলাম। আমার লোকান্তর হইলে, নাম হইতে সে কালি আপনি মুছাইবেন, এই ভরসাতেই আপনাকে এত লিখিলাম।

এই পত্রে কেবল আত্মবিবরণই লিখিলাম। যাহার সংবাদ জন্য আপনি চঞ্চলচিত্ত, তাহার নামোল্লেখও করিলাম না। মনে করুন, সে নাম এ পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। তিলোত্তমা বলিয়া যে কেহ কখন ছিল, তাহা বিস্মৃত হউন।—"

ওসমান লিপিপাঠ সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর আমার পৃথিবীতে উপকার কি আছে? তুমি আমার কি উপকার করিবে! তবে এক উপকার—"

ওসমান কহিলেন, "আমি তাহাই সাধন করিব।"

বিমলার চক্ষুঃ প্রোজ্জ্বল হইল, কহিলেন, "ওসমান! কি কহিতেছ? এ দগ্ধ হৃদয়কে আর কেন প্রবঞ্চনা কর?"

ওসমান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, দুই একদিন মধ্যে কিছু সাধন হইবে না। কতলু খাঁর জন্মদিন আগতপ্রায়, সে দিবস বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরিগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবস আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি সেই দিবস নিশীথে অন্তঃপুরদ্বারে আসিও; যদি তথায় কেহ তোমাকে এইরূপ দ্বিতীয় অঙ্গুরীয় দৃষ্ট করায়, তবে তুমি তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিও; ভরসা করি, নিষ্কণ্টক আসিতে পারিবে।

তবে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

বিমলা কহিলেন, 'জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি অধিক কি বলিব।"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বিমলা ওসমানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইবেন, এমন সময়ে ওসমান কহিলেন, "এক কথা সাবধান করিয়া দিই। একাকিনী আসিবেন। আপনার সঙ্গে কেহ সঙ্গিনী থাকিলে কার্য্য-সিদ্ধ হইবে না, বরং প্রমাদ ঘটিবে।"

বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, ওসমান তিলোত্তমাকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল, দুইজন না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।"

বিমলা বিদায় হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আরোগ্য

দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? উচ্চ রবে শিরোপরি ঘনগর্জ্জন হইতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ? অনাবৃত শরীরে করকাভিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে—রবে না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর; দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে, ভানূদয় হইবে; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন কর?

কার দিন গেল না? তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া আছে, তবু দিন যাইতেছে

বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত তাহার দংশন অসহ্য, এক দিনে কত মুহূর্ত্ত! তথাপি দিন কি গেল না?

কতলু খাঁ মসনদে শত্রুজয়ী, সুখে দিন যাইতেছে। দিন যাইতেছে, রহে না।

জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায়, রোগীর দিন কত দীর্ঘ কে না জানে? তথাপি দিন গেল!

দিন গেল। দিনে দিনে জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল। একেবারে যমদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজপুত্র দিনে দিনে নিরাপদ হইতে লাগিলেন। প্রথমে শরীরের গ্লানি দূর; পরে আহার, পরে বল, শেষে চিন্তা।

প্রথম চিন্তা—তিলোত্তমা কোথায়? রাজপুত্র যত আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, তত সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ তুষ্টিজনক উত্তর দিল না। আয়েষা জানেন না; ওসমান বলেন না, দাসদাসী জানে না, কি ইঙ্গিত মতে বলে না। রাজপুত্র কণ্টক-শয্যাশায়ীর ন্যায় চঞ্চল হইলেন।

দ্বিতীয় চিন্তা—নিজ ভবিষ্যৎ। 'কি হইবে" অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে? রাজপুত্র দেখিলেন, তিনি বন্দী। করুণহৃদয় ওসমান ও আয়েষার অনুকম্পায় তিনি কারাগারের বিনিময়ে সুসজ্জিত, সুবাসিত শয়নকক্ষে বসতি করিতেছেন, দাসদাসী তাঁহার সেবা করিতেছে; যখন যাহা প্রয়োজন, তাহা ইচ্ছা-ব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন; আয়েষা সহোদরাধিক স্নেহের সহিত তাঁহার যত্ন করিতেছেন, তথাপি দ্বারে প্রহরী; স্বর্ণপিঞ্জরবাসী সুরস পানীয়ে পরিতৃপ্ত বিহঙ্গমের ন্যায় রুদ্ধ আছেন। কবে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন? মুক্তিপ্রাপ্তির কি সম্ভাবনা? তাঁহার সেনা সকল কোথায়? সেনাপতিশূন্য হইয়া তাহাদের কি দশা হইল?

তৃতীয় চিন্তা—আয়েষা। এ চমৎকারিণী, পরহিত মূর্ত্তিমতী, কেমন করিয়া এই মৃন্ময় পৃথিবীতে অবতরণ করিল?

জগৎসিংহ দেখিলেন, আয়েষার বিরাম নাই, শ্রান্তি বোধ নাই, অবহেলা নাই। রাত্রিদিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। যতদিন না রাজপুত্র নীরোগ হইলেন, ততদিন তিনি প্রত্যহ প্রভাতে দেখিতেন, প্রভাতসূর্য্যরূপিণী কুসুম-দাম হস্তে করিয়া লাবণ্যময় পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে আগমন করিতেছেন। প্রতিদিন দেখিতেন, যতক্ষণ স্নানাদি কার্য্যের সময় অতীত না হইয়া যায়, ততক্ষণ আয়েষা সে কক্ষ ত্যাগ করিতেন না। প্রতিদিন দেখিতেন, ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগমন করিয়া কেবল নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ গাত্রোত্থান করিতেন; যতক্ষণ না তাঁহার জননী বেগম তাঁহার নিকট কিঙ্করী পাঠাইতেন, ততক্ষণ তাঁহার সেবায় ক্ষান্ত হইতেন না।

কে রুগ্ন-শয্যায় না শয়ন করিয়াছেন? যদি কাহারও রুগ্নশয্যার শিওরে বসিয়া মনোমোহিনী রমণী ব্যজন করিয়া থাকে, তবে সেই জানে রোগেও সুখ।

পাঠক! তুমি জগৎসিংহের অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত করিতে চাহ? তবে মনে মনে সেই শয্যায় শয়ন কর, শরীরে ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভূত কর, স্মরণ কর যে, শত্রুমধ্যে বন্দী হইয়া আছ; তার পর সেই সুবাসিত, সুসজ্জিত সুস্নিগ্ধ শয়নকক্ষ মনে কর। শয্যায় শয়ন করিয়া তুমি দ্বারপানে চাহিয়া আছ, অকস্মাৎ তোমার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এই শত্রুপুরীমধ্যে যে তোমাকে সহোদরের ন্যায় যত্ন করে সেই আসিতেছে। সে আবার রমণী, যুবতী পূর্ণবিকসিত পদ্ম! অমনই শয়ন করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছ, দেখ কি মূর্ত্তি! ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র দীর্ঘ আয়তন, তদুপযুক্ত গঠন, মহামহিম দেবী-প্রতিমা স্বরূপ! প্রকৃতি নিয়মিত রাজ্ঞী স্বরূপ! দেখ কি ললিত পাদবিক্ষেপ! গজেন্দ্রগমন শুনিয়াছ? সে কি? মরালগমন বল? ঐ পাদবিক্ষেপ দেখ সুরের লয়, বাদ্যে হয় ঐ পাদবিক্ষেপের লয় তোমার হৃদয় মধ্যে হইতেছে। হস্তে ঐ কুসুমদাম দেখ, হস্তপ্রভায় কুসুম মলিন হইয়াছে দেখিয়াছ? কণ্ঠের প্রভায় স্বর্ণহার দীপ্তিহীন হইয়াছে দেখিয়াছ? তোমার চক্ষুর পলক পড়ে না কেন? দেখিয়াছ কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী? দেখিয়াছ প্রস্তরধবল গ্রীবার উপর কেমন নিবিড় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে? দেখিয়াছ তৎপার্শ্বে কেমন কর্ণভূষা দুলিতেছে? মস্তকের ঈষৎ--ঈষৎ মাত্র বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়াছ? ও কেবল ঈষৎ দৈর্ঘ্যহেতু। অত একদৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন? আয়েষা কি মনে করিবে?

যতদিন জগৎসিংহের রোগের শুশ্রূষা আবশ্যকতা হইল, ততদিন পর্য্যন্ত আয়েষা প্রত্যহ এইরূপ অনবরত তাহাতে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে যেমন রাজপুত্রের রোগের উপশম হইতে লাগিল, তেমনই আয়েষারও যাতায়াত কমিতে লাগিল যখন রাজপুত্রের রোগ নিঃশেষ হইল, তখন আয়েষার জগৎসিংহের নিকট যাতায়াত প্রায় একেবারে শেষ হইল কদাচিৎ দুই একবার আসিতেন। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায় আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্য কালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন গৃহমধ্যে অপরাহ্ণে জগৎসিংহ গবাক্ষে দাঁড়াইয়া দুর্গের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কত লোক অবাধে নিজ নিজ ঈপ্সিত বা প্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াত করিতেছে, রাজপুত্র দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অবস্থার সহিত আত্মাবস্থা তুলনা করিতেছিলেন। এক স্থানে কয়েকজন লোক মণ্ডলীকৃত হইয়া কোন ব্যক্তি বা বস্তু বেষ্টন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিল। রাজপুত্রের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইল। বুঝিতে পারিলেন যে, লোকগুলি কোন আমোদে নিযুক্ত আছে, মন দিয়া কিছু শুনিতেছে। মধ্যস্থ ব্যক্তি কে, বা বস্তুটি কি, তাহা কুমার দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিছু কৌতূহল জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন শ্রোতা চলিয়া গেলে কুমারের কৌতূহল নিবারণ হইল; দেখিতে পাইলেন, মণ্ডলীমধ্যে এক ব্যক্তি একখানা পুতির ন্যায় কয়েকখণ্ড পত্র লইয়া তাহা হইতে কি পড়িয়া শুনাইতেছে। আবৃত্তিকর্ত্তার আকার দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতুক জন্মিল। তাঁহাকে মনুষ্য বলিলেও বলা যায়, বজ্রাঘাতে পত্রভ্রষ্ট মধ্যমাকার তালগাছ বলিলেও বলা যায়। প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ, প্রস্থেও তদ্রূপ, তবে তালগাছে কখন তাদৃশ গুরু নাসিকাভার ন্যস্ত হয় না। আকারেঙ্গিতে উভয়ই সমান, পুতি পড়িতে পড়িতে পাঠক যে হাত নাড়া, মাথা নাড়া দিতেছিলেন, রাজকুমার তাহা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ওসমান গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরস্পর অভিবাদনের পর ওসমান কহিলেন, "আপনি গবাক্ষে অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছিলেন?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "সরল কাষ্ঠবিশেষ। দেখিলে দেখিতে পাইবেন।

ওসমান দেখিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, উহাকে কখন দেখেন নাই?"

রাজপুত্র কহিলেন, "না।"

ওসমান কহিলেন, 'ও আপনাদিগের ব্রাহ্মণ। কথাবার্ত্তায় বড় সরস; ও ব্যক্তিকে গড় মান্দারণে দেখিয়াছিলাম।"

রাজকুমার অন্তঃকরণে চিন্তিত হইলেন। গড় মান্দারণে ছিল? তবে এ ব্যক্তি কি তিলোত্তমার কোন সংবাদ বলিতে পারিবে না?

এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, উহার নাম কি?"

ওসমান চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উহার নামটি কিছু কঠিন, হঠাৎ স্মরণ হয় না, গনপত? না;—গনপত—গজপত—না; গজপত কি?"

"গজপত? গজপত এদেশীয় নাম নহে, অথচ দেখিতেছি, ও ব্যক্তি বাঙ্গালী।"

"বাঙ্গালী বটে, ভট্টাচার্য্য। উহার একটা উপাধি আছে, এলেম্—এলেম্ কি?"

'মহাশয়! বাঙ্গালীর উপাধিতে 'এলেম্' শব্দ ব্যবহার হয় না। এলেম্‌কে বাঙ্গালায় বিদ্যা

কহে। বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।"

"হাঁ হাঁ বিদ্যা কি একটা,—রসুন, বাঙ্গালায় হস্তীকে কি বলে বলুন দেখি?"

"হস্তী।"

"আর?"

"করী; দন্তী, বারণ, নাগ, গজ—"

"হাঁ হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, উহার নাম 'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ'।"

"বিদ্যাদিগ্‌গজ' চমৎকার উপাধি। যেমন নাম, তেমনই উপাধি। উহার সহিত আলাপ করিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।"

ওসমান খাঁ একটু একটু গজপতির কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন; বিবেচনা করিলেন, ইহার সহিত কথোপকথনে ক্ষতি হইতে পারে না। কহিলেন, "ক্ষতি কি?"

উভয়ে নিকটস্থ বাহিরের ঘরে গিয়া ভৃত্যদ্বারা গজপতিকে আহ্বান করিয়া আনিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ : দিগ্‌গজ সংবাদ

ভৃত্যসঙ্গে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ?"

দিগ্‌গজ হস্তভঙ্গী সহিত কহিলেন

"যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। গজপতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "খোদা খাঁ বাবুজীকে ভাল রাখুন।"

রাজপুত্র কহিলেন, "মহাশয়, আমি মুসলমান নহি, আমি হিন্দু।"

দিগ্‌গজ মনে করিলেন, বেটা যবন, আমাকে ফাঁকি দিতেছে; কি একটা মতলব আছে; নহিলে আমাকে ডাকিবে কেন? ভয়ে বিষন্নবদনে কহিলেন, "খাঁ বাবুজী, আমি আপনাকে চিনি; আপনার অন্নে প্রতিপালন, আমায় কিছু বলিবেন না, আপনার শ্রীচরণের দাস আমি।"

জগৎসিংহ দেখিলেন ইহাও এক বিঘ্ন। কহিলেন, "মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ, আমি রাজপুত, আপনি এরূপ কহিবেন না, আপনার নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ?"

দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "ঐ গো! নাম জানে! কি বিপদে ফেলিবে!" করযোড়ে কহিলেন, "দোহাই সেখজীর। আমি গরিব! আপনার পায়ে পড়ি।"

জগৎসিংহ দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যেরূপ ভীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ উহার নিকট কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অতএব বিষয়ান্তরে কথা কহিবার জন্য কহিলেন, "আপনার হাতে ও কি পুতি?"

"আজ্ঞা এ মাণিকপীরের পুতি।"

"ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি?"

"আজ্ঞা,—আজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন ত আর ব্রাহ্মণ নই।"

রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বিরক্তও হইলেন। কহিলেন, "সে কি? আপনি গড় মান্দারণে থাকিতেন না?"

দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "এই সর্ব্বনাশ করিল! আমি বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে থাকিতাম, টের পেয়েছে! বীরেন্দ্রসিংহের যে দশা করিয়াছে, আমারও তাই করিবে।" ব্রাহ্মণ ত্রাসে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার কহিলেন, "ও কি ও!"

দিগ্‌গজ হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন, "দোহাই খাঁ বাবা! আমায় মের না বাবা! আমি তোমার গোলাম বাবা! তোমার গোলাম বাবা!"

"তুমি কি বাতুল হইয়াছ?"

"না বাবা! আমি তোমারই দাস বাবা! আমি তোমারই বাবা!"

জগৎসিংহ অগত্যা ব্রাহ্মণকে সুস্থির করিবার জন্য কহিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি একটু মাণিকপীরের পুতি পড়, আমি শুনি।"

ব্রাহ্মণ মাণিকপীরের পুতি লইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। যেরূপ যাত্রার বালক অধিকারীর কানমলা খাইয়া গীত গায়, দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সেই দশা হইল।

ক্ষণেক পরে রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া মাণিকপীরের

পড়িতে পড়িতেছিলেন কেন?"

ব্রাহ্মণ সুর থামাইয়া কহিল, "আমি মোছলমান হইয়াছি।

রাজপুত্র কহিলেন, "সে কি?" গজপতি কহিলেন, "যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগির পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।"

"পালো কি?"

দিগ্‌গজ কহিলেন, "আতপ চাউল ঘৃতের পাক।"

রাজপুত্র বুঝিলেন পদার্থটা কি। কহিলেন, "বলিয়া যাও!"

"তারপর আমাকে বলিলেন, 'তুই মোছলমান হইয়াছিস্'; সেই অবধি আমি মোছলমান।

রাজপুত্র এই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর সকলের কি হইয়াছে?"

"আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।"

রাজপুত্র ওসমানের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। ওসমান রাজপুত্রকৃত নির্ব্বাক তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র ইহাতে দোষ কি? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, বলে হউক ছলে হউক সত্যধর্ম্মপ্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।"

রাজপুত্র উত্তর না করিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়!"

"আজ্ঞা এখন সেখ দিগ্‌গজ।"

"আচ্ছা তাই, সেখজী, গড়ের আর কাহারও সংবাদ আপনি জানেন না?

ওসমান রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। দিগ্‌গজ কহিলেন, "আর অভিরাম স্বামী পলায়ন করিয়াছেন।"

রাজপুত্র বুঝিলেন, নির্ব্বোধকে স্পষ্ট স্পষ্ট জিজ্ঞাসা না করিলে কিছুই শুনিতে পাইবেন না। কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "নবাব কতলু খাঁ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন।"

রাজপুত্রের মুখ রক্তিমবর্ণ হইল। ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? এ ব্রাহ্মণ অলীক কথা কহিতেছে?"

ওসমান গম্ভীরভাবে কহিলেন, "নবাব বিচার করিয়া রাজবিদ্রোহী জ্ঞানে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।"

রাজপুত্রের চক্ষুতে অগ্নি প্রোজ্জ্বল হইল।

ওসমানকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর একটা নিবেদন করিতে পারি কি? কার্য্য কি আপনার অভিমতে হইয়াছে?"

ওসমান কহিলেন, "আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে।"

রাজকুমার ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ওসমান সুসময় পাইয়া দিগ্‌গজকে কহিলেন, "তুমি এখন বিদায় হইতে পার।"

দিগ্‌গজ গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যায়, কুমার তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আর এক কথা জিজ্ঞাসা, বিমলা কোথায়?"

ব্রাহ্মণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং ক্রন্দনও করিল। কহিল, "বিমলা এখন নবাবের উপপত্নী।"

রাজকুমার বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এও সত্য?"

ওসমান কোন উত্তর না করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "তুমি আর কি করিতেছ? চলিয়া যাও।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণের হস্ত দৃঢ়তর ধারণ করিলেন, যাইবার শক্তি নাই। কহিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত রহ, আর একটা কথা মাত্র। তাঁহার আরক্ত লোচন হইতে দ্বিগুণতর অগ্নি বিস্ফুরণ হইতেছিল, "আর একটা কথা। তিলোত্তমা?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল "তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছে। দাস দাসী লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে।"

রাজকুমার বেগে ব্রাহ্মণের হস্ত নিক্ষেপ করিলেন, ব্রাহ্মণ পড়িতে পড়িতে রহিল।

ওসমান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "আমি সেনাপতি মাত্র।"

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি পিশাচের সেনাপতি।"

দশম পরিচ্ছেদ : প্রতিমা বিসর্জ্জন

বলা বাহুল্য যে, জগৎসিংহের সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না। শয্যা অগ্নিবিকীর্ণবৎ, হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। যে তিলোত্তমা মরিলে জগৎসিংহ পৃথিবী শূন্য দেখিতেন, এখন সে তিলোত্তমা প্রাণত্যাগ করিল না কেন, ইহাই পরিতাপের বিষয় হইল।

সে কি? তিলোত্তমা মরিল না কেন? কুসুমকুমার দেহ, মাধুর্য্যময় কোমলালোকে বেষ্টিত যে দেহ, যে দিকে জগৎসিংহ নয়ন ফিরান, সেই দিকে মানসিক দর্শনে দেখিতে পান, সে দেহ শ্মশানমৃত্তিকা হইবে? এই পৃথিবী—অসীম পৃথিবীতে কোথাও সে দেহের চিহ্ন থাকিবে না? যখন এইরূপ চিন্তা করেন, জগৎসিংহের চক্ষুতে দর দর বারিধারা পড়িতে থাকে; অমনই আবার দুরাত্মা কতলু খাঁর বিহারমন্দিরের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে বিদ্যুদ্বৎ চমকিত হয়, সেই কুসুমসুকুমার বপু পাপিষ্ঠ পাঠানের অঙ্কন্যস্ত দেখিতে পান, আবার দারুণাগ্নিতে হৃদয় জ্বলিতে থাকে।

তিলোত্তমা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি।

সেই তিলোত্তমা পাঠানভবনে!

সেই তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী!

আর কি সে মূর্ত্তি রাজপুতে আরাধনা করে?

সে প্রতিমা স্বহস্তে স্থানচ্যুত করিতে সঙ্কোচ না করা কি রাজপুতের কুলোচিত?

সে প্রতিমা জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাকে উন্মূলিত করিতে মূলাধার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে। কেমন করিয়া চিরকালের জন্য সে মোহিনী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবেন? সে কি হয়? যতদিন মেধা থাকিবে, ততদিন অস্থি-মজ্জা-শোণিত-নির্ম্মিত দেহ থাকিবে, ততদিন সে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে!

এই সকল উৎকট চিন্তায় রাজপুত্রের মনের স্থিরতা দূরে থাকুক, বুদ্ধিরও অপভ্রংশ হইতে লাগিল, স্মৃতির বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। নিশাশেষেও দুই করে মস্তক ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, কিছুই আলোচনা করিবার আর শক্তি নাই।

একভাবে বহুক্ষণ বসিয়া জগৎসিংহের অঙ্গবেদনা করিতে লাগিল। মানসিক যন্ত্রণার প্রগাঢ়তায় শরীরে জ্বরের ন্যায় সন্তাপ জন্মিল, জগৎসিংহ বাতায়নসন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

শীতল নৈদাঘ বায়ু আসিয়া জগৎসিংহের ললাট স্পর্শ করিল। নিশা অন্ধকার, আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত, নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে না, কদাচিৎ সচল মেঘখণ্ডের আবরণাভ্যন্তরে কোন ক্ষীণ তারা দেখা যাইতেছে। দূরস্থ বৃক্ষশ্রেণী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচূর্ণবৎ জ্বলিতেছে, সম্মুখস্থ এক তড়াগে আকাশ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব অন্ধকারে অস্পষ্টরূপ স্থিত রহিয়াছে।

মেঘস্পৃষ্ট শীতল নৈশ বায়ুসংলগ্নে জগৎসিংহের কিঞ্চিৎ দৈহিক সন্তাপ দূর হইল। তিনি বাতায়নে হস্তরক্ষাপূর্ব্বক তদুপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। উন্নিদ্রায় বহুক্ষণাবধি উৎকট মানসিক যন্ত্রণা সহনে অবসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে কিঞ্চিৎ চিন্তাবিরত হইলেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেন। এতক্ষণ যে ছুরিকা সঞ্চালনে হৃদয় বিদ্ধ হইতেছিল, এক্ষণে তাহা দূর হইয়া অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণতাশূন্য নৈরাশ্য মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ, একবার মনোমধ্যে নৈরাশ্য স্থিরতর হইলে আর তত ক্লেশকর হয় না। অস্ত্রাঘাতই সর্ব্বাধিক ক্লেশকর, তাহার পর যে ক্ষত হয়, তাহার যন্ত্রণা স্থায়ী বটে, কিন্তু তত উৎকট নহে। জগৎসিংহ নিরাশার মৃদুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নক্ষত্রহীন গগন প্রতি চাহিয়া, এক্ষণে নিজ হৃদয়াকাশও যে তদ্রূপ অন্ধকার নক্ষত্রহীন হইল, সজল চক্ষুতে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব সকল মৃদুভাবে স্মরণ পথে আসিতে লাগিল, বাল্যকাল, কৈশোর-প্রমোদ, সকল মনে পড়িতে লাগিল, জগৎসিংহের চিত্ত তাহাতে মগ্ন হইল, ক্রমে অধিক অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, ক্রমে অধিক শরীর শীতল হইতে লাগিল, ক্লান্তিবশে চেতনাপহরণ হইতে লাগিল, বাতায়ন অবলম্বন করিয়া জগৎসিংহের তন্দ্রা আসিল। নিদ্রিতাবস্থায় রাজকুমার স্বপ্ন দেখিলেন, গুরুতর যন্ত্রণাজনক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। নিদ্রিত বদনে ভ্রূকুটি হইতে লাগিল; মুখে উৎকট ক্লেশব্যঞ্জক ভঙ্গী হইতে লাগিল। অধর কম্পিত, বিচলিত হইতে লাগিল; ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল; করে দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হইল।

চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, কতক্ষণ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন; যখন প্রাতঃসূর্য্য-করে হর্ম্ম্য-প্রাকার দীপ্ত হইতেছিল, তখন জগৎসিংহ হর্ম্ম্যতলে বিনা শয্যায়, বিনা উপাধানে

লম্বমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন!

ওসমান আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে, ওসমান তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। রাজপুত্র পত্র হস্তে লইয়া নিরুত্তরে ওসমানের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। ওসমান বুঝিলেন, রাজপুত্র আত্মবিহ্বল হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রয়োজনীয় কথোপকথন হইতে পারিবে না, বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আপনার ভূশয্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কৌতূহল নাই। এই পত্র-প্রেরিকার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এই পত্র আপনাকে দিব; যে কারণে এতদিন এই পত্র আপনাকে দিই নাই, সে কারণ দূর হইয়াছে। আপনি সকল জ্ঞাত হইয়াছেন। অতএব পত্র আপনার নিকট রাখিয়া চলিলাম, আপনি অবসরমতে পাঠ করিবেন; অপরাহ্ণে আমি পুনর্ব্বার আসিব। প্রত্যুত্তর দিতে চাহেন, তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারিব।"

এই বলিয়া ওসমান রাজপুত্রের নিকট পত্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র একাকী বসিয়া সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, বিমলার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। যতক্ষণ পত্রখানি জ্বলিতে লাগিল, ততক্ষণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যখন পত্র নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল, তখন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "স্মৃতিচিহ্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিলাম, স্মৃতিও ত সন্তাপে পুড়িতেছে, নিঃশেষ হয় না কেন?"

জগৎসিংহ রীতিমত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পূজাহ্নিক শেষ করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন; পরে করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! দাসকে ত্যাগ করিবেন না। আমি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিব, ক্ষত্রকুলোচিত কার্য্য করিব, ও পাদপদ্মের প্রসাদ ভিক্ষা করি। বিধর্ম্মীর উপপত্নী এ চিত্ত হইতে দূর করিব, তাহাতে শরীর পতন হয়, অন্তকালে তোমাকে পাইব। মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিতেছি, মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। দেখ গুরুদেব! তুমি অন্তর্যামী, অন্তস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া দেখ, আর আমি তিলোত্তমার প্রণয়প্রার্থী নহি, আর আমি তাহার দর্শনাভিলাষী নহি, কেবল কাল ভূত-পূর্ব্বস্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, স্মৃতিলোপ কি হইবে না? গুরুদেব! ও পদপ্রসাদ ভিক্ষা করি। নচেৎ স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।

তিলোত্তমা তখন ধূলিশয্যায় কি স্বপ্ন দেখিতেছিল? এ ঘোর অন্ধকারে, যে এক নক্ষত্র প্রতি সে চাহিয়াছিল, সেও তাহাকে আর করবিতরণ করিবে না। এ ঘোর ঝটিকায় যে লতায় প্রাণ বাঁধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল; যে ভেলায় বুক দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল সে ভেলা ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ : গৃহান্তর

অপরাহ্ণে কথামত ওসমান রাজপুত্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ! প্রত্যুত্তর পাঠাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে কি?"

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পত্র হস্তে লইয়া ওসমানকে দিলেন। ওসমান লিপি হস্তে লইয়া কহিলেন, "আপনি অপরাধ লইবেন না, আমাদের পদ্ধতি আছে, দুর্গবাসী কেহ কাহাকে পত্র প্রেরণ করিলে, দুর্গ-রক্ষকেরা পত্র পাঠ না করিয়া পাঠান না।"

যুবরাজ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "এ ত বলা বাহুল্য। আপনি পত্র খুলিয়া পড়ুন অভিপ্রায় হয় পাঠাইয়া দিবেন।"

ওসমান পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই মাত্র লেখা ছিল—

"মন্দভাগিনি! আমি তোমার অনুরোধ বিস্মৃত হইব না। কিন্তু তুমি যদি পতিব্রতা হও, তবে শীঘ্র পতিপথাবলম্বন করিয়া আত্মকলঙ্ক লোপ করিবে।

জগৎসিংহ।"

ওসমান পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আপনার হৃদয় অতি কঠিন।"

রাজপুত্র নীরস হইয়া কহিলেন, "পাঠান অপেক্ষা নহে।"

ওসমানের মুখ একটু আরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ কর্কশ ভঙ্গিতে কহিলেন "বোধ করি, পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে।"

রাজপুত্র কুপিতও হইলেন, লজ্জিতও হইলেন। এবং কহিলেন, "না মহাশয়! আমি নিজের কথা কহিতেছি না। আপনি আমার প্রতি সর্ব্বাংশে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং বন্দী করিয়াও

প্রাণদান দিয়াছেন; সেনা-হস্তা শত্রুর সাংঘাতিক পীড়ার শমতা করাইয়াছেন;—যে ব্যক্তি কারাবাসে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে প্রমোদাগারে বাস করাইতেছেন। আর অধিক কি করিবেন? কিন্তু আমি বলি কি—আপনাদের ভদ্রতাজালে জড়িত হইতেছি; এ সুখের পরিণাম কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বন্দী হই, আমাকে কারাগারে স্থান দিন, এ দয়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। আর যদি বন্দী না হই, তবে আমাকে এ হেমপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন কি?"

ওসমান স্থিরচিত্তে উত্তর করিলেন, "রাজপুত্র! অশুভের জন্য ব্যস্ত কেন? অমঙ্গলকে ডাকিতে হয়, না আপনিই আইসে।"

রাজপুত্র গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "আপনার এ কুসুমশয্যা ছাড়িয়া কারাগারের শিলাশয্যায় শয়ন করা রাজপুত্রেরা অমঙ্গল বলিয়া গণে না।"

ওসমান কহিলেন, "শিলাশয্যা যদি অমঙ্গলের চরম হইত, তবে ক্ষতি কি?"

রাজপুত্র ওসমান প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "যদি কতলু খাঁকে সমুচিত দণ্ড দিতে না পারিলাম, তবে মরণেই বা ক্ষতি কি?"

ওসমান কহিলেন, "যুবরাজ! সাবধান! পাঠানের যে কথা সেই কাজ!"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি, আপনি যদি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন, তবে যত্ন বিফল জ্ঞান করুন।"

ওসমান কহিলেন, "রাজপুত্র, আমরা পরস্পর সন্নিধানে এরূপ পরিচিত আছি যে, মিথ্যা বাগাড়ম্বর কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমি আপনার নিকট বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আসিয়াছি।"

জগৎসিংহ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "অনুমতি করুন।"

ওসমান কহিলেন, "আমি এক্ষণে যে প্রস্তাব করিব, তাহা কতলু খাঁর আদেশমত করিতেছি জানিবেন।"

জ। উত্তম।

ও। শ্রবণ করুন। রাজপুত পাঠানের যুদ্ধে উভয় কুল ক্ষয় হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, "পাঠানকুল ক্ষয় করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য।"

ওসমান কহিলেন, "সত্য বটে, কিন্তু উভয় কুল নিপাত ব্যতীত একের উচ্ছেদ কত দূর সম্ভাবনা, তাহাও দেখিতে পাইতেছেন। গড় মান্দারণ-জেতৃগণ নিতান্ত বলহীন নহে দেখিয়াছেন।"

জগৎসিংহ ঈষন্মাত্র সহাস্য হইয়া কহিলেন, "তাঁহারা কৌশলময় বটেন।"

ওসমান কহিতে লাগিলেন, "যাহাই হউক, আত্মগরিমা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোগল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না। কিন্তু মোগল সম্রাটও পাঠানদিগকে কদাচ নিজকরতলস্থ করিতে পারিবেন না। আমার কথা আত্মশ্লাঘা বিবেচনা করিবেন না। আপনি ত রাজনীতিজ্ঞ বটেন, ভাবিয়া দেখুন দিল্লী হইতে উৎকল কত দূর। দিল্লীশ্বর যেন মানসিংহের বাহুবলে এবার পাঠান জয় করিলেন; কিন্তু কত দিন তাঁহার জয়-পতাকা এ দেশে উড়িবে? মহারাজ মানসিংহ সসৈন্য পশ্চাৎ হইবেন, আর উৎকলে দিল্লীশ্বরের অধিকার লোপ হইবে। ইতিপূর্ব্বেও ত আকবর শাহা উৎকল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কত দিন তথাকার করগ্রাহী ছিলেন? এবারও জয় করিলে, এবারও তাহা ঘটিবে। না হয় আবার সৈন্য প্রেরণ করিবেন, আবার উৎকল জয় করুন, আবার পাঠান স্বাধীন হইবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে না, একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আপনি কিরূপ করিতে বলেন?"

ওসমান কহিলেন, "আমি কিছুই বলিতেছি না। আমার প্রভু সন্ধি করিতে বলেন।"

জ। কিরূপ সন্ধি।

ও। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ লাঘব স্বীকার করুন। নবাব কতলু খাঁ বাহুবলে বঙ্গদেশের যে অংশ জয় করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। আকবর শাহাও উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া যাউন, আর ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত থাকুন। ইহাতে বাদশাহের কোন ক্ষতি নাই, বরং পাঠানের ক্ষতি; আমরা যাহা ক্লেশে হস্তগত করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিতেছি; আকবর শাহা যাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই, তাহাই ত্যাগ করিবেছেন।

রাজকুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "উত্তম কথা; কিন্তু এ সকল প্রস্তাব আমার নিকট কেন? সন্ধিবিগ্রহের কর্ত্তা মহারাজ মানসিংহ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন।"

ওসমান কহিলেন, "মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট কে রটনা করিয়াছে যে, পাঠানেরা মহাশয়ের প্রাণহানি করিয়াছে। মহারাজ সেই শোকে ও ক্রোধে সন্ধির নামও শ্রবণ করিলেন না, দূতের কথায় বিশ্বাস করিলেন না; যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্ত্তা হয়েন, তবে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন।"

রাজপুত্র ওসমানের প্রতি পুনর্ব্বার স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন। আমার হস্তাক্ষর প্রেরণ করিলেও মহারাজের প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা। তবে আমাকে স্বয়ং যাইতে কেন কহিতেছেন?"

ও। তাহার কারণ এই যে, মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং আমাদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত নহেন; আপনার নিকট প্রকৃত বলবত্তা জানিতে পারিবেন। আর মহাশয়ের অনুরোধে বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা; লিপি দ্বারা সেরূপ নহে। সন্ধির আশু এক ফল হইবে যে, আপনি পুনর্ব্বার কারামুক্ত হইবেন। সুতরাং নবাব কতলু খাঁ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আপনি এ সন্ধিতে অবশ্য অনুরোধ করিবেন।

জ। আমি পিতৃসন্নিধানে যাইতে অস্বীকৃত নহি।

ও। শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু আরও এক নিবেদন আছে। আপনি যদি ঐরূপ সন্ধি সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে আবার এ দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে অঙ্গীকার করিয়া যাউন।

জ। আমি অঙ্গীকার করিলেই যে প্রত্যাগমন করিব, তাহার নিশ্চয় কি?

ওসমান হাসিয়া কহিলেন, "তাহা নিশ্চয় বটে। রাজপুত্রের বাক্য যে লঙ্ঘন হয় না, তাহা সকলেই জানে।"

রাজপুত্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, পিতার সহিত সাক্ষাৎ পরেই একাকী দুর্গে প্রত্যাগমন করিব।"

ও। আর কোন বিষয়ও স্বীকার করুন তাহা হইলেই আমরা বিশেষ বাধিত হই।—আপনি যে মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলে আমাদিগের বাসনানুযায়ী সন্ধির উদ্যোগী হইবেন, তাহাও স্বীকার করিয়া যাউন।

রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! এ অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না। দিল্লীর সম্রাট আমাদিগকে পাঠানজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠান জয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধও করিব না।"

ওসমানের মুখভঙ্গীতে সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল, কহিলেন, "যুবরাজ! আপনি রাজপুত্রের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।"

জ। আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরের কি? রাজপুতকুলেও অনেক রাজপুত্র আছে।

ওসমান কাতর হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমার পরামর্শ শুনুন, এ অভিপ্রায় ত্যাগ করুন।"

জ। কেন মহাশয়?

ও। রাজপুত্র! স্পষ্ট কথা কহিতেছি, আপনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়াই নবাব সাহেব আপনাকে এ পর্য্যন্ত আদরে রাখিয়াছিলেন; আপনি যদি তাহাতে বক্র হয়েন, তবে আপনার সমূহ পীড়া ঘটাইবেন।

জ। আবার ভয়প্রদর্শন! এইমাত্র আমি কারাবাসের প্রার্থনা আপনাকে জানাইয়াছি।

ও। যুবরাজ! কেবল কারাবাসেই যদি নবাব তৃপ্ত হয়েন তবে মঙ্গল জানিবেন।

যুবরাজ ভ্রূভঙ্গী করিলেন। কহিলেন, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোতঃ বৃদ্ধি করাইব।" চক্ষু হইতে তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।

ওসমান কহিলেন, "আমি বিদায় হইলাম। আমার কার্য্য আমি করিলাম, কতলু খাঁর আদেশ অন্য দূতমুখে শ্রবণ করিবেন।"

কিছু পরে কথিত দূত আগমন করিল। সে ব্যক্তি সৈনিক পুরুষের বেশধারী, সাধারণ পদাতিক অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ সৈনিকের ন্যায়। তাহার সমভিব্যাহারী আর চারিজন অস্ত্রধারী পদাতিক ছিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কার্য্য কি?"

সৈনিক কহিল, "আপনার বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক।"

"আমি প্রস্তুত আছি, চল" বলিয়া রাজপুত্র দূতের অনুগামী হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অলৌকিক আভরণ

মহোৎসব উপস্থিত। অদ্য কতলু খাঁর জন্মদিন। দিবসে রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এইমাত্র সায়াহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে; দুর্গমধ্যে আলোকময়: সৈনিক, সিপাহি, ওমরাহ, ভৃত্য, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্ত্তকী, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক পুষ্পবিক্রেতা গন্ধবিক্রেতা, তাম্বুলবিক্রেতা, আহারীয়বিক্রেতা, শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা, এই সকলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজি, বেশ্যা। অন্তঃপুরমধ্যেও কতক কতক ঐরূপ। নবাবের বিহারগৃহ অপেক্ষাকৃত স্থিরতর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রমোদময়। কক্ষে কক্ষে রজতদীপ, স্ফটিক দীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে; সুগন্ধি কুসুমদাম পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, শয্যায়, আসনে, আর পুরবাসিনীদিগের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে: বায়ু আর গোলাবের গন্ধের ভার গ্রহণ করিতে পারে না; অগণিত দাসীবর্গ কেহ বা হৈমকার্য্যখচিত বসন, কেহ বা ইচ্ছামত নীল, লোহিত, শ্যামল, পাটলাদি বর্ণের চীনবাস পরিধান করিয়া অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার প্রতি দীপের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা যাঁহাদিগের দাসী, সে সুন্দরীরা কক্ষে কক্ষে বসিয়া মহাযত্নে বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন। আজ নবাব প্রমোদমন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন; নৃত্যগীত হইবে। যাহার যাহা অভীষ্ট সে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবে। কেহ আজ ভ্রাতার চাকরি করিয়া দিবেন আশায় মাথায় চিরুণী জোরে দিতেছিলেন। অপরা, দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন ভাবিয়া অলকগুচ্ছ বক্ষ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিলেন। কাহারও নবপ্রসূত পুত্রের দানস্বরূপ কিছু সম্পত্তি হস্তগত করা অভিলাষ, এজন্য গণ্ডে রক্তিমা-বিকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঘর্ষণ করিতে করিতে রুধির বাহির করিলেন, কেহ বা নবাবের কোন প্রেয়সী ললনার নবপ্রাপ্ত বস্ত্রালঙ্কারের অনুরূপ অলংকার কামনায় চক্ষুর নীচে আকর্ণ কজ্জল লেপন করিলেন। কোন চণ্ডীকে বসন পরাইতে দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল; চণ্ডী তাহার গালে একটা চাপড় মারিলেন। কোন প্রগল্‌ভার বয়োমাহাত্ম্যে কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হইয়া আসিতেছিল, কেশবিন্যাসকালে দাসী চিরুণী দিতে কতকটি চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠিয়া আসিল, দেখিয়া কেশাধিকারিণী দরবিগলিত চক্ষুতে উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

কুসুমবনে স্থলপদ্মবৎ, বিহঙ্গকুলে কলাপীবৎ এক সুন্দরী বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অদ্য কাহারও কোথাও যাইতে বাধা ছিল না। যেখানকার যে সৌন্দর্য্য, বিধাতা সে সুন্দরীকে তাহা দিয়াছেন; যে স্থানের যে অলঙ্কার, কতলু খাঁ তাহা দিয়াছিল; তথাপি সে রমণীর মুখ-মধ্যে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব বা অলঙ্কার-গর্ব্বচিহ্ন ছিল না। আমোদ, হাসি, কিছুই ছিল না। মুখকান্তি গম্ভীর, স্থির, চক্ষুতে কঠোর জ্বালা।

বিমলা এইরূপ পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক সুসজ্জীভূত গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশানন্তর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। এ উৎসবের দিনেও সে কক্ষমধ্যে একটিমাত্র ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের এক প্রান্তভাগে একখানি পালঙ্ক ছিল। সেই পালঙ্কে আপাদমস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত হইয়া কেহ শয়ন করিয়াছিল। বিমলা পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি আসিয়াছি।"

শয়ান ব্যক্তি চমকিতের ন্যায় মুখের আবরণ দূর করিল। বিমলাকে চিনিতে পারিয়া, শয্যোত্তরচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া বসিল, কোন উত্তর করিল না।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি আসিয়াছি।"

তিলোত্তমা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে বিমলার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ; মুখ মলিন। পরিধানে একখানি সঙ্কীর্ণায়তন বাস। অবিন্যস্ত কেশভারে ধূলিরাশি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ নাই কেবল পূর্ব্বে যে অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে মাত্র।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "আমি আসিব বলিয়াছিলাম—আসিয়াছি। কথা কহিতেছ না কেন?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "যে কথা ছিল, তাহা সকল কহিয়াছি, আর কি কহিব?"

বিমলা তিলোত্তমার স্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তিলোত্তমা রোদন করিতেছিলেন; মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, চক্ষুর জলে মুখ প্লাবিত রহিয়াছে; অঞ্চল স্পর্শ করিয়া

দেখিলেন, অঞ্চল সম্পূর্ণ আর্দ্র। যে উপাধানে মাথা রাখিয়া তিলোত্তমা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও প্লাবিত। বিমলা কহিলেন, "এমন দিবানিশি কাঁদিলে শরীর কয়দিন বহিবে?

তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে কহিলেন, "বহিয়া কাজ কি? এতদিন বহিল কেন, এই মনস্তাপ।"

বিমলা নিরুত্তর হইলেন। তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এখন আজিকার উপায়?"

তিলোত্তমা অসন্তোষের সহিত বিমলার অলঙ্কারাদির দিকে পুনর্ব্বার চক্ষুঃপাত করিয়া কহিলেন, "উপায়ের প্রয়োজন কি?"

বিমলা কহিলেন, "বাছা, তাচ্ছিল্য করিও না; আজও কি কতলু খাঁকে বিশেষ জান না? আপনার অবকাশ অভাবেও বটে, আমাদিগের শোক নিবারণার্থ অবকাশ দেওয়ার অভিলাষেও বটে, এ পর্য্যন্ত দুরাত্মা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের অবসরের যে সীমা, পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আজ আমাদিগকে নৃত্যশালায় না দেখিলে না জানি কি প্রমাদ ঘটাইবে।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার প্রমাদ কি?"

বিমলা কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, "তিলোত্তমা, একবারে নিরাশ হও কেন? এখনও আমাদিগের প্রাণ আছে, ধর্ম্ম আছে; যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন ধর্ম্ম রাখিব।"

তিলোত্তমা তখন কহিলেন, "তবে মা! এই সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল; তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সকল আভরণ না দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করিও না।"

এই বলিয়া বিমলা নিজ পরিধেয় বাস মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন; দীপপ্রভায় তাহার শাণিত ফলক বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। তিলোত্তমা বিস্মিতা ও বিশুষ্কমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পাইলে?"

বিমলা কহিলেন, "কাল হইতে অন্তঃপুরমধ্যে একজন নূতন দাসী আসিয়াছে দেখিয়াছ?"

তি। দেখিয়াছি—আশমানি আসিয়াছে।

বি। আশমানির দ্বারা ইহা অভিরাম স্বামীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।

তিলোত্তমা নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বেশ অদ্য ত্যাগ করিবে না?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "না।"

বি। নৃত্যগীতাদিতে যাইবে না?

তি। না।

বি। তাহাতেও নিস্তার পাইবে না।

তিলোত্তমা কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলা কহিলেন, "স্থির হইয়া শুন, আমি তোমার নিষ্কৃতির উপায় করিয়াছি।" তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে বিমলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা তিলোত্তমার হস্তে ওসমানের অঙ্গুরীয় দিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় ধর; নৃত্যগৃহে যাইও না; অর্দ্ধরাত্রের এ দিকে উৎসব সম্পূর্ণ হইবেক না; সে পর্য্যন্ত আমি পাঠানকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিব। আমি যে তোমার বিমাতা, তাহা সে জানিয়াছে, তুমি আমার সাক্ষাতে আসিতে পারিবে না, এই ছলে নৃত্যগীত সমাধা পর্য্যন্ত তাহার দর্শন-বাঞ্ছা ক্ষান্ত রাখিতে পারিব। অর্দ্ধরাত্রে অন্তঃপুরদ্বারে যাইও, তথায় আর একব্যক্তি তোমাকে এইরূপ আর এক অঙ্গুরীয় দেখাইবে। তুমি নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে গমন করিও, যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, সে তোমাকে তথা লইয়া যাইবে। তুমি তাহাকে অভিরাম স্বামীর কুটীরে লইয়া যাইতে কহিও।"

তিলোত্তমা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; বিস্ময়ে হউক বা আহ্লাদে হউক, কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, পরে কহিলেন, "এ বৃত্তান্ত কি? এ অঙ্গুরীয় তোমাকে কে দিল?"

বিমলা কহিলেন, "সে সকল বিস্তর কথা; অন্য সময়ে অবকাশ মত কহিব। এক্ষণে নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে, যাহা বলিলাম, তাহা করিও।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তোমার কি গতি হইবে? তুমি কি প্রকারে বাহির হইবে?"

বিমলা কহিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি অন্য উপায়ে বাহির হইয়া কাল প্রাতে তোমার সহিত মিলিত হইব।"

এই বলিয়া বিমলা তিলোত্তমাকে প্রবোধ দিলেন কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তিপথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক দিন তিলোত্তমার মুখে হর্ষবিকাশ হয় নাই, বিমলার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার মুখ আজ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

বিমলা দেখিয়া অন্তরে পুলকপূর্ণ হইলেন। বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

তিলোত্তমা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায়? কে কেমন আছে বলিয়া যাও।"

বিমলা দেখিলেন, এ বিপদ্‌সাগরেও জগৎসিংহ তিলোত্তমার মনোমধ্যে জাগিতেছেন। বিমলা রাজপুত্রের নিষ্ঠুর পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তিলোত্তমার নামও নাই; এ কথা তিলোত্তমা শুনিলে কেবল দগ্ধের উপর দগ্ধ হইবেন মাত্র, অতএব সে সকল কথা কিছুমাত্র না বলিয়া উত্তর করিলেন, "জগৎসিংহ এই দুর্গমধ্যেই আছেন, তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।"

তিলোত্তমা নীরব হইয়া রহিলেন।

বিমলা চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : অঙ্গুরীয় প্রদর্শন

বিমলা গমন করিলে পর, একাকিনী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিলোত্তমা যে সকল চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা সুখদুঃখ উভয়েরই কারণ। পাপাত্মার পিঞ্জর হইতে যে আশু মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, এ কথা মুহুর্মুহুঃ মনে পড়িতে লাগিল, কিন্তু কেবল এই কথাই নহে, বিমলা যে তাঁহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, বিমলা হইতেই যে তাঁহার উদ্ধার হইবার উপায় হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দ্বিগুণ সুখী হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন, "মুক্ত হইলেই বা কোথা যাইব? আর কি পিতৃগৃহ আছে?" তিলোত্তমা আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সকল চিন্তার সমতা করিয়া আর এক চিন্তা মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। "রাজকুমার তবে কুশলে আছেন? কোথায় আছেন? কি ভাবে আছেন? তিনি কি বন্দী?" এই ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইতে লাগিলেন। "হা অদৃষ্ট! রাজপুত্র আমারই জন্য বন্দী। তাঁহার চরণে প্রাণ দিলেও কি ইহার শোধ হইবে? আমি তাঁহার জন্য কি করিব?" আবার ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি কি কারাগারে আছেন? কেমন সে কারাগার? সেখানে কি আর কেহই যাইতে পারে না? তিনি কারাগারে বসিয়া কি ভাবিতেছেন? তিলোত্তমা কি তাঁহার মনে পড়িতেছে? পড়িতেছে বই কি? আমিই যে তাঁহার এ যন্ত্রণার মূল! না জানি, মনে মনে আমাকে কত কটু বলিতেছেন!" আবার ভাবিতেছেন, "সে কি?" আমি এ কথা কেন ভাবি। তিনি কি কাহাকেও কটু বলেন? তা নয়, তবে এই আশঙ্কা, যদি আমাকে ভুলিয়া গিয়া থাকেন, কি যদি আমি যবনগৃহবাসিনী হইয়াছি বলিয়া ঘৃণায় আমাকে আর মনোমধ্যে স্থান না দেন।" আবার ভাবেন, "না না—তা কেন করিবেন; তিনিও দুর্গমধ্যে বন্দী, আমিও তেমনই বন্দীমাত্র; তবে কেন ঘৃণা করিবেন? তবু যদি করেন, তবে আমি তাঁর পায়ে ধরিয়া বুঝাইব। বুঝিবেন না? বুঝিবেন বই কি। না বুঝেন, তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। আগে আগুনে পরীক্ষা হইত; কলিতে তাহা হয় না; না হউক, আমি না হয় তাঁহার সম্মুখে আগুনে প্রাণত্যাগই করিব।" আবার ভাবেন, "কবেই বা তাঁহার দেখা পাইব? কেমন করিয়া তিনি মুক্ত হইবেন? আমি মুক্ত হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হইল? এ অঙ্গুরীয় বিমাতা কোথা পাইলেন? তাঁহার মুক্তির জন্য এ কৌশল হয় না? এ অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট পাঠাইলে হয় না? কে আমাকে লইতে আসিবে? তাহার দ্বারা কি কোন উপায় হইতে পারিবে না? ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কি বলে। একবার সাক্ষাৎও কি পাইতে পারিব না?" আবার ভাবেন, "কেমন করিয়াই বা সাক্ষাৎ করিতে চাহিব? সাক্ষাৎ হইলেই বা কি বলিয়াই কথা কহিব? কি কথা বলিয়াই বা মনের জ্বালা জুড়াইব?"

তিলোত্তমা অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন পরিচারিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রি কত?"

দাসী কহিল, "দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে।" তিলোত্তমা দাসীর বহির্গমন প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলেন। দাসী প্রয়োজন সমাপন করিয়া চলিয়া গেল, তিলোত্তমা বিমলা-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া কক্ষমধ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তখন আবার মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল। পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়; একপদে অগ্রসর একপদে পশ্চাৎ হইতে লাগিলেন। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরদ্বার পর্যন্ত গেলেন। পৌরবর্গ খোজা হাবসী প্রভৃতি সকলেই প্রমোদে ব্যস্ত; কেহ তাঁহাকে দেখিল না, দেখিলেও তৎপ্রতি মনোযোগ করিল না, কিন্তু তিলোত্তমার বোধ হইতে লাগিল যেন সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কোনক্রমে অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; তথায় প্রহরিগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ নিদ্রিত, কেহ জাগ্রতে অচেতন, কেহ অর্দ্ধচেতন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। একজন মাত্র দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল; সেও প্রহরীর বেশধারী। সে তিলোত্তমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনার হাতে আঙ্গুটি আছে?"

তিলোত্তমা সভয়ে বিমলাদত্ত অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। প্রহরিবেশী উত্তমরূপে সেই অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া নিজ হস্তস্থ অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দেখাইল। পরে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, কোন চিন্তা নাই।"

তিলোত্তমা চঞ্চল চিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্তঃপুরদ্বারে প্রহরিগণ যেরূপ শিথিল-ভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র প্রহরিগণ প্রায় সেইরূপ। বিশেষ অদ্য রাত্রে অবারিত দ্বার. কেহই কোন কথা কহিল না। প্রহরী তিলোত্তমাকে লইয়া নানা দ্বার, নানা প্রকোষ্ঠ, নানা প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল। পরিশেষে দুর্গপ্রান্তে ফটকে আসিয়া কহিল, "এক্ষণে কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করুন, লইয়া যাই।"

বিমলা কি বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা তিলোত্তমার স্মরণ হইল না। আগে জগৎসিংহকে স্মরণ হইল। ইচ্ছা, প্রহরীকে কহেন, "যথায় রাজপুত্র আছেন, তথায় লইয়া চল।" কিন্তু পূর্ব্বশত্রু লজ্জা আসিয়া বৈর সাধিল। কথা মুখে বাধিয়া আসিল। প্রহরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় লইয়া যাইব?"

তিলোত্তমা কিছুই বলিতে পারিলেন না, যেন জ্ঞানশূন্যা হইলেন আপনা আপনিই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। নয়নে দেখিতে, কর্ণে শুনিতে পান না, মুখ হইতে কি কথা বাহির হইল তাহাও কিছু জানিতে পারিলেন না, প্রহরীর কর্ণে অর্দ্ধস্পষ্ট "জগৎসিংহ" শব্দটি প্রবেশ করিল।

প্রহরী কহিল, জগৎসিংহ এক্ষণে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, সে অন্যের অগম্য। কিন্তু আমার প্রতি এমন আজ্ঞা আছে যে, আপনি যথায় যাইতে চাহিবেন, তথায় লইয়া যাইব, আসুন।

প্রহরী দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কি করিতেছেন কোথায় যাইতেছেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন, সেই ভাবে উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী কারাগারদ্বারে গমন করিয়া দেখিল যে, অন্যত্র প্রহরিগণ যেরূপ প্রমোদাসক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে এখানে সেরূপ নহে সকলেই স্ব স্ব স্থানে সতর্ক আছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিল "রাজপুত্র কোন স্থানে আছেন" সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিল। অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী কারাগার রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল "বন্দী এক্ষণে নিদ্রিত না জাগরিত আছেন?" কারাগার রক্ষী কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল "বন্দীর উত্তর পাইয়াছি জাগিয়া আছে।"

অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী রক্ষীকে কহিল "আমাকে ও কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও এই স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।"

রক্ষী চমৎকৃত হইয়া কহিল, "সে কি! এমত হুকুম নাই তুমি কি জান না?"

অঙ্গুরীয়বাহক কারাগারের প্রহরীকে ওসমানের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাইল। সে তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল।

রাজকুমার কক্ষমধ্যে এক সামান্য চৌপায়ার উপর শয়ন করিয়াছিলেন। দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শুনিয়া কৌতূহলপ্রযুক্ত দ্বার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিলোত্তমা বাহির দিকে দ্বারের নিকট আসিয়া আর আসিতে পারিলেন না। আবার পা চলে না দ্বারপার্শ্বে কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া কহিল, "এ কি? আপনি এখানে বিলম্ব করেন কেন?" তথাপি তিলোত্তমার পা উঠিল না।

প্রহরী পুনর্ব্বার কহিল, "না যান, তবে প্রত্যাগমন করুন। এ দাঁড়াইবার স্থান নহে।"

তিলোত্তমা প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। আবার সেদিকেও পা সরে না। কি করেন! প্রহরী ব্যস্ত হইল। ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে তিলোত্তমা এক পা অগ্রসর হইলেন। তিলোত্তমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রের দর্শনমাত্র আবার তিলোত্তমার গতিশক্তি রহিত হইল, আবার দ্বারপার্শ্বে প্রাচীর অবলম্বনে অধোমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রমণী প্রাচীর ধরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইল, নিকটে আইসে না দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের নিকটে আসিলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন।

তিলার্দ্ধ জন্য নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমার চক্ষু অমনই পৃথিবীপানে নামিল; কিন্তু শরীর ঈষৎ সম্মুখে হেলিল, যেন রাজপুত্রের চরণতলে পতিত হইবেন।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন; অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির রহিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন. "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?"

তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিঁধিল। "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?" এখনকার কি এই সম্বোধন? জগৎসিংহ কি তিলোত্তমার নামও ভুলিয়া গিয়াছেন? উভয়েই ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার রাজপুত্র কথা কহিলেন, "এখানে কি অভিপ্রায়ে?"

এখানে কি অভিপ্রায়ে'" কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চারিদিকে কক্ষ শয্যা. প্রদীপ, প্রাচীর সকলেই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল: অবলম্বনার্থ প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন. কে প্রত্যুত্তর দিবে? প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও।"

তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না, অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : মোহ

জগৎসিংহ আনত হইয়া দেখিলেন, তিলোত্তমার স্পন্দ নাই। নিজ বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার কোন সংজ্ঞাচিহ্ন না দেখিয়া প্রহরীকে ডাকিলেন।

তিলোত্তমার সঙ্গী তাঁহার নিকটে আসিল। জগৎসিংহ তাঁহাকে কহিলেন, "ইনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। কে ইঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাকে আসিয়া শুশ্রূষা করিতে বল।"

প্রহরী কহিল, কেবল আমিই সঙ্গে আসিয়াছি।" রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন. "তুমি?"

প্রহরী কহিল. আর কেহ আইসে নাই।'

"তবে কি উপায় হইবে? কোন পৌরদাসীকে সংবাদ কর।"

প্রহরী চলিল। রাজপুত্র আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, শোন, অপর কাহাকে সংবাদ দিলে গোলযোগ হইবে। আর আজ রাত্রে কেই বা প্রমোদ ত্যাগ করিয়া ইঁহার সাহায্যে আসিবে?"

প্রহরী কহিল. 'সেও বটে। আর কাহাকেই বা প্রহরীরা কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে? অন্য অন্য লোককে কারাগারে আনিতে আমার সাহস হয় না।"

রাজপুত্র কহিলেন. "তবে কি করিব? ইহার একমাত্র উপায় আছে; তুমি ঝটিতি দাসীর দ্বারা নবাবপুত্রীর নিকট এ কথার সংবাদ কর।"

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কি না কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে?

তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেই ক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে. প্রহরীর সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক আসিতেছে, একজন অবগুণ্ঠনবতী। দূর হইতেই. অবগুণ্ঠনবতীর উন্নত শরীর, সঙ্গীতমধুর-পদবিন্যাস. লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া রাজপুত্র জানিতে পারিলেন যে, দাসী সঙ্গে আয়েষা স্বয়ং আসিতেছেন, আর যেন সঙ্গে সঙ্গে ভরসা আসিতেছে।

আয়েষা ও দাসী প্রহরীর সঙ্গে কারাগার-দ্বারে আসিলে, দ্বাররক্ষক, অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদেরও যাইতে দিতে হইবে কি?"

অঙ্গুরীয়বাহক কহিল, "তুমি জান—আমি জানি না।" রক্ষী কহিল, "উত্তম।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। নিষেধ শুনিয়া আয়েষা মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিলেন, "প্রহরী, আমাকে প্রবেশ করিতে দাও; যদি ইহাতে তোমার প্রতি কোন মন্দ ঘটে আমার দোষ দিও!"

প্রহরী আয়েষাকে চিনিত না। কিন্তু দাসী চুপি চুপি পরিচয় দিল। প্রহরী বিস্মিত হইয়া অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল, "দীনের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনার কোথাও যাইতে নিষেধ নাই।"

আয়েষা কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে তিনি হাসিতেছিলেন না, কিন্তু মুখ স্বতঃ সহাস্য; বোধ হইল হাসিতেছেন। কারাগারের শ্রী ফিরিল; কাহারও বোধ রহিল না যে, এ কারাগার।

আয়েষা রাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! এ কি সংবাদ?"

রাজপুত্র কি উত্তর করিবেন? উত্তর না করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ভূতলশায়িনী তিলোত্তমাকে দেখাইয়া দিলেন।

আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

রাজপুত্র সংকুচিত হইয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আর কেহ কোনরূপ সংকোচ করিতে পারিত; সাত পাঁচ ভাবিত; আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

আয়েষা যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর দেখাইত; সকল কার্য্য সুন্দর করিয়া করিতে পারিতেন। যখন তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, জগৎসিংহ আর দাসী উভয়েই মনে মনে ভাবিলেন, কি সুন্দর!"

দাসীর হস্ত দিয়া আয়েষা গোলাব সরবত প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, তিলোত্তমাকে তৎসমুদায় সেবন ও সেচন করাইতে লাগিলেন। দাসী ব্যজন করিতে লাগিল, পূর্ব্বে তিলোত্তমার চেতনা হইয়া আসিতেছিল এক্ষণে আয়েষার শুশ্রূষায় সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন।

চারি দিক্ চাহিবা মাত্র পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু এ রাত্রির শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে শীর্ণ তনু অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, যাইতে পারিলেন না পূর্ব্বকথা স্মরণ হইবামাত্র মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া অমনি আবার বসিয়া পড়িলেন। আয়েষা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? তুমি এক্ষণে অতি দুর্ব্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল, পরে তোমার যখন ইচ্ছা তখন অভিপ্রেত স্থানে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

তিলোত্তমা উত্তর করিলেন না।

আয়েষা প্রহরীর নিকট, সে যতদূর জানে সকলই শুনিয়াছিলেন। অতএব তিলোত্তমার মনে সন্দেহ আশংকা করিয়া কহিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ কেন? আমি তোমার শত্রুকন্যা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে অবিশ্বাসিনী বিবেচনা করিও না। আমা হইতে কোন কথা প্রকাশ হইবে না। রাত্রি অবসান হইতে না হইতে যেখানে যাইবে, সেইখানে দাসী দিয়া পাঠাইয়া দিব। কেহ কোন কথা প্রকাশ করিবে না।"

এই কথা আয়েষা এমন সুমিষ্টস্বরে কহিলেন যে, তিলোত্তমার তৎপ্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না। বিশেষ এক্ষণে চলিতেও আর পারেন না, জগৎসিংহের নিকট বসিয়াও থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্বীকৃতা হইলেন। আয়েষা কহিলেন, "তুমি ত চলিতে পারিবে না। এই দাসীর উপর শরীরের ভর রাখিয়া চল।"

তিলোত্তমা দাসীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তদবলম্বনে ধীরে ধীরে চলিলেন। আয়েষাও রাজপুত্রের নিকট বিদায় হয়েন; রাজপুত্র তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিবেন। আয়েষা ভাব বুঝিতে পারিয়া দাসীকে কহিলেন, "তুমি ইঁহাকে আমার শয়নাগারে বসাইয়া পুনর্ব্বার আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও।"

দাসী তিলোত্তমাকে লইয়া চলিল।

জগৎসিংহ মনে মনে কহিলেন, "তোমায় আমায় এই দেখা শুনা।" গম্ভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। যতক্ষণ তিলোত্তমাকে দ্বারপথে দেখা গেল, ততক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমাও ভাবিতেছিলেন, "আমার এই দেখা শুনা।" যতক্ষণ দৃষ্টিপথে ছিলেন ততক্ষণ ফিরিয়া চাহিলেন না। যখন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন আর জগৎসিংহকে দেখা গেল না।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমার নিকটে আসিয়া কহিল, "তবে আমি বিদায় হই?"

তিলোত্তমা উত্তর দিলেন না। দাসী কহিল, "হাঁ।" প্রহরী কহিল, "তবে আপনার নিকট যে সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় আছে, ফিরাইয়া দিউন।"

তিলোত্তমা অঙ্গুরীয় লইয়া প্রহরীকে দিলেন। প্রহরী বিদায় হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : মুক্ত কণ্ঠ

তিলোত্তমা ও দাসী কক্ষমধ্য হইতে গমন করিলে আয়েষা শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন; তথায় আর বসিবার আসন ছিল না; জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন।

আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন, "রাজকুমার, ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে কি বলিবেন। আমা হইতে যদি কোন কর্ম্মসিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না; আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব।"

রাজকুমার কহিলেন, "নবাবপুত্রি, এক্ষণে আমার কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে জন্য আপনার সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলাম না। আমার এই কথা যে, আমি যে দশাপন্ন হইয়াছি, ইহাতে আপনার সহিত পুনর্ব্বার দেখা হইবে, এমন ভরসা করি না, বোধ করি এই শেষ দেখা। আপনার কাছে যে ঋণে বদ্ধ আছি, তাহা কথায প্রতিশোধ কি করিব? আর কার্য্যেও কখন যে তাহার প্রতিশোধ করিব, সে অদৃষ্টের ভরসা করি না। তবে এই ভিক্ষা যে, যদি কখন সাধ্য হয়, যদি কখন অন্য\ দিন হয়, তবে আমার প্রতি কোন আজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ করিবেন না।"

জগৎসিংহের স্বর এতাদৃশ সকাতর, নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে, তাহাতে আযেষাও ক্লিষ্ট হইলেন, আযেষা কহিলেন, "আপনি এত নির্ভরসা হইতেছেন কেন? এক দিনেব অমঙ্গল পর দিনে থাকে না।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আমি নির্ভরসা হই নাই, কিন্তু আমাব আব ভরসা করিতে ইচ্ছা করে না। এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আব ধারণা কবিতে ইচ্ছা করে না। এ কারাগার ত্যাগ করিতে বাসনা কবি না। আমাব মনেব সকল দুঃখ আপনি জানেন না, আমি জানাইতেও পারি না।"

যে করুণ স্ববে বাজপুত্র কথা কহিলেন, তাহাতে আযেষা বিস্মিত হইলেন, অধিকতব কাতর হইলেন। তখন আর নবাবপুত্রী-ভাব রহিল না, দুবতা বহিল না, স্নেহময়ী বমণী, রমণীর ন্যায় যত্নে কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের কব ধাবণ কবিলেন, আবাব তখনই তাঁহাব হস্ত ত্যাগ কবিয়া, বাজপুত্রেব মুখপানে উদ্ধর্বদৃষ্টি করিযা কহিলেন, "কুমার! এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়মধ্যে কেন? আমাকে পবজ্ঞান কবিও না। যদি সাহস দাও তবে বলি—বীরেন্দ্রসিংহেব কন্যা কি—"

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাজকুমাব কহিলেন, "ও কথায আব কাজ কি! সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

আয়েষা নীববে বহিলেন, জগৎসিংহও নীববে রহিলেন উভয়ে বহুক্ষণ নীববে বাহলেন, আয়েষা তাঁহার উপব মুখ অবনত কবিয়া রহিলেন।

রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিযা উঠিলেন, তাঁহার কবপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিযা আযেষার মুখপদ্ম নিবীক্ষণ করিযা দেখিলেন, আযেষা কাঁদিতেছেন; উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে দর দর ধারা বহিতেছে।

বাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি আযেষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা কোন উত্তর না করিযা ধীবে ধীরে গোলাব ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন কবিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন, "যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এভাবে বিদায লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পাবি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়াব যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিযা যাইব, তাহা পাবিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমাব সঙ্গে বাহিবে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।

তন্দণ্ডে যদি ইষ্টদেবী ভবানী সশরীরে আসিয়া বরপ্রদা হইতেন, তথাপি রাজপুত্র অধিক চমৎকৃত হইতে পারিতেন না। বাজপুত্র প্রথমে উত্তর করিতে পারিলেন না। আয়েষা পুনর্ব্বার

কহিলেন, "জগৎসিংহ! রাজকুমার এস।"

জগৎসিংহ অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আয়েষা! তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "এই দণ্ডে।

রা। তোমার পিতার অজ্ঞাতে?

আ। সে জন্য চিন্তা করিও না, তুমি শিবিরে গেলে—আমি তাঁহাকে জানাইব।

"প্রহরীরা যাইতে দিবে কেন?"

আয়েষা কণ্ঠ হইতে রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেখাইয়া কহিলেন, "এই পুরস্কার লোভে প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিবে।"

রাজপুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "একথা প্রকাশ হইলে তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।"

"তাতে ক্ষতি কি?"

"আয়েষা! আমি যাইব না।"

আয়েষার মুখ শুষ্ক হইল। ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।

আয়েষা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চিত যাইবে না?"

রাজকুমার কহিলেন, "তুমি একাকিনী যাও।"

আয়েষা পুনর্ব্বার নীরব হইয়া রহিলেন। আবার চক্ষে দর দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; আয়েষা কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আয়েষার নিঃশব্দ রোদন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, "আয়েষা! রোদন করিতেছ কেন?"

আয়েষা কথা কহিলেন না। রাজপুত্র আবার কহিলেন, "আয়েষা! আমার অনুরোধ রাখ, রোদনের কারণ যদি প্রকাশ্য হয় তবে আমার নিকট প্রকাশ কর। যদি আমার প্রাণদান করিলে তোমার নীরব রোদনের কারণ নিবারকরণ হয় তাহা আমি করিব। আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করিলাম, কেবল ইহাতেই কখনও আয়েষার চক্ষে জল আইসে নাই। তোমার পিতার কারাগারে আমার ন্যায় অনেক বন্দী কষ্ট পাইয়াছে।"

আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আমি আর কাঁদিব না।"

রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ে আবার নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

প্রকোষ্ঠ-প্রাকারে আর এক ব্যক্তির ছায়া পড়িল, কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকটে দাঁড়াইল, তথাপি দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় স্থির দাঁড়াইয়া, পরে ক্রোধকম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, "নবাবপুত্রি! এ উত্তম।"

উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন—ওসমান।

ওসমান তাঁহার অনুচর অঙ্গুরীয়বাহকের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া আয়েষার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। রাজপুত্র, ওসমানকে সে স্থলে দেখিয়া আয়েষার জন্য শঙ্কান্বিত হইলেন, পাছে আয়েষা, ওসমান বা কতলু খাঁর নিকট তিরস্কৃতা বা অপমানিতা হন। ওসমান যে ক্রোধপ্রকাশক স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিলেন, তাহাতে সেইরূপ সম্ভাবনা বোধ হইল। ব্যঙ্গোক্তি শুনিবামাত্র আয়েষা ওসমানের কথার অভিপ্রায় নিঃশেষ বুঝিতে পারিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। আর কোন অধৈর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। স্থির স্বরে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওসমান?"

ওসমান পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন, "নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"

আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। ওসমানের মুখপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। সেরূপ গর্ব্বিত স্বর ওসমান কখন আয়েষার কণ্ঠে শুনেন নাই।

আয়েষা কহিলেন, "এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন; কহিলেন, "প্রয়োজন আছে কি

না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

ওসমানও পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি?"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আয়েষার নীরব রোদন এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। ওসমান কতক কতক ঘৃণাক্ষরে পূর্ব্বেই এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই আয়েষার প্রতি এরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু আয়েষা তাঁহার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে কথা ব্যক্ত করিবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। ওসমান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

আয়েষা পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "শুন ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হয়—" বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; "তথাপি দেখিবে, হৃদয়-মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইঁহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব। আরও শুন, মনে কর এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দৌবারিক-গণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি বশীভূত করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইঁহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"

আয়েষা আবার অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওসমান, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয়, কাল পিতার সমক্ষে বলিব।"

পরে জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।"

রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।

ওসমানও কথা কহিলেন না। আয়েষা আবার বলিতে লাগিলেন, "ওসমান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহপরায়ণা ভগিনী-ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।'

এই বলিয়া সুন্দরী দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বহির্গতা হইলেন। ওসমান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনা বাক্যে থাকিয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : দাসী চরণে

সেই রজনীতে কতলু খাঁর বিলাস-গৃহমধ্যে নৃত্য হইতেছিল। তথায় অপরা নর্ত্তকী কেহ ছিল না—বা অপর শ্রোতা কেহ ছিল না। জন্মদিনোপলক্ষে মোগল সম্রাটেরা যেরূপ পারিষদ-মণ্ডলী মধ্যে আমোদ-পরায়ণ থাকিতেন, কতলু খাঁর সেরূপ ছিল না। কতলু খাঁর চিত্ত একান্ত আত্মসুখরত, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী। অদ্য রাত্রে তিনি একাকী নিজ বিলাস-গৃহনিবাসিনীগণে

পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের নৃত্যগীত কৌতুকে মত্ত ছিলেন। খোজাগণ ব্যতীত অন্য পুরুষ তথায় আসিবার অনুমতি ছিল না। রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে; অপর সকলে কতলু খাঁকে বেষ্টন করিয়া শুনিতেছে।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর সামগ্রী সকলই তথায় প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর; প্রবেশ করিবামাত্র অবিরত সিঞ্চিত গন্ধবারির স্নিগ্ধ ঘ্রাণে আপাদমস্তক শীতল হয়। অগণিত রজত দ্বিরদরদ স্ফাটিক শামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালায় নয়ন ঝলসিতেছিল; অপরিমিত পুষ্পরাশি কোথাও মালাকারে, কোথাও স্তূপাকারে, কোথাও স্তবকাকারে, কোথাও রমণীকেশপাশে, কোথাও রমণীকণ্ঠে, স্নিগ্ধতর প্রভা প্রকাশিত করিতেছে। কাহার পুষ্পব্যজন, কাহারও পুষ্প আভরণ, কেহ বা অন্যের প্রতি পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণ করিতেছে; পুষ্পের সৌরভ, সুরভি বারির সৌরভ; সুগন্ধ দীপের সৌরভ; গন্ধদ্রব্যমার্জ্জিত বিলাসিনীগণের অঙ্গের সৌরভ; পুরীমধ্যে সর্ব্বত্র সৌরভে ব্যাপ্ত। প্রদীপের দীপ্তি, পুষ্পের দীপ্তি, রমণীগণের রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্ব্বোপরি ঘন ঘন কটাক্ষ-বর্ষিণী কামিনী-মণ্ডলীর উজ্জ্বল নয়নদীপ্তি। সপ্তসুরসম্মিলিত মধুর বীণাদি বাদ্যের ধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া উঠিতেছে, তদধিক পরিষ্কার মধুরনিনাদিনী রমণীকণ্ঠ-গীতি তাহার সহিত মিশিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাললয়মিলিত পাদবিক্ষেপে নর্ত্তকীর অলঙ্কারশিঞ্জিত শব্দ মনোমুগ্ধ করিতেছে।

ঐ দেখ পাঠক! যেন পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে; প্রফুল্ল পদ্মমুখী সবে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, ঐ যে সুন্দরী নীলাম্বরপরিধানা, ঐ যার নীল বাস স্বর্ণতারাবলীতে খচিত, দেখ! ঐ যে দেখিতেছ, সুন্দরী সীমন্তপার্শ্বে হীরকতারা ধারণ করিয়াছে, দেখিয়াছ উহার কি সুন্দর ললাট! প্রশান্ত, প্রশস্ত, পরিষ্কার, এ ললাটে কি বিধাতা বিলাসগৃহ লিখিয়াছিলেন? ঐ যে শ্যামা পুষ্পাভরণা, দেখিয়াছ উহার কেমন পুষ্পাভরণ সাজিয়াছে? নারীদেহ শোভার জন্যই পুষ্প-সৃজন হইয়াছিল। ঐ যে দেখিতেছ সম্পূর্ণ, মৃদুরক্ত ওষ্ঠাধর যার, যে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে, দেখ, উহা সুচিক্কণ নীল বাস ফুটিয়া কেমন বর্ণপ্রভা বাহির হইতেছে; যেন নির্ম্মল নীলাম্বুমধ্যে পূর্ণচন্দ্রালোক দেখা যাইতেছে। এই যে সুন্দরী মরালনিন্দিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, দেখিয়াছ উহার কেমন কর্ণের কুণ্ডল দুলিতেছে? কে তুমি সুকেশি সুন্দরি? কেন উরঃপর্য্যন্ত কুঞ্চিতালক-রাশি লম্বিত করিয়া দিয়াছ? পদ্মবৃক্ষে কেমন করিয়া কালফণিনী জড়ায়, তাহাই কি দেখাইতেছ?

আর, তুমি কে সুন্দরী, যে কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা ঢালিতেছ? কে তুমি, যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণলাবণ্য দেহ প্রতি কতলু খাঁ ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা। অত সুরা ঢালিতেছ কেন? ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল, বসন মধ্যে ছুরিকা আছে ত? আছে বই কি। তবে অত হাসিতেছ কিরূপে? কতলু খাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি? কটাক্ষ! ও কি, আবার কি! ঐ দেখ, সুরাস্বাদপ্রমত্ত যবনকে ক্ষিপ্ত করিলে। এই কৌশলেই বুঝি সকলকে বর্জ্জিত করিয়া কতলু খাঁর প্রেয়সী হইয়া বসিয়াছ? না হবে কেন, যে হাসি, যে অঙ্গভঙ্গী, যে সরস কথারহস্য, যে কটাক্ষ! আবার সরাব! কতলু খাঁ, সাবধান! কতলু খাঁ কি করিবে! যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে! ও কি ধ্বনি? এ কে গায়? এ কি মানুষের গান, না, সুররমণী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছে। কি সুর! কি ধ্বনি! কি লয়! কতলু খাঁ, এ কি? মন কোথায় তোমার? কি দেখিতেছ? সমে সমে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? অমনি কটাক্ষে প্রাণহরণ করে, আবার সঙ্গীতের সন্ধিসম্বন্ধ কটাক্ষ! আরও দেখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক দোলন? দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে? হাঁ। আবার সুরা ঢাল, দে মদ দে, এ কি! এ কি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গী! দে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলু খাঁ! জাঁহাপনা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা! দে পিয়ালা! আহা দে পিয়ালা। মেরি পিয়ারী! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব! দে সরাব!

কতলু খাঁ উন্মত্ত হইল। বিমলাকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি কোথা, প্রিয়তমে!"

বিমলা কতলু খাঁর স্কন্ধে এক বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে।"—অপর করে ছুরিকা—

তৎক্ষণাৎ ভয়ংকর চীৎকার ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলু খাঁ দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং যেই নিক্ষেপ করিল, অমনি আপনিও ধরাতলশায়ী হইল। বিমলা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল

তীক্ষ্ম ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন।

"পিশাচী—সয়তানী!" কতলু খাঁ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিল। "পিশাচী নহি—সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" এই বলিয়া বিমলা কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

কতলু খাঁর বাঙ্নিষ্পত্তি-ক্ষমতা ঝটিতি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সাধ্যমত চীৎকার করিতে লাগিল। বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল। বিমলাও চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন; কক্ষান্তরে গিযা কথোপকথন শব্দ পাইলেন। বিমলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। এক কক্ষ পরে দেখেন, তথায় প্রহরী ও খোজাগণ রহিয়াছে। চীৎকার শুনিযা ও বিমলার ত্রস্ত ভাব দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র যাও, কক্ষমধ্যে মোগল প্রবেশ করিয়াছে, বুঝি নবাবকে খুন করিল।"

প্রহরী ও খোজাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে কক্ষাভিমুখে ছুটিল। বিমলাও ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুর-দ্বারাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দ্বারে প্রহরী প্রমোদক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, বিমলা বিনা বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই প্রায় ঐরূপ অবাধে দৌড়িতে লাগিলেন। বাহির ফটকে দেখিলেন, প্রহরিগণ জাগরিত। একজন বিমলাকে দেখিযা জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, কোথা যাও?"

তখন অন্তঃপুরমধ্যে মহা কোলাহল উঠিয়াছে, সকল লোক জাগিযা সেই দিকে ছুটিতেছিল, বিমলা কহিলেন, "বসিয়া কি করিতেছ, গোলযোগ শুনিতেছ না?"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলযোগ?"

বিমলা কহিলেন, "অন্তঃপুরে সর্ব্বনাশ হইতেছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।"

প্রহরিগণ ফটক ফেলিযা দৌড়িল; বিমলা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিমলা ফটক হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, একজন পুরুষ এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইযা আছেন। দৃষ্টিমাত্র বিমলা তাঁহাকে অভিরাম স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বিমলা তাঁহার নিকট যাইবামাত্র অভিরাম স্বামী কহিলেন, "আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম, দুর্গমধ্যে কোলাহল কিসের?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আমি বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে আর অধিক কথায় কাজ নাই, শীঘ্র আশ্রমে চলুন; পরে সবিশেষ নিবেদিব। তিলোত্তমা আশ্রমে গিয়াছে ত?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "তিলোত্তমা অগ্রে অগ্রে আশমানির সহিত যাইতেছে, শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবেক।"

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতবেগে চলিলেন। অচিরাৎ কুটীর মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ক্ষণপূর্ব্বেই আয়েষার অনুগ্রহে তিলোত্তমা আশমানির সঙ্গে তথায় আসিয়াছেন। তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পদযুগলে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, এখন আর তিলার্দ্ধ এদেশে তিষ্ঠান নহে। যবনেরা সন্ধান পাইলে এবারে প্রাণে মারিয়া প্রভুর মৃত্যু-শোক নিবারণ করিবে। আমরা অদ্য রাত্রিতে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।"

সকলেই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : অন্তিম কাল

বিমলার পলায়নের ক্ষণমাত্র পরেই একজন কর্ম্মচারী অতিব্যস্তে জগৎসিংহের কারাগারমধ্যে আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! নবাব সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি!"

রাজপুরুষ কহিলেন, "অন্তঃপুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়া নবাব সাহেবকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখনও প্রাণত্যাগ হয় নাই, কিন্তু আর বিলম্ব নাই, আপনি ঝটিতি চলুন, নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এ সময়ে আমার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

দূত কহিল, "কি জানি? আমি বার্ত্তাবহ মাত্র।"

যুবরাজ দূতের সহিত অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে, কতলু খাঁর জীবন-প্রদীপ সত্য সত্যই নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকারের আর বিলম্ব নাই, চতুর্দ্দিকে ওসমান আয়েষা, মুমূর্ষুর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ, পত্নী, উপপত্নী, দাসী, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। রোদনাদির কোলাহল পড়িয়াছে; প্রায় সকলেই উচ্চরবে কাঁদিতেছে; শিশুগণ না বুঝিয়া কাঁদিতেছে; আয়েষা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না। আয়েষার নয়ন-ধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছে; নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জগৎসিংহ দেখিলেন, সে মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর নিস্পন্দ।

যুবরাজ প্রবেশ মাত্র খাজা ইসা নামে অমাত্য তাঁহার কর ধরিয়া কতলু খাঁর নিকটে লইলেন; যেরূপ উচ্চস্বরে বধিরকে সম্ভাষণ করিতে হয়, সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

কতলু খাঁ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি শত্রু; মরি,—রাগ দ্বেষ ত্যাগ।"

জগৎসিংহ বুঝিয়া কহিলেন, "এ সময়ে ত্যাগ করিলাম।"

কতলু খাঁ পুনরপি সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "যাচ্ঞা—স্বীকার।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বীকার করিব?"

কতলু খাঁ পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "বালক সব—যুদ্ধ—বড় তৃষা।"

আয়েষা মুখে সরবত সিঞ্চন করিলেন।

"যুদ্ধ—কাজ নাই—সন্ধি—"

কতলু খাঁ নীরব হইলেন। জগৎসিংহ কোন উত্তর করিলেন না। কতলু খাঁ তাঁহার মুখপানে উত্তর প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়া কষ্টে কহিলেন, "অস্বীকার?"

যুবরাজ কহিলেন, "পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলে, আমি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলাম।"

কতলু খাঁ পুনর্ব্বার অর্দ্ধস্ফুটশ্বাসে কহিলেন, "উড়িষ্যা?"

রাজপুত্র বুঝিয়া কহিলেন, "যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আপনার পুত্রেরা উড়িষ্যাচ্যুত হইবে না।"

কতলুর মৃত্যু-ক্লেশ-নিপীড়িত মুখকান্তি প্রদীপ্ত হইল।

মুমূর্ষু কহিল, "আপনি—মুক্ত—জগদীশ্বর—মঙ্গল—" জগৎসিংহ চলিয়া যান, আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলু খাঁ খাজা ইসার প্রতি চাহিয়া আবার প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খাজা ইসা রাজপুত্রকে কহিলেন "বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

রাজপুত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কতলু খাঁ কহিলেন "কাণ।"

রাজপুত্র বুঝিলেন। মুমূর্ষুর অধিকতর নিকটে দাঁড়াইয়া মুখের নিকট কর্ণ নত করিলেন। কতলু খাঁ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "বীর—"

ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে বলিতে লাগিলেন "বীরেন্দ্রসিংহ—তৃষা।"

আয়েষা পুনর্ব্বার অধরে পেয় সিঞ্চন করিলেন।

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

রাজপুত্রকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল; চমকিতের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইলেন। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন "পিতৃহীনা—আমি পাপিষ্ঠ—উঃ তৃষা।"

আয়েষা পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বাক্যস্ফুরণ দুর্ঘট হইল। শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন "দারুণ জ্বালা—সাধ্বী—তুমি দেখিও—"

রাজপুত্র কহিলেন, "কি?" কতলু খাঁর কর্ণে এই প্রশ্ন মেঘগর্জ্জনবৎ বোধ হইল। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন "এই কন্যার মত পবিত্রা—তুমি—উঃ! বড় তৃষা—যাই যে—আয়েষা।"

আর কথা সরিল না, সাধ্যাতীত পরিশ্রম হইয়াছিল, শ্রমাতিরেক ফলে নির্জ্জীব মস্তক ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। কন্যার নাম মুখে থাকিতে থাকিতে নবাব কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা

জগৎসিংহ কারামুক্ত হইয়া পিতৃশিবিরে গমনান্তর নিজ স্বীকারানুযায়ী মোগল পাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ করাইলেন। পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও উৎকলাধিকারী হইয়া

রহিলেন। সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ ইতিবৃত্তে বর্ণনীয়। এ স্থলে অতি-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। সন্ধি সমাপনান্তে উভয় দল কিছু দিন পূর্ব্বাবস্থিতির স্থানে রহিলেন। নবপ্রীতিসম্বর্দ্ধনার্থে কতলু খাঁর পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রধান রাজমন্ত্রী খাজা ইসা ও সেনাপতি ওসমান রাজা মানসিংহের শিবিরে গমন করিলেন; সার্দ্ধশত হস্তী আর অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া রাজার পরিতোষ জন্মাইলেন; রাজাও তাঁহাদিগের বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপ সন্ধিসম্বন্ধ সমাপন করিতে ও শিবির-ভঙ্গোদ্যোগ করিতে কিছু দিন গত হইল। পরিশেষে রাজপুত সেনার পাটনায় যাত্রার সময় আগত হইলে, জগৎসিংহ এক দিবস অপরাহ্ণে সহচর সমভিব্যাহারে পাঠান দুর্গে ওসমান প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। কারাগারে সাক্ষাতের পর, ওসমান রাজপুত্রের প্রতি আর সৌহৃদ্যভাব প্রকাশ করেন নাই। অদ্য সামান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় দিলেন।

জগৎসিংহ ওসমানের নিকট ক্ষুণ্নমনে বিদায় লইয়া খাজা ইসার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তথা হইতে আয়েষার নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চলিলেন। একজন অন্তঃপুর-রক্ষী দ্বারা আয়েষার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আর রক্ষীকে কহিয়া দিলেন যে, "বলিও, নবাব সাহেবের লোকান্তর পরে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে আমি পাটনায় চলিলাম, পুনর্ব্বার সাক্ষাতের সম্ভাবনা অতি বিরল; অতএব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যাইতে চাহি।"

খোজা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "নবাবপুত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাজপুত্র সম্বর্দ্ধিত বিষাদে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন। দুর্গদ্বারে দেখিলেন, ওসমান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ওসমানকে দেখিয়া পুনরপি অভিবাদন করিয়া চলিয়া যান, ওসমান পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্র কহিলেন, 'সেনাপতি মহাশয়, আপনার যদি কোন আজ্ঞা থাকে প্রকাশ করুন, আমি প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হই।'

ওসমান কহিলেন, "আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, এত সহচর সাক্ষাৎ তাহা বলিতে পারিব না, সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করুন, একাকী আমার সঙ্গে আসুন।"

রাজপুত্র বিনা সংকোচে সহচরগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়া একা অশ্বারোহণে পাঠানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, ওসমানও অশ্ব আনাইয়া আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া ওসমান রাজপুত্র সঙ্গে এক নিবিড় শালবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের মধ্যস্থলে এক ভগ্ন অট্টালিকা ছিল, বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে কোন রাজবিদ্রোহী এ স্থলে আসিয়া কাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল। শালবৃক্ষে ঘোটক বন্ধন করিয়া ওসমান রাজপুত্রকে সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। অট্টালিকা মনুষ্যশূন্য। মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; তাহার এক পার্শ্বে এক যাবনিক সমাধিখাত প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই; অপর পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে, অথচ কোন মৃতদেহ নাই।

প্রাঙ্গণমধ্যে আসিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি?"

ওসমান কহিলেন 'এ সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে; আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবরমধ্যে সমাধিস্থ করিবেন কেহ জানিবে না, যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার করাইব, অপর কেহ জানিবে না।"

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?'

ওসমান কহিলেন, 'আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; এই পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"

তখন রাজপুত্র আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন, "আপনার কি অভিপ্রায়?"

ওসমান কহিলেন, 'সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয়, আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া যাও।"

এই বলিয়া ওসমান জগৎসিংহকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ দিলেন না, অসিহস্তে তৎপ্রতি আক্রমণ করিলেন। রাজপুত্র অগত্যা আত্মরক্ষার্থ শীঘ্রহস্তে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া ওসমানের আঘাতের প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। ওসমান রাজপুত্রের প্রাণনাশে পুনঃ পুনঃ বিষমোদ্যম করিতে লাগিলেন; রাজপুত্র ভ্রমক্রমেও ওসমানকে আঘাতের চেষ্টা করিলেন না; কেবল আত্মরক্ষায়

নিযুক্ত রহিলেন। উভয়েই শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। ফলতঃ যবনের অস্ত্রাঘাতে রাজপুত্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইল: ওসমান প্রতি তিনি একবারও আঘাত করেন নাই, সুতরাং ওসমান অক্ষত। রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া আর এরূপ সংগ্রামে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া জগৎসিংহ কাতরস্বরে কহিলেন, "ওসমান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম।"

ওসমান উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন. "এ ত জানিতাম না যে রাজপুত সেনাপতি মরিতে ভয় পায়: যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করিব, ক্ষমা করিব না। তুমি জীবিতে আয়েষাকে পাইব না।"

রাজপুত্র কহিলেন. "আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"

ওসমান অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন. "আমি যুদ্ধ করিব না: তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

ওসমান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন, "যে সিপাহি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।"

রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচন্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া হস্ত হইতে অসি উন্মোচন করিয়া লইলেন, এবং নিজ করস্থ প্রহরণ তাঁহার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "কেমন, সমর-সাধ মিটিয়াছে ত?'

ওসমান কহিলেন, "জীবন থাকিতে নহে।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এখনই ত জীবন শেষ করিতে পারি?"

ওসমান কহিলেন, "কর; নচেৎ তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "থাকুক, রাজপুত তাহাতে ডরে না; তোমার জীবন শেষ করিতাম, কিন্তু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, আমিও করিলাম।"

এই বলিয়া দুই চরণের সহিত ওসমানের দুই হস্ত বদ্ধ রাখিয়া, একে একে তাঁহার সকল অস্ত্র শরীর হইতে হরণ করিলেন। তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে।"

ওসমান মুক্ত হইলে আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একেবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিলেন।

রাজপুত্র বস্ত্র দ্বারা প্রাঙ্গণস্থ কূপ হইতে জল আহরণ করিয়া গাত্র ধৌত করিলেন। গাত্র ধৌত করিয়া শালতরু হইতে অশ্ব মোচনপূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অশ্বারোহণ করিয়া দেখেন, অশ্বের বল্গায়, লতা গুল্মাদির দ্বারা একখানি লিপি বাঁধা রহিয়াছে। বল্গা হইতে পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি মনুষ্যের কেশ দ্বারা বদ্ধ করা আছে, তাহার উপরিভাগে লেখা আছে যে, 'এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না, যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করাই স্থির করিলেন। পত্র কবচ মধ্যে রাখিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

রাজপুত্র শিবিরে উপনীত হইবার পরদিন দ্বিতীয় এক লিপি দূতহস্তে পাইলেন। এই লিপি আয়েষার প্রেরিত। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত পর-পরিচ্ছেদে বক্তব্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : আয়েষার পত্র

আয়েষা লেখনী হস্তে পত্র লিখিতে বসিয়াছেন। মুখকান্তি অত্যন্ত গম্ভীর, স্থির: জগৎসিংহকে পত্র লিখিতেছেন। একখানা কাগজ লইয়া পত্র আরম্ভ করিলেন। প্রথমে লিখিলেন, "প্রাণাধিক," তখনই প্রাণাধিক শব্দ কাটিয়া দিয়া লিখিলেন, "রাজকুমার," "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া "রাজকুমার" লিখিতে আয়েষার অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পত্রে পড়িল। আয়েষা অমনি

সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পুনর্ব্বার অন্য কাগজে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কয়েক ছত্র লেখা হইতে না হইতে আবার পত্র অশ্রুকলঙ্কিত হইল। আয়েষা সে লিপিও বিনষ্ট করিলেন। অন্য বারে অশ্রুচিহ্নশূন্য একখণ্ড লিপি সমাধা করিলেন। সমাধা করিয়া একবার পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে নয়নবাষ্পে দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। কোন মতে লিপি বদ্ধ করিয়া দূতহস্তে দিলেন। লিপি লইয়া দূত রাজপুত-শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। আয়েষা একাকিনী পালঙ্ক-শয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

জগৎসিংহ পত্র পাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"রাজকুমার!

আমি যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, সে আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া নহে। মনে করিও না আয়েষা অধীরা। ওসমান নিজ হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বালিত করিয়াছে, কি জানি আমি তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলে, যদি সে ক্লেশ পায়, এই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সাক্ষাৎ না হইলে তুমি যে ক্লেশ পাইবে, সে ভরসাও করি নাই। নিজের ক্লেশ—সে সকল সুখ দুঃখ জগদীশ্বরচরণে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাকে যদি সাক্ষাতে বিদায় দিতে হইত, তবে সে ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতাম। তোমার সহিত যে সাক্ষাৎ হইল না, এ ক্লেশও পাষাণীর ন্যায় সহ্য করিতেছি।

তবে এ পত্র লিখি কেন? এক ভিক্ষা আছে, সেই জন্যই এ পত্র লিখিলাম। যদি শুনিয়া থাক যে, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তবে তাহা বিস্মৃত হও। এ দেহ বর্ত্তমানে এ কথা প্রকাশ করিব না সঙ্কল্প ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে বিস্মৃত হও।

আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি!

তোমাকে অসুখী দেখিয়াছিলাম। যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে স্মরণ করিয়া সংবাদ দিও। ইচ্ছা না হয়, সংবাদ দিও না। যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তবে আয়েষাকে কি স্মরণ করিবে?

আমি যে তোমাকে পত্র লিখিলাম, কি যদি ভবিষ্যতে লিখি তাহাতে লোকে নিন্দা করিবে। আমি নির্দ্দোষী, সুতরাং তাহাতে ক্ষতি বিবেচনা করিও না—যখন ইচ্ছা হইবে, পত্র লিখিও।

তুমি চলিলে, আপাততঃ এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে। এই পাঠানেরা শান্ত নহে। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমার এ দেশে আসাই সম্ভব। কিন্তু আমার সহিত আর সন্দর্শন হইবে না। পুনঃ পুনঃ হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি। রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।

আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও, আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাঁহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

আর এক প্রার্থনা। যখন আয়েষার মৃত্যুসংবাদ তোমার নিকট যাইবে, তখন একবার এ দেশে আসিও, তোমার নিমিত্ত সিন্দুকমধ্যে যাহা রহিল, তাহা আমার অনুরোধে গ্রহণ করিও।

আর কি লিখিব? অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।"

জগৎসিংহ পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ তাম্বুমধ্যে পদহস্তে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ শীঘ্রহস্তে একখানা কাগজ লইয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দিলেন।

"আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা! আমি তোমার কোন প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। এ পত্রের যে উত্তর, তাহা এক্ষণে দিতে পারিলাম না। আমাকে ভুলিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।"

দূত এই প্রত্যুত্তর লইয়া আয়েষার নিকট প্রতিগমন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ : দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ

যে পর্য্যন্ত তিলোত্তমা আশমানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই। তিলোত্তমা, বিমলা, আশমানি, অভিরাম স্বামী, কাহারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। যখন মোগলপাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ হইল, তখন বীরেন্দ্রসিংহ আর তৎপরিজনের অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন যে, বীরেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গড় মান্দারণে পুনরবস্থাপিত করা যাইবে। সেই কারণেই ওসমান খাজা ইসা, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগকে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তিলোত্তমার আশমানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে আসা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মানসিংহ নিরাশ হইয়া একজন বিশ্বাসী অনুচরকে গড় মান্দারণে স্থাপন করিয়া এই আদেশ করিলেন যে, "তুমি এইখানে থাকিয়া মৃত জায়গীরদারের স্ত্রীকন্যার উদ্দেশ করিতে থাক; সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে দুর্গে স্থাপনা করিয়া আমার নিকট যাইবে, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব, এবং অন্য জায়গীর দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া মানসিংহ পাটনায় গমনোদ্যোগী হইলেন।

মৃত্যুকালে কতলু খাঁর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে কোন ভাবান্তর জন্মিয়াছিল কি না, তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। জগৎসিংহ অর্থব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব্ব সম্বন্ধের স্মৃতিজনিত, কি যে যে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই কারণসম্ভূত, কি পুনঃসঞ্চারিত প্রেমানুরোধে উৎপন্ন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। যত্ন যে কারণেই হইয়া থাকুক, বিফল হইল।

মানসিংহের সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল, পরদিন প্রভাতে "কুচ" করিবে। যাত্রার পূর্ব্ব দিবস অশ্ববল্গায় প্রাপ্ত লিপি পড়িবার সময় উপনীত হইল। রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া লিপি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা আছে :

"যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে। ইতি

অহং ব্রাহ্মণঃ।

রাজপুত্র লিপি পাঠে চমৎকৃত হইলেন। একবার মনে করিলেন, কোন শত্রুর চাতুরীও হইতে পারে, যাওয়া উচিত কি? রাজপুত্রহৃদয়ে ব্রহ্মশাপের ভয় ভিন্ন অন্য ভয় প্রবল নহে, সুতরাং যাওয়াই স্থির হইল। অতএব নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যযাত্রার মধ্যে না আসিতে পারেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবে না, সৈন্য অগ্রগামী হয়, হানি নাই, পশ্চাৎ বর্দ্ধমানে কি রাজমহলে তিনি মিলিত হইতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শালবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকথিত ভগ্নাট্টালিকা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ শালবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিলেন। ইতস্ততঃ দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। পরে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ এক পার্শ্বে সমাধিমন্দির, এক পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে, চিতাকাষ্ঠের উপর একজন ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিলেন, রাজপুত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইনি অভিরাম স্বামী।

রাজপুত্রের মনে একেবারে বিস্ময়, কৌতূহল, আহ্লাদ, এই তিনেরই আবির্ভাব হইল; প্রণাম করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দর্শন জন্য যে কত উদ্যোগ পাইয়াছি, কি বলিব। এখানে অবস্থিতি কেন?"

অভিরাম স্বামী চক্ষুঃ মুছিয়া কহিলেন, "আপাততঃ এইখানেই বাস!"

স্বামীর উত্তর শুনিতে না শুনিতেই রাজপুত্র প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য? রোদনই বা কেন?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "যে কারণে রোদন করিতেছি, সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছি; তিলোত্তমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু, তিল তিল করিয়া, যোদ্ধৃপতি সেইখানে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

তখন আদ্যোপান্ত সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; একে একে অন্তঃকরণ মধ্যে দারুণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত হইতে লাগিল। দেবালয়ে প্রথম সন্দর্শন, শৈলেশ্বর-সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা, কক্ষমধ্যে প্রথম পরিচয়ে উভয়ের প্রেমোত্থিত অশ্রুজল, সেই কাল-রাত্রির ঘটনা, তিলোত্তমার মূর্চ্ছাবস্থার মুখ, যবনাগারে তিলোত্তমার পীড়ন, কারাগার মধ্যে নিজ নির্দ্দয় ব্যবহার, পরে এক্ষণকার এই বনবাসে মৃত্যু, এই সকল একে একে রাজকুমারের হৃদয়ে আসিয়া ঝটিকা-প্রঘাতবৎ লাগিতে লাগিল। পূর্ব্ব হুতাশন শতগুণ প্রচণ্ড জ্বালার সহিত জ্বলিয়া উঠিল।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যে দিন বিমলা যবন-বধ করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ করিয়াছিল, সেই দিন অবধি আমি কন্যা দৌহিত্রী লইয়া যবন ভয়ে নানা স্থানে অজ্ঞাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই দিন অবধি তিলোত্তমার রোগের সঞ্চার। যে কারণে রোগের সঞ্চার, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ।"

জগৎসিংহের হৃদয়ে শেল বিঁধিল।

"সে অবধি তাহাকে নানা স্থানে রাখিয়া নানা মত চিকিৎসা করিয়াছি, নিজে যৌবনাবধি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়াছি; অন্যের অজ্ঞাত অনেক ঔষধ জানি। কিন্তু যে রোগ হৃদয়মধ্যে, চিকিৎসায় তাহার প্রতীকার নাই। এই স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া ইহারই মধ্যে এক নিভৃত অংশে আজ পাঁচ সাত দিন বসতি করিতেছি। দৈবযোগে তুমি এখানে আসিযাছ দেখিয়া তোমার অশ্ববল্গায় পত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বাবধি অভিলাষ ছিল যে, তিলোত্তমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তোমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করাইয়া অন্তিম কালে তাহার অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিব। সেই জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি। তখনও তিলোত্তমার আরোগ্যের ভরসা দূর হয় নাই; কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, দুই দিন মধ্যে কিছু উপশম না হইলে চরম কাল উপস্থিত হইবে। এই জন্য দুই দিন পরে পত্র পড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। এক্ষণে যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তিলোত্তমার জীবনের কোন আশা নাই। জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে।"

এই বলিয়া অভিরাম স্বামী পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও রোদন করিতেছিলেন।

স্বামী পুনশ্চ কহিলেন, "অকস্মাৎ তোমার তিলোত্তমা সন্নিধানে যাওয়া হইবেক না; কি জানি যদি এ অবস্থায় উল্লাসের আধিক্য সহ্য না হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, তোমাকে আসিতে সংবাদ দিয়াছি, তোমার আসার সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে আসার সংবাদ দিয়া আসি, পশ্চাৎ সাক্ষাৎ করিও।"

এই বলিয়া পরমহংস, যে দিকে ভগ্নাট্টালিকার অন্তঃপুর, সেই দিকে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, "আইস।"

রাজপুত্র পরমহংসের সঙ্গে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, একটি কক্ষ অভগ্ন আছে, তন্মধ্যে জীর্ণ ভগ্ন পালঙ্ক, তদুপরি ব্যাধিক্ষীণা, অথচ অনিন্দ্য-গৌরবর্ণ-রূপরাশি তিলোত্তমা শয়নে রহিয়াছে, এ সময়েও পূর্ব্বলাবণ্যের মৃদুলতর-প্রভাবপরিবেষ্টিত রহিয়াছে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রভাতারার ন্যায় মনোমোহিনী হইয়া রহিয়াছে। নিকটে একটি বিধবা বসিয়া অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতেছে; সে নিরাভরণা, মলিনা, দীনা বিমলা। রাজকুমার তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, কিসেই বা চিনিবে, যে স্থিরযৌবনা ছিল, সে এক্ষণে প্রাচীনা হইয়াছে।

যখন রাজপুত্র আসিয়া তিলোত্তমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তখন তিলোত্তমা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। অভিরাম স্বামী ডাকিয়া কহিলেন, "তিলোত্তমে! রাজকুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন।

তিলোত্তমা নয়ন উন্মীলিত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি চাহিলেন; সে দৃষ্টি কোমল কেবল স্নেহব্যঞ্জক; তিরস্কারণাভিলাষের চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত। তিলোত্তমা চাহিবামাত্র দৃষ্টি বিনত করিলেন; দেখিতে দেখিতে লোচনে দর দর ধারা বহিতে লাগিল। রাজকুমার আর থাকিতে পারিলেন না; লজ্জা দূরে গেল; তিলোত্তমার পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে নয়নাসারে তাঁহার দেহলতা সিক্ত করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ : সফলে নিষ্ফল স্বপ্ন

পিতৃহীনা অনাথিনী, রুগ্না শয্যায়;—জগৎসিংহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে। দিন যায়, রাত্রি যায়, আর বার দিন আসে; আর বার দিন যায়, রাত্রি আসে! রাজপুত-কুল-গৌরব তাহার ভগ্ন পালঙ্কের

পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন; সেই দীনা, শব্দহীনা বিধবাব অবিরল কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। আধিক্ষীণা দুঃখিনী তাঁহাব পানে চাহে কি না—তার শিশিরনিপীড়িত পদ্মমুখে পূর্ব্বকালেব সে হাসি আসে কি না, তাহাই দেখিবাব আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাব মুখপানে চাহিয়া আছেন।

কোথায় শিবির? কোথায় সেনা?—শিবির ভঙ্গ করিয়া সেনা পাটনায় চলিয়া গিয়াছে! কোথায় অনুচর সব? দারুকেশ্বর-তীরে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথায় প্রভু? প্রবলাতপ-বিশোষিত সুকুমার কুসুম-কলিকায় নয়নবারি সেচনে পুনরুৎফুল্ল করিতেছেন।

কুসুম-কলিকা ক্রমে পুনরুৎফুল্ল হইতে লাগিল। এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ! ব্যাধি-প্রতিকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?

যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলসঞ্চারে ধীরে ধীরে আবার হাসিয়া উঠে, যেমন নিদাঘশুষ্ক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার বিকশিত হয়; জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা তদ্রূপ দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সবলা হইয়া পালঙ্কোপরি বসিতে পারিলেন। বিমলার অবর্ত্তমানে দুজনে কাছে কাছে বসিয়া অনেক দিনের মনের কথা সকল বলিতে পারিলেন। কত কথা বলিলেন, মানসকৃত কত অপরাধ স্বীকার করিলেন, কত অন্যায় ভরসা মনোমধ্যে উদয় হইয়া মনোমধ্যেই নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বলিলেন, জাগরণে কি নিদ্রায় কত মনোমোহন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। রুগ্নশয্যায় শয়নে অচেতনে যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, একদিন তাহা বলিলেন--

যেন নববসন্তের শোভাপরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি তিনি জগৎসিংহের সহিত পুষ্পক্রীড়া করিতেছিলেন; স্তূপে স্তূপে বসন্তকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিলেন, আপনি এক মালা কণ্ঠে পরিলেন, আর এক মালা জগৎসিংহের কণ্ঠে দিলেন; জগৎসিংহের কটিস্থ অসিস্পর্শে মালা ছিঁড়িয়া গেল। "আর তোমার কণ্ঠে মালা দিব না, চরণে নিগড় দিয়া বাঁধিব" এই বলিয়া যেন কুসুমের নিগড় রচনা করিলেন। নিগড় পরাইতে গেলেন, জগৎসিংহ অমনই সরিয়া গেলেন। তিলোত্তমা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; জগৎসিংহ বেগে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন; পথে এক ক্ষীণা নির্ঝরিণী ছিল, জগৎসিংহ লম্ফ দিয়া পার হইলেন; তিলোত্তমা স্ত্রীলোক—লম্ফে পার হইতে পারিলেন না, যেখানে নির্ঝরিণী সংকীর্ণা হইয়াছে, সেইখানে পার হইবেন, এই আশায়, নির্ঝরিণীর ধারে ধারে ছুটিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। নির্ঝরিণী সংকীর্ণা হওয়া দূরে থাকুক, যত যান, তত আয়তনে বাড়ে; নির্ঝরিণী ক্রমে ক্ষুদ্র নদী হইল, ক্ষুদ্র নদী ক্রমে বড় নদী হইল; আর জগৎসিংহকে দেখা যায় না; তীর অতি উচ্চ, অতি বন্ধুর, আর পাদচালন হয় না, তাহাতে আবার তিলোত্তমার চরণ-তলস্থ উপকূলের মৃত্তিকা খণ্ডে খণ্ডে খসিয়া গম্ভীর নাদে জলে পড়িতে লাগিল, নীচে প্রচণ্ড ঘূর্ণিত জলাবর্ত্ত, দেখিতে সাহস হয় না। তিলোত্তমা পর্ব্বতে পুনরারোহণ করিয়া নদীগ্রাস হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পথ বন্ধুর, চরণ চলে না; তিলোত্তমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন; অকস্মাৎ কালমূর্ত্তি কতলু খাঁ পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল, কণ্ঠের পুষ্পমালা অমনই গুরুভার লৌহ-শৃঙ্খল হইল। কুসুমনিগড় হস্তচ্যুত হইয়া আত্মচরণে পড়িল; সে নিগড় অমনি লৌহনিগড় হইয়া বেড়িল; অকস্মাৎ অঙ্গ স্তম্ভিত হইল; তখন কতলু খাঁ তাঁহার গলদেশ ধরিয়া ঘূর্ণিত করিয়া নদী-তরঙ্গ-প্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল।

স্বপ্নের কথা সমাপন করিয়া তিলোত্তমা সজলচক্ষে কহিলেন, "যুবরাজ, আমার এ শুধু স্বপ্ন নহে, তোমার জন্য যে কুসুমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই আত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। যে কুসুমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিঁড়িয়াছে।"

যুবরাজ তখন হাস্য করিয়া কটিস্থিত অসি তিলোত্তমার পদতলে রাখিলেন; কহিলেন, "তিলোত্তমা, তোমার সম্মুখে এই অসিশূন্য হইলাম, আবার মালা দিয়া দেখ, অসি তোমার সম্মুখে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিতেছি।"

তিলোত্তমা নিরুত্তর দেখিয়া, রাজকুমার কহিলেন, "তিলোত্তমা, আমি কেবল রহস্য করিতেছি না।"

তিলোত্তমা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পুঁতি পড়িতেছিলেন; রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়, আমার এক নিবেদন, তিলোত্তমা এক্ষণে স্থানান্তর গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন, অতএব আর এ ভগ্ন গৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? কাল যদি মন্দ দিন না হয়, তবে গড় মান্দারণে লইয়া চলুন। আর যদি আপনার

অনভিমত না হয়, তবে অম্বরের বংশে দৌহিত্রী সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

অভিরাম স্বামী পুঁতি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন. পুঁতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।

যখন রাজপুত্র স্বামীর নিকট আইসেন, তখন ভাব বুঝিয়া বিমলা আর আশমানি শনৈঃ শনৈঃ রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন, বাহিরে থাকিয়া সকল শুনিয়াছিলেন। রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, বিমলার অকস্মাৎ পূর্ব্বভাবপ্রাপ্তি; অনবরত হাসিতেছেন, আর আশমানির চুল ছিঁড়িতেছেন ও কিল মারিতেছেন: আশমানি মারপিট তৃণজ্ঞান করিয়া বিমলার নিকট নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছে। রাজকুমার এক পাশ দিয়া সরিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ : সমাপ্তি

ফুল ফুটিল। অভিরাম স্বামী গড় মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহীত্রী করিলেন।

উৎসবাদির জন্য জগৎসিংহ নিজ সহচরবর্গকে জাহানাবাদ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেকে আহ্বানপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দকার্য্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

আয়েষার প্রার্থনামতে জগৎসিংহ তাঁহাকেও সংবাদ করিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোরবয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

আয়েষা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশতঃ সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আয়েষা তাপিতহৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষ চিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন. প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলন স্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্ব্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বিবাহকার্য্য নিশীথে সমাপ্ত হইল। আয়েষা তখন সহচরগণ সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন. হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন। বিমলা কিছুই জানেন না, হাসিয়া কহিলেন, "নবাবজাদী! আবার আপনার শুভকার্য্যে আমরা নিমন্ত্রিত হইব।"

বিমলার নিকট হইতে আসিয়া আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া কহিলেন. "ভগিনি! আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি. তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।"

তিলোত্তমা কহিলেন. "আবার কত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

আয়েষা কহিলেন. "সাক্ষাতের ভরসা কিরূপে করিব?" তিলোত্তমা বিষণ্ন হইলেন। উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে আয়েষা কহিলেন. "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না?"

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন. "আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।"

আয়েষা গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন. "এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখন যুবরাজের নিকট তুলিও না। এ কথা অঙ্গীকার কর।"

আয়েষা বুঝিয়াছিলেন যে, জগৎসিংহের জন্য আয়েষা যে এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এ কথা জগৎসিংহের হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধ রহিয়াছে। আয়েষার প্রসঙ্গমাত্রও তাঁহার অনুতাপকর হইতে পারে।

তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন. "অথচ বিস্মৃতও হইও না. স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্তনির্ম্মিত পাত্রমধ্যস্থ রত্নালঙ্কার আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামিকন্যা. তথাপি সে অলঙ্কাররাশির অদ্ভুত শিল্প-রচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্র দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। বস্তুতঃ আয়েষা পিতৃদত্ত নিজ অঙ্গভূষণরাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন। আয়েষা

কহিলেন, "ভগিনি,এ সকলের প্রশংসা করিও না।তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।"এই কথা বলিতে বলিতে আয়েষা কত ক্লেশে যে চক্ষুর জল সংবরণ করিলেন, তিলোত্তমা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

অলঙ্কারসন্নিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটি হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।"

তিলোত্তমাকে কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।"

"তোমার সার রত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?" অমনি আয়েষার নয়নবারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

আয়েষা যখন আপন আবাসগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল-পবন-পথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডল মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদুপবনহিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদুগম্ভীর নিনাদ করিতেছে। সম্মুখে দুর্গপ্রাকার-মূলে যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে, জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপটপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল!"

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসর্গ

মহাপুরুষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

এই সামান্য নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা

প্রধানতঃ "ডো" প্রণীত প্রসিদ্ধ ইতিহাস হইতে এই নাটকের ইতিহাসাংশ গৃহীত হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে কাফিখাঁর ইতিবৃত্ত ও বর্ণিয়ায়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেও অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

মৎপ্রণীত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের বিশেষ পার্থক্য আছে।

প্রথমতঃ, অন্যান্য নাটকের নায়ক-কর্ম্মী। এই নাটকের নায়ক সাজাহান দর্শক। সাজাহানের পীড়িতাবস্থায় তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে আগ্রার সিংহাসন লইয়া বিবাদই এই নাটকের আখ্যান বস্তু। সাজাহান সেই অন্তর্বিরোধের দর্শক মাত্র ছিলেন, নিজে কোন কার্য্য করেন নাই। বস্তুতঃ, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি আগ্রার প্রাসাদদুর্গে স্থাণুবৎ বসিয়াছিলেন। অথচ এই ব্যাপার তাঁহাকে যেরূপ আঘাত করিয়াছিল সেরূপ আর কাহাকেও করে নাই। তিনি এই ঘটনাচক্রের কেন্দ্র! সেই জন্য বর্ত্তমান নাটকের নায়ক—সাজাহান, ঔরংজীব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, ঔরংজীবের স্বগতোক্তিগুলির বিশেষত্ব আছে। সেগুলি প্রায়ই অর্দ্ধোচ্চারিত। অপরার্দ্ধ উহ্য, অভিনেতার ভঙ্গিমা ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ্য। ঘটনাপরম্পরাও স্থানে স্থানে কল্পনার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়া লইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, এই নাটকের ভাষা যতদূর সম্ভব চলিত ভাষা। সন্ধি নাই বলিলেও হয়। বাক্যগুলি যথাসম্ভব ছোট। ক্রিয়াগুলি একেবারে গ্রাম্য। অবশ্য স্থানে স্থানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। "সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত' এরূপ ব্যবহারও এ গ্রন্থে আছে। কিন্তু সে নামমাত্র - কদাচিৎ। অথচ আমার অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষাও এ গ্রন্থে রূপকের প্রাচুর্য্য আছে! আমি বুঝিযা দেখিয়াছি যে প্রায় এমন ভাবই নাই, চলিত ভাষা যাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। অনেক স্থলেই চলিত ভাষা চলিত ভাব বেশী জোরের সহিত প্রকাশ করে। তবে স্থানে স্থানে বাক্য শ্রুতি-মধুর ও ক্ষুদ্র করিবার জন্য ও ভাব গাঢ় করিবার জন্য সমাস ও সাধুভাষা বাঞ্ছনীয় হয়।

এখন এই নাটকগত চরিত্র সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু বক্তব্য আছে। এই নাটকের ঔরংজীবের সহিত দুর্গাদাসের ঔরংজীবের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। তাহার কারণ এই। এই নাটকের ঔরংজীব যুবা। তিনি ক্রূর, তেজস্বী, জাগ্রত, প্রতিভাবান্। একদিকে ধর্ম্মান্ধ, অপরদিকে উচ্চাশী। যেমন চক্রী, তেমন নির্ভীক। প্রেম, স্নেহ, অনুকম্পা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। দুর্গাদাসের ঔরংজীব স্থবির। তাহার সে শৌর্য্য গিয়াছে। প্রতি যুদ্ধেই তাঁহার পরাজয় হইতেছে। তাঁহার সেই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা গিয়াছে। কোথায় তাঁহার বুদ্ধির দোষ তাহাও তিনি বুঝিতে অক্ষম। তাঁহার যৌবনের ধর্ম্মান্ধতাও ঈষৎ বিচলিত হইয়াছে। তদুপরি বৃদ্ধ বয়সে যে এক সুন্দরী খৃষ্টানীকে বিবাহ করেন, তাঁহার দশায় স্ত্রৈণ ভার্য্যার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কথিত আছে যে তিনি তাঁহার রাজত্বের মধ্য ও শেষভাগের ইতিহাস লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ও কামবক্সকে লিখিত পত্রাবলীতে তাঁহার একটা গভীর হতাশা ও অনুতাপ লক্ষিত হয়। যাঁহারা "দুর্গাদাসে বর্ণিত ঔরংজীব ঐতিহাসিক ঔরংজীব নহে" বলিয়া চীৎকার করেন তাঁহারা না জানেন ইতিহাস না জানেন মানব চরিত্র।

এই নাটকে ঔরংজীবের চরিত্রটি সম্ভবতঃ নূরজাহান নাটকে নূরজাহান চরিত্র অপেক্ষাও জটিল। বিপরীত দোষগুণের সমবায়ে এরূপ বিচিত্র চরিত্র আমি পূর্ব্বে কখন চিত্রিত করিতে সাহস করি নাই।

পুরুষ-চরিত্র

সাজাহান (ভারতবর্ষের সম্রাট্)। দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ, (সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়)। সোলেমান, সিপার (দারার পুত্রদ্বয়)। মহম্মদ সুলতান (ঔরংজীবের পুত্র)। জয়সিংহ (জয়পুরপতি)। যশোবন্ত সিংহ (যোধপুরপতি)। দিলদার (ছদ্মবেশী জ্ঞানী—দানেশমন্দ)

স্ত্রী-চরিত্র

জাহানারা (সাজাহানের কন্যা)। নাদিরা (দারার স্ত্রী)। পিয়ারা (সুজার স্ত্রী)। জহরৎ উন্নিসা (দারার কন্যা)। মহামায়া (যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ, সাজাহানের কক্ষ।
কাল—অপরাহ্ণ।

সাজাহান শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান

সাজাহান। তাই ত এ বড় দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে। কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি। কিন্তু মোরাদ গুর্জ্জরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ওরংজীব—তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।—দেখি ভেবে দেখি—এ রকম কখনও ভাবিনি। অভ্যস্ত নই। তাই ঠিক ধারণা কর্ত্তে পাচ্ছি না। তাই ত! [ধূমপান]।

দারা। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

সাজাহান। আমিও পাচ্ছি না।

[ধূমপান]।

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা কর্ব্বার জন্য লিখ্‌ছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ!—তাই ত।

[পূর্ব্ববৎ ধূমপান।]

দারা। পিতা আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাব্‌ছি না দারা। তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাব্‌ছি। [ধূমপান, পরে সহসা] না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো। কাজ নাই। তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ।

জাহানারা। কখন না। এ হতে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তারা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কি যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও সইতে হবে।

সাজাহান। আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন কর্‌বো কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ্ ঐ স্ফটিক গঠিত [দীর্ঘনিঃশ্বাস] ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তার পর বলিস্ তাদের শাসন কর্ত্তে।

জাহানারা। পিতা! এই কি আপনার উপযুক্ত কথা! এই দৌর্ব্বল্য কি ভারতসম্রাট্ সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর! একটা ছেলেখেলা! একটা প্রকাণ্ড শাসনের ভার আপনার উপর। প্রজা বিদ্রোহী হ'লে সম্রাট্ কি তাকে পুত্র বলে ক্ষমা কর্ব্বেন? স্নেহ কি কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?

সাজাহান। তর্ক করিস্ না জাহানারা। আমার কোন যুক্তি নেই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ। আমি শুধু ভাব্‌ছি দারা, যে এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হ'লে আমায় তোমার ম্লান মুখখানি দেখ্‌তে হবে; আবার তা'রা পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান মুখ কল্পনা কর্ত্তে হবে। কাজ নেই দারা! তারা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এই রকম করে' তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ কর্ব্বে? পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট্

মোরাদ. আর তার সহকারী ঔরংজীব, বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ কর্ব্বে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হয়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখবে?—এ উত্তম!

দারা। সত্য পিতা, এ কি হ'তে পারে? আমায় আজ্ঞা দিউন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড় নি!—ওঃ!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য এ যুদ্ধ নয়। আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে।

জাহানারা। তুমি যাচ্ছ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে, দুষ্কৃতকে শাসন কর্ত্তে, এই দেশের কোটী নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে! যদি রাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয় দিন?

দারা। পিতা আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন কি বধ কর্ব্ব না—তাদের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তাদের, ইচ্ছা হয়, ক্ষমা কর্ব্বেন! তা'রা জানুক, সম্রাট্ সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্ব্বল নয়।

সাজাহান। [উঠিয়া] তবে তাই হোক। তা'রা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট্। যাও দারা! নাও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধান কর। [পাঞ্জা প্রদান]।

দারা। যে আজ্ঞা পিতা!

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তাদের একা নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত খড়্গের অর্দ্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে!

[প্রস্থান।

জাহানারা। তা'দের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অনুমান করেছো দারা?

দারা। তা'রা বলে যে পিতা রুগ্ন এ কথা মিথ্যা; যে পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তাঁর নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তা'তে অপরাধ কি হয়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র,—ভাবী সম্রাট্।

দারা। তা'রা আমাকে সম্রাট্ বলে' মানতে চায় না।

সিপারের সহিত নাদিরার প্রবেশ।

সিপার। তা'রা তোমার হুকুম মানতে চায় না বাবা?

জাহানারা। দেখত আস্পর্দ্ধা! [হাস্য]।

দারা। কি নাদিরা, তুমি অধোমুখে যে! তুমি যেন কিছু বলবে!

নাদিরা। শুনবে প্রভু?—আমার—একটা অনুরোধ রাখবে?

দারা। তোমার কোন্ অনুরোধ কবে না রেখেছি নাদিরা!

নাদিরা। তা জানি। তাই বলতে সাহস কচ্ছি। আমি বলি—তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কি নাদিরা!

নাদিরা। দিদি -

দারা। কি! বলতে বলতে চুপ কর্লে যে।—কেন তুমি এ অনুরোধ কচ্ছ নাদিরা!

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

দারা। কি দুঃস্বপ্ন?

নাদিরা। আমি এখন তা বলতে পার্ব্বো না। সে বড় ভয়ানক।—না নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কি নাদিরা!

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি—যদি জান্তে যে সে কি দুঃস্বপ্ন! সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কি! তুমি ভাবছো! —এত তরল তুমি! এত স্ত্রৈণ! পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে! আর ভাববার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে' যাই।

[প্রস্থান।]

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার।

[সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান।

জাহানারা। এত ভয়াকুল! কি কারণ বুঝি না।

সাজাহানের পুনঃপ্রবেশ।

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। [ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া] জাহানারা!--

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্ জাহানারা। এ বড় নির্ম্মম কাজ! কি কর্ব্ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্ নে। তোর কাজ—স্নেহ ভক্তি অনুকম্পা। এ আবর্জ্জনায় তুইও নামিস্ নে। তুই—অন্তত পবিত্র থাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদাতীরে মোরাদের শিবির।

কাল—রাত্রি।

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। কিন্তু আমার অন্তরে একটা বহ্নি জ্বলে' যাচ্ছে। আমি হাস্য পরিহাস কর্ত্তে যাই, সে সেই দাহস্পর্শে বাষ্পের ধূম হয়ে ওঠে! মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে' হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগ মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ। —এই যে বর্ব্বর এখানে আস্‌ছে।

মোরাদের প্রবেশ।

মোরাদ। দিলদার। আমাদের এ যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, স্ফূর্ত্তি কর। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে—আমি সেখানে বস্‌ছি!—কি ভাব্‌ছো দিলদার? ঘাড় নাড়্‌ছো যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি! শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি, যে হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তুর আছে, যে পিতা সন্তান খায়।—আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দুরকমই চাইত! খুব বুদ্ধি।

মোরাদ। খুব বুদ্ধি! হাঃ হাঃ হাঃ! বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম!

দিলদার। এই যে জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য?—চর্ব্বণ কর্ব্বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্ব্বার জন্য নয়। কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্ব্বণ ত করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বল্‌তে হবে।

মোরাদ। তা বল্‌তে হবে বৈকি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে' বোধ হয়; এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্‌বার জন্য। কিন্তু মানুষ তা'র দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে ফেল্লে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিঃশ্বাস ফেল্‌বার জন্য ত?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন'ও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরি করেছে! সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।—আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু যে ডাকে তা নয়, সে দিনে দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাক্‌বে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিষ জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত—ঠিক দেখানো যায় না।

কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়,তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরি করতে পেরেছে?

দিলদার। ও বাবা! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেল্লে যে, কান টান্‌লে মাথা আসে—অবশ্যি তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কি না!

মোরাদ। নেই নাকি! হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

অপর দিক দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ।

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। [আলিঙ্গন]

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে, না তোমার শৌর্য্যবলে? কি অদ্ভুত শৌর্য্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না?

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বল্‌তেন মনে আছে যে, যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে তা'রা জীবন ধারণ কর্ব্বার যোগ্য নয়। সে যা হোক, তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মন্ত্রবলে বশ কর্লে! তা'রা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে' ফিরে দাঁড়ালে! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তা'রা মোগলদের বুঝিয়ে গেল, যে কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে, দারার যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ; আর সেটা কোরানে নিষিদ্ধ। তা'রা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্য্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাব্‌তে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ।

ঔরংজীব। কি সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁর শকটে চড়ে' সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ কর্চ্ছেন।—আমরা আক্রমণ কর্ব্ব?

ঔরংজীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কি?

ঔরংজীব। রাজপুত দর্প! এই দর্প-ই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ কর্ত্তেন, ত আমার পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল; কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে' মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা কর্চ্ছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ কর্ব্ব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ। আমার সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ করে' যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয়, তা একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না—যাও—

[মহম্মদের প্রস্থান]

ঔরংজীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজী! [প্রস্থান।

ঔরংজীব। প্রথম বাজি জিতেছি।—আশ্চর্য্য এ জয়। অপূর্ব্ব! এখন ফিরে বাজি—দেখা যাক্।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কাশীতে সুজার সৈন্যশিবির।
কাল—রাত্রি।

সুজা ও পিয়ারা।

সুজা। শুনেছো পিয়ারা! দারার পুত্র বালক সোলেমান এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার পুত্র দিল্লী থেকে এসেছেন; সত্য নাকি! তা হ'লে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাড্ডু এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও; হাঁ করে' চেয়ে রয়েছো কি! লোক পাঠাও।

সুজা। লাড্ডু কি! যুদ্ধ—তার সঙ্গে—

পিয়ারা। তার সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে ত আরওভালো। তাতেও আমার অরুচি নাই। কিন্তু দিল্লীর লাড্ডু শুনতে পাই, যো খায়া উয়োবি পস্তায়া আর যো নেই খায়া উয়োবি পস্তায়া। দুরকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো। লোক পাঠাও।

সুজা। তুমি এক নিশ্বাসে এতখানি বলে' গেলে যে, আমি বাকীটুকু বলবার ফুর্সুৎ পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কি? তুমি তো কেবল যুদ্ধ কর্বে।

সুজা। আর যা কিছু বলতে হবে তা বলবে বুঝি তুমি?

পিয়ারা। তা নৈলে? আমরা কেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারি তোমরা তা পারো? তোমরা কিন্তু বল্‌তে গেলেই এমনি শব্দগুলো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে —

সুজা। যে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্দ্ধেক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ, কি ভুল করে' বসে' আছ। বোবা শব্দ অন্ধ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ কর, যে তার অন্তত কুঁজো হয়ে চলতে হবেই।

সুজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না'

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই? হা ঈশ্বর! এমন একটা বুদ্ধিমান স্ত্রীজাতিকে এমন নির্ব্বোধ পুরুষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তা হ'লে বোধ হয় তারা সুখে থাকতো।

সুজা। যাক্- তুমি বলে যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতির বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছন-কার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সুজা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহুঃ—অপাঙ্গ প্রথম প্রথম কিছু কাজ করে' থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে—ঐ জিভে।

সুজা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখ্‌তে পাচ্ছি। শোন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে বসে থাকো।

সুজা। তুমি আর খানিক যদি ঐ রকম বকে' যাও, ত আমার বক্তব্যটা আমি সত্যই ভুলে যাবো।

পিয়ারা। তবে চট্‌ করে বল। আর দেরী কোরো না।

সুজা। তবে শোন —

পিয়ারা। বল। কিন্তু সংক্ষেপে' মনে থাকে যেন এক নিশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পুত্র সোলেমান। আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ।

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ে দাও।

সুজা। না। তুমি ছেলে মানুষীই কর্ব্বে! এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ' তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্যই ত তাকে একটু - এ্যাঁ তরল করে নিচ্ছি। নৈলে হজম হবে কেন' বলে' যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন যে, সম্রাট্ সাজাহান মরেন নি। এমন কি তিনি সম্রাটের দস্তখত পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কি আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র বলে' ফেল আর আমার ধৈর্য্য থাক্‌ছে না।

সুজা। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তা হ'লে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত কর্ব্বেন না। নৈলে—

পিয়ারা। নৈলে চ্যুত কর্ব্বেন! এই ত!— যাক্ তার পরে আর কিছু ত বলবার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কি লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম "বেশ, আমি বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাচ্ছি। পিতার প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি; কিন্তু দারার প্রভুত্ব আমি কোন মতেই মান্‌বো না।"

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে' যাচ্ছ, আমি গাইব না।

সুজা। না, গাও! আমি চুপ কর্‌লাম!

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছে।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যা'র ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন।

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না পিয়ারা—যেন বারিবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে!

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চল্লাম।

সুজা। না, ও কিছু নয়। গাও।

পিয়ারার গীত।

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি।—
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি,
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই আরও বাসিতে চাই,—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ;
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালবাসা
জন্ম ঋণ করি' পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যা'তে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কি মধুর!—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নৈলে এত মধুর হয়!

[নেপথ্যে কামানের শব্দ]

সুজা। [চমকিয়া উঠিয়া] ও কি!

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু ত ওপারে!

সুজা। এ কি! ঐ আবার। আমি দেখে আসি। [প্রস্থান]

পিয়ারা। তাই ত! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার —রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেল-বিদ্ধ হয়ে একটা মহা কোলাহলে আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।—এ সব কি!

বেগে সুজার পুনঃ প্রবেশ।

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট্ সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি!

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ! —আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন ভয় নাই পিয়ারা— [প্রস্থান]

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়তে চল্‌ল। উঃ, এ কি—

[প্রস্থান]

[নেপথ্যে কোলাহল]

[সোলেমান ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ]

সোলেমান। সুবাদার কৈ!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন।

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ।

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রেই নদী পার হয়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। কথা যে, তারা কিছুই ত ভাবেনি তবু এত শীঘ্র জয়লাভ করব এখন মনে করি নি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তাদের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙ্গে নি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জান্তেন।

জয়সিংহ। কিন্তু আমি সম্রাটের পক্ষ হতে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমন কি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। সাহজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমান। পশ্চাদ্ধাবন কর—যাও সৈন্যদের আজ্ঞা দাও।

[দিলীর খাঁর প্রস্থান]

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা ত আমাকে এ কথা কিছু লেখেন নি। তা আপনিও আমায় বলেন নি?—মূর্খ!

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে—মিথ্যা কথা।—যান।

[জয়সিংহের প্রস্থান]

সোলেমান। সম্রাটের এক আজ্ঞা আর আমার পিতার অনুরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব?—যদি তাই হয়। মহারাজকে হয়ত অন্যায় ভর্ৎসনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয়!—এ দিকে পিতা লিখেছেন যে 'সুজাকে সপরিবারে বন্দী করে' নিয়ে আসবে পুত্র।' না আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান যোধপুরের দুর্গ। কাল প্রভাত।

মহামায়া ও চারণীগণ।

মহামায়া। গাও আবার চারণী!

চারণী গাহিল

যেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে
জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহবানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে :
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন
তিনি।
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ
শির ;
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সেথা গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা
শত্রুর নিমন্ত্রণে,
সেথা, বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয় ;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয় ;
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—সে
ভীম সমর মাঝে ;
সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে
জুড়াইতে সব জ্বালা ;
হেথা হয় ত ফিরিতে জিনিয়া সমর ;
হয় ত মরিয়া হইতে অমর ;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া
তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা-ইত্যাদি।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণী!

মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক!

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছেন?

প্রহরী। না মহারাণী! তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? কি বলছ তুমি সৈনিক! কে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? এ কি শুনছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে ; হ'তে পারে। তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে' আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজ

যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না! দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।—গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীদিগের গীত।

যেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে—
জুড়াইতে সব জ্বালা—ইত্যাদি।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি।
ঔরংজীব একাকী।

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।—ঝড় উঠবে।—একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ।

ঔরংজীব। কি মোরাদ! কি সংবাদ!

মোরাদ। দারার সঙ্গে এক লক্ষ ঘোড়-সোয়ার আর এক হাজার কামান।

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক!

মোরাদ। ঠিক; প্রত্যেক চরের ঐ একই-রূপ অনুমান।

ঔরংজীব। [পাদচারণ করিতে করিতে] এযে—না—তাই ত!

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা।

ঔরংজীব। তাই ত! এক লক্ষ অশ্বারোহী আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরংজীব। চুপ! কথা কোয়ো না। আমাকে ভাবতে দাও!—এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে!—আর এক হাজার!—আচ্ছা তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাবতে দাও। [মোরাদের প্রস্থান]

ঔরংজীব। তাই ত! এখন পিছোলে সর্ব্বনাশ, আক্রমণ করলে ধ্বংস।—এক হাজার কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'।—হুঁ [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন!—পতন? অসম্ভব—উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে—! কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মোরাদের প্রবেশ।

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন?

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন?—উত্তম! সসম্মানে নিয়ে এসো। না আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

মোরাদ। তাই ত! শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কি জন্য!—দাদা ভিতরে ভিতরে কি মতলব আঁটছেন বুঝছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে! দেখা যাক্। [পরিক্রমণ]

ঔরংজীবের প্রবেশ।

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ। এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সসৈন্যে রওনা হতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি—এই রাত্রে?—

ঔরংজীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমনি থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ কর্ব্ব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চ'লে যাবে! দারা সন্দেহ কর্ব্বেন না। তার আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে?

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি কোরো না। নৈলে সর্ব্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

[উভয়ের নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির।
কাল—প্রাহ্ন।
জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ।

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী, আর ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা।

জয়সিংহ। ও পালাতেই হবে। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন! দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু তার পরেই শুনেছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতাশটা অশ্ব বোঝাই করে' স্বর্ণ-মুদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাকাতি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী!—কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরংজীব সম্রাট্।

জয়সিংহ। এ সব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে' যাই তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দিবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ।

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এ যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে।

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি যা করি—তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ এসব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না। কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চুপ্!—সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ।

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি সাহজাদা।

সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত, পলায়িত।—এই সম্রাট সাজাহানের পত্র। [পত্র দিলেন]।

জয়সিংহ। [পত্রপাঠপূর্ব্বক] তাইত কুমার!

সোলেমান। সম্রাট আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্ত্তে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাবো। তাঁবু ভাঙ্গুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার, আরও ঠিক খবরের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর কি হ'তে পারে! স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট অথর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পাও নড়্তে পারি না! কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমান। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে'?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হবে—(অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়)।

সোলেমান। কি! ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন,—আমাদের তাই কর্ত্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমেই দাঁড়ায় বটে।

সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দুজনে তা হ'লে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ। আমাদের দোষ কি—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কি করে' কোনো কাজ করি। লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি।

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি!

সোলেমান। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমানের প্রস্থান]

দিলীর। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে' রেখেছি!

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কর্ম্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই। কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

জয়সিংহ। চুপ!—এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেলেছি না। একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। কি জানি—

সোলেমানের পুনঃ প্রবেশ।

সোলেমান। সৈন্যরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় একপাও নড়তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কচ্ছি।—দিলীর খাঁ।—দারার পুত্র আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য্য। আমাব এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি-মহারাজ!—দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রীত হয়ে থাকবো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীব খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি—[জানু পাতিলেন]।

দিলীর। উঠুন সাহজাদা! মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি দারাব নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে- আপনার সঙ্গে লাহোরে যাচ্ছি। আর শপথ কচ্ছি যে, যদি সাহজাদা আমায় ত্যাগ না করেন আমি সাহজাদাকে ত্যাগ কর্ব্ব না। আম যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহজাদা! আমি এই মুহূর্ত্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান]

জয়সিংহ। তাইত! এক ফোঁটা চোখের জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব। তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কি কর্ব্ব; আমার অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ। কাল—প্রাহ্ন।

সাজাহান, জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কচ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র; আমার লজ্জা—আমার গৌরব!

জাহানারা। গৌরব, পিতা! এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সেদিন যখন আমি তা'র শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বল্লে যে, সে মহাপাপ করেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দু' এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে; বল্লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পার্লে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তা'র সে কথায় বিশ্বাস করে' তা'কে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। সে তাদের অমনি বন্দী করেছে। আমি দারাকে পত্র লিখেছিলাম। পথে সে পত্র সে হস্তগত করেছে।—এত কপট! এত ধূর্ত্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে কর্ত্তে পারে না। না না না। আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তা'কে বন্দী কর্ব্ব। ঐ সুদূর কক্ষে একশত সশস্ত্র সৈনিক গুপ্তভাবে রেখেছি। তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা, সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব। তা'তেও যদি সে বশ না হয়-তা হ'লে তা'র কাছে, পিতা আমি—তা'র সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো! বলবো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালবাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা!

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

মহম্মদের প্রবেশ।

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ!

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আস্‌বার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুনলাম।

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে' আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়্‌তে গেলেন। আমি ত যতদূর জানি, তাঁর এখানে আস্‌বার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ!

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার কর্ত্তে।

সাজাহান। সে কি—না তুমি পরিহাস কচ্ছ' মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দ্দা, এ সত্য কথা!

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দী কর্ব্ব।

বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ।

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী। সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও!

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হোল।

বাঁশী বাজাইলেন। দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ।

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে দিলে!

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি!—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা।

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো, যে আমি তোমার হস্তে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুর্দ্দা। তবে আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি' নে। এ কি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুল্লে?—এ কি!—একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল! একদিন যার রোষ কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্দ্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার পুত্রের হাতে—সে বন্দী!—জাহানারা! কৈ! এই যে! এ কি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়্‌ছে, কথা বার হচ্চে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্য-দৃষ্টি নির্গত হচ্চে; গণ্ডদুটি ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা!

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জান্তে পার্লে কেমন করে'! আমি শুধু তাই ভাব্‌ছি।

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এই রকম ব'সে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব! ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তাকে পদাঘাত করে' যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছো! নিয়ে এসো আমার বর্ম্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই?

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বা'র করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায় এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীর কাজ কর্ব্বে।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব!—না, আজ সে কোথায়! আর আমি কোথায়! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্ত্তেম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়্‌তো! একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই না!—মহম্মদ! আমায় একবার মুক্ত করে' দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা নই? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন

অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে!—মহম্মদ! এসো! দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা। আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো। শপথ কচ্চি।—দেবে না—দেবে না!

মহম্মদ। ক্ষমা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা—আমি তা পার্ব্বো না। [গমনোদ্যত]

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ! [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, দৌড়িয়া গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরান লইয়া] দেখ মহম্মদ! এই আমার মুকুট, এই আমার কোরান! এই কোরান স্পর্শ করে' আমি শপথ কচ্চি যে—বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো! কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ বৃদ্ধ, শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে : কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান—এ ভারতবর্ষে এতদিন ধরে এমন শাসন করে এসেছে যে, যদি সে একবার তা'র সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'লে শুদ্ধ তা'দের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাবে।—মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে' দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে! আমি শপথ কচ্চি মহম্মদ! শপথ কচ্চি!—আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখাবো।—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা! মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাজাহান। দেখ' এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরান স্পর্শ করে' শপথ কচ্চি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কচ্চি—দেখ একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্ত্তে!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে' দেখ। ভালো করে' বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুনবো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

[প্রস্থান।

সাজাহান। চলে' গেল। চলে গেল'! জাহানারা! কথা কচ্চিস্ না যে!

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তা'র পিতার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তা'কে ছলে বন্দী করেছো!

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা!—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না ; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না ; তা'দের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর।—তা'রা সব শিশু শয়তান। তা'দের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তা'দের সকালে বিকালে জোরে কশাঘাত কোরো। তা'দের সারা-জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ হয় তা'রা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তা'দের এই শাস্তি দিতে যদি—তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো ; আর্ত্তনাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুঁটি ধোরো। ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে ব'সে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না ; পদাহত পঙ্গুর মত ব'সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে' ডাকলে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে' উঠুন, হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন ; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মত কঠিন হোন ; হিংসার মত অন্ধ হোন ; শয়তানের মত ক্রূর হোন। তবে তা'র সঙ্গে পার্ব্বেন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হোক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি

ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তা'কে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় ত; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চলে' যাই—তার পর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। ধুধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় ঊর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মথুরায় ঔরংজীবের শিবির।
কাল রাত্রি। দিলদার একাকী।

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ। সুরার স্রোতে ভাস্ছো। নর্ত্তকীর হাব-ভাব তার উপরে—তুফান তুলে' দিয়েছে। তুমি ডুব্বে! আর দেরী নাই। মোরাদ! তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়।—এত সরল! সাহজাদীর প্ররোচনায় ঔরংজীবকে ছলে বন্দী কর্ত্তে গিয়েছিলে।—জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বাদ!—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ! এই যে জাঁহাপনা!

মোরাদের প্রবেশ।

মোরাদ। দাদা এখনও নেওয়াজ পড়ছেন নাকি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন! ইহকালটা তাঁর ভোগে এলো না।—কি ভাবছো দিলদার!

দিলদার। ভাবছিলাম জাঁহাপনা যে মাছগুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাক্‌তো তা হ'লে সেগুলো বোধ হয় উড়্‌তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাক্‌তো তা হ'লে সে ত পাখীই হ'ত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবি নি। তাই গোলে পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।—আচ্ছা জাঁহাপনা, হাঁসের মত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাঁটে, আবার আকাশে ওড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কিরে মূর্খ!

দিলদার। দয়াময় পাদুটো নীচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য, সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ।—যায় না নাকি!

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাব্‌তে সুরু করে, তা হ'লে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়। আচ্ছা, ঈশ্বর পশুগুলোর মাথা সম্মুখ দিকে আর লেজ পেছন দিকে দিয়েছেন কেন, জাঁহাপনা?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তা'দের মুখ যদি পিছন দিকে হ'ত তা হ'লে ত সেইটেই সম্মুখ দিক হ'ত!

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা।—কুকুর লেজ নাড়ে কেন এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কি কারণ?

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হ'ত, তা হ'লে লেজই কুকুরকে নাড়তো।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা!

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। এই যে এসেছো ভাই! তোমার বিদূষককে সঙ্গে করে' এনেছো দেখ্‌ছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বয়স্যও চাই, নর্ত্তকীও চাই!

ঔরংজীব। তা চাই বৈকি।—কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্য সুন্দরী নর্ত্তকী এসে উপস্থিত হোল। আমার ত তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি ত . . য় চলেছি। তবে ভাবলাম তা'রা তোমার মনোরঞ্জন কর্ত্তে পার্ব্বে। আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্যে গোয়াব ফিরিঙ্গীদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কি রকম! [প্রদান]

মোরাদ। দেখি! [ঢালিয়া পান করিয়া] বাঃ! তোফা!—বাঃ—দিলদার কি ভাব্‌ছো! একটু খাবে?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ দিকে হাঁটে কেন?

মোরাদ। কেন? পিছন দিকে হাঁটে না বলে'?

দিলদার। না। কারণ তা'দের চোখ দু'টো সম্মুখ দিকে; কিন্তু যারা অন্ধ তা'দের সম্মুখ দিকে হাঁটাও যা পিছন দিকে হাঁটাও তা—একই কথা।

মোরাদ। তোফা! এই ফিরিঙ্গীরা মদটা খাসা তৈরি করে! [পান] তুমি একটু খাবে না?

ঔরংজীব। না, জানোই ত আমি খাই না। কোরানের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরানের সব নিষেধ মান্‌তে গেলে সংসার চলে না। [পান]

দিলদার। হাতীর যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাক্‌ত, ত সে কি বুদ্ধিমান জানোয়ারই হ'ত। তা হ'লে হাতীর উপর মাহুত না বসে', মাহুতের উপর হাতী বস্‌তো! অতখানি শক্তি—যা অত বড় দেহ-খানাকে—মায় শুঁড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে —ওঃ।

ঔরংজীব। তোমার বিদূষকটি বেশ রসিক!

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কৈ নর্ত্তকীরা কৈ?

ঔরংজীব। ঐ যে—ঐ শিবিরে। তুমি নিজে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে এসো না।

মোরাদ। এক্ষণই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্ভোগে কিছুতেই পিছপাও নয়।

[প্রস্থান]

দিলদার। "অন্ধ জাগো"—বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যত।

ঔরংজীব তাহাকে বাধা দিলেন।

ঔরংজীব। দাঁড়াও। কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা! আমি সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরংজীব। তুমি কে, ঠিক করে' বল! তুমি তো শুধু বিদূষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামি, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের চেয়েও লম্পট!

ঔরংজীব। শোন, আমি পরিহাসপ্রিয় নই! তুমি কি কাজ কর্ত্তে পারো?

দিলদার। কিছু কর্ত্তে পারি না। হাই তুল্‌তে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পণ্ড কর্ত্তে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি,—আর কিছু পারি না, জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। থাক্‌—বুঝেছি। তোমাকে আমার দরকার হবে।—কোন ভয় নেই।

দিলদার। ভরসাও নেই।

নর্ত্তকীদের সহিত মোরাদের পুনঃ প্রবেশ।

মোরাদ। বাহবা—এ তোফা!—চমৎকার।

ঔরংজীব। তবে তুমি এখন স্ফূর্ত্তি কর। আমি যাই। তোমার বিদূষককে নিয়ে যাই। ওর কথাবার্ত্তায় আমার ভারী আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন! হচ্ছে কি না! বলেছি ত ও একটি রত্ন। তা বেশ ওকে নিয়ে যাও! আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ পেয়েছি।

[দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান।

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্য-গীত

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ
ভেসে আসে উচ্ছলজলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান,
আজি এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল;
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' আসিয়াছি তোমার নিধান:
আজি সব ভাষা সব যাক্—নীরব হইয়া যাক্;
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ।

মোরাদ শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন!

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ।

ঔরংজীব। বাঁধো।

মোরাদ। কে দাদা! একি! বিশ্বাস-ঘাতকতা? [উঠিলেন।]

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়,—তবে বধ কর্ত্তে দ্বিধা ক'রো না।

প্রহরীগণ মোরাদকে বন্দী করিল।

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র সুলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখ্‌বে। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখ্‌বো।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

[সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জানো।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—প্রভাত।

সাজাহান একাকী।

সাজাহান। সূর্য্য উঠেছে। যেমন সৃষ্টির আদিম যুগে উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল, রক্ত-বর্ণ! আকাশ তেমনি নীল। ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা, যমুনার পরপারে বৃক্ষ-রাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল;—যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি—[গাঢ়স্বরে] আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী, নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জ্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জ্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হ'যে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট্‌ সাজাহানের আজ-এ কি অবস্থা! [একটি স্তম্ভের উপর বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন।]—ও কি শব্দ! ঐ! আবার! আবার!—এই যে জাহানারা।

জাহানারার প্রবেশ।

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুন্‌ছিস? [সৌৎসুক্যে] দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় ফিরে এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও।—কি জাহানারা! চোখ ঢাকছিস যে! বুঝেছি মা—এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়—এ নূতন এক দুঃসংবাদ! তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। জানি, দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে, সে তার পালা শেষ না করে' যাবে না। বল কি দুঃসম্বাদ কন্যা! ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব আজ সম্রাট্‌ হ'য়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। [যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে] কি! ঔরংজীব—কি করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা কি বল্‌ছো! আমি জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরংজীব—না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শুন্‌তে ভুলেছো। এ কি হ'তে পারে? ঔরংজীব—ঔরংজীব এ কাজ কর্ত্তে পারে না। তা'র পিতা এখনও জীবিত। একটা ত বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে।

জাহানারা। [কম্পিত স্বরে] যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দী করে'—জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কি না কর্ত্তে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও না।—হবে।—আশ্চর্য্য। কি' আশ্চর্য্য কি'—এ কি! মাটি থেকে একটা কাল ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি—ঐ ঐ—না আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ ত সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—হাস্‌ছে! কিছু হয় নি ত।—আশ্চর্য্য। [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। [গদগদস্বরে] তুই বাইরে কি দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল্‌ছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর কচ্ছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা কচ্ছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে? দেখে এলি—যে বাড়ীগুলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চল্‌ছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না?—দেখে এলি। দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমই চল্‌ছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচেছ না।

সাজাহান। না?—সত্য কথা?—তারা বল্‌ছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বল্‌ছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজাহানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখে?—চেঁচাচেছ না যে—'আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব, ঔরংজীবকে কারারুদ্ধ কর্ব্ব, আগ্রার দুর্গপ্রাকার ভেঙ্গে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাবো?'—বল্‌ছে না? বল্‌ছে না?

জাহানারা। না বাবা! সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত! তা'রা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই সূর্য্য না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত তারই রক্তবর্ণ আলোকে তা'রা পূর্ব্ববৎ নিজের কাজ করে' যাবে—

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পার্ত্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহানারা! একবার আমাকে চুরি করে দুর্গের বাহিরে নিয়ে যেতে পারিস্‌?

জাহানারা। না বাবা! বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট্‌ বলে' মান্‌তো। আমি তা'দের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করি নি। হয় ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা!—মানুষ খোসামুদে—কুক্কুরের মত খোসামুদে—যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তা'দের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রকেশির মুক্ত করে', যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তা'দের সম্মুখে দাঁড়াই? তা'দের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়া মায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যা'রাই "জয় সম্রাট সাজাহানের জয়" বলে চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তা'রাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে, ত ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দিবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়,ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে।

সাজাহান। এতদূর? এতদূর?—[গম্ভীরস্বরে] যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি, তার সর্ব্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না। এইক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ!—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ।
কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।
বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎউন্নিসা।

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা—উঃ কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখ্‌ছো—যা আমরা পার হ'য়ে এলাম? দেখ্‌ছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখ্‌ছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি!—জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধূধূ কর্চ্ছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচবো না!

দারা। [রুদ্রভাবে] হুঁ!

সিপার। উঃ! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও দেখ! বাছা মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে

নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাব্‌ছো।

নাদিরা। আমার জন্য বল্‌ছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমারও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুট্‌ছে। তার উপর বেচারীর শুষ্ক তালু দেখ্‌ছি—কথা সরছে না—দেখ্‌ছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব্ব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উঃ! কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছো দয়াময়! আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মর—তাই মর—তোমরা মর—আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হ'য়ে যাক্‌—তাই যাক্‌!

সিপার। মা—ওঃ আর কথা সরে না। কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ কি যন্ত্রণা!

দারা। না, আর দেখ্‌তে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! আর তাঁর এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁর প্রকাণ্ড জোচ্চোরি বের করে' দেখাবো। আমি মর্ব্ব; কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব্ব! তোদের মেরে মর্ব্ব!

[ছুরিকা বাহির করিলেন]

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। এ কি দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছে না।—এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্ব্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে'। এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছিটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে। এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উঃ—[পড়িয়া গেল]

নাদিরা। বাছা আমার! [তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে লইলেন]

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না—এ আলোক-ভ্রান্তি! এ শয়তানী! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখাবার জন্য এ এক জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে' মর্ব্ব! [জহরতের দিকে চাহিয়া] ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মার্ব্ব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ব্ব।—এসো একে একে।

[নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন]

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। [সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত] তবে—

নাদিরা। মর্ব্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কৈ কৈ! কে বল্লে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো! কর প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মর্ব্বার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! ... দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মর্ব্বার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পার্ত্তাম।

দারা। [দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন] ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্ব জগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিষ দু'টি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীন ভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখন ডাকি নি! দয়াময়। রক্ষা কর।

গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ।

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর [চক্ষু খুলিয়া] কে তোমরা! একটু জল দাও, একটু জল দাও'—আমায় না দাও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক রমণী। আহা বেচারীরা! আমি জল আনছি এখনি' একটু সবুর কর বাবা!

[প্রস্থান।

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁকছে!

দারা। জহরৎ' জহরৎ মরে গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। [ক্ষীণস্বরে] বাবা'

[রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান]

রমণী। এসো বাবা আমাদের বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা'

দারা। কে তোমরা' তোমরা কি স্বর্গের দেবতা!—ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল'—এ আমার স্ত্রী—

দারা। তাদের এত দয়া। মানুষের এত দয়া' এও কি সম্ভব'

গোরক্ষক। কেন বাবা' তোমরা কি কখন মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তারা কি সব শয়তান?

রমণী। এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায় নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায় নি তাকে জল দেওয়া—এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি না, এসো।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গ-প্রাসাদমঞ্চ।

কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

পিয়ারা বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতেছিলেন

গীত।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ।।

সুজার প্রবেশ।

সুজা। তুমি এখানে' এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

পিয়ারার গীত চলিল।

নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

পিয়ারার গীত চলিল।

লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

পিয়ারার গীত চলিল।

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুনবে না? আমি চল্লাম'

পিয়ারার গীত চলিল

জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আঃ জ্বালাতন কর্লে! কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি একটা কথা শোনবার জন্য এত সাধতাম!—

পিয়ারা। আঃ আমার এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজবরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' আঃ জ্বালাতন কর্লে! দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে হবে! তার উপর না জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝিনে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্ত্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত!

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত বুঝবে না! তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী হবে। কারণ তুমি স্ত্রীলিঙ্গ।

পিয়ারা। [থতমত খাইয়া] আমি স্ত্রী-লিঙ্গ নাকি? তবেই ত মাটি করেছে।

সুজা। এখন কথাটা হচ্ছে এই যে সোলেমান মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাইত!

সুজা। তা'র বাপ দারা তা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এ দিকে—

পিয়ারা। তা ও রকম হয়! অশুদ্ধ হয়নি।

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুনবে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে আমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বল্‌ছি, নৈলে আমি এই নিয়ে রসাতল কর্ব্ব। সারা-রাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমাও।—আপোষে মেটাও।

সুজা। তা হলে আমার বক্তব্যটা শুনবে?

পিয়ারা। শুনবো।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি। —বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নেই। [চেহারা ও পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া] এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। বাস্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনবো। বল। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখত দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখত দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার কচ্ছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু কচ্ছি না। —ব'লে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে শুনেছ?

পিয়ারা। শুনেছি—

সুজা। কার কাছে শুনলে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন?

পিয়ারা। এখনই।

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছেন। আর—ঔরংজীব বিজয় গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে।

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরংজীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে নাম্‌বে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব!

সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয় তা সে বেশ একটু শক্ত রকম যুদ্ধ হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত!

সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈকি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—

সুজা। তুমি যে কি বল্‌ছো তা আমি বুঝতে পাচ্ছি নে।

পিয়ারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি সেটা আমিও বড় একটা পাচ্ছি নে।

সুজা। দূর্—তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বুঝবে?

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো?

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুস্কিল হয়েছে।

পিয়ারা। সে মুস্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ ত আমায় স্পষ্ট লিখেছে যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে!

সুজা। কেন কর্ব্বে না? আমার কন্যা সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে!

পিয়ারা। ওমা তা কি চলে!

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্ত্তে চা না।

পিয়ারা। তাত চাইবে নাই--

সুজা। লিখেছে যে তা'র পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ কর্ব্বে না!

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

পিয়ারা। আমিও পাচ্ছি নে!

সুজা। এখন কি করা যায়!

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছো!--কেমন করে' বুঝ্লে। হ্যাঁগা কেমন করে' বুঝলে! কি বুদ্ধি!

সুজা। এখন কি করি! ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ। তা'র সঙ্গে তা'র বীর পুত্র মহম্মদ। মহা সমস্যার কথা। তাই ভাব্ছি। তুমি কি উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম!—আমার উপদেশ শুনবে? শোন ত বলি?

সুজা। বল, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্য-শ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার যে হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি--তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ-দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয় ত যা আমাদের নাই তা পাবো না; যা আছে তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত তুমি ভাবিয়ে দিলে! --একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, তার উপর—না দারার প্রভুত্ব বরং মান্তে পার্ত্তাম। ঔরংজীবের—আমার ছোট ভাই-এর প্রভুত্ব—কখন স্বীকার কর্ব্ব না—না কখন না। [প্রস্থান।

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা! বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না কর্ত্তে, যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ। কাল- প্রাহ্ন। সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষী। সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে আমার সৈন্য সাহায্য দিতে। কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজই যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনি নর্ম্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে' আমার অপ্রিয়ভাজন নহেন। মহারাজের রাজভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় বলে' গণ্য কর্ব্ব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক্ কি প্রিয়ভাজন হোক্, তাতে তা'র কিছুমাত্র যায় আসে না! আর আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী হ'য়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যে কি অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট্ সাজাহান আজ বন্দী; আর কি স্বত্বে আপনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন!

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে!

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা! আমি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কি উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর কচ্ছে।

ঔরংজীব। কিরূপ! কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তা হ'লে বুঝ্‌বো যে জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন; তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্য্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম। তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন। [গমনোদ্যত]

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ!—আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি কর্ব্বেন!

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব—সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত কর্ত্তে—এই মাত্র। পারি না পারি—সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ!—সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব্ব—যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ!—এতক্ষণ ধরে' পরীক্ষা কচ্ছিলাম যে আপনার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ! ভারত-সম্রাট্ ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতায় ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান', পাবেন।—বুঝেছি নর্ম্মদাযুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্ম্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীন-বল সৈন্য আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শুদ্ধ মিলিত নিশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্যে উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ।—সেই জয়ের গৌরব কচ্ছেন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে! সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট্! চোখ রাঙাচ্ছেন কা'কে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন কর্বে' রাখ্‌তে পারেন। যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া—জানবেন' যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্দ্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বনশৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরি নি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন

"সাবধান কাফের!"

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম্। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত। কে ভারতের সম্রাট্।

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট্—বাদশাহ গাজী ঔরংজীব

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ।

জাহানারা। মিথ্যা কথা, ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট শাহানশাহ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। [মুখ উন্মুক্ত করিলেন]—কি ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল যে!

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—একথা ঔরংজীব আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পাচ্ছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহা রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্ত্তে!

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফাকীর কচ্চি--

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড। খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক!—তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে চলে' যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না!

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ-রাজসভা, উন্মাদাগার নয়।—মহম্মদ!

জাহানারা। দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট্ সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন পিতা। সে স্পর্দ্ধা আমার নাই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্ব্বো না।

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি? নিজের ভগ্নীর—সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্ব্বার আজ্ঞা দিচ্ছি। ভগিনি, অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ যে অন্যায়, নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, তা এর পূর্ব্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য, আজ ধর্ম্মের নামে চলে' যাচ্ছে। আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে। ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেছে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায় বিবেক মনুষ্যত্ব-মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থ-সিদ্ধিই কি মানুষের ধর্ম্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষ-গণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্দ্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরং-জীবকে বসিয়েছো আমি জানতে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত, সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও। আমার আজ্ঞা দাঁড়াও। আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে আসি নি! আমি নারীর লজ্জা সঙ্কোচ সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি--আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন।

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না! ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে, যে তার বিজয়-দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্ম্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্ব্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে' যাবে?—বলো!—তোমরা ঔরংজীবের ভয় কচ্ছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে কর্লে তাকে ওখানে রাখতে পারো: ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ কর্ত্তে

পারো। তোমরা যদি সম্রাট্ সাজাহানকে এখনও ভালবাসো, সিংহ স্থবির বলে' তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও ত বলো সমস্বরে "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্লাম! সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎই সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট্ হোন্, বলুন, আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বস্‌তে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা—আর এক দিকে সুজা আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে কেউ সিংহাসনে বস্‌তে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি। আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে' নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক্, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

সকলে নিস্তব্ধ রহিল।

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখ্‌লাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে, দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে' যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না। বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!—চল মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও'—বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়?

সকলে। জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর সাজাহানের কন্যার অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না।

ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

জাহানারা। ঔ[illegible]ব!

ঔরংজীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার!—আমি প্রশংসা না করে' থাকতে পাচ্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে' ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখ্‌ছিলাম। যখন চমক ভাঙ্‌লো তখন সব হারিয়ে বসে' আছি।—চমৎকার!

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি, যে আমি যতদিন সম্রাট আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না।

জাঁহাপনা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি।

ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া বেড়াইতেছিলেন।

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা - না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উঁহু! আচ্ছা এই গজের কিস্তি- চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ। তার পর এই কিস্তি। কোথায় যাবে! মাৎ। [সোৎসাহে] মাৎ [পরিক্রমণ]

মীরজুমলার প্রবেশ।

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজীর সাহেব!

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি। তার পরে, আমি হাতী নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়বো। তার পরে মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে! তার পশ্চাৎ থাক্‌বে তোমার কামান! আমি আর—মহম্মদ তার দুই পাশে থাক্‌বো। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তা'রা যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে পিছনে তোমার কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্‌। আমরা জয়লাভ কর্ব্ব।—তবে কাল প্রত্যুষে প্রস্তুত থাক্‌বেন,—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ!—এটা শুদ্ধ পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ কর্ব্বে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাকবে। এই দেখ নক্সা। [মহম্মদ দেখিলেন]

ঔরংজীব। বুঝ্‌লে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যুষে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত! বেশী কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। একবার ছত্রভঙ্গ কর্ত্তে পার্লে হয়।—এই যে মহারাজ!

দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন।

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরংজীব। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্ততঃ কচ্ছের্ন।

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভাগে থাকবেন কথা ছিল।

ঔরংজীব। আমি মত বদলেছি। তিনি থাকবেন আপনার দক্ষিণ পাশে!

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বাম পাশে থাক্‌বো।

যশোবন্ত। ও! বুঝেছি! জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজের সঙ্গে চাতুরী নিস্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তা'র কারণ এ নয়, যে মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান।—সেটা বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদুর ভাবি নি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা অহঙ্কার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুলছেন; কিন্তু সাবধান জাঁহাপনা। এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত কর্ব্বেন না! বন্ধুত্বে রাজপুতের মত মিত্র কেউ নাই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের ভয়ংকর শত্রু কেউ নাই। সাবধান!

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে' কোন লাভ নাই! যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন কর্ব্বেন। নৈলে জানেন ঔরংজীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে! আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও আজ্ঞা পালন কর্ব্ব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরংজীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!—

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্ত্তে আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করবে?

যশোবন্ত। এই তরবারি। জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দ্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে ত্রিশ সহস্র রাজপুত-তরবারি এক সঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে! আর এ দুর্দ্দিনেও রাজপুত—রাজপুত। [প্রস্থান।

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্ চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান!—চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আস্‌ছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি। তাদের বশ কর্ত্তে আপনি পটু; কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্ত্তে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হকিমির বাইরে! [প্রস্থান।

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে সূঁচ হ'য়ে—এখন ফাল হ'য়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক।—তার পরে?

কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃপ্রবেশ।

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশী রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখিছি! আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতিটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত ভয়ংকর।

ঔরংজীব। দেখবেন! খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্চি। [প্রস্থান।

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্ব্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখি নি।—ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়।—ওঃ! ভা'য়ে ভা'য়ে বিবাদ—কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ংকর!

দিলদার। ভাব কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীরসাহেব! আমি এইটে কোন রকমেই বুঝতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শত্রু। কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজীরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনে-বুনে যতখানি আলাদা রকম করা যায় তা তা'রা করেছে। এরা রাখে দাড়ি সম্মুখে,—ওরা রাখে টিকি পিছনে (তাও সম্মুখে রাখবে না।) এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে।

এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে।—লেখে কি না!

মীরজুমলা। হাঁ. তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে এক রকম সুখে আছে বল্‌তে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বে না।

মীরজুমলা হাসিলেন।

দিলদার। [যাইতে যাইতে] কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। [যাইতে যাইতে] হাঁ ঠিক।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা। সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন।

পিয়ারার গীত।

আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায়
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি. সারা সকালটি করি নাই কিছু
করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে মালাটি
আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে
সুললিত স্বরে পাপিয়া;
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে.
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া;
তখন প্রভাতের হাসি; পড়েছিল আসি
কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু
বকুল কুসুম কুড়ায়ে,
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি
কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তার বঁধু তব
মধুময় হাসি গো;
ধর. গলে ফুলহার, মালাটি তোমার,
তোমারই কারণে গেঁথেছি।

পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন।

সুজা। [হাসিয়া] এ কি আমার জয়মাল্য পিয়ারা? আমি ত যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি!

পিয়ারা। কি যায় আসে? আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাসী—কি আজ্ঞা হয়? [জানু পাতিলেন]

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছো ত পিয়ারা। আচ্ছা, যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে' দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব।

সুজা। শোনো! আমি একটা ভাবনায় পড়েছি!

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি?—দেখি আমি যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি।

সুজা। [মানচিত্র দেখাইয়া] দেখ পিয়ারা —এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর এই-স্থানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কৈ আমি ত শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে; কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাক্‌বে তা বলা যাচ্ছে না!

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে। তা হ'লে ত বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝ না।

পিয়ারা। ধরে ফেলেছো!—কেমন করে' জানলে; হাঁ গা বল না কেমন করে' জানলে? আশ্চর্য্য; একেবারে ঠিক ধরেছো!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু, আচ্ছা, তুমি কি উপদেশ দেও!

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত

তুমি তা কখন শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা--হাঁ--তা--যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন তা'তেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মত হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত। দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই।--ঠিক বলেছো। কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টা করি নে। আপন মনে গান নাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুধা। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্ত্য--আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও কাল যুদ্ধ। সে অনেক দেরি' যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগেই এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দনে মাখিয়ে নাও--তার পরে আমি গান গাই- আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান কর :--যেমন- হিন্দু পৌত্তলিকেরা তাদের দেব দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয়।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছো -যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্ত্তে পার্লাম না।

পিয়ারা। চুপ্। আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে --এই রকম বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এইরকম ভাবে রাখো। তারপরে চোখ বোজো- যেমন খৃষ্টানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে--মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও--কিন্তু কার্য্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার করে' ফেলে।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে--কারণ আমি কোন ধর্ম্মই মানি নে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লেই একটা তেমন বলা চাই--

সুজা। দারা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী-- ভণ্ড। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান- ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান গোঁড়া নয়--ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্ম্মই মানো না ভণ্ড।

সুজা। কিসে?--আমি কোন ধর্ম্মেরই ভান করি নে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট হতে চাই।

পিয়ারা। ঐইটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে!--আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে রাজি ছিলাম, কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারি নে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি বড় ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম?

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশী দাবী কর্ত্তে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চ্চি ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের ওপর তার দাবী বেশী।

সুজা। সে ত আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হতে কতক্ষণ!

সুজা। হাঃ হাঃ হাঃ তুমি ঐ রকম তর্ক কর্ব্বে! না তুমি গান গাও--যা পারো!

পিয়ারা। শোন। কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুনো।

পিয়ারার গীত।

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পার না যেতে ছাড়ায়ে;
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর--
(একি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে চলে যেতে বাধে চরণে এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সংগীত; এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন!

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম!

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির।
কাল—রাত্রি।

দারা। আশ্চর্য্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হ'তে নগরে প্রতাড়িত হ'য়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী; আর তার দুয়ারে ভিখারী, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ করে' সসৈন্যে ঔরংজীবের সংগে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সংগীমাত্র নিয়ে [তাকে আর সৈন্য বলা যায় না] হরিদ্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশ্যে আসছিল, পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের দ্বারে ভিখারী। কি নাদিরা—কাঁদ্‌ছ?

নাদিরা। না প্রভু।

দারা। না কাঁদো। কিছু সান্ত্বনা পাবে!—যদি কাঁদ্‌তেও পার্ত্তাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সংগে যুদ্ধ কর্ব্বে?

দারা। কর্ব্ব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যুদ্ধ কর্ব্ব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে', তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত কর্ত্তে পারি, যুদ্ধ কর্ব্ব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্লে যে!—আমার এ সংকল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কি কর্ব্বে বল, যখন আমার হাতে পড়েছো তখন সৈতে হবে বৈকি।

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বল্‌ছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ দেখি নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। আমি কি তাই বল্‌ছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমাদের কি!—তোমরা কেবল অনুযোগ কর্ত্তে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন! দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। [ভগ্নস্বরে] নাথ! সত্যই কি তাই! [হস্তধারণ]

দারা। যাও এ সময়ে আর ও নাকি-সুর ভালো লাগে না।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

নাদিরা। "কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন! পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন—দয়াময়! আর কেন!—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি; পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—[কণ্ঠরুদ্ধ হইল] তবে আর কেন! আর কেন! সব সইতে পারি, শুধু, এইটে সইতে পারি নে। [ক্রন্দন]

সিপারের প্রবেশ।

সিপার। মা—এ কি? তুমি কাঁদছ মা!

নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদ্‌ছি না—ওঃ, সিপার! সিপার!—[ক্রন্দন]

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেলেন।

সিপার। মা কাঁদ্‌ছো কেন? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে? আমি তাকে কখনও ক্ষমা করবো না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কি!—মা কাঁদ্‌ছো কেন, সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ! আমি কাঁদ্‌ছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল ত কখন দেখি নাই। জ্যোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি! অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখ্‌ছি, যে তোমার অধরে সে হাসিটি দুর্দ্দিনের বন্ধুর মত লেগেই আছে—আজ এ কি মা?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ! আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন!

দারার পুনঃপ্রবেশ।

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।—

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন।

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার কচ্ছি! ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি জান্তে, যদি বুঝতে যে এ অন্তরে কি জ্বালা দিবারাত্র জ্বল্‌ছে—তা হ'লে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জান্তে প্রিয়তম, যে আমি তোমায় কত ভালবাসি, তা হ'লে এত কঠিন হ'তে পার্ত্তে না।

সিপার। [অস্ফুটস্বরে] তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

জহরৎ চলিয়া গেল।

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেন নি! আমি বড় বেশী অভিমানিনী—আমার দোষ।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন, খোদাবন্দ।

দারা। কে তিনি?

বাঁদী। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই। [প্রস্থান।

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো সিপার।

[বাঁদীর সহিত সিপারের প্রস্থান।

দেখা যাক্—যদি আশ্রয় পাই।

সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ।

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ?

দারা। বন্দেগি সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব! আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা কর্ব্ব! সে দিন গিয়েছে সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আজ্ঞা কর্ব্বে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা!—আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট্।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব? সে স্বার্থত্যাগের মুখোস প'রে বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, স্নেহের মুখোস প'রে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্ম্মের মুখোস পরে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট্?—আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট্ বলে' অভিবাদন কর্ত্তে রাজি আছি। কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতানসাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আমার জামাতা না হ'য়ে আমার পুত্র হ'ত আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হ'ত ত আমি তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্ত্তাম! অধর্ম্মকে কখনো বরণ কর্ত্তে পারি না—আমার জীবন থাকতে না।

দারা। কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। পূর্ব্বে থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ কচ্ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই সাহজাদা। আসুন—আপনি আজ আমার অতিথি!—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট্। আমি একজন বৃদ্ধ রাজভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব্ব। জয়লাভ না কর্ত্তে পারি, প্রাণ দিতে পার্ব্ব! বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে' পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ থেকে আমার বাড়ী আপনার বাড়ী। আমি যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি।

সাহা নাবাজ। সাহজাদা! আমি মহৎ নই, —আমি একজন মানুষ। আর আমি যা কচ্চি' একটা মহা স্বার্থত্যাগ কচ্ছি' যে, তা মানি না। সাহজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু সাহস করে বলতে পারি যে, জেনে অধর্ম্ম করি নি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা করিনি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো কেন? [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

জহরৎ উন্নিসার পুনঃ প্রবেশ।

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্ম্মণ্য আমি। পিতার কোন কাজেই লাগি না। শুদ্ধ একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার এই অবস্থা দেখছি, কিছু কর্ত্তে পাচ্ছি' না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যাহোক একটা কিছু কর্ব্ব, একটা কিছু —যা পর্ব্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসমসাহসিক—হত্যার মত ভয়ঙ্কর।—দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজ পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।
সোলেমান একাকী।

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দূর পার্ব্বত্য কাশ্মীরে আসতে হোল। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিষ্ফল হয়েছি।—সুন্দর এই দেশ। যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য্য। স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হ'য়ে, পা ছড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এ কি সঙ্গীত!

দূরে সঙ্গীত।

এ যে ক্রমেই কাছে আসছে। ঐ যে একখানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আসছে। —কি সুন্দর! কি মধুর!

একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত।

বেলা ব'য়ে যায়—
ছোট্ট মোদের পান্সীতরী
সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল যূঁথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পালই উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেলছে তরী দুলছে তরী—
ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর,
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে
ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্ব্বে ঐ বুনছে চন্দ্র মধুর স্বপনে;
কচ্চে' নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

১ নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তাঁর পুত্র।

১ নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কচ্ছ' না সোলেমান? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে? হায় হতভাগিনী নারী। কি জন্য?

১ নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত জানো।

সোলেমান। জানি! জানি বলেই ত আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্ব নারী?

১ নারী। কেন! আমরা কি ভালবাসতে জানি না?

সোলেমান। শিখবে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে,—তা'রা ভালবাসবে কেমন করে'? ভালবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝবে মা!

১ নারী। তবে আমরা কি কখন ভালবাসি না?

সোলেমান। বাসো—তোমরা ভালবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হীরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতীর দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দ-মদ্দ ভালবাসতে পারো—কোঁকড়া চুল, পটল-চেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছো, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছো, বুঝি মুগ্ধ হয়েছো। এ ত ভালবাসা নয়। ভালবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা।

২ নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ নারী। আজ এ হেন অসময়ে?—চল। যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বিদ্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা অসীম—অতলস্পর্শ।

[গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান।

সোলেমান। কি আশ্চর্য্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত।

[পরিক্রমণ]

শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমান। কি মহারাজ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমান। আমি ত কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ!

রাজা। এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে অনেক অনুনয় কচ্ছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকার হই নি।

সোলেমান। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘুচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জান্‌তাম না।

সোলেমান। সে কি মহারাজ!

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে, আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ কর্ব্বে তা কখন ভাবি নাই!

সোলেমান। মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন—

রাজা। তুমি সুন্দর, যুবা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে'—

সোলেমান। মহারাজ! মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও, যুবরাজ! কোন দোষক্ষালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির।
কাল রাত্রি।
ঔরংজীব একাকী।

ঔরংজীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে' একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চলে' গেল!—অদ্ভুত! যা হোক, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠ্‌বে। সাহা নাবাজ আর দারা। সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা কর্ব্বে না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কর্ত্তে হবে।—এই যে মহারাজ!

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করিছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে' আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কি রকম একটা ভাপ্! উঠ্‌ছে যেন।

ঔরংজীব। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের ফুল্‌কি উড়ে যাচ্ছে।—আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যূষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞে, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ। আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন।

ঔরংজীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয়, যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভান্ডার শিবির লুট করে'ই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি। মহারাজই নিজের সর্ব্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আনছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়!

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জ্জনা করেছি। এমন কি তাঁর শিবির লুণ্ঠনব্যাপারও মার্জ্জনা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল্লে ভালো হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্ত্তে চাই। তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বল্‌ছি!

ঔরংজীব। হাঁ বল্‌বেন। আর এ কথাও জানাবেন যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্ব, আর তাঁকে গুর্জ্জর সুবা দান কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—জান্‌বেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্ত্তে পার্ব্বো।

ঔরংজীব। দেখুন।—তিনি আপনার বন্ধু। আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা!

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরংজীব। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ। দিল্লী যাত্রা কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হোন—

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

ঔরংজীব। 'শুদ্ধ আপনার খাতিরে—'—অভিনয় মন্দ করি না। এই রাজপুত জাতি বড় সরল, আর ঔদার্য্যের বশ। আমি সে বিদ্যাটাও অভ্যাস কচ্ছি।—বড় ভয়ংকর এ যোগ।—সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশংকা কচ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—[ঘাড় নাড়িলেন] কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে' দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুজাব অনুসরণ কর্ব্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞা পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও।—দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে?

মহম্মদ। আমার একটা আর্জ্জি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কি!—চুপ করে' রৈলে যে। বল পুত্র।

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব মনে কচ্ছি। কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখ্‌তে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে' রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপ বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্ত্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র।

মহম্মদ। পিতা!

[বলিয়াই মুখ নত করিলেন]

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্ব্বে না। সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্ম্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হ'লে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। [কম্পিতস্বরে] না পিতা। আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে?—

মহম্মদ নীরব রহিলেন।

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি; কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখতে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে' তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায় ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা। পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিষ কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব্ব হয়ে' যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বলছি পুত্র। জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার।

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে, কর্ত্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি বিবেক বর্জ্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জ্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারত-সাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন—আজ আর বুঝতে পাচ্ছেন না। একদিন পার্ব্বেন বোধ হয়। [প্রস্থান।

[ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন
যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ।

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?

যশোবন্ত। লাভ? লাভ কিছু নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন বৃথা রক্তপাত! যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই!

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরংজীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'তে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্ম্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না- মৌন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রূকুটি-কুটিল—তার চারিদিক দিয়ে তার গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পার্লাম না। —ঔরংজীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত আপনি তাঁর শিবির লুট করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না সম্পূর্ণ হয় নি! কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্ত্তে কতক্ষণ! যদি লুট করে' চলে না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম তা হ'লে খিজুয়া যুদ্ধে সুজার পরাজয় হ'ত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত করে দিতাম' কি ভ্রমই হ'য়ে গিয়েছিল।

জয়সিংহ। কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ হ'ত? সম্রাট্ দারা হৌন, সুজা হৌন বা ঔরংজীব হৌন—আপনার কি?

যশোবন্ত। প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সব চেয়ে বিষচক্ষে দেখি —এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তার সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভান কর্লে, এমন ত্যাগের অভিনয় কর্লে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি কর্লে, যে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম। ভাবলাম—"এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্ম্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজবাজী খেল্লে—যে সর্ব্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, "জয় ঔরংজীবের জয়!" তার সেদিনকার জয় নর্ম্মদা কি খিজুয়া যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত; কিন্তু সেদিন খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল, চক্রী, ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুয়া ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্: সম্রাট্ তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ক্ষমা ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জ্জর রাজ্য দিবেন—এইমাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয় কর্ব্বেন ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্ব্বর সুবা গুর্জ্জর। বেছে নেন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রতিহিংসা নিতে চান কেন। এ সহজ ব্যবসার কথা শুদ্ধ কেনা বেচা দেখুন'

যশোবন্ত। কিন্ত দারা

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও মুসলমান, ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যেতেন ত আমি কথাটি কইতাম না। কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত কর্ত্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই বা কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কি লাভ?

যশোবন্ত। তবে আসুন আমরা দেশের জন্যই যুদ্ধ করি। মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি—আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানতে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি বলে'?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সৈব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভান করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হুঁ!—আচ্ছা মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখবেন। - এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনা বেচা! আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম্ম। [প্রস্থান।]

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য- কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হয়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না। "স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি।" ঠিক বলেছো জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যাবো। দারা আমার কে?—নর্ম্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে এই অপৌরুষ.—সমভার নিষ্ক্রিয় আধারের মত এই আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ বুঝা গেল যে প্রতিশোধ নিয়েছো। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হ'য়ে তার শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো। এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুত-জাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে তা তুমিই এই প্রথম দেখালে।

যশোবন্ত। লুঠ করবার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তা'র পশ্চাতে তা'র সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভর্ৎসনা শুনবার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন! আশ্চর্য্য প্রশ্ন!—লোকে বিবাহ করে আবার কেন?

মহামায়া। হাঁ, কেন? সম্ভোগের জন্য? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি?—তাই কি?

যশোবন্ত। [ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া] হাঁ—এক রকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো নাই কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠ্ছে বুঝি!

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্ত্তে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায় আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালবাসা নয়। সে ভালবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, সে ভালবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তা'র দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ বর্ণ করে' দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালবাসা; অচঞ্চল অনুদ্বিগ্ন, আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি রকম ভালবাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তা'র জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হ'য়ে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয়

যেন আমি অন্ধ হ'য়ে যাই! রাজপুত-জাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই! আমি তোমায় এত ভালবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!—

মহামায়া। চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী- দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ! চেয়ে দেখ—ঐ পর্ব্বতস্রোতস্বতী-যেন সৌন্দর্য্যে কাঁপ্‌ছে। চেয়ে দেখ-ঐ নীল আকাশ, যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কচ্ছে! ঐ ঘুঘুর ডাক শোন; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে এইস্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্ত্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র, মহত্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে' যাচ্ছে। এসো চারণবালকগণ। গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!—

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে!

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।]

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! [চারণবালকগণের প্রবেশ] গাও বালকগণ। সেই গান গাও —আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত।

১

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—
সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

২

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে!
ও তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি
পাখীর ডাকে জেগে।।
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

৩

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র
পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি ইত্যাদি

৪

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী;
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তা'রা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি—ইত্যাদি

৫

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি'
আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি ইত্যাদি।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদকক্ষ।
কাল—সন্ধ্যা।
পিয়ারা গাহিতেছিলেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে—

সুজার প্রবেশ।

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, যে দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি।

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে লড়ে' মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি!

সুজা। নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাই-এর বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্ম্মের খাতিরে।—সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবাৎ' পর্য্যন্ত বল্‌তে রাজি আছি। তা'র উপরে উঠ্‌তে রাজি নই।

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্য যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হ'য়ে শেষে কিনা পিছু হট্‌লে।

পিয়ারা। আশ্চর্য্য ত!

সুজা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি পিয়ারা? এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাব্‌লাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য্য হ'চ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুয়া যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য্য কি!

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ পর্য্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি যে আগে আশ্চর্য্য হ'চ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য্য যদি বল, তবে আশ্চর্য্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তা'র বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তা'র মধ্যে আশ্চর্য্য কি! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোকে পাঁচিল টপ্‌কেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে মরেছে। এটা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার। বাপকে ছেড়েছে। ভারী কাজ করেছে। ও ত সবাই করে। আমি এতে আশ্চর্য্য হ'তে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য্য! সে যাহোক্ কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি ঐ যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই? আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই, তুমি ততই শিষ্‌পা তোলো। রাশ মান্‌তে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এক ফকির দেখা কর্ত্তে চায় জাঁহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদী। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই।

সুজা। আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। বেশ। আমি যাচ্ছি! [প্রস্থান।]

সুজা। যাও, এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

[বাঁদীর প্রস্থান।

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা।—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এই রকম করে' সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ।

দিলদার। বন্দেগী সাহজাদা! সাহজাদার একখানি চিঠি।

পত্র প্রদান

সুজা। [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ] এ কি! তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি সাহজাদা!—চেহারা দেখলেই সাহজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল?

দিলদার। সাহজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে'—উঃ—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তাঁর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—উঃ! বাপ্‌কা বেটা কি না।

সুজা। পিছন থেকে তাঁর মার্ব্বে কে?

দিলদার। ভয় কি—আমি কি এ কথা সুজা সুলতানকে বল্‌তে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেল্‌বেন না সাহজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা। মহম্মদ ত আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা ত বেশ যুবা পুরুষের মত রেখেছেন। শুনুন বেশী চালাকী কর্ব্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন যা' বল্‌ছি ঠিক বুঝতে পারছেন। আর—যদি সুলতান সুজা হন, ত' যা বলছি তা'র এক বর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর বিহিত আমি এখনই কর্চ্ছি—তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।]

সুজা। এ ত মহাসমস্যায় পড়্‌লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায় অস্থির। তার উপর ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছেন, কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা কর্চ্ছি। ভাগ্যিস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড় এই পত্র।

মহম্মদ। [পড়িয়া] এ কি! এ কার পত্র?

সুজা। তোমার পিতার স্বাক্ষর দেখছো না? তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ কর্ব্বে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোন পত্রই লিখি নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্ত্তে পার্লাম না। তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ী পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি! কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ কর্চ্ছি

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখ যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না।

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুন্তে চাই না। যাও, এখনি যাও। [মহম্মদের প্রস্থান।]

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারী বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়! তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা।

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বল্‌ছিলাম না যে, এ বেশ একটু খটকা। এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে! কিন্তু পার্লে না। ভারী ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। [পত্র পড়িয়া] তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! হকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল কপট পত্র বুঝতে পাচ্ছ না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পাচ্ছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে। হেলে ধর্ত্তে পার না, কেউটে ধর্ত্তে যাও। তা' আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্লে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে! চল, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কৈ তা ত তুমি বল্লে না—তা সাবধান হওয়া ভালো।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত। তা হ'লে ভারী ভুল হ'য়ে গিয়েছে বল্‌তে হবে। যা' হোক্ শোন এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি' আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি' দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কি—চল জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে' তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া ভালো। বোঝ না—চল বোঝাইগে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—জিহন খাঁর গৃহ-কক্ষ। কাল - রাত্রি। একটি খট্টাঙ্গ উপরে নাদিরা নিদ্রিত। সম্মুখে সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কি জহরৎ!

জহরৎ। দেখ্‌ছো!

সিপার। কি'

জহরৎ। যে আমরা এই রকম বন্য জন্তুর মত বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত . হত্যাকারীর মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা নুকোচ্ছি : পথের ভিখারীর মত এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হ'য়ে আর এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—দেখ্‌ছো?

সিপার। দেখ্‌ছি। কিন্তু উপায় কি?

জহরৎ। উপায় কি? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বল্‌ছো "উপায় কি?" আমি যদি পুরুষ হতাম, ত এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে?

জহরৎ। [ছোরা বাহির করিয়া] এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্য ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা!!!

জহরৎ। হ্যাঁ হত্যা ; চম্‌কে উঠলে যে?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও। তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না—যাও।

সিপার। কখন না। হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখ্‌ছো—মা মচ্ছের্ন! দেখ্‌ছো—বাবা উন্মাদের মত হ'য়ে গিয়েছেন। বসে' বসে' এই দেখ্‌ছো?

সিপার। কি কর্ব্ব!

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে' যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না : কিন্তু হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। উত্তম! [প্রস্থান।]

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগিনী! কোন উপায় নাই।

দারার প্রবেশ।

দারা। সিপার! তোমার মা ঘুমোচ্ছেন?

সিপার। হাঁ বাবা।

দারা ক্ষণেক নাদিরার পানে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

নাদিরা। [পার্শ্বে ফিরিয়া] কে?—তুমি!

দারা। এখন কেমন আছো?

নাদিরা। ভালো আছি—

দারা। [হস্ত ধরিয়া] না ভালো ত নাই নাদিরা!—এ কি!—অঙ্গ যে পাথরের মত হিম।

নাদিরা। তাই ত বলছি ভালো আছি।—নাথ! এতক্ষণ স্বপ্নে সোলেমানকে দেখছিলাম।

হকিমের প্রবেশ।

দারা। এই যে হকিম সাহেব! দেখুন ত একবার নাড়িটা।

হকিম। দেখি—[পরীক্ষা] তাই ত!

দারা। কি দেখলেন?

হকিম। তাইত—আর—এখন—চিকিৎসার অতীত- প্রস্তুত হোন।

দারা। কি বলছেন?—

হকিম। আমার যথাসাধ্য করেছি বান্দার অপরাধ নেবেন না সাহজাদা! আর বিলম্ব নাই। [কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান]

দারা। সে কি!!!

নাদিরা। নাথ আমি যাচ্ছি।—একবার আমার কাছে বোসো। শেষবার দেখে নেই।

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছে—ঈশ্বর আমায় পরিত্যাগ করেছেন। একা তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ কর নাই। তুমিও আমায় ছেড়ে চল্লে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছো নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—আমায় ক্ষমা কর।

নাদিরা। নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চল্লাম—সিপার—বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধ হয় কোন দুঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ তাপ নাই, দ্বেষ দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাবো মা—চল বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা। তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো! আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দু'বার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন কর্ব্বেন।

সিপার। কিন্তু আমি তাকে কখনও ভালবাসবো না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তা'র চেহারা ভালো নয়। এখনই সে তা'র এক চাকরকে ফিস্‌ফিস্ করে' কি বল্‌ছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা চাহনি চাচ্ছিল—যে আমার বড় ভয় কর্ল মা! আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তা'র চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তা'র নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে' তার' প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে চেহারা এক রকমের ; আর এ আর এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত তাকে তুমি দু'বার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত, সর্প ত নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা! দেখ্‌ছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়। তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না কিছু না! আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহদৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমানের সঙ্গে—আর দেখা হোল না—ঈশ্বর! [মৃত্যু]

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না। সব হিম স্তব্ধ।

সিপার। মা! মা!

দারা। দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া উর্দ্ধদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চারজন সৈনিকসহ জিহন খাঁর প্রবেশ

দারা। কে তোমরা ; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত কর?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি! আমায় বন্দী কর্ব্বে জিহন খাঁ।

সিপার। [দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া] কার সাধ্য?

দারা। সিপার তরবারি রাখো!—এ বড় পবিত্র মুহূর্ত্ত ; এ মহাপুণ্য তীর্থ! এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তা'কে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পোঁছে নি! তা'কে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও জিহন খাঁ?

জিহন। হাঁ সাহজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয়!

জিহন। হাঁ সাহজাদা।

দারা। নাদিরা! তুমি শুন্তে পাচ্ছ না ত! তা হ'লে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠ্‌বে, তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস কর্ত্তে!

জিহন। একে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি কোন বাধা দেন ত তরবারি ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কর্ব্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে' আস্‌ছিলাম। অন্যে হয়ত অন্যরূপ আশা কর্ত্ত। অন্যে হয়ত ভাব্‌তো যে এ কত বড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কচ্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম্ম এখন স্বার্থ-সিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্ম্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে! সে ধর্ম্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর।

সিপার। তবে আমায়ও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়্‌চি না সাহজাদা! সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি! এত বড় কৃতঘ্নতার দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে! সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর।—না এখানে না! বাইরে চল! এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এত বড় অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন কচ্ছ'! নীরবে সহ্য কচ্ছ' ঈশ্বর! হাত দু'খানি গুটিয়ে বেশ এই সব দেখ্‌ছো।—চল জিহন খাঁ, বাইরে চল।

সকলে যাইতে উদ্যত

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে' যাই জিহন খাঁ! রাখ্‌বে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাট্‌ পরিবারের কবর ভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দু'বার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্ত্তাম না—দেবে কি?

জিহন। যে আজ্ঞে যুবরাজ! এ কাজ না কর্লে আমার প্রভু ঔরংজীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!

দারা। তোমার প্রভু ঔরংজীব! হুঁ—আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—[ফিরিয়া] নাদিরা!

এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন

"চল জিহন খাঁ।"

সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন

দারা। [রুক্ষভাবে] সিপার!

[সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল। সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন।
যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘ্নতার পুরস্কার স্বরূপ গুর্জ্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছো ত মহারাজ!

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহামায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কি? এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব!

যশোবন্ত। গৌরব না হ'তে পারে, তবে তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি নি! দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র!

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত! দারা আজ নিয়তি-চক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিক্কৃত। আর তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পার্ত্তেন, বেত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁর কোন মূল্য নাই? ধিক্‌!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্ব্বার সম্বন্ধ নয়। আমি যা উচিত বিবেচনা কচ্ছি' তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না!

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, ঘৃণ্য হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও, আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশী প্রত্যাশা মহামায়া?

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো! জানো সমস্ত রাজপুতনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বল্‌ছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হ'য়ে তা'র জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কি বলবো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কচ্ছে না! আশ্চর্য্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও, তোমার নূতন প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

[সরোষে প্রস্থান।]

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে। [প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ।
কাল—রাত্রি।
সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা! আর কি বাকী আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকান রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক। মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে' আনি। কিন্তু কি কর্ব্ব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না!

সাজাহান। বল। আর কি?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে।

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কি রকমে ধরা পড়লো?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কি বল্‌ছিস্ জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে?—

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তা'র পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতীর পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তা'দের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তাদের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তা'দের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্ত্তে ছুটলো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে' দেখলে? তা'রা কি পাষাণ!

জাহানারা। না বাবা! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তা'রা পাঁক। ঔরংজীবের ভাড়া করা বন্দুকগুলি দেখে তা'রা সব ত্রস্ত; যেন একটা যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুল্‌তে সাহস কচ্ছে না। কাঁদছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তার পর!

জাহানারা। তার পর ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার—আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তা'র পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্ব্বে জানিস্?

জাহানারা। কি কর্ব্বে তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা! শিউরে উঠ্‌লি যে!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মুখ ঢাকছিস্ যে! এ কি সম্ভব!—ভাই কি ভাইকে হত্যা কর্ব্বে?

জাহানারা। চুপ্। ও কার পদশব্দ! শুনতে পেয়েছে! বাবা আপনি কি কর্লেন! কি কর্লেন!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ কর্‌লেন!—আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা কর্ত্ত না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আস্‌তো না। কিন্তু আপনি সে কথা তা'র মনে করিয়ে দিলেন! কি কর্‌লেন! কি কর্‌লেন! সর্ব্বনাশ করেছেন!

সাজাহান। ঔরংজীব ত এখানে নাই! কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে? আপনি ভাব্‌ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়! ভাব্‌ছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ প্রদীপ নয়—এ তা'র চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি! এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে,

আপনার আমার একজন বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না নেই! সব তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল! এ কার ছায়া?

সাজাহান। কৈ?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কি দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্ত্তে পারি।– তাকে তা'রা হত্যা কর্ত্তে যাচ্ছে। আর আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়। চোখের উপরে এই দেখ্‌ছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি, কিছু কচ্ছি না!– দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হলেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে পারি। যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন। মরে গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্ব্বেন কি করে?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে? ঠিক বলেছিস্। তবে তবে– আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারিস্ নে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আস্‌বে না। নইলে আমি যে নারী–আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে' দেখ্‌তাম। সেদিন মুখোমুখি হ'য়ে পড়েছিলাম, কিছু কর্ত্তে পারি নি, সেই জন্য আমার পর্য্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে' দেখ্‌তাম!

সাজাহান। দিই লম্ফ! দেখি যদি তাকে বাঁচাতে পারি। দেবো লাফ? [লম্ফ প্রদানে উদ্যত।]

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!–না না না। আমি পাগল হব না! ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্ব্বল জরাজীর্ণ নেহাৎই অসহায় সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর! তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী করে রেখেছে–যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো–এতখানি অবিচার এতখানি অত্যাচার এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সৈছে? সৈতে পাচ্ছে! আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা–যে আমার নিজের পুত্র–ওঃ!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই তা হ'লে– [দন্তঘর্ষণ]

সাজাহান। মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি তাই আগেই মরে গিয়েছো।– জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্ব্বাদ করি–

জাহানারা। কি বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয় শত্রুও যেন পুত্র না হয়।

[এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

ঔরংজীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড! এ কাজীর বিচার!–আমার অপরাধ কি!–আমি কিন্তু–না, কেন–এ বিচার! বিচারকে কলুষিত কর্ব্ব কেন! এ বিচার।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরংজীব। [চমকিয়া] কে! দিলদার!– তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না থাকতাম, তা হলেও এ হত্যা–

ঔরংজীব। [কম্পিত স্বরে] হত্যা!–না দিলদার, এ কাজীর বিচার!

দিলদার। সম্রাট্ স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল!

দিলদার। সম্রাট্! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌লেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এলো। কেন জাঁহাপনা! সত্য কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা।–আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর্চ্ছিল, তখন তা'রা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না। তখন তা'রা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কর্চ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফন্দ' কর্চ্ছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাবছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝলো : কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর করে' মানুষের বাক্‌রোধ কর্ত্তে পাবেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু কালোকে শাদা কর্ত্তে পাবেন না। সংসার জানবে, ভবিষ্যৎ জানবে যে বিচারের ছল করে' আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ কর্ব্বার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি! দিলদার তুমি সত্য কথা বলেছো! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে! তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

[দিলদারের প্রস্থান।]

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তা'র জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—[ছিঁড়িতে উদ্যত] না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাবো—এই যে শায়েস্তা খাঁ।

শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে' আসছি! কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়সুড় করছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁকে মার্জ্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জ্জনা!—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই ত তাঁকে মার্জ্জনা কর্ব্বার পরম গৌরব অনুভব কর্চ্ছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরবক্রয় কর্ত্তে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা কর্ব্ব।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে' সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্ত্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তা'রা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তা'রা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পার্ব্বেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোন দিন কোন সুযোগে দারাকে মুক্ত ক'রে দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝছেন?

ঔরংজীব। বুঝছি।

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাট্‌ও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরুর মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরংজীব। হুঁ; [পরিক্রমণ] না হয় সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে' তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশী দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা কর্ব্বেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখবেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখবেন।

ঔরংজীব। সত্য কথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি; কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখৎ করে' দিই।

[দস্তখৎ]

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। [মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া] আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা।

[প্রস্থানোদ্যত]

ঔরংজীব। রোসো দেখি। [দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ পাঠ ও প্রত্যর্পণ] আচ্ছা—যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরংজীব আবার তাহাকে ডাকিলেন

ঔরংজীব। রোসো দেখি! [দণ্ডাজ্ঞা পুনর্বার গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ] আচ্ছা—যাও।

[জিহন আলির প্রস্থান।

ঔরংজীব। [আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন, তার পরে ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে কহিলেন] না কাজ নেই!—জিহন আলি! জিহন আলি! না চলে গেছে। শায়েস্তা খাঁ!

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। কি কর্লাম!

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্য্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক—

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শায়েস্তা। ঔরংজীব! তবে তোমারও বিবেক আছে? [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—খিজিরাবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি।
সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত। দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন।

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও। আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ! তা আমি পারি নি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস্, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শুতে পাই নি—সে দুঃখ আমার বক্ষে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দুঃখ তোর দৈন্য অবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখ্‌ছি, আর আমার মনে হচ্ছে আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ—কি দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্ব্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট্ ঔরংজীবের সভাসদ্।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে?—কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসি নি। আর যদিই ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসতাম ত, এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হ'য়ে টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়্তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! [ভগ্নস্বরে] ভগবান!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়্ছে যে—কাঁদ্‌ছো! কাঁদো!

দিলদার। না কাঁদ্‌বো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে' রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে; একটা সূর্য্য মলিন হয়ে' গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হয়ে' যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখ্‌ছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি, দার্শনিক-পদে এখনও উঠি নি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হ'লে আমি দার্শনিক! সাহজাদা, মূর্খ ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে

গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে' যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখই তাঁর অত্যাচার; কিন্তু তা'রা একই নিয়মের দুইটি দিক্!

দারা। যুবক আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাস্‌তে পারে কে? মর্ত্তে চায় কে? আমি মর্ত্তে' চাই না!

দিলদার। যুবরাজ' আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে' যান। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। আসুন, দুজনে বেশ পরিবর্ত্তন করি।

দারা। তারপরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্ত্তে' চাই। মর্ত্তে' আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক কর্ব্বে!

দারা। তুমি মর্ত্তে' চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্ব্বার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহজাদা। মর্ত্তে' আমি বড় ভালবাসি। আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হ'লাম তা আর কি বলবো।

দারা। কেন?

দিলদার। মর্ব্বার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি! —না যুবক! আমি যাবো না।

দিলদার। কেন? মর্ব্বার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না, সাহজাদা!

[পদধারণ]

দারা। আমি তোমায় মর্ত্তে' দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি! আমি—

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন সাহজাদা। ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট্ মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার' তুমি এখন অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য্য—আমরা করি!

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিঃশ্বাস ফেল্‌বার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়ে ঘরে আছি গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খান দুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা কর জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার! সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে সাহজাদার ছিন্নমুণ্ড তাঁকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে! —এ মুণ্ডের এত দাম আগে জান্‌তাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না নিয়ে যেতে পার্লে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওঃ! তবে আর তুমি কি কর্ব্বে জিহন খাঁ। উত্তম! তবে আমায় বধ কর! যখন সম্রাটের আজ্ঞা। আজ কে সম্রাট্, কে প্রজা! —হাসছো?—হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি! আর প্রস্তুত না হ'লেই বা তোমাদের কি যায় আসে। [দিলদারকে] একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই আমার কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ বিধি!—তোমার রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা' কাজীর বিচার! আমি কি কর্ব্ব সাহজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা বটে! তুমি কি কর্ব্বে! যাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না যুবরাজ। তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নইলে এতখানি নির্ম্মমতা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ! তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কি সে প্রয়োজন আমি তা বুঝছি না, কিন্তু আছেই সে প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই. কিসের দুঃখ! একদিন ত যেতে হবেই! তবে দু'দিন আগে দু'দিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহুদিনের পুরাতন বন্ধু!

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে আমাদের শেষ দেখা। [প্রস্থান।]

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন আলি।

জিহন। নাজীর!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ। জিহন সংকেত করিল।

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার! সিপার!—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। [উঠিয়া] বাবা!—একি! এরা কা'রা বাবা!—আমার ভয় কচ্ছে।

দারা। এরা আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিইছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! [আলিঙ্গন] এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধ হয় এত বড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের সম্মুখে আমায় বধ কর্ব্বে! একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। [একজন ঘাতককে] একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। [একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া] না, আমি যাবো না। আমার বাবাকে বধ কর্ব্বে! কেন বধ কর্ব্বে! [ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিল] বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে' কি কর্ব্বে বৎস! আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ কর্ব্বে। তুমি সে দৃশ্য দেখতে পার্ব্বে না।

ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল।

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুনর্ব্বার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল

সিপার। [চীৎকার করিয়া] না, আমি যাবো না। আমি যাবো না।

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। তার পরে ও আর কোন আপত্তি কর্ব্বে না—ছেড়ে দাও।

ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দারা। [সিপারের হাত ধরিয়া] সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার! আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িস্ নি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস্—তবু আমাকে ছাড়িস্ নি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে তোর বুকে ছুরি মার্ত্তে' গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায় প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িস্ নি। আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা —[বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা কহিলেন]—তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—[ক্রন্দন]

দারা। কি কর্ব্ব! উপায় নাই বৎস! আমায় আজ মর্ত্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। [চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস! এরা আমাকে বধ কর্ব্বে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য তুমি দেখ্‌তে পার্ব্বে না!

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আমি যাবো না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথার অবাধ্য হও নি! কখনও ত—[চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুনবে না? সিপার, বৎস! যাও।

সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা ডাকিলেন—'সিপার!' সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধরে' নেই। [বক্ষে আলিঙ্গন] ওঃ—এখন যাও বৎস!

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। [ঊর্ধ্বমুখে বক্ষে হাত দিয়া] ঈশ্বর! পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম! ওঃ যাক্, হয়ে' গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য্য কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে' নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই।

[ঘাতকের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন।

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ ঐ মৃত্যুর আর্ত্তনাদ।

[নেপথ্যে। ও! ও! ও! সিপার! সিপার!.]

জিহন। যাক্ সব শেষ!

সিপার। [কক্ষান্তর হইতে] বাবা! বাবা! [দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো।

[ঠিক এই সময় সিপার দরজা ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে বাবা বাবা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল ও তাহার পিতার ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর দরবার গৃহ। কাল—প্রাহ্ন। ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে গুর্জ্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দু'বার কাউকে বিশ্বাস করে না তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বার-রাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার দ্বিতীয় সুযোগ দিব'

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ!

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি বুঝেছি, যে ছলেই হোক্ বা শক্তিবলেই হোক, জাঁহাপনা! যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি এ কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্ত্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ!—উজীর-সাহেব! সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' রেখে এসেছে!

ঔরংজীব। উজীরসাহেব,—আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।- সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। বেচারী পুত্র! কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে; কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রাব মহা-সুখে বঞ্চিত হ'লাম!—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমানকে কি রকমে বন্দী কর্লেন?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্য আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তা'তে কুমার আমাদের পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন। আমি তারপরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জাঁহাপনার আদেশ মত বল্লাম যে, "কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট্ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অন্যথা হবে না।"

শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ কিছু বুঝলাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তারপর?

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু পথ না জানার দরুণ সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তার পর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁকে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে' থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নহি। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞাপালন কর্ত্তে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তাকে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে! [প্রস্থান।]

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শুনলাম জিহন খাঁরই প্রজারা তাঁকে হত্যা করেছে!

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার।

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ

এই যে কুমার!—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে' রয়েছো যে!

সোলেমান। সম্রাট্—[বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন]

ঔরংজীব। বল, কি বল্‌ছিলে বল বৎস!—তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্ব্বে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তাতে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি!

ঔরংজীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ কর্ব্ব না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে'র অর্থ জানি সম্রাট্! মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছু কর্ত্তে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য্য কর্ব্বার প্রবৃত্তি জাগে, ত শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই; কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁর মনে পড়ে, তবে যেটি বেশী নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরংজীব কর্ব্বেন তা জানি। তাঁর প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁর দয়া ভয়ংকর। আদেশ করুন সম্রাট্—তবে!—

ঔরংজীব। ক্ষুব্ধ হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না। আর কেন—ওঃ! মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে, আর এত বড় দুরাত্মা হ'তে পারে!

ঔরংজীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন কর্ত্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত বল। আমি অনুগ্রহ কর্ব্ব।

সোলেমান। আমার এক ইচ্ছা যে জাঁহাপনা আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এক কণাও চাই না। সম্রাট্! মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে,—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ কর্লে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি এক মুঠো ধুলার মত ফেলে দিতে পার্ত্তেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেন নি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁর মুখপানে চাইতে পার্ব্বেন?—হিংস্র! পিশাচ! শয়তান!—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি!

ঔরংজীব। তবে তাই হোক। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।—নিয়ে যাও। [অবতরণ] আল্লার নাম কর সোলেমান।।

বালকবেশিনী জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরংজীব। [ঔরংজীবকে গুলি করিতে উদ্যত]

সোলেমান। এ কে? জহরৎ উন্নিসা!!!
[সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন।]

জহরৎ। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ কর্ব্ব। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!!

সোলেমান। সে কি জহরৎ! ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্ত্তাম ত সম্মুখ যুদ্ধে এর শির নিতাম; কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব! পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে' যাও! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো! ছেড়ে দাও, ঐ—ভণ্ড, দস্যু, ঘাতক— [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল]

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক!—যাও তোমায় আমি বধ কর্ব্ব না! শায়েস্তা খাঁ, একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—আরাকান রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি।
সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেল্বে তা কে জান্তো?

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কি! খুব জাঁকালো রকম কিছু একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে? শুনবার জন্য হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি।

সুজা। বর্ব্বর রটিয়েছে যে আমি চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয় কর্ত্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি!—শুনেছি ব্যক্তিয়ার খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারী যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কি আজ্ঞা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আজ্ঞা দিয়েছে।

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভালো স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজা। পিয়ারা, তুমি কি কঠিন, ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্বে না! এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্ত্তে নেই বুঝি? আগে বল্তে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হ'য়ে শোনো। আর এক কথা শুন্বে? শোনো যদি, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্বে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছুট্‌বে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বলি শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্য স্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে' রৈলে যে! কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ও রকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হতে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্ম্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়!

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সর্ব্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি আজ কর্ল্লাম!

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস কচ্ছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজ-পক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায় নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মুখে পরিহাস কচ্ছ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুমরে মরে' যাচ্ছো! তোমার মুখে হাসি, চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না! কে বল্লে আমার চোখে জল! এই নাও, [চক্ষু মুছিলেন] আর নেই।

সুজা। এখন কি কর্ব্বে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমায় ভালবাসো ত ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোনো- আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না। ঔরংজীবের অপদস্থ হব? না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাবছি!

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। [অনেক ভাবিয়া] কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝতে পাচ্ছি না। আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মর্ত্তে পারি।—না, আমার জন্য তুমি মর্ত্তে যাবে কেন!

পিয়ারা। না তাই হোক্। কাল প্রভাতে আমাদের নির্ব্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে' বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব্ব। আর পুত্র কন্যারা- তা'রা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা কর্ব্বে আশা করি। কি বল?

সুজা। বেশ, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কি! তুমি মরে' গেলে আমাকে কে রক্ষা কর্ব্বে! আজ তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো, বীরের মত মর! এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মর্ব্ব। পিয়ারা! তবে আমাদের ইহ জীবনের এই শেষ মিলন রাত্রি? আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে' থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে আসুক! ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও! তোমার সৌন্দর্য্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে' দাও। রোসো, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

[প্রস্থান।]

পিয়ারা। মৃত্যু! তাই হোক্! মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের সমাধি; মৃত্যু-যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙ্গে না। মৃত্যু-মন্দ কি! একদিন তো আছেই। তবে দিন থাকতে মরা ভালো। আজ তবে এই রূপ নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে' উঠুক, এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক; আজিকার সুখ বিপদের মত কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মত কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে' যাক্। আজ আমাদের শেষ মিলন রাত্রি।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আগ্রায় সাজাহানের প্রাসাদকক্ষ। কাল—রাত্রি। বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ; সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা।

সাজাহান। কা'র সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট্ সাজাহান, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি! কা'র সাধ্য!—ঔরংজীব?—তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক; ত ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে।

[মেঘগর্জ্জন]

জহরৎ। উঃ কি গর্জ্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্দ্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। [মেঘগর্জ্জন] ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা আস্‌ছে—তা'রা আস্‌ছে।—যুদ্ধ কর্ব্ব! রণবাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তা'রা আস্‌ছে। দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত! আমায় চিনিস্ না! আমি সম্রাট্ সাজাহান। সরে দাঁড়া!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা, উত্তেজিত হবেন না! চলুন, আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে' গেলেই তারা দারাকে বধ কর্ব্বে।—কাছে আসিস্ না খবর্দ্দার!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের নিঃশ্বাসে বিষ আছে; সে নিঃশ্বাস বদ্ধ জলার বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোস্‌নে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা! রাত্রি গভীর! শোবেন আসুন।

জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কি করুণ দৃশ্য! পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তা'র নিজের বুকের মধ্যে ধুধু করে' আগুন জ্বলে যাচ্ছে। কি করুণ! দেখে যাও ঔরংজীব! তোমার কীর্ত্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসীমা! তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল!—বাবা আবার উন্মাদের মত বক্‌ছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি। কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে! কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। মেরেছে! মেরেছে! ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি! [ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত দু'খানি মাখিয়া] এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে!

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শো'ন্ নি?

সাজাহান। ঔরংজীব! আমার পানে তাকিয়ে হাস্‌ছো! হাস্‌ছো!—না দুরাত্মা! তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত যোড় করে' দাঁড়া!—কি! ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা! ক্ষমা নাই! আমার পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব ভেবেছিস?—না! তোকে তুষানলে দগ্ধ কর্ব্বার আজ্ঞা দিলাম! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শো'ন্ গে যান্!

জহরৎ। আসুন দাদা আমার!

[হাত ধরিলেন]

সাজাহান। কি মমতাজ! তুমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্ গে যান্।

সাজাহান। মারে নি? মারে নি—সত্য, মারে নি? তবে এ কি দেখলাম! স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো; কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন! যদি সত্য হয়!—কি জহরৎ! কাঁদছিস্ যে!—তবে এ স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন নয়!—ও—হো—হো—হো—হো—!

[মেঘগর্জ্জন]

জহরৎ। একি হচ্ছে বাইরে! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—সব ক্ষেপে গিয়েছে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব ক্ষেপে গিয়েছে!—উঃ কি ভয়ংকর রাত্রি!

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর! ঘুমোন্। আপনি ত উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝ্‌তে পেরেছি!—বাইরে ও সব কি হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় বহে' যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা—মেঘের গর্জ্জন! ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন বাতাসের হুংকার! মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আস্‌ছে। আর ঝঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে! পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কর্ব্বে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড় দুষ্টু হইছিস্। আর মানুবি কেন!—ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্ব্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্গমন কর্ব্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্রতরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠ্‌বে! উঠুক, সে তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠ্‌বে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—

অথর্ব্ব বুড়ী বেটি! ও বেটি কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা! ও কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—দে বেটারা!—মা, একবার গর্জ্জে ঠ'তে পারো মা? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শ সূর্য্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হ'য়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছুট্‌কে যেতে পারো মা?—দেখি, ওর' কোথায় থাকে?

[দন্তঘর্ষণ]

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

জহরৎ। উঃ' কি রাত্রি পিসীমা! উঃ কি ভয়ংকর!

সাজাহান। ইচ্ছা কচ্চের্ছ জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কচের্ছ যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কচের্ছ যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জ্জন!—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জ্জন কচর্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমাব পিছনে ঐ সূর্য্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো? বৃষ্টি! পড়ছো ত অশ্রান্ত ধারে; এই কুৎসিত জগৎকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারো?

মেঘগর্জ্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উঃ! কি রাত্রি!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত।

সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনেছো মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদন্ড হয়েছে?

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা! আজ তাঁরও শেষ হোল।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না! কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হ'ন, কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে!

সোলেমান। তা হ'লে তাঁর পরিবারের আর কেউ রৈল না!

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমাব স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কেঁদেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ! সৈতে পাচর্ছ?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতা-মাতার উদ্দেশে বেরিয়েছিলে; আর দেখা হোল না।

সোলেমান। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকম দগ্ধ কর্ত্তে! কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা! যদি এই বক্ষের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয় ত বল আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছো মহম্মদ! এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো- দাও।

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাহি যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ!—সিপারকে দেখ!

সেতুব উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ ঐ বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ। পিতার মৃত্যুর পর থেকে বেচারী বাকশক্তি হারিয়েছে। দেখ ঐ মূক স্থিরমূর্ত্তি! বুকের উপর বাহু বদ্ধ করে' একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্ব্বাক! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাব্‌তে পারো!

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক!—সত্য বলেছো! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে, তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হ'য়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করে', দুই হস্ত মর্দ্দন কচ্ছে' যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্ত্তে চাচ্ছে, তবু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না!—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমান। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর! এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্ব্বে না। তাই তার অর্দ্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতর পাপী! আমায় ক্ষমা কর।

[জানু পাতিলেন]

সোলেমান। ওঠো ভাই। মহৎ, উদার, বীর। তোমার ক্ষমা কর্ব্ব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য সইছ! আমি শুধু হতভাগ্য!

মহম্মদ। তবে বল আমার প্রতি তোমার কোন বিদ্বেষ নাই। ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমান। ভাই আমার! [আলিঙ্গন]

মহম্মদ। ঐ দেখ তারা কাকাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্চে!

সোলেমান সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরিগণ-বেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। [উচ্চৈঃস্বরে] আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না! নিক্তির ওজনে ফিরে পাবে!

সোলেমান। ও কা'র স্বর?

মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।

নেপথ্যে। তা'র যে শাস্তি আস্‌ছে, তা'র কাছে তোমার এ শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।

মোরাদ। [সোল্লাসে] তা'রও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে চল! আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—ঔরংজীবের শয়নকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি। ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। বধ করেছি ধর্ম্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত—[বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ কি অন্ধকার! কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্ত্তে পাচ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না—[দীর্ঘনিশ্বাস] উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! [পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া] ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির?—সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তারা আবার। আমায় ঘিরে নাচ্ছে! কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ। আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাস্‌ছে—এ কি সব!—ওঃ! [চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া] যাক্! চলে গিয়েছে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্ব্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। [চমকিয়া] দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। এ সব কি দেখলাম?—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরংজীব। কি?

দিলদার। অনুতাপ! জান্তাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ--নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম--প্রকৃতির কি বেশী দিন সয়? সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিলদার?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্ম্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্য্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা' এত বড় পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। এ পাজীর বিচার। সেই কাজীর বিচারের নামে যে শুধু জাঁহাপনার হুকুম তামিল করেছে—তা তারাও জানে, জাঁহাপনাও জানেন। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্ত্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মারতে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি--হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠবে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে তুমি দিলদার—যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব? আমি মির্জ্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাচক্রে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো। ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছিলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্।

[গমনোদ্যত]

ঔরংজীব। জনাব!

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পার্ব্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে যাই'। মনে ভাব্ছো যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি।—অধঃপতন। তুমি যত ভাব্ছো উঠ্ছো, সত্য সত্য তুমি ততই পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন শাদা চোখে দেখ্বে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্বে। মনে রেখো। [প্রস্থান।

ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ন।

জাহানারা, জহরৎ উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য মনোহর পাষণ্ড দেখেছো কি মা।

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত

পিসীমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত

স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর।--এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়।

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যাই যে, মানুষ এমন হাস্তে পারে--আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের

বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে ; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় কর্ত্তে পারে—এখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কচ্ছে'।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দাকে এই রকম বন্দী করে' রেখেছেন অথচ রাজকার্য্যে তাঁর উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একে একে হত্যা কচ্ছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁর ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সংকোচ!—অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আস্‌ছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি ক'রে নেয়—তাই আমি পরে' পরে' বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! [জহরৎকে] আমাকে তোর বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন। উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে' যাচ্ছে।

সাজাহান। [সহসা গম্ভীর হইয়া] কিন্তু খবর্দ্দার! বিয়ে করিস্ না। [নিম্নস্বরে] ছেলে হ'লে তোকে কয়েদ করে' রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস্ না:

জাহানারা। দেখছো মা। এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ। একটা তুষানলের রুদ্ধ জ্বালা।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে!—উঃ বড় করুণ!

[চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

সাজাহান। আমি উন্মাদ হই নাই জাহানারা! গুছিয়ে বল্‌তে পারি—চেষ্টা কর্লে গুছিয়ে বল্‌তে পারি।

জাহানারা। তা জানি বাবা!

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য্য! দারা, সুজা, মোরাদ—সবাইকে মার্লে! আর তাদের একটা ছেলেও রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

ঔরংজীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ—যে সম্রাট্!

জাহানারা। [আশ্চর্য্যে] তাই ত, ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না, দেবো না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে' ফেল্‌বো।

[গমনোদ্যত]

ঔরংজীব। [সম্মুখে আসিয়া] না পিতা, আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ কর্ত্তে এসেছো! পিতৃহত্যাটা আর বাকী থাকে কেন! হ'য়ে যাক্।

সাজাহান। বধ কর্ব্বে! আমায় হত্যা কর্ব্বে! কর ঔরংজীব! আমাকে হত্যা কর! তার বিনিময়ে এই সব মণিমুক্তা তোমায় দেবো ; আর—মর্ব্বার সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্ব্বাদ করে' মর্ব্ব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দাও।

ঔরংজীব। [সহসা জানু পাতিয়া] আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্ব্বেন না পিতা! আমি পাপী। ঘোরতর পাপী। সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ। সত্য, শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ।

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ জানে। নূতন কি শয়তানী মতলব করে' এসেছো বল! কি চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জ্জনা।

জাহানারা। মার্জ্জনা! এটা ত খুব নূতন রকম করেছো ঔরংজীব!

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা। বল। কি বল্‌তে চাও ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু আপনার মার্জ্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গ-হাসি হাসিলেন

ঔরংজীব। [একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন] যদি এ

প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত পিতা আসুন আমার সংগে ; আমি এই দণ্ডে প্রাসাদ দুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি ; আর আপনাকে আগ্রার সিংহাসনে সর্ব্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন কর্চ্ছি। এই আমার রাজমুকুট পদতলে রাখ্‌লাম।

এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে।

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

[চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন]

সাজাহান। পুত্র !

[ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন]

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব!

সাজাহান। কথা কস্ নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে বাপের মন! এতদিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্ত্তে এই ক্রোধ গলে' জল হ'য়ে গেল!

ঔরংজীব। আসুন পিতা -- আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট হ'য়ে বস্‌তে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার! আর মার্জ্জনা! ঔরংজীব—ঔরংজীব। না সে সব মনে কর্ব্ব না! ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম। [চক্ষু ঢাকিলেন]

জাহানারা। পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা!

সাজাহান। চুপ! জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস্ নে। তাদের তো আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি। দেখেছিস্ ত—একদিন সুখী হ'তে দে! তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর মা।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী।

জাহানারা। চাইতে পাচ্ছ? পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!

সাজাহান। তোর মত মাতৃহারা জাহানারা - তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর্। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাক্‌তো, সে কি কর্ত্ত জাহানারা? —তাই সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে। কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে -দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমরকাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলংক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্ সে কি করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর—আর ভাব্‌তে চেষ্টা কর্ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা!

জাহানারা। ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হোল। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা কর্লাম! [মুখ ঢাকিলেন]

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমার ক্ষমা করে, আমি কর্ব্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, ক্রুদ্ধ ফণিনী উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতংকের মত তোমার আহারে বিহারে তোমার পিছনে পিছনে ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ব্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়-বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর এই সাম্রাজ্য ভোগ কর ; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয় ; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির অবনত করিলেন

যবনিকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতি পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রম মৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে, নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।

রাজা, লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ, সংহিত শরের প্রতিসংহরণ পূর্ব্বক, প্রণাম করিলেন! তপস্বীরা, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে! প্রার্থনা করি, আপনকার পুত্রলাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি-সৎকার স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা কেমন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন, না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এইমাত্র, স্বীয় তনয়া শকুন্তলার হস্তে অতিথিসৎকারের ভারাপর্ণ করিয়া, তদীয় দুর্দ্দৈবশান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থ, প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আমি, অবিলম্বে, তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন, সূত! রথচালন কর, তপোবন দর্শন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়ৎ দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল, নিঃশঙ্ক চিত্তে, চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; অতএব, এই খানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব, শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া, রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে ন্যস্ত করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আজ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব আশ্রমবাসীদিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া, রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, তদীয় বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ, শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রিয়সখি! এ দিকে, এ দিকে; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা

শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে, যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কিন্তু বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্প-বয়স্কা তপস্বীকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া, তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা, অনিমিষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখী শকুন্তলে! বোধ করি, তাতে কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখী অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয়; আমাদেরও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগের সেচন করি। অনন্তর, সকলে মিলিয়া, সেই সমস্ত বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক; এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা, যেমন প্রফুল্ল কমল শেবলযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়; যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্কসম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়; সেইরূপ, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, বল্কল পরিধান করিয়াও, যার পর নাই, মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে।

শকুন্তলা, জলসেচন করিতে করিতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখী! দেখ দেখ, সমীরণভরে, সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার, অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে, অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি সহকারতরুতলে গিয়া, দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখী! ঐ খানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখী? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখী! এই জন্যেই তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাসশ্রবণে, সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত আর, নব যৌবন, বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ, দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে, স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, বনতোষিণীর নিকটে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখী অনসূয়ে! দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা, বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে আর সহকারও ফলভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি জন্যে শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখী! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিণী যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন সেইরূপ আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা বলিলেন, এটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া, অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখী! তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী! আমিও তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শিত করিয়া, কহিলেন, এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাই না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, না সখী! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম, এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এইজন্যেই শকুন্তলা মাধবীলতায়, এতাদৃশ যত্ন সহকারে, জলসেচন ও উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহপ্রদর্শন করে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয় মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সতত সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল, জলসেচ করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লবসঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখী! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখী! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উত্তরোত্তর ভ্রমর অধিকতর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ, এই দুর্বৃত্ত কোনও মতে নিবৃত্ত হইতেছে না, আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি আপদ্! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখী! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়সখী! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

কি করি। অথবা, অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান করি। এই স্থির করিয়া, রাজা, সত্বর গমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত দুর্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য মুগ্ধস্বভাবা তপস্বীকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে ?

তপস্বীকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে, অনসূয়া কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্টঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক মধুকর আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছিল; তাহাতেই ইনি কিছু হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে? শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, হাঁ মহাশয়! নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; এক্ষণে অতিথিবিশেষের সমাগমলাভ দ্বারা, সবিশেষ সম্পন্ন হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখী! যাও, যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া আইস; জল আনিবার প্রয়োজন নাই, এই কলসে যে জল আছে, তাহাতেই প্রক্ষালনক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না, না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না। মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই আতিথ্যক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! তবে এই শীতল সপ্তপর্ণবেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন, তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত; এস, আমরাও বসি। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে? এই বলিয়া তিনি, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদের সমান রূপ, সমান বয়স, সমান ব্যবসায়; সেই নিমিত্ত তোমাদের সৌহৃদ্য সাতিশয় রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা, রাজার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন, সখী! এ ব্যক্তি কে? দেখ, কেমন সৌম্যমূর্ত্তি কেমন গম্ভীরাকৃতি, কেমন প্রভাবশালী! একান্ত অপরিচিত হইয়াও, মধুর আলাপ দ্বারা, চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায়, প্রতীতি জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, সখী! আমারও এ বিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে, ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসিনী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তেই বা, এরূপ সুকুমার হইয়াও, তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্তলা, শুনিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যে জন্যে ব্যাকুল হইতেছ, অনসূয়া সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা শুনিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি রূপে আত্মপরিচয় দি; যথার্থ পরিচয় দিলে, সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ তিনি

কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন, অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য; মহাশয়ের সমাগমে তাঁহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেক। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু, পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই চিত্ত চঞ্চল হইল এবং উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে, শকুন্তলাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, প্রিয়সখী! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাকিতেন, জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুন্তলা, শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিতেছ; আমি তোমাদের কথা শুনিতে চাই না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি তোমাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন, মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা অনুগ্রহবিশেষ; যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, মহর্ষি কণ্ব কৌমারব্রহ্মচারী, ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত; জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই। অথচ, তোমাদের সহচরী তাঁহার তনয়া; ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া, অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন, বিশ্বামিত্র নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন। তিনি, একদা, গোমতী নদীর তীরে, অতিকঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত, মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা, তদীয় তপস্যাস্থানে উপস্থিত হইয়া, মায়াজাল বিস্তৃত করিলে, মহর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা সখীর জনক ও জননী। নির্দ্দয়া মেনকা; সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী সেই বিজন বনে অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক শকুন্ত, কোনও অনির্ব্বচনীয় কারণে, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক আমাদের সখীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে তাত কণ্ব পর্য্যটন ক্রমে, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হইল। তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায়, লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, প্রথমে শকুন্ত লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত, নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে; নতুবা, মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে কখনও জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে, বোধ হইতেছে, যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন! শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে লক্ষ্য করিয়া, ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।' রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে,

আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্য্যন্ত মাত্র তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া চলিবেন, অথবা, যাবজ্জীবন, হরিণীগণ সহবাসে, কালহরণ করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন, তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। হৃদয়! আশ্বাসিত হও, এক্ষণে সংশয়ের নিরাকরণ হইয়াছে; এ সুখস্পর্শ শীতল রত্ন; ইহাকে প্রদীপ্ত অগ্নি ভাবিয়া আর শঙ্কিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপদর্শন করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! আমি চলিলাম; আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন, সখী! কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন, দেখ, প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে; আমি আর্য্যা গোতমীর নিকটে গিয়া এই সকল কথা বলিব। অনসূয়া কহিলেন, সখী! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা করা হয় নাই। বিশেষতঃ, আজ তোমার উপর অতিথি পরিচর্য্যার ভার আছে। অতএব, ইঁহারে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা, কিছু না বলিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখী! তুমি যাইতে পাইবে না; আমার এক কলসী জল ধার; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব! শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, ঋণপরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, তাপসকন্যে! তোমার সখী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন; আর উঁহাকে, পল্বল হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া, রাজা, স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া, জলকলসের মূল্যস্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, অঙ্গুরীয় রাজকীয় নামাক্ষরে অঙ্কিত দেখিয়া, চকিত হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীতে দুষ্মন্তনাম মুদ্রিত আছে, অর্পণ-সময়ে রাজার তাহা মনে ছিল না। এক্ষণে, তিনি, আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা দর্শনে সাবধান হইয়া কহিলেন, রাজকীয় নামাক্ষর দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ; রাজা আমায়, প্রসাদচিহ্নস্বরূপ, এই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছেন। প্রিয়ংবদা, রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া, সহাস্যবদনে কহিলেন, মহাশয়! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিবিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে, আপনার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন; পরে, ঈষৎ হাসিয়া, শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সখী শকুন্তলে! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমায় ঋণে মুক্ত করিলেন; এক্ষণে, ইচ্ছা হয়, যাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে; অনন্তর, প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি যাই, না যাই, তোমার কি?

রাজা, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আর সন্দেহের বিষয় কি? আমার সহিত কথা কহিতেছে না; অথচ, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্ত হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিতেছে; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইতেছে; অথচ, অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার না হইলে, কামিনীদিগের কদাচ এরূপ ভাব হয় না।

রাজা ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে, এমন সময়ে, সহসা, অনতিদূরে, অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল, এবং কেহ কহিতে লাগিল, হে তপস্বীগণ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, তপোবন সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা, আশ্রমস্থ প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থে, সত্বর ও যত্নবান হও; বিশেষতঃ, এক আরণ্য হস্তী, রাজার রথদর্শনে নিরতিশয় চকিত হইয়া, তপস্যার মূর্ত্তিমান বিঘ্নস্বরূপ, ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আপদ্! অনুযায়ী লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনের পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে, সত্বর নিবারণ করা আবশ্যক। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, মহারাজ! আরণ্য গজের উল্লেখ শুনিয়া আমরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি; অনুমতি করুন, কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনের পীড়াপরিহারের নিমিত্ত চলিলাম। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন, মহারাজ! যেন পুনরায় আপনার দর্শন পাই। সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই; এজন্য, আমরা অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন, না, না; তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা চলিয়া, ছল করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা পদতল ক্ষত হইয়াছে; এজন্য, আমি শীঘ্র চলিতে পারিতেছি না; আর আমার বল্কল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে, রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া, আর আমার নগরগমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব, তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশিত করি; কি আশ্চর্য্য! আমি, কোনও মতেই, আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মৃগয়ায় আগমনকালে, স্বীয় প্রিয়বয়স্য মাধব্যনামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালযাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে, তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষবিধ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেন। অরণ্যে যে সকল সুখভোগের সম্পর্ক ছিল না; প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এক দিবস, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মাধব্য মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দূল, এই করিয়া, মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও বননদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে, তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অতিশয় কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়।

আহারের সময় নিয়মিত নাই ; প্রায় প্রতিদিন অনিয়মিত সময়েই আহার করিতে হয়। আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ ; তাহাও প্রত্যহ প্রভূতরূপ পাক করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে, রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়, কিন্তু, ব্যাধগণের বনগমনকোলাহলে, অতি প্রত্যূষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস, আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, রাজা, একাকী, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ, শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি নগরগমনের কথা আর মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল ; এক বারও চক্ষু মুদি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজা, মৃগয়ার বেশধারণ পূর্ব্বক, তৎকালোচিত সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকে আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন, বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি ; তাহা হইলেও, যদি আজ বিশ্রাম করিতে পাই। এই বলিয়া, মাধব্য, ভগ্নকলেবরের ন্যায়, একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন ; পরে রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য ! আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আছে ; হস্ত প্রসারিত করি, এমন ক্ষমতা নাই ; অতএব, কেবল বাক্য দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য ! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন ? মাধব্য কহিলেন, কেন হইল কি আবার ; স্বয়ং অক্ষি ভাঙ্গিয়া দিয়া, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ ? রাজা কহিলেন, বয়স্য ! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। মাধব্য কহিলেন, নদীতীরবর্ত্তী বেতস যে কুব্জভাব অবলম্বন করে, সে কি স্বেচ্ছা বশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদীর বেগপ্রভাবে ? রাজা কহিলেন, নদীর বেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের। রাজা কহিলেন, সে কেমন ? মাধব্য কহিলেন, আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বনচরের ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান ; সর্ব্বদা, তোমার সঙ্গে সঙ্গে, মৃগর অন্বেষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, অন্ততঃ, এক দিনের মত, আমায় বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা, মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে ; আমারও শকুন্তলাদর্শন অবধি, মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি না ; তাহাদের মঞ্জুল নয়ন নয়নগোচর হইলে, শকুন্তলার অলৌকিকবিভ্রমবিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য, রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন, ইনি আর কিছু ভাবিতে লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না ; সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায় আজ মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য, শ্রবণমাত্র, যারপরনাই আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া, চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য ! যাইও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কি কথা বল বলিয়া, শ্রবণোন্মুখ হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন,

বয়স্য! কোনও অনায়াসসাধ্য কর্ম্মে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন, বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবেক না, মিষ্টান্নভক্ষণে; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পারিব। রাজা কহিলেন, না হে না, আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, রাজা সেনাপতিকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন, আজ মাধব্য মৃগয়ার দোষকীর্ত্তন করিয়া আমায় নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি, রাজার অগোচরে, অনুচ্চ স্বরে মাধব্যকে কহিলেন, সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি কিয়ৎ ক্ষণ প্রভুর চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করি; অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও কখন কি না বলে! মৃগয়া অপকারী কি উপকারী, মহারাজই বিবেচনা করুন না কেন। দেখুন, প্রথমতঃ স্থূলতা ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্ম্মণ্য হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয়, তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; আর, চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে; মহারাজ! যদি চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয়, ধনুর্দ্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহারা মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণ্য করে, তাহারা নিতান্ত অর্বাচীন; বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ, এরূপ উপকার, আর কিসে আছে? মাধব্য শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অরে নরাধম! ক্ষান্ত হ' আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না; আজ উনি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন, নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা আশ্রমসমীপে আছি; এজন্য, তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা নিপানে অবগাহন করিয়া নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক; হরিণগণ তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া রোমন্থ অভ্যাস করুক; বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তাভক্ষণ করুক; আর, আমার শরাসনও বিশ্রামলাভ করুক। সেনাপতি কহিলেন, মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন, তবে যে সমস্ত মৃগয়াসহচর অগ্রেই বনপ্রস্থান করিয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন; আর, সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে সবিশেষ সতর্ক করিয়া দাও, যেন তাহারা কোনও ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য, সন্নিহিত লতামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া, শীতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই; কারণ দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন, কেন তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন, তা নয় হে, আমি আশ্রমললামভূতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, এ কি বয়স্য! তপস্বীকন্যার অভিলাষ! রাজা কহিলেন, বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে, পরিহার্য্য বস্তুর উপভোগে অভিলাষ

তুমি যেন আমায় নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না ; এই বলিয়া কহিলেন, এখন আমি রাজার অনুজ হইলাম ; অতএব, রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে, তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে, অতএব, সমুদয় অনুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আজ আমি যথার্থ যুবরাজ হইলাম।

এইরূপে মাধব্যের রাজধানী প্রতিগমন অবধারিত হইল, রাজার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল, এ অতি চপলস্বভাব ; হয় ত, শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রকাশ করিবেক, ইহার উপায় করি ; অথবা এই বলিয়া বিদায় করি ; এই স্থির করিয়া, তিনি মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন, বয়স্য ! ঋষিরা, কয়েক দিনের জন্য, তপোবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত রহিলাম ; নতুবা, যথার্থই আমি শকুন্তলালাভে অভিলাষী হইয়াছি, এরূপ ভাবিও না। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার নিকট শকুন্তলা-সংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাসমাত্র ; তুমি যেন, যথার্থ ভাবিয়া, একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি ; আমি এক বারও তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ মনে করি নাই।

অনন্তর, রাজা তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন ; এবং মাধব্যও, যাবতীয় সেনা সামন্ত ও সমস্ত আনুযাত্রিক সঙ্গে লইয়া, রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সেনা সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপস্বীকার্য্যের অনুরোধে তপোবনে অবস্থিতি করিলেন ; কিন্তু, দিন যামিনী, কেবল শকুন্তলাচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই, তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন সময়ে, কোন্ স্থানে গেলে, শকুন্তলাকে দেখিতে পাইবেন, নিয়ত এই অনুধ্যান ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু, পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, তিনি সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন।

এক দিন, মধ্যাহ্ন কালে, রাজা, নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমার প্রাণরক্ষার উপায় নাই। কিন্তু, তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমায় রাজধানী প্রতিগমনের অনুমতি করিবেন, তখন আমার কি দশা হইবেক ; কি রূপে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই ! বোধ করি, প্রিয়া মালিনীতীরবর্ত্তী শীতল লতামণ্ডপে আতপকাল অতিবাহিত করিতেছেন ; সেই খানে যাই, তাঁহারে দেখিতে পাইব। এই বলিয়া তিনি, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে, সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলাও, রাজদর্শনদিবস অবধি দুঃসহ বিরহবেদনায়, সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ ছিল না। সে দিবস, শকুন্তলা সাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনীতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন ; তন্মধ্যবর্ত্তী শীতল শিলাতলে, নব পল্লব ও জলার্দ্র নলিনীদল প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলেন ; এবং তাহাতে শয়ন করাইয়া, অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে, সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া,চরণচিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে, শকুন্তলাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আঃ! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রিয়ারে দেখিলাম। ইঁহারা তিন সখীতে কি কথোপকথন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি। এই বলিয়া, রাজা, উৎসুক মনে শ্রবণ, ও সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন, করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলার শরীরসন্তাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শীতল সলিলার্দ্র নলিনীদল লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বায়ুসঞ্চালন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, সখী শকুন্তলে! কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে; শকুন্তলা কহিলেন, সখী! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে, শুনিয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা, দুষ্মন্তচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। রাজা, শুনিয়া, ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন; ইঁহাকে আজ নিরতিশয় অসুস্থশরীরা দেখিতেছি। কিন্তু, কি কারণে ইনি এরূপ অসুস্থা হইয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ইঁহার ঈদৃশ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে ইঁহারও তাহাই। অথবা, এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রীষ্মদোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে।

প্রিয়ংবদা, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখী! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই, শকুন্তলা কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নাই? অনসূয়া কহিলেন, সখী! আমারও ঐ আশঙ্কাই হয়; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখী! তোমার শরীরের গ্লানি উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অতএব, আমরা তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই। শকুন্তলা কহিলেন, সখী! কি বলিবে, বল। তখন অনসূয়া কহিলেন, তোমার মনের কথা কি, আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না; কিন্তু, ইতিহাসকথায় বিরহী জনের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল; প্রকৃত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে, প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, সখী! আমার অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়া ভালই বলিতেছে; কেন আপনার মনের বেদনা গোপন করিয়া রাখ? দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছ। দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা, অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছেন; শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু কি চমৎকার! এ অবস্থায় দেখিয়াও, আমার মনের ও নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইতেছে।

অবশেষে, শকুন্তলা, মনে ব্যথা আর গোপন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সখী! যদি তোমাদের কাছে না বলিব, আর কার কাছেই বলিব; কিন্তু, মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া, তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী! এই নিমিত্তই ত আমরা এত আগ্রহ করিতেছি। তুমি কি জান না, আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও, দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

এই সময়ে, রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবেন। প্রথমদর্শনদিবসে, প্রস্থানকালে, সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করাতে, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল; তথাপি, এখন কি বলিবেন, এই ভয়ে অভিভূত ও কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন, সখী! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি— এই মাত্র কহিয়া, লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখী! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি, তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখী! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ; অথবা, মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?

রাজা, শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, যা শুনিবার, তা শুনিলাম; এত দিনের পর আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

শকুন্তলা কহিলেন, সখী! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না; এখন প্রাণ-বিয়োগ হইলেই পরিত্রাণ হয়। প্রিয়ংবদা, শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখী! আর ইহাকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই; আমার মতে, আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নয়; ত্বরায় কোনও উপায় করা আবশ্যক। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখী! যাহাতে, অবিলম্বে, অথচ গোপনে, শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয়, এমন কি উপায়, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী! গোপনের জন্যেই ভাবনা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসূয়া কহিলেন, কি জন্যে, বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, কেন, তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষিও, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছেন?

রাজা, শুনিয়া, স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যথার্থই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত হইয়া, আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং দুর্ব্বল ও কৃশও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! শকুন্তলার প্রণয়পত্রিকা করা যাউক; সেই পত্রিকা, আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া, নির্ম্মাল্যচ্ছলে, রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব। অনসূয়া কহিলেন, সখী! এ অতি উত্তম পরামর্শ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন, সখী! আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয়, তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত একখানি প্রণয়পত্র রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন, সখী! রচনা করিতেছি; কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন, এই ভয়ে, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সুন্দরী! তুমি, যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই, তোমার সমাগমের নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, কহিলেন, অয়ি আত্মগুণাবমানিনি!

কোন্ ব্যক্তি আতপত্র দ্বারা শরৎকালীন জ্যোৎস্নার নিবারণ করিয়া থাকে? শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, সখী! রচনা করিয়াছি, কিন্তু লিখনসামগ্রী কিছুই নাই, কিসে লিখি, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই পদ্মপত্রে লিখ।

লিখন সমাপন করিয়া শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন, ভাল, শুন দেখি, সঙ্গত হইয়াছে কি না। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—হে নির্দয়! তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি, তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া, নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি;—এই মাত্র শুনিয়া, অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া, রাজা সহসা শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, সুন্দরী! তুমি সন্তাপিত হইতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরম সমাদরে, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, বসিবার সংবর্দ্ধনা করিলেন। শকুন্তলাও, নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন রাজা শকুন্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরী! গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই; তোমার দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্দ্ধনলাভ হইয়াছে। বিশেষতঃ, তোমার শরীরে যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোনও মতেই শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় সাতিশয় জড়ীভূতা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যাঁহার জন্যে তত উতলা হইয়াছিলে, এখন, তাঁহারে দেখিয়া, এত কাতর হইতেছ কেন? রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আজ আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থ দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন সুস্থ হইবেন। শকুন্তলা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিতে পাই, রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না; অতএব, আমরা যেন, সখীর নিমিত্ত, অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন, যথার্থ বটে, রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে। কিন্তু, আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, তোমাদের সখীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন, সখী! আমরা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা, কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর। সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! যদি কিছু বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেক; পরোক্ষে কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন, অনসূয়ে! মৃগশাবকটি উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধকরি, আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে; আমি উহাকে উহার মার কাছে দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখী! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহারে ধরিতে পারিবে না; চল, আমিও যাই। এই বলিয়া, উভয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, সখী! তোমরা দুজনেই আমায় ফেলিয়া চলিলে, আমি একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখী! একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম! এই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, উভয়ে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল, এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরী! সখীদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি; যখন যে আদেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবেক। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মাননীয় ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে অকারণে অপরাধিনী করেন কেন। এই বলিয়া, শয্যা হইতে উঠিয়া শকুন্তলা গমনোম্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরী! এ কি কর, একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল অতি উত্তাপের সময়; এ অবস্থায়, এ সময়ে, লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। এই বলিয়া, হস্তে ধরিয়া, রাজা নিবারণ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই; তুমি জান না, আমি আপনার বশ নই। রাজা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবের তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার করিতেছ কেন? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমায় পরের অধীন করিয়া পরের গুণে মোহিত করে কেন?

এই বলিয়া, শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনরায় শকুন্তলার হস্তে ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, সুন্দরী! তুমি গুরুজনদের ভয় করিতেছ কেন? ভগবান কণ্ব কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত রাজর্ষিকন্যারা, গুরুজনের অগোচরে, গান্ধর্ব্ব বিধানে, অপরূপ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবেন না, এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া, চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরী! তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া ইঁহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া, লতাবিতানে আবৃতশরীরা হইয়া, শকুন্তলা কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন।

রাজা একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া আমায় এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন। পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন, আর প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল? এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে, শকুন্তলার মৃণালবলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন; এবং পরম সমাদরে বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক, কৃতার্থম্মন্য চিত্তে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয়, অচেতন হইয়াও, এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, ইহা শুনিয়া, আর বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই বা যাই; অথবা মৃণালবলয়ের ছল করিয়া যাই; এই বলিয়া, পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র হর্ষসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন, এই যে আমার জীবিতেশ্বরী আসিয়াছেন! বুঝিলাম, দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয়

হইলেন, তাহাতেই পুনরায় প্রিয়ারে দেখিতে পাইলাম। চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপ্রার্থনা করিল, অমনি নব জলধর হইতে শীতল সলিলধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্দ্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে, আমি মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন, যদি তুমি আমায় যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তবেই তোমার মৃণালবলয় তোমায় দি, নতুবা দিব না। শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন, আইস, এই শিলাতলে বসিয়া পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা, শকুন্তলার হস্ত লইয়া, মৃণালবলয় পরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা একান্ত আকুল-হৃদয় হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! সত্বর হও, সত্বর হও। রাজা, আর্য্যপুত্রসম্ভাষণ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীত প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে; বুঝি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। অনন্তর, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরী! মৃণালবলয়ের সন্ধি সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইতেছে না; যদি তোমার মত হয়, প্রকারান্তরে সংযোজন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোমার যা অভিরুচি।

রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন সুন্দরী! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন, দেখিব কি, আমার নয়নে কর্ণোৎপলরেণু পতিত হইয়াছে, এজন্য দেখিতে পাইতেছি না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার অনুমতি হয়, ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে অতিশয় উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমায় অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, সুন্দরী! অবিশ্বাসের বিষয় কি, নূতন ভৃত্য কি কখনও প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে? শকুন্তলা কহিলেন, ঐ অতিভক্তিই অবিশ্বাসের কারণ। অনন্তর রাজা, শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া, তাঁহার মুখকমল উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা, সুন্দরী! শঙ্কা কি, এই বলিয়া, শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে শকুন্তলা কহিলেন, তোমায় আর পরিশ্রম করিতে হইবে না; আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে; আর কোনও অসুখ নাই। মহারাজ! আমি অতিশয় লজ্জিত হইতেছি; তুমি আমার এত উপকার করিলে; আমি তোমার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। রাজা কহিলেন, সুন্দরী! আর কি প্রত্যুপকার চাই? আমি যে তোমার সুরভি মুখকমলের আঘ্রাণ পাইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট পুরস্কার হইয়াছে; মধুকর কমলের আঘ্রাণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সন্তুষ্ট হইয়াই বা কি করে।

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, চক্রবাকবধূ! রজনী উপস্থিত; এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও; এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শকুন্তলা সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতৃষ্বসা আর্য্যা গৌতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন; এই নিমিত্তই, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, চক্রবাক ও চক্রবাকীর ছলে, আমাদিগকে সাবধান করিতেছে; তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম, যেন পুনরায় দেখা হয়, এই বলিয়া, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া, শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হইয়াছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হইয়াছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব শরীরে, সেচন করিয়া, কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র, মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপবাহ্ণ হইয়াছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। পরিশেষে, গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহণসমাধানপূর্ব্বক, ধর্ম্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া রাজা নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা দুষ্মন্ত প্রস্থান করিলে পর, এক দিন, অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন, সখী! শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিধানে আপন অনুরূপ পতি পাইয়াছে বটে; কিন্তু আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সমাগমে শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী! সে আশঙ্কা করিও না; তেমন আকৃতি কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন, সখী! আমার বোধ হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কর্ম্ম হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথম অবধি এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন, গুণবান্ পাত্রে কন্যাপ্রদান করিব; যদি দৈবেই তাহা সম্পন্ন করিল, তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য হইলেন। সুতরাং, ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলা, অতিথিপরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়া, একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা আছেন, দৈবযোগে, দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, আমি অতিথি। শকুন্তলা, রাজার চিন্তায় নিতান্ত মগ্ন হইয়া, এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে রোষবশ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অবমাননা করিলি। তুই, যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আমায় অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোরে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা, শুনিতে পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ ঘটিল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোনও পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রিয়ংবদা কহিতে লাগিলেন, সখী! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা, ইহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ, শাপ দিয়া রোষভরে সত্বর প্রস্থান

করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর কি হইবেক বল। শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন। আমিও, এই অবকাশে, কুটীরে গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। অনসূয়া কুটিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সখী! জানই ত, দুর্ব্বাসা স্বভাবতঃ অতি কুটিলহৃদয়; তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন; তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম, নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম, ভগবন্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন, ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি, প্রস্থানকালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছেন। অতএব, শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, ঐ অঙ্গুরীয় দেখাইলেই তাঁহার স্মরণ হইবেক। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণে, তাঁহারা কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শকুন্তলা, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদ্রিতনয়না, চিত্রার্পিতার ন্যায়, উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে? অনসূয়া কহিলেন, সখী! এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে কর্ণান্তর করা হইবেক না: শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী! তুমি কি পাগল হইয়াছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ সলিলে নবমালিকার সেচন করে?

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল—মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন। মহর্ষি, এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ সৎ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর তিনি প্রফুল্ল বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া, সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্থির করিয়াছি, অবিলম্বে, দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমায় পতিসন্নিধানে পাঠাইয়া দিব। অনন্তর, তদীয় আদেশ ক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। নয়ন

অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহ বশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈধব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু! অনন্তর, তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না। যিনি, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহ বশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া; প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখী! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখী! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া; নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণী! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখী! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখী! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম ; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে ! শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপে নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই ; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীর-পাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে কণ্ব, কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস ! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি ; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; আর, শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে ; আমাদের এই পর্যন্ত প্রার্থনা ; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! এক্ষণে তোমাদেরও কিছু উপদেশ দিব ; আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি ; তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে ; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না ; স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিনীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয় ; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া বলিলেন, দেখ, গোতমীই বা কি বলেন। গোতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা ! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে ! আমরা আর অধিক দূরে যাইব না ; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবেক ? ইহারা সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে ! ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব, সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না ; গোতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদগদ স্বরে কহিলেন, তাত ! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে ! এত কাতর হইতেছ কেন ? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত ! আবার কতদিনে এই তপোবনে আসিব ? কণ্ব কহিলেন, বৎসে ! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন, বাছা !আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায় ; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও ; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখী ! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখী ! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, সখী ! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল। তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখী ! ভীত হইও না ; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গোতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দুষ্মন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন ! কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে ! প্রিয়ংবদে ! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন ; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয় ; তদ্রূপ অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক দিন, রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্যসমাধানান্তে, একান্তে আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কালযাপন করিতেছেন ; এমন সময়ে, হংসপদিকা নামে এক পরিচারিকা, সঙ্গীতশালায়, অতি মধুর স্বরে, এই ভাবের গান করিতে লাগিল, অহে মধুকর ! অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয়প্রদর্শন করিয়া, এখন, কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহারে এক বারে বিস্মৃত হইল কেন ?

হংসপদিকার গীতি শ্রবণগোচর হইবামাত্র, রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন ; কিন্তু, কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এমন আকুল হইতেছে ? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না ; কিন্তু, প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা, মনুষ্য, সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ ! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছেন ; কি আজ্ঞা হয়। রাজা তপস্বীশব্দ শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া, অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইসেন ; আমিও ইত্যবকাশে

তপস্বীদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ প্রদানপূর্ব্বক কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাজা অগ্নিগৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবান কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন? কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কি কোনও দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আমার মন অতিশয় আকুল হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্বিঘ্নে ও নিরাকুল চিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই হেতু প্রীত হইয়া, মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত, তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহাদের উপস্থিতির প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন, ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে সাতিশয় প্রীত হইতে হয়, এবং সবিশেষ প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে, বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্র ভাব অবলম্বন করে, সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে তাঁহারা অনুদ্ধতস্বভাব হয়েন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গৌতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গৌতমী কহিলেন, বৎসে! শঙ্কিতা হইও না; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও নিরতিশয় আকুলহৃদয়া হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন? পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। রাজা কহিলেন, ও কথা ছাড়িয়া দাও, পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নহে। এ দিকে, শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসনপরিগ্রহ করিতে কহিলেন। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, নির্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি শাসনকর্ত্তা থাকিতে, ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন, অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কণ্বের কুশল? ঋষিরা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আমাদের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন,—মহর্ষি কহিয়াছেন, আপনি আমার অনুপস্থিতিকালে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি; আপনি সর্ব্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র; এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, গ্রহণ করুন। গৌতমীও কহিলেন, মহারাজ! আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই; তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে?

শকুন্তলা, মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন! রাজা দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাপরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং, শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা এক বারে ম্রিয়মাণা হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, আপনি এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, পরিণীতা নারী যদিও সর্ব্বাংশে সাধুশীলা হয়, সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী হইলে, লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে; এই নিমিত্ত, সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন, কই, আমি তো ইঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া, বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন! হৃদয় যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব, রাজার অঙ্গীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততার আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন; অন্যে অন্যায় করিলে আপনি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্মদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন, আপনি আমায় এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়, তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন, আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোনও ক্রমে এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অবনতমুখী দেখিয়া, গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে মহারাজ তোমায় চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংশয়ারূঢ় হইয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন, মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোনও ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না! সুতরাং, কি প্রকারে ইঁহাকে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি; বিশেষতঃ, ইঁনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্ব্বনাশ! এক বারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখসম্ভোগে

কালহরণ করিব বলিয়া, যত আশা করিয়াছিলাম সমুদয় এক কালে নির্ম্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! বিবেচনা করুন, মহর্ষি কেমন মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছেন! আপনি, তাঁহার অগোচরে, তাঁহার অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া, তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষপ্রকাশ বা অসন্তোষপ্রদর্শন না করিয়া বিলক্ষণ সন্তোষপ্রদর্শন করিয়াছেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যারে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে, প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদৃশ সদাশয় মহানুভবের অবমাননা করা, মহারাজের কোনও মতেই কর্ত্তব্য নহে। আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যনির্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন; তিনি কহিলেন, অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্জাল বিস্তারিত করিবার প্রয়োজন নাই; আমি এক কথায় সকল বিষয়ে শেষ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন; এক্ষণে তোমার যাহা বলিবার থাকে, বল, এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি জন্মে, তাহা কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদু স্বরে কহিলেন, যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব; কিন্তু আত্মশোধনের নিমিত্ত কিছু বলা আবশ্যক। এই বলিয়া, আর্য্যপুত্র! এই মাত্র সম্ভাষণ করিয়া, শকুন্তলা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর কহিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আর আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করা উচিত হইতেছে না। এইরূপ বলিয়া তিনি কহিলেন, পৌরব! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষা কালের নদী তীরতরুকে পতিত ও আপন প্রবাহকে পঙ্কিল করে, তেমনই তুমিও আমায় পতিত ও আপন কুলকে কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন, এ উত্তম কল্প; কই, কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে, ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন, অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন তিনি বিষণ্ণা ও ম্লানবদনা হইয়া গোতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গোতমী কহিলেন, বোধ হয়, আলগা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, স্ত্রীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি, এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে, ইহা তাহার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

শকুন্তলা রাজার এইরূপ ভাব দর্শনে ম্রিয়মাণা হইয়া কহিলেন, আমি দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ অঙ্গুরীয়প্রদর্শন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোনও কথা বলিতেছি যে, তাহা শুনিলে, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবশ্যই তোমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইবেক। রাজা কহিলেন, এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন, মনে করিয়া দেখ, এক দিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকামণ্ডপে বসিয়া ছিলাম। তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙা ছিল। ইহা কহিয়া

শকুন্তলা রাজার মুখ পানে তাকাইলে, রাজা কহিলেন, ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন, সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহারে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকটে আসিল না; পরে, আমি হস্তে করিলে, আমার নিকটে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা দুজনেই জঙ্গলা, এজন্য ও তোমার নিকটে গেল। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। গৌতমী শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিত, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। রাজা কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধতাপসি! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয় না; মানুষের ত কথাই নাই, পশু পক্ষীদিগেরও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা, কেমন কৌশল করিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন, অনার্য্য তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন, তাপসকন্যে! দুষ্মন্ত গোপনে কোনও কর্ম্ম করে না; যখন যাহা করিয়াছে, সমস্তই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন, তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব, এই বিশ্বাস করিয়া, যখন আমি মধুমুখ হলাহলহৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এরূপ ঘটিবেক, ইহা বিচিত্র নহে। এই বলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কর্ম্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয়। শার্ঙ্গরবের তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই, তাহার কথা অপ্রমাণ; আর, যাহারা পর-প্রতারণা বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবেক? তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম, প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবেক? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, নিপাত! রাজা কহিলেন, পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

এইরূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া শারদ্বত কহিলেন, শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলের প্রয়োজন নাই; আমরা গুরুনিয়োগের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই, চল। এই বলিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী, তিন জনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমায় ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি

হইবেক ;এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন, বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে ; দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এখানে থাকিয়া আর কি করিবেক, বল। আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া সরোষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন, দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থ সেরূপ হও, তাহা হইলে, তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে ; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর, যদি তুমি আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে, পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব, এই খানেই থাক, আমরা চলিলাম।

তপস্বীদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি উঁহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা প্রাণান্তেও পরবনিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না, চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন, সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনি পরকীয় মহিলার আশঙ্কা করিয়া অধর্ম্ম ভয়ে শকুন্তলাপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইতেছেন ; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীলোক মিথ্যা বলিতেছেন, এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী হই।

পুরোহিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন, কি, আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন, ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, এ কথা বলি কেন? সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন, আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত হইবেক। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হয়, ইঁহাকে গ্রহণ করিবেন, নতুবা ইঁহার পিতৃসমীপগমন স্থির রহিল। রাজা কহিলেন, যাহা আপনাদের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন, তবে আমি ইঁহাকে প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার আলয়ে লইয়া রাখি। পরে, তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবী! বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করি ; আর আমি এ প্রাণ রাখিব না ; এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয় অনন্য মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল! কি হইল! বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অপ্সরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টের দোষকীর্ত্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল ; অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সে বিষয়ের আর প্রয়োজন নাই ; আপনি আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া নিতান্ত আকুলহৃদয় হইয়াছিলেন; এজন্য, অবিলম্বে সভাভঙ্গ করিয়া শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলকোণ হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কতিপয় দিবসের পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে, ঐ মৎস্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে, তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল। ঐ অঙ্গুরীয় লইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, সে এক মণিকারের আপণে বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর স্থির করিয়া, নগরপালের নিকট সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোরে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া নগরপাল চৌকিদারকে হুকুম দিলে, চৌকিদার ধীবরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকিদার! আমি চোর নহি আমায় মার কেন? আমি কেমন করিয়া এই আঙটি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া সে কহিল, আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর কহিল, আজ সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতরে এই আঙটি দেখিতে পাইলাম। তার পর, এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আমায় ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি না; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল, অঙ্গুরীয়ে আমিষগন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকিদারকে কহিল, তুই এ বেটাকে এই খানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজবাটীতে গিয়া এই বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি। রাজা শুনিয়া যেরূপ অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল; এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকিদারকে কহিল, অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নয়। অঙ্গুরীয়প্রাপ্তি বিষয়ে ও যাহা কহিয়াছে, বোধ হইতেছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর, রাজা উহারে অঙ্গুরীয়তুল্য এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া নগরপাল ধীবরকে বিদায় দিল, এবং চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র, শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি, নিরতিশয় কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং, শকুন্তলার পুনর্দর্শন বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া, সর্ব্ব বিষয়ে

নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি এক বারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, তিনি সর্ব্বদাই ম্লান ও বিষণ্ণ বদনে কালযাপন করিতে লাগিলেন; লোকমাত্রের সহিত বাক্যালাপ এক কালে রহিত হইল; কোনও ব্যক্তির, কোনও কারণে, রাজসন্নিধানে গতিবিধি এক বারে প্রতিষিদ্ধ হইয়া গেল। কেবল প্রিয় বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। মাধব্য সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত; নয়নযুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে, মাধব্য তাঁহাকে প্রমোদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়স্য! যদি তুমি তপোবনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে তিনি উপস্থিত হইলে, প্রত্যাখ্যান করিলে কেন? রাজা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া আমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া, কতই দুর্বাক্য কহিয়াছি, কতই অবমাননা করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাকশক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর, মাধব্যকে কহিলেন, ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম; তোমায় ত সমুদায় বলিয়াছিলাম; তুমি কেন কথাপ্রসঙ্গেও কোনও দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপিত কর নাই? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে?

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! আমার দোষ নাই; সমুদয় কহিয়া পরিশেষে তুমি বলিয়াছিলে শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই পরিহাসমাত্র, বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত, নির্বোধ; তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত, কখনও সে বিষয়ের উল্লেখ করি নাই। বিশেষতঃ প্রত্যাখ্যানদিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না; থাকিলে, যাহা শুনিয়াছিলাম, আবশ্যক বোধ হইলে বলিতে পারিতাম। রাজা, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে কহিলেন, বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোকের ও মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়ই বায়ুভরে বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? তুমি গম্ভীরস্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন ও শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয় বয়স্যের প্রবোধবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু, মন আমার কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিতেছে না; কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া, প্রস্থানকালে, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার বক্ষঃস্থলে বিষদগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমি তৎকালে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ যাবে না।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানার্থে কহিলেন, বয়স্য ! অত কাতর হইও না; কিছুদিন পরে পুনরায় শকুন্তলার সহিত নিঃসন্দেহ তোমার সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন, বয়স্য ! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আর সে আশা করি না। এ দেহধারণে, আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। ফলকথা এই, এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে ! নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কেন ? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য ! কোনও বিষয়েই নিতান্ত হতাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে ? দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আসিবেক, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া, অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অঙ্গুরীয় ! তুমিও আমার মত হতভাগ্য, নতুবা, প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, কি নিমিত্ত সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে ? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য ! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে ? রাজা কহিলেন, রাজধানীপ্রত্যাগমন সময়ে, প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! কত দিন আমায় নিকটে লইয়া যাইবে ? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম, প্রিয়ে ! তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে, গণনাও সমাপ্ত হইবেক, আমার লোক আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেক। প্রিয়ার নিকট সবল হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু মোহান্ধ হইয়া, এক বারেই বিস্মৃত হই।

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য ! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে, সলিলে পতিত হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি এই অঙ্গুরীয়ের যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন, অরে অঙ্গুরীয় ! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল, বল্। অথবা তোরে তিরস্কার করা অন্যায় ; কারণ, অচেতন ব্যক্তি কখনও গুণগ্রহণ করিতে পারে না ; নতুবা, আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়ারে পরিত্যাগ করিলাম ? এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি তোমায় অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি, অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ; দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর।

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে চতুরিকানাম্নী পরিচারিকা এক চিত্রফলক আনিয়া দিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, বয়স্য ! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রদর্শন করিয়াছ ! দেখিয়া কোনও মতে চিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ লাবণ্যের মাধুরী ! কি অঙ্গসৌষ্ঠব ! কি অমায়িক ভাব ! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে ! রাজা কহিলেন, সখে ! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহারে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে। এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন, চতুরিকে ! বর্ত্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস ; অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন, সখে! আমি, স্বাদুশীতলনির্ম্মলজলপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসার শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি; প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন, তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যে রূপে হরিণগণকে তপোবনে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনী নদীতে কেলি করিতে দেখিয়া ছিলাম, সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; আর, প্রথম দর্শনের দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম, তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র দিল। রাজা পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন; রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত অমাত্য আমায় তদীয় সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়! নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং বহু যত্নে বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জ্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে, তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমায় মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার পুত্রমুখনিরীক্ষণের আশা নাই।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা অপুত্রতানিবন্ধন শোকের সংবরণ পূর্ব্বক প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে; তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতে পারে; অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী কহিল, মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠীকন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত পুনরায় শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া, মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা পুরঃসর আসনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয় নামে দুর্দান্ত দানবগণ দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে; কতিপয় দিবসের নিমিত্ত দেবলোকে গিয়া আপনাকে দুর্জ্জয় দানবদলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম, পরে মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম; আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তিনি একাকী সমস্ত রাজকার্য্যের

পর্য্যালোচনা করুন।

এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া রাজা ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা দানবজয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্যসমাধানের পর, মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন, আমি আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে অতিশয় সঙ্কুচিত হই! মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া সঙ্কুচিত হন; দেবরাজও স্বকৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিও না; বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সৎকার করিয়া থাকেন, তাহা মাদৃশ জনের মনোরথেরও অগোচর। দেখ, সমবেত সর্ব্ব দেব সমক্ষে অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানব জয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিতে গেলে, আজ কাল মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব রহিয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি, সে দেবরাজেরই মহিমা; নিযুক্তেরা প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া উঠে। যদি সূর্য্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, তাহা হইলে, অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন? তখন মাতলি সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিনয় সদ্‌গুণের শোভাসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বার্ত্তয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া, কিয়ৎ দূর আগমন করিয়া, রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্ব্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট পর্ব্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি; তপস্বীদিগের তপস্যাসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান; ভগবান্ কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব; এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণে চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। তুমি রথ স্থির কর, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অধিকদূরবর্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎ দূরে গমন করিয়া, এক ঋষিকুমারকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? ঋষিকুমার কহিলেন, এক্ষণে তিনি নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমি

মহর্ষির নিকট আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করিতেছি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই; তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? রাজা মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, বৎস! এত উদ্ধত হও কেন, এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে! এখানে যাবতীয় জীব জন্তু স্থানমাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না; এমন স্থানে কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে? যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে; সিংহশিশু অবিকৃত চিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর, তিনি কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরষে পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এরূপ স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎসে! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর, যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহশাবকের উপর অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎসে! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটি ভাল খেলনা দিব।

রাজা এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলনা দিবে দাও বলিয়া, হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদের সঙ্গে কোনও খেলনা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলনা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখী! ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে

ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র, দেখিলে মনে এত স্নেহদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না! আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে; হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে; তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি হতভাগ্য। সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; এবং পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব; এবং অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া কুপিত হইয়া বালক কহিল, এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুটিকে অতিশয় বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তদীয় হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুটিকে কোনও মতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এমন সময়ে এখানে কোনও ঋষিকুমার নাই যে নিরীহ সিংহশিশুকে এই দুর্দ্দান্ত বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ছাড়াইয়া দেয়। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে তদনুরূপ সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন, বালকের আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়; কিন্তু, এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্ভাবনা নাই এজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরকীয় পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।

বালক নিতান্ত দুর্দ্দান্ত হইয়াও রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া; এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, ঐ বালক ঋষিকুমার নহে, ইহা অবগত হইয়া, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়! রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা প্রথমতঃ সাংসারিক সুখভোগ সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; তবে এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন, ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন; পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ, এই দুই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুনর্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাই হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তিনি তাপসীকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ ব্যক্তির পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নামকীর্ত্তন করিবেক? রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কথা আমাদেরই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এক কালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক; অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক, অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলাশব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার কাহাকেও দেখে নাই; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত নিতান্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলা বন্যশব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণগোচর করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীরও নাম শকুন্তলা? কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবেক কেন? অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবল বেগে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তি -রহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদগদ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজা মনের আবেগসংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা পূর্ব্বক তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উপনীত হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনরায় তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা

অস্তব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! উঠ, উঠ ; তোমার দোষ কি ; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পবারিপূরিত নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ! প্রত্যাখ্যান কালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম ; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল ; প্রবল প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর দুঃখাবেগের সংবরণ করিয়া শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। কি রূপে আমি পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে উপনীত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে ! তৎকালে তুমি আমায় যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই ; ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল ; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, মহারাজ ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে আশ্রমে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন ; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে ! চল, আজ উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকটে যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে ! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দোষাবহ নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন ; তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ, বৎস ! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর , এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ; অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে ! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ ; তোমায় অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব ; তুমি শচীসদৃশী হও। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া কশ্যপ উভয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ণ বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। মৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় তপোবনে উপস্থিত হইয়া আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে, ইঁনি যৎকালে রাজধানীতে নীত হন, তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে, ইঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি

মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট, যার পর নাই, অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আর, যাহাতে ভগবান্ কণ্ব আমার উপর অক্রোধ হন, আপনাকে তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! রাজা তপোবন হইতে স্বীয় রাজধানী প্রতিগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলে, সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি কুপিত হইয়া তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় করিলেন। তখন তিনি কহিলেন, এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, বৎস! দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তুমি ইঁহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপমোচনের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়দর্শনমাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া রাজা কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল; নতুবা আর্য্যপুত্র এমন সরলহৃদয় হইয়া কেন আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যেই তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্নপূর্ব্বক আর্য্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজ ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষোভ থাকিত।

পরে কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া উত্তর কালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে, কশ্যপ দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদপ্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ; অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

O

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

[সামাজিক নাটক]

(১৬ বৈশাখ, ১২৯৬ সাল ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

যোগেশচন্দ্র ঘোষ (ধনাঢ্য ব্যক্তি)। রমেশচন্দ্র (এটর্ণি, যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা)। সুরেশচন্দ্র (যোগেশের কনিষ্ঠ)। যাদব (যোগেশের পুত্র)। পীতাম্বর (যোগেশের কর্ম্মচারী)। কাঙালীচরণ (ডাক্তার)। শিবনাথ (সুরেশের বন্ধু)। মদন ঘোষ (বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো)। ভজহরি (কাঙালীর ভাগিনেয়)।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দাওয়ান, হনেস্পেক্টর, জমাদার, পাহারাওয়ালাগণ, ইন্টারপ্রিটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, কয়েদীগণ, জেল-ডাক্তাব, ব্যাপারীদ্বয়, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, জেলদ্বাররক্ষক ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

উমাসুন্দরী (যোগেশের মাতা)। জ্ঞানদা (যোগেশের স্ত্রী)। প্রফুল্ল (রমেশের স্ত্রী)। জগমণি (কাঙালীর স্ত্রী)। খেমটাওয়ালীদ্বয়, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

প্রথম গর্ভাংক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটী আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর দুটীকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন রমেশ সুরেশও তেমনি। মেজ বৌমাকে যত্ন কোরো, মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজ বৌমাকে যত্ন কর্লে তোমাকে মার মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল পার্ব্বণ বার ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো, এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চোলো, বরং দুকথা শুনো তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও; আর কি বল্‌বো মা, পাকা চুলে সিন্দুর পরে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর ঘরকন্না কর।

জ্ঞান। হাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আস্‌বে না?

উমা। কেমন করে বলবো মা, গোবিন্‌জী, কি পায়ে রাখ্‌বেন!

জ্ঞান। না মা তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌বে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌বো? তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর ঘরকন্নার কি জানি মা।

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড় বাড়ন্ত; তোমায় কাঁচ বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েচি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। মা তুমি হেথায় রয়েছ আমি তেল নিয়ে সাৎটি খুজ্‌ছি তুমি রোজই বেলা কর্‌বে, আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো, তা তুমি তো নাইবে না, এস নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিট্‌ল না!

প্রফু। তুমি খেতে দাও বুঝি; যে দিন চাই সেই দিন বল পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি মলে খুব এক মাস ধরে ডালবাটা খাস্!

প্রফু। হাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক্, তার পর যাবি।

প্রফু। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে? সে বাসনে সগ্‌ড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমায় মাজ্‌তে দাও নি—এক দিন ডালের খোসা, এক দিন শাগের কুচি ছিল; আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞান। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি?

প্রফু। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা! ওঃ হরি! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা আগে যাওয়াই হোক।

প্রফু। ওমা শীগ্‌গির এস, বট্‌ঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস্ এখন, আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি।

প্রফু। না না তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক্ করে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাক্‌বে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌বো, সে নানান্ লট্‌খটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাও নি?

যোগে। না একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি চাটুজ্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগে। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামুণ গিন্নীর বড় সাধ আমার সঙ্গে যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুণের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগে। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখন কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরে-ছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখন তোদের একটা ভাল সামিগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি; কিন্তু বাবা, তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা হয়েছে দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই, যারা যারা ধারে তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটী আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফির্‌তে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগে। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তোমরা উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না বলে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিইগে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে ফিরিয়ে দিই গে।

যোগে। মা, সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়? কোথায়?

যোগে। আমি তারে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেম্‌নি পাগল আছে।

উমা। বাবা, সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদ। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম করি।

মদ। আমি বল্‌ছিলুম কি বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় করে একটা বে থা দাও না। যেমন মেয়ে হয় একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুন্‌ছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগে। মদন দাদা, তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুন্দরীর চেলা দিয়ে!

মদ। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর বংশটা লোপ হয় যে!

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ কোরো না। তোমার নাত্‌বোয়েদের আশীর্ব্বাদ ক'রে এস। তোমার মেজ নাত্‌বো'র আজও ব্যাটা হয় নি আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদ। ব্যাটা হয় নি! সে কি! চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগে। আচ্ছা মা।

[উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকরুণের এক কথা! ওরে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগে। ঐ যে ওঁরে মাদুলী দিয়েছিল তার পর আমরা হয়েছি।

জ্ঞান। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বস্‌লে কি গা! নাইবে টাইবে না?

যোগে। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জ্ঞান। হাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগে। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো, তার পর যা হয়।

জ্ঞান। যা হয় কি একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নির্বিষ্টি করে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগে। মাকে রেখে এসে, ভাব্‌ছি দিন কতক বেড়িয়ে আসব, তুমি যাবে? যাও তো, নিয়ে যাই।

জ্ঞান। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ!

যোগে। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞান। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে, স্নান কর গে; বাবা, ভালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্‌ নেই!

যোগে। সক্‌ করবো কি, সক্‌ করবার কি দিন পেয়েছিলুম! তুমি তো জান না, দুটী অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি। বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া করে রইলুম। সে এক দিন গেছে! এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি, এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না, তা ভগবান্‌ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞান। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পুজো করি নি। তোমার সব গুণ ঐ একটু ঢুক্‌ করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে। ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগে। আমি তো মাত্‌লামো কর্‌তে খাই নি, হাড়ভাঙা মেহন্নৎ হয়, গা গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয় —এ কি জান, বিষ বল বিষ অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞান। অত হাড়ভাঙা মেহন্নতেই দরকার কি। একটু কম করে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগে। পাগল!

জ্ঞান। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হয়েছে।

যোগে। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি—রমেশ, ব্যস্ত আছ?

রমেশের প্রবেশ

রমে। আজ্ঞা না।

যোগে। বেরোবে না?

রমে। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগে। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক, আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম; নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পাত্তেম না; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ কর্‌তে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখ্‌তুম, আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী। এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি। কি জানি পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ ধর্ম্ম করুন তারিই ভাড়া থেকে চল্‌বে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি মাসে মাসে তাঁর সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে, আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তুমি এটর্ণি হয়েছ উকিলপাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বলো, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ও তো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে এখন কিছু হাতে না পায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমে। দাদা, আমাদের কি পৃথক্‌ করে দিচ্ছেন!

যোগে। না ভাই, তা নয়। এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনতি হোক না হোক; তুমি পরে বুঝবে যে, সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল। এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে তা থেকে আমার চল্‌বে! এক ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম কর্‌বো না। ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়্‌বাড়ন্ত হোক। যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি! এক অন্নেই রইলুম, তবে চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাক্‌বে, তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে (Advice) এড্‌ভাইস করেছি।

রমে। দাদা মহাশয়, সুরেশকে দিচ্ছেন দিন; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজ্‌-গার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'ন' [illegible] ল্‌তে পারি নি।

যোগে। রোজ্‌গার ক'রে দিতে চাও দিও তোমার ভাইপো রইলো। তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না; আর একটী কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাক্‌রী বাক্‌রী করে আন্‌ছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে; যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি! ভাই রে! আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি; সেটী অতিথশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথ গৃহস্থেরা এক একটী ঘর নিয়ে থাক্‌তে পাবে; আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার (Trustee) ট্রাষ্টি। আজকে একটা লেখা পড়া করবো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, এক দিনও একটু বিশ্রাম করি নি, একটু আলস্য হ'য়েছে।

রমে। আজ্ঞা, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আস্‌তে চান বেড়িয়ে আসুন।

যোগে। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষে বেড়াব, কি জানি শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমে। আজ্ঞা, যে রকম অনুমতি। আমি তা হ'লে বাড়ীতেই একটা তয়ের করে রাখি।

[রমেশের প্রস্থান।

জ্ঞান। ওমা! আবার ঢাল্‌ছ কেন?

যোগে। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন!

জ্ঞান। তা ওঠ না, নাইতে হবে না?

ঝিএর প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খপর দে।

যোগে। কে পীতাম্বর? কাঁদ্‌ছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানি নি, খপর দিতে বল্লেন।

যোগে। তারে এইখানেই ডাক্‌।

[ঝিএর প্রস্থান।

বড় বৌ, একটু সরে যাও। [জ্ঞানদার প্রস্থান।

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খপর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞা, বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জেলেছে!

যোগে। কি! কি! কি!—কোন্‌ ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞা, (Reunion) রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগে। আঁ! আঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা, "আজ বড় আমোদের দিন!" "আজ বড় আমোদের দিন!" আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না,—

যোগে। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হই নি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের কর গে, (Insolvent Court) ইন্‌সল্‌ভেন্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজগার করে-ছিলেন গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার কর্‌বেন।

যোগে। হাঁ, হাঁ, তুমি যাও, আমি সব বুঝি। পীতাম্বর, সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজ্‌গার করেছি, গেল—একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল!

(মদ্যপান)

পীতা। বাবু! বাবু! করেন কি! সর্ব্ব-নাশের উপর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না,—

যোগে। না না যাও, তুমি যাও—পীতা-ম্বর, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা,—আসুন সর্ব্বনাশ হয়।

[প্রস্থান।

জ্ঞানদার প্রবেশ

যোগে। বড় বৌ, "আজ বড় আমোদের দিন!" আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞান। গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?

যোগে। ভাবনা কি? অনেক ভাবনা! ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো, আবার হবে! ত্রিশ

বৎসর হ'ল,এক কথায় গেল,এক কথায় হবে! হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ! বাঃ! কি ফুর্তি! কুচ্‌পরওয়া নেই. মদ লেয়াও'—ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও:—বাঃ বাঃ এমন মজা'—কোন্ শালা খেটে মরে' বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন' আমি মদ আনি গে।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকুর পো! ঠাকুর পো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরে। কি বহুরূপি বিদ্যাধরী, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি, সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়্‌তিস্!

সুরে। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে দুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। এক ছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না। নগদ পয়সা, দুছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে, ব'স তামাক খাও।

সুরে। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে; পূজোর মন্তর কি? কসাং গলাং কাটিতং—কার গলা কাট্‌বো।

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না! যাও তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরে। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোশাকে?—না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপরাশী সেজেছিলে, বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কচ্ছো কেন?

সুরে। আচ্ছা, চাপরাশী রূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামা রূপে তো তামাক দাও, খাস্ বিদ্যাধরী রূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় বল দেখি? (সুর করিয়া)—

"খুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড্'

সুরে। বিদ্যাধরি, আবার বল; তোমার ইংরেজি বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল; আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্! গাধা ছোক্‌রা, তোরে বলি শোন্' রোজ রোজ দু-চার টাকা ধার করিস্, কি কত্তে? আমি কিছু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাই-কেই দিতে হবে; তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না।

সুরে। বাহবা বাঃ! বহুরূপিণি বিদ্যাধরি! সাবাস্! এ দোকান তুলে দিয়ে এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও,—আমি তোমার চাপকাণ পাগ্‌ড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙালীচরণ। জগা, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?

সুরে। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খর্‌সান্ খেয়ে কাস্‌ছি।

কাঙালীচরণের প্রবেশ

কাঙা। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কত-ক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম, দু-চার টাকা করে ধার কর্‌ছিস্ কেন? বিষয় বখরা করে নে, উকিলের চিঠি দে,—আমরা থেকে মকদ্দমা করে দিচ্ছি; তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙা। হাঁ হাঁ, ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে। কি বাবা, কি মনে করে?

সুরে। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা কতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। এক শো টাকার নোট কর্ত্তন তো?

সুরে। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে।

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দু শো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরে। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

(নেপথ্যে।)। কাঙালী বাবু, বাড়ী আছেন?

কাঙা। কে! বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল্ এ হরি-হর বাবুর বাড়ী, কাঙালী বাবুর বাড়ী নয়।

সুরে। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কী দোর দিয়ে বার করে দাও—মেজ দা!

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জানলা ভাংগা আছে, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

[সুরেশের প্রস্থান।

(নেপথ্যে।) বাড়ীতে কে আছ গো? কাঙালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙা। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস্।

[কাঙালীর প্রস্থান।

জগর দরজা খুলিয়া দেওন
ও রমেশ বাবুর প্রবেশ

জগ। আপনি কা'কে খুঁজ্‌ছেন?

রমে। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তাঁর কম্পাউন্ড।

রমে। আপনি মেয়েমানুষ, (Compounder) কম্পাউন্ডার।

জগ। ওমা, তাও তো বটে।

রমে। তাও তো বটে কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি তা বাবু বাড়ী নেই, আপনি এখন আসুন।

রমে। বাবু বাড়ী আছেন বৈকি। তুমি যখন (Compounder) কম্পাউন্ডার, আবার ঝি; বাবুকে ডাক গে বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই; বল, তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে। কে রে ঝি, কে রে?

কাঙালীর প্রবেশ

কাঙা। আমি এই প্রাক্‌টিশ করে খিড়্‌কী দোর দে ফিরে এলুম।

রমে। বসুন বসুন, কাঙালী বাবু বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙা। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমে। হাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সংগে ফেরাবি? যেই মাগীর সংগে ফেরাবি করেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের (Warrant) ওয়ারিণ বার কর্‌বার জন্যে।

কাঙা। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন? চাপরাসী:—

রমে। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা তো উনি হেথা হাজিরই আছেন ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্ক-গিরিও করে গিয়েছেন। আমি নূতন আপিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক। আপনার ভয় নেই আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছি নি, তারে ধাপ্পা দিয়ে দিইচি যে চারশো টাকা নিয়ে আয় সে এখন বিশ বাঁও জলে! এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙা। কই দেখি? কই দেখি?

রমে। এই দেখুন এ তো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেয়ে থাক্‌বে, আপনার ঠেয়ে দিচ্ছি নি। আমি নূতন উকিল বটে তবে নেহাত কাঁচা নই, পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল্ হয়ে তবে পাশ হয়েছি! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে আপনিও হাতে থাকা চাই বন্ধুত্বর নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা! তা বটে তো বাবা! মুখপোড়া মানুষ চেন না? এর সংগে আলাপ কর্, তোর কপাল ফির্‌বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবৎ পড়্‌লে! কি বাবা, কি কর্‌তে হবে বল। তুমি যা বল্‌বে, ষ্টুপিডের কাণ ধরে আমি করাব।

রমে। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এখন কাজের কথা বল।

রমে। সুরেশ বলে একটী ছোক্‌রা তোমার এখানে আসে?

কাঙা। কে সুরেশ?

জগ। আ মর! বুড়ো হলি, কা'কে বিশ্বাস কত্তে হয়, কা'কে অবিশ্বাস কত্তে হয় জানিস্ নি? এসে বাবা, এসে।

রমে। তোমার কাছে টাকা ধার করে?

জগ। হাঁ তা করে।

রমে। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক্ করতে হবে যাতে একখানা (Bond) বণ্ডে সই করে, বলো পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে (Endorse) এণ্ডরস্ করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙা। বুঝেছি, বুঝেছি।

রমে। বুঝেছ তো?

জগ। বুঝলে কি হবে তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ-মাস বোঝাচ্ছি নালিস করে, সে বলে আমি দাদার নামে নালিস করবো না।

রমে। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার?

কাঙা। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমে। তাকে ভয় দেখাও - নালিস করবো।

জগ। সে তো তাই চায় বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন? দাদা না দেয় বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে? একটু ঘটে বুদ্ধি নেই।

রমে। আচ্ছা ও বিষয় পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন? কাল থেকে বেরোবেন মাইনে পাবেন না আপনি ক্লায়েন্ট জোটাবেন তারই কষ্টের দশ আনা ছ-আনা; সেই ছ আনা আপনার মাহিনার হিসাবে জমা খরচ হবে।

কাঙা। তা বাবা আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই, আমি একটা বদ্‌নামী হয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না, যা হোক, ডিস্‌পেন্সরি খুলে নিকিরী-পাড়া ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক করে দিন পোষায়, আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু পাই। গোটা কুড়িক করে টাকা দিও, তার পর কষ্টের দশ আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার আনা বার আনাতেও রাজী আছি।

রমে। আচ্ছা, তার জন্যে আট্‌কাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই?

রমে। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন নূতন আপিস কচ্ছো, আমায় কেন রাখ না,—আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমে। তা রূপসি, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা; এখানে ডিস্‌পেন্সরি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে তোমায় দেব।

জগ। ডিস্‌পেন্সরিও চল্‌বে?

রমে। চলবে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমে। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। রূপসি, চল্লুম।

কাঙা। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে?

রমে। হাঁ, তা চল্‌বে।

রমেশের প্রস্থান।

কাঙা। জগা এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি আর কিছু ভাবি নে, এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে দেড়শো টাকা করে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের করে নেব আর চাঁৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া, বাগান একখানা কর্‌তেই হবে যা হ'ক ভবিতে তরকারীটে আস্‌বে, জগা কথা কচ্ছিস্ নি যে?

জগ। বল্ বল্ তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি, তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম করে সুরেশটাকে হাত করে রাখ্, ওদের ঘরওয়া বিবাদ বাধ্‌লো বলে, মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙা। তোর তো বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস করে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক,—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চখে দেখ্‌লুম, আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস্ কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখ্‌ছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস্, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়ার মৎলব যদি না থাকে তো, কি বলেছি। ওকে আমি দু-দিনে হাত করে ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরে। বিদ্যাধরি, মেজদা এসেছিল কেন হে?

জগ। ওরে তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে!—(পদধূলি প্রদান)

সুরে। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—বস্!

সুরে। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও—আমি হেণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।

কাঙা। তাই তো হে খুড়ো, তুমি এমন বোকা কেন?

সুরে। দেখ কাঙালী খুড়ো, বিদ্যাধরী শোনো, এ যে দু দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে চাচ্ছে বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাবছ বোকারাম টাকার লোভে একটা সই করে দেবে এখন। আমার নিজের টাকা থাক্‌তো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না, দাদার যে সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তা রূপসী বিদ্যাধরী পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পার্‌বো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস কর্‌বো।

সুরে। আমি তোমায় দুবেলা সাধ্‌ছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আর আমারও টাকা কটা শোধ যাবে, সুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুট্‌বে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয় ততই ভাল, বুঝ্‌লে বিদ্যাধরি? টাকা দেবে কি না বল।

জগ। না, আমার টাকা কড়ি নেই।

সুরে। তবে চল্লুম, সেলাম পেঁাছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। এক গুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

[সুরেশের প্রস্থান।

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ার মুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, এরে উল্টো প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই করে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনি সই কর্‌বে।

কাঙা। কি রকম, কি রকম?

জগ। রোস্, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাংক

দরদালান
প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরে। হাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ করেছে?

প্রফু। ঠাকুর পো আমার হাত পা পেটে সেঁদিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরুণ কাঁদ্‌ছেন; বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল!

সুরে। তা এখন দাদা কোথা?

প্রফু। এখন ভাল হয়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজ্‌তে, সে যদি চিকুরি দেখ্‌তে! ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল! দিদিকে লাথি মেরেছেন ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরে। দাদা খেয়েছেন?

প্রফু। ডাক্তার পাঠার কং খেতে বলে ছিলেন তাই খেয়েছেন, এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুর পো, অমনি করে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়! মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর শত্তুর হাস্‌ছে।

সুরে। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফু। হাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন; আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার ভাই, কান্না পাচ্ছে।

সুরে। আমিও তাই ভাব্‌ছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আন্‌তুম। বৌদিদির সেই মাদুলী পর্‌লে আর কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌তো না।

প্রফু। হাঁ ঠাকুরপো এমন মাদুলী?

সুরে। সে মাদুলীর কথা বল্‌বো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো

—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পর্‌লে আর কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। কি খাওয়ায় জান রাঙা জলপড়া। ভাগ্যিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জলপড়া নয় তুমি যদি খাও তো অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফু। ওমা! সে নাচাই বটে সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও আমি দিদিকে বলে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরে। তা হলে আর ভাব্‌না ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আন্‌লে ওষুধ ফল্‌বে না।

প্রফু। তবে কি হবে! আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরে। আর সেই যে মাক্‌ড়িগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফু। না, সে তুলে রেখেছি দিদি বলেছে কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরে। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফু। তা নাও আমি দিচ্ছি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাক্‌বো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

সুরে। দেখি কত দূর হয়। (লিখন) "মেজদাদা, মেজ বৌদিদির মাক্‌ড়ি লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিইছি।" ভায়াব দেখে অঙ্গ শীতল হবে! বল্‌বেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদ্‌ছিস্ কেন?

যাদবের প্রবেশ

যাদ। কাকা বাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরে। অসুখ করেছিল, দেখ্ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না কিসের, তোর অসুখ করে না?

যাদ। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরে। ডাক্‌বেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদ। তুমি বাইরে যেও না যদি আবার অসুখ করে।

সুরে। না, আর অসুখ কর্‌বে না।

প্রফুল্লের পুনঃপ্রবেশ

প্রফু। ঠাকুরপো, এই নাও।

সুরে। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদ। কাকী মা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফু। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্ তোরে আমি নিয়ে যাই।

সুরে। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা কাঁদিস্ নি। আমি কেমন সুন্দর বেটম-বল্ কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেল্‌তে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লের প্রস্থান।

এই যে, আমার বুদ্ধিমান্ মেজদাদা উপস্থিত, সইসের মাথায় যে ব্রাণ্ডীর কেশ দেখ্‌ছি: এ'র জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বা'র করে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি: ও এমন জলপড়া না! আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্! আমায় দেখে বামাল সাম্‌লাচ্ছেন!

রমেশের প্রবেশ

রমে। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্?

সুরে। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমে। কই দে।

সুরে। মেজ বৌদি'র হাতে দিইছি।

রমে। তোর হাতে কি?

সুরে। সুপুরি ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা?

রমে। ও কৌন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরে। কৌন্‌সুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি?—

[সুরেশের প্রস্থান।

রমে। ওরে, এ দিকে আয়, ওই উ দিকে রাখ্‌গে যা।

সইসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান

যাতে পরের অপকার, তা'তে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তার পরে বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তাতো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই,

ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে সই করে নেবার ভাবি নি, আজই হ'ক কালই হ'ক (mortgage) মর্টগেজ সই করে নিচ্ছি। ভাবনা (Registry) রেজেষ্টারী—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞান। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগে। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে, এই সর্ব্বনাশ, তা'র উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞান। ও আর মনে কর'না। ও ছাই আর ছুঁও না।

যোগে। আবার!

জ্ঞান। একবার যাদবকে ডাক।

যোগে। যাদব, এ দিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদ্‌ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম লেগেছে?

যাদ। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগে। অসুখ করেছিল ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদ। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না, আবার কাঁদ্‌ছ?

যাদ। বাবা, আর অসুখ কর' না, মা কাঁদ্‌বে, ঠাকুর মা কাঁদ্‌বে, কাকী মা কাঁদ্‌বে।

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুর মা'র কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদ। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞান। না না, গপ্প শুনগে ও ঘুমুগে। হাঁ গা, খানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগে। না না, পোড়ার মুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞান। তবে শোও গে।

যোগে। এই যাই, রমেশকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুই গে।

জ্ঞান। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদ। হাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞান। আর অসুখ কর্ব্বে কেন?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। এক দিনে কি কাণ্ড হ'য়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি কল্লুম, তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হ'য়ে গিয়েছে বোধ হচ্ছে যেন স্বপন; শেষটা কি দেন্দার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছা হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!—ভাই, সব শুনেছ?

রমেশের প্রবেশ

রমে। আজ্ঞা, শুনলুম বৈ কি।

যোগে। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমে। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খপর এলে লোক জলে ঝাঁপ দেয়, আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে, একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগে। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটি, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমে। না না আপনি বুঝ্‌ছেন না, (Sudden shock) সডন্ সকে একটা ব্যামো হ'তে পার্‌তো।

যোগে। না, যা হবার হযে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার (Close) ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড়লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমে। মা একটা বলছিলেন,—বলেন, এখন বেচ্‌লে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে, তিনি বল্‌ছিলেন বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগে। ছিঃ! তিনি যেন মেয়ে মানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন! লোকের কাছে জোচ্চোর হ'ব! সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুগ আর নাই চলুগ, আমায় বিশ্বাস করে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমে। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা. দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগে। আমি সকলকে ডেকে বলি যে. আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেবো। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের, তা'দের যেমন ইচ্ছে তা'ই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা করে বল্‌তে পারি. কখন প্রবঞ্চনার দিক্ দিয়ে চলি নি। যা'রা প্রবঞ্চক, তা'রা কখন ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল. দেখছ না. আমাদের জা'তে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ কত্তে পারে না: লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি তা'ই করেছি, সে বিশ্বাস কখনও ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমে। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন এই জন্যই শোনালুম।

যোগে। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন তিনি মা'ই হ'ন্ আর বাপই হ'ন্ তাঁ'র কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমে। কাল সকালে ডাকাব। দাদা, ময়রা-দের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্রাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ঔষধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চ'লে এসেছি।

যোগে। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমে। কে ডাক্তার না কি একটু ব্রাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগে। তবে ডিস্‌পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমে। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্যে একটা এনে-ছিলুম: আমি দিয়ে আসি গে।

যোগে। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ কর্ব্বো:

[রমেশের প্রস্থান।

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমে। দাদা, এই টুকু দিই ? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগে। বেশী না হয়।

রমে। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খপর দিয়ে পাঠাই. কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাব পত্র মিল্‌চ্ছে. সকলে তো আসতে পার্‌বে না।

যোগে। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

[রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান।

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদ। বাবা, ঠাকুর মা কাঁদ্‌ছে।

যোগে। কেন রে?

যাদ। ছোট কাকা বাবু চোর হয়েছে, কাকী-মার মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগে। সে কি! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবন পাঠান হয় না, চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!

যাদ। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে।

যোগে। করুগ, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা করে এসেছ, আমি পরিত্যাগ কর্ব্বো না, আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান।)

যাদ। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে তুমি অমন ক'র না।

যোগে। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদ। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুর মা বলেছে বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগে। যা, তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলুক: লোকনিন্দা কিসের ভয়?

সুরেশের প্রবেশ

সুরে। দাদা বাবু, কি কচ্ছেন?

যোগে। কেও সুরেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বলবো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ করে বেড়াও, কিছু চেষ্টা করনা। আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, —কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি। আর কি ভাবি যা হবার হবে, ক' দিক্ ভাব্‌বো? সব দিক্ ফাঁক! খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরে। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগে। মাকে ডাক্‌ছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করি নি, আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি! কিছু ভয় নেই, বস্, যা এই আংটীটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো?

যোগে। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের অষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান।)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? কেড়ে নে না।

যোগে। খবরদার,—মার্ ডালেগা!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমে। মা, তুমি সরে যাও, সরে যাও; যত মানা কর্ব্বে, তত বাড়াবে,—মাতালের দশাই ওই!

যোগে। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় করে চলেছি; লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

রমে। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠান্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরে। আয়, যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমে। মা, চেঁচিও না, চার দিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরে। চল মা চল, মেজদাদা ঠান্ডা কর্ব্বে এখন।

রমে। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগে। হাঁ বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমে। খেয়ে ঠিক্ থাক, তবে তো-

যোগে। ঠিক আছি, বেঠিক্ পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমে। হয়েছ বৈকি।

যোগে। চোপ্‌রাও!

রমে। চোপরাও?—কই, লেখ দেখি?

যোগে। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমে। অমন লেখা না, ঠিক সই কর্ত্তে পার, তবে--

যোগে। ঠিক্ কর্ব্বো, দাও।

রমে। (কলম দোয়াত, কাগজ প্রদান)

যোগে। (সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হুয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমে। কই দাও।

যোগে। (মোহর লইয়া মোহর করণ)

রমে। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে? দেখা যাগ।

যোগে। কি, কি কি ভাব্‌ছ? কাজ গুছিয়েছ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা! ও রমেশ এখনও যে ঠান্ডা হ'ল না?

রমে। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। মা, তুমি মানা কর্ত্তে এয়েছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম কেন? কি কাজ কল্লুম! তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হ'য়ে সংসার কল্লে, তার কি কল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখ্‌লুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি

কল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে- চেষ্টা করে তো এই কল্লুম্! মনে কচ্ছো, মাতলামো কচ্ছি? না, মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে উঠে জল দিই (মদ্যপান)। মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে মাতাল হয়েছে!

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস্? ও বাবা, কোথায় যাস্? ও সুরেশ, তোর দাদাকে দেখ্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

যোগেশের বাটীর চক্

ব্যাঙ্কের দাওয়ান ও রমেশ

দাও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমে। তাঁর ভারি অসুখ! তিনি শুয়ে আছেন।

দাও। ডাকুন, ডাকুন, শুন্‌লে অসুখ ভাল হয়ে যাবে, (I bring good news.) আই ব্রিং গুড নিউস্!

রমে। ডাক্‌বার যো নেই। কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে, কোন রকম (Excitement) এক্-সাইট্‌মেণ্ট না হয়।

দাও। বটে, তা হতেই তো পারে, বড্ড (Shock) শক্‌টা লেগেছে। তা আপনাকেই বলে যাচ্ছি, আপনারা (Despair) ডেসপেয়ার হবেন না, কালকে (Latest private Telegram to agent) লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম এজেণ্টের কাছে এসেছে—(The Bank may recover) দি ব্যাংক মে রিকভার। বোধ করি, দিন পোনেরুয়ের ভিতর ফের (Payment) পেমেণ্ট আরম্ভ হবে, কেউ এ খপর জানে না, (Secretary) সেক্রেটারি আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন, আপনার দাদা আমার (Intimate friend) ইণ্টিমেট ফ্রেন্ড, তাঁর (Mind) মাইন্ডটা কতকটা (Relieve) রিলিভ্ কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম।

রমে। এ খপর তো তাঁকে এখন দিতে পার্ব্বো না, বেশী (Excitement) এক্-সাইট্‌মেণ্ট হবে তার (Heart affect) হার্ট এফেক্ট করেছে কি না।

দাও। (Never mind) নেবার মাইন্ড! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনোর না দেখে কিছু নূতন (Arrangement) এরেঞ্জমেণ্ট কর্ব্বেন না। (It is almost certain that we will recover.) ইটিজ্ অল্‌মোষ্ট সার্‌টেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার।

রমে। (Thank you, much obliged for your information) থ্যাঙ্ক্ ইউ! মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড্ ফর্ ইয়োর ইন্‌ফরমেশন্।

দাও। আমি বড় ব্যস্ত আছি সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, (Good morning) গুড্ মর্ণিং!

[দাওয়ানের প্রস্থান।

রমে। গুড্ মর্ণিং। ইস্! আজ না রেজেষ্টারি করে নিতে পাল্লে তো নয়। দাদার সঙ্গে দাওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্ মাটী। আজ যদি রেজেষ্টারি না কত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি (Pay) পে করে, সুরেশের (One-third share) ওয়ান্-থার্ড শেয়ার তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায়, টের পাবে! আমার ওয়ান্-থার্ড কে ঘুচাবে (Joint Hindu family) জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি। আমি মাক্‌ড়ি চুরির নালিসটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখ্‌ছি, এটা কাজে আস্‌বে, ওর ঠেঁয়ে ওর (Share) শেয়ারটা লিখিয়ে নেবার সুবিধা হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্ নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙালী- -

কাঙালীর প্রবেশ

কাঙা। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমে। দেখ, আমি মাক্‌ড়ি চুরি গিয়েছে বলে পুলিসে জানিয়ে এসেছি; কে করেছে, কি বৃত্তান্ত তা কিছু বলি নি। তুমি এখন গিয়ে (Information) ইন্‌ফর্‌মেশন দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান করে বার কর্ব্বে, আর অন্নদাও সুরেশের নাম কর্ব্বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় করে সুরেশকে বাড়ীতে আটক্ কর।

কাঙা। আর ওতো (Mortgage) মর্টগেজ করে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক্ করে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর (One-third share) ওয়ান্-থার্ড শেয়ার থাক্‌ছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখে নেবেন?

রমে। না, তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙা। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয়?

রমে। এতো আমি আপনার নামে করি নি।

কাঙা। তবে কা'র নামে?

রমে। তবে আর তোমায় (Assignment) এসাইন্মেণ্ট কাপি কত্তে বলেছি কি। এ সব হেঙ্গাম মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে এসাইন্মেণ্ট সই করে রেজেষ্টারি করে নেব।

কাঙা। কা'র নামে মর্টগেজ কল্লেন, রেজেষ্টারি করে দেবে কে?

রমে। এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? মর্টগেজ রাখছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ; যে হয় এক ব্যাটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন; সে জন্যে ভাবি নি, যা হয় কর্ব্বো। এখন আজকে রেজেষ্টারি করে নিতে পাল্লে হয়। একটা ব্রান্ডি, পোর্টের মতন লাল রঙ্ করে রাখ্‌বো, একটু লাল রঙ্ পাঠিয়ে দিও তো। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট বলে দিলে চোল্‌তে পার্ব্বে।

কাঙা। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিম চলে যায়, তা'কেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমে। সে পরের কথা পরে, পুলিসে জানিয়ে এস গে।

কাঙা। যে আজ্ঞা। [কাঙালীর প্রস্থান।

রমে। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত কত্তে পাল্লে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সাম্‌নে বল্লেন কি না বাবু মদ খেয়ে পড়ে আছেন!

রমে। ও সব না বোলে কি রফায় রাজী কত্তে পার্‌তুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে দাদা ঘর বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা'হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, বোল্‌তো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব; দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তা'ই বোলে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন! এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর বোলে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই করে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমে। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌ছো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সে দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বোলে—দেনা দিলেই ফুর্‌লো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার তো মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেল, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল বলে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমে। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আছি, আমি মর্ম্মে মরে গেছি! তোমায় বল্‌ছি কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা কোল্লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হয়ে গিয়েছে। তুমিও বলো, হাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তার পর?

রমে। আজ বিকালে সব বেটাকে রাজী কর্ব্বো—কেন ভাব্‌ছ?

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হ'বে না।

রমে। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি শুনো,—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পাল্লে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু, না বল্লেই হ'ত; মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমে। তুমি একটি উপকার কর, ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা মা শোনেন। ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন রেজেষ্টারি করে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে কত্তে পাল্লে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নী মা বল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমে। চেষ্টা তো কত্তে হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

বড় বৌ, বড় বৌ।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞান। কি গা?

রমে। এই দিকে এস না।

জ্ঞান। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমে। এখানে আর কেউ নেই শোনো,—বড় বৌ, বিষয় যাক্‌ সব যাক্‌, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার কর্ব্বো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো! শিবতুল্য মানুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা করেছেন। বলেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞান। তা ঠাকুরপো, আমি কি কর্ব্বো বল? আমার তো ভাই, আর হাত পা আস্‌চে না!

রমে। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন কল্লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞান। আমি কি কর্ব্বো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক্‌ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমে। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারি করে দিতে রাজী কত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্‌ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞান। রেজেষ্টারি কি?

রমে। বিষয়টা বেনামী কচ্চি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারি করে দিতে নারাজ হচ্ছেন। এ না কল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞান। দেনা শোধ হবে কি করে?

রমে। রয়ে বসে বন্দোবস্ত কর্ব্বো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই শোধ যাবে।

জ্ঞান। ও দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমে। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তা'র পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞান। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না।

রমে। তা শেওরালে হবে কি, বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞান। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমে। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও। মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠলে মাকে বুঝিয়ে নিয়ে যেও, আমিও থাক্‌বো এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে। রমেশ বাবু! রমেশ বাবু!

রমে। কে হে, হাবুল? এ দিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনিস্পেক্টরের প্রবেশ

কি? মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনি। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমে। সর্ব্বনাশ কি?

ইনি। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তা'কে (Arrest) য়্যারেষ্ট করে এনে তদন্ত করে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি করেছে!

রমে। সে কি! সুরেশ চুরি করেছে?

ইনি। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল! কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটী কমিসনরের কাছে রিপোর্ট কোর্ব্বে।

রমে। সে কি? সুরেশ চুরি করেছে সে পোদ্দার ব্যাটার দম্‌।

ইনি। না হে দম্‌ না, মঙ্গল সিংএর সামনে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিসের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বোল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনি বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনি ধত্তো। ওর (Uniform) ইউনিফরম ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে

শুনেছে। সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ি বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

মঙ্গা। হাঁ বাবু, সব সাঁচ্ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমে। আঁ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনি। এখন কিছু খরচ কর; রামা স্যাক্রা বলে এক ব্যাটা আছে, সে টাকা শো চার-পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙে চুরি করেছি। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মোকদ্দমা সাজিয়ে দিই?

রমে। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। (I have taken my oath to aid justice.) আই হ্যাব্ টেক্‌ন মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস্।

ইনি। তবে উপায় কি?

রমে। (Let justice take its course.) লেট্ জষ্টিস্ টেক্ ইটস্ কোর্স। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, যা জান কর!

ইনি। সে কি হে, মেয়াদ হবে যাবে।

রমে। (Let justice be done. Oh! help me my God) লেট্ জষ্টিস্ বি ডন্, ওঃ হেল্প মি মাই গড! ওহো হো হো!

জমা। বাবু, মত্‌লব হ্যায়।

ইনি। দেখ্‌তা: তবে রমেশ বাবু চল্লুম।

রমে। আর কি বল্‌বো! ওহো! হো হো হো!

জমা। বাবু, শালা বদ্‌মাস্ হ্যায়।

[ইনিস্পেক্টার ইত্যাদির একদিকে, ও অপরদিকে রমেশের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞান। অসুখ করেছে শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন?

রমেশের প্রবেশ

রমে। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব হয়েছে না কি?

যোগে। কে জানে ভাই, ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্ছে।

রমে। সে কি! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগে। দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমে। আজ্ঞা, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হচ্ছে শীতও কচ্ছে—একি!

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। বড় বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় ভয় কচ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞান। ওমা সে কি গো!

যোগে। চট্ করে—না কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে! মাথা টল্‌ছে বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম করেছিলুম? কিছু মনে নেই।

জ্ঞান। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগে। না, চোখ্ বুজলে ভয় হয়, আমি বসে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

কাঙালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগে। ও বাবা! এ কে!

রমে। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হচ্ছে, শীতও কর্চ্ছে।

কাঙা। ইনি কি (Alcohol) এল্‌কোহল ব্যবহার করে থাকেন?

রমে। আজ্ঞা, একটু হয়েছিল।

কাঙা। তারিব (Reaction) রি-এক্‌সন্, আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে করে গিয়ে পড়্‌লেন, আমি মনে কল্লুম (Apoplexy) এপোপ্লেক্‌সি হয়েছে। কি কি হয়েছে, একটু (Mild dose) মাইল্‌ড ডোসে খেতে দিন।

যোগে। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙা। হাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ কত্তে হবে বৈকি। রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-এক্‌সনটা বড় বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় কর্চ্ছে কি?

যোগে। আজ্ঞা, শরীরটে কেমন যেন ছম্-ছমে হয়েছে?

কাঙা। হাঁ, (Collapse) কোল্যাপ্স আন্‌তে পারে। এক কাজ করুন, (Twelve ounce Port and three grain Quinine) টোয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, অ্যান্ড থ্রি গ্রেন

কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সংগে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রিএক্‌সনটা হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর এলকোহল না খেন।—

রমে। তা ওষুধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙা। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমে। আসুন।

[রমেশ ও কাঙালীর প্রস্থান।

যোগে। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোস্ খেয়ে শুয়ে পড়্‌বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক্ ধরেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞান। হাঁ গা, ডাক্তার কি বলে গেল?

যোগে। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞান। কোন ভয় নেই তো?

যোগে। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমে। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান দু ডোস্ হবে, তা'র পর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

যোগে। কি বল্‌ছো?

রমে। বল্‌ছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। হাঁ হে, এ ব্রাণ্ডীর গন্ধ যে?

রমে। এখনকার ঐ (Best Port) বেষ্ট পোর্ট। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাং। (Advocate-General) এড্‌ভোকেট জেনারেলের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু এক জন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এই একটুকু আছে।

যোগে। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু (Immediate relief) ইমিডিয়েট রিলিভ বোধ হচ্ছে, (Taste) টেষ্টও ব্রাণ্ডীর মতন।

রমে। ব্রাণ্ডীর ওরকম রঙ হয় কি?

জনৈক চাকরের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগে। কি রকম খেতে বলেছে?

রমে। মাঝে-মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু-শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন, ঠিক্ এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হয়েছে।

যোগে। ব্যাপারীদের কি হলো?

রমে। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগে। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়্‌বে।

রমে। ব্যাপারীদের কথা তো টাকা চায়। আপনার অসুখ আমরা তো ঘরওয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগে। আর পরামর্শ কি বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

জ্ঞানদার ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমে। বৌ, দাদা বল্‌ছিলেন সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাইকি হল দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তো আমি কি বল্‌বো বল?

জ্ঞান। হাঁ গা কেন, দু দিন তর্ নেই? সব তাড়াতাড়ি' সত গুষ্টীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছা, রয়ে বসে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ীভাড়া করে থাক্‌বো বল?

যোগে। মা, তুমিও ঐ কথা বল্‌ছো?

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দু দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধরে দিলেই হবে।

রমে। তা বৈকি, আমি (Twelve per-cent) টুএল্‌ভ পার্‌সেন্টের হিসাবে দেব।

যোগে। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমে। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হ'ব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে, কারুকে বঞ্চিত কচ্ছি, দুদিন আগু আর পিছু।

যোগে। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমে। কৌশল করে থামাতে হবে।

যোগে। কৌশল কি! সোজায় বল, থামে আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল কত্তে চাই নি।

রমে। তবে মা, আমি কি কর্ব্বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে বল্‌ছেন, তারা বল্‌বে আজই বেচ। আর

বেচ্‌তেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু এক দিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী করে একটা (Attachment) এটাচমেন্ট বার কত্তে পারে, তার পর তারে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিক্রী করে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগে। কি কৌশল কত্তে বল?

রমে। আমি পীতাম্বরের সংগে পরামর্শ করেছি, সে ঠিক্‌ ঠাউরেছে। সে বলে বেনামী করুন।

যোগে। কি বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমে। দাদা, জুচ্চুরি না কল্লে জুচ্চুরি। এই যে বো'র নামে বাড়ী করেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজ্‌গার? এও বলুন জুচ্চুরি! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজ্‌গার করে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদ্‌মায়েস, ও যদি বলে (Joint family) জয়েন্ট ফেমেলি, দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন, পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন।

যোগে। হুঁ। (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমে। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন; সর্ব্বস্ব যাবে আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখতে পার্ব্বো না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আস্‌বো, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আমি বল্‌ছি কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে (Mortgage) মর্টগেজ লিখিয়ে নিয়েছি, (Registrar) রেজিস্ট্রার ডাকিয়ে আনি, আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ্‌ চুকে যাগ; দ্বীপান্তরই যাই এসব দেখতেও আস্‌বো না, বল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু দিন তর্‌ নেই। ওঁর মা বল্‌ছে, স্ত্রী বল্‌ছে, পুরাণো চাকর পীতাম্বর সে বল্‌ছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্‌বেন, আর দেনাদার হয়ে থাক্‌বেন।

যোগে। রমেশ, রমেশ, শোন শোন,—আমি সই করেছি?

রমে। আজ্ঞে, আপনি করেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বল্‌ছি।

যোগে। তবে জোচ্চোর হয়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটী রাখ; আমি তোরে গর্ব্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে এই কথাটী রাখ; রমেশ যা বল্‌ছে শোনো, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে! তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজি দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমে। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ? তা হোলেও তো বুঝ্‌তুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম।

যোগে। (Mortgage) মর্টগেজ কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ?

রমে। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাত-খানা এন্‌তাকাল এসে পড়্‌তো।

যোগে। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে বিষম 'সমিস্যে', তার মানে আমি বুঝ্‌তুম না—আজ বুঝ্‌লুম, আমার বিষম সমিস্যে! মার অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক! কুনাম রট্‌তে দেরি হয় না। মাতাল নাম রটেচে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজ্‌লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচ্চুরি করে বিষয় রাখ্‌বে; পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারি কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছ; চল, শুভস্য শীঘ্রং! আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হয়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে!—একটী মাতাল, একটী জোচ্চোর, একটী চোর!

রমে। দাদা মশাই, কি বল্‌ছেন?

যোগে। আর "দাদা মশাই" না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজেষ্ট্রী করে দে'ব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিন কতক নিশ্চিন্ত হ'ব, তা'র দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত কল্লে।

জ্ঞান। অমন কচ্ছো কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগে। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে

দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশ মণি সুনাম ছিল; সেই পরেশ মণি যা'তে ঠেকেছে সোণা হয়েছে,—সে রত্ন আমার নেই! চল রমেশ, তবে তয়ের হও।

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞান। ঠাকুরপো, ও যখন অমন কচ্ছে—

রমে। মা, ছেলেটার মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না? বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে? যাও, তোমাদের কথা আমি শুনি নি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পার্ব্বো না। আমি পৈ পৈ করে বারণ করেছিলুম, দাদা, ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধি শুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজ্‌গার হয়, তা'ত কেউ জান না? তা হলে বুঝ্‌তে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার বলে গেল কি, রমেশ বাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে। সর্ব্বস্ব খোয়াবেন আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্ নি, রাগ করিস্ নি।

জ্ঞান। ঠাকুরপো দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমে। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচ জন হাস্‌বে, তা' হ'লে কি বাঁচ্‌বে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ, শিবনাথ ও জগ

সুরে। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো।

জগ। কে ও সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! লক্ষ্মী আপনি, অপ্সরী কি কিন্নরী! আ মরি মরি! চাপকাণের কি বাহার হয়েছে! আবার এই যে তক্‌মা দেখ্‌ছি! বিবি, পাগ্‌ড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজ্‌ড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরে। চল চল, মজা আছে; মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেক ক্ষণ বসে আছে।

সুরে। শিবে, সে বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়্‌বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেন্ট্ বার করেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল'ছ পাঁঠা? আমি পাঁঠা বেঁধে রেখেছি, আমোদ কর্ব্বে বলে গেলে—

সুরে। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছ! আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ্ শুয়ার!

শিব। বাঃ, বাঃ, বুলিদার!

জগ। এ ইষ্টুপিড্ কে?

শিব। ফের্ জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ্! কাণ মলে দেব।

শিব। এ কে বাবা? দিনেতে অশ্বিনী হ'ত রেতে কামিনী!

খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রবেশ

বাবা, মেয়ে-মানুষ দেখ! মনে করেছ, তোমরাই চেহারাবাজ! তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে!

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ কর্ গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরে। আরে আয়্ না, এর চেয়ে মজা হবে আয়্।

শিব। হাঁরে, তুই বলিস্ কি এর চেয়ে মজা হয়? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর কত্তে পাল্লেম না। যেন কামিখ্যের হিজ্‌ড়ে ডান! রূপসি, গাছচালা জান?

সুরে। আয় না, আর এক চেহারা দেখ্‌বি, আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফর্-মেসে চেহারা থাকে, তা'হ'লে তুমি হোসেন খাঁ! সব কত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরে। আয়, মজা দেখ্‌বি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখ্‌তে হবে; এস হে।

১ খেমটা। হাঁ মিতে, ও কি দাড়ি গোঁপ কামিয়েছে?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাই নি বাবা!

[জগ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। মড়ারা সব মরেছে! কারুর দেখাটী নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তা হ'লে তো ফস্কালো, কাজ করে তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরওয়ানের প্রবেশ

তোম কে হায়?

দর। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দর। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোক্‌কো বল।

দর। আরে এ তো বড় ঝামিল্! তোম নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে।

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায়, কোন্ বাবুসে কথা বাত্রা হায়?

দর। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হচ্ছি জগবাবু।

দর। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপ্‌রাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দর। আরে, এতো ঠিক্ হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া! বাঙ্‌লা কা বহুৎ তামাসা! সেলাম বাবু সেলাম!

জগ। বাতকা জবাব দিতে পার্‌তা নেই?

দর। হাঁ হাঁ, ওহি বাত!

জগ। তুমি যাও, পোড়ার মুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী করকে পাহারালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দর। সেলাম বাবু সা'ব।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবু ও খেম্‌টাওয়ালী দ্বয়ের প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোঠোরে জায়গা করেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স, তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আস্‌ছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনর্থ হ'বে! অনর্থ হ'বে!

জগ। আমি এলুম বলে।

[জগের প্রস্থান।

সুরে। মদন দাদা এই তো সব কনে এনে হাজির করেছি, একটা পছন্দ করে নাও।

মদ। কৈ কৈ? তা ভাই, তোমরা বর্ব্বে না তো কর্ব্বে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও; কি জান বংশরক্ষা বংশরক্ষা! —

সুরে। মদন দাদা, গোটা দুই নে কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদ। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরে। দেখ, দাদার আপত্য নেই।

১ খেমটা। আমাদের ভগ্নি।

মদ। তবে দাদা অ'দেকে বে হ'লে হয় না?

সুরে। তা হবে না কেন পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে সুরে বিদ্যাধরী আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্ব্বো।

মদ। ভায়া, এরা সব ওড়্‌না গায়ে দিয়ে এসেছে এরা তো বেশ্যা নয়?

সুরে। মহাভারত! এদের চোদ্দ পুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদ। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো করে তবে জাতে উঠি।

সুরে। দাদা, কনেদের একবার গান শোনো।

মদ। কনে গাইবে!

সুরে। গাইবে না ওরা সব কি যেমন তেমন কনে, এরা সব রাত্রের (Deputy Magistrate) ডেপুটী মেজিস্ট্রেট। গাও হে কনেরা, গাও।

গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ডাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড়
বদনখানি বাদার বিল॥
মরি কি আঁকা বাঁকা,
চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, দু মেড়ে ফাঁকা;
গন্তে গেছে বাছার দাড়ী,
উল্টো ঠোঁটে মজায় দিল॥

সুরে। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ করে কি ভাব্‌ছ?

মদ। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা--

শিব। কি বল্‌ছো?

মদ। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ!

মদ। তা'ই বল্‌ছি, তা'ই বল্‌ছি; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে--

জগর প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই কনে বে কর।

মদ। এ কে, এ যে সেই চাপরাসী!

শিব। সে কি চাপরাসী কিসের?

মদ। তবে কি বোরূপা?

শিব। বহুরূপী কেন? কনে দেখ্‌ছো? আ মরি মরি!

২ খেমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদ। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখ্‌ছি গোঁপ টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্‌ সুরে চল্‌, তোর দাদার পছন্দ হবে না।

সুরে। তা'ই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদ। পছন্দ হবে না কেন? পছন্দ হবে না কেন? যেমন হয় হ'লেই হ'ল, যেমন হয় হ'লেই হ'ল; কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরে। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা মরেছে!

সুরে। কি বিদ্যাধরি, চুপ করে আছ যে? বর পছন্দ হচ্ছে না নাকি?

জগ। (স্বগত) আ মর্‌!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরে। দাদা, কনের সঙ্গে কথা কও।

মদ। ভায়া, এই তো আমোদ প্রমোদ হ'ল, এখন বাসর ঘর হবে না?

সুরে। সে কি দাদা, আগে বে হ'ক্‌।

মদ। হাঁ হাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরে। কনে পছন্দ হয়েছে তো?

মদ। তা হয়েছে, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরে। শিবে, মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম"—

সুরে। বল হরি, হরিবোল—

খেমটাদ্বয়। উলু উলু উলু—

কাঙালীর প্রবেশ

কাঙালী। জগা, সর্ব্বনাশ করেছিস্‌! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্‌! পাহারাওয়ালা জমাদার বাড়ী ঘেরওয়া করে রেখেছে।

জগ। ওমা! সে কি গো!

কাঙা। এই দ্যাখ, এই সার্‌জন্‌ আস্‌ছে।

ইনেস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইনে। সুরেশ বাবু, এ মাক্‌ড়ি কার?

সুরে। এ মাক্‌ড়ি মেজ বো'র।

ইনে। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরে। আমি তা'কে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনে। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙে?

জমা। (খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রতি) আরে তোম্‌ লোক খাড়া রহো।

ইনে। কি বাক্স ভেঙে?

জমা। আপ্‌ চালান দিজিয়ে, বহু রেয়সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এস্‌মে কুচ্‌ মিলেগা?

সুরে। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে!

জমা। নেই তো কা, পুলিস মে সব কইকো চালান দেগা।

সুরে। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনে। সুরেশ বাবু, সত্য কথা বলুন, আপনার তাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরে। সে কি ইনেস্পেক্টর বাবু! আমার প্রাণ যায় সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির কর্ব্বো! আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরে। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব, আমি আমোদ করে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই; আমার যদি (Transportation) ট্রান্সপোর্টেশন হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যা কথা জানে না।

ইনে। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলে মানুষ, বুঝতে পাচ্ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ দাদাতে ষড়্‌যন্ত্র করে আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছে; বল্লেন তো, রিপোর্ট লিখে নিই, —আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরে। কি! মেজ দাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন! মিথ্যা কথা! আর যদিও দাদা আমায় শাসিত কর্ব্বেন মনে করে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যা'র মুখ দেখ্‌লে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্পেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখ নি, তাই ও কথা বল্‌ছো। আর এমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙা। আঃ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্পেক্টার সাহেব ধর, এ চোর!

সুরে। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ করে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙা। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব বলে গালা টালা এ'টে সব ঠিক করে রেখেছিলুম্, ছিঁড়ে বার করে নিয়েছে।

সুরে। শিবে, তুই ভাবিস্ নি আমি মজেছি না মজ্‌তে আছি! দেখ্‌ছি, ষড়্‌যন্ত্রই বটে! জমাদার সাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া চিঠি লেকে গিয়া নেই? রেজেস্টারি নেই কর্‌কে ঘর্‌মে রাখ্‌কে গিয়া কাহে?

কাঙা। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলেম রেজেস্টারি কত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ্ লে চলে?

সুরে। ইনেস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায় নি; আমি ওর মা'র কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনেস্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্ব্বেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝ্‌তে পাচ্চেন, আমি সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধচ্ছি, মিনতি কচ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনে। কাঙালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টে'ক্‌বে না।

কাঙা। (জনান্তিকে) ইনেস্পেক্টার বাবু, ওর মা'র হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় করে নিন না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন; আর নালিস বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্চি।

ইনে। চল্ এন্‌লোককো লে চল, আওরত লোককো ছোড়্ দেও।

মদ। বাবা আমি নই, আমি নই, আমায় বে দিতে এনেছিল।

সুরে। হায়! হায়! আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগলাটাকে মজালুম! নরাধম বিট্‌লে বামুণ, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল। কাঙালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও; শিবু ভয় করো না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বল্‌বো।

মদ। হায়! হায়! বে কত্তে এসে মজ্‌লুম!

ইনে। এ আবার কে? এরে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুট্টী লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মার ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোর্ট লেখ্‌নে হোগা।

[জগ ও কাঙালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুই ভারি গাধা! সুরেশকে ফাঁসাবার কথা ওকে নিয়ে টানাটানি কল্লি কেন?

কাঙা। আরে জানিস্ নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ডনোট সই করে দে, তা আমায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে এল।

জগ। আ মুখ্যু! আ মুখ্যু! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে বল্‌ছিস্, ওকে অমনি করে চটাতে হয়? দেখ দেখি আলাপ হয়েছিল, আমায়ও পছন্দ করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পাল্লি নি,—কাজ কর্ব্বি? দূর্! যা, রমেশ বাবুকে খপর দি গে যা, আমি রাঁধি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হয়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি· কি হবে! কি করি, বাবু বাবু!

যোগে। কি, কারে ডাক্‌ছো?

পীতা। আজ্ঞা—

যোগে। আমায়? আমায় কি বল্‌তে এসেছ? যাও, মেজ বাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা কর্চ্চে তাদের কাছে যাও, আমি রেজেষ্টারি আফিসে এক কলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজ বাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞা, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে পড়েছেন।

যোগে। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি! চুরি, জুচ্চুরি, বাট্‌পাড়ী. দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি! আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুনবো না বলেই মদ খাচ্চি, ভুলে থাক্‌বো বলে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে বলে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান বিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন মর্ব্বো, ইচ্ছে হয় টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে?

যোগে। শুনেছি, আর দুবার শুনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ, শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধরেছে, সুরেশকে ধরেছে। আমার উত্তর শুনবে! আমি কি কর্ব্বো, আমি কি কর্ব্বো, আমি কি কর্ব্বো! মা, সে দিন ছিল, যে দিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো; বোধ হয় খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল যে দিন জজ, মাজিষ্ট্রেট্, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা কত্তো; সে দিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো, আজ সে দিন নেই; আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হ'বে; তুই মদ বন্ধ কর্; আমি বুড়ো মা—আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগে। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি, রেজেষ্টারি করে দিইছি. আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে!

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই? যম কি আমায় ভুলে রয়েছে? যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি! তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি!

যোগে। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস্ রেখ না; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও. যে বিষয় রক্ষা কচ্ছে, সে সব দিক্ রক্ষা কর্ব্বে! মা, বড় প্রাণ কাঁদ্‌ছে তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি,—মনে করে দেখ, যখন আমি কাজ কর্ম্ম করে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম কর্ব্বো, আবার ভাইদের মুখ দেখ্‌বো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্ব্বো, আবার ছেলের মুখচুম্বন কর্ব্বো; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম্, আস্‌বার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ী চল্‌তে পাচ্ছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরি আমার দশ

ঘণ্টা বোধ হতো। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখ্‌তেম, উপরে উঠে ভাইদের দেখ্‌তেম, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখ্‌তেম, বাড়ী আস্‌তেম, স্বর্গে আস্‌তেম। আজ সেই বাড়ী আমার নরক! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি করে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না বিষয় চান, পরিবার আমায় দেখেন না বিষয় দেখেন, ভাই আমায় দেখেন না বিষয় বাগিয়ে নেন; বাঃ। কি সুখের সংসার! তবে আমায় কা'কে দেখ্‌তে বল? আমার আর শক্তি কৈ? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি!

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার কচ্ছো? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম; তুমি টাকার শোকে মদ ধল্লে, সকলে বল্লে তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগে। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা। মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ; সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'তো, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফির্‌বে না, বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি, প্রতিপালক অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়, আপনি বিবেচক, বিবেচনা করে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগে। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবারে ডোবাব না বলেই রেজেষ্টারি করে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম রটেছে!

জ্ঞান। ওগো, আমাদের গলায় ছুরী দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তা'ই কর।

যোগে। কেন, আমার গরজ কি? ইচ্ছা হয় গঙ্গা আছে ঝাঁপ দাও, আগুন আছে পুড়ে মর, ব'টী আছে গলায় দাও, বিষ আছে কিনে খাও; আমায় কেন বল্‌ছো? আমার উপায় আমি কচ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফির্‌বে, সব পাবেন।

যোগে। কি ফির্‌বে, কি পাব? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না, কারুর কখনও ঘুচে নি, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটী রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মুর্খ বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

[যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদ্‌বার দিন পাবেন; একটা কথা বলি শুনুন, থানায় শুনুলেম মেজ বাবু, ছোট বাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তারে ডাক।

পীতা। আমি তো তাঁরে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ খুঁজে দেখ, শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! একি আবার শুনুলেম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। ওমা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা, মা, শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ নি।

প্রফু। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বট্‌ঠাকুরকে বলে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর্।

প্রফু। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ করেছ ঠাকুরপোকে শাসিত কর্ব্বে; আমি ভুল্‌বো না, আমি এইখানে বসে রইলেম, আমি খাব না, কিছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আয়, এখানে এক্‌লা বসে কি কর্‌বি?

প্রফু। না আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠ্‌বো না। আমার মাক্‌ড়ির জন্যে ঠাকুরপোকে ধরেছে. আমি সব গহনা খুলে বাক্সয় পুরিছি. যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব. আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব। [উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

রমেশের প্রবেশ

রমে। ওরে, তুই এখানে বসে রয়েছিস্ ?

প্রফু। ওগো. ঠাকুরপোকে ধরেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমে। শোন্, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা কত্তে আসে—

প্রফু। ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো! আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন করে?

রমে। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফু। ওমা! আমি তা পার্ব্বো না!

রমে। শোন্, ন্যাকামো করিস্ এখন। তোকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে যে, সুরেশকে মাক্‌ড়ি তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্. না, বাক্স ভেঙে নিয়েছে।

প্রফু। না, তা তো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম!

রমে। তুই বল্‌বি বাক্স ভেঙে নিয়েছিল।

প্রফু। ওমা, কি করে বল্‌বো!

রমে। কি করে বল্‌বি কি? যেমন করে কথা কচ্ছিস্, তেমনি করে বল্‌বি। এই কথা বল্‌তে আর পারবি নি?

প্রফু। না, আমি তা পার্ব্বো না।

রমে। পার্‌বি নি? তবে তোকে সাহেব ধরে নিয়ে যাবে।

প্রফু। আমি মাকে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমে। শোন্ শোন্, তুই এ কথা না বল্লে সুরেশের মেয়াদ হয়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে সাহেব বড় রাগ কর্ব্বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফু। ওগো, তুমি আমার সব গহনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে. আমি মিছে কথা বল্‌তে পার্ব্বো না,—ঠাকরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমে। তবে সুরেশ জেলে যাক।

প্রফু। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমে। আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোরে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফু। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমে। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো! দূর করে দেব! শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম বলিস্ তো বল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌ব না।

প্রফু। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

যাদবের প্রবেশ

যাদ। ও কাকা বাবু, তুমি ছোট কাকা বাবুকে কেন ধরিয়ে দিয়েছ? ও কাকা বাবু, ছোট কাকা বাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমে। চোপ্!

যাদ। না কাকা বাবু, আর বল্‌বো না, কাকা বাবু ঘাট হয়েছে কাকা বাবু, ও কাকিমা তুমি বল না. ছোট কাকা বাবুকে আন্‌তে বল না?

রমে। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদ। যাচ্ছি কাকা বাবু, যাচ্ছি।

[যাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান।

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। ভালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল্ করেছিল! কি অবিচার! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান কত্তে পাত্তে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না,— আমি মদ খেয়েই থাক্‌ব।

রমে। কি মাত্‌লামো কচ্ছো!

যোগে। সাবাস্! সাবাস! উকিল কি চিজ্! ও দেরি না, দেরি না, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব না, যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুম্‌ড়ী কর; আর মা আমার রত্ন-গর্ভা, একটী মাতাল, একটী উকিল, একটী চোর!

রমে। মাত্‌লামোর আর যায়গা পেলে না?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। যেদো, ধর্ ধর্, তোর কাকাবাবুকে ধর্।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদ। বরাত্! বরাত্! কনে জুটেছিল সবই হয়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্! বরাত! আর কি কর্ব্বো! দিন দিন যৌবনটা বয়ে গেল, কি কর্ব্বো; বরাত্! বরাত্! ও বাবা আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগ ও কাঙালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না? অমন কচ্ছো কেন? আমি যে কনে!

মদ। তুমি কনে না পাহারাওয়ালা? তোমার সংগে কে, উটিও কি কনে?

জগ। ও কনে কেন? ও পুরুষ মানুষ; ও আমার—

মদ। ওকি তোমার বড় দিদি?

জগ। হাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদ। হাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে মন্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন, শোন না;—

মদ। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বোর-য়েছে?

জগ। দিদি কেন? ও আমার মাস্‌তুতো ভাই।

মদ। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চলে যাব।

মদ। না, যেও না, যেও না, কি জান বংশ-রক্ষা, কি জান বংশরক্ষা।

কাঙা। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা বল্‌ছে শোন না।

মদ। হাঁ হাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি কনে চাও একটী কথা বল্‌তে হবে; এই কথা, তুমি ঘরে ছিলে তুমি দেখেছ যে, চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র করে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে তুমি বল্‌বে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদ। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হাঁ, হাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদ। ও বাবা! আমি না, আমি না।

জগ। শোন্‌না, ব্যাটা ছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদ। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না, আমি না। [মদন ঘোষের প্রস্থান।

কাঙা। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী কত্তে, দেখ্ দেখি কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোরে কনে বোল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শুওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে দে বলাতে পাত্তুম তা হ'লে মাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন্?

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। কে বাবা, তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টি দেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা করে দর্শন দিলে প্রাণ ঠাণ্ডা করে যাও; যেও না যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি আছড়ে মার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিস কোর্ট

মাজিষ্ট্রেট, ইন্টারপ্রিটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কনষ্টেবলগণ ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহা। এই চোপ্‌রাও! চোপ্!

ইন্টা। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী।

পাহা। সুকলাস গুই আসাম্! শিব-লক্ষ্মী বেওয়া আসাম্।

১ উ। (I appear for the first prisoner) আই এপিয়ার ফর্ দি ফাষ্ট প্রিজনার।

২ উ। (I for the second prisoner) আই ফর্ দি সেকেন্ড প্রিজনার।

৩ উ। (I appear for Sivnath) আই এপিয়ার ফর্ শিবনাথ।

জমা। খোদাবন্দ্! ঘর্‌সে বাকস্ তোড় কে আসামী সুরেশ, মাক্‌ড়ি চুরি কর্‌কে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইন্টা। (Breaking box, stealing earring) ব্রেকিং বক্স ষ্টিলিং ইয়ারিং।

মাজি। (I understand) আই আন্ডার-ষ্ট্যান্ড।

ইন্টা। গাওয়া লে আও—

রমেশের প্রবেশ

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমে। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি যাহা বলিব সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইন্টা। কি নাম?

রমে। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরে। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার করে নিচ্ছি। ধর্ম্ম অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাক্‌ড়িগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙে এ মাক্‌ড়িগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলেম।

[রমেশের প্রস্থান।

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম অবতার! আমার একটী আর্‌জি শুন্‌তে আজ্ঞা হয়।

মাজি। টোম্, কোন্ হ্যায়?

(ইন্টারপ্রিটার ও মাজিষ্ট্রেটের কাণে কাণে কথা)

মাজি। (O is it!) ও ইজ ইট? ক্যা আর্‌জ বোলো।

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ও'র ভাজ রমেশ বাবুর স্ত্রী, এই মাক্‌ড়ি-গুলি ও'কে দেন, কিন্তু পাছে ও'র ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার করে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাক্‌ড়িগুলি ও'কে দিয়েছিল।

মাজি। আচ্ছা বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

সুরে। হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি করে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন! এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরাণ লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা বল্‌ছে। ধর্ম্ম অবতার, আর একটী আমার নিবেদন আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হয়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলেম।

মাজি। (Young man, you will be punished for your confession) ইয়ং-ম্যান্, ইউ উইল্ বি পানিস্‌ড ফর্ ইওর কন্‌ফেসন্।

ইন্টা। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরে। সাজা হয় হোক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, নানা হলপ্ করে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ, জেনে দাদা, মেজদাদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না, মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা উকিল আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়াই উচিত।

১ উ। (He is speaking under police persuasion) হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিস পারসুয়েশন্।

মাজি। (No help, I have warned him) নো হেল্প্, আই হ্যাব্ ওয়ারেণ্ড্ হিম। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরে। ধর্ম্ম অবতার! সাজা দিন এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হতে পারে! আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে বসেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

মাজি। নোট চুরির কঠা কি বোলো।

জমা। ইস্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদা-বন্দ্।

সুরে। ধর্ম্ম অবতার! এ মকদ্দমারও আমি দোষী। যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার দেয়, তা'কে আমি নীচাশয় নরাধমদের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

মাজি। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। (Mr. Pearson, I discharge your client) মিস্টার পিয়ারসন্, আই ডিসচার্য ইয়োর ক্লায়েন্ট।

৩ উ। (Thank your worship) থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ার্সিপ।

জমা। তোম্ এসা বেকুব! যাও, জেলমে যাও!

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হলো! তুমি সদাশয় আমি জান্‌তেম, কিন্তু যে, বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্‌লেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণা শোধ্‌বার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও! আমার কোন গুণ নাই, তোমার কিছুই কর্ত্তে পার্ব্বো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধ খানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধ মুঠো তোমায় দেব। ভাই রে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ভাইই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহা। চল্! চল্! হড়্‌বড়াও মৎ!

জমা। আরে, রও রও।

সুরে। শিবনাথ, আমার একটী অনুরোধ রেখ—আমারি মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখা পড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও; আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত করে চল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম। তুমি ভাই, তোমার মাকে সংগুণে সুখী কোরো, যদি কখন আমার সঙ্গে দেখা হয় মুখ ফিরিয়ে চলে যেও, কখন আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমায় শোধ্‌রাবার চেষ্টা করেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি। আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্নজল পরিত্যাগ কর্ব্বে, তোমার মা যেন তাকে ভুলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠ্‌বে, কেউ দেখ্‌বার লোক থাক্‌বে না, পার যদি এক একবার মেয়েকে আদর করো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্‌তে পার্ব্বো না তুমি এ অকর্ম্মণ্যর জন্যে কেঁদ না। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক
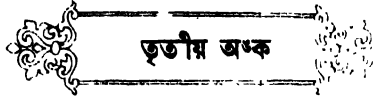
প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাটীর সম্মুখ

কাঙালী ও পীতাম্বর

কাঙা। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন করেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শয়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙা। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত সুর্লালিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শয়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙা। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞা, তার পর?

কাঙা। আপনি তো বহুদিন বহুদিন বিষয় কার্য্য করে মাথার কেশ অসিত কল্লেন, এখন যা'তে আপনি খোস্ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম করে প্রদেশে গিয়ে বস্‌তে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন, তা'র উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত কর্ত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' কল্লেন?

কাঙা। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে বল্‌ছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙা। উর্ত্তম! উর্ত্তম! আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত কচ্ছি; আপনাকে আমি পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙা। উর্ত্তম উর্ত্তম, পরিলোচনা করে দেখুন, অমনি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটী কার্য্য কর্ত্তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙা। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙা। বুঝ্‌বেনই তো বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙা। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা কর্ব্বো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙা। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চলে যাই? তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে বল্‌বেন, কিছু না পাবি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ করে দিচ্ছি।

কাঙা। এই কথাটী আপনি অবিভীষিকাব মতন বল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কাঙা। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা কর্ব্বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙা। ভাল পাঁচশত টাকায় না রাজী হ'ন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি "পর্য্যবেক্ষণ" করুন, "পর্য্যবেক্ষণ" করুন, এখানে মত্‌লব খাট্‌বে না।

কাঙা। ম'শয়, মোচোড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়বে না; যে টাকা মকদ্দমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বল্লেন তাতে আটক্ খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্ ব্যাজ্ কর্চ্ছেন? চলে জান না।

কাঙা। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড়?

পীতা। আরে, কোত্থেকে এ বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও, দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! সক্কাল বেলা!

কাঙা। আচ্ছা চল্লেম্, দেখে নেব, উকিলের সঙ্গে লেগেছ' শেষটা বুঝ্‌বে।(Civil criminal) সিভিল ক্রিমিনেল দুই রকম (Suit) সুটে মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

কাঙা। রমেশ বাবু, ইনি বেগোড় কত্তে চান।

রমে। পীতাম্বর, তুমি কি করে বেড়াচ্চ? শুনেছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে? তুমি যে মা'র চেয়ে দরদী দেখ্‌তে পাই! দাদা মদে ভাঙে সব উড়িয়ে দিক্, তা'র পর ছেলেটা পথে বসুক্।

পীতা। ম'শয়, যার বিষয় সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমে। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও; ওয়ান্-থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি (Receiver appoint) রিসিভার এপয়েন্ট করেছি, ছেলে সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন নইলে আপনার ব্যাভার আদালতকে জানাব, আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান!

রমে। শোন, কাঙালী শোন! আমি দুর্জ্জন বটে?

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন করে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন করে এল, তারে দরওয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুক্‌তে দিলেন না।

রমে। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো (Convey) কন্‌ভে করে দিয়েছেন, আমি আমার (Client's behalf) ক্লায়েন্টের বিহাফে দখল করেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে হ'য়ে গেল!

রমে। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল? তোমার নামে (Defamation) ডিফামেশন সুট্ হ'তে পারে। রেজেষ্টারি অফিসে মর্টগেজের কাপি দেখে এস। বরাবর হ্যান্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যান্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি কর্ব্বো।

রমে। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝো।

পীতা। আর বুঝ্‌তে চাই নি ম'শয়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্ব্বো না, আমিই চল্লুম।

রমে। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

কাঙা। আপনি এর এত খোসামোদ কচ্ছেন কেন? শুনেছি তো আপনাদের বড় বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন; এখন তো আপনার দখলে সব, দখল করে বসে থাকুন; তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজানা সেধে আদায় করুন, দখলে তো থাক্। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিন রাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালগ, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা খরচ করে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু করে দিন। আমি খপর নিয়েছি ওর জাঠ্‌তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমে। যা হয় এক রকম কত্তে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সী জেল

কয়েদীগণ ও মেট

১ ক। কাঁদ্‌ছো কেন? ছটা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিন কতক একটু ক্লেশ, তার পর সয়ে যাবে, —আমার মত মোটা হবে।

২ ক। ওরে, ও শালার আট দিন হয়েছে।

৩ ক। দে শালার মাথায় চাঁটি! দে শালার মাথায় চাঁটি!

মেট। তুই শালা কি হাঁ করে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্। (প্রহার)

সুরে। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই! ভাঙ্ শালা, ভাঙ্ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় কত্তে হবে।

সুরে। ও ভাই,আর যেপারি নি; হাতে ফোস্‌কা হয়েছে!

৩ ক। ওরে ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

১ ক। তোর অর্দ্ধেকগুলো যদি ভেঙে দিই, তুই কি দিস্?

সুরে। আমার ঠেঁয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে বল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে; ঘর থেকে টাকা আনা না, যোগাড় করে হাঁসপাতালে থাক্ না।

সুরে। বাড়ীতে কি করে খপর পাঠাব?

মেট। তা'র যোগাড় কচ্ছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তা'র পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়্‌তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি তা বুঝ্‌তে পার্‌বি। শ্বশুর বাড়ী তো শ্বশুর বাড়ী! মদ খাও গাঁজা খাও যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনার জারি কর, পাথর ভাঙো, আর মেটের বেত খাও।

টরণ্‌কি, রমেশ ও কাঙালীর প্রবেশ

টর। এ আসামি, তোমারা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরে। মেজদাদা, আমায় কি এমনি করে শাসিত কত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমে। চুপ করে শোন, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি কালই খালাস করে নিয়ে যাই।

সুরে। আমায় যা বল্‌বে শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বেরোব না।

রমে। দেখিস্! খবরদার!

সুরে। না মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী কর্ব্বো না।

রমে। আচ্ছা, এইটেতে সই করে দে দেখি, আপিল করে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় কত্তে হবে, সই কর্।

সুরেশের সহি করণ

রমে। কাঙালি, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরে। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙালী কেন?

রমে। সাক্ষী হবে।

সুরে। কিসের সাক্ষী! রসো, যাতে কাঙালী আছে তা'তে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি ট্রেনস্‌পোর্ট দেবার চেষ্টা কচ্ছো।

রমে। না না, কাঙালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্‌, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী কর্ব্বো এখন।

সুরে। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখা-পড়া?

রমে। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হ'বে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপিল কর্ব্বো।

সুরে। আমার বখ্‌রা কি?

রমে। তুই জানিস্‌ নি, দাদা আমাদের দু ভাইকে ফাঁকী দিয়ে বিষয় করেছে. এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরে। দাদা ফাঁকী দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি, আমি এখন বুঝ্‌র্তে পাচ্ছি যে, তুমি আমায় শোধ্‌রাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি বোলে বোঝালে? দাদাকে কি বলে বোঝালে? মেজ-বৌকে কি বলে বোঝালে? বড় বৌকে কি বলে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র করে আমায় জেলে দিয়েছ। তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয় দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন, তা নইলে আপিলের টাকার জন্য আমার বখ্‌রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হয়েছে?

রমে। সুরেশ, তুই কি পাগল হয়েছিস্‌? দে, দে, কাগজখানা দে।

সুরে। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে—তুমি আমায় জেল থেকে খালাস কত্তে এস নি, আপনার কাজ কত্তে এসেছ, আমার বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছ; কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখ্‌রা নেই, যদি থাকে তা'র এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে পচে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙালীর বন্ধু তা'কে আমি বখ্‌রা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি করেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমে। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি যে, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই?

সুরে। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই, তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজ্‌গার করি নি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙালীর চেয়েও মিথ্যা-বাদী; তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙা। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্য এসেছে।

সুরে। বুঝেছি কাঙালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিসে নালিস করেছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার করে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন;—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমে। তবে জেলে পচে মর্‌।

সুরে। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে, জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি কত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।

রমে। আমার কথা হয়েছে, এরে নিয়ে যাও।

টর। চল্‌ বে, চল্‌।

মেট। খাট্‌না শালা, বসে রয়েছিস্‌? (সুরেশকে প্রহার)

সুরে। ও মা গো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না!

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো মুখ দে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তা। ইঃ! তাই ত! হাসপাতালে নিয়ে যাও। [সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান।

টর। খানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্—লাইন্ হো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্যি বল, আমার সুরেশের তো ভাল মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্ফড়্ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্ স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বল্‌বো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নি মা, তোমায় বোঝাতে পাল্লেম না বাছা, আমি কটু দিব্যি গেলে বল্লেম তবু তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে না? পুলিস্ থেকে খালাস পেয়েই রেল্‌গাড়ী চড়ে মার্ দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করে যাও, তা বল্লে যে, না। সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ কত্তে বেরিয়ে গেল। নদে শান্তি-পুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগগির তা'রে নিয়ে এস। তা'রে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচ্‌বো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নী মা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্রে লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে হ'বে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তা'র পর সে পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমার কথা! সে নেড়ানেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড় বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হবার পর, ন-বচ্ছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার-বচ্ছর অবধি দস্যি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে, দুরন্ত হয়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না বস্‌লে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি,—সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি! আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটী রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ "তারে" খবর লিখি, যদি না আসে কাল তখন নিয়ে যাব। এ দিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট পড়েছে, আমার মাথা চুল্‌কোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার এক জন লোক করে দিও, তা'র সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তা'ই হবে গো তা'ই হবে, তুমি এখন পুজো কর গে।

উমা। বাবা, পুজো কর্ব্বো কি! পুজো কত্তে যাই, সুরেশকে দেখি; খেতে বস্‌তে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজ্‌তে যাই, সুরেশকে দেখি! হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বল্‌ছিস্? হাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ কচ্ছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নাই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরতী হয়, চোখে বালি পড়েছে চোক ছল্ ছল্ কচ্ছে--

উমা। বাবা, আমি যা'কে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়, যোগেশের কাছে ভয়ে যাই নি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাব্‌তে পারি নি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম; কেন আমি যোগেশকে বল্লুম্ যে, রেজেষ্টারি করে দে। আমার ধর্ম্ম-ভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর বল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে! আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা' হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধরিয়ে দিতে সাহস কত্তো? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, মা আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব? গোবিন্‌জী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোওয়াতে বল্লেম! আমি

আজন্ম তামাসা করেও মিথ্যা কথা বলি নি। মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হলেম! ধর্ম্ম থুই-য়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে, তা'ই বাছা আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তা'র কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে?

পীতা। দেখ্‌লে, সে দিন কালীঘাটে পুজো দিয়ে এলুম; মেয়াদ হোয়েছে, মেয়াদ হ'লে কেউ পুজো দেয়? তোমার যেমন কথা,—এ নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাত দিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ কর্ব্বে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হাঁ গো হাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী মর্‌বে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হলেই বাঁচি রে! মরণ হলেই বাঁচি!

পীতা। মরো এখন, এখন পুজো কর গে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞান। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন?

পীতা। বড় মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়! মাগীকে ধম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম্, খায় দায় তো? ও যে বাঁচে এমন বোধ হয় না! এ দশটা দিন কি করে কাটাই?

জ্ঞান। বাছা, আমি যে কি কর্ব্বো কিছু ভেবে পাই নি, একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটী চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়্‌ফড়্ করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস্ করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে, ঘুমুচ্ছেন; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে, নিশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদছেন।

পীতা। তাইতো বড় মা, কি হবে? দশটা দিন কি করে কাট্‌বে! আমি তা বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজপত্র দেখালেম্, আপিল হবে না।

জ্ঞান। হাঁ বাবা, পাথর ভাঙা মোকুব করাতে পারে না?

পীতা। কৈ আর পাল্লেম; চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা বেষ্টা কল্লুম, কিছুই তো কত্তে পাল্লেম না! দুঃখের কথা কি বল্‌বো জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম, কে উকিল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যা'তে খাটুনি মোকুব না হয়; সে উকিল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞান। সে কি! সে কি চণ্ডাল? তুমি আরও টাকা কব্‌লাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙ্‌লে বাঁচ্‌বে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম! আর তো টাকা হাতে নাই মা! মা গো, তুমি গহনা খুলে দিলে আমার বুক ফেটে গেল! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি বলেছে ঝুটো গহনা।

জ্ঞান। আমার আরও গহনা আছে তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গহনা আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা নিতে হবে না, একটা খপর পাচ্ছি—

জ্ঞান। কি খপর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ কর্ব্বেন না, বোধ হয় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞান। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরি করো না, যাতে পাথর ভাঙা মোকুব হয় আগে কর; আমি গহনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি এক দিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে কচ্ছে জেল-দারগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হয়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্ করে খেয়ে নিই। [পীতাম্বরের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

জ্ঞান। মেজবৌ কি করে এলি! পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফু। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; বলেছে ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞান। মা যাবে কি লো?

প্রফ্। হাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই কল্লেই হয়;ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই কত্তে বল্লেই সই কর্ব্বে, তা হলেই ঠাকুরপো আস্‌বে। দিদি গো, তোমরা চলে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাক্‌ড়ি দিয়েছিলেম্ গো!

জ্ঞান। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর্, মা শুন্‌বেন।

প্রফ্। মাকে বল্‌বো না?

জ্ঞান। না না, খপরদার! বলিস্ নি।

প্রফ্। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন করে আস্‌বে?

জ্ঞান। মা শোনে নি, তা'র জেল হ'য়েছে, শুন্‌লেই মরে যাবে।

প্রফ্। মা মরে যাবে! ভাগ্যিস দিদি তোমায় বলেছিলেম; আমায় চুপি চুপি মাকে বল্‌তে বলেছিল, তোমায় বল্‌তে বারণ করে-ছিল; না দিদি, আমায় বলেছে ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তো, আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো, আমি কাল পরশু দু দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস করে রইলেম। আমায় বল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেব, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মর্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখ্‌তে পাই নি, যেদোকে দেখ্‌তে পাই নি, তা'তেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচ্‌বো না।

জ্ঞান। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলেম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেছে! এ কারুর নয়।

প্রফ্। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা করো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই; হাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞান। তুই খাবি আয়্, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফ্। হাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাটী না পাঠিয়ে দিলে আমি তোমাদের আস্‌তে দিতেম না, দেখ্‌তেম দেখি, কেমন করে আস্‌তে; আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দুটো পা জড়িয়ে বসে থাক্‌তেম।

জ্ঞান। আর যাব কেমন করে ভাই, আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব!

প্রফ্। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে! তবে যে বল্লে তোমরা চলে এলে,—ওকি সব মিছে কথা কয়! তবে আমি ওর কথা শুন্‌বো কেমন করে? মা আমায় কি বলে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি করে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি করে শুন্‌বো—দিদি, আমি খাব না, কিছু কর্ব্বো না, আমি মর্‌বো।

জ্ঞান। না তুই খাবি আয়্, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফ্। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন করে?

জ্ঞান। ঠাকুরপো হয়, তামাসা কচ্ছিলেম।

প্রফ্। হাঁ হাঁ তাই বল। দিদি, আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞান। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়্।

প্রফ্। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। ওমা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে! দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দিও।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদ। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আস্‌বে বল না? বাবা, আমার মন কেমন কচ্ছে বাবা।

যোগে। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদ। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শয় মারেন; ছোট কাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন আস্‌বে?

যোগে। রাত্রে আস্‌বে।

যাদ। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?

জ্ঞান। ও যেদো, তোর কাকীমা এয়েছে রে।

যাদ। ছোট কাকাবাবু?

জ্ঞান। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদ। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখ্‌ব মা।

জ্ঞান। তা দেখিস্, তোর কাকিমার সঙ্গে খাবি যা।

যাদ। কাকিমা, কাকিমা—

[যাদবের প্রস্থান।

যোগে। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞান। হাঁ, তোমার গুণধর ভাই, মাকে খপর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব করেছেন মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগে। এই কথা বল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তয়ের করেছে নাকি?

জ্ঞান। রাম! রাম! এমন কথা মুখে আন! চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই; ঠাকুরপোর জন্য ও তিন দিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে-- আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বল্‌তে এসেছে।

যোগে। তুমি জান না জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞান। ছিঃ! অমন কথা মুখে আন! আবার সকালে সুরু করেছ নাকি?

যোগে। উঃ! সব ভুল্‌তে পাচ্ছি সুরেশ-টাকে ভুল্‌তে পাচ্ছি নি!

জ্ঞান। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগে। কি উপায় কর্ব্বো, আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞান। ছি ছি! কি হ'লে!

যোগে। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞান। ভগবতি, তোমার মনে এই ছিল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ ব্যা। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল?

২ ব্যা। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ ব্যা। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা বল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকা'বার জন্য সাজ্‌স্ করে এইটে করেছে?

২ ব্যা। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্য কাজ নাই। রমেশবাবু কাল এসেছিলেন আমার পাওনাটা কিনে নিতে; আমার কি না সর্ব্বেশ্বর সাধর্খাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে, জুচ্চুরি মত্‌লবটা দেখ! ও সাজস্, সাজস্।

১ ব্যা। শুন্‌ছি যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২ ব্যা। সেও সাজস্।

ব্যাঙ্কের দাওয়ানের প্রবেশ

দাও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ ব্যা। ম'শয়, যে হুজ্‌কি দেখিয়েছিলেন।

দাও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই!

২ ব্যা। "আর ভয় নেই" বল্লেই হলো, না বাতী জ্বালালেই হ'ল।

১ ব্যা। ম'শয় আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ, শুন্‌ছি নাকি রমেশবাবু ফাঁকি দে লিখে পড়ে নিয়েছেন, এ সাজস্, না সত্যি?

দাও। সাজস্ না সত্যি, রমেশটা ভারী জোচ্চোর!

২ ব্যা। কি করে জান্‌লেন ম'শয়?

দাও। আমি তার পর দিনই যোগেশকে খপর দিতে যাই যে ব্যাঙ্ক পেমেন্ট কর্ব্বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত করো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা কত্তে দিলে না, ওর এই সব মত্‌লব ছিল।

২ ব্যা। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারি হ'ল কি করে? ঠকানও বটে সাজসও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী কত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন, মত্‌লব করেছেন।

[ব্যাপারীগণ ও দাওয়ানের প্রস্থান।

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট করে আস্‌বেন চলুন। আমি বল্‌ছি, আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন।

যোগে। ব্যাঙ্কে আবার কি কত্তে যাব?

পীতা। চেক্ বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কিনা, একখানা চেক্ বই নিয়ে আসবেন। আমাদের দেবে না, আর রমেশবাবুর নামে যে

টাকা জমা দেবার এডভাইস করেছিলেন, সেইটে কান্‌শেল করে আসবেন। আর হাজার দুচ্চার টাকার একখানা চেক্ কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা কর্ত্তে পারি।

যোগে। কিছু সুবিধা কত্তে পার্ব্বে? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাইনি. সুরেশটাকে ভুল্‌তে পাচ্ছি নি! পীতাম্বর. তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না. ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধরেছি কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘট্‌লো! কারে দুষিচ, আমারই বা কি? গাড়ী আন. ওখানে ব্যাপারীরা রয়েছে আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা. এ গাড়ীরই কি হয়েছে. একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়্‌দায় বেরিয়ে গিয়েছে: আপনি এইখানে দাঁড়ান. আমি গাড়ী করে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু. শুনেছি নাকি জেলে ঘুস দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়ে ছিল. আমি হাজার টাকা নিয়ে দু-দিন জেলের দোরে ফিরেছি; কা'কে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরঞ্জীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই. আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বরবাবু, আপনি নিন্. আমি মা'র ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছে করে দিয়েছেন।

[শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃপ্রবেশ

২ ব্যা। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না, লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমনি জুচ্চুরিটে কত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি করে নিই নি।

[ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান।

যোগে। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল। ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি করেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাব না. চলে যাই।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

স্ত্রী। মা. তোর এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে.
দেখা দাওনা একটী বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে,
কে জানে কেমন মেয়ে
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে:
আমিও মাত্‌বো মদে মা বলে.
ডাক্‌বো না আর।

কি ইয়াব. আড় নয়নে চাচ্ছ যে? এক গ্লাস্ মদ খাওয়াবে?

যোগে। যা যা সরে যা. দেক্ করিস নি।

স্ত্রী। সরে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির জায়গা পাও নি? থাক্ আমি চল্লেম!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

যোগে। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে! এও আমায় জোচ্চোর বলে গেল! আর কারুর মুখ চাব না. যার যা আছে তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি কর্ব্বো! আমি যে মদ খাই সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে। যে মরে, মরুক্. আমার আর পেছু ফের্‌বার দরকার নেই। যে পথে চলেছি সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা! টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ি ঘড়ির চেন্ রয়েছে! (দোকানে প্রবেশপূর্ব্বক) ভাই. এই ঘড়ি ঘড়ির চেন্ রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডি দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ী। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগে। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ী। দাও হে একটা ব্রাণ্ডি দাও; ম'শয় নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে খান, আর ঝুঁকীর বেলা আমার হেথা? নিন্, ভদ্রলোক

চাচ্ছেন ফেরাব না: পেছনে বেঞ্চি আছে বসে খান গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু-পয়সার চাট দিগে, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে গীত

বাগী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না।
ঠোঙা করে শালপাতাতে,
চাট দেবে হাতে হাতে,
তেল মাখা মটর ভাজা মোলাম বেদানা॥

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কৈ ছাই! গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ীর দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ী। ম'শয় যান কেন, ভাল মাল আছে, যা চান তাই আছে।

পীতা। দুর্গা! দুর্গা!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

১ মা। আয়্ আবার গাই, আয়্, আবার গাই আয়্।

২ মা। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হবে।

যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য

চুচ্চুরে হয়ে মদে, এলো চুলে কোমর বেঁধে,
হরু ঘড়ী তামাক দেয় সেধে;—
বাপের বেটী মুদীর মেয়ে, ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পাব তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা, পড়ে থাকে যেথা সেথা,
জমাদার পাহারালা'র নাইক নিশানা॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্‌দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্ছেন! বাবু? বাবু কি কচ্ছেন, আসুন।

যোগে। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমোদ হবে না, আমোদ হবে না।

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধরে নিয়ে আস্‌তে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পার্‌বে না, মাতোয়ালা হুয়া।

পীতা। ওরে, তোমরা দুজন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোক্‌টা বেইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা।

যোগে। নাচ, নাচ, নাচ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগে। আয় আয় তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয় বাবু ডাক্‌ছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

[যোগেশ ও মাতালগণের প্রস্থান।

(দোকানের মধ্যে) ওহে, আর একটা ব্রান্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞান। মধুসূদনের ইচ্ছায় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বেন বল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফু। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞান। আমি কি কর্ব্বো বোন্? সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে, আর লোকে ভাতার পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফু। হাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্ না।

জ্ঞান। ও বোন্ তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ী পোড়ারা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন?

প্রফু। হাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞান। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফু। কেন দিদি, তুমি বল তো গহনা বেচে দিই; একশো দুশো টাকায় হবে না?

জগর প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হচ্ছে গো?

প্রফু। তুমি কে গা?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই! আহা! বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!

প্রফু। ও দিদি! কে এসেছে দেখ গো! ও দিদি! কে গা'

জ্ঞান। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা! পুরুষ মানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতরে এসেছ? ভাল চাও তো সরে যাও।

জগ। সে কি বাছা! আমি যে তোমাদের খুড়ী হই!

জ্ঞান। হাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা, বাড়ী এইখানে। আহা! তোমাদের সোণার সংসার ছারখার গেল—তাই দেখতে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফু। ও দিদি, এ ডাণ! তুমি সরে এস।

জ্ঞান। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন করে বিদায় কত্তে আছে কি? আহা! সুরেশ আমায় জানতো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার কত্তো। আহা! বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞান। ও বাছা, চুপ কর চুপ কর, ঠাকরুণ শুনবে।

জগ। চুপ কর্ব্বো কি; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! অমন ডবকা ছেলে তার কপালে এই হ'ল!

জ্ঞান। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফু। ও দিদি ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হাঁ বাছা, সুরেশের কি কল্লে? বাছাকে আনতে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন করে? বাছা, জেলে রয়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত রয়েছ?

জ্ঞান। রয়েছি রয়েছি, বাছা, তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা সুরেশ রে!

জ্ঞান। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে; ঝি, ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড় বৌমা, কি বড় বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিনতে পার্ব্বে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী বলতো।

জ্ঞান। তা বলতো বলতো, দূর হবি তো হ! ঝী মাগী কোথায় গেল, দূর করে দিক না গা।

উমা। ছি মা ছি! দুর্ব্বাক্য কারুকে বলতে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌ একখানা পীড়ি এনে দাও।

প্রফু। ওমা, ও ডাণ! ওকে তাড়িয়ে দাও না।

উমা। চুপ কর আবাগী! পীড়ি নিয়ে আয়। এস! দিদি এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে;—তোমাদের সোণার সংসার কি কি হয়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্‌জীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলুম, নিরিবিলি বলতুম।

জ্ঞান। (জনান্তিকে) ওগো বাছা তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা বলো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা বলতে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই বলতে এসেছিলুম। দিদি, শুনছো? একটা কথা বলতে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হচ্ছো?

উমা। আর বো'ন আমাতে কি আমি আছি! সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা! তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞান। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা, ভয় নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি বলবো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞান। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা, এসতো গা, কি বলছে শুনি।

প্রফু। ও দিদি, তুমি যেও না, এ মাগী ডাণ! মাকে খাবে!

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি মানুষ বল্‌ছে শুনে যাই।

জ্ঞান। আয়্ মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফু। ও দিদি লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধরে নিয়ে যাবে।

জ্ঞান। বল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি, বড় মুস্কিলে পড়েছি; সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি কত্তো, ওর চুরি কত্তো, আমি কি কর্ব্বো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে কত রকম করে বাঁচিয়ে বেড়াতেম; এই করে প্রায় শপাঁচেক টাকা খরচ করে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো বল কি! সুরেশ চুরি করে বেড়াতো! বাবা তো আমার তেমন্ নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়; ঐ যে শিবে বলে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তা'র পর? তা'র পর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি কিন্তু কত্তা, সে পুরুষ মানুষ, বড় টাকার মায়া! আমায় ধমক ধামক করে বল্লে টাকা কি করেছিস্? আমি ভয়ে বলে ফেল্লেম সুরেশকে দিয়েছি। এই—সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যান্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন টেলে রেখেছিলুম, আরতো টাল্‌তে পারি নি, সে বলে নালিস কর্ব্বো। বলে, কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে টাকা দেবে না কেন? কি কর্ব্বো দিদি, বড় দায়ে পড়ে এসেছি।

জ্ঞান। এত কথা কি হচ্ছে?

প্রফু। মাগী মন্ত্র পড়্‌ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোঠোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বো'ন, তুমি আর দিন কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখ্‌বো না, যেমন করে পারি শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি একটু হিল্লে লাগছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয় আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কত্তা তো আর রাখ্‌তে চায় না; সে বলে কেন, ওর মেজ ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই কল্লেই চুকে যায়।

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের?

জগ। কে জানে বো'ন, রমেশবাবু নাকি বলেছে।

উমা। না বো'ন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব, বেটা তো নয় আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই করে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ করেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব করে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও বল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে পরশু দিনে আস্‌বে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তা'কে আন্‌তে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ওমা! তুমি কিছু শোন নি? না বোন, বল্‌বো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ করেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নাই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নাই কেন, বালাই! কত্তা তো ঠিক্ বলেছে; আহা! মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি? কি? আমায় বল, আমায় শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনে না, তুমি তোমার মেজ বেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই কত্তে বল্‌বে চল। যা হবার হ'বে, কারুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায় শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল, তোমার পায়ে পড়ি বল; দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায় বল, বল!

প্রফু। ও দিদি, মা কেমন কচ্ছে।

জ্ঞান। ওরে! তাই তো।

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লের অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞান। মা, মা, অমন কচ্ছো কেন মা? তুমি চলে এস; দূর হ মাগী দূর হ।

উমা। বল বল শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রী-হত্যা দেখ্‌ছো; তুমি সেকেলে মানুষ স্ত্রীহত্যা করো না: বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি বল্‌বা বল, তা'র যে জেল হ'য়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ জেল হ'য়েছে!

জ্ঞান। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী! দূর হ!

উমা। অ্যাঁ! জেল হয়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। ওমা কি হ'ল গো! সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,—দূর্ হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূর্চ্ছো গেলো, কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূর্চ্ছো যাবার আর সময় পেলে না! কাজের কথা শোন্, তবে মূর্চ্ছো যাবি।

জ্ঞান। বেহারা, বেহারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে, তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌কে ছাই! মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে ধর্‌বো।

প্রফু। ওমা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছিস্ কেন? গোল কচ্ছিস্ কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফু। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞান। মা, মা, কি বল্‌ছো, ওঠো না।

উমা। যা পোড়ারমুখি, আমি খাব না।

জ্ঞান। ওমা, কি বল্‌ছো? মা, ওঠো না।

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে বল্‌বো, এমন ঝীও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত করে মাল্লে!

জ্ঞান। হায়! হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি খেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে, বাপ্ রে, তোরে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফির্‌বি? আর কি মা বল্‌বি? তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোরে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ! সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা, বুক যায়,বুক যায়! বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝীকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তার ডেকে আনুক। [প্রফুল্লের প্রস্থান।

ওমা ওঠো, মা, অমন কচ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তা'রে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না। মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যা'ব আমি বাবাকে দেখে যা'ব!

জ্ঞান। ওমা কা'কে কি বল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ!

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল! কি হল! বাপ্ রে সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধরে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পাচ্ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না! আহা, হা! হা! কি হ'ল! বুক যায়! বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে যোগেশ।) পীতাম্বর, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও! আমোদ হবে না, "রাণী মৃদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়-বৌ! ও পড়ে কে, মা? তুল্‌ছো কেন? তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক; হয় মদ খাও, নয় ঘুমাও, বস্! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞান। আর কি বল্‌বো বাছা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এক মাগী এসে মাকে খপর দিয়েছে।

যোগে। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সর্‌গরম হ'ক! খেয়ে পড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন! দেখ্‌ছো না?

যোগে। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছো যা না।

পীতা। যান, মাত্‌লাম কর্ব্বেন না। বড় মা, ধরুন, গিন্নী মাকে বিছানায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছানায় নিয়ে যাই, গিন্নী মা! গিন্নী মা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাকরুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্না ঘরে যাই, রান্না ঘরে যাই। [উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

(নেপথ্যে জ্ঞান।) ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এ দিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়বে।

যোগে। কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যান ম'শয়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগে। চোপ্‌রাও শূয়ার! আমি মাতাল? দেখ্, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও! শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নী মা যে মরে!

যোগে। মরে মরুক! তোর বাবার কি?

(নেপথ্যে জ্ঞান।) ও পীতাম্বর, শিগ্‌গীর এস, শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা, যাই; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগে। শালা, তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার।)

পীতা। ওরে বাপ্ রে! খুন কল্লে রে! খুন কল্লে রে!

যোগে। ধর্ শালাকে! চোর! চোর! চোর!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এই খানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এতো মিনতি কর্চ্ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্ব্বো, এ আমার মনে ছিল না; তাহ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই। তুমি কিছু ভেব না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা কর্চ্ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বল্লেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরে। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্ব্বো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশো বারই বল। তোমার ধার আমি কখন শুধ্‌তে পার্ব্বো না—তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বো'র কোন খপর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খপর তো কিছুতেই পেলেম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি (Advertise) এডভার্‌টাইজ করে দিয়েছি (Detective Police) ডিটেকটীব পুলিসকে টাকা দিয়ে খপর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান কত্তে পাচ্ছি নি।

সুরে। তাঁরা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে কথা তোমায় আর কি বল্‌বো! রমেশ বাবু কতক্‌গুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরে। আমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'ল! কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে আমি স্বপ্নেও জানি নি! কখন এক্‌টা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখন পর-স্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'তো সেও ভাল ছিল, আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখ্‌তে হ'ল!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কচ্ছো? তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল করে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ করে মকদ্দমা কর্ব্বো। তোমার মেজদার জোচ্চুরি আমি বার করে দিচ্ছি। মা বলেছেন বাড়ী বেচ্‌তে হয় সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজ্‌দাদা জব্দ হয় তা কর্ব্বেন।

সুরে। হাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আস্‌বে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সার্‌লেই আস্‌বে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপ্‌ছে, আমি এত

বারণ কল্লেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা! বেচোরা রাস্তায় ভির্‌মি গেল, আমি এক বিপদে পড়্‌লেম, এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তা'কে নিয়ে সাম্‌লাব।

সুরে। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছ..কি করে জান্‌বে।

সুরে। দেখ তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে ভাই আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি তোমার মা কাছে বসে, তুমি কাছে বসে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে আজ একবার কোল দাও. তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই: মা বলেন তোরা দু ভাই; আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই। আমার পুলিসের কথা মনে পড়্‌লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি. আমি শুধ্‌রেছি আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তা। সুরেশ বাবু. সুরেশ বাবু. তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, সুরেশ কেমন আছে? আমি বল্লেম. মরে গেছে: খুসী যে! পথে আবার কাঙালে বেটা ধরেছে, তা'রেও বলেছি তুমি মরেছ। সে বেটা বিশ্বাস করেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর বেটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগ্‌লো; অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা! (Monster of ugliness) মন্‌ষ্টার অব আগ্‌লিনেস্‌! শিব বাবু, তোমার ফ্রেন্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো. রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারী কচ্ছে।

ডাক্তা। একটুর কর্ম্ম নয়; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল. তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙালীর কম্পার্টমেন্ট রুম

রমেশ, কাঙালী ও জগ

কাঙা। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন। কেমন বাবু বলেছিলেম? ও অকাল কুষ্মাণ্ড পীতাম্বরও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগ্‌লো না, দু-হাজার টাকায়ই ফৌজদারিতে গ্রেপ্তার করে দিলেম। এখন যাগ, তার পর মকদ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাসতে হাসতে বাঁচি নি।

রমে। কি রকম? কি রকম?

কাঙা। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এমনি পাজী—বিছানায় পড়ে, জ্বরে, তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী করে চল্লো।

রমে। তাতো শুনেছি, তার পর?

কাঙা। সুরেশও মুদ্দোর ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে! ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভির্‌মি গেল, সুরেশও ভির্‌মি যায় যায়—

রমে। সেই দিনেই ল্যাটা মিট্‌তো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেত, কোত্থেকে শিবে বেটা যুট্‌লো।

কাঙা। হাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দুজনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস করে. বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলেম যে, শিবেকে চটাস্‌ নি. হাতে রাখ, তা'হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাঁসপাতালে পচ্‌তো! সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল। ঐ যে তুই মদনাকে পাগল বলে অগ্রাহ্য করেছিলি কত বড় কাজটা পেলি বল দেখি? পাগল বল্লে হয় না. দলিলের বাক্স তুই চুরি কত্তে পার্‌তিস, না আমি পাত্তেম? বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী! তোকে জায়গা দিতো, না আমায় জায়গা দিতো?

কাঙা। পাগ্‌লাটা খুব হুঁসিয়ার! কেমন সন্ধান করে করে সিন্ধুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও, আর

যেই হও আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী করে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা না হলে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছলো গেছলো দলীল চুরি, রেজেস্টারি আপিসে তো নকল পেতো।

রমে। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাট! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী করে দাদাকে ওয়ারিণ ধরা আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না; যদি (False personification) ফল্‌স্‌ পার্‌সনিফিকেশনের চার্জ্জ আন্‌তো তা'হ'লে সর্ব্বনাশ হত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল! তবে পয়সা খরচ করে মাতাল লাগিয়েছ কি কত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পাল্লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে? তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে?

রমে। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে কি করে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙা। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাশাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্যি! স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম্‌ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পাত্তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ! বড়বৌ মনে করেছে চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধত্তে পারি নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু-তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ করো না, মদ বন্ধ করে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। বেঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমে। সে আমি (Administrator general) এড্‌মিনেষ্ট্রেটার জেনারেলের হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেন্ট করে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে; সে এখন বিশ-বাঁও জলে! পীতাম্বরে যখন ধরা পড়েছে আমি আর কিছু ভাবি নি!

জগ। হাঁগা, ও সাহেবটাকে হাত কল্লে কি ক'রে?

রমে। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে যেতে কাটে। দরখাস্ত কল্লেম আমাদের যৌত টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে; পীতাম্বরে আপত্তি করেছিল।

কাঙা। আর ধরাই পড়ে গেল, কেবা আপত্তি করে! চাচা আপন বাঁচা; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনেষ্ট্রেটারের গর্ভে গেলে আর কিছু বার হয় না।

রমে। তা কি কর্ব্বো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ কল্লুম না, শেষ যা হয় দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে পড়্‌লে মকদ্দমা চল্‌তো; শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙা। সে ভয় কর্ব্বেন না, সে ভয় কর্ব্বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারিতে ধল্লে তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি কল্লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্তুতো ভাই দেখ্‌লেম ভাবি ভদ্রলোক হেড কনষ্টেবলকে টাকা গুঁজে বল্লে যে মারা যায় আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটা তো যে সে দেয় নি!

জগ। কি মকদ্দমাটা আমায় তো একদিনও বল্লি নি, এর ভালমন্দ বুঝ্‌বো কি করে? মনে করিস্‌ আমি মেয়ে মানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের? এই মাই দুটো কাটাতে পাত্তেম তো বুঝ্‌তেম, কোথায় কে পুরুষ, কা'র কত ছাতি, পোড়া ভগবান্‌ যে মেরেছে, কি কর্ব্বো।

রমে। রূপসি, তুমি সব পাব।

জগ। কি কেশ্‌টা করেছিস্‌ শুনি?

কাঙা। ঐ যে ছোট একখানা তালুক করে ছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আদ মারা করে ওর জাস্তুতো ভাই ফৌজদারি বাদিয়েছে, যে উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্‌, যাকে মেরেছে সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে, ওর জাস্তুতো ভাই পেঁচে পড়্‌বে।

কাঙা। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছা করে মার্‌ খেয়েছে, ঠিক্‌ ঠাক্‌ সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে! মফঃস্বলের লোক এমন!

আহা হা হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি করেছিলেম, কেমন বল্ পোড়ার মুখো, বলি নি যে, শিবেকে জব্দ কত্তে চাস্ মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া? আপনি না পারিস আমি যাচ্ছি' তা তুই রাজী হলি কৈ?

রমে। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাঙা। কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি নি; যে ডাক্তারটা দেখ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, সে বল্লে আজ তিন দিন মরেছে, কিন্তু জগা বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

রমে। আমায়ও ডাক্তার বেটা বল্লে; কিছু ভাব বুঝ্তে পাচ্ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার বেটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস করে কোন কাজ কর্ব্বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে' আমার আর একটা বুদ্ধি নাও,—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু-দিন বাদেই হ'ক তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো;

কাঙা। কেন তাদের এনে ফল কি?

রমে। না না, ঠিক বলছে, এখনও সব-দিক্ মেটে নি, কেও যদি বড়বৌকে হাত করে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্ অষুধটা নেই? বল যদি কিছু কাজই হ'ল না ডাক্তারখানা রেখে লাভ?

রমে। ও কি কথা বল্‌ছিস'

জগ। ক্রমে বুঝবে ক্রমে বুঝবে আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমে। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তাতো সন্ধান কত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি কর্ব্বো।

রমে। যাগ পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক—তোমার ভাগ্‌নেকে শিখিয়ে রেখো, কাল (Assignment registry) এসাইন্‌মেন্ট রেজেষ্টারি করে নেব; রেজে-ষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত! সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না; ভাল করে শিখিয়ে রেখ।

কাঙা। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা' ভজা! মরেছে! পড়্‌লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি মলো, ওরে ভজা!

ভজার প্রবেশ

ভজ। মর্! ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোক বুঝেছি, ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি বাবা, কাল তোমায় রেজে-ষ্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরওয়া নেই! যাওয়েঙ্গে!

রমে। যখন রেজেষ্ট্রার জিজ্ঞাসা কর্ব্বে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী, নাম বলবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, রায় বাহাদুর।

রমে। না না, রায় বাহাদুর বোলো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ পরওয়া নেই, আজ বাত্‌কা ওয়াস্তে রুপেয়া লেয়াও।

কাঙা। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই তবে এ কায হবে।

রমে। আচ্ছা, এই দু-টাকা নাও।

ভজ। কেয়া' জমীদারকা সামনে দোরো-পেয়া নজর লেয়াযা' তা হচ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না পাঁটা একটা আড়াই টাকা দু-টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না; এই তো ফুট্-কড়াই হ'য়ে গেল! ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আঙ্‌টী তো তোমায় দিতেই হবে; আমি খালি গোঁপে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয় এ থেকে এক পোয়া আতর নিতে পারি।

রমে। আচ্ছা, চার্‌টে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে, রামেশ্বর বদ্দিনাথ সাজ্‌তে বল, দু-টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার; ষোল রুপেয়া নজর লেয়াও।

কাঙা। আচ্ছা আট্‌টা টাকা নে!

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ্ যায়, জমীদারকা সাত হড়্‌বড়াতে হো?

রমে। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এতো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটীয়া বলে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে। শ দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পার্ব্বো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমে। আচ্ছা, তা'র জন্য আটক খাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল চুল সব ঠিক্ পা'রেন মোচ্‌মে তা চড়াব গা এসাই, পাযের ফেলে গা এসাই, বাত করে গা হোঁ হোঁ যেসাই বেকুবি মাঙো ওস্তাই বেকুবি হ্যায, গাধ্‌ধাকা মাফিক কলম পাকড়ে গা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেগা জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন্ যাগা; কুচ পরওয়া নেই, রোপেয়া লেয়াও।

রমে। তোমায় যে গোটা কতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাকবে। কাল টাট্‌কা টাট্‌কা বলে দেবেন, কাজ ফতে করে দেব, বস্।

[ভজহরির প্রস্থান।

রমে। এ ছোকরা চালাক আছে।

কাঙা। তা খুব:

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি কল্লে? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয না?

রমে। তা'র জন্য ভাবনা নাই, তা'র জন্য ভাবনা নাই, সে হবে হবে।

[রমেশের প্রস্থান।

জগ। ভট্‌পিড়্‌কে এত দিন ধরে যে বল্‌ছি, বাড়ী খানা লিখে নে, হাতে থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কায রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় কর্ব্বে।

কাঙা। না, তা'র যো কি; আজ না হয় কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে।

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি; যদি ফাঁকি পড়ি তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব। আমি বাদসাজাদীর সাক্ষী হ'ব, তা না হয় কজনেই জেলে যাব, খেটে মর্‌বো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়্‌বো, সে বান্দা আমি নই; তুই ভট্‌পিড়্ তখন দেখবি। ভজা'র ঘটে যা বুদ্ধি আছে তোর তা নাই।

কাঙা। আরে ঠকাবে না। ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দুজনকে বাঁধিয়ে দেব—এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখ্‌তে পেলে তা'র মুখে আগুন জেবলে দিই। এমন গোঙার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় যুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্‌গি রমেশ।

জগ। চল্ চল্ ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা। আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী। আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌটা মদনমোহন দেখ্‌তে যায়, তা'হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান কর্ব্বো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌তে হবে।

কাঙা। আচ্ছা ওদের খুঁজিস্ কেন? তা'রা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝ্‌বি? আমি যা খুসী করি, তুই বকাস্‌নি।

কাঙা। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন-গৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগে। কি বাবা, এখন পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি; কেমন ধরেছি? ভাল মানুষের মতন চাবিটী বার করে দাও, আজ দু দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞান। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ? ছেলেটা কি করে উপোস করে মর্‌ছে তাই দেখ্‌তে এসেছ?

যোগে। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে মদ চাই, টাকা বা'র করে দাও সুড়্ সুড়্ চলে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখ্‌তে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, বস্।

জ্ঞান। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল তা চুরি করে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্ তোমার ধিক্!

যোগে। ধিক্ একবার, ধিক্ লাখবার! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্, আর যে যে আছে সবাইকে ধিক্; ধিক্ বলে ধিক্, ডবল ধিক্! কেমন বাবা ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম; নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটী খোলো।

জ্ঞান। ওগো একটু হুঁস কর, কোথায় দাঁড়াব তা'র স্থল নাই, আগামী বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারিনি, কখন তাড়িয়ে দেয়; ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া মায়া নাই? পাখীতে যে ছেলের আধার যোটায়? ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে বলে আসবে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগে। বড় বড় লম্বা কথা কচ্ছো যে? কিসের লজ্জা? লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষা করে? আজ তিন দিন ভিক্ষা করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটিনি, একটা পয়সার জন্য রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা! নিয়ে এস টাকা নিয়ে এস।

জ্ঞান। বকো আমি চল্লেম।

যোগে। যাবে কোথা টাকা বার কর; না বার কত্তে পার চাবি দাও আমি বার করে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েছে আমি ভেঙে নিতে পার্ব্বো।

জ্ঞান। কি কর, কি কর! আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে; আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটী ঘর ভাড়া করে আছি, দূর করে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগে। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে, কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে বিষয় নিয়ে থাক। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছ হা, হা, হা! ছেড়ে দাও বল্‌ছি—

জ্ঞান। ওগো একটু বোঝ, তোমার পায়ে পড়ি একটু বোঝ।

যোগে। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন কর্ব্বো।

জ্ঞান। খুন কর্ব্বে কর আপদ চুকে যাক্।

যোগে। বটেরে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞান। ও বাবারে!

যোগে। এখনও ছাড়লিনি, ছাড় হারামজাদী ছাড়।

[গলাধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান।

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো কথা কচ্ছো না যে? বাছা ভাল চাও তো ভাড়া দাও নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পার্ব্বো না, আমি পতিপুত্রহীন, এই ঘর দুটী ভাড়া দিয়ে খাই—ওমা, তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বল্‌ছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ওমা এ যে সিট্‌কে মিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ওমা এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে পড়বো নাকি।

জ্ঞান। ও মা!

বাড়ী। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞান। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী। না হয়েছে নাই নাই এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও; কোন দিন দাঁত ছিরকুটে মরে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞান। মা, আমার হাতে কিছুই নাই, আমার ছেলে আসুক নিয়ে চলে যাব।

বাড়ী। হাঁগা তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার করে নিয়ে এলে; আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চলে যাও, জুচ্চুরির আর যায়গা পাও নি?

জ্ঞান। ওমা আমি যা এনেছিলেম চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটী এলেই চলে যাচ্ছি।

বাড়ী। ওমা ঘটী বাটী তো ঢের, জ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেম; তাই চলে যেও বাছা, চলে যেও।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

যাদবের প্রবেশ

যাদ। মা তুমি কাঁদছো কেন?

জ্ঞান। যাদব চল, এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদ। কোথা যাব মা?

জ্ঞান। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি?

যাদ। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞান। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদ। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞান। না, আজ রাঁধি নি।

যাদ। পথে চলতে পার্ব্বো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে: আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞান। হা ভগবান্, অদৃষ্টে এই লিখে-ছিলে! ভিক্ষে কত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব!

প্রফুল্লের প্রবেশ

যাদ। কাকিমা এয়েছে, কাকিমা এয়েছে—

প্রফু। দিদি! যাদব যা'তো এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন আমরা খাব।

যাদ। ওমা দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞান। যাও বাবা যাও।

[যাদবের প্রস্থান।

প্রফু। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞান। মেজবৌ, তুমি কেমন করে এলে?

প্রফু। আমায় পাঠিয়ে দিলে, বল্লে তোমা-দের বড় দুঃখ হয়েছে ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি বলে এসেছি, কিন্তু দিদি তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তা'র মতলব আছে আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খপরদার যেও না, সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডান যেদো যেদো বলে কি ফুস্ ফুস্ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খপরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেও না!

জ্ঞান। বো'ন তোমার কাছে আমার একটী মিনতি আছে, তুমি এক দিন যাদবকে পেট ভরে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তা'র পর আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো। এক দিন যদি পেট ভরে খাওয়াতে পারি আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিন দিন একবেলাও পেট ভরে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু ফেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বো'ন আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম তাই এ দশা হয়েছে, কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছটফট করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি! আজ আমাকে বার করে দিয়েছে, তাড়া দিতে পারি নি রাখবে কেন; মনে করেছিলেম ভিক্ষা করে দুটী খাইয়ে জলে গিয়ে উঠবো, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি আর তুমি এলে।

প্রফু। দিদি, তুমি কেঁদো না আমার এ গহনাগুলি নাও, এই বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তুম, মাকে দেখ্‌বার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্ব্বো, আমায় ফিরে যেতে হবে, তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞান। বো'ন তোমার গহনা নিয়ে আমি কি কর্ব্বো? এতো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সে দিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেল, আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলেম লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফু। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে সব যাদবের! আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞান। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর বেড়ালে খেয়ে অরুচি হয়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না; যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম সে কাপড় যাদবের নাই; কখনও চন্দ্র সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

যাদবের প্রবেশ

যাদ। কাকিমা, কাকিমা, বাবা হাত মুচড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞান। দেখ বো'ন দেখ আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায় যাব; স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান, কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফু। দিদি তুমি কাঁদছো কেন, অমন কচ্ছো কেন?

জ্ঞান। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন কচ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপ-বেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ী। হাঁ গো এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফু। কে মা তুমি, তোমার কি এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য বলছো? কত ভাড়া হয়েছে বল আমি দিচ্ছি?

বাড়ী। এ তোমার কে গা?

প্রফু। আমার জা।

বাড়ী। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?

প্রফু। ওগো বাছা সে ঢের কাহিনী! তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর তুমি বাছা যা চাও আমি তাই দিই।

বাড়ী। হুঁ হুঁ বড় লোকের ঘরের মেয়ে তা বুঝতে পেরেছি। কি কর্ব্বো বাছা কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই?

প্রফু। তা বাছা তুমি এই ঘর ছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গহনা দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী। হাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না; আমি কোথায় গহনা বাঁধা দেব, কে কি বলবে, আমি কাঙাল মানুষ আমি অত পার্ব্বো না।

প্রফু। ওগো বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী। আচ্ছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি; তুমি ভাড়া দেও বাছা, তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয় আমি দিতে পার্ব্বো।

জ্ঞান। মেজবৌ, বো'ন তুমি কেন অমন কচ্ছো, আমার দিন ফুরিয়েছে আমি আর বাঁচব না, যেদোর যদি কিছু কত্তে পার দেখ।

যেদো। কেন মা কেন বাঁচবি নি? ওমা বলিস নি মা, আমায় ভয় করে?

জ্ঞান। মেজবৌ, পড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফু। ওগো বাছা তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী। না বাছা, আমি কবরেজ ডাকতে পার্ব্বো না। ঘরে মলে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদায় কর। ওমা মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে যে গো, ওঠো গো ওঠো, মত্তে হয় রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফু। হাঁগা বাছা, তোমার দয়া নাই; মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ!

বাড়ী। না বাছা আমার দয়া মায়া নাই। ঘরে মলে আমার ঘর ভাড়া হবে না আমি ভাড়া চাই নি বাছা, তোমরা বিদায় হও।

প্রফু। ও বাছা তুমি যা চাও তাই দিচ্ছি তাড়িও না বাছা, আমি তোমায় সব গহনা দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী। হাঁ হাঁ, তোমার গহনা নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফু। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞান। মেজবৌ তুই ভাবিস নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফু। দিদি কি হবে দিদি, কৈ দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো।

জ্ঞান। না বো'ন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়; ঠাকরুণ পাগল মানুষ, একলা আছেন তুই দেখগে যা; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে আমায় দিয়ে যা।

প্রফু। হাঁ দিদি সেরেছ তো? আমি তবে যাই এই নাও (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কি নেহাবাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব সর্দারকে বলে দেব তোমার দেখে খপর নেবে।

জ্ঞান। এস বো'ন এস।

(প্রফুল্লের প্রস্থান।

বাড়ী। হাগা তুমি চোখ টিপলে যে? ওকে তো বিদায় কল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখতে পার্ব্বো না।

জ্ঞান। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদায় হও।

জ্ঞান। এই নাও একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি; তুমি যাও, আমি বাসন কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী। নাও শিগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাকগে।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

জ্ঞান। যাদব যাদব, কাঁদিস নি চল। মা মা ভগবতি, তোমার মনে এই ছিল মা, আশ্রয় হীন কল্লে! শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে পড়ে মরে থাকবো, মুদ্দফরাশে টেনে ফেলে দেবে। এ অনাথ বালক কোথায় যাবে! লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলেম আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হচ্ছে, আমি মলে এর দশা কি হবে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগ

রমে। প্রফুল্ল আনতে পাল্লে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় করে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে আর ভুলিয়ে নিয়ে চলে আসবে। হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নাই।

রমে। বৌকে দরকার আছে বৈকি। পীতাম্বরে বেটা শুনছি আসছে সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আনতে পাল্লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম করে আনা যাবে। একটা ভাবছি বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল; সে পরের কথা পরে, বাড়ীতো এনে পোর; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমে। আমায়ও বেরুতে হবে, মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। আমি যা ঠাউরেছি তাই, ছেলে এনে মেরে ফেলবে! ক্ষুদ কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক আমি তারে দুধ ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক, পরমেশ্বর করুন প্রাণে বেঁচে থাকুক!

সুরেশের প্রবেশ

সুরে। মেজ, মা কোথা?

প্রফু। ঠাকুরপো তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরে। আমি রাত্রি বেলা যে দিকদে বাড়ী সেঁধুতেম সেই দিক্‌দে সেই পাঁচিল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফু। ঠাকুরপো তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরে। তা'রা কোথায়?

প্রফু। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কি করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরে। এত রাত্রে তো তাদের দেখা পাব না?

প্রফু। তবে কাল সকালে খপর নিও।

সুরে। তাই নেব; মা কোথায়?

প্রফু। শুয়ে আছেন।

সুরে। তুমি এত রাত্রে জেগে বসে আছ যে?

প্রফু। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে উঠেন।

সুরে। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে রয়েছ যে? যদি আর এক দিকদে চলে যান?

প্রফু। না, তিনি এই ঘরেই আসবেন। যখন জেগে থাকেন যেন ছেলেমানুষ হ'ন, যেন নূতন শ্বশুরঘর কত্তে এসেছেন, আমায় মনে করেন তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি, এই খাওয়ালেম তখনি ভুলে যান, বলেন ঝি, ঠাকরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না? আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নি; কি বলেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, ঐ দেখ আসছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না, মনে কচ্ছো জেগে আছেন, তা নয় ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। সই কর, সই কর, মদ খাস খাবি; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই করবি নি? রমেশ, রমেশ, ওকে খুন করে ফেল; ওহো আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে!

সুরে। ওমা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শিগ্‌গির রেজেষ্টারি করে নে, শিগ্‌গির রেজেষ্টারি করে নে, ভাঙ ভাঙ পাথর ভাঙ, আমার সব ফুরুলো' গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফু। ওমা, অমন কচ্ছো কেন মা? ঠাকুর-পো এসেছে দেখ না মা?

উমা। উঃ বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া খালি ধোঁয়া, কিছু দেখবার যো নেই' গড় গড় গড় গড়, ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায় বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

প্রফু। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি আমাকে নিয়ে পড়েন, এই দেখ না আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরে। ওমা, মা, আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন কচ্ছো? ওমা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ: মা এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধরেছিলে? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে? হায় হায় এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম, মাগো আর যে সয় না মা!

উমা। ও ঝি ঝি, এত বেলা হ'ল আমায় কিছু খেতে দিবি নি? আমি অপাট করেছি তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না?

সুরে। ওমা, মা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা।

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস, সরে যেতে বল; আমি কি সেই ছোট বৌটী আছি যে কোলে করে নিয়ে বেড়াবে।

প্রফু। মা ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পাচ্ছো না? চেয়ে দেখ না ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরে। ও মা, মাগো, একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। সরে যেতে বল, সরে যেতে বল, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আমার আদর করা কি? বল্লি নি, বল্লি নি, আমি চল্লেম আমি চল্লেম; ওহো হো হো হো! বুক যায়! বুক যায়! বুক যায়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগে। কি বাবা, কায গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না?

মা। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল আর মদ কোথায় পাব?

যোগে। যেও না শোন, একটা কথা শোন; একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো; তা'র একটী স্ত্রী ছিল, দেখলে প্রাণ জুড়াত, একটী ছেলে ছিল, তা'রে কোলে নিত, চুম খেত; দিন গেলো দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল; বলে যোগেশ, যোগেশ কিনা কে জানে; এ যোগেশ কে তা জান? স্ত্রীর বাড়ী বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চলে এল; ছেলেটার হাত মুচড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগলো না, কারুকে সে চায় না; বল্‌তে পার কোন্ যোগেশ আমি? সে, কি এ!

মা। ছেড়েদে, ছেড়েদে।

[মাতালের প্রস্থান।

যোগে। আচ্ছা যাও। কোন যোগেশ আমি সে কি এ!

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না। [উভয়ের প্রস্থান।

শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ

শিব। সরে যা সরে যা, গায়ের ওপর পড়িস্‌নি।

ভজ। ক্যা তোম হামকো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার।

শিব। এ পাগল না কি?

ভজ। পাগল নয় ম'শয় পাগল নয়, সুরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন বলতে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উন্‌কা মহাজন হ্যায়, জমিন-দার; মোচ্ দেখ্‌কে সমজাতা নেই? ম'শয়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী বলতে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কায?

ভজ। শুনুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমীদার নয়; সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার করেছেন, আমি যোগেশ বাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারি করে এলেম; হাম জমিনদার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমিনদার নেই? রেজেষ্টার লিখ্ লিয়া জমিনদার। ও ম'শয় আপনি বুঝতে পার্ব্বেন না শাদা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে বাজার রাষ্ট্র কথা একথা শোনেননি? আমাকে জমীদার সাজিয়ে ছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা জমিনদার এসা যাগা? সোয়ারি লেয়াও; তোম্ ক্যায়সা দাওয়ান? তোমকো বরতরফ করেগা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিশ কল্লে তোমারও তো মিয়াদ হয়?

ভজ। অত দূর কর্ব্বেন কেন, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবে না; চলুন না, আমি বাগিয়ে সব্ ঠিক্ করে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষ পেছোও।

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেবিট করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেক, আমিও পুটীয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞান। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চারটে টাকা বেশ করে বেঁধে নে, কেষ্ট চাইলে দিস্‌নি, কারুকে দেখাস্‌নি, ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র করে দোকানে যা কিনে খাস্। আর এখন এই দু-আনা পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে বসে থাকি।

যাদ। কেন মা তুমি এস না, তুমিও তো খাও নি মা।

জ্ঞান। আমি খেয়েছি বৈকি।

যাদ। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞান। হাঁপিয়েছি, তাইতো বসে আছি, তুই যা।

যাদ। মা তোরে জল এনে দেব মা?

জ্ঞান। না বাছা তুমি যাও, খাওগে।

[যাদবের প্রস্থান।

এইতো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে আর দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে!

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা পড়ে নাকি?

জ্ঞান। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি! আমি শিব পূজো করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই! এখনও শোধরাও তোমার সব হবে।

যোগে। মচ্ছো, রাস্তায় মরতে এসেছ? তোমাদের এত দূর হয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও মরেছে? বেশ হয়েছে! মচ্ছো মর, আমি মদ খাইগে; ঘরে মরতে পাল্লে না? তা মর রাস্তায়ই মর; কি কর্ব্বো হাত নেই, মদ খাইগে! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞান। তুমি আমার একটী উপকার কর, যদি এই কথাটী স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগে। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় মর্‌বে, কেমন? তা বেশ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে তা'হ'লে পার্ব্বো; আর ঘাড়ে চাপ্‌লে আমি কি কর্ব্বো! কি বল, আমি জাঁধ মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞান। তোমার অপরাধ কি আমায় ভগবান্ মেরেছেন।

যোগে। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমিই মেরে ফেলেছি, কি কর্ব্বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! মচ্ছো, মর—মর; (জ্ঞানদার মৃত্যু) আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

পঞ্চম অংক

প্রথম গর্ভাংক
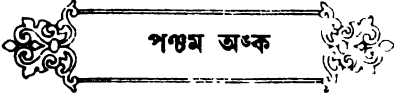
দরদালান

রমেশ ও কাঙালী

রমে। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল করে জিজ্ঞাসা কল্লেম, শুনলেম পীতাম্বরে বেটা তা'র দেশে নিয়ে গেছ্‌লো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধত্তে পাল্লেই যে আপদ্ চোকে; এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বা'র করে আনি। দাদা পাগল হয়েছে। পীতাম্বরে বেটা মামলার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্ব্বো,—সেও কি, দু এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙা। জগা তো ঠিক্ বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় কল্লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

জগ, যাদব ও মদনের প্রবেশ

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদ। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা? কৈ ভাত রেঁধে ডাকছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় কচ্ছে মদন দাদা!

রমে। ভয় কি! আয়্ এ দিকে আয়্, তোর মা বাড়ীর ভিতর আছে।

যাদ। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে!

রমে। চুপ্! কাঁদিস্ নি।

যাদ। না না, কাকা বাবু, আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি মের না কাকা বাবু!

রমে। যা, এর সংগে যা।

যাদ। ও কাকা বাবু, আমার ভয় করে কাকা বাবু! আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকা বাবু, একটু জল দাও, কাকা বাবু।

রমে। না, জল খায় না, তোর অসুখ করেছে।

যাদ। না কাকা বাবু, অসুখ করে নি কাকা বাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমে। ক্ষিদে পেয়েছে! কেটে ফেল্‌বো!

যাদ। হাঁ কাকা বাবু, আমি দুদিন খাই নি কাকা বাবু, আমি মাকে খুজ্‌ছি, মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমে। জল খায় না, যা, ওর সংগে যা।

যাদ। আমি আর চল্‌তে পারিনি, কাকা বাবু!

রমে। এই চাবি নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারিব ভেতব রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাও।

কাঙা। এস, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই চল।

যাদ। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা বল্‌ছো না?

রমে। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ করেছে শুগে যা।

যাদ। অসুখ করেছে? আমি কিছু খাব না একটু জল দাও।

রমে। না, যা যা জল দেবে এখন যা।

যাদ। ও মদন দাদা তুমি এস।

[যাদব, মদন ও কাঙালীর প্রস্থান।

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস; তুমি রোগ বল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন করে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি কর্ব্বে?

মদনের পুনঃপ্রবেশ

মদ। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্! এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদ। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা বল্‌বে তা'ই শুনেছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধরো না।

জগ। চুপ করে বস। ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা পাল্টা কত্তে হয়, বলা যাবে পাগ্‌লাটা ওল্টা পাল্টা করেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমে। ঠিক্ বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি কনে ঠিক্ করে রাখ্‌লেম, আর তুমি চল্লে?

মদ। হাঁ দাদা সত্যি? হাঁ দাদা সত্যি?

রমে। সত্য বৈ কি।

মদ। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমে। দিব্যি কনে ঠিক করেছি।

মদ। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

রমে। যেমন হ'ক কেন, বেশ কনে ঠিক্ করেছি তুমি বৈঠকখানায় বস গে।

মদ। হাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সংগে বে দেবে না?

রমে। পাহারাওয়ালা কেন?

মদ। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে দিয়েছিল, দাঁতে কুটো করে জাতে উঠেছি, যাত্রা-ওয়ালার ছেলে বে দিয়েছিল, দুটো কাণ মলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে করে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে দিও না দাদা।

রমে। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদ। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

[মদনের প্রস্থান।

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস, দুদিন খায় নি আর জোর দুদিন টেঁক্‌বে।

[জগ ও রমেশের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। কিছু জান্‌তে পাল্লেম না, কি ফুস্ ফুস্ কল্লে; ছেলেটাকে কি ধরেছে? আমার মন আজ কেমন কচ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি; আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! আমি আর কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার কান্না এসে না, আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভিতর কেমন করে উঠ্‌ছে!

ঝির প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাক্‌রুণ, একটু মুখে জল দেবে এস, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলেম কলকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি; এস, সকাল সকাল নাও, দুটী খাও।

প্রফু। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন কচ্ছে! আমার যদি এমন হয়, তা'হ'লে আর আমি বাঁচ্‌ব না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে; আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে।

ঝি। ও কিছু নয় খাওয়া নেই নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে।

প্রফু। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে! আমার বড় মন কাঁদছে; তোমায় একটী কথা বলি যদি আমার ভাল মন্দ হয় আমার গহনাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে তাই থেকে ঠাক্‌রুণকে খাইও, অভাগীর আর কেউ নাই!

ঝি। বালাই! অমন সোণারচাঁদ বেটা রয়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফু। না ঝি, অমন অভাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে, আমি আর বাঁচ্‌ব না, আমার কোথা ভরাডুবি হয়েছে!

ঝি। হাঁগো হাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এস; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচ্‌বে কেন?

প্রফু। আমার মা, বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ অভাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলে বেলা মা মরে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম; সেই মা আমার এমন হ'ল! আমাদের সোণার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি কর্ম্মে মা, কারু তো হাত নয়; এস মা, এস!

প্রফুল্ল। চল যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীমিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলেম না। আমি সমস্ত রাত থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে কলিকাতার অলি গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরে। বল কি! তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে আর নাই! মেজদা মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরে। আর সে কি! তোমায় তো বলেছি, মেজবো'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম তা'কে মেরে ফেলবার পরামর্শ কচ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর জ্বলে জ্বলে উঠ্ছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না! আমি কি এই যাতনা ভোগ কর্‌বার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো তা'র পর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভিতর দুশোবার মরতে হয়; মনে করেছেন কি আপনিই ঝড় ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায়নি? তবে কাঁদছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরে। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা কচ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ অনাহারে পথে পড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার প্রফুল্লকমল মেজবৌ দিন দিন মলিন হচ্ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি তা'তে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে পড়ছে আর আমি প্রাণ ধত্তে পাচ্ছি নি!

ভজ। মুখ মনে কত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনেপড়ে; আমার ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ নয়, এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গোটা গোটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তা'র পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদ্‌ছে; কি সমাচার? না জমিদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত খোলে পড়েছে, প্রাণ ধুক্ ধুক্ কচ্ছে, সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন; তা'র পর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলে পুলে নিয়ে মা-ঠাকরুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটী পান আমাদের খাওয়ান আপনি উপোস যান, এক দিন তো গাছতলায় পড়ে মরুন—

সুরে। আহা হা!

ভজ। রসো, আহা হা করো না; ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে পড়্‌লো আর মলো; বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম, তা'র পর আর সন্ধান নাই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরে। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী।

ভজ। তা'র পর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়্‌লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা বাবুর বেত্, আর মামী ঠাকরুণের ঠোনার সঙ্গে ফেণে ফেণে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

সু-প। কেউ তো কিছু বল্‌তে পারে না, একজন ময়রা বল্লে একটী ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, এক্‌টা বুড়ো এসে বল্লে শীগ্‌গির আয়্ তোর মা ডাক্‌ছে; কিন্তু কে যে তা আমি কিছু সন্ধান কত্তে পাল্লেম না।

সুরে। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর; আহা! কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে, না জানি তা'র কত দুর্গতিই হচ্ছে!

ভজ। রসো রসো বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো বল্লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার

মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটী আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও আমি সন্ধান নিচ্ছি, ঐ যে তোমার মধ্যম, মা'র পেটের ভাই গাড়ী থেকে নাব্‌ছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা টানে তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দেখে নড়্‌বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু জনকে একত্রে দেখলে সর্‌বে।

সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান, ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশ বাবু, আপ্ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লেয়ায়া, মেজাজ্ খোস্?

রমে। কি হে তুমি যাও নি?

ভজ। হাম লোক জমীদার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ রহে যাতা।

রমে। আরও কিছু টাকা চাই না কি?

ভজ। মেহেরবানি আপ্‌কা।

রমে। আচ্ছা এস, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট্ কিনে দিচ্ছি, আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদের ব্যাঙ্কের উপর।

ভজ। যাবই তো; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজ কর্ম্ম দেন।

রমে। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ্ লিখিয়েগা, সো তো আপ্ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া ও সব তো চলেই গা; দেখিয়ে হাম্‌সে কাম চল্‌তা, দোসরাকো কাহে দেনা?

রমে। সত্য বল্‌ছি এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমিন্‌দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়াথা; হাম্‌তো জমিন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমে। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো গো, ভাইপো, যাদব!

রমে। ও কি কথা!

ভজ। সুরেশবাবু, আসুন সন্ধান পেয়েছি।

রমে। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। ম'শয় যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ করে যান।

[রমেশের প্রস্থান।

শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ

সুরে। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে? আছে তো, বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন শীগ্‌গির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুক্‌তে না দেয়?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙলেও কিছু বল্‌বে না, ঢুক্‌তে দেবে না কি?

[সকলের প্রস্থান।

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি মুল খোয়ালি
ভাল ব্যাসাত কল্লি ভবে।
এক্‌লা এলে এক্‌লা যাবে,
মুখ চেয়ে কা'র ঘুরছ তবে॥
কে তুমি বল্‌ছো আমি,
দেখ্ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে;
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি কর্ব্বো, গেল তা কি কর্ব্বো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ।

লোক। হাঁ।

যোগে। মদ টদ খাচ্চ না?

লোক। এ কে রে!

(পালাইতে উদ্যত)

যোগে। বল না বল না, আমায় যা বল্‌বে তা'ই কর্ব্বো, বেশি খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে পয়সা দাও, চট্ করে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল তা কি কর্ব্বো?

[লোকের প্রস্থান।

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কা'রা মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে, গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

[যোগেশের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের দরদালান

মদন ও প্রফুল্ল

মদ। না না, আমি পার্ব্বো না, আমি পার্ব্বো না! ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে, বংশ লোপ কর্ব্বে, বংশ লোপ কর্ব্বে।

প্রফু। কি গা কি বল্‌ছো? ছেলে মার্‌বে কি বল্‌ছো গা?

মদ। ওগো বংশ লোপ কর্ব্বে, বংশ লোপ কর্ব্বে, ছেলে মার্‌বে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মার্‌বে। হায়! হায়! আমি কেন পাহারা-ওয়ালা বে করেছিলেম!

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মার্‌বে কি?

মদ। না না আমি বল্‌বো না, আমায় ধর্‌বে, জমাদারে ধর্‌বে, আমি কোথায় লুকবো?

প্রফু। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদ। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধর্‌বে, আমার ভয় কর্চ্ছে।

প্রফু। কে ধর্‌বে? ছেলে মার্‌বে কি আমায় শিগ্‌গির বল।

মদ। না না বল্‌বো না, আমি তা'র ভয়ে সিন্ধুক ভেঙে দলিল চুরি করে আন্‌লেম, তবু ছাড়্‌লে না; আমি তা'র ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়্‌লে না: ছেলে মার্‌বে, না খেতে দে মার্‌বে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তা'ই বেঁচে আছে,—না না দুধ দিই নি। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, কা'কে ধরেছে? যেদোকে?

মদ। হাঁ, হাঁ, না, না, আমি না, আমি দলিল চুরি করেছি, ধরিয়ে দেবে; হায়! হায়! বে কত্তে গে মজ্‌লেম, বে কত্তে গে মজ্‌লেম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে কল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলিল চুরি কত্তে বল্লে, তা'কে আমি দলিল দিলেম, এখন আমায় ধরিয়ে দেবে; কি হবে, কি হবে, আমি ছেলে-টাকে দুধ দিয়েছি জান্‌লেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে, আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা দাঁড়াও।

মদ। না না, দাঁড়াব না আমায় ধর্‌বে, আমি লুকবো।

প্রফু। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদ। ওরে বাপরে! আমায় ধর্‌লে রে!

প্রফু। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো, ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব; মদন দাদা, শীগ্‌গির বল কোথায়?

মদ। ঐ তোমাদের পোড়ো মহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও আমি লুকুই, আমি পালাই, আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফু। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদ। না না মর্‌তে পার্ব্বো না, মর্‌তে পার্ব্বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফু। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়! মা বল্‌-তেন তুমি একজন সাধু পুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচি ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ, যম তোমার সঙ্গে ফির্‌ছে, যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ? তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; মদন দাদা, যা করেছ তা'র আর উপায় নাই, আমায় বলে দাও যেদো কোথায়? আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও বল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছেন তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছো না।

মদ। অ্যাঁ অ্যাঁ যমরাজ?

প্রফু। হাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে

চাও, সাহস বাঁধ, আমার সঙ্গে এস, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এস: তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় কচ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না, ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তা'র প্রাণরক্ষার উপায় কচ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক!

মদ। চল চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর'—যদি ধরে?

প্রফু। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধর্‌বে তার উপায় কি করেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদ। চল চল, এই দিকে চল, মরি মরবো ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যাদব, রমেশ, কাঙালী ও জগ

যাদ। ও কাকা বাবু, একটু জল দাও! আমার আগুন জ্বল্‌ছে গো আগুন জ্বল্‌ছে!

রমে। জল দিচ্ছি এই ওষুধটা খা।

যাদ। না গো জ্বলে যায়, জ্বলে যায়, আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমে। (Tartar Emetic) টার্‌টার এমিটীক দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হ'বে দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার বল্‌বে খেতে দাও; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্ কর্ব্বে দেখ্‌বে এখন।

যাদ। ওগো না গো, ও কাকা বাবু, আমি সন্ধ্যাবেলা মর্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুটছে, কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, কাকা বাবু!

রমে। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তা। গুড মর্ণিং, কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে পড়্‌ছে।

কাঙা। ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলে নেই পুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটী সর্ব্বস্ব!

যাদ। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তা। দাও, দাও জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা, জল কি তলায়!

যাদ। ওগো, আমায় জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমে। ডাক্তার সাহেব, (Delirium set in) ডিলিরিয়াম সেট ইন্ কল্লে।

ডাক্তা। এত দুধ সুরুয়া রয়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদ। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তা। ছুট্।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমে। (Doctor, your fee) ডক্টর, ইয়োর ফি।

ডাক্তা। একটা (Bilster) ব্লিস্‌টার দাও।

যাদ। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো; আমার পেটের খানা এখনও জ্বল্‌ছে; এই দেখ– ঘা হয়েছে।

[ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান।

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্বলে গেলেম গো! জ্বলে গেলেম! মা গো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমে। ওহে কাঙালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি, ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ কচ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মত্‌লব কচ্ছে।

জগ। তা'র ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদ। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি; আমায় গলা টিপে মেরে ফেল! জ্বলে গেল গো, জ্বলে গেল! ও কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি। কাকা বাবু, কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু!

কাঙা। চল যাওয়া যাক্, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোস্ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদ। ও কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকা বাবু!

রমে। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝুবে।

যাদ। না আমি জল খেলেই মর্‌বো, না আমি জল খেলেই মর্‌বো; এই দেখ না আমার গায়ে ই'দুর পচার গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল দেখা যাগ্‌গে; ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ যুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেক্‌ছে না। আমি তো বলেছিলুম্ ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা কয়েছে, সুরেশ মরে নি।

[রমেশ, কাঙালী ও জগর প্রস্থান।

যাদ। ওমা গো, কতক্ষণে মর্‌বো মা!

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। এই যে আমার যাদব! যাদব, যাদব, বাবা!

যাদ। কেও কাকিমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লের জল দেওন) আমি আর খেতে পাচ্ছি নি, আমার চোকে কাণে জল দাও; কাকিমা আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফু। পরমেশ্বর, কি কল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও!

যাদ। আর গিল্‌তে পার্ব্বো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে; দেখ্‌লে না, জল গিল্‌তে পাল্লেম না; কাকিমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাক্‌লে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, বোলো না, আমি না খেতে পেয়ে মরেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো, খেতে পাই নি শুন্‌লে, মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে মরে যাবে। কাকিমা, বোলো আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফু। বালাই! বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা বল্‌তে নাই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদ। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! এই নাও এই নাও, এই পারাভস্ম নাও; আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও। আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বে বলে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচ্‌বে! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া দুঃখের সহিত প্রফুল্লের খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ, কাঙালী ও জগর পুনঃ প্রবেশ

জগ। কৈ, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়্‌লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী করে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফু। কে রে রাক্ষসি! মা'র কোল থেকে তা'র ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ! নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে একত্র হ'লে পার্ব্বে না, দূর্ হ! দূর্ হ!

কাঙা। এ কি সর্ব্বনাশ!

রমে। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি কত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা কত্তে হবে।

প্রফু। তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো? তোমায় অধিক কি বল্‌বো, তুমি কা'র জন্য এ সর্ব্বনাশ কচ্ছো? তুমি কা'র জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কা'র জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কা'র জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজ্‌গার কচ্ছো? তুমি কা'র জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখ ভোগ কর্ব্বে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হয়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যু-শয্যায়! এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

রমে। দেখ্ প্রফুল্ল, ছোট মুখে বড় কথা কস্ নি; ভাল চাস্ তো দূর্ হ, নইলে তোরে খুন কর্ব্বো।

প্রফু। তুমি কি মনে কর আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য কর্‌তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেন তোমার চেষ্টা বিফল হবে।

সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্ব্বেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন, যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্ম-বিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ কর্‌তে পার্ব্বে না।

মদ। না মা, বধ কর্‌তে পার্ব্বে না, ধর্ম্ম-রাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও; না না, বধ কর্‌তে পার্‌বে না। আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা! তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদ। হাঁ হাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি, পাহারা-ওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি, চাপ্‌রাসি, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমে। প্রফুল্ল, দূর্ হ' ভাল চাস্ তো দূর্ হ!

প্রফু। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি কচ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদ। খপর্‌দার পাহারাওয়ালা, খুন কর্ব্বো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

রমে। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোরে খুন করে ফেল্‌বো! সরে যাবি তো যা।

যাদ। কাকিমা পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে, আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও!

প্রফু। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মার্‌ছো! ছি ছি ছি! তোমায় ধিক্! তোমায় সহস্র ধিক্! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্ব্বেন না।

রমে। তবে মর! (প্রফুল্লের গলা টেপন)

মদ। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জ্জন, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রী-হত্যা বালকহত্যা কর্‌ছিস্! (রমেশকে ধৃত-করণ)

ডাক্তা। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই ছেলে বেঁচে আছে! (Pulse steady) পাল্‌স ষ্টেডি আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নাই।

মদ। হাঁ হাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নাই ভয় নাই, পারা-ভস্ম দিয়েছি। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরে। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজবৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে!

ডাক্তা। ইস্! তাই তো!

সুরে। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফু। ঠাকুরপো এসেছ? যাদোকে দেখো; আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেব না, আমি মা'র জন্য জোর করে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তোমায় মাক্‌ড়ি দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জান্‌তেম না এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান্, আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা কর্ব্বো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন। ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে করো—আমি চল্লেম—(মৃত্যু)

সুরে। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজ-বৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হলো! মেজ দাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নাই।

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম বোলাথা এক্‌ঠো জমিন্‌দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে। এই দেখুন না, তা হ'লে তো এই ফ্যাসাদ হতো না; এই-বার এই বালা পরুন!

ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমে। দেখ জমাদার, বে-আইনী করো না! বে-আইনী করো না!

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়; ক্রিমিনেল প্রসিডিওরে মার্ডার, এটেম্প্‌ট টু মার্ডারে বালা মল দুই পর্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধরো না, আমায় ধরো না! আমায় ছেড়ে দাও!

জমা। চোপ্‌রাও গস্তানি!

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কেস্‌ আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু বল্‌বে না? এত দিন উকিলের বাড়ীর চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, করেও এলেম, কিন্তু মামা মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে!

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখ্‌লায়া নেই? যব ভাইকো কয়েদ্‌ দিয়া তব্‌তো বহুত ধরম্‌ দেখ্‌লায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি।

ইন্‌। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়ে ছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পাল্লে না; তা হ'লে একটা (Historical character) হিষ্টরিক্যাল কেরেক্টার হ'তে!

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক্‌ থেকে পাঁচকথা কচ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুনলে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদ। কাকিমা, কাকিমা!

ডাক্তা। ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে তোমার কাকীমা! ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদ। আমার মা কি আছে?

ডাক্তা। তোমার কাকীমা আছে ভয় নেই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি বল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধবনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওরে নরকের মেট্‌ করে দেবে। মামা বাবু, মামিমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কর্‌তে; এমন পাথরকুচীর প্রাণ, দোহাই বল্‌ছি আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে? তোমাদের বাহাদুরী যে, আমার চোখেও জল বার করেছ।

মদ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ এত পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পাল্লেম না, এই আমার দুঃখ রইল; আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ করেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়! মামা বাবু, মামিমা, রমেশ বাবু, দেখ আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ কত্তেম; তোমরা যথার্থই অভাগা।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্‌ রে, বুক যায়, বুক যায় বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

সুরে। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ আমি প্রাণ ধর্‌তে পাচ্ছি নি!

ভজ। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—" সুরেশ বাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের, আর বেশী কাঁদাকাটী করো না, যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। এই যে আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ? দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো, দেখ, মরবার সময় ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যবনিকা পতন

লীলাবতী

দীনবন্ধু মিত্র

> "পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং
> নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
> অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
> পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥"
>
> —রঘুবংশ।

মঞ্জীবনময়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দাস সহৃদয়

হৃদয়বান্ধবেষু

সহোদরপ্রতিম গুরুচরণ'

অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ সমীপে আদরভাজন হয় ঐকান্তিক আশা। কত দিনে সে আশা ফলবতী হইবে, আদৌ সে আশা ফলবতী হইবে কি না, ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রীতির কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সহিত মন সহধর্ম্মপদার্থের ন্যায় তরলিত হইয়াছে তদবধি যে বন্ধু প্রমোদপরিতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উন্নতি খর্ব্বতা সাধন করিতেছেন, সেই বন্ধুর হস্তে অতি যত্নের বস্তু অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি। ভাই, এই স্থলে একটি কথা বলি--কথাটি নূতন নহে, কিন্তু বলিলে সুখী হই, সেই জন্য বলি—সৌহার্দ্দ না থাকিলে অবনীর অর্দ্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ! লীলাবতী তোমার হস্তে প্রদান করিলাম—তুমি সাতিশয় আনন্দিত হইবে বলিয়াই এ দানের অনুষ্ঠান—আমার পরিশ্রম সফল হইল।

প্রণয়ানুরাগী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় (জমিদার)। অরবিন্দ (হরবিলাসের পুত্র)। শ্রীনাথ (হরবিলাসের শ্যালক)। ললিতমোহন (হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত)। সিদ্ধেশ্বর (ললিতের বন্ধু)। পণ্ডিত (লীলাবতীর শিক্ষক)। ভোলানাথ চৌধুরী (জমিদার)। হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ (ভোলানাথের ভাগিনেয়দ্বয়)। যোগজীবন, যজ্ঞেশ্বর (ব্রহ্মচারীদ্বয়)। রঘুয়া (উড়ে ভৃত্য[১])।

স্ত্রী-চরিত্র

লীলাবতী (হরবিলাসের কন্যা)। শারদাসুন্দরী (লীলাবতীর সই এবং হেমচাঁদের স্ত্রী)। ক্ষীরোদবাসিনী (অরবিন্দের স্ত্রী)। রাজলক্ষ্মী (সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী)। অহল্যা (ভোলানাথের স্ত্রী)। ঘটক, প্রতিবাসী, দাস-দাসী, ইয়ারগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর, নদেরচাঁদের বৈটকখানা

নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। তিন সত্যি কল্যে, এখন না দেখাও নরকে পচে মর্‌বে।

হেম। কিন্তু ভাই দেখা মাত্র।

নদে। তুমি ত দেখাও তার পর আমার চকের গুণ থাকে সফল হব, তবু গুলি খেয়ে বসে গেচে।

হেম। গুলির দোষ দাও কেন ভাই, তোমার বার মেসে বসা চক্—আর যা কর তা কর দাদা নেমোখারামিটে কর না।

নদে। ললিত বাবু তার যে বাহারের কথা বল্যে।

হেম। কোথায়?

নদে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে। সিদ্ধেশ্বর যে বড় বন্ধু, সিদ্ধেশ্বরের মাগ যে ললিতের সঙ্গে কথা কয়। ললিত কোথাকার কে তারে মাগ দেখাতে পাল্যোন, আর আমরা এক বাড়ীর ছেলে বল্যেও হয়, সে দিকে তাকালে মাথা কেটে ফেলেন।

হেম। ও দু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে দেখ্‌তে চাচ্চো সিদ্ধেশ্বর তারে দেখেছে।

নদে। লুক্‌য়ে?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এবারে এক্সচেঞ্জ থেকে একখানা সুচরিত্র কিনে আন্‌বো, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম বড়।

নদে। কত?

হেম। গোজন্ম পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক বলিচিস—আমাদের যে নাম বের্‌য়েছে, আমাদের দেখে বেশ্যাবাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখি নি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটি কেঁচে কনেবউ হয়েছেন, আমায় দেখ্‌লে আদ হাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভর্ৎসনা করেছেন।

নদে। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন তা জানিস তো?

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাচ্চিস। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস?

হেম। আমার স্ত্রীর কাছে সে বসে থাক্‌বে, সেই সময় দেখাব, তাতে আমি দোষ ভাবি নে।

নদে। চিরজীবী হয়ে থাক, তোমার কল্যাণে আজ খেম্‌টির নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌ব।

হেম। বেশ কথা।

[১] ওড়িয়া ভৃত্য রঘুয়ার সংলাপে প্রচুর ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন দীনবন্ধু। তাদের অর্থও স্বয়ং নাট্যকার পাদটীকায় পরিবেশন করেছেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ

মামা যে।

নদে। সরকারি মামা।

শ্রীনা। তবে তোমার পিসীর ছেলেদের ডাক।

নদে। রাগ কর কেন বাবা?

শ্রীনা। অমৃতং বালভাষিতং—আর একবার বলো।

হেম। মামা বসো।

শ্রীনা। তোমার মামা কোথায়?

হেম। কল্‌কাতায় গেছেন।

নদে। মামা, কিছু খাবে?

শ্রীনা। কি আছে?

নদে। যা চাবে, আমার এমন মামার বাড়ী না।

শ্রীনা। মামার বাড়ীই বটে।

হেম। কি খাবে?

শ্রীনা। তারিপ।

হেম। কি রসিকতাই শিখেছ বলিহারি যাই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ

ললি। এস মামা বাড়ী যাই।

নদে। সিদ্ধেশ্বর বাবু, বসো জাত যাবে না—ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এখানে মেয়ে মানুষ নাই।

ললি। বেলা যায় যে। (উপবেশন)

সিদ্ধে। সময় আর স্রোত কারো জন্যে দাঁড়ায় না।

শ্রীনা। আর নারীর যৌবন।

নদে। আর রেল্‌ওয়ের গাড়ী।

শ্রীনা। যাও যমের বাড়ী।

হেম। কেন, ঠিক বলেচে—আমি সে দিন হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলেম, আর পোঁ করে গাড়ী বেরুয়ে গেল।

ললি। যেমন কালিদাস তেমনি মল্লিনাথ।

সিদ্ধে। চমৎকার টিপ্‌পনী?

নদে। টিপ্‌নি কি?

শ্রীনা। অন্তর টিপ্‌নি—খাবে।

নদে। তুমি ত বিদ্বান্ সেই ভাল।

ললি। চল সিধু।

নদে। বসুন না মহাশয়—তামাক দে রে।

শ্রীনা। কার জন্যে?

নদে। বাবুদের জন্যে।

ললি। মামা ও'র জন্যে হতে কি দোষ?

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বল্‌তেন, গাঁজা দে রে।

নদে। আমি ইষ্টি ঠাকুরের পায় হাত দিয়ে দিব্বি কত্তে পারি, গাঁজা ছেড়ে দিইচি।

শ্রীনা। চাবুক?

হেম। সে যে দিন মদে নেশা না হয়, রোজ ত নয়।

সিদ্ধে। মাণিক।

শ্রীনা। মাণিকজোড়। (হেমচাঁদের এবং নদেরচাঁদের দাড়ি ধরিয়া সুরের সহিত।)

কোথায় মা ওলাবিবি বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে.
কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে,
ও মা একবার দেখ চেয়ে।

নদে। শ্রীনাথবাবু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্চো—আমরা ছোটলোকের ছেলে নই—তোমার ঠাট্টা বুঝতে পারি—সত্যি সত্যি ঘাসের বিচি খাই নে।

শ্রীনা। বাপ্ রে, বিচি কি তোমরা হতে দাও।

হেম। নদেরচাঁদ তুই থাক্ না, আমি এবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ও'র চালাকি বার কর্‌বো।

শ্রীনা। সিধুবাবু, এবারকার কার্ত্তিকে ঝট্‌কায় শ্রীরামপুরের সব দাঁড়কাকগুনো মরে গেছে।

সিদ্ধে। সব কি মরেছে?

শ্রীনা। গোটা দুই আছে—দাঁড়কাকগুনো কাকদের মধ্যে কুলীন।

সিদ্ধে। কাকের আবার কুলীন।

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যাল্‌সা।

নদে। বড় চালাকি কচ্চো—আমি দম্ভ করে বল্‌তে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনা। ষ্টড্‌ব্রেড্।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্যে বামন বেরোয়।

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়—ঢেঁকিরাম, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায়, বিপ্র-চরণেভ্যো নমঃ, তাঁকে ওরূপে বার কত্তে আছে, পইতেয় যে চোনা লাগ্‌বে।

ললি। কথাটা অতিশয় রূঢ় হয়েছে।

নদে। কথাটা আমার একটু অন্যায় হয়েছে বটে।

হেম। রাগের মাথায় বের্‌য়ে গেছে।

ললি। এল্‌ম ভদ্রলোকের বাড়ী, বস্‌বো, কথা কবো,তামাক খাব,তা কেবল ঝক্‌ড়া আর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি।

নদে। তামাক দে রে।

শ্রীনা। গাঁজা দে রে।

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা।

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জলিবন্ধ করিয়া নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া।) বাছা রে—

সিদ্ধে। ও কি মামা।

শ্রীনা। মাণিক মাটিতে পড়ে।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে কোথা?

নদে। রাজার বাড়ী।

শ্রীনা। লক্ষ্মীছাড়ী।

নদে। সে কথাটি বল্‌তে পার্‌বে না, রাজ-কন্যা, আরমানি বিবি।

ললি। "কিং ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা যম্বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥"

নদে। দিব্বি কবিতাটি—"নিবিড়নিতম্বা" কি সিধু বাবু?

সিদ্ধে। নিবিড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ স্ত্রী।

নদে। নিতম্ব কি?

হেম। স্তন।

ললি। হেমবাবুর খুব ত ব্যুৎপত্তি।

হেম। আমি পদ্যাবলী টলি সব পড়িছি।

ললি। নতুন বই কিছু পড়েছেন?

হেম। তিলোত্তমা সম্ভাবনা পড়িছি।

শ্রীনা। মাইকেলের মাথা খেয়েছ।

নদে। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি থেকে মামা যত বই আনেন আমরা সব দেখি।

ললি। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি?

সিদ্ধে। মেট্ কাফ্—

হেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্ ফাক্।

নদে। ম্যাড্ কাফ্—

শ্রীনা। তোমরা দুটিই তাই—চলো।

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

নদে। হেমা, সর্ব্বনাশ করে গেছে, বাচুর বলেছে। (চিন্তা।) হেমা তোর পায় পড়ি ওদের ফিরো—ডাক্ ডাক্ ভুলে গেল্‌ম—উতোর দেব—

হেম। মামা, মামা, যেও না, একটা কথা শুনে যাও।

নদে। ললিত বাবুদের আন্‌তে বল।

হেম। মামা একবার এস, ললিত বাবুদের নিয়ে এস।

শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।

বাবা, আঁদারে ঢিল মার, উতোর শুনে যাও।

নদে। বাচুর না পানালে দুদ পেতে কোথা?

শ্রীনা। (বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের কনুটি রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ্ দেখেচ?

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

হেম। ভায়া, মুক্তিমণ্ডপে চলো, গুলি খাওয়া যাক্।

নদে। চাবুক কস্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর। হেমচাঁদের শয়নঘর

হেমচাঁদের প্রবেশ

হেম। রাক্‌সী — পেত্নী — উননমুখী — বেরালখাগী। এত করে বল্যেম, বলি বাপের বাড়ী যাচ্চো নদেরচাঁদের এক দিন দেখ্‌য়ো— তা বলেন "অমন সর্ব্বনেশে কথা বল না"— আবার কাঁদ্‌লেন। বলেন সে "সতীত্বের শ্বেত-পদ্ম"—সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েছেন— আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিয়েছেন। বলেন "সে সরম-কুমারী"—সরম কুকুরী—"পুরুষের সুমুখে লজ্জায় কথা কয় না"—সিধুবাবু আমার মেয়ে-মানুষ। হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্যেম; ভাবলেম মন নরম হয়েছে—ও মা একেবারে আগুন, বলেন "মা'রে গিয়ে বলে দিই"—মা আমায় গঙ্গাপার করে দেবে। বলেন "এতে আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে"—ওরে আমার সতীত্বের চুবড়ি "—অধর্ম্ম হবে—" ওরে আমার ধর্ম্মবড়াই। এখন, বলি এখন—কেমন মজাটি হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সংগে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছে। আগে বল্‌বো না, একটু রঙ্গ করি। এতক্ষণ ঘরে বসে আছি এখন এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে এলে ছুতোনতায় ঘরে আসে—কি করে এখানে আনি। মা বোধ করি নীচেয় আছেন—সাড়া, সুড়ি দিই—(চীৎকার স্বরে) আমার বই নে গেল কে? বাহবা আমার বই নে গেল কে?

নেপথ্যে। ও হেম ঘরে এইচিস্?

হেম। (মুখ খিচ্য়ে) ঘরে না তো কি মাঠে?

নেপথ্যে। কি চাচ্চিস্ হেম?

হেম। (মুখ খিচ্য়ে) কি চাচ্চিস্ হেম।

নেপথ্যে। দাসীরে ওখানে আছে, আমি খেতে বসিচি।

হেম। (মুখ খিচ্য়ে) আমার মাথাটা খাও আমি বাঁচি।

নেপথ্যে। জল দেবে?

হেম। (মুখ খিচ্য়ে) জল দেবে বই কি।

নেপথ্যে। তামাক দেবে?

হেম। (মুখ খিচ্য়ে) তামাক দেবে বই কি।

নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বল্‌বো?

হেম। (নাকি সুরে) তানানা তানানা তুম তানা দেরে না।—এই যে ঝম্ ঝম কত্তে কত্তে আস্‌চেন।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

শার। আহা কি মধুর ভাষেই মায়ের সঙ্গে কথা কইলে।

হেম। সে ত তোমারি দোষ—তুমি এতক্ষণ কার ঘাস কাটছিলে?

শার। যার খাই।

হেম। তোমায় একটা সুসমাচার দিতে এলেম।

শার। কার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

হেম। তুমি দেখাতে পার্‌বে না?

শার। উঃ পোড়াব দশা আর কি—অমন কর তো ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব।

হেম। ঠাকুরুণ তোমার দিকে না আমার দিকে? নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিয়ে কেমন লাঞ্ছনা জান তো?

শার। তোমার এই সমাচার না আর কিছু আছে?

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কি?

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরূপ আলাপ করে? ভাল কথা কি তোমার মুখে নাই।

হেম। স্বামীর মনের মত হতে, ভাল কথা শুন্‌তে।

শার। কি কল্যে মনের মত হয়, তাই বলো, করি।

হেম। কথা শুন্‌লে।

শার। আমি কি অবাধ্য?

হেম। (মেজের উপর একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার।

শার। (চম্‌কে উঠিয়া) কিসে?

হেম। তুমি আমার অবাধ্য, মার অবাধ্য, মাসীর অবাধ্য।

শার। ও মা! সে কি কথা, শুনে যে আমার হৃৎকম্প হয়। আমি বউমানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

হেম। শোন বই কি?

শার। কেন তাঁরা ত আমার নিন্দে করেন না।

হেম। তোমার সাক্ষাতে কর্‌বে?

শার। তোমার পায় পড়ি, আমার মাথা খাও, বলো, আমি কি নিন্দের কাজ করিচি—আর দগ্ধে মেরো না, আমার গা কাঁপচে।

হেম। তোমায় আমি বলিচি, মা বলেচেন, মাসী বলেচেন, নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না, তবু তুমি তারে দেখে, বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাচ্ সেকেন্দারি গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও—কেন সে কি আমার পর, না সে উজুবন থেকে ভেসে এসেছে? সে গোবাঘা নয় যে তোমারে দেখ্‌লে হা করে কাম্‌ড়ে নেবে?

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল।

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হলো?

শার। আমি কি তুচ্ছ কথা বল্‌চি।

হেম। আর দেখ আমি স্বামী—গুরুলোক—গুরুনিন্দে অধোগতি। ওঁকে এত ভাল বাসি, কত গয়না দিইচি, কুলীনের ছেলে দশটা বিয়ে কল্যে কত্তে পারি, আর একটা বিয়ে কল্যেম না—নদেরচাঁদকে ফাঁকি দিয়ে একদিন দুদিন রাত্রে ঘরে আসি—তবু উনি আমাকে ছকড়া-নকড়া করেন।

শার। দেখ নাথ, তুমি যদি আমার সকল গহনা কেড়ে নাও, আর কতকগুলো বিয়ে কর, আমি যে মনোদুঃখে আছি এর চাইতে আর অধিক দুঃখ হবে না।

হেম। তোমার কি দুঃখ?

শার। তুমি তা জান না এই দুঃখ।

হেম। দুঃখ দুঃখ করে আমাকে মেরে ফেলো—একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ি খুলে বস্‌লেন—আমি দশটা বিয়ে কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো।

শার। তুমি কুড়িটে বিয়ে কর।

হেম। নদেরচাঁদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে হবে।

শার। আমি তা পার্‌বো না।

হেম। আরো ব'লে'ন আমি কি'সে' অ'বাধ্য।

শার। হই হই আমি অবাধ্য আমিই আছি —এ নিন্দেয় আমার যা হবার তা হবে।

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের ললিতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন করে?

শার। তার স্বামী তাকে ভাল বাসে, তার স্বামীর বন্ধু, তাই সে কথা কয়েছে।

হেম। নদেরচাঁদ বুঝি তোমার স্বামীর বোনাই? এ যে স্বামীর ভাই বন্ধুর বাবা।

শার। ভাই কি বোনাই তা তুমিই জান।

হেম। বা রস্‌কে—সিধু বাবুর সঙ্গে কথা কবে?

শার। আমি সিদু নিদু চাই নে, আমি যে বিদু পেইচি সেই ভাল।

হেম। সে যে বেহ্ম সমাজ করেছে বিচ্ছি হবে?

শার। আমি তোমাকে বারম্বার বলিচি, আমি তোমার পায় ধরে বিনতি করিচি, ধর্ম্মের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর না কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি যখন তখন এইরূপ উপহাস কর—সিদ্ধেশ্বর বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেছেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েছেন, এটা নিন্দার কথা না সুখ্যাতির কথা?

হেম। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে কর্‌তো না।

শার। যারা একঘরে করেছে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই, আর তোমাদের লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নির্জ্জনে বসে কাঁদি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যত পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোনো আমি তোমার কাছে বসে পড়ি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁর নিকটে কত পুস্তক পড়েন, আমার কি সাধ করে না তোমার কাছে বসে পড়ি?

হেম। কেন মিছে জ্বালাতন কর মেয়ে মানষের পড়া শুনোয় কাজ কি, ধর্ম্মেতেই বা কাজ কি?—রাঁদো বাড়ো খাও ব্যস্।

শার। তুমি একখানি পুস্তক পড়ো, ভাল না লাগে আর পড়ো না।

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন পড়্‌তে ভাল লাগে?

শার। আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সব পুস্তক পড়াবো, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম কর্‌বো, আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না—আমি তোমার স্ত্রী, দেখি দিখি আমার অনুরোধ তুমি কেমন করে অবহেলা কর—

হেম। হো, হো, হো, পাদ্‌রি সাহেব এয়েছেন—আমাকে খ্রীষ্টান কচ্চেন—আমাকে আলোয় নিয়ে চল্যেন—দেখ যেন আলো আঁধারি লাগে না—নদেরচাঁদ যে বলে "হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্যো," তা বড় মিছে নয়।

শার। আমার মরণ হয় তো বাঁচি।

হেম। রাগ হলো না কি? বাবা রে! চক্ষে যে জ্বল্‌চে।

শার। আমি কার উপর রাগ কর্‌বো।

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বল্‌তে এলেম।

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে না।

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বলি।

শার। যে চিরদুঃখিনী তার ভালই বা কি আর মন্দই বা কি?

হেম। আমার কথা শুনলে না, আমাকে অপমান কল্যে, আচ্ছা আমি বাইরে চলোম। (যাইতে অগ্রসর)

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) যা বল্‌তে হয় বলো, রাগ করে আমার মাথা খেয়ো না।

হেম। দেখাতে পার্‌বে না?

শার। তোমার পায় পড়ি, ভাল কথা বলো —যে কথায় আমি মনে ব্যথা পাই সে কথা কি তোমার বলা উচিত!

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা কয়েচে?

শার। কয়েচে।

হেম। কাঁচলি ছিল?

শার। ছিল।

হেম। এই বুঝি তোমার সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"?

শার। তারা চিরকাল পশ্চিমে ছিল, তাই কাঁচলি পরে—তার মা পরেচে বন্ পরেচে তাই সে পরে, তাতে দোষটা কি? সে তো আর শুধু কাঁচলি গায় দিয়ে লোকের সুমুখে আসে নি, যে তার নিন্দে কর্‌বে।

হেম। আর কি ছিল?

শার। তার পায় কালো রেশমি মোজা ছিল, গায় কাঁচলি ছিল, একটি সাটিনের চোস্ত কুর্‌তি ছিল, তার উপরে বারাণসী শাড়ী পরা ছিল।

হেম। কি বাহার! নদেরচাঁদের সার্থক জীবন।

শার। পোড়াকপাল আর কি—গৃহস্থের মেয়েকে অমন করে বলতে নাই। সেও এক জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী—পরের মেয়ে পরের ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার ভগ্নীর মত দেখতে হয়। গৃহস্থের মেয়ের কথা নিয়ে কোন্ ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে বল দেখি।

হেম। পুরুতঠাকুরুণ, চুপ করুন, দই আসচে—সুবচনীর কথা ঢের শুনিচি, তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচন শেখাতে হবে না—

শার। কোন্ শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

হেম। দোষ করবেন, আঁরো চক্ রাঙ্গাবেন।

শার। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী যে তোমায় চক্ রাঙ্গাবো।

হেম। কেন তোমার নাম করে যদি কেউ আমার সার্থক জীবন বলে তা হলে কি তোমার মুখখানি অম্নি আগুনের নুড়োর মত হয়?

শার। আমি যে তোমার মাগ।

হেম। সে বুঝি নদেরচাঁদের পিসী?

শার। সে নদেরচাঁদের পিসী হতে যাবে কেন? সে গৃহস্থের মেয়ে।

হেম। তবে বলবো?

শার। বলো কান পেতে আছি, বধির হই নি।

হেম। বধের কি গো?

শার। কালা হই নি।

হেম। সংস্কৃত বলেচ- দাশরথি হয়েচ—চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গো অধিকারী মহাশয়।—বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেছ সে কালে করেছ- বধ্ ফধ্ এখানে বলো না গায় পয়জারের বাড়ি পড়ে। পুরুষজ্যাটা সওয়া যায়, মেয়েজ্যাটা বড় বালাই।

শার। আর ব্যাক্খানা কর না, তোমার পায় পড়িচি, আমি আর ভাল কথা কব না আজ অবধি অঙ্গীকার করলেম।

হেম। ফঙ্গীকার কি গো?

শার। তুমি কি বলচিলে বলো আমি শুনে যাই।

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ আর এক ফিকিরে দেখ্বে।

শার। এ আর তাঁতীর বাড়ী নয়।

হেম। দেখ্বে, দেখ্বে, দেখবে।

শার। কখন না, কখন না, কখন না।

হেম। শোন তবে বলি আমি কথাটি মজার,
নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার;
তোমার সয়ের বাপ করেছেন পণ,
জামাই লবেন বেছে কুলীননন্দন।

শার। মাইরি, আমার মাথা খাও!

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাথা খেয়েছে।

শার। মামা রাজি হয়েচেন?

হেম। মামার মেয়ে না বাবার মেয়ে?

শার। এখন ছেলে দেখ্বে।

হেম। ছেলে আবার দেখ্বে কি' পুতের মুতে কড়ি—রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে হাত যোড করেছিল, তাদেব ছাই কপালে ঘট্লো না।

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন মেয়েটি শ্মশানে ফেলে দেবে?

হেম। যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেবচাঁদকে মব্ বলেচ।

শার। বাহবা আমি মর্ বল্যুম কখন? ও মা সে কি কথা গো? আমি আপনার দুঃখে আপনি মব্চি—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

হেম। (স্বগত) এই বেলা ফাঁক্তালে একটা কাজ সেরে নিই—(প্রকাশে।) ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পার্বে না, মাসীকে এ কথাও বল্বো, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেঁদেচ, চল্যেম—

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া।) তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, তুমি কারো কিছু বলো না—বিয়েব কথায় চক্ষের জল ফেলে, তাঁর ছেলেব অমঙ্গল করিচি শুনলে, তিনি আমায় স্থল দেবেন না—আমি তা হলে জন্মের মত তাঁর চক্ষের বিষ হবো—সাত দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের কথা বল্বের এক মাত্র স্থান—আমাদের পতি বই আর গতি নাই—কামিনী পতির কাছে কত মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে অসঙ্গতও আছে, পতি কামিনীর মেয়ে বুদ্ধি বলে রাগ করেন না, বরঞ্চ আদর করে বেশ করে বুঝয়ে দিয়ে অসঙ্গত কথা বলা নিবারণ

করেন। যদি উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দ কথা বেরুয়ে থাকে, তুমি আমার স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্ত্তা, তোমার কি উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে দুঃখের ভাগিনী করা? আমায় লাঞ্ছনা খাইয়ে তুমি কি সুখী হবে? আমি বড় ব্যাকুল হয়ে বল্‌চি, একদিন মাপ কর, তোমার চিরদুঃখিনী দাসীর একদিন একটি কথা রাখ। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর।)

হেম। যাও যে?

শার। আস্‌চি।

[প্রস্থান।

হেম। মন্দ ব্যাপার নয়—ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আস্‌চে, মিষ্টি কথায় মন ভিজে গেল, যেন গংগার জল বেড়ে বাঁদাঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন "এইটি বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ"—বউ ভাল কিন্তু ইয়ার বদ্‌।

শারদার পুনঃ প্রবেশ

শার। তুমি ভেবে দেখ এক দিনও আমার কোন দোষ পাও নি।

হেম। তুমি যে ভয়ানক কথা বলেচ আমি চেপে রাখ্‌চি, তুমি আমার একটি কথা রাখ।

শার। বলো।

হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা খুলে থাক্‌বে, আর তার সংগে কথা কবে।

শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কবো।

হেম। তুমি কি সামান্য ধনী—

শার। তুমি রাগ কর না, আমি ঘোমটা খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেম। তা না ত কি তুমি তার সংগে বাগানে যাবে।

শার। সে দিন বারেণ্ডায় ঠাকুরপো আস্‌চিলেন, আমি ঘোমটা দিলেম, মাসাস্‌ আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন "আমার নদেরচাঁদকে কেউ দেখ্‌তে পারে না।"

হেম। আমার অসাক্ষাতে তোমার যা খুসি তাই কর।

নেপথ্যে। দাদাবাবু ঘরে আছ?

হেম। এস, লক্ষ্মণ ভাই এস—ও কি ঘোমটা দাও যে?

শার। (চক্ষু মুছিয়া।) ঘোমটা দিচ্চি নে কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি; যে পাত্‌লা কাপড় পরে রইচি, দুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার জো নাই। (দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান।)

হেম। চেয়ারে বস না?

শার। না আমি দাঁড়ুয়ে থাকি।

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদে। ঘটককে কুলজির কথা সব বলে দিয়ে এলেম—বউ চিন্তে পার? (শারদাসুন্দরী নাসিকা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবনত-মুখী।)

হেম। এই বুঝি তোমার কথা কওয়া?

শার। (অস্ফুট স্বরে।) পা—

হেম। তুমি যদি পারি না বলো তোমায় কেটে ফেল্‌বো—বল্যে না? বল্যে না?—পয় আকার পা, রয় দীঁড়ি হ্রস্ব রি, এই দুটো একত্র করে "পারি" বল্‌তে পার না? কেঁদেচ কেন বল্‌বো?

শার। (মৃদুস্বরে।) পারি।

হেম। অনেক কষ্টে আজ ঘোমটা খুল্‌যিচি।

নদে। এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না—

শার। (হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে।) ছেলেদের আস্‌বের সময় হলো আমি ময়দা মাখি গে।

[শারদাসুন্দরীর দ্রুতগতি প্রস্থান।

হেম। আমার পিণ্ডি মাখ গে—এখন তিন্‌টে বাজে নি বলে ছেলেদের আস্‌বের সময় হয়েচে।

নদে। ওই ত কারচুপির কাজ।

হেম। বিয়েনের কথা না বল্যে আর খানিক থাক্‌তো।

নদে। পেটে একখান মুখে একখান ভাল লাগে না—আগে আমার তিনি আসুন কত রঙ্গ দেখাব।

হেম। ঘরের মাগ কি খেমটাওয়ালী?

নদে। তুই থাকিস্‌ থাকিস্‌ চম্‌কে উঠিস্‌—মন্ত্রিমণ্ডপে চলো গুলি টানি গে, পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে।

হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আস্‌বো, ও বাপের বাড়ী যাবে।

নদে। তুমি যমের বাড়ী যাও।

হেম। বেণেরা নাকি নালিশ করেছে?

নদে। আমার মোক্তার বল্যে, তুড়িতে উড়ুয়ে দেবে।

হেম। গলি খাড়ালা?

নদে। চলো খাই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুরে—সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়

রাজলক্ষ্মী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

রাজ। ঘোটালে কে?

শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেছেন—বন্, শুনে অবধি আমি কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইচি তা আমি তোমায় বল্‌তে পারি নে। বাড়ীতে যদি সম্বন্ধের কথায় আহ্লাদ না করি মাসাসের মুখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে।

রাজ। লীলাবতীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য বানরের ভূষণ হবে? এই বুঝি লীলাবতীর বিদ্যার পুরস্কার? দেখ্ ভাই, লীলাবতী যদি নদেরচাঁদকে বিয়ে করে সে যেন লেখাপড়া-গুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি সর্ব্বনাশ! লীলাবতীর মরা-খবরে ত আমার এত দুঃখ হতো না। লীলাবতীর বাপ শুনিচি লীলাবতীকে বড় ভাল বাসেন, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে তিনি লীলাবতীর পরম শত্রু।

শার। তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুন্‌লে তিনি সব ভুলে যান। নদেরচাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের দোষ গুণ বিবেচনা কচ্চেন না।

রাজ। জনক হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে,
কুপাত্রে কন্যায় দান করেন কি বলে?
কুপতি সতীর পক্ষে গহন কানন,
অসন্তোষ অন্ধকার সদা দরশন,
কুবচন কাঁটা, কালসাপ কদাচার,
ধমক ভল্লুক ভীম, শার্দ্দুলে প্রহার
প্রবঞ্চনা নষ্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল
জ্বালাইতে অবলায় সতত প্রবল—
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ার,
পাষাণহৃদয় বিনা কি বলি পিতায়?

শার। (দীর্ঘ নিশ্বাস।) এখন বন্, উপায় অনুসন্ধান কর। লীলাবতী নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌লে এক দিনও বাঁচ্‌বে না। তোমাকে আর তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, লীলাবতীকে রক্ষা করে বন্ধুর কাজ কর।

আনন্দ উৎসব সদা কুসুম কাননে—
নয়ন আনন্দ-হ্রদে সন্তরণ করে
হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল নিধি;
কি আনন্দ নাসিকার যবে অনুকূল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সৌরভে মোদিত,
অকাতরে করে দান পরিমল ধন,
শিখাইতে বদান্যতা মানবনিকরে;
ভক্তিমতী বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত
চম্পকের ডালে গায় বন্য তানলয়ে
বিশ্বপিতা সুগৌরব; শুনিলে যে রব
আনন্দে পাগল হয় শ্রবণযুগল।
এ হেন কুসুমবন সেই লীলাবতী,
করিবে কি সেই বনে বরাহ বিহার?

রাজ। লীলাবতী নাকি তোমার সই!

শার। তোমায় কে বল্যে?

রাজ। ললিত বাবু বলেচেন।

শার। লীলাবতী আমার ভগিনী; আমরা একবয়সী, ছেলেকালে সই পাত্‌য়েছিলেম, এখন তাই আছে।

রাজ। লীলাবতী কি হেমবাবুর সুমুখে বার হন?

শার। বন্, তুমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা কল্যে কেন? আমার মাথা খাও, বলো এ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌বের ভাব কি!

রাজ। ভাই, আমার অন্য কোন ভাব নাই।

শার। বন্, আমার স্বামী নিন্দার পাত্র, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ভাই আমার কাছে আমার স্বামীর যদি কেউ নিন্দা করে তাতে আমি মনে অতিশয় ব্যথা পাই।

রাজ। ভগিনি, আমি কি তোমার শত্রু, তাই তোমার মনে ব্যথা দেব।

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ করেন তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় না, কিন্তু দিদি, আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও স্বামীকে ঘৃণা করি না। আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ কথা বলি না। দেখ বন্, যখন নিতান্ত অসহ্য হয় নির্জ্জনে বসে কাঁদি আর একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্ আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্।

রাজ। বন্, আমিও সর্ব্বশুভদাতা দয়া-নিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন।

শার। যদি নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি সিদ্ধেশ্বর বাবুর সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দূর হয়ে যায়। আমার স্বামীর অন্তঃকরণ নীরস নয়, তিনি হাবলার মত অনেক কাজ করেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না।

রাজ। দিদি, তুমি যাঁর স্ত্রী তাঁর চরিত্র সংশোধন কত্তে কদিন লাগে। ললিতবাবু বলেন শারদাসুন্দরীর মত সুলেখক দুর্ল্লভ, শারদাসুন্দরীর মত ধর্ম্মপরায়ণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্যই সুখী কর্‌বেন।

শার। সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়। আমি এলেম লীলাবতীর কথা বল্‌তে তা আপনার কথায় দিন কাটালেম। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে একবার কাশীপুরে যেতে বলো, যাতে এ সম্বন্ধ না ঘটে তাই করে আসুন।

রাজ। তিনি এখনি আস্‌বেন, ললিতবাবুর আস্‌বের কথা আছে।

শার। আমি এই বেলা যাই।

রাজ। কেন আমার স্বামীর সুমুখে বার হতে তোমার কি ভয় হয়, না লজ্জা হয়?

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব তাঁর সুমুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

রাজ। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না? তোমার পড়া শুনতে তাঁর ভারি ইচ্ছে।

শার। যুবতীজীবন পতি, তাঁর হাত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি, বন্ধু দরশন
নিতান্ত সহজ কথা, কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে?
দিবানিশি বিষাদিনী আমি লো সজনি,
আমোদ আনন্দ কেন সাজিবে আমায়?
কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব?
পতিকে সুমতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে তবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব তুষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত সুন্দর।

[শারদার প্রস্থান।

রাজ। এমন স্নেহময়ী রমণী যার স্ত্রী তার কিছুরি অভাব নাই—পৃথিবী তার স্বর্গ। আহা! হেমবাবু যদি ব্রাহ্ম হন আমরা একটি পবিত্রা ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ

সিদ্ধে। আমি ভাব্‌ছিলেম সূর্য্যদেব অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পুস্তকাগারে প্রবেশ করেছেন, তা নয় তুমি ঘর আলো করে বসে আছো।

রাজ। ললিতবাবু, লীলাবতীর না কি নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে?

সিদ্ধে। রাজলক্ষ্মীর কাছে পৃথিবীর খবর—তুমি একখানি সংবাদপত্র কর, তোমার যে সমাচার সংগ্রহ, তুমি অনায়াসে একখান পত্র চালাতে পার্‌বে।

রাজ। দুঃখের সময় ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না।

সিদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হলেই যদি বিয়ে হতো, তা হলে রাজলক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হতেন না।

রাজ। ললিতবাবু, আপনারা কি এমন বিয়ে দিতে দেবেন?

ললি। কেহ কি সুরভি নবীন পদ্ম অনলশিখায় আহুতি দেয়? সম্বন্ধ হক্, লগ্নপত্র হক পাত্র সভাস্থ হক তথাপি এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। পাত্র সভাস্থ হলে কি হবে?

সিদ্ধে। শিশুপাল বধ।

ললি। সিধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না সেইটে বিশেষ করে অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ কৌলীন্যে যদি দোষ না থাকে কর্ত্তার অমত করা নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

সিদ্ধে। কর্ত্তা কি নদেরচাঁদের চরিত্রের কথা অবগত নন—যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান আবশ্যক তাকেও এমন পাত্রে দেওয়া যায় না।

রাজ। বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।

ললি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিমাতার হৃদয় অপেক্ষাও নিষ্ঠুর।

রাজ। লীলাবতীর কপালে এই ছিল—পরিণয়ের সৃষ্টি কি অবলার সরল মনে ব্যথা দিবার জন্য?

ললি। সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়
করিবার বিহিত বিধান।

একাসনে দুই জন, যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে.
এ হেরে উঁহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবারাতি,
বিনোদ কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ বসন্ত-বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়.
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে
পীরিতি পূরিত বাণী .বলে,
"তব সন্নিধানে সতী, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর নশ্বরতা.
"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত কামিনী কেমনে
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে,
"পতিত পতির অযতনে?"
নব শিশু সুখরাশি. প্রণয় বন্ধন ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে. লইবারে।

সিদ্ধে। মনোমত সহধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিভিন্নতা রহিল কোথায়?
পুরোভাগে প্রণয়িনী হলে বিরাজিত,
পারিজাত পরিমলে চিত্ত বিমোদিত,
ত্রিদিব বিশদ সুধা পতিত বচনে,
আরাধনা আবিষ্কার অম্বুজ লোচনে।
লভিয়াছি শতাদরে করি পরিণয়,
ভক্তিমতী ধর্ম্ম দারা পবিত্র হৃদয়।

রাজ। কর্ত্তা যদি একবার নদেরচাঁদকে দেখেন তিনি কখনই অমন রূপবতী মেয়ে তার হাতে দেবেন না—মেয়ে ত নয় .যেন নবদুর্গা।

ললি। আভাময়ী লীলাবতী হৃদয়-মাধুবী
সুবিমলা দেববালা অনুভব হয়—
ললাট বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, সরম লোচন.
সরলতা গণ্ডকান্তি: সুশীলতা নাসা,
সুবিদ্যার রসনা: স্নেহ সুন্দর অধব.
দয়া মায়া দুই পাণি রমণীয় শোভা।
এই দেববালা মম স্নেহের ভাজন.
নাশিতে তাহারে আমি দেব না কখন।

সিদ্ধে। সুরূপা রমণী মনোমোহিতকারিণী,
ধর্ম্মপরায়ণা হলে আরো বিমোহিনী—
সুন্দরতা নিবন্ধন আদরে কমলে.
আদর ভাজন আরো সৌরভের বলে;
কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে,
কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে:
মনোহর কলেবর কমলা নিকর,
মিষ্টতা আধার হেতু আরো মনোহর।

রাজ। কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেছেন আজো জান্‌তেচেন।

ললি। সিদ্ধেশ্বর, তুমি হেমচাঁদকে সমাজে আস্‌তে নিষেধ করেছ না কি?

সিদ্ধে। সাধে করিছি, তিনি সমাজ হতে বার হয়ে নদেরচাঁদের গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন, লোকে সমুদয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে।

ললি। সে নিন্দায় সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চরিত্র শোধরাতে পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্যে সমুদয় সমাজের নিন্দা হচ্চে এবং দশ দিন আস্‌তে আস্‌তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে পারে। ভাব দেখি আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্ব্বে পশুবৎ ছিলেন এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর—যদি পরের উপকার কর্ত্তে না পারলেম, মন্দকে ভাল কর্ত্তে না পারলেম, তবে আমাদের সমাজ করাও বৃথা, জীবন ধারণও বৃথা।

রাজ। শারদাসুন্দরী পবিত্রা ব্রাহ্মিকা, হেমবাবু যদি আমাদের সমাজে আসেন, তাঁর আসার আর কোন বাধা থাকে না; তা হলে আমি কত সুখী হবো, তা বলে জানাতে পারি না।

সিদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষ্মীর যাতে মত. তাতে আমার অমত কি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি হেমকে সমাজভুক্ত করবো. শুধু সমাজভুক্ত কেন যাতে তার চরিত্র সংশোধন হয় তার বিশেষ চেষ্টা করবো। কিন্তু ভাই সে স্বভাবতঃ বড় নির্ব্বোধ. শুনিচি রাগের মাথায় শারদাসুন্দরীকে যা না বল্‌বের তাও বলে, সুতরাং আশু কোন ফল হবে না।

ললি। কিন্তু সে শারদাকে ভালবাসে।

রাজ। ছাই—শারদা বটে হেমবাবুকে ভালবাসে।

ললি। সিধু, আমি মামার কাছে যাই, তুমি সেপুস্তকখানি নিয়ে এস, আর বিলম্ব করা হবে না। [ললিতের প্রস্থান।

রাজ। লীলাবতীর মামা বোধ করি এ বিয়ে দিতে দেবেন না।

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। আমরা কর্ত্তার সুমুখে কথা কইতে পারিনে, কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না। কর্ত্তাই কি আর গিন্নীই কি, অন্যায় দেখলে তিনি কাহাকেও রেয়াত করেন না। তিনি বল্‌চেন লীলাবতীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব তবু এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। আমি একটি কথা বলবো?

সিদ্ধে। অনুমতি চাচ্চো?

রাজ। আচ্ছা, ললিতবাবু কেন লীলাবতীকে বিয়ে করুন না। তা তো হতে পারে! যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, যেমন বর তেমনি কনে—

সিদ্ধে। যেমন সম্বন্ধ তেমনি ঘটক ঠাকুরণ—তুমি যদি এ ঘটকালি কর্ত্তে পার, আমি তোমাকে বাসি বিয়ের কাপড়খানা দেব।

রাজ। এ সম্বন্ধ কি মন্দ?

সিদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু ললিত কি এখন বিয়ে করবে? সে বলে তার আজো বিবাহের সময় হয় নি।

রাজ। তুমি আমার নাম করে এই প্রস্তাবটি কর, ললিতবাবু লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই লীলাকে বিয়ে কর্ত্তে স্বীকার হবেন।

সিদ্ধে। ভালবাসলেই যদি বিয়ে কর্ত্তো, তা হলে এত দিন তোমার ছোট বর্নটি তোমার সতীন হতো।

রাজ। সে যখন বর বর করে তোমার কাছে আস্‌বে তখন তুমি তাকে বিয়ে কর এখন আমি যা বল্যেম তা কর।

সিদ্ধে। ললিতের অমত হবে না, কিন্তু কর্ত্তা কি রাজি হবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা হরবিলাস এবং ঘটকের প্রবেশ

ঘট। কুলীনের চূড়ামণি—আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে—বিক্রমপুরের ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত লোক বামন হয়ে গেছে—সেই ভূপালের পৌত্রে পুত্রী প্রদান সামান্য সম্মানের কথা নয়। শ্রীরামপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে ভূপালের পুত্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গেছিলেন, তা কি মহাশয় জানেন না?

হর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—সকলের প্রতিই কুললক্ষ্মীর কৃপা হয় না—

শ্রীনাথের প্রবেশ

এমন ঘরে যদি কন্যা দান কত্তে পারি তবেই জীবন সার্থক। শ্রীনাথ, তোমরা অনর্থক আমাকে জ্বালাতন কর্‌চো। ছেলে লেখাপড়া বিশেষরূপ শেখে নাই বলে ক্ষতি কি?—

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি? ছেলেটি কেবল মূর্খ নন, গুলি আহার করে থাকেন; তার চরিত্রের অন্য পরিচয় কি দিব, চৌধুরী বাড়ীর মেয়েরা তার সুমুখে একা বার হয় না। যেমন মামা তেমন ভাগ্নে।

ঘট। এ কি মহাশয়! আপনার বাড়ীতে কি আমি অপমান হতে এসেছিলাম—ভোলানাথ চৌধুরীর নিন্দা! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ? আবার তাই আপনার স্বসম্পর্কীয়ের দ্বারা?—এই কি ভদ্রতা? এই কি শীলতা? এই কি অমায়িকতা? এই কি লোকাচার? এই কি দেশাচার? এই কি সমাচার?—

শ্রীনা। চাচার টা ছেড়ে দিলেন যে?

হর। শ্রীনাথ স্থির হও—আমায় জ্বালাচ্চো সেই ভাল, ঘটকচূড়ামণির অমর্য্যাদা কর না।

শ্রীনা। ঘট—কচু—ড়ামণি।

ঘট। (শ্রীনাথের প্রতি) আপনি কুলীনের মর্য্যাদা জানেন না—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র পড়তে পায় না—নদেরচাঁদ সোনার চাঁদ।

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাঁদ।

ঘট। সে যে কুলধ্বজ।

শ্রীনা। কপিধ্বজ!

ঘট। কৌলীন্যরাশি।

শ্রীনা। পাকসাঁড়াশি।

ঘট। সে যে সম্মানের শেষ।

শ্রীনা। গোবরগণেশ।

হর। শ্রীনাথ তুমি এরূপ কল্যে আমি এখান থেকে উঠে যাব, আত্মহত্যা কর্‌বো তুমি কি লোকের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জান না—

শ্রীনা। আপনি রাগ কর্‌বেন না. আমি চুপ্‌ কল্লোম।

ঘট। শুধু চুপ্‌, তোমার জিব কেটে ফেলা উচিত—কুলীনের নিন্দা নিপাতের মূল—যেমন মানুষ তেমনি থাকা বিধি।

শ্রীনা। মহাশয় কথা কইতে হলো—ওরে ঘট্‌কা. তোমায় আমি চিনি নে ? তুমি আমায় জান না?—তোমার ঘটকালি লোকের কুলে কালি—রাজবাড়ীতে চলো, আচ্ছা শেখান্‌ শেখাবো।

ঘট। শ্রীনাথ বাবু বিরক্ত হবেন না—আমাদের ব্যবসা এই—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুললক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র, ও'র অনুরোধে অনেক অনুসন্ধানে কুলীনচূড়ামণি ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নদেরচাঁদের জোটাজোট করিচি—আপনি রাগান্ধ হয়ে কতকগুলি অমূলক দোষারোপ কর্‌লেন, কিন্তু দোষ থাক্‌লেও কুলীনসন্তান দূষিত হয় না, সকল দোষ কুলমর্য্যাদার ঢেকে যায়। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলে কি চন্দ্র কারো কাছে অপ্রিয় হয়েচে?

হর। আহা হা ঘটকরাজ যথার্থ বলেচো—শ্রীনাথ অতি নির্ব্বোধ—নব্য সম্প্রদায়ের কোন্‌টিই বা নন—তাতেই এমন সম্বন্ধের বিঘ্ন কর্‌চেন। ওহে, পুরাকালে দেবতার সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বর্গীয় মহোদয়েরা পরকালের মুক্তি লাভ করেচেন। শ্রীনাথ, আমি কন্যাকে বলিদান দিচ্চি না।

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন।

হর। তোমার মুখ আমি দেখ্‌তে চাই না, তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি—মেয়ে অনেক কাল পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখাচ্চি—ঢের হয়েছে, আর পারি নে—ঘটক মহাশয় আপনি কারো কথা শুন্‌বেন না আপনি নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার মানব জনম সফল করুন।

শ্রীনা। বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে?
চাঁদেরে বিঁধিতে খোনা ধনুক ধরেচে।

[সরোষে শ্রীনাথের প্রস্থান।

ঘট। আপনি অনেক সহ্য কল্লেন।

হর। শ্রীনাথ আমার সম্বন্ধী—ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে দিয়ে যান—শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোড়।

ঘট। ওকে সকলেই ভালবাসে—শ্রীরামপুরে বাবুদের বাড়ীতে সতত দেখ্‌তে পাই, রাজাদের বাড়ীতেও যথেষ্ট প্রতিপন্ন। দাড়ি রেখেচেন কেন?

হর। ইয়ার্‌কি, মোসায়েবি ধরণ। উনি আবার ছেলের নিন্দে করেন—কোন্‌ নেশা বা বাকি রেখেচেন?

ঘট। ভোলানাথবাবু এক্ষণে কাশীতে আছেন, বিবাহের দিন স্থির করে রাখ্‌তে বলেচেন, তিনি বাড়ী এসেই শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন কর্‌বেন।

হর। ভোলানাথবাবু আর বিয়ে কল্লেন না—বয়স অল্প, বিয়ে কর্‌লে হানি ছিল না। সন্তানের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে বই ত নয়। বাপের নামটা রাখা উচিত ত বটে।

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না তা কেমন করে বল্‌বো? বড় মানুষের বিচিত্র গতি। বোধ করি বিবাহিতা স্ত্রী পুরাতন হলে পরিত্যাগ করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ বলেই বিয়ে কচ্চেন না।

হর। অতুল ঐশ্বর্য্য যা করেন তাই শোভা পায়—রমণী বিগতযৌবনা হলে—অর্থাৎ দুটি একটি সন্তান হলে, না হয় বাড়ীর ভিতর নাই যাবেন; বড় মানুষের মধ্যে এমন রীতি ত দেখা যাচ্চে।

ঘট। এবারে পশ্চিম থেকে কি করে আসেন দেখা যাক্‌।

হর। বিবাহ তবে তিনি এলেই হবে?

ঘট। আজ্ঞে হাঁ।

হর। পাত্রটি দেখা আবশ্যক। কুলীনের ছেলে কাণা খোঁড়া না হলেই হলো।

ঘট। নবপ্রথানুসারে পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখ্‌তে আস্‌বেন, সেই সময় পাত্র দেখতে পাবেন।

হর। ভালই ত—এ রীতি আমি মন্দ বলি না, যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কত্তে হবে তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল। তাঁদের আস্‌তে বল্‌বেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রের আগমনে বাড়ী পবিত্র হবে।

ঘট। যে আজ্ঞা।

হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চৌধুরী মহাশয়েরা না শোনেন।

ঘট। তা কি আমি বলি, মহাভারত। আমি বিদায় হই।

[ঘটকের প্রস্থান।

হর। আমার কেমন কপাল, কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে চিরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণী আমার লক্ষ্মী ছিলেন, তিনিও মলেন আমার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হলো—তাঁর সংগে সংগে জ্যেষ্ঠকন্যা-টিকে চুরি করে নিয়ে গেল, আহা মেয়ে তো নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। কাশীতে শিশুকাল অবধি সুখে কাটালেম, ব্রাহ্মণীর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। তাই না হয় পুত্রটি লয়ে দেশে এসে সুখে থাকি, বিষয় বিভবের অভাব নাই, তা কেমন দুরদৃষ্ট, অরবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল। অরবিন্দের চাঁদমুখ মনে পড়্লে আমার স্পন্দ রহিত হয়। আমি অরবিন্দকে ইংরাজি পড়্তে দিলাম না, আপনার কুলধর্ম্ম শেখালেম, তেমনি সুশীল, তেমনি ধর্ম্মশীল হয়েছিলেন। তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা কর্লেন। কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলাম। তারি বা অপরাধ কেন দিই, আমার কর্ম্মান্তের ভোগ আমিই ভুগি। অরবিন্দ গোলোকধামে গমন করেচেন, আমায় প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েচে। মাজিরা আমার সাক্ষাতে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে অরবিন্দ বিশালাক্ষী দহে নিমগ্ন হয়েছেন। বাবার যেরূপ পিতৃভক্তি অজ্ঞাতবাসে থাক্লে এত দিন আস্তেন। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।—অবশেষে লীলাবতীর বিবাহ দেব, তাতেও একটি ভাল পাত্র পেলেম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, মাকে কুলীন কুমারে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ কর্বো। ফুল যত সুন্দর হয়, যত সুগন্ধ হয়, যত নির্ম্মল হয়, ততই দেবারা-ধনার উপযুক্ত।

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডি। মহাশয় আজ সাতিশয় সম্প্রীত হইচি—ললিতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীকি ব্যাখ্যা কর্লেন, শুনে মন মোহিত হলো—এমন সুশ্রাব্য আবৃত্তি কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূর্ব্ব-জন্মের পুণ্যফল। শুনুলেম, ইংরাজিতে অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লীলাবতী যেমন গুণবতী তেমনি পতির হস্তে সমর্পিতা হবেন—ললিতমোহন ত আপনার জামাতা হবেন?

হর। না মহাশয়, আপনার অতিশয় ভ্রম হয়েচে—ললিতমোহনকে শাস্ত্রমত পুষ্যিপুত্র লয়ে পূর্ব্বপুরুষের নাম বজায় রাখ্বো।

পণ্ডি। ললিতমোহন আপনার দত্তক পুত্র হবে তা তো কেহই বলে না।

হর। এ কথাটি বাইরে প্রকাশ নাই। পুষ্যিপুত্র কর্বো বলেই ললিতকে শিশু-কালে এনেছিলেম কিন্তু বধূমাতা কাতরস্বরে রোদন কত্তে লাগ্লেন এবং বল্যেন দ্বাদশ বৎসর অতীত না হলে পুষ্যিপুত্র নিলে তিনি প্রাণত্যাগ কর্বেন, আমার আত্মীয়েরাও ঐরূপ বল্যেন, আমিও আশা পরিত্যাগ কত্তে পাল্যেম না, দ্বাদশ বৎসর পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাক্লেম। সেই অবধি ললিত আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হচ্চেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েচে, সকলেই নিরাশ্বাস হয়েচেন, ত্বরায় ললিতকে শাস্ত্রমত যাগাদি করে পুষ্যিপুত্র কর্বো।

পণ্ডি। আপনার পুত্র সন্দেহে শান্তিপুরে যে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়েছিলেন তাঁর কি হলো? মহাশয়, ক্ষমা কর্বেন, আমি অতি নিষ্ঠুর প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপিত কল্যেম। আমি উত্তর অভিলাষ করি না।

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আত্মীয়েরা শান্তিপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র জান্তে পাল্যেন আমার পুত্র নয়। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কানাকানি কত্তে লাগ্লো, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং দেখ্তে বলেন এবং আপনিও দেখ্তে চান। আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার শান্তিপুরে গমন করে ব্রহ্মচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্যেন, বধূমাতা একবার তাঁর দিকে চেয়ে আমার স্বামী নয় বলে মূর্চ্ছিতা হলেন।

পণ্ডি। আহা অবলার কি মনস্তাপ!—আপনার লীলাবতী অতি চমৎকার অধ্যয়ন কত্তে শিখেচেন।

হর। সে আপনার প্রসাদাৎ।

পণ্ডি। আপনার যেমন ললিত তেমনি লীলাবতী, দুটিকে একত্রিত দেখ্লে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। ললিত পাঠ করে, লীলাবতী স্থির নেত্রে ললিতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার বিবেচনায় লীলাবতী ললিতে দম্পতী হলে যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার পুত্র

হলে তত হয় না। যদি অন্য কোন প্রতি-বন্ধকতা না থাকে, ললিতে লীলাবতী দান করে অপর কোন বালককে দত্তক পুত্র করুন।

হর। সেটি হওয়া অসম্ভব। ললিত শ্রেষ্ঠ কুলীনের ছেলে নয়।

পণ্ডি। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে আমার বক্তব্য এই, যেমন হরপার্ব্বতী, তেমনি ললিত-লীলাবতী। [পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি পণ্ডিত ললিত লীলা-বতীকে এতই ভালবাসে, ললিত অকুলীন সত্ত্বেও ললিতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান বিবেচনা করে না। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। শারদাসুন্দরীর শয়নঘর

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

শার। সইকেও সইতে হলো। পোড়ার দশা, মরণ আর কি—আমি জানতেম পোড়ারমুখো নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না—বেনেদের বউ বার করে এত ঢলাঢলি কল্যে আবাব ভাল মানুষের মেয়ে বিয়ে করবেন কোন্ মুখে? —সেই নাড়ার আগুন লীলার গায় হাত দেবে? —সেই কাকের ঠোঁট লীলাবতীর মুখ চুম্বন করবে! লীলাবতীর যে কোমল অঙ্গ, টোকা মারলে রক্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে।

পঙ্কজ কোরক নিভ নব পয়োধর—
চক্রে চক্র অতিক্রম অতীব সুন্দর।
রামহস্ত শোভা সীতা পীন স্তনদ্বয়,
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়,
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপতি
নদের গোহাড় হাতে দেন লীলাবতী।
হাসি রাশি সই মম আমোদের ফুল,
একেবারে হবে তার সুখের নির্ম্মূল।

লীলাবতীর প্রবেশ

লালা। সই, মনের কথা তোরে কই,
আমার কে আছে আর তোমা বই?
তুমি নয়ন বাণে ভুবন জই,
হেরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রই,
হ্যাঁ সই আমি কি কেউ নই?

শার। আ মরি আজ যে আহ্লাদে গলে পড়চো।

লীলা। আমার যে বিয়ে।

শার। তোমার বনবাস!

লীলা। অশোক বন।

শার। চেড়ী আছে।

লীলা। মনের মত বর।

শার। দেখলে আসে জ্বর।

লীলা। কপালগুণে কালিদাস।

শার। যম করেচেন উপবাস।

লীলা। যম যেমন "আমার" ভাই তেমনি "আমার"।

শার। তুই আর রঙ্গ করিস্ নে ভাই—পোড়ার মুখোর মুখ দেখলে হৃৎকম্প হয়—বলে

চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলি ভুবন আলো করেচে,
জাম্বুবানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে।

লীলা। ভাব্ ভাব্ কদমফুল ফুটে রয়েচে—অকল্যাণ কর না সই তোমার দেবর হয়।

শার। আমার নক্ষ্মণ দ্যাওর—আমার মন-চোরাব মাসতুতো ভাই—

লীলা। চোরে চোরে।

শার। নদে পোড়াকপালে এ'র সঙ্গে জুটে গোরিবের মেয়েদের মাতা খায়—নদেকে দেখে ঘোমটা দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, বলেন "এমন গ্যাদারি বউ দেখি নি," শাশুড়ী লাঞ্ছনা করেন, বলেন "দ্যাওর, পেটের ছেলে, তারে এত লজ্জা কেন গা"—যেমন মাসাস তেমনি শাশুড়ী।

লীলা। স্বর্ণগর্ভার বনু স্বর্ণকুক্ষী।

শার। কুপাতি কি যন্ত্রণা তা সই তোরে কথায় কত বলবো—তুই স্বভাবত মিষ্টি কিছুতেই তেত হস্ নে, তাই এমন সর্ব্বনেশে বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্। আমি কি সুখে আছি দেখচিস ত?

লীলা। সই তুমি আজ যে সজ্জা করেচ, তোমাব আকর্ণবিশ্রান্ত চপল নয়নে যে গোলাপি আভা বার হচ্চে, তোমার স্থিরদরদ-কান্তি-বিনিন্দিত নিটোল ললাটে যে শতদলে-ষট্পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ্ কেটেচ, সয়া তোমায় আর ভুলতে পারবে না।

শার। সই আর জ্বালাস্ নে ভাই—তোর বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্চে তা

আমিই জানি,—যখন ভুগাবি, তখন টের পাবি এখন ত হাসচিস্।

লীলা। তবে কাঁদি। (চক্ষুতে হস্ত দিয়া।)

কোথা হে কামিনী-বন্ধু কমল-নয়ন!
সম কাল শিশুপাল বিনাশে জীবন,
পদছায়া পীতাম্বর দেহ অবলায়,
বিপদ সাগরে ধরে ডুবায় আমায়।
প্রজাপতি লীলাবতী তোমার চরণে
করিয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে।
জুটাইলে তারে পতি অতি দুরাচার,
নয়নের শূল সম হৃদয় বিকার,
যমের যমজ ভাই ভীষণ আকার,
উপকান্তা অনুগামী, সব অনাচার।
জননী বিহীনা আমি নাহিক সহায়,
দিতেছেন পিতা তাই বিপিনে বিদায়।
তনয়ার ত্রাণ মাতা থাকিলে আলয়ে,
কোলে গিয়া লুকাতেম কুলীনের ভয়ে
মাতা নাই পিতা তাই ঠেলিলেন পায়,
বালা বলিদান দিতে নাহি দেন মায়।
মাতাহীনা দীনা আমি এই অপরাধী,
বিবাহে বৈধব্য তাই বাসরে সমাধি।

শার। সই সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে ভাই—কেঁদ না, কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। (চক্ষের হস্ত খুলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখ মুছান) মামা বলেচেন, এ বিয়ে হতে দেবেন না।

লীলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ কর্‌বেন কেমন করে?

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল তবু যেন শ্রীরামপুরে বিয়ে না হয়।

লীলা। তোমার কপালে মন্দ পতি হয়েচে বলে কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হলো—সোনার স্বামী যে সোনার চাঁদ, তার বাড়ী তো শ্রীরামপুরে।

শার। ও সই আমি সোনা ফোনা জানি নে, আমি আপন জ্বালায় বলি, আর তোমার ভাবনায় বলি—তুই কেমন করে সে বাড়ীর বউ হবি—পরমেশ্বর করুন তোর যেন শ্রীরামপুরে না যেতে হয়।

লীলা। যদি যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরামপুরে যেতে হয় তাই করে যাব।

শার। কি করে যাবে ভাই?

লীলা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসির ভয়ে চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকয়ে থাক্‌বো।

শার। তুমি যে অভিমানী তুমি তা পারো—সই অমন কথা বলিস্ নে, এমন সোনার প্রতিমে অকালে বিসর্জ্জন দিস্ নে—সই আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো, তোমার বাবার কাছে এ কথা না বলে থাক্‌তে পারি নে।

লীলা। সই তুই অকালে কাতর হস্ কেন, আমি যা কিছু করি তোকে ত বলে করি। তোমার কাছে সই আমার ত কিছুই গোপন নাই, তুমি আমায় যে স্নেহ কর তোমাকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস করি। সই, আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই; তুমিই আমার সব, তুমিই আমার কাঁদবের স্থান।

শার। বউ কি বল্যেন?

লীলা। তাঁর নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই বাড়্‌বে? তাতে আবার পুষ্যিপুত্র—

শার। চম্‌কালে কেন সই? ভয় কি সই, আমি তোমার সহোদরা—

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারদার গলা ধরিয়া) সই আমায় মার্জ্জনা কর, সই তোমার মাতা খাই আমার মনে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম।

শার। সই, আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরিচি—কপালের লিখন! নহিলে ললিত—সই, কাঁদিস কেন! (লীলাবতীর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত করিয়া) সই আমায় কাঁদাস কেন?

লীলা। কি বলিব কেন কাঁদি পাগলিনী আমি।

সাত বৎসরের কালে—নির্ম্মল মৃণাল
সম মালিন্যবিহীন নব চিত্ত যবে
জগতে দেখিতে সব সরলতাময়,
মঙ্গলের বিনিময় জনে জনে আর—
লীলার লোচন পথে ললিতমোহন—
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশীলতাময়—
নবম বরষে আসি হলেন পথিক,
শরতের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে।
তদবধি কত ভাল বেসিচি ললিতে
বলিতে পারি নে সই বাসকীর মুখে।
হৃদয় দেখাতে যদি পারিতাম আমি
বলিতাম সব তোরে সলিলের মত।
নবীন নয়ন মম—স্ফুটিলতা বিন্দু
প্রবেশিতে নারে যায় বালিকা যতনে,
কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা?—

পতিত করিত সই সলিল শীকর,
যদি না দেখিতে পেতো ললিতে ক্ষণেক;
হৃদয়ে আবার কত জুড়াতো হেরিয়ে
ললিতমোহন নব নিরমল মুখ,
সৃষ্টি যার মিষ্টি কথা শুনাতে আমায়।
ছেলেকালে একদিন—ফিরে কি সে দিন
আসিবে গো সহোদরে লীলার ললাটে!
ললিত লিখিতেছিল বসিয়ে বিরলে,
নয়ন জুড়াতে আমি, আনন্দ অন্তরে,
বসিলাম বাম পাশে, অমনি ললিত
সাদরে গলাটি ধরে, বাম করে পেচে—
দক্ষিণ কপোল মম রঞ্জিত হইল
ললিতের অবিচল বক্ষে—বলিলেন
"বাইরে এলেম দেখে ভগবতী ভালে
তুলিতে কেটেচে টিপ পটু চিত্রকর,
তাহারে হারাবো লীলা করিচি বাসনা"—
বলিতে বলিতে সই অতি ধীরে ধীরে,
মুছায়ে কপাল মোর কপোল পরশে,
কলমের কালি দিয়ে কাটিলেন টিপ।
"মরি কি সুন্দর!" বলে ললিতমোহন
আস্ফালন করিলেন দিয়ে করতালি।
আর এক দিন সই—কত দিন হলো;
নিশির স্বপন সম এবে অনুভব—
লিখিতেছিলেম আমি বসে একাকিনী;
চিবায়েছিলেম পান, বালিকা জীবন—
চপলতা নিবন্ধন, তার রসধারা
লোহিত বরণ, ছাড়ায়ে অধর প্রান্ত
চিত্রিত করিয়েছিল চিবুক আমার।
সহসা ললিত সেথা হাসিতে হাসিতে—
সে হাসি হইলে মনে ভাসি আঁখিজলে—
আসিয়া কহিল মিষ্ট মকরন্দ তারে,
"লীলাবতি করেচ কি? হেরে হাসি পায়,
রক্তগঙ্গা তরঙ্গিণী চিবুক তোমার—
পড়েছে অলক্তরস শতদল দামে।"
বলিতে বলিতে সই অতি সুযতনে
তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে,
গেলেম আহ্লাদে গলে মনের হরিষে।
যে মনে ললিতে সই বাসিতাম ভাল—
নিরমল, ভয়হীন, সরল, পবিত্র—
এখন তাহাই আছে, তবে কি না সই,
বিবাহের নামে মম হৃদয় কন্দরে
মহাভয় সঞ্চারিত—আগেতে ছিল না—
হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা বাসে।
ললিতে হারাই পাছে—কেমনে বাঁচিব
ছাড়িয়ে ললিতে আমি অপরের ঘরে—
কি করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন
অপরের সনে—ভাবনা হয়েছে এই।
ললিতে করিতে পতি—বলি লাজ খেয়ে—
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নি সজনি,
আকুল হয়েছি ভেবে পাছে আর কেউ
আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে।
কেন বা হইল জ্ঞান কেন বা যৌবন।
হারাই যাদের তরে ললিতমোহন।
আয় রে বালিকাকাল হেলিতে দুলিতে,
ছেলেখেলা করি সুখে লইয়ে ললিতে।

শার। শুনলেম ত বেশ, এখন উপায়—এখন শুধু নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, এখন নদেরচাঁদের ম্যালা—এখন কন্দর্প স্বয়ং এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ। দাদার আসার আশায় জলাঞ্জলি পড়েচে, ললিতকে পুষ্যিপুত্র করবেন দিন স্থির হয়েচে—ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার হলো।

লীলা। ললিত যে দিন বাবার পুষ্যিপুত্র হবে সেই দিন আমি সমরণে যাব।

শার। কার সঙ্গে?

লীলা। আমার নবীন প্রণয়ের মৃতদেহের সঙ্গে। সই, আমার মা নাই, তা আমি এখন জানতে পাচ্চি। (নয়নে অঞ্চল দিয়া রোদন)

শার। আমার মাথা খাও সই, তুমি আর কেঁদো না—তিনি দশটা পুষ্যিপুত্র নেন তোমার ক্ষেতি হবে না যদি তিনি ললিতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে সই?

লীলা। আমি বিষয়ে বঞ্চিত হবো বলে কাঁদি নে, আমি মার জন্যে কাঁদি, দাদার জন্যে কাঁদি, বাবার অবিচার দেখে কাঁদি। পরমেশ্বর করুন, বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। বিষয়ের কথা কি বলচো সই, ললিতকে না দেখতে পেলে আমি স্বর্গভোগেও সুখী হবো না।

শার। আমি ললিতকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো—কে আসচে।

হেমচাঁদের প্রবেশ

শার। (জনান্তিকে লীলাবতীর প্রতি) তুই যা।

লীলা। (জনান্তিকে) একটু থাকি।

হেম। সই ষোল খেলে তার কড়ি কই?

শার। দড়ি কিনেচে।

হেম। সই তোমার সই যেন বড়াই বুড়ী।

শার। তুমি ত পদ্মের কুঁড়ী সেই ভাল।

হেম। উনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

শার। দেখ্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে পেলে বুঝ্‌তে পাত্তেম।

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে গাল দেন।

শার। দেখ্‌লি ভাই কথার শ্রী দেখ্‌লি--উনি ভাব্‌চেন রসিকতা কচ্চি।

লীলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ, স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে? বিশেষ সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ওঁর মুখ দিয়ে কি এখন অমন কথা বেরুতে পারে?

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে পারি—তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চো—

শার। সই তোমাকে "আপনি আপনি" বলে কথা কইলে আর তুমি সইকে "তুমি তুমি" বলে কথা কচ্চো—ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তা তো জান না, কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয় তা তো শেখ নি—কেবল আমায় জ্বালাতন কর্‌তে শিখেছিলে—

হেম। আজ থেকে তোমায় আমি "আপনি আপনি" বল্‌বো, "আপনি আপনি" কেন, "মহাশয় মহাশয়" বল্‌বো—"শিরোমণি মহাশয়" বল্‌বো—শিরোমণি মহাশয়' প্রাতঃ-প্রণাম—

শার। দেখ্‌লি ভাই ভাল কথা বল্লুম, ওঁর পরিহাস হলো।

হেম। বাপ্ রে, শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি?

লীলা। তুচ্ছ কত্তে পারেন।

শার। তুচ্ছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন?

হেম। তোমার বড় দিব্বি তুমি যদি সত্যি করে না বলো, তোমায় কখন মেরেচি কি না—

শার। গলায় হাত দিয়ে দুম্ দুম্ করে মারকেই শুধু মার বলে না—কথায় মাত্তে পারা যায়—কাজেও মাত্তে পারা যায়—

হেম। যে মেগের গায় হাত তোলে সে শালার বেটার শালা—সই মহাশয়, আমি শুয়োরমুখো ষণ্ডা নই, আমি লেখা পড়া শিখিচি—

শার। গুলির আড্ডায়।

হেম। কেন মুক্তিমণ্ডপ বল্‌তে কি তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খুসি তাই বল্‌চেন, বাপের বাড়ী এসে বাগের মাসী হয়েচেন--

লীলা। হেমবাবু, আপনি কি আজ পথ ভুলে এ পথে এসেচেন, না সইকে ভাল বাসেন বলে এসেচেন?

হেম। পথ ভুলেও আসি নি, তোমার—আপনার সইকে ভাল বাসি বলেও আসি নি।

লীলা। তবে কি দেখা দিতে এসেচেন?

হেম। দেখা দিতে আসি নি; দেখ্‌তে এসেচি, দেখাতে এসেচি।

লীলা। দেখ্‌বেন কি?

হেম। লীলাবতী।

লীলা। দেখাবেন কি?

হেম। নদেরচাঁদ।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। তবে শুনেছিলুম যে মামাশ্বশুর বাড়ী না এলে দেখ্‌তে আস্‌বে না।

হেম। মামা যে মামী পেয়েচেন, চক্ষুস্থির।

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন পুরুষ তেমনি মেয়ে।

হেম। আর তোমাদের কাশীপুরের সব পুরুতপিসী—তোমার সইদের চাঁপার কথা মনে কর।

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়।

হেম। ওড়া খোই গোবিন্দায় নম, বের্‌য়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন তাকে বাখ্‌বের জন্যে সহবশুদ্ধ পাগল হয়েছিল।

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

হেম। চাঁপাই ত অরবিন্দ বাবুকে সইদের বয়ের সঙ্গে রেষারেষি করে বিষ খাওয়ায়, তার পর রটয়ে দিলে অরবিন্দ ডুবে মরেচে।

শার। ঠাকুরপো কোথায়?

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ।

শার। এ বাড়ী এসে জল্‌টল্ খেয়ে যেতে বলো।

হেম। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, তুমি তারে যে ভাল বাসো মাসীমা জান্‌তে পেরেচেন।

শার। আমার কপাল।

হেম। আমরা মেয়ে দেখে কল্‌কাতায় বাজী দেখ্‌তে যাব—

শার। এখানে কেন আজ থাক না।

হেম। আজ ত কোন মতেই না।

শার। তোমার যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হেম। কল্‌কাতার এত নিকটে এসে ওম্‌নি ওম্‌নি চলে যাই, আর কাল পাঁচ ইয়ারে মুখে চূণ কালি দেক্‌।

শার। জায়গা কই।

হেম। একবার বাক্সটি খুলে পঞ্চাশ টাকা করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার একখানি দাও—

শার। আমি তা কখন দেব না।

হেম। দেবে আরো ভাল বল্‌বে।

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আমি তাতে বাদলার মালা গড়াবো, তা আমাকে মারোই, কাটোই, আর ফাঁসিই দাও।—কেন বল দেখি, টাকাগুণো অপব্যয় কর্‌বে? বাক্সোয় রয়েচে তোমারি আছে, গহনা গড়াই তোমারি থাক্‌বে—কেন নিয়ে উড়্‌য়ে দেবে?

হেম। আমি তোমাকে দশ দিন বারণ করিচি তুমি নং নেড়ে আমাকে উপদেশ দিও না—আমি সব সইতে পারি মেয়ে মানুষের নংনাড়া সইতে পারি নে—

শার। এবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথেরে নং দিয়ে আস্‌বো।

হেম। তুমি নং দিয়ে এস, রথ দেখে এস, তুমি যা খুসি তাই কর, এখন দাও।

শার। কি দেব?

হেম। আমার গুষ্ঠির পিণ্ডি—গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে—ভায়া ভাবচেন মেগের মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি—মাগ্‌ যে প্রাণ জ্বল্‌য়ে দিচ্চেন তা জান্‌তে পাচ্চেন না। দেবে কি না বলো?

শার। আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।

হেম। আমার পায় তেলো মাথার তেলো জ্বলে যাচ্চে—তারা সব আমারে গালাগালি দিচ্চে—আচ্ছা আমি দুঃখীদের দান কর্‌বো ব্রাহ্ম সমাজে যাব।

শার। উড়্‌নচড়ে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই—

হেম। উঃ সমাজের সবি রাজনারাণ বাবু, না? আমার মত কত লোক আছে।

শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধ্‌রে গেছে।

হেম। আমিও শুধ্‌রে যাব—আমাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু ভালবাসেন, আমি তাঁর ভয়েতে নদেরচাঁদের আড্ডায় প্রায় যাই নে।

শার। তবে কল্‌কাতায় যাওয়া কেন?

হেম। আজকের দিনটে। আমি হোটেল থেকে ফিরে আস্‌বো।

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবু তোমাকে এত ভাল বাসেন, তবে তিনি যে কর্ম্ম ঘৃণা করেন সে কর্ম্মে তুমি কেন যাও?

হেম। আমি কি মন্দ কর্ম্ম কর্‌চি?

শার। আমি তোমাকে আজ ছেড়ে দেব না।

হেম। আচ্ছা আমি দিব্বি করে বাচ্চি রাত্রে কাশীপুরে ফিরে আস্‌বো। যদি না আসি তুমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে চিটি লিখ।

শার। আমি কি কারো কাছে তোমার নিন্দে করে থাকি?

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর তা কি আমি মাসীর কাছে বলে দিই? নোট-খান দাও তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান কর্‌বে।

শার। সেটি হবে না।

হেম। তোমার স্বধর্ম্ম—মন্দ কথা না বল্যে তোমার মন ওঠে না।

শার। হাজার বলো ভবি ভোল্‌বার নয়।

হেম। ভাল আপদে পড়িচি—দেরি হতে লাগ্‌লো। কাল তোমাকে আমি এ পঞ্চাশটে টাকা ফিরে দেব।

শার। কার টাকা কাবে দেবে?

হেম। দিতে হয় দাও তা নইলে এক কিলে তোমার বাক্স আমি লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলি—হাবাতের অনেক দোষ।

শার। কুবচন আমার অঙ্গের আভরণ, তোমার যা মনে লাগে তাই বলো, আমি রাগও কর্‌বো না টাকাও দেব না।

হেম। তোমার ঘাড় যে সে দেবে।

শার। কোন্‌ শালীর বেটি তোমায় আজ নোট দেবে।

হেম। কোন্‌ শালার ব্যাটা আজ নোট না নিয়ে যাবে।

শার। সর আমি যাই, সইকে দেখি গে।

হেম। নোট দিয়ে যাও—কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। উঃ নবাবপুত্তুর—কে দিয়েচে?

শার। তুমি দিয়েচ।

হেম। তবে কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। ও'র নোট—

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার নোট, তিন শ বার আমার নোট—

হেম। তোমার বাবার নোট—

[অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা তুলিয়া বাক্সটি মাকিরায় সবলে উপুড় করিয়া ফেলিয়া শারদাসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাছিয়া লইতে লইতে) ওরে আমার বাঁজরাচাক—টস্ টস্ করে চকের জল ফেল্‌লেন আমি ওমনি গলে গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙেচে খুব হয়েচে, কেঁদে মর্‌বেন এখন—যা যা ভেঙেচে পারি ত কল্‌কাতায় আজ কিন্‌বো—ভারি বদ্‌ ইয়ার—

শারদাসুন্দরীর পুনঃপ্রবেশ

শার। বাঁচ্‌লে?

হেম। বাঁচ্‌লুম।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

শার। ভাগ্‌গিস সই যখন ছিল তখন অমন কথা বলে নি—সই বা কি না জানে। ছি, ছি, ছি—কোন্ কথা বল্যে কি হয় তা জানেন না তাই অমন করে বলেন! নদে সর্ব্বনেশেই সর্ব্বনাশ কল্যে।

[বাক্স গুছাইয়া শারদাসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ

শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বসো—এই চেয়ারে হেমচাঁদ বসো—আমি লীলাবতীকে আন্‌তে বলি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

হেম। ঘরটি বেশ সাজিয়েছে ত—মেজেটিতে মাজুর মোড়া, দ্বারের কাছে পাপোষ পাতা, মেহগনি কাঠের মেজটি, ঝাড় বুটো কাটা মেজের চাদর, ক্লিওপ্যাটরা কোচ, চেয়ার কখানি মন্দ নয়।

নদে। ও কি দেখ্‌চিস্ ছাই—আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তা আমি সব ভুলে গিইচি, এখনি সব আস্‌বে, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা কত্তে পার্‌বো না, কিছু বক্তৃতাও কত্তে পার্‌বো না।

হেম। এর মধ্যে ভুলে গেলি—কালযে সমস্ত দিন মুখস্থ করিচিস্।

নদে। আমার সব উল্টা হয়ে যাচ্চে।

হেম। তা যাক্, আসলে কম না পড়্‌লেই হলো।

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে?

হেম। অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়ো?

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে; তোর আর বল্‌তে হবে না। আপদ চুকে গেলে বাঁচি, ভয় হচ্চে পাছে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।

হেম। কেন তুই মুক্তিমণ্ডপে খুব ত কইতে পারিস, অনেকক্ষণ বক্তৃতাও কত্তে পারিস্।

নদে। সে যে আপন কোটে পাই চিঁড়ে কুটে খাই. তাতে আবার ভিকস্ সহায় হন—তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা বার হয়।

হেম। বমির মত।

নদে। আমাকে যদি একা এই ঘরে লীলাবতীর সঙ্গে রাখে, তা হলে আমি খুব রসিকতা কত্তে পারি, বিদ্যারও পরিচয় দিতে পারি।

হেম। তোমার কাছে কাটের পুতুল ডরিয়ে উঠে, এ ত একটা জীব।

নদে। বাহবা বাহবা বেশ বলিচিস্—কি বল্‌বো হাস্‌তে পেলেম না, পরের বাড়ী—এ কথা মুক্তিমণ্ডপে হলে সাত রংএর হাসি বার কত্তেম আর তোকে চিরযৌবনী কর্‌বের জন্যে এক এক পাত্র পাঁচ ইয়ারে পান কত্তেম।

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেছে।

নদে। খুল্‌বে না ত কি নইচে বন্ধ হয়ে থাক্‌বে। আমি তো আর মুখচোরা নই—হরিণের কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? বল্, বল্, আস্‌চে।

হেম। "আয় আয়" না, না, হয় নি—

নদে। ঐ দেখ্, তুইও ভুলে গিইচিস।

হেম। ভুল্‌বো কেন? "অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়?"

নদে। ঠিক হয়েচে।

এক দিক্ হইতে লীলাবতী এবং শ্রীনাথ, অপর দিক্ হইতে ললিতমোহন সিদ্ধেশ্বর এবং প্রতিবেশিচতুষ্টয়ের প্রবেশ

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন!

(সকলে উপবেশন।)

হেম। কর্ত্তা মহাশয় আস্‌বেন না?

শ্রীনা। তিনি কি ছেলে ছোক্‌রার ভিতরে আসেন!

প্রথম প্রতি। সব দেখা শুনা হলে তিনি অবশেষে ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

দ্বিতীয় প্রতি। নদেরচাঁদ বাবু পাত্রীর রূপ ত দেখ্‌লেন, একণে গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখুন।

হেম। (জনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রতি) ভাই বলে জিজ্ঞাসা কর।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন যে?

নদে। (লীলাবতীর প্রতি) আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়?

হেম। তোমার গুষ্ঠির মাতা পড়ে—ঢেঁকিরাম—কি শিখ্‌য়ে দিলে কি বলোন—

নদে। আমার যা খুসি আমি তাই বলি, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে কর্‌বি না তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে?

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগলির জেলে—বামণের ঘরের নিরেট বোকা।

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেমনি মেয়েমুখো, তোর কপালে ইয়ারকি থাক্‌লে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াবি? আমার অতি বড় দিব্বি তোর মত পাজিকে যদি মুক্তি-মণ্ডপে ঢুক্‌তে দিই—একটি পয়সা খরচ কত্তে পারে না কেবল বেল্লারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।

হেম। কি বল্লি, বিক্রমপুরে বুনো বয়ার। (সরোষে নদেরচাঁদের পৃষ্ঠে পাঁচটি বজ্রমুষ্টি প্রহার) তোরে কীর্ত্তিনাশা পার কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো—

ললি। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা।

সিদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ।

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

নদে। দেখ্‌লেন সিধুবাবু? আপনি মামাকে বল্‌বেন, কার দোষ? আমাকে ভদ্র-লোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুষের সম্মুখে যা খুসি তাই বল্যে তার পর এলোবিবি মার; এর শোধ দেব—আমার গায় হাত।

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ কিল।

হেম।(নদেরচাঁদের কাপড়ে কালি দেখিয়া) খুব হয়েছে, খুব হয়েছে; পোড়ার বাঁদোর চেয়ে দেখ, চেয়ারে তেলকালি মাখ্‌য়ে রেখে-ছিল, তোমার চাদরে পিরাণে ধুতিতে লেগে গিয়েছে।

নদে। লেগেছে আমারি লেগেছে, তোর কি? তুই আমার সঙ্গে আর যদি কথা কস্, তোর বড় দিব্বি।

হেম। হুঁকোর খোলে দুর্গানাম লেখা, অমাবস্যায় শ্যামাপুজো, ভালুকে উল্লুকে জড়া-জড়ি, দাঁড়কাকের মাতায় মক্‌মলের টুপি, আর ভায়ার গায় কালি, একই রূপ দেখ্‌তে?

নদে। আমাকে এমন করে ত্যক্ত কল্যে আমি কর্ত্তার কাছে বলে দেব—মেয়েও দেখ্‌বো না বিয়েও কর্‌বো না—দেখ দেখি আমার ভাল কাপড়গুলি সব কালিতে ভিজে গিয়েছে। আমি ভাব্‌চি কল্‌কাতা বেড়ুয়ে যাব।

শ্রীনা। কালিতে ভেজে নি।

নদে। তবে কিসে ভিজেচে?

শ্রীনা। তোমার ঘামে।

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো?

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো।

নদে। পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।

শ্রীনা। ঠকিচি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ ঠকাতে পারে না।

তৃতীয় প্রতি। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, ছিচ্‌কাঁদুনের মত প্যান্ প্যান্ করে কাঁদে না, সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়।

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে নিইচি—একদিন এক জায়গায় বল্যে "তোমার গায় জল দিই" আমি ওমনি গা পেতে দিলুম আর হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিলে।

তৃতীয় প্রতি। কিল, কথা, জল, সব গায় পেতে লওয়া আছে।

নদে। হেমচাঁদ মার্‌লে বলে আমি কি ফির্‌য়ে মাত্তে পারি? তা হলে আপনারা আমাকে যে পাগল বল্‌তেন আর ঐ ভাল মানুষের মেয়ে যে আজ বাদে কাল আমার মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু দিত। হেমচাঁদ আমার দাদা হয় তাইতে কিছু বল্যেম না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

তৃতীয় প্রতি। বয়সের বড় বোনাই বাবার ধাক্কা!

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং পিছুরে থাকা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু আবরণ

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু বল দেখি কে?

ললি। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে।

নদে। বল্‌বো বল্‌বো—(চিন্তা) মামা।

শ্রীনা। তোমার বনের ননদের ছেলের। (চক্ষু ছাড়িয়া উপবেশন, সকলের হাস্য)

নদে। এই বুঝি সভ্য মেয়ে, এত লোকের সম্মুখে হাসি?

লীলা। (লজ্জাবনতমুখী)

চতুর্থ প্রতি। আইবুড়ো মেয়ের হাসি মাপ কত্তে হয়।

নদে। আমি রাগ কর্‌চি নে আমি কর্ত্তার সংগে এ কথা বল্‌তে যাচ্ছি নে। আমি মেয়ে দেখে বড় খুসি হইচি। আমার হাতে আরো সভ্যতা শিখ্‌তে পার্‌বে।

হেম। মুন্তিমণ্ডপে।

নদে। দেখ সিধু বাবু, আবার গায় পড়ে ঝক্‌ড়া কত্তে আস্‌চে—এক কথা হয়ে গেছে তা এখন মনে করে রেখেচে—দাদাবাবু রাগ করে রয়েছে?—তুমি এ সম্বন্ধের মুলাধার, আবার তুমিই এখানে মুখ ভার করে রইলে?

ললি। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হলো কেমন করে?

নদে। কাপড়ে আগুন ধরে সেটা পুড়ে মরেচে।

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার পোড়া ভাল।

লীলা। (ললিতের প্রতি) আমি বাড়ীর ভিতরে যাই।

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও আর আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই। (হাস্য)

ললি। আপনি কিছু লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন?

নদে। কর্‌বো না ত কি ওমনি ছাড়্‌বো?

তৃতীয় প্রতি। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।

নদে। তবু হেমদাদা প্রথমেই মুষ্‌ড়ে দিয়েছে।

তৃতীয় প্রতি। সিধু বাবু এমন ছেলে শ্রীরামপুরে আর কটি আছে?

সিদ্ধে। যোড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীনা। তাই বুঝি ইস্‌কাপানের গাড়ীতে নিয়েচে।

নদে। বাবা ইস্‌কাপানের টেক্কার হরতনের বিবি।

তৃতীয় প্রতি। আপনার ঠাকুর পুষ্যিপুত্র নিয়েছেন কি?

নদে। আমি থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নেবেন কেন?

তৃতীয় পুত্র। আপনি ত একটি, আপনার মত শত পুত্র সত্বেও পুষ্যিপুত্র লওয়া শাস্ত্রে অনুমতি আছে।

নদে। মা বলেন আমি একা এক সহস্র।

শ্রীনা। তুমি বেঁচে থাক।

নদে। "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবে হয়ে"—

ললি। মহাশয় এটি গুলির আড্ডা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী।

হেম। ললিতবাবু আপনি কুলীনের ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান কর্‌বেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েছেন বই আমরা যেচে আসি নি।

নদে। দাদাবাবু রাগ করেন কেন, আমরা বর, গাল দিলেও সহ্য কর্‌বো, মার্‌লেও সহ্য কর্‌বো, আঁচ্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো, কাম্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো—

শ্রীনা। কর্ত্তা বরের গুণগুনো স্বয়ং শুনে নিলেই ভাল হতো।

সিদ্ধে। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হয় জিজ্ঞাসা করুন বেলা যাচ্চে, বাড়ী যেতে হবে।

নদে। আমরা আজ কল্‌কাতায় থাক্‌বো।

হেম। নদেরচাঁদ যা হয় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাল্‌, দেরি করিস্‌ কেন?

নদে। ওগো লীলাবতী তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ?—

[লজ্জাবনতমুখে লীলাবতীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ শ্রীরামপুরের মুখ হাসালে?

ললি। যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা; গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার শিখেছেন ভদ্র-সমাজে তা পরিত্যাগ কর্‌বেন কেমন করে?

নদে। ললিত বাবু তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, তুমি জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে দিচ্চেন? আমি জোর করে মেয়ে বার্‌ কত্তে আসি নি। আমার যা খুসি আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বো। তোমার যখন মেয়ে হবে, তুমি, গুলি খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে চেড়াতে যায় না, এমনি একটি গরুকে মেয়ে দান কর, এখানে তোমার কথা কওয়া, এক গাঁর ঢেঁকি পড়ে এক গাঁর মাথা ব্যথা।

ললি। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ তোমার সহিত বাদানুবাদ বাতাসে অসিপ্রহার—তুমি আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত কুলীনকুলের কজ্জল, তোমার নয়ন কি একেবারে চর্ম্মবিহীন হয়েছে? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে সেখানে একটিও সংবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই? তোমার যদি স্থির চিত্তে চিন্তা করবের ক্ষমতা থাকে তবে একবার ভাব দেখি তোমার নৃশংস আচরণে কত কুলকামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কত ভদ্র সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে, এইরূপ শত শত কদাচারে কলঙ্কিত হয়ে পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সংকোচ বোধ হয় না? তোমার এমনি শিষ্ট স্বভাব অন্য পরের কথা কি বলবো তোমার আপনার ভগিনী ভাগিনেয়ী, ভাইজ ভাইঝি তোমায় দেখিবামাত্র ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘৃণা হয় না?—তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত একবার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি—কি ভীষণ ব্যাপার! কামান্ধ পতির পশুবৎ ব্যবহারে নববিবাহিতা বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল। যে হাতে নব বনিতা হত্যা করেছ আবার সেই হাতে গৃহস্থবালা লতে চাও—সাধারণ ধৃষ্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমনি বিবেচনাশূন্য, তোমার মাসতুতো ভাইকে ভদ্রসমাজে অম্লান বদনে যৎকুৎসিত সম্পর্কবিরুদ্ধ গালাগালি দিলে—তুমি এমনি নির্লজ্জ যে বিশুদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পরিণেতা হতে যাচ্চো তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত জিজ্ঞাসা কল্যে বিদ্যাসুন্দর পড়েছে কি না—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদ বধ, ধর্ম্মনীতি, সুশীলার উপাখ্যান তোমার মুখে এল না—তুমি পুরুষাধম, তোমার কৌলীন্যেও ধিক্, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্।

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্ বেশ্—

হেম। আমরাও বক্তৃতা করবো—নদেরচাঁদ তোর মনে আছে ত?

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা করলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাববেন আমি লেখা পড়া জানি নে—

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি লীলাকে আনচি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

নদে। সিধুবাবু একখান বইয়ের নাম করুন তো।

সিদ্ধে। "গুলি হাড়কালী"।

শ্রীনাথ এবং লীলাবতীর প্রবেশ

নদে। আমি কোন বইয়ের নাম করলেই ললিতবাবু আমাকে এখনি আবার বাপান্ত করবেন।

ললি। আমি আপনাকে বাপান্ত করি নি।

নদে। বাপান্তের বোনাই করেচেন, আমায় যথোচিত অপমান করেচেন। সে ভালই করেচেন—শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না—এখন আপনি মেয়ে মানুষটিকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন।

লীলা। (পুস্তক গ্রহণ করিয়া) "গ্রীস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নামক মহানগরে লিয়ানিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস্। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা"—

নদে। আর পড়তে হবে না।

সিদ্ধে। "রহস্য-সন্দর্ভ" নীতিগর্ভ পত্র বলে গণ্য—সম্পাদকীয় কার্য্য অতি বিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে।

নদে। ওখানি কি রসকন্দর্প? গুড়গুড়ে লেখে বুঝি?

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা করি।

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখনি আসবেন।

সিদ্ধে। তাঁর আসবের বিলম্ব আছে, আপনি বক্তৃতা করে বিদ্যার পরীক্ষা দেন।

হেম। নদেরচাঁদ বিবাহ বিষয়ে বল্।

ললি। অতি বিহিত বিষয় প্রস্তাব করেচেন।

নদে। যে আজ্ঞা (গাত্রোত্থান) আমি অধিক বলতে পারবো না।

সিদ্ধে। যা পারেন তাই বলুন।

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্তৃক নদেরচাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত

নদে। প্রিয়বন্ধুগণ — প্রিয়বন্ধুগণ এবং

প্রিয়বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ!—অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিতপাটালির নিকটে—নিকটে—পাটালির নিকটে—আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্য-ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না, কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে শুনুন। বিবাহ হয় এক কল্প বট, তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো দেখুন—যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন—দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল। ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে রোমশ পশু আছে—আরবদেশের বালির উপর দিয়ে উটগুলো বড় বড় মোট মাতায় করিয়া চলে যেতে পারে ব্যতীত পান করে একফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব বিবাহ বলিতে গেলেই বন্ধুতা এসে পড়ে—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ, বন্ধুতা তার ফুল। বিবাহের কত কৌশল তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বল্‌তে পারে। দেখুন জাম পাক্‌লে কালো হয়, চুল পাক্‌লে শাদা হয়—যদি বলেন জাম পাক্‌লে রাঙগা হয়, সে পাকা নয়, সে ডাঁসা—যদি বলেন চুল পাক্‌লে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া। আরো দেখুন সকলি দুই দুই, চন্দ্র সূর্য্য, রাত দিন, পথ ঘাট, হুঁকো কল্কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীবসকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভ-মতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুদ এসে পড়ে—

[সলাজে লীলাবতীর প্রস্থান।

সকলের হাস্য

আরো দেখুন মাতৃ ভাষা কেমন কাহিল হয়ে গিয়েছেন—

হেম। ও যে আমি বল্‌ব—তুমি বসো।

নদে। অতএব বন্ধুগণ দাদাকে আসন দিয়ে আমি মধুরেণ সমাপয়েৎ।

যেমন বসিতে যাবেন অমনি ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পতন, সকলের হাস্য

হেম। চেয়ার যে সর্‌য়ে রেখেছে, তা বুঝি দেখ্‌তে পাও নি?

নদে। ও মা গিইচি—বাবা গো মেরে ফেলেচে—কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে—শালারা আমায়ে যেন পাগল পেয়েছে—আমার যেন মা বাপ কেউ নেই—(চেয়ার লইয়া উপবেশন।)

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ! আমার গুণিগণানু-গণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্য ভ্রাতা বাহা বলোন, বাহা—বাহা বলোন—বলোন, তাহা বলোন। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই মাতৃভাষার চাষ না দিলে—না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়—আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাস্‌দি, কখন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে মরো মরো হয়েছেন, যথা সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং—অতএব হে ভ্রাতৃপদারবিন্দ! এস আমরা মাতৃ-ভাষাকে আহার দিই—চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত রথের কাছে দাঁড়ুয়ে সে জন—চুল চুসনা হইয়া গিয়াছে, কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ি উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচ্‌ড়ে যাইতেছে। অশন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই। হে ভ্রাতৃবীরেন্দ্র! তোমরা আমার কথা অতুচ্ছ কর না। তোমরা মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও কিন্তু দেখ যেন কর্কশ জিনিস দিয়ে তাঁর গলা ছিঁড়ে দিও না—উপসের মুখে একটু—একটু মোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। কতকগুনো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মার্‌চেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার পয়ারের মত—কিন্তু সরল পয়ার নয়, গলা আঁচড়ে তোলা—তাঁদের দ্বারায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল চোদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতায় শোকে গলায় দড়ি দিয়ে সজ্‌নে গাছে ঝুল্‌-ছিলেন, গলায় গোড়ায় ধুক্‌ ধুক্‌ করিতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু—মহাশয়—তাঁকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেছেন—অতএব হে দেশহিতৈষিণী সভ্যগণ! তোমাদের আমি "বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ" করিয়া বলিতেছি তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর—মাতৃভাষা বড় হলে দেশের—দেশের—অনেক ভাল হবে। বিধবার বিয়ে হবে—রাস্তা ঘাটে ময়লা থাক্‌বে না—

গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান কর্‌বে—বৃক্ষ ফলবতী হইবে—ইন্দ্রদেব তোড়ের সহিত বারি বর্ষণ করবেন—জাতিভেদ উঠে যাবে—বহু-বিবাহ বন্দ হবে—কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাক্‌বে না—আমরা কাট্‌য়ে যাবো। মনোযোগ না কর্‌লে কোন কর্ম্ম হয় না—সুতরাং এই স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া আমি ফিরে নিই আমার বস্‌বের স্থান।

সিন্ধে। বাহবা হেমবাবু, বেশ বলেচেন।

নদে। মুখস্থ করে এসেছিল।

হেম। আমি এখন রোজ রোজ বক্তৃতা কর্‌বো—মুখ বুজে থাক্‌লে বেকল হয়ে যেতে হয়।

রঘুয়ার প্রবেশ

শ্রীনা। রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট ও পিট, তবে রঘুয়ার হাত দুখানি নুলো, আর একটু বেঁকে চলে।

ললি। এ ব্যাটা নতুন উড়ে; মালীর বাড়ী হতে এসেচে।

রঘু। আপনঙ্কর[১] লেখা পড়ি হ্যালানি-টিকি[২]? কর্ত্তাবাবু আউছন্তি[৩] (নদেরচাঁদের বস্ত্রে কালি, এবং বদনে সিন্দুর অবলোকন করিয়া) এ কঁড়[৪] মঃ[৫] বাবু তো সেয়াংওপরি[৬] দুশুচি[৭] গুটে[৮]—পাচ্‌ড়া[৯] কর্দ্দড়ি[১০] হাতেরে হুরুন্ডাকি[১১]।

নদে। আরে উড়ে ম্যাড়া তুই আমারে কি বল্‌চিস?

রঘু। বাবুমানে[১২] আপনাঙ্কো[১৩] ভালু-পিলা[১৪] সাজাউঁচি[১৫] আউ কঁড়? নুগাপটা[১৬] কাড়রে[১৭] তিতি গলা।

নদে। দূর সড়া দাসো।

রঘু। মঃ[১৮] মনিমা[১৯], হেই এপরি কহুচ[২০]? মু[২১] পিলাটি,[২২] গোরিবপুও, কঁড় করিবি, প্রভু লোকনাথো বুঝমনা[২৩] করিবে।

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাঁস্‌লি কেন?

রঘু। আপনো মনুষ্য চরাউ মু গোরু চরাউঁচি, আপন মনিমা, প্রভু, অবধান, মু চরণ ঝড়াকু পাহিরা[২৪]—আপনো ঐরাবতঃ মু ঘুণ্টিমুষা[২৫]—আপনো জেবে গালি দেব মু কঁড় করিবি? আপনো সড়া বইল কাঁই কি? আপনো কি মোর ভেনুই[২৬]? আপনো কি মোর ভৌড়ির[২৭] ঘোইতা[২৮]?

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া ফের যদি বক্‌বি তো জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।

রঘু। মারো স্বাঁত[২৯], মু হাজির অছি—
অল্‌পিকে সল্‌পিকে লোকে[৩০]
মনে বহুন্তি[৩১] গর্ব্বিতা;
সারু[৩২] গছ মুলে ভেকো
ছত্র দন্ড ধরাইতা;

সিন্ধে। নদেরচাঁদ বাবু এবারে আপনাকে রাজছত্র দিয়েছে, আর কিছু বল্‌বেন না—

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পন্ডিতের প্রবেশ

নদে। মহাশয় আমরা যথোচিত খুসি হইচি—পড়্‌তে শুন্‌তে বেশ আমি যা যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম সব বল্‌তে পেরেচেন, কেবল একটা দুটো ললিত বাবু বলে দিয়েচেন—ললিত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা শিখেচেন, আমার যথোচিত আদর করেচেন—

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ মুখ পোঁচ্‌।

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ্‌ না?

হর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুখ এমন করে দিলে কে?

শ্রীনা। বাড়ী হতে ঐরূপ করে এসেচেন, ও'র মা কাচ্‌ করে দিয়েচেন।

হর। মুখ পুঁচে ফেল বাবা, লালগুঁড়ো লেগে রয়েচে, কুলীনের ছেলে, বড় মানুষের ভাগ্‌নে, আমার কত সৌভাগ্য উনি আমার বাড়ী এসেচেন।

নদে। (কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা লালগুঁড়ো লাগ্‌লো কেমন করে?

শ্রীনা। পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।

নাট্যকারপ্রদত্ত টীকাঃ—

[১] আপনাদিগের। [২] হইল না কি? [৩] আসিতেছেন। [৪] কি। [৫] বাহবা। [৬] সংএর মত। [৭] দেখাইতেছে। [৮] এক। [৯] পাকা। [১০] রম্ভা। [১১] হইত। [১২] বাবুরা। [১৩] আপনাকে। [১৪] ভালুকের ছানা। [১৫] সাজ্‌য়েছে। [১৬] কাপড়। [১৭] কালিতে। [১৮] বাহবা। [১৯] প্রভু। [২০] কহিতেছেন। [২১] আমি। [২২] ছেলেটি। [২৩] বিবেচনা। [২৪] কাটী [২৫] কাঠবিড়ালি। [২৬] বোনাই। [২৭] ভগিনীর। [২৮] স্বামী। [২৯] স্বামী। [৩০] ক্ষুদ্রান্তঃকরণলোকদের। [৩১] প্রবাহিত। [৩২] মানকচু।

নদে। সে যে শাদা।

হর। লীলাবতী কোথায়?

নদে। আমি তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠ্‌য়ে দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে।

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে?

নদে। আমি বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু খেতে পার্‌বো না, আমাদের বংশের এমন রীতি নাই।

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভুল হয়েছে। দেখ্‌লে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ডু ভক্ষণ করে, কারো শিখ্‌য়ে দিতে হয় না।

শ্রীনা। আর কেউ কেউ বার হয়েই ডাল ধরে।

নদে। সে বাঁদর, আমি স্বচক্ষে দেখিচি।

হেম। নদেরচাঁদ, চলো তোমাকে ও-বাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই।

নদে। (হরবিলাসের পদধূলি গ্রহণ) আমি বিদায় হই।

হর। এস বাবা এস—ললিতমোহন সঙ্গে যাও।

ললি। সিদ্ধেশ্বর বসো, আমি আসচি।

[নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের প্রস্থান।

হর। মেজো খুড়ো ছেলে দেখ্‌লেন কেমন? আপনাকে আমি জেদ করে এখানে পাঠ্‌য়েছিলেম, যেহেতু আপনি বিজ্ঞ, আপনি ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন। কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানের মধ্যে নদেরচাঁদের মত কুলীন আর নাই। অতি উচ্চ বংশ।

তৃতী, প্রতি। বংশ উঁচু, রূপ নইচে, গুণ চট্‌—কেন্তর কেন্তর বরাটে ছেলে দেখিচি, এমন বরাটে ছেলে বাপের কালে দেখি নি—আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসে ছিলেম, বোধ হলো দুই যুগ—যমযাতনা এর চেয়ে ভাল। হাত-পাগুলিন শুক্‌নো কুলের ডাল, আঙ্গুলগুলিন কাঁক্‌ড়া, চক্ষু দুটি কাঠ-ঠোক্‌রার বাসা, কথা কইলে দাঁড়কাক ডাকে, হাসলে ভালুকে শাক আলু খায়। বুদ্ধিতে উড়ে, সভ্যতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় কূকী, বজ্জাতিতে বাকরগঞ্জ। মেয়েটি হামান-দিস্তের ফেলে থেতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না।

প্রথম প্রতি। মেজো খুড়ো মেলের ঘরটা বিবেচনা কল্লেন না?

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রে কন্যাদান সকলের ভাগ্যে হয় না। ছেলেটি অশিষ্ট, কেমন করে বলি। আমার সঙ্গে কেমন কথাবার্ত্তা কইলে, কিরূপে বিদ্যার পরীক্ষা করেচে তা বল্যে, আবার যাবার সময় পায়ের ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাক্‌লে বিদ্যার পরীক্ষা লতে পারে না।

শ্রীনা। বিদ্যার পরীক্ষা "আইমা হরিণের শিং।"

প্রথম প্রতি। তোমাদের নিন্দা করা স্বভাব—কি মন্দ পরীক্ষা করেচে? মহাশয় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়্‌য়ে উটে কত কথা বল্লে তা আমি সকল বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কারণ তাতে অনেক সংস্কৃত এবং এংরাজি ছিল।

তৃতীয় প্রতি। এংরাজি মাতামুণ্ডু বলেচে, তবে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলেচে বটে, কিন্তু তা শুনে ব্যাটার মাথায় যে একখান চেয়ার ফেলে মারি নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী বলে। "দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং।" ব্যাটা কি শ্লোকই বলেচে।

প্রথম প্রতি। ঐ শ্লোকটিই বটে—কেমন মহাশয় এটি কি মন্দ বলেচে।

হর। আমার মাথা বলেচে—আবাগের ব্যাটা যদি একটু লেখা পড়া শিক্তো তা হলে কার সাধ্য এ সম্বন্ধে একটি কথা হয়। তা যাই হোক্, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাক্‌তে ত্যাগ কত্তে পার্‌বো না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েচেন তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে?

সিদ্ধে। মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার সুমুখে আমাদের কথা কইতে ভয় করে, কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা আপনিই বেরুয়ে পড়ে—কুলীন অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সেই শ্রেণী আদি কাল হতে সমভাবে চলে আস্‌ছে এবং অভিন্নরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চল্‌বে। মানুষের শ্রেণীতে মানুষেরি জন্ম হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জন্মাচ্চে, ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ারি জন্ম হচ্চে, মনুষ্যের শ্রেণীতে কখনও সাপ জন্মায় না, এবং সাপের বংশে কখন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কুলীন অকুলীন সম্ভবপ্রণালী এরূপ নহে। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য কতক লোক পূর্ব্বকালে কুলীন

বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটিকেও গ্রহণ করে নাই বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েছে, তাহার এক দেদীপ্য দৃষ্টান্তস্থল বদান্য ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নরাধর্ম নদেরচাঁদ। সদ্‌-গুণের অভাব দোষে কতক লোক সে কালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেছে যে তাহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েছে, তাহার এক মধুর দৃষ্টান্তস্থল ললিত-মোহন। কৌলীন্য অকৌলীন্য পরমেশ্বরদত্ত নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম বৃদ্ধি হয় না এবং অকুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্মের হ্রাস হয় না। বল্লালসেন মহতের সম্মানের জন্য কুলীন শ্রেণী সংস্থাপন কর্‌লেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভ্রমবশতঃ কুলীন বংশজ নিকৃষ্ট নরাধম-দিগের কৌলীন্য চ্যুত এবং অকুলীন বংশজ মহৎ লোককে কুলীনশ্রেণীস্থ করবের নিয়ম করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহ সংস্কার এত ঘৃণিত হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই কত রূপগুণসম্পন্না বালিকা মূর্খ কুলীনের হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই আপনার এমন লীলাবতী গণ্ডমূর্খ নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌চেন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা, বিশেষতঃ আপনার লীলাবতী। নচেৎ লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেঁদে বল্‌তেন "আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে চাও।" নদেরচাঁদ অতি পাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ শূকরের পায় মুক্ত পরানো। কোন মেয়ে তার কাছে বিবাহের সুখ লাভ কত্তে পারে না—

তৃতীয় প্রতি। সিদ্ধেশ্বর অতি উত্তম ছেলে, বিবাহ বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন।

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র, তেমনি বিদ্যা জন্মেছে।

তৃতীয় প্রতি। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজ কাল কালেজের চূড়াস্বরূপ। আপনি নদেরচাঁদ ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শত জন্ম তপস্যা না কর্‌লে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না; ছেলে যার নাম।

হর। তা কি আমি জানি নে, সেই জন্যই ত ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্‌চি—আপনারা যারে জামাই কত্তে বল্‌চেন আমি তাকে পুত্র কর্‌চি, তবে ললিতের গুণ আমি অধিক গ্রহণ করিচি, না আপনারা অধিক গ্রহণ করেচেন? ললিতকে আমার সমুদায় বিষয়ের মালিক কর্‌ব।

শ্রীনা। ললিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুষ্যিএ'ড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু দিকে তেরাত্রি শ্রাদ্ধ তা কি কোন বুদ্ধিমানে হতে চায়। আর যার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র স্নেহরস আছে, সে কখন ঔরসজাত মেয়ে থাক্‌তে পুষ্যিএ'ড়ে গ্রহণ করে না।

প্রথম প্রতি। তবে পূর্ব্বপুরুষের নাম-গুলিন লুপ্ত হয়ে যাক্‌। এক এক জন এক এক শর।

হর। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে চাই না, আমি যা ভাল বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো।

পণ্ডি। ললিতের সহিত বিবাহ যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তবে অপর কোন সুপাত্র দেখে লীলাবতীর বিবাহ দেন, নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে নাই। আপনারা বাইরে যান আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

[হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পণ্ডি। আমি আপনার কুলের খর্ব্বতা হয় এমন কর্ম্ম কত্তে বল্‌চি নে। জ্ঞান-বাজারে আমি যে পাত্রের কথা নিবেদন করিচি সে অতি বিদ্বান্ এবং কুলীনও কম নয়।

হর। তাতে একটা দোষ পড়্‌চে—তার পিতামহ কানাই ছোট্‌ঠাকুরের ঘরে মেয়ে দিয়েছে। বিশেষ আমি কথা দিয়ে এখন অস্বীকার করি কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধ আমার অনুরোধে ভেঙ্গে দিয়েচে। আমি এখন অন্য মত কর্‌লে আমার কি জাত থাকে, আপনি ত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিবেচক, বলুন দেখি? এখন আমার আর হাত নাই।

পণ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার আরো হাত থাক্‌বে না — আপনাকে প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভরাভর

দেবেন না, তা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে কোন মতে কুলীন কুমারটি হস্তগত হয়, আপনি আমাদের কথা শুন্‌বেন কেন?

হর। আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছে নদেরচাঁদকে জামাই করি। বিশেষ ভোলানাথ বাবু যখন আমার অনুরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছেন তখন আমি কি আর বিয়ে না দিয়ে বাঁচি। ঘটক বল্যে এখন বিয়ে না দিলে বড় নিন্দে হবে।

পণ্ডি। যদি আপনার অনুরোধে রাজ-বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় নিন্দে হতে পারে, কিন্তু আমি বোধ করি রাজারা ছেলে দেখে পেচ্‌য়েছে, ভোলানাথ বাবু যে রাজ-বাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌বেন এমত বোধ হয় না।

হর। মা মহাশয়, ঘটক আমাকে বিশেষ করে বলেচে, ভোলানাথ বাবু কেবল আমার অনুরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন।

পণ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্ত্তব্য।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচি—সকলেই একজোট।

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। আপনার একখানি চিটি এসেচে।

[লিপি প্রদান করিয়া শ্রীনাথের প্রস্থান।

হর। আমার কে চিটি পাঠালে—

লিপি পাঠ

প্রণাম নিবেদনমেতৎ।

আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। চোরেরা কানপুরে তারাসুন্দরীকে বার-বিলাসিনীপল্লীতে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, তথায় সেই সময় একজন ক্ষাত্রিয় মহাজন বাস করেন, তিনি তারার কোমল বয়স এবং সুন্দরতা দেখিয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া তারাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সম্বংশজাত পাত্রে তারার পরিণয় হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা, উভয়কে প্রাপ্ত হইবেন। ইতি।

অনুগত জনস্য।

চারি দিক্ থেকে আমায় পাগল কল্যে—কোন্ ব্যাটা পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের জন্য হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে এক চিটি পাঠিয়েছে—আমি আর ভুলি নে—সে-বারে দিল্লীতে তারা আছে একজন সন্ধান দিলে তার পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠিয়ে জান্‌লেম সকলি মিথ্যা। কি ষড়্‌যন্ত্র হচ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। চিটিখান লুকিয়ে রাখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। অনাথবন্ধুর মন্দির

যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ

যজ্ঞে। তুমি অকারণে আমাকে এখানে রাখ্‌তেছ—আমি আর তোমার কথা শুন্‌বো না।

যোগ। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি। তুমি যদি অরবিন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দিতে পার তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন।

যজ্ঞে। আমি জান্‌লে ত বল্‌বো।

যোগ। আমি তোমায় বলে দেব।

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে বলায় ফল কি? আর তুমি যদি জানই নিজে কেন পারিতোষিক লও না? যে কাজে তুমি আপনি যেতে সাহসিক নও, সে কাজে আমাকে পাঠিয়ে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত কর?

যোগ। আমার টাকায় প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি, আর বিশ্বাধারের মানসিক পূজায় পরমানন্দ অনুভব করি। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই—

"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী
শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা
মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং
জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে
কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

আমি ভয় হেতু আপনি যেতে অস্বীকার হচ্চি না—আমার না যাওয়ার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যজ্ঞে। আমিও ত ব্রহ্মচারী।

যোগ। তুমি ব্রহ্মচারী বটে, কিন্তু তুমি নিজ্জর্ন স্থানে থাকিতে চেষ্টা কচ্চো,সুতরাং তোমার টাকার আবশ্যক।

যজ্ঞে। তুমি যে বলেছিলে একটি নিজ্জর্ন স্থান বলে দেবে, দিলে না?

যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা বলি এখন তাই কর, তার পর তোমাকে গোপন স্থান বলে দেব।

যজ্ঞে। গোপন স্থানের কথা আগে বলে দাও, তার পর তোমার কথা শুন্‌বো। কোথায় সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাক্‌তে হবে, সব বলো তার পর তোমার কার্য্যসিদ্ধি করে দিয়ে আমি সেখানে যাব—এ দেশ থেকে যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল।

যোগ। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের এক ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি নামে একটি পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায় সন্ন্যাসীদিগের বাসের যোগ্য অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে, তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা দূরে থাক্, যমে জান্‌তে পার্‌বে না।

যজ্ঞে। যদি বাঘে খেয়ে ফেলে।

যোগ। সেখানে বাঘ ভালুকের বিশেষ ভয় নাই- সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে থাক্‌বে।

যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে?

যোগ। কিছু না—চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল।

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ী কত দূর?

যোগ। প্রায় দশ ক্রোশ।

যজ্ঞে। বেশ কথা আমি সেখানেই যাব—এখন বলো তোমার কি কত্তে হবে।

যোগ। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাও, তাঁকে বিশেষ করে বলো, তাঁর অরবিন্দ ত্বরায় আস্‌বেন, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করুন—আমার নাম করো না।

যজ্ঞে। যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে জান্‌লে?

যোগ। তুমি বল্‌বে প্রয়াগে তোমার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল আর তোমাকে বলেছেন ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন।

যজ্ঞে। যদি জিজ্ঞাসা করে কিরূপ চেহারা?

যোগ। বল্‌বে তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, যোড়া ভুরু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাসিকা, মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ, বিশাল ললাট।

যজ্ঞে। এ বল্যে বিশ্বাস কর্‌বে কেন? ওরূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে, তোমার যদি অল্প বয়সে দাড়ি না পাক্‌তো তোমাকে অরবিন্দ বলে গ্রহণ করা যায়।

যোগ। তুমি বল্‌বে অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

যজ্ঞে। যদি বলে কোথায় আছে?

যোগ। বলো আপাততঃ জানি নে, ত্বরায় বল্‌বো।

বঘুয়ার প্রবেশ

রঘু। এ গোঁসাই বাহারকু[1] যিবাউ[2] মাই কিনিয়া মানে[3] এ ঠাবে[4] আসিছন্তি; সেমানে[5] চাণ্ডে[6] শিবমুণ্ডে পানী দেই যিবে, তাঁরিউত্তারু[7] আপনোমানে নেউটি[8] আসিব।

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকায় দোষ কি?

বঘু। দোষ থিলে[9] কৌড় ন থিলে কৌড়? মতে[10] কহিছন্তি[11] কি সেঠি[12] যেপরি[13] গুটে পুরুষপো ন রহিবে, আপনোমানে গোঁসাই কি ব্রহ্মচারী কি পুরুষ পুরা[14]? গোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ ঝিটিপিটি,[15] মরদ পিপ্‌পুড়িটা[16] কাড়ি[17] দেবি[18]।

যোগ। এ ধন[19]! এপরি কাহিঁ কি[20] কহুচু[21]। যোগী মানে মাইপোমানাঙ্কু[22] জননী পরি দেখন্তি,[23] সেমানঙ্ক পাখেরে[24] কেউ নিসি[25] লাজ নাহি।

রঘু। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, আপনো পুরুস্তমরে[26] থিলে,[27] আম্ভর[28]

নাট্যকারপ্রদত্ত টীকা:—

[1] বাহিরে। [2] যাউন। [3] স্ত্রীলোকেরা। [4] এখানে। [5] তাহারা। [6] শীঘ্র।
[7] তার পরে। [8] ফিরিয়া। [9] থাকিলে। [10] আমাকে। [11] বলিয়াছে। [12] সেখানে।
[13] যেন। [14] পুরুষ তো। [15] টিকটিকি। [16] পিপীলিকা। [17] বাহির করিয়া।
[18] দিব। [19] ও বাছা। [20] কি জন্য। [21] বল্‌ছো। [22] স্ত্রীলোকদিগের।
[23] দেখেন। [24] নিকটে। [25] কোন। [26] পুরুষোত্তমে। [27] ছিলেন। [28] আমার।

গুটে[29] কথা শুনিবাকু[30] হেউ—আম্ভর বাহা[31] কেতো দিন হেবো কহিবাকু অবধান[32] হেউ, মু আপনোঙ্কর চরণতলকু[33] পড়ুচি[34]। (যোগজীবনের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।) মোর কেহি নাহি, মু[35] বাটে বাটে[36] বুলুচি[37]।

যজ্ঞে। বাহবা, তোমার কথায় খুব নরম হয়েচে।

রঘু। সে মোর বাপো, সে যেবে কহি দেবে মতে[38] গুটে টকি[39] মিলিব[40]।

যোগ। তু দ্বিকুড়ি টঙ্কা ঘেনি[41] ঘরকু[42] যা বড়চোনার অচ্যুতা গৌড়[43] তা[44] সুন্দরী ঝিও তোতে[45] বাহা[46] দেব, মু এই জানে।

রঘু। মহাপ্রভু মু আজ নিশ্চে[47] জানিলি। মাইপো মানে[48] আইলেনি[49]।

ক্ষীরোদবাসিনী, শারদা, লীলাবতী এবং দাসীদ্বয়ের প্রবেশ

ক্ষীরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথিনীবন্ধু, তোমার মাথায় আমি শীতল জল ঢালিতেছি, আমার প্রাণবল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, আমি ঘৃতকুম্ভ, সোনার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজো দেব। হে অনাথিনীবন্ধু, অনাথিনীর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হয়েছে, আর প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হলো। পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেই আমি এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মন্দিরে প্রাণত্যাগ করবো, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে আসবেন না, পুষ্যিপুত্র না নিতে নিতে আমার প্রাণপতিকে আমায় দাও, আমি অতি কাতরস্বরে তোমায় বলচি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর। যে স্বামীর মুখ এক দণ্ড না দেখলে চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আমি আজ দ্বাদশ বৎসর দেখি নি, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে তা আমার প্রাণই জানে আর তুমি অন্তর্যামী তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, আমাকে আর ক্লেশ দিও না, একবার অভাগিনীর প্রতি কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার জীবনকান্ত বাড়ী আসবেন। সাত দোহাই তোমার, অবলার প্রতি সদয় হও।

লীলা। (ব্রহ্মচারিদ্বয়ের প্রতি) হ্যাগা আপনারা তো অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, আমার দাদারে কোথাও দেখেছেন? আমার দাদা দ্বাদশ বৎসর অতীত হলো বিবাগী হয়েচেন। হ্যাগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নি? ওগো আমার দাদার বিরহে আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্চে, আমাদের বউ জীবন্মৃত্যু হয়ে রয়েচেন, আমার বাবা নিরাশ্বাস হয়ে পুষ্যিপুত্র নিচ্চেন। আপনারা যদি দাদার সংবাদ বলে দিতে পারেন বাবা আপনাদের হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলায় মুক্তার হার দান করবেন।

যজ্ঞে। না মা আমরা তাঁকে কোথাও দেখি নি, কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি ত্বরায় বাড়ীতে ফিরে আসুন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্যিপুত্র নিতে এত ব্যস্ত হয়েচেন কেন? আর কিছু কাল অপেক্ষা করে পুষ্যিপুত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

লীলা। আপনারা যদি বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন তবে তিনি পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে পারেন, তিনি আমাদের কথা শোনেন না, বলেন অপেক্ষা কত্তে কত্তে আমার প্রাণ বার হয়ে যাবে, তার পর পুষ্যিপুত্রও লওয়া হবে না পুর্ব্বপুরুষের নামও থাকবে না।

যজ্ঞে। আচ্ছা মা আমরা তোমাদের বাড়ী যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করবো।

লীলা। আহা জগদীশ্বর নাকি তা করবেন।

শার। ওগো পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটি প্রাণ রক্ষা হয়—

লীলা। সই চলো আমরা যাই।

[যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগ। তুমি যদি কৌশল করে এক মাস রাখতে পার, নিশ্চয় তুমি পারিতোষিকটি পাবে। তোমাকে আমি একটি দিন স্থির করে বলবো, সেই দিন তুমি আসবের দিন বলবে, এত দিন রয়েচেন আর এক মাস থাকতে পারেন না?

[29] একটি। [30] শুনুন। [31] বিবাহ। [32] বলিতে আজ্ঞা হউক। [33] পদতলে। [34] পড়িতেছি। [35] আমি। [36] পথে পথে। [37] ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি। [38] আমার। [39] বালিকা। [40] মিলিবে। [41] লইয়া। [42] ঘরেতে। [43] অচ্যুত ঘোষ (গোপ)। [44] তার। [45] তোকে। [46] বিবাহ। [47] নিশ্চয়। [48] মেয়েরা। [49] এলেন।

যজ্ঞে। না এলে আমি তো পারিতোষিক পাব না।

যোগ। আস্‌বেই আস্‌বে, না আসে আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

[যোগজীবনের প্রস্থান।

যজ্ঞে। পাপের ভোগ কত ভুগ্‌তে হবে—থাকি আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই হবে—যৎ পলায়ন্তি স জীবতি—বেটা আমাকে ফাঁকি দিচ্চে, কি আমাকে ধরে দেবে তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ

ক্ষীরো। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণকান্ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণপতি অবশ্য ফিরে আস্‌বেন, আমাকে রাজ্যেশ্বরী কর্‌বেন; আমি কখন নিরাশ হবো না, আমি আশার জোরে জীবিতনাথকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো, আমি প্রাণ থাক্‌তে বিধবা হবো না (দীর্ঘ নিশ্বাস)—আমার স্বামী বিদেশে চাকরি কত্তে গিয়েছেন ভাব্‌বো, তিনি নাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) ও মা আমি মলেও বিশ্বাস কত্তে পার্‌বো না, তিনি নাই আমায় যে বল্‌বে, পায় ধরে তার মুখ বন্ধ কর্‌বো। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপবেশন) বুক ফেটে গেল, প্রাণ বার হলো, আমার প্রাণ প্রাণনাথের উদ্দেশে চল্লো—আহা মা যখন বিয়ে দেন তখন কি তিনি জান্‌তেন তাঁর ক্ষীরোদ এমন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে—যেমন বিয়ে দিতে হয় তেমনি বিয়ে মা তো দিছলেন—কি মনের মত স্বামী! আমার প্রাণপতির মত কারো পতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে সইলো না—সইলো না কেন বলচি, অবশ্য সইবে, আমার প্রাণপতিকে আমি অবশ্য ফিরে পাব। প্রাণনাথ কোথায় তুমি! দাসীকে আর ক্লেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হৃদয়-আসনে উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেচি—(বক্ষে দুই হস্ত দান) প্রাণেশ্বর আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, আমার শরীর স্পন্দহীন হয়েছে, কেবল আশালতা বেঁধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াচি। আমি আজ বার বৎসর চুলে চিরুনি দিই নি, পায়ে আলতা দিই নি, গায় গন্ধতেল মাখি নি, ভাল কাপড় পরি নি; গয়না সব বাক্সয় ছাতা ধরে যাচ্চে—আমার বেশভূষার মধ্যে কেবল দিনান্তে সিঁতেয় সিঁদুর দেওয়া—জন্ম জন্ম দেব—আমি পতিব্রতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিচি—কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ তোমার খড়ম যোড়াটি বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে খড়ম ধারণ) প্রাণকান্ত, তোমার খড়ম বক্ষে দিলে আমার বক্ষ শীতল হয়, যখন যে পায় সেই খড়ম শোভা কর্‌তো সেই পা বক্ষে ধারণ কর্‌বো তখন ইন্দ্রের শচী অপেক্ষাও সুখী হবো। আমার পবিত্র বক্ষ—পরিশুদ্ধ, বিমল, সতীত্ব-মণ্ডিত—তোমার পা রাখার অযোগ্য নয়—

পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলোমী-বড়াই
সুরভি সতীত্ব-শ্বেত-শতদল ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অঞ্চলে,
মলিন-বসন পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন,
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ, গোঁয়ার,
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান,—
পরমেশ পিতা দত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সুজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।
রেখেছি যতনে নিধি হৃদয় ভাণ্ডারে,
এস নাথ দেখাইব হাঁসিয়ে তোমারে।

লীলাবতী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

লীলা। হ্যাঁ বউ একাটি ঘরে বসে কাঁদ্‌চো।

ক্ষীরো। দিদি কাঁদবের জন্যে যে আমি জন্মিচি—আমি যে চিরদুঃখিনী আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েচে—আমি যে এক দিনে সব অন্ধকার দেক্‌চি, আমি যে সোনার থালে খুদের জাউ খাচ্চি, আমি যে বারাণসীর শাড়ীর আঁচলে সজনের ফুল কুড়ুয়ে আন্‌চি, আমি যে অমৃতসাগরে পিপাসায় মর্‌চি--।

লীলা। বউ তুমি কেঁদো না, পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূলে পাথারে ভাসাবেন না—তুমি চুপ কর, দাদা ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে—

ক্ষীরো। আহা! লীলার কথাগুলি যেন দৈববাণী—আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, তোমার দাদা বাড়ী আস্‌বেন, সকল দিক্‌ বজায় কর্‌বেন—

শার। বউ তুমি নিরাশ্বাস হয়ো না বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, দাদা আর বিদেশে থাক্‌বেন না, ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন--কত লোক ঐরূপ বিবাগী হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে সংসারধর্ম্ম কচ্চে—আমার মামা-শাশুড়ী গল্প করেচেন, তাঁর বাপের বাড়ী একজনের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল, তার বিয়ে না হতে সে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, বার বৎসরের পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, তের বৎসরের পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল; কিন্তু ছোট ভেয়ের বিবাহ হয়েছে দেখে বাড়ী রইলো না—তার বনু তাকে চিন্তে পেরেছিল।

ক্ষীরো। শারদা, সে দিন অনাথবন্ধুর মন্দিরে দুজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তার মধ্যে যিনি ছোট, যিনি একটিও কথা কইলেন না, তিনি ঠিক তোমার দাদার মত, আমি বার বৎসর দেখি নি, তবু আমি ঠিক বল্‌তে পারি সেই নাক সেই চক্‌। তাঁরা সেই মন্দিরে অনেক দিন রয়েচেন।

লীলা। আমি বেশ নিরীক্ষণ করে দেখিচি, ঠিক আমার বাবার মত নাক চক্‌।

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাড়ি হবে কেন? একেবারে আঁচড়ানো শোনের মত ধপ ধপ কচ্চে—

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সন্দ কচ্চি—যদি পাকা দাড়ি না হতো, তা হলে কি আমি তাঁকে ছেড়ে দিতুম।

লীলা। আমার এখন বোধ হচ্চে দাড়ি কৃত্রিম--তিনিই আমার দাদা হবেন, বোধ করি ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা আজো তাঁর আশা করি কি না--আহা প্রাণ থাক্‌তে কি তাঁর আশা আমরা ছাড়্‌তে পার্‌বো--বাবাকে বল্‌বো?

ক্ষীরো। না লীলা তা বলিস্‌ নে--শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায় জ্বর আসে আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যদি তাঁর দাড়ি মিছে কোন রকমে জান্‌তে পার তা হলে আমি এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

লীলা। রঘুয়াকে দিয়ে সন্ধান নিচ্চি, তাঁর আসল দাড়ি কি নকল দাড়ি তার পর মামাকে বলে তাকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো।

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয় আমি ত পাগল হইচি আমার আর চলাচলি কি?

লীলা। বউ তুমি ভেবো না, আমার মনে ঠিক নিচ্চে তিনি আমার দাদা, তা নইলে বাবার মত অবিকল নাক চক হবে কেন? আমি গোপনে গোপনে আগে জানি।

ক্ষীরো। আমার নাম করো না।

শার। তোমার নাম করবো কেন, আমরা মন্দিরে দেখিছি, আমরাই সব বল্‌চি।

ক্ষীরো। তিনি যদি আমার প্রাণকান্ত হন তা হলে আমরা চেষ্টা করি আর না করি তিনি ত্বরায় বাড়ী আসবেন বাড়ী আস্‌বের জন্যেই এখানে এসেচেন। আহা!! এমন দিন কি হবে আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখ্‌তে পাব আমার বাজ্জিপাট বজায় থাক্‌বে--আহা তিনি বাড়ী এলে কি অমন পোড়াকপালে বিয়ে হতে দেব, তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধম্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন?

শার। নদেরচাঁদ কল্‌কাতায় বাবুয়ানা কত্তে গিচ্‌লেন কোন বাবু তাঁকে এমনি চাবুকে দেছে, বক্ত ফুটে বেরুয়েচে, যেন অসুর থামাটি এঁটে রয়েচে--মাসাস ঠাকুরুণ নিম-পাতার জলে ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে গাল দেন—বাবু বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বে। বলেন তোর তো আর ঘরের মাগ নয়, গিয়েচিই বা।

ক্ষীরো। পোড়া কপাল, যার তিন কুলে কেউ নাই সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক—দেশে আর ছেলে মিল্লো না, নদের-চাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কল্লেন।

শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই তোমার কাছে আমায় সকল কথা বল্‌তে হয়, সই প্রতিজ্ঞা করেচেন ললিতমোহনকে বিয়ে কর্‌বেন, ললিতের সঙ্গে বিয়ে হয় ভালই, নইলে উনি আত্মহত্যা কর্‌বেন, স্বয়ং কামদেব এলেও বিয়ে কর্‌বেন না—

ক্ষীরো। ও মা সে কি কথা, এমন আজগবি প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনি নি—ললিতকে ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, ললিতের বিদ্যার গৌরবে তিনি তাকে আমার প্রাণেশ্বর অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তিনি তাকে পুষ্যিপুত্র করবেন, তাকে তাঁর সমুদায় বিষয় দেবেন—আর সেই বা লীলাকে বিয়ে কর্‌বে কেন? তার অতুল ঐশ্বর্য্য, জমিদারি, এত বড় বাড়ী আগে, না লীলাবতী আগে? তাতে আবার ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর বিষয়শুদ্ধ পরমাসুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন—

লীলা। তার মাথায় চুল নাই।

ক্ষীরো। আহা দিদি চারটি চুলের জন্যে কি বড় মানুষের মেয়ের বিয়ে বন্দ থাক্‌বে?

শার। বউ তুমি এক বার কর্ত্তা মহাশয়কে ডেকে অনুরোধ কর—সয়ের মনের কথা সব তাঁকে খুলে বলো—

লীলা। আমি রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। আমি এক বার ছেড়ে দশ বার অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে না, তেমন কর্ত্তা নন, যা ধর্‌বেন তাই কর্‌বেন। পণ্ডিত মহাশয়, মামাশ্বশুর কত বলেচেন, ললিতকে পুষ্যিপুত্র না করে, লীলার সঙ্গে বিয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ করুক, তা তিনি বলেন, তা হলে আমার পূর্ব্বপুরুষের নাম লোপ হযে যায়।

শার। তোমার কাজ তুমি করো এক বার বলে দেখ আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

ক্ষীরো। ললিত যদি না রাজি হয়।

শার। ললিত সইকে যে ভাল বাসে অবশ্যই রাজি হবে।

ক্ষীরো। ললিত কাকে না ভাল বাসে, তার স্বভাবই ভাল বাসা, তা বলে যে সে এত ঐশ্বর্য্য আর চৌধুরীদের মেয়ে ছেড়ে লীলাকে বিয়ে কর্‌বে তা বোধ হয় না।

শার। ললিত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বলেচে আর কারোকে পুষ্যিপুত্র নিয়ে তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চরিতার্থ হয়।

ক্ষীরো। ললিত বড় কুলীন নয় বলে তিনি যে আপত্তি করেচেন।

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না, তুমি চলো একবার বলে দেখ, তিনি লীলার মুখ চেয়ে রাজি হলে হতে পারেন।

ক্ষীরো। চলো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখ

রঘুয়ার প্রবেশ

রঘু। (গীত) "মতে[১] ছাড়ি দে বাট,[২] মোহন!
ছাড়ি দেলে জিবি[৩] মথুরা হাট,
মোহন! রাধামোহন!
মাতাঙ্ক[৪] শপথ পিতাঙ্ক রাণ,[৫]
নেউটানি[৬] দেবি পীরিতি দান, মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকহ্নাই,[৭] তু
মোর ভনজা,[৮] মু তোর মাই,[৯] মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর,
আম্বিল[১০] হেউঁচি[১১] গোরস মোর, মোহন!

মতে কহিলে সানো[১২] গোঁসাই মিচ্ছ[১৩] গোঁসাই, মিচ্ছ দাড়ি করি গোঁসাই সাজুয়ছি—যে পুরুস্তমেরে থিলে সে ত বয়স্‌রে[১৪] সানো, জ্ঞানরে[১৫] বড়ো; আউটা[১৬] বয়সরে বড়ো, জ্ঞানরে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়স্‌রে কেবে হেই পারে?—সড়া কিপরি[১৭] গোঁসাই সাজুচি মু দেখিবি।

নাট্যকার-প্রদত্ত টীকা:—

[১] আমায়। [২] পথ। [৩] যাইব। [৪] মায়ের। [৫] পিতার দিব্বি। [৬] ফিরিয়া আসিয়া। [৭] নন্দকানাই। [৮] ভাগিনা। [৯] মামী। [১০] অম্বল। [১১] হইয়া যাইতেছে। [১২] ছোট। [১৩] মিথ্যা। [১৪] বয়সে। [১৫] জ্ঞানেতে। [১৬] অনাটি। [১৭] কিরূপে।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ

যজ্ঞে। ও বাপু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আছেন?—কথা কও না যে, একদৃষ্টে দেখ্‌চো কি বাপু, আমি ব্রহ্মচারী—দ্বারীকে বলো আমায় বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়।

রঘু। দারী[১৮] তোর মাইপো[১৯] সড়া মিচ্ছ গোঁসাই, ভন্ড, চোর, খন্ট[২০] গোটায়[২১] মুখো[২২] মারি সড়ার নাক চেপ্পা[২৩] কবি দেবি—মতে গালি দেলু কাঁই কি?

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আমি গাল দিই নাই—তুমি একজন দ্বারীকে ডেকে দাও।

রঘু। দারী তোব ভৌঁড়ি[২৪] সড়া ভন্ড, অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভেস[২৫] করি দারীপাঁই[২৬] বুলুছু[২৭], ভল্লোকংক[২৮] ঘবে তোতে দারী মিলিব? লম্পট বেধিপ[২৯] পাখ্‌খরা[৩০] তু মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দাবী মু উপাড়ি পক্কাইবি[৩১]। (সজোরে যজ্ঞেশ্বরেব দাড়ি উৎপাটন।)

যজ্ঞে। বাবা রে, মলুম রে, সর্ব্বনাশ হলো রে, চিনে ফেলেছে রে।

রঘু। তোর সব দাড়ি মু কাডি[৩২] দেবি! (দাড়ি ধরিয়া সজোরে টানন।)

যজ্ঞে। ও বাপু তোব পায পড়ি আমারে ছেড়ে দে, আমার মিছে দাড়ি নয় তা হলে রক্ত পড়্‌বে কেন?

রঘু। কেবে[৩৩] ছাড়ি দেবি না—রক্ত পড়লা তো কোঁড় হলা তু মিচ্ছ গোঁসাই পরা[৩৪]।

যজ্ঞে। তুমি জান্‌লে কেমন করে?

রঘু। মতে[৩৫] কহিছন্তি[৩৬]।

যজ্ঞে। এত দিনের পর মৃত্যু হলো—ও বাপু তুমি কারোরে বলো না, তোমারে আমি একটি মোহর দিচ্চি। (মোহর দান।)

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। কি রে কি রে মারামারি কচ্চিস কেন?

[রঘুয়ার বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি মন্দ লোক নই, ঐ ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া খামকা আমার দাড়িগুনো টেনে ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীনা। একাকিংকনী করে দিয়েছে যে।

যজ্ঞে। মহাশয় আমাব নিষ্পাপ শরীর, আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পুত্রের সন্ধান বলতে এসিচি।

শ্রীনা। কি সন্ধান?

যজ্ঞে। তাঁব পুত্র জীবিত আছেন, আগামী পূর্ণিমাব দিন বাড়ীতে আসবেন, আমি আব কোন সন্ধান বলতে পাববো না, কিন্তু আমার কথায় নির্ভর করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্ত্তে হবে।

শ্রীনা। আপনি আমাব সঙ্গে আসুন।

[উভয়েব প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুব।—লীলাবতীর পড়িবার ঘর

ললিতমোহনের প্রবেশ

ললি। আমাব মন এত ব্যাকুল হলো কেন? বোধ হচ্চে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিবাৎ জগৎ সংসাব লয প্রাপ্ত হবে। আমাব সকলি তিক্ত অনুভব হচ্চে, আমি যেন তিক্ত-সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না; অধ্যযন কর্ত্তে এত ভাল বাসি, অধ্যযনে নিযুক্ত হলে আমার মন আনন্দে পবিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে—উত্তমতায পরিপূর্ণ বিশ্বসংসার কি সুখ-শূন্য হলো, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতা-বিহীন হলেম? বিশ্বসংসার অপরিবর্ত্তনীয—তবে আমি এমন দেখ্‌ছি কেন? নীলবর্ণের চশ্‌মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত কি পিঙ্গল, কি নীল কি পীত, সকলি নীল দৃষ্ট হয পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আমাব ব্যতিক্রম ঘটেচে আমার মন বিষাদে পবিপূর্ণ হয়েছে, তাই আমি বিষাদময দৃষ্টি কচ্চি বিষাদেব জন্ম হলো কেমন করে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি কিন্তু মুখ দিয়ে বলতে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই। লীলাবতী—নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে?—লীলাবতী যখন অধ্যযন করে তাব সুন্দর

---

[১৮] বেশ্যা। [১৯] স্ত্রী। [২০] ডাকাত। [২১] একটি। [২২] কিল। [২৩] চ্যাপ্টা। [২৪] ভগিনী। [২৫] সাজ। [২৬] জন্য। [২৭] ঘুরে বেড়াইতেছে। [২৮] ভাল লোকের। [২৯] জারজ। [৩০] বজ্জাত। [৩১] ফেলাইব। [৩২] উঠাইয়া। [৩৩] কখন। [৩৪] গোসাই বটে ত। [৩৫] আমায়। [৩৬] বলিয়াছে।

অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে—এই কি আমার বিষাদের কারণ? লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, যাকে এত ভাল বাসি সে অমন অপদার্থ নরাধমের কবকবলিত হচ্চে—এই কি বিষাদের কারণ?—সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে কি আমি বিষাদিত হই নে? সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমা সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়? বিষাদের অপনোদন তো হয়ই হয় আরো অপার আনন্দ জন্মে—লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদেরচাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত একটি নবীন সুপুরুষ লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নিশ্চয় বলো, অচেতন হলে যে—হয়, অবশ্য হয়—এই বার মন মনের কথা বলো না, গোপন কল্লে; গোপন করবো কেন? তা হলে সে তো সুখে থাকবে মন ধন্দ পড়েচে, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে যাকে আমি এত ভাল বাসি সে তো ভাল থাকবে। হোক, লীলাবতী অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হোক না, না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমি সম্মতি দান কত্তে অক্ষম—কিসে সে সুখী থাকবে আর কেউ যত্ন করে জানবে না—অপরের কাছে পাছে সে যা ভাল বাসে তা না পায়—আমি তার সুখের জন্যই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বলতে পারি নে। কেউ যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়,
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়,
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মোদিনী জয়ী হরিণনয়নে
বঙ্গ-বিলাসিনী দন্তে বসায় মদনে,
উৎকল অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল,
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জ্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন,
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন।
লীলায় দেখিত যদি তারা এক বার
এক স্থানে বসে হতো রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনঙ্কিত, তোলে নি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন,
ইচ্ছে করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কণ
সুশ্যামল দোল দোল অলককুন্তল,
মুখপদ্মপ্রান্তে যেন নাচে অলিদল-
চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা লীলাবতী-চিবুক চুম্বিত,
মদনদোলের লতা অলকা কুঞ্চিত।
কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে,
হলেম অবনী মাঝে বিলাসিনী বিনে
নতুবা আমার কেন অচলিত মন—
কেবল কবিত যাহা সুখে দরশন,
লীলাবতী নিরমল মনের মাধুরী,
দয়া মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভূরি ভূরি
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন,
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি,
বাবিজ-বদনা-বন-বিহঙ্গের ধ্বনি—
কি করি কোথায় যাই কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই—
(চিন্তা)

ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ। এবং দুই হস্তে ললি[illegible] নয়নাবরণ

ললি। যে চারুহাসিনী কিশোর বয়স কালে,
হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে
বেড়াইত কত সুখে সরোবর তীরে,
হাত ধরাধরি করি, বলিতে বলিতে,
মধুমাখা ছাই-পাঁশ সুমধুর তারে,
"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে—
"ওপারে বে জন্তি গাছ জন্তি বড় ফলে."
বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর,
যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান
বিরহীর কাণ তোষে যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পূজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী ধরিতে হৃদযে
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী:—
সেই সুলোচনা আজ আলোচনা করি
ধরেচেন আঁখি মম দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া)
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেছি নয়ন
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন?

ললি। যে নীল-নলিনী নিভ নয়ন বিশাল—
প্রশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা সনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক
কাদম্বিনী-অঙ্গ-শোভা ইন্দ্রধনু জাত
সুকুমার শান্ত বিভা যেমতি শরতে—
জাগরণে ধ্যান মম ঘুমালে স্বপন,
মরিব মনের সুখে দেখিতে দেখিতে
মলেও দেখিতে পাব দেহান্তর হয়ে
সে আঁখি কি পড়ে ঢাকা ঢাকিলে নয়ন?
যে কর করিয়ে করে ছেলেখেলা কালে
তালি দিয়ে করতলে মুড়িতাম ত্বরা
অঙ্গুলী চম্পকাবলী কোমলতাময়—
বিরাজিত যার শেষে- ঠিক শেষে নয়—
ডোবো ডোবো মনোহর নখরনিকর
সুন্দর সিন্দুর মাজা যেন মতি কাটি—
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্রবলে
অম্বুজ মুঞ্জরী মুটি মনোলোভা শোভা
মোচন করিত তাহা সহাসে কিশোরী,
দেখিত দেখাত শ্বেতাকার করতল—
অলিরাজ ছেড়ে দিল জলজ যেমতি—
বলিতে বলিতে বন বিহঙ্গের বরে
আনন্দ কাতরে আর মিছে ভাবি মুখে
ওগো মা কি হলো মরা মানুষের মত
হয়েছে আমার হ ত নাহ .বক্তাবিন্দ. —,
এমন পাষন্ড আমি এত অচেতন
পারি নে কি অনুভব করিতে সহজে
নিরমল পরশনে সে করনলিনী
নয়ন যুগল মম আবরিত বলে'
যে অঙ্গনা অঙ্গজাত পরিমলবরণ
শৈশব সময় হতে বাড়িতে বাড়িতে
মোদিত করেছে মম নাসিকার দ্বার
পারিজাত গন্ধ যথা পুরন্দর • সা
সৌরভে ধরিতে ভয় লাগে কি সময়?
শৈবাল যতনে যদি বিকচ পংকজে
আবরণ করে রাখে কৃপণ যেমন
গোপন করিয়া রাখে সভয় হৃদয়ে
কাঞ্চন রতন তার—ছোব না দেব না
অথবা যেমন সন্দেহ সন্তপ্ত পতি
চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হৃদি কমলিনী—
পরিমলে বলে দেয় তখনি অমনি
'এই যে রয়েছে ফুটে ফুলকুলেশ্বরী'।

লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েছ ক দিন,
বিরস রসনা, হাসামুখ হাসিহীন।
কি ভাবনা মাথা খাও, বল না আমায়,
কি হয়েছে সত্য বলো, পড়ি তব পায়—

ললি। কেমন কেমন মন বিনোদবিহীন
বাসনা বিদেশে যাই হয়ে উদাসীন।
ভাবনা আতপ তাপে হৃদি সরোবর
দিন দিন রসহীন ক্ষীণ কলেবর
শুখাইল কুবলয় প্রণয় সরল
শুখাইল অধ্যয়ন বিকচ কমল
দেশ অনুরাগ কুন্দ পুড়ে হলো খাক
মরে গেল দীন-দান সুসুনীর শাক,
পুড়িয়াছে পরিণয় পুন্ডরীক কলি
উড়িয়াছে যত আশা মরালমন্ডলী।
কি করি কোথায় যাই কারে বলি মন,
হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।
দুরিতে অভাব মোর কুবের ভিকারী
কি হবে আমার তবে ছার জমিদারী?
সার কথা লীলাবতী -কি মধুর নাম,
বিরাজিত যাতে কটি ধনেশের ধাম—
বলি আজ বামাংগনি, কম্পিত হৃদয়ে,
শোন তম্বি, স্নেহময়ি একমন হয়ে—

লীলা। বলিতে বলিতে কেন চাপিলে বচন,
সজল হইল কেন উজ্জ্বল নয়ন?
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার
ধন জন অগণন সকলি তোমার,
ভোলানাথ বাবু তায় করেছেন পণ
তোমায় দেবেন দান দুহিতা রতন
সুন্দরী সুবর্ণমুখী সরোজনয়নী।
বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরণী-
এত সুখে দুঃখী তুমি অতি চমৎকার
অবশ্য নিগূঢ় আছে কারণ ইহার,
সঙ্গিনীরে বলিবার যোগ্য যদি হয়
বিবরণ বলো করি বিনীত বিনয়।

ললি নিরাশ অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান,
সুখের সাগর সব করিয়াছে পান
এবে পড়িয়াছি বিষ বিষাদের হাতে
পড়িয়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে।

লীলা। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন,
কেমনে তাহার দ্বারা হইল নিধন
বিশেষ করিয়ে বলো মম সন্নিধান
সুসার করিব তাতে যায় যাবে প্রাণ—
মাথা খাও কথা কও কেঁদ না-কো আর
দেখিছ কি একদৃষ্টে বদনে আমার।
হেরে নয়নের ভাব অনুভব হয়,
আজকে নূতন যেন হলো পরিচয়।

ললি। দেখ লীলা লীলাখেলা নিখিল জগতে
এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর—
নিতান্ত করেছি পণ পণের সময়
কে কোথায় ভেবে থাকে বিফলের কথা?
পরিণয় সুখাসনে বসিয়ে আনন্দে
মনের উল্লাসে সুখে করিব গ্রহণ
তোমার পবিত্র পাণি—বীণাপাণি পাণি
বিনিন্দিত যার কোমলতা সুগঠনে-
পণ রক্ষা নাহি হয় ত্যজিব জীবন,
অথবা হইব যোগী করিব সম্বল,
বাঘছাল, অক্ষমালা বিভূতি কলাপ,
করঙ্গ, আষাঢ় দন্ড, জটা বিলম্বিত—
সুশীলা লীলার লীলা মুদিত নয়নে
নির্জ্জনে করিব ধ্যান শিখরিশিখরে—
চন্দ্রশেখর যেমতি শিখরিনন্দিনী
আনন্দ বিহ্বলে ভাবে ভূধরচূড়ায়।
ভোলানাথ বাবু বালা সৌন্দর্য্যের কথা
বলিলে যাহার তুমি মম সন্নিধান—
হয়েছে আমার চক্ষে বাঁশের অঙ্গার।
যে দিন হইতে তুমি—শুভ দিন আহা,
জাগরূক আছ হৃদয়ের মাঝে—
পবিত্রবদনী, যোগ ভগিনী রূপিণী,
দেবীরূপে দিলে আলো মদীয় লোচনে;
ভুলিয়াছি কুমুদিনী কুমুদিনী-নাথ,
কমলিনী, সৌদামিনী, শারদ কৌমুদী,
সীমন্তে সিন্দুর-শোভা-উষা-মনোহরা,
পরিমল-আমোদিত-মলয় পবন।
কি আছে সুন্দর এই নশ্বর-ভুবনে
উপমা তোমার সনে নিরুপমা বালা,
দিতে পারি সুসংগত। তোমার বিহনে
স্বর্গ উপসর্গ বোধ, অবনী নিরয়।
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন,
হয়েছি বিদায় আমি এই কতক্ষণ
তোমার মানস জেনে করিব বিধান—
স্বর্গের সোপান কিম্বা বিকট শ্মশান।
লীলা। তাই বুঝি আজ তুমি হয়ে অনুকূল,
ক্ষমা করিয়াছ মম সরমের ভুল?
লজ্জাশীলা সুশীলা সুমতি সুলোচনা
কখন করে না হেন হীন বিবেচনা—
সদাচার পরিহরি লাজ সংহারিয়ে
ধরিবে পুরুষ আঁখি দুই হাত দিয়ে—
আমি আজ লাজ খেয়ে হয়ে অচেতন,
ধরিয়াছি দুই করে তোমার নয়ন,
তুমি কিন্তু দয়া করে ক্ষমিলে আমায়,
বাঁচিলাম আজকের লাঞ্ছনার দায়।
অপর সময় হলে এই আচরণ
আরক্ত করিত তব বিপুল লোচন,
কত উপদেশ দিতে মধুর বচনে,
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে।
করিতে বাসনা যায় জীবনের ভাগী,
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগী।
ললি। স্বামীর নয়ন যদি কৌতুকে কামিনী
আবরিত করে দিয়ে পাণি পঙ্কজিনী,
সরম সংসার তাহে নহে গণনিত,
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত।
আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত
করিতেছিলেম পূজা প্রণয় সহিত,
মন মন্দিরের দেবী জীবাতু আমার,
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য পবিত্র আকার;
তাই তামরসমুখি পবিত্র প্রসূনে
নির্দ্দোষ লীলার দোষ হয়েছিল গুণে।
ভাল ভাল আমি যেন আশার কারণ,
সুসংগত ভাবিলাম তব আচরণ,
কি বলে সুমতি তুমি বিশুদ্ধস্বভাব
জেনে শুনে প্রকাশিলে সরম অভাব?
লীলা। মনে মনে মন যারে অর্পিয়াছে মন
সংসারে সম্বল যাঁর নির্ম্মল চরণ,
রয়েছে সজীব যাঁর জীবনে জীবন,
জীবন সঁপেছে যাঁরে প্রিয় দরশন
যাঁহার গলায় মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েছি প্রণয়মালা পবিত্র অন্তরে
তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র প্রণয়-মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত,
এমন আরাধ্য দেব সংসারের সার
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার?
ললি। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়-
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন।
সার্থক জীবন আজ মানস সফল,
পতিত জ্বলন্তানলে জল সুশীতল,
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নে-কো আর,
তুমি ত আমার প্রিয়ে বলিলে আমার।
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে ভূধরে,
সদা সুখে রবো আমি ভাবিয়ে অন্তরে—
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে,
সে ভালবেসেছে ফিরে নিরমল মনে।

অশুভ ঐশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই.
বাড়ী ছেড়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাই—
লীলা। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন,
বাঁচিব না এক দণ্ড বিনা দরশন.
আমার কেহই নাই—
(ললিতের হস্ত ধরিয়া রোদন)

ললি। কাঁদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি,
আমি যে ভুজঙ্গ তুমি ভুজঙ্গের মণি,
তোমায় ছাড়িয়ে আমি যাইব কোথায়?
রতন ছাড়িয়ে কবে দরিদ্র পালায়?
তবে কি না বিড়ম্বনা বিধির বিধানে.
কৌলীন্য কণ্টক সুখ স্বর্গের সোপানে.
কিছু দিন. কম্বুকণ্ঠি. যাই অন্য স্থানে,
কাটিব কৌলীন্য কাঁটা কৌশল কৃপাণে।
পোষ্যপুত্র লইবার হইয়াছে দিন,
এখন আমার পক্ষে বিধেয় বিপিন,
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্যপুত্র লবে.
আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে·
তার পরে সুসময়ে হবো অধিষ্ঠান.
স্নেহবশে লীলাবতী করিবেন দান—
লীলা। দানের অপেক্ষা নাথ আছে কোথা আর,
বরণ করেছি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত।
ছেড়ে যাও খাব বিষ ত্যজিব জীবন,
এই হলো শেষ দেখা জন্মের মতন।
ললি। বালাই বালাই লীলা সুশীলা সুন্দরী.
নীরজনয়নে নীর নিরখিয়ে মরি—
প্রাণ যায় অনুপায় বিদায় না নিলে.
বিপদে পতিত কান্তা কি হবে কাঁদিলে?
কিছু দিন থাক প্রিয়ে ধৈর্য্য ধরে মনে.
ত্বরায় আসিব আমি তোমার সদনে।
জানিবে না কেহ আমি কোথায় রহিব
তোমার কুশল কিন্তু সতত দেখিব.
বিপদ সূচনা যদি তব কিছু হয়.
তখনি দেখিবে আমি হইব উদয়।
লীলা। বিপদের বাকি নাথ কোথা আছে আর
বেঁচে আছি মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার—
পিতার প্রতিজ্ঞা মোরে দিতে বলিদান,
নিষ্কাশিত করেছেন কুপাত্র কৃপাণ;
যে দিকে তাকাই আমি হেরি শূন্যময়.
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়.
কেবল সহায় তুমি স্বামী সুপণ্ডিত,
ফেলে যাবে একাকিনী এই কি উচিত?

ললি। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই.
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে,
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে থাকিলে ভবনে।
লীলা। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার,
জীবন আমার বই নহে কারো আর,
কাছে থেকে কর কান্ত উপায় সন্ধান,
নয়নের বার হলে বাঁচিবে না প্রাণ—
নেপথ্যে। ললিতমোহন—ললিত—
ললি। এখন নয়ন-তারা বাহিরেতে যাই,
যা তুমি বলিবে আমি করিব তাহাই।
লীলা। বসো বসো প্রাণনাথ হৃদয়মোহন,
বলিব অনেক কথা করিছি মনন—
ললি। কি বলিবে বল প্রিয়ে কাঁদ কি কারণ,
তুমি মম প্রাণকান্তা হৃদয়ের ধন,
না বলে তোমায় আমি যাব না কোথায়,
রহিলাম দিবা নিশি তোমার সহায়—
লীলা। কেন প্রাণ কাঁদে কান্ত কহিব কেমনে,
আপনি ভাবনা আসি আবির্ভাব মনে।—
ললি। অবলা সরলা বালা নাহিক উপায়,
দয়ার পয়োধি দিন দেবেন তোমায়—
নেপথ্যে। ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর বাবু এসেচেন—
ললি। ঈশ্বর চিন্তায় কর ভাবনা সংহার—
আসি লীলা সিদ্ধেশ্বর এসেছে আমার—
[ললিতের প্রস্থান।

লীলা। আহা দুই জনে কি বন্ধুত্ব—ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে পৃথিবীর মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভাল বাসে না—সিদ্ধেশ্বরই কি ললিতকে কম ভাল বাসে. ললিতের জন্যে সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীকে তা অপেক্ষা ভাল বাসে; সিদ্ধেশ্বরের মনের মত স্ত্রী বলে ললিতের যে আনন্দ হয়েছে লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় না—ললিত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে দু দিন থেকে যখন আসে রাজলক্ষ্মী কাঁদ্‌তে লাগলো, ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হয়, বাষ্পবারি নয়ন আচ্ছাদিত করে—আবার ললিত হাস্‌তে হাস্‌তে বলে "আমি যাকে দেখে দিয়েচি সে কি কখন মন্দ হয়"। আমাকেও সিদ্ধেশ্বর খুব ভাল বাসে—আমি কি ললিতের স্ত্রী? (দীর্ঘ নিশ্বাস)
[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা

হরবিলাস এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

হর। কোথায় গেছেন তা বল্‌ব কেমন করে?

পণ্ড। সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌লেন না?

হর। সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাতে বলে গিয়েছিল আগরায় থাক্‌বে, সেখানকার আদালতে ওকালতি কর্‌বে, তা আগরা হতে লোক ফিরে এসে বল্লে, ললিত সেখানে যায় নাই।

পণ্ড। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌বেন?

হর। অস্থিত পঙ্কে পড়িছি, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে—ললিত আমায় পরিত্যাগ করে যাবে আমি স্বপ্নেও জানি নে, ললিতকে আমি পুত্র অপেক্ষা ভাল বাসি, ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিছি,—গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠ্‌য়ে দিইচি, এ'টোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক হুঁকায় তামাক খায় দেখেও দেখি নে—ললিতকে যদি আমি পোষ্যপুত্র কত্তে পাবি আমার অরবিন্দের শোক নিবারণ হয়।

পণ্ড। আপনাকেও ললিত প্রগাঢ় ভক্তি করে, তাহার মতের বিরুদ্ধ কাজ হলেও আপনি যাহা বলেচেন, ললিত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে।

হর। ললিতের ভক্তির পরিসীমা নাই—

পণ্ড। ললিত আপনাকে কোন দিন গোপনে কিছু বলেছিল?

হর। এমন কি, কিছুই না—এক দিন আমাকে নির্জ্জনে বল্লেন—"নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না" আর বল্লেন—"লীলাবতীর যদি নদেরচাঁদের সহিত বিবাহ হয় তা হলে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো"—আমি স্নেহবশতঃ বল্‌চে বলে সে কথার বিশেষ উত্তর দিলাম না, কেবল বল্লেম আমি যখন কথা দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ দিতে হবে।

পণ্ড। ললিত বোধ করি মনন করে গিয়েছিল আপনাকে বল্‌বে সে স্বয়ং লীলাবতীকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে, তা লজ্জায় বল্‌তে পারে নি।

হর। আপনি যে দিন থেকে বলেচেন, আমি সে আভাস বিলক্ষণ বুঝতে পাচ্চি, কিন্তু তাহা ঘটবার নয়, আমি অমন শ্রেষ্ঠতম কুলীনকুমার হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পারি নে, বিশেষ কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েছে—ললিতের প্রতি আমার কি এতে কিছু অনাদর হচ্ছে? বিন্দুমাত্র না—ললিতকে পুত্র কত্তে প্রস্তুত, তাতে আবার ভোলানাথ বাবু কন্যা দান কত্তে চেয়েছেন, সে মেয়েও পরমা সুন্দরী, সেও পণ্ডিতের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চে—

পণ্ড। ভোলানাথ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেছেন?

হর। করেছেন ভোলানাথ বাবু এ সম্বন্ধ অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছেন, নদেরচাঁদকে তিনি অতিশয় ভাল বাসেন, নদেবচাঁদের মোকদ্দমায় দু হাজাব টাকা দিযে পাল সাহেবকে এনে দিযেছেন।

পণ্ড। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে?

হর। তাব আর শেষ হবে কি? বড় মানুষের নামে কি কেউ মোকদ্দমা কবে উঠ্‌তে পারে?

পণ্ড। এমন মোকদ্দমা যার নামে তাকে আপনি কন্যাদান কত্তে কি প্রকারে সম্মত হচ্চেন—

হর। বড় মানুষের নামে মোকদ্দমা হবে না ত কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও সকল বড় মানুসের লক্ষণ।

পণ্ড। যদি নদেরচাঁদেব মেয়াদ হয় তা হলেও কি তাকে কন্যা দান করবেন?

হর। কুলীনের ছেলের কখন মেযাদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?

পণ্ড। ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে তার বিচার অগ্রে করিবার আবশ্যকতা নাই—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন?

হর। সেটা ভণ্ড, কি বলে কি হয়, অকারণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে রাখ্‌লে, এই বিলম্বের জন্যেই ললিত হাতছাড়া হলো—শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই। আর এক মাস থাক্‌তে বল্‌চে—আমি বলে দিইচি ভণ্ড ব্যাটাকে আর বাড়ীতে না আস্‌তে দেয়।

পণ্ডি। এক্ষণে কাজে কাজেই নিরস্ত হতে হবে—

হর। কেন?

পণ্ডি। ললিতের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া গেল না, আর আমার বোধ হয় পোষ্যপুত্রের গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

হর। আমি মনস্থ করিছি আব একটি বালককে পোষ্যপুত্র কর্‌বো, ললিতের কোন মতে ইচ্ছা নয় আমার পোষ্যপুত্র হয়।

পণ্ডি। তার পর ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দেবেন?

হর। তা আপনারা জানেন, আমি পোষ্য-পুত্রটি লওযা হলে জন্মের মত আমার জন্ম-স্থান কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌ব, তার পর আপনারা যা খুসি তাই কর্‌বেন—ললিতের সংগে লীলার বিবাহ দিযে কুলক্ষয় করে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন তাই কব্‌বেন—ললিতের অনুরোধে সহস্র অধর্ম্ম কবিচি, না হয আর একটা হবে—

পণ্ডি। বংশজে দুহিতা প্রদান কল্যে অধর্ম্ম ঘটে না।

হর। ঘটে কি না ঘটে তা আমাব জান্‌বের অধিকাব নাই, কাবণ আমি সংসার ত্যাগ করা কল্পনা করিছি।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌চে।

হর। লীলা কেমন আছে রে?

দাসী। তাঁর বড় গার জ্বালা হয়েচে।

[দাসীর প্রস্থান।

পণ্ডি। লীলা কি অসুস্থ হয়েছেন?

হর। গত কল্য সিদ্ধেশ্বরের একখান লিপি পড়্‌তে পড়্‌তে সর্বাদগরমি হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবধি গা গরম হয়ে রয়েছে, আর অতিশয় ক্ষীণ হয়েছেন।

পণ্ডি। আমি একবার দেখে আসি।

হর। আসুন—অপর ছেলে পোষ্যপুত্র নিতে হলে ললিতের সংগে লীলাবতীর বিবাহ ঘট্‌তে পারে এ কথাটা ব্যক্ত কর্‌বেন না, কারণ তা হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আস্‌বে না —ললিত যদি এখন বাড়ী আসে আমি তাকে কোলে করে গলা ধরে কেঁদে পোষ্যপুত্র কত্তে পারি।

পণ্ডি। এই ব্যাপার আশংকা করেই ত ললিত স্থানান্তরিত হয়েছে।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। আহা, এত আশা সব বিফল হলো —ললিতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন উপায় দেখি নে। এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে?—কুলীনের ঘরে এমন কুপাত্র কখন দেখি নি-দেক্‌ ব্যাটাকে জেলে পুবে। কোথায বাড়্‌বো না কমে চল্যেম—যে কাল পড়েছে, আর বাড়া আর কমা—যায় যাবে কুল, আমার লীলা ত পরম সুখী হবে, ললিত ত আমার যে স্নেহেব পাত্র সেই স্নেহের পাত্র থাক্‌বে - তবে ললিতের আশা ছাড়তে হলো—নদেবচাঁদ কুপাত্র বিবেচনা হয লীলাব বিবাহ অন্য সুপাত্রেব সহিত দেওয়া যাবে, ললিত যদি আসে তাকে আমি পোষ্যপুত্র করবো, কখনই ছাড়্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লীলাবতীর শযনঘব।

পর্যাঙ্কোপরি লীলাবতী সুষুপ্তা
দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঘুম এয়েচে, বাঁচ্‌লেম বাতাস দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে।

[দাসীর প্রস্থান।

লীলা। ও মা প্রাণ যায়—আমার প্রাণের গাত্রদাহ হয়েছে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে পারে না?

কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন,
দেখ আসি অন্তামিত লীলার জীবন,
বলেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,
কই নাথ কই এলে বাঁচাইতে প্রাণ?
মবে যাই ক্ষতি নাই এই খেদ মনে,
পতির পবিত্র মুখ এল না নয়নে।
কি দোষ করেচে লীলা, এত বিড়ম্বনা,
প্রাণকান্তে একবার দেখিতে পাব না?
ভুলে কি আছেন পতি হইয়ে নির্দ্দয়?
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয়;
লীলাময় প্রাণ তাঁর স্নেহের ভাণ্ডার,
ভুলে কি থাকেন তিনি ভার্য্যা আপনার?
প্রাণ যায়, ভেবে মরি, মনে কত গায়,
নাথের অশুভ কিছু হয়েছে তথায়—
কারে বলি কে রাখিবে আমার মিনতি,
আপনি যাইব চলে যথা প্রাণপতি—

সজোরে গাত্রোত্থান

ও মা মাতা ঘোরে কেন? মলেম যে, পিপাসা হয়েচে—ও ঝি ঝি হেথা আয় রে—(শয়ন)

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রবেশ

পণ্ডি। লীলাবতী, কেমন আছ?

লীলা। ভাল।

পণ্ডি। (শ্রীনাথের প্রতি) ললিতের কোন সংবাদ এসেছে?

শ্রীনা। না।

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বরবাবু লীলবতীকে কি লিপি লিখেছেন দেখি।

দাসী। বালিশের নীচেয় আছে।

শ্রীনা। আমি দিচ্চি। (লিপিদান)

পণ্ডি। এ চিঠি কাল এসেচে?

শ্রীনা। হ্যাঁ কালই বটে।

পণ্ডি। (লিপি পাঠ)

"প্রিয় ভগিনি লীলাবতি

আপনার পত্রপাঠে জানিলাম ললিতমোহন আপনাকেও কোন লিপি লেখেন নাই। তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার পর কেবল পাটনা হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে প্রকাশ তিনি স্বরায় আগরায় গমন করিবেন এবং আগরায় পৌঁছিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন, সে সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত। বোধ করি তাঁর লিপিগুলিন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাকিবে। আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে ললিতমোহনের অনুসন্ধানে গমন করিবর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনি সংবাদ পাইবেন। ইতি।

হিতৈষী
শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী"

ললিত স্বচ্ছন্দে আছেন, পশ্চিমাঞ্চলস্থ পরম রমণীয় স্থানসমূহ সন্দর্শনে সময় ক্ষেপণ কচ্চেন তাতেই লিপি লিখিতে অবসর পান নাই।

শ্রীনা। আমি ললিতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডি। তার প্রয়োজন কি? সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন গিয়েছেন ললিতকে লয়ে আসবেন।

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা কেমন করে যাই। পুষ্যিপুত্র লওয়া উপলক্ষে বাড়ী শ্মশানের ন্যায় হয়েচে। বধূমাতা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে দিবানিশি রোদন কচ্চেন, লীলা পীড়িত, ললিত পলাতক—এ কালে এমন বোকা মানুষ আছে তা আমি জানতেম না—আজ ব্যায়জে কাল যে বেড়ি খাট্‌বে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়—মেয়ের ছেলেতে ও'র শ্রাদ্ধ হবে না, উনি পুষ্যিএ'ড়ে নিয়ে বংশের নাম রাখ্‌বেন পুষ্যিএ'ড়ে যদি গো-ভাগাড়ে যায়, তখন বংশের নাম রাখ্‌বে কে? বংশের নাম থাক্‌বের হত অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো।

পণ্ডি। শ্রীনাথ বাবু আপনি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর্‌বেন না; মোকদ্দমার কথা শুনে নদেরচাঁদের প্রতি হতাদর হয়েছে কিন্তু পোষ্য-পুত্র লওয়া নিবারণ হবে না, তা ললিতই হউক আর অপর কোন বালকই হউক।

শ্রীনা। ললিত ও'র বাড়ীতে আর প্রাণ থাকতে আস্‌বে না।

পণ্ডি। লীলা নিদ্রিতা হয়েচেন এখানে গোল করা শ্রেয় নয়!

[শ্রীনাথ এবং পণ্ডিত এবং দাসীর প্রস্থান।

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো—(নিদ্রা)

হরবিলাসের প্রবেশ

হর। (স্বগত) আহা! জননী আমার এত মলিন তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন—আমি অতি নিষ্ঠুর নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই—ললিত যা বলে সেই ভাল, শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়—এ কি! প্রলাপ হয়েছে না কি?

লীলা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন?
কি মধুর কথা তাঁর কি সুন্দর স্বর,
শুধু একা আমি নই মোহিত নগর—
জ্ঞান জ্যোতি বিস্ফারিত আকর্ণ লোচন,
সতত সজল শোভা আভার কারণ
না দেখে সে আঁখি প্রাণ পাগলের মত,
হইতাম পাগলিনী ভেবে অবিরত—
কাছে এস প্রাণপতি প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিও না কো আর—
মহীতে মায়ের মায়া রাখিতে সন্তানে,
তাহাতে বঞ্চিত আমি বিধির বিধানে,
অভাগিনী ভাগ্য-দোষে শৈশবে জননী,
ক'র গেছে কাঙ্গালিনী ছাড়িয়ে ধরণী;

সোদর সহায় ছিল অবলা বালার,
ভাগ্যদোষে নাহি তাঁর কোন সমাচার,
পোষ্যপুত্র লন পিতা নিরাশ অন্তরে,
ভুলিব দাদার নাম এত দিন পরে;
জনক পরম গুরু স্নেহভরা মন,
আমার কপালে তিনি বিষ দরশন,
কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র আসিতে;
এমন সময় পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস সহায়—
প্রাণ কাঁদে প্রাণকান্ত কর হে বিহিত—
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত—

হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এল। মার দুই চক্ষু দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়্চে—আমি এমন নরাধম, আমার সর্ব্বস্ব ধন লীলার কোমল মনে এমন ব্যথা দিইছি—আমার প্রাণ এখন ফেটে যায় হলো না—(রোদন) "কৌলীন্য-শ্মশান-কালী"—এক শ বার—বল্লাল সেনের মুখে ছাই—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সাপিণ্ডীকরণ—ললিতকে কোথায় পাই—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।

[প্রস্থান।

লীলা। ঝিকে কখন ডেকেচি একটু জল দেবার জন্যে, এখনো এল না—ও ঝি, ঝি,—তুই কি কাণের মাতা খেইচিস—একটু জল দিয়ে যা—

দাসীর প্রবেশ

দাসী। কর্ত্তা মশাই বাড়ী মাথায় করেচেন।

লীলা। (জলপান করিয়া) কেন?

দাসী। (অঞ্চল দিয়া লীলার মুখের জল মুছাইয়া) তিনি নদেরচাঁদকে গাল দিচ্চেন, ঘটকের হাজার বাপান্ত কর্‌ছেন, আর বল্‌চেন ললিতকে এনে এখনি লীলার সঙ্গে বিয়ে দেব —ও কি—তুমি অমন হলে কেন? তোমার যে চকের জল হঠাৎ উথ্‌লে উঠ্‌ল—

লীলা। (বহু যত্নে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া) ঝি—এ দুঃখের সাগর মন্থন করে কে তোর মুখে অমৃত দিলে? হঠাৎ যে এমন হলো —বউ কিছু বলেছেন?

দাসী। কিছু না।

লীলা। ললিতের কোন খবর এসেছে?

দাসী। না। (পুনর্ব্বার উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া লীলাবতীর শয়ন)

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। ললিত ভাল আছে—

লীলা। কি—কি—কে বল্লে—মামা কেমন করে জান্‌লেন?

শ্রীনা। মা আমার উন্মাদিনী হয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর তারে খবর দিয়েচে, ললিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে এবং ললিত ভাল আছে।

লীলা। বাবা শুনেছেন?

শ্রীনা। না– তিনি কোথায় গেলেন।

লীলা। মামা আমি একটু ব্যাড়াবো?

শ্রীনা। ব্যাড়াও।

লীলা। চল ঝি বয়ের কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—ভোলানাথ চৌধুরীর বৈটকখানা

ভোলানাথ চৌধুরী আসীন

ভোলা। ঘট্‌কীটি জুটেছে ভাল, কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় না—বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে আস্‌তে চাচ্চে—

ভোলা। আসুক—

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আবার ব্রহ্মচারী—এক ব্রহ্মচারীর অনুরোধে - অনুরোধ কেমন করে?—ধমকে জাতঃপাত হইচি—ইনি কি কত্তে আস্‌চেন?

যোগজীবনের প্রবেশ

(স্বগত) ও বাবা দাড়ি দেখ—(প্রকাশে) বসুন বাবাজি।

যোগ। আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন না; আপনি যখন অতি শিশু তখন আমার আগমন ছিল, স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কত্তেন, তিনিই আমাকে এই রজতত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন—আপনার সকল কুশল?

ভোলা। প্রভুর দর্শনে সকল কুশল। আপনার থাকা হয় কোথায়?

যোগ। বহু দিন এ প্রদেশেই অবস্থান ছিল, তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, বামজঙ্ঘা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে দেহ পবিত্র করিছি—

ভোলা। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয় নি?

যোগ। সে প্রদেশে যাওয়ার কল্পনা করিয়াছি, অচিরাৎগমন কর্‌বো।

ভোলা। আমার কাছে কি প্রার্থনা?

যোগ। স্বপ্নবিবরণ বল্‌তে চাই।

ভোলা। বলুন।

যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন — একদা কাশীধামে অযোধ্যানিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থ পর্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবর-বিনিন্দিত-নীলনয়নশোভিতা বিদ্যুল্লতাতুল্যা অহল্যা নাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী—আশু স্বদেশ গমনে উপায়হীনা। এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহ ব্যপদেশে কানপুরে লইয়া যায়। কুললললনা কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল, তদ্দণ্ডে ভয়প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহারি দ্বারা মাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।

ভোলা। আপনি যে বল্লেন পশ্চিমে যান নি।

যোগ। স্বপ্নাবেশে গমন করেছিলাম—তার পর শুনুন—দিবসত্রয় মধ্যে লম্পটশ্রেষ্ঠ লৌহশৃঙ্খল-বন্ধন-দশায় থানাবথানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—কারাগারগমনোন্মুখ। আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে স্বীকার করিলেন আমি যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? অহল্যা, লম্পটের ঐশ্বর্য্য দেখেই হউক বা তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ করিতে সম্মতা—অনেক অর্থ ব্যয়ে সদরআলার বিচারালয়ে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত রক্ষিত করিলাম, যে অহল্যার সম্মতিতে লম্পট তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। মাজিস্ট্রেটের নিকটে লম্পট প্রকাশ করিলেন, তিনি অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ সদরআলার বিচারালয়ে আছে। অহল্যা পরিণয় স্বীকার করায় মাজিস্ট্রেট লম্পটকে নিষ্কৃতি দিলেন। লম্পট যেমন দুরাত্মা তেমনি কৃতঘ্ন, নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাণি গ্রহণে অসম্মত। পুনর্ব্বার লম্পটকে কারা প্রেরণের উপায় স্থির করিলাম। লম্পট সঙ্কটাপন্ন, বিশ্বে-শ্বরকে সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত অহল্যার পরিণেতা হইলেন। তদবধি আমার সহায়তার চিহ্ন স্বরূপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় মদীয় অঙ্গুলিতে বিরাজমান—

ভোলা। আপনি সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ—(যোগজীবনের চরণ ধরিয়া) আপনি আমার জীবনদাতা, আমি আপনার ক্রীতদাস, আমার জীবন রক্ষা করেছেন এখন আমার মান রক্ষা করুন—আমি ক্ষত্রীকন্যা বিবাহ করিছি প্রকাশ কর্‌বেন না, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগ। তুমি সুখে থাক এই আমার বাসনা—আমি কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না।

ভোলা। আমি এখানে ঘোষণা করে দিইচি অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস করেছে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েছে তার সংখ্যা নাই।

যোগ। আমি একবার অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করি।

ভোলা। আপনার কন্যার সহিত আপনি সাক্ষাৎ করবেন, তাতে আপত্তি কি—আপনি বসুন আমি এইখানেই অহল্যাকে আস্‌তে বল্‌চি—

[ভোলানাথের প্রস্থান।

যোগ। আমি অহল্যার ভাবনা ভাব্‌চি নে, ভোলানাথবাবু অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করেছেন অহল্যা পরম সুখে আছে—এখন পোষ্য পুত্র লওয়া ত কোন মতেই রহিত হয় না—ললিত ফিরে এলে ললিত লীলাবতীতে বিবাহ হবে; কিন্তু আর একটি বালক যে পোষ্য পুত্র লবার জন্য স্থির করেছেন, তা রহিত করণের উপায় কি? যজ্ঞেশ্বরকে আর বিশ্বাস হয় না।

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ

ভোলা। আপনারা এই ঘরে থাকুন আমি বারেণ্ডায় বসি গে, কয়েক জন বন্ধুর আস্‌বের কথা আছে।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অহ। বাবা, এত দিনের পর আমায় মনে পড়েচে, আমি ভাবলুম আপনি আমায় একেবারে ভুলে গিয়েছেন- আমার মা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন বলেছিলেন তা দিলেন না?

যোগ। তোমার ত মা নাই, তোমার বাপ ভাই আছে, আমি ত্বরায় তোমাকে তাঁহাদের কাছে লয়ে যাব—আমি তোমাকে যেরূপ যেরূপ কত্তে বলি তুমি সেইরূপ কর।

অহ। আমাকে আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো বাবুও আপনার মতে চলবেন।

যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি—

ভোলানাথের প্রবেশ

ভোলা। অহল্যা বাড়ীর ভিতর যাও—

অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

ভোলা। কাল হবে। কতকগুলি লোক আসচে। বাবাজি আপনি কাল এমনি সময় আসবেন, আপনার যত কথা থাকে কাল হবে।

[এক দিকে অহল্যার, অপর দিকে যোগজীবনের প্রস্থান।

ভোলা। কদিনের পর আজ একটু আমোদ করা যাক। ওরে--

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার চতুষ্টয়ের প্রবেশ

প্রথম ই। কি বাবা নিরুমিষ বসে রয়েচ যে।

ভোলা। একটি নিরমিষখেগো এসেছিলেন তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল।

ভৃত্যের প্রবেশ এবং ডিক্যাণ্টার প্রভৃতি প্রদান

দ্বিতীয় ই। নদেরচাঁদ লেগে যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নদে। আমি ঢের খেইচি, আর খাব না।

শ্রীনা। তুমি যে দিন বলবে আর খাব না সে দিন তিন চারটে আবকারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে—(সকলের মদ্যপান)

তৃতীয় ই। হেমচাঁদকে দেখ্‌চি নে যে?

নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেছে—বয়ের পরামর্শে বয়ে গেছে—সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মিশেচে, মদ ছেড়ে দিয়েচে—একেবারে জাহান্নমে গিয়েছে।

ভোলা। ছেলেমানুষে মদ না খায় সে ভাল—কিন্তু ছোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ ই। আপনি তাকে ত্যাগ করেছেন ত?

তৃতীয় ই। উনি তাকে ত্যজ্য পত্র করেছেন।

ভোলা। দূর গুওটা পাজি সে যে আমার ভাগনে।

শ্রীনা। ও সকল জঘন্য গাল মূর্খের মুখে ভাল শুনায়, চাষার মুখে ভাল শুনায়, বেহারার মুখে ভাল শুনায়।

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাষা হইতে অধম, বেহারা হইতে অধম, সুতরাং মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না—

মদ্যমত্তমুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং

মদের মুখে বাপান্ত অমৃতের অধিক।

শ্রীনা। পেট ভরে খাও অমর হবে।

প্রথম ই। বা ইয়ার বেশ বলেছ -(সকলের মদ্যপান।

ভোলা। ওহে শ্রীনাথবাবু তোমরা আত্মীয় অন্তরঙ্গ, তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ভেঙ্গে দিতে চাও? আমি ভোলানাথ চৌধুরী, আমার ভাগ্নে সাত্য সাত আইবুড়ো থাকবে না, তোমাদের ব্যবহার ত এই হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় অবশ্য জানেন না, তার বাড়িতে কি কাণ্ড না হয়ে গেছে, আমার ছাপা রয়েছে কিছুই নাই।

শ্রীনা। বাবা তুমি যে বিয়ে করে এনেচ কত কি ছাপা থাকবে--

দ্বিতীয় ই। শ্রীনাথ বাবু কেঁচো খুড়তে খুড়তে সাপ তোলেন কেন?

নদে। মামার কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা যখন তখন ঠাট্টা করেন।

শ্রীনা। কানায়ে ভাগনে ক্ষান্ত হও।

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ এক গেলাস মদ দে ত বাবা-(সকলের মদ্যপান)

তৃতীয় ই। বাজে কথা রেখে দাও, একটা গান ধরা যাক--হুঁ হুঁ হুঁ না না না-

শ্রীনা। তানসান চুপ কর মা, এখনি ধোপারা দড়া নিয়ে আসবে হুঁকোর জলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ভোলা। এস, একটু শাস্ত্রালাপ করা যাক—

চতুর্থ ই। উচিত—(এক গেলাস মদ্য লইয়া) এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পয়ো দেখিতেছেন এটি পেয়, যথা—(মদ্যপান)

ভোলা। ও একটি রস কি না—

চতুর্থ ই। অবশ্য।

শ্রীনা। কি রস?

চতুর্থ ই। সোমরস।

ভোলা। রসটা কয় প্রকার?

চতুর্থ ই। রস ষড়্‌বিধ।

শ্রীনা। কি কি?

চতুর্থ ই। সোমরস, আদিরস, নবরস, তামরস, আনারস, আর—(চিন্তা)

নদে। চরস।

চতুর্থ ই। ঠিক বলেচ বাপ—এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে চাও না শ্রীনাথ বাবু।

প্রথম ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, কিন্তু পাঁচটি কি কি তাহা সকলে জানে না।

চতুর্থ ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা—পেত্নীর ভাতার ভূত, মামদো ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভূত, আর দেখ গে—(চিন্তা)

নদে। বেহ্মদত্তি

চতুর্থ ই। এবারে হোল না।

শ্রীনা। আর নদেরচাঁদ;

নদে। আমি কেমন করে?

শ্রীনা। আবাগের বেটা ভূত।

চতুর্থ ই। পাঁচ ভূত মিলেচে।

শ্রীনা। গোটা দুই জেয়াদা দেখ্‌চি।

চতুর্থ ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা—পাঁচ সাত বার।

প্রথম ই। আচ্ছা ভাই, তুমি শিবের ধ্যানের এইটুকু বুঝায়ে দাও দেখি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।"

চতুর্থ ই। এ ত সহজ কথা—"ধ্যায়েন্নিত্যং" কি না "মহেশং"; 'রজতগিরি' কি না "নিভং"; "চারুচন্দ্রাবতংসং—" কিছু শক্ত হচ্চে—"চারুচন্দ্রা" যে কতখানি "বতংসং" তা ভাই টিপ্পনী না দেখে বল্‌তে পারি নে। আমাকে ঠকাতে পার্‌বে না, আমি টোলে পড়িচি।

ভোলা। টোলে পড়া কি ভাল?

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল।

ভোলা। তবে অধ্যয়ন করি—(শয়ন)

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক্—(সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ)

প্রথম ই। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়,
দেখুক যে আঁখি ধরে গেলাস কানায়।
(মদ্যপান)

দ্বিতীয় ই। পাহাড়ে পীরিত তব সীধু বিধুমুখি,
সাগর লঙ্ঘিয়ে কর স্বামিমন সুখী।

তৃতীয় ই। সুধীরা মদিরা বালা অবগুণ্ঠ কাক্,
এস না উজান যেন দোহাই—ওয়াক্।

ভোলা। কল্যে বমি।

তৃতীয় ই। বাবা পিপে খালি কল্লেম, নূতন মাল ভর্ত্তি করি—(মদ্যপান)

চতু, ই। বিলাসিনী দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে,
বারুণী বাহির হলো ত্বরিতে সুজনে।
(মদ্যপান)

শ্রীনা। নীরাকারা সুরা দেবি, নীরবজননী,
বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী,
ভোল ভোল অভাগায় ক্ষতি তাহে নাই,
ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই।
(মদ্যপান)

ভোলা। গদ্য, পদ্য, বাদ্য, মদ্য, মিষ্ট সমতুল
বামা-মুখ-চ্যুত মদে প্রফুল্ল বকুল।
(মদ্যপান)

প্র, ই। একবার প্রফুল্ল হলে হয় না?

ভোলা। না হে তায় আর কাজ নাই, আমি এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচি—

শ্রীনা। নদেরচাঁদ গেলাস হাতে করে ভাব্‌চিস্ কি—ঠাকুর্দ্দের দাও। তোমার মামা মামীর প্রেমে ক্ষীরোদ মন্থন।

নদে। মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্—
মামীর পীরিতে মামা হ্যাকচ্ প্যাকচ্।
(মদ্যপান)

দ্বি, ই। যথার্থই আবাগের বেটা ভূত—তোর মামীর পীরিতের কথা কেমন করে বল্লি?

নদে। যথার্থ কথা বল্‌তে দোষ কি?

ভোলা। যথার্থই হক্ আর অযথার্থই হক্ সম্পর্কবিরুদ্ধ কোন কথা বল্‌তে নাই; তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ দিচ্চি তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না—"মামীর পীরিত" বলা তোমার অতিশয় গর্হিত হয়েছে—

নদে। —বাবার জবানি বলিচি—

তৃ, ই। বাহবা বাহবা বেশ সাম্‌লে নিয়েচে—নদেরচাঁদ একটি কম নয়—

শ্রীনা। নদেরচাঁদের মত আর একটি ছেলে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্ ফিক্ করে হেসে তার বাপকে ঠাট্টা করেছিল, তার বাপ তাতে রাগ কল্যে, সে বল্যে "বাবা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেছে, তোমার নাম আর আমার শালার নাম এক"—

ভোলা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি শ্রীনাথ-বাবু, বড় দুঃখ হয়,এত টাকা খরচ কল্যেম, ছোঁড়াদের বুদ্ধিও হলো না বিদ্যাও হলো না —দেখ দেখি ভাই মামী মায়ের মত, তাকে ঠাট্টা কল্যে—

নদে। মামী যদি আমার মা হলো তবে আপনি বিয়ে কল্যেন কেমন করে?

চতু ই। বা নদেরচাঁদ, বেশ উত্তর দিয়েচ —মদ না খেলে কথা বেরোয় না, মদে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে।

ভোলা। মদ্যমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
মতিস্তস্য বৃহস্পতেরিব তীক্ষ্ণা ভবতি।

যদি মনুষ্য অবিরত মদ্য পান করে, তার বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণ হয়।

শ্রীনা। ভোলানাথবাবু সংস্কৃতটা একচেটে করে নিয়েচেন।

ভোলা। বাবা, লেখাপড়া শিখ্‌তে গেলে পয়সা খরচ কত্তে হয়—দিনের বেলা কালেজে ইংরাজি পড়্‌তেম রাত্রে তর্কচূড়ামণির কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেম।

নদে। আমরাও চূড়ামণির কাছে পড়িচি।

শ্রীনা। চূড়ামণি যারে ছুঁয়েচেন তার আখের খেয়ে দিয়েচেন।

ভোলা। পণ্ডিতস্পর্শে পাণ্ডিত্যমুপ-জায়তে—পণ্ডিতকে স্পর্শ কল্যে পাণ্ডিত্য জন্মায়।

প্র. ই। মদ ছুঁলে মহৎ হয়। (সকলের মদ্যপান)

ভোলা। শ্রীনাথবাবু কাশীতে তোমাদের চাঁপাকে দেখে এলেম—সে কাশীবাসিনী হয়ে আছে, আমাদের খুব যত্ন করেছিল—অরবিন্দকে কত গাল দিতে লাগলো, বল্লে কুলের বাহিব করে বেইমান ছেড়ে দিয়ে পালালো—

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরবিন্দের নাম করা অতি মূঢ়তার কার্য্য, অরবিন্দের কেমন চরিত্র তা কি জান না—

ভোলা। সে বল্যে তা আমি কি কর্‌বো —নদেরচাঁদের মোকদ্দমাটা শেষ হক্‌, তার পর আমি চাঁপাকে এখানে আন্‌বো তার মুখ দিয়ে তোমায় শোনাব।

দ্বি ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে হবে?

নদে। কাল।

তৃতীয় ই। হরবিলাসবাবু বলেচেন যদি জরিবানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদের-চাঁদকে কন্যা দান করবেন। ঘটক বল্যে তিনি মোকদ্দমার কথা শুনে অতিশয় রাগ করে-ছিলেন এখন একটু নরম হয়েছেন।

ভোলা। সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে আছেন।

চতুর্থ ই। একবার গাওয়া যাক্—

সকলে। (গীত, রাগিণী শঙ্করা তাল আড়খেম্‌টা।)

নেশার রাজা, মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি—
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা
পান করিয়ে বাদ্‌সা মারি।
সুতার যেমন শ্যাম্পেন সেরী;
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী,
শায়ের মেয়ে বিয়ে করি,
ঘরজামায়ে হতেম তারি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সব তয়ের হয়েচে।

ভোলা। আমরাও তয়ের হইছি—

প্রথম ই। নেশার রাজা, মদের—

শ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, বড় জ্বালাচ্চে—খাবার তয়ের হয়েছে এখন উনি নেশার রাজা কচ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নাগার

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ

ক্ষীরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথবন্ধু! হা মহাদেব! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া হলো না—অনাথিনীকে একবার মুখ তুলে চাইলে না। আজ্‌কের রাত পোহালে কাল পত্রিকাপত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম ডুবে যাবে—(রোদন) কাল আমি কাঙ্গালিনী হবো, কাল আমি পথের ভিকারিণী হবো, কাল আমায় আমার বলে এমন কেউ থাক্‌বে না—প্রাণেশ্বর একবার দেখা দাও—কোথায়

রইলে,কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে নাও। হে সূর্য্যদেব তুমি আজ অস্তে যেও না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম অস্তে যাবে—তুমি যদি অস্তে যাও, কাল আর উদয় হয়ো না—আহা! প্রাণেশ্বর বিহনে আমার সব অন্ধকার—আমি আর দিন পাব না—আমি আর নাথের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না—প্রাণকান্ত, পুষ্যিপুত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষেতি কি? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখলে আমার সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষাও সুখী হবো—আহা! স্বামিহীনা রমণীরাই বলতে পারে স্বামীকে দেখ্‌তে পেলে মনে কি অপার আনন্দ জন্মে—ও মা, মা গো, দুঃখিনীর প্রাণে পরিতাপ যে আর ধরে না মা—আমি কি সত্যি সত্যি পতিহীনা হলেম—আমার রাজ্যেশ্বরের রাজ্যে আর এক জন এসে রাজ্য কত্তে লাগ্‌লো—আহা! আহা! প্রাণ, তোমারে কি বলে বুঝাব, তুমি বিদীর্ণ হচ্ছো, হও—ছেলেকালে আমাকে জন্মএয়ীস্ত্রীর লক্ষণযুক্ত বল্‌তো; ও মা তা কি এই! আমি আজ রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি, তা হলে আমার জন্ম-এয়ীস্ত্রী নাম থাক্‌বে- মরি, মরি, মরি, এক দিনে সব অন্ধকার, আমি আর কিছুতে নাই, আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী—আমার যদি একটি পেটের ছেলে থাক্‌তো তা হলেও আমি পৃথিবীতে থাক্‌তে পাত্তেম, তা হলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম। আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম একবার বক্ষে ধারণ করি, (বক্ষে খড়ম ধারণ) আমার কেবল এই এক মাত্র জুড়াইবার উপায়—আমার গহনা, কাপড়, বাক্সয় যেমন আছে এম্‌নি থাকবে, না যাকে যাকে ভাল বাসি তাকে তাকে দিয়ে যাব—আমি ভাল শাড়িখানি পর্‌বো, মুক্তার মালা-ছড়াটি গলায় দেব, গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়ীস্ত্রী মর্‌বো, বিধবা হবো না, বিধবা হবো না, বিধবা—(রোদন)

দাসীর প্রবেশ

দাসী। আহা এমন করে রাজার রাজ্জিপাট উঠে গেল গা—মা তুমি কেঁদে কেঁদে শুখ্যে গেলে যে—গাঁ শুদ্ধ লোক পুষ্যি পুত্র নিতে বারণ কচ্চে, তবু পুষ্যি পুত্র না নিলে আর চলো না—লোকে বলে বুড়ো হলে মতিচ্ছন্ন হয়—

ক্ষীরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল মন্দ, তাঁর দোষ কি।

দাসী। আহা! গিন্নী যদি থাক্‌তেন, তা হলে কি পুষ্যি পুত্রের কথা মুখে আনতে পাত্তেন—আহা অরবিন্দ যখন হয়, গিন্নীর কত আহ্লাদ, সকল লোককে সোনার গয়না দিচ্‌লেন—আমি আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে থেকে বেরুয়ে গিন্নী আমায় পাঁচ ভরি দিয়ে সোনার দানা গড়ুয়ে দিচ্‌লেন—আমি পোড়া-কপালী আজো বেঁচে রইচি, অরবিন্দ ছেড়ে যাচ্চে চক্ দিয়ে দেখ্‌চি—(রোদন)

ক্ষীরো। ঝি, আমি হতভাগিনী, আমার কোন সাদ মিট্‌লো না—আমার মনের দুঃখ মনেই রইলো—ঝি, আমার আঁতুড়ে তোকে রাখ্‌তে পাল্লেম না—আমি ঠাকুরুণের মত কাহাকেও সোনাদানা হাতে করে দিতে পেলেম না—ঝি আমি কাঙ্গালিনী, আমাকে চির-দুঃখিনী বলে মনে করিস—ঝি তুই আমার প্রাণপতিকে আঁতুড় হতে লালন পালন কর্‌তিস, তুই আমাকে বড় ভাল বাস্‌তিস্, তোকে আমার তাবিচ দু ছড়া দিই তোর ছেলের বউকে পরুয়ে দিস—

বাক্স হইতে তাবিচ বাহির করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান

দাসী। মা আজ কি সুখের দিন তা আমি সোনার তাবিচ নেবো—মা কালীঘাটের কালী দিন দিতেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো, আমি জোর করে সোনার তাবিচ নিতেম—মা এখন আমাকে তুমি তাবিচ দিও না—

ক্ষীরো। ঝি আমি কাঙ্গালিনী, কিন্তু যত গহনা আছে তা সকলি আমার, আমি আজ বার বৎসর তাবিচ হাতে দিই নি—তুই আমার প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ ঐ তাবিচ পরলে আমার আনন্দ হবে—

দাসী। মা তোমার যেমন মন তেম্নি ধন হক্, মা কালীঘাটের কালী যদি থাকেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌বে, তোমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।

লীলাবতীর প্রবেশ

ক্ষীরো। লীলা আমার তাবিচ দু ছড়া ঝিকে দিলেম—আমার নাম করে, আমার দয়ার সাগর প্রাণকান্তের নাম করে, ওর বউ পর্‌বে

—লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে ছিল—আমার প্রাণনাথকে মানুষ করেছিল—লীলা কত লোকের বাড়ীতে ঝি আছে, শাশুড়ীর আঁতুড়ে থাকে, তার পর আবার বয়ের আঁতুড়ে থাকে—আমার মন্দ কপাল কোন সাদ পূর্ণ হলো না—ছেলেকালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, আমোদ আহ্লাদের শেষ হলো—বিধবা হলেম—(রোদন)

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা সরুচে না-তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে—আমি কি বল্‌বো—আমাদের কপালে এই ছিল-ঝি তুই দৌড়ে সইকে ডেকে আন্। (রোদন)

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। লীলাবতি, কেঁদ না দিদি, আমি শান্ত হইচি—

লীলা। বউ আমার মা নাই, তুমি ছেলেকাল হতে আমায় মায়ের মত প্রতিপালন করেছ, তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত পা পেটের ভিতর যায়—বউ তুমি কি নিরাশ্বাস হয়েছ—হ্যাঁ বউ, পুষ্যি পুত্র নিলে কি দাদা বাড়ী আস্‌তে পারেন না-

ক্ষীরো। আর কি বলে আশা করি—পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ী আস্‌বেন না—লীলা, আমি পুষ্যি পুত্র লওয়া দেখ্‌তে পার্‌বো না-লীলা, আজ রাত্রে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো-লীলা, তুই আমার প্রাণকান্তের ভগিনী, তোর হাঁসিটুকু তাঁর হাঁসির মত, তোকে আমি মেয়ের মত ভাল বাসি, লীলা, আমার ভাল ভাল গহনাগুলি, আমার ভাল ভাল শাড়িগুলি তুই পরিস আমার মাতার দিব্বি আর কারো ছুঁতে দিস্ নে—

লীলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে—বউ আমার ভয় কচ্চে—বউ, আমার কেউ নাই, তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না—(ক্ষীরোদবাসিনীর গলা ধরিয়া রোদন)

ক্ষীরো। ভয় কি দিদি—আমি তোমায় ছেড়ে কোথা যাব—চুপ কর কেঁদো না—

লীলা। পুষ্যি পুত্র নিলেন নিলেন তাতে ক্ষেতি কি—দাদা যখন বাড়ী আস্‌বেন তখনি আমাদের আনন্দ, তা যত ইচ্ছে তত কেন পুষ্যি পুত্র নেন না।

শারদার প্রবেশ

শার। যে ছেলেটি পুষ্যি পুত্র কর্‌বেন, তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, তাকে আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখ্‌বেন, তার পর তাকে একখানি বাড়ী করে দেবেন—এ বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন।

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি—যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম না তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি আমার বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি আমার প্রাণকান্তকে আমি যদি পেতেম আমার গাছতলায় স্বর্গপুরী হতো।

লীলা। পুষ্যি পুত্র এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, পাছে আমরা কিছু মন্দ করি—জগদীশ্বর আমাদের দুঃখিনী করেচেন কত যন্ত্রণা সইতে হবে।

ক্ষীরো। পুষ্যি পুত্র এ বাড়ীতে থাক্‌লেও আমি কিছু বল্‌বো না না থাক্‌লেও আমি কিছু বল্‌বো না আমি জন্মের সোদ এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি কাল এক দিকে পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে আর দিকে হতভাগিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে আমি কি আর এ পুরীতে থাক্‌তে পারি-পুষ্যি পুত্রের নাম শুনি আর প্রাণ কেঁদে ওটে পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে কি আমি জীবিত থাক্‌বো—

শার। বউ তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে কোন কাজ কর না, এখন আমরা যেরূপ দাদার আস্‌বের আশা কচ্চি পুষ্যি পুত্র লওয়া হলেও সেইরূপ কর্‌বো পুষ্যি পুত্র লওয়া হলো বলে তোমার আশা ত কমচে না, তবে তুমি কি জন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে।

ক্ষীরো। শারদা আমি আজ বার বৎসর তাঁর আশায় রইচি, আর প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, আর আমি ভাবি আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বেন; আমার এক দিনের তরেও মনে হয়নি তিনি আসবেন না। কিন্তু এই পুষ্যি পুত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে তা আমি বল্‌তে পারি নে, আমার বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ সংবাদ আজ কাল শুনেচেন, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে—শারদা তোরা আমাকে ভাল বাসিস, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি প্রাণনাথের খড়ম আলিঙ্গন করে আগুনে ঝাঁপ দিই—(রোদন)

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ শনবেন, বারণই বা করবে কে—মামা কাল বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বেরিয়েছেন এখন আসেন নি।

শার। রঘুয়া বল্লে মামা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপুরের দিকে গিয়েছেন, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আবার দাদার খবর বলতে এসেছিল. কর্ত্তা তাকে মেরে তাড়িয়ে দেছেন—

নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি

লীলা। বাইরে ভারি গোল হচ্চে কেন বল দেখি—বাবার গলা শনতে পাচ্চি—তিনি যেন কাঁদছেন—

ক্ষীরো। সত্যি ত, জেনে আয় দেখি, ললিত বুঝি এসেছে—

শার। এই যে মামা আসচেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। ও মা লীলাবতি, তোমার দাদা বাড়ী এসেচেন—অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—সেই ছোট ব্রহ্মচারী যিনি যোগজীবন নাম নিয়ে বেড়াতেন, তিনিই অরবিন্দ, তাঁর পাকা দাড়ি মিছে, এখন তাঁর দাড়ি আছে কিন্তু এ কালো দাড়ি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। বউ অমন করে পড়লেন কেন? —ও বউ, বউ, আর বউ, বউ যে মূর্চ্ছিত হয়েচেন—সই ঝিকে ডাক, জল আনতে বল—

শার। (গাত্রোত্থান করিয়া) ও ঝি, ঝি, ওরে দৌড়ে আয় বউ মূর্চ্ছা গেছেন, জল নিয়ে আয়—(পাকা লইয়া বাতাস)

লীলা। ও বউ, বউ—ও সই, বউ এমন ধারা হলেন কেন, বউ যে ন্যাতা মত হয়ে পড়লেন—

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে জল প্রদান

দাসী। ভয় কি এখনি চেতন হবে—ও মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন, ও মা অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—

লীলা। সই আলমারির ভিতর থেকে নুনের শিশিটে দে, আমার গা কাঁপচে—

শার। ভয় কি, তুই এমন ভয়তরাসে কেন—(নুনের শিশি নাসিকায় ধারণ)

লীলা। বউ, বউ—

ক্ষীরো। মা—

শার। বউ, সামলেচ?

ক্ষীরো। হ্যাঁ।

দাসী। ও মা আমার আশীর্ব্বাদ ফলেচে, আমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে—

ক্ষীরো। লীলা, এ ত স্বপন নয়?

লীলা। না বউ সত্যি সত্যি দাদা বাড়ী এসেচেন।

দাসী। আহা! বুড়ো মিনষে অরবিন্দের গলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদচে—বলচেন "বাবা তুমি কেমন করে আমায় ভুলে ছিলে" —আমি এক বার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে আসি।

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। শারদা আমার ভয় হচ্চে পাছে স্বপন ভেঙ্গে যায়।

শার। না বউ কিছু ভয় নাই—সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যাঁকে অনাথবন্ধুর মন্দিরে দেখেছিলেম, তিনিই তোমার স্বামী—তাঁর সে পাকা দাড়ি মিছে।

ক্ষীরো। আমি ত তখনি বলেছিলেম; উনিই আমার প্রাণকান্ত—পাকা দাড়ি না থাকলে আমি তখনি তাঁর হাত ধত্তেম।

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। বউমাকে বলো উনি এমন কোন গোপন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করুন যা উনি আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না, আর সে কথার যে উত্তর তাহাও লিখে দেন।

ক্ষীরো। লীলা বল, যখন সেই ব্রহ্মচারীর পাকা দাড়ি মিছে আর তিনিই আমার স্বামী হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই।

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য এই পরীক্ষার আবশ্যক—বাইরে লোকারণ্য হয়েছে অরবিন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে আলাপ কচ্চে।

ক্ষীরো। আচ্ছা উনি যান আমি প্রশ্ন, উত্তর, লিখে দিচ্চি। [শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। কি প্রশ্ন করবে?

ক্ষীরো। বলচি।

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ তিনি ভুলে গেলেও ত যেতে পারেন।

ক্ষীরো। লীলা তুই একখানা কাগজ ধবে লেখ্—

লীলা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বলো—

ক্ষীরো। ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কওয়াবার জন্যে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বাড়ী হতে কালীঘাটের কালীর মন্দির কত দূর--আমি তাহাতে কি উত্তর দিয়েছিলেম?

লীলা। কি উত্তর লিখ্‌বো—

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ--

লীলা। বলো।

ক্ষীরো। "এক শত বৎসরের পথ"।

শার। বউ এ অনেক দিন্‌কের কথা এটি তাঁর মনে না থাক্‌তে পারে এ কথাটা লিখে কাজ নাই, যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, লোকে কানাকানি কর্‌বে।

ক্ষীরো। ঠিক উত্তর না দিতে পারেন উনি আমার স্বামী নন—যিনি আমার স্বামী তিনি অবশ্যই ও উত্তরটি বল্‌তে পারবেন।

লীলা। আর কখন এই কথা লয়ে আমোদ টামোদ করেছিলে।

ক্ষীরো। কত বার—তিনি আমায় কথায় কথায় বল্‌তেন 'কালীর মন্দির এক শত বৎসরের পথ"—

লীলা। তবে মনে আছে।

ক্ষীরো। দুটি কাগজই পাঠিয়ে দাও - বলে দাও- এইটি প্রশ্ন, এইটি উত্তর।

লীলা। আমি মামার হাতে দিয়ে আসি।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। বার তের বৎসর আমার স্বামীর কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত হয়েছে, সে চেহারা নাই, সে কথা নাই, সেরূপ মনের ভাব নাই—তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভ্রম হতে পারে—অপর কেহ পতির রূপ ধরে এসে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—উনি যদি যথার্থ উত্তরটি দিতে পারেন, আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌বে না—আমি পবিত্র চিত্তে তাঁর বাম পাশে বসবো।

শার। তোমার স্বামী তুমি দেখ্‌লেই চিন্তে পার্‌বে—হাজার পরিবর্ত্ত হক্ স্বামীর মুখ দেখ্‌লেই চেনা যায়।

নেপথ্যে আনন্দধ্বনি

ক্ষীরো। সকলে আহ্লাদ করে উঠ্‌লো, বুঝি বল্‌তে পেরেচেন।

শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক করেচেন, তখন অবশ্যই বল্‌তে পেরেচেন।

লীলাবতীর প্রবেশ

লীলা। মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটি হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজটি দাদার হাতে দিলেন, দাদা পড়্‌তে লাগ্‌লেন, আর হাসতে লাগ্‌লেন, তার পর অমনি বল্লেন "এক শত বৎসরের পথ" মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরটি কাগজ খুলে চেঁচিয়ে পড়লেন আর সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগলো। বাবা দাদাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বলেচেন।

শার। চল সই, আমরা যাই।

ক্ষীরো। শারদা যেয়ো না লীলা, বস, তোর দাদা তোকে দেখুক, আর তো আপনার জন কেউ নাই।

যোগজীবনের প্রবেশ এবং লীলাবতী ও শারদাসুন্দরীর প্রণিপাত

যোগ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি বুঝি একটি প্রণাম কত্তে পাল্যে না?

ক্ষীরো। আমি ত চরণ তলে পড়িই আছি, তুমিই সিন পায় রাখ্‌তে চাও না—আমায় একাকিনী ফেলে বার বৎসর ভুলে ছিলে।

যোগ। এখন আমি বাড়ী এলুম তোমার কাছ ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে দিন তোমায় আমি অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর দেখ্‌লুম সেই দিনই তোমাকে দেখা দিতেম কিন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি, তাই দেখা দিতে পারি নি।

ক্ষীরো। তোমার যদি পাকাদাড়ি না থাক্‌ত তা হলে সে দিন আমি জোর করে তোমার হাত ধত্তেম- লীলার আজো বিয়ে হয় নি।

যোগ। আমি তা সব জেনিচি—ললিত-মোহন কাশীতে আছে আমি তাকে আন্‌তে লোক পাঠাব।

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেছেন।

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েছে, সে সম্বন্ধ কাজে কাজেই রহিত হলো।

শার। দাদা আপনি যদি আজ না আস্‌তেন কাল পুষ্যি পুত্র লওয়া হত, আর বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন—বার বৎসরের ভিতর বরের এক দিনের জন্য চকের জল বন্দ হয় নি।

যোগ। লীলাবতী থাক্‌তে বাবা পুষ্যি পুত্র নিতেছিলেন কেন?

ক্ষীরো। তা তিনিই জানেন—আমি কত বারণ করিচি, পাড়ার লোকে কত বারণ করেচে, তা কি তিনি কারো কথা শোনেন?

যোগ। তারাসুন্দরীর কোন কথা বাবা তোমাদের বলেছিলেন?

ক্ষীরো। কিছু না।

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নি?

ক্ষীরো। তা বল্‌তে পারি নে—লীলা কিছু শুনেছিলি—

লীলা। না বাবা ত এখন আমায় কোন চিটি দেখ্‌তে দেন না।

শার। কোন্ তারা বউ?

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ; এঁরা যখন কাশীতে ছিলেন, একজন হিন্দুস্থানী দাসী তারাকে চুরি করে নিয়ে গেচ্‌লো।

যোগ। লীলা তুমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়্‌তে পার?

লীলা। পারি।

যোগ। বুঝ্‌তে পার?

লীলা। শক্ত শক্ত কথার অর্থ সব লেখা আছে।

নেপথ্যে। অরবিন্দ একবার বাইরে এস, বাবুরা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।

ক্ষীরো। তারার কথা কি বল্‌ছিলে যে?

যোগ। এসে বল্‌বো। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

শার। (কারপেট বুনিতে বুনিতে) সই আমায় ঠাট্টা করে, বলে সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুন্‌চি—আমায় বল্যেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিতে—যা হয়েচে ই দেখে কত আমোদ করেচে—উনি যে এ সকল বিষয় নিয়ে আমোদ কর্‌বেন তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। সংসঙ্গে কাশীবাস, নদের-চাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, ওমনি সব পরিবর্ত্ত হয়েচে—প্রথম থেকে স্বভাব ভাল, কেবল নদে পোড়াকপালে এত দিন মজ্‌য়েছিল—রাজলক্ষ্মীর চাইতে আমার ফুলের রং ভাল ফলেচে—সিদ্ধেশ্বর তা কখন বলতে দেবে না—সে বলে রাজলক্ষ্মী যা করে তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়—

লীলাবতীর প্রবেশ

লীলা। কি সই কি কচ্চো?

শার। ও ভাই সেই জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।

লীলা। মাইরি সই মিছে কথা কয়ো না—ও ত জুত নয়।

শার। জুত নয় তবে কি?

লীলা ভাতার ধরা ফাঁদ—যখন ওম্‌নি ধরা দিয়েচে তখন আর ফাঁদে আবশ্যক কি?

শার। তুই আর ব্যাখ্যানা করিস নে সই, আমি এই তুলে রাখ্‌লেম।

লীলা। সই তুলিস নে, ফাঁদ পেতে রাখ্, তোর ভাতারে ভাতারে ধুলপরিমাণ হবে।

শার। এই বার একটি ধরে তোকে দেব।

লীলা। ধরা পড়েই যদি ধরে বসে?

শার। তুই আইবুড়ো থাক্‌বি।

লীলা। সই আজ আমি চমৎকার স্বপ্ন দেখিচি।

শার। যেন ললিতের কোলে বসে রইচিস, না?

লীলা। মাইরি সই উত্তম স্বপ্ন।

শার। বল্ দেখি।

লীলা। নিশীথ সময় সই—নীরব অবনী—
নিদ্রার নির্ভয় অঙ্কে অঙ্গ নিপতিত,
যেমতি নবীন শিশু জননীর কোলে,
স্তনপানে তৃপ্ত হয়ে সুষুপ্ত অঘোর—
সুশীলা মহিলা এক—অরবিন্দমুখী,
ইন্দীবর বিলম্বিত শ্রবণের মূলে,
বিমুক্ত চিকুর দাম, কিন্তু অগ্রভাগে
বিরাজে বন্ধন, সহ বিপিন মালতী,
আবরিত কলেবর—সুগোল, কোমর—
বিমল বল্কলে—শৈবালে জলজ যথা—
চারু করে শোভা করে মৃণাল সহিত
পুণ্ডরীক কলি, পরিপূর্ণ পরিমলে—
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শিওরে বসিয়ে
বলিলেন "লীলাবতি আশুগতি পদে
অবিলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ
কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়"।

বিমোহিত হেরে রূপ, মধুর বচনে.
কথার সময় নাই. চলিলাম ধরে
ভাবিনীর ভুজবল্লী বিজলী বরণ—
কিরূপে গেলাম সই স্থলে কিম্বা জলে,
অনিলে, অনলে. কিম্বা রথ আরোহণে.
বলিতে পারি নে; হইলাম উপনীত
সুরম্য অরণ্য মধ্যে. সরোবর তীরে—
গোলাকার সরোবর মনোহর শোভা—
সুন্দর ভূধর-পুঞ্জে ঘেরা চারি দিক:
নীল শিলা-বিনির্ম্মিত তট রমণীয়,
বিরাজিত তদুপরি কুসুম কানন—
পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী,
বিপিন-মালতী, জাতী, বান্ধুলী, গোলাপ;
পর্ব্বতের ঢালে কত কস্তুরী হরিণ
খেলিতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়,
আমোদিত সুসৌরভে সরোবর কূল,
বনপক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে,
সহকারে, শালে, বেলে, বকুলে, তমালে,
গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে।
সরসীর স্বচ্ছ বারি প্রণালী বন্ধনে
আচ্ছাদিত নানা মতে দেখিতে সুন্দর—
কূল হতে কিছু দূর শৈবালে ব্যাপিত;
তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে
কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল,
কুবলয়চয় পরে রুধির বরণ
বিরাজে সরসীবক্ষে আলো করি দিক্;
তদন্তে শোভিত সব ইন্দীবর দলে—
যা তুলে তপস্বিবালা—বিমলা সরলা—
কুণ্ডল করিয়ে পরে শ্রবণের মূলে,
পরিশেষে পঙ্কজিনী-সর-অহঙ্কার।
দ্বিরেফ সর্ব্বস্ব নিধি, রবি মনোরমা,
কুসুম কুলের রাণী, মরাল সঙ্গিনী—
পবন হিল্লোলে দোলে, ভরা পরিমলে।
তার পরে বারি চক্র হীন দাম দল,
করিতেছে তক্ তক্ কাচের মতন।
বারি চক্র মধ্য ভাগে শোভিত সুন্দর
বিপুল কুসুম এক আভা মনোলোভা—
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমতি,
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে
বিরাজিত কুসুমের তোড়া রমণীয়
তত বড় ফুল সই দেখি নি কখন,
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঙ্গে।
বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী মণ্ডলী
করিতেছে সন্তরণ—যুবতী নিচয়
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক:
কূলোপরি কত নারী সারি সারি বসি—
অপ্সরী, কিন্নরী, পরী, দেবী, মানবিনী—
কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ স্থির নেত্রে
গাঁথিছে ফুলের মালা বল্লভ রঞ্জন।
বিস্মিতা দেখিয়ে মোরে সঙ্গিনী আমার,
কহিলেন হাস্যমুখে—"দেখ লীলাবতি,
'পরিণয় সরোবর' এ সরের নাম;
ওই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেশে,
প্রজাপতি-প্রদত্ত 'প্রণয় পুণ্ডরীক'—
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ নব অঙ্গে,
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী গোলাপ,
হরিদ্রা, সুগন্ধি তেল, প্রসূনের মালা"—
সঙ্গিনীর কথা শেষ না হতে সজনি,
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায়—
হেন কালে কোথা হতে ললিতমোহন,
হাসি হাসি তথা আসি দিল দরশন,
দাঁড়াইল সন্নিধানে—সুতা বাঁধা করে—
সিঁথেয় সিন্দূর বিন্দু দিলেন সাদরে
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধ্বনি,
চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি॥

শার। সই তোর বিয়ে হবে লো।

লীলা। বিয়ে হবে না তো কি আমি আইবুড়ো থাক্‌বো?

শার। ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

লীলা। হ্যাঁ সই তবে যে বলে স্বপনে ভাল দেখ্‌লে মন্দ হয়।

শার। যাদের মন্দ হয় তারাই বলে।

লীলা। যাই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার বুক্‌টে দড়াস্ দড়াস্ কত্তে লাগ্‌লো—সেই সরোবর দেখ্‌বের জন্যে কত ঘুমবার চেষ্টা কল্লেম তা পোড়া ঘুম আর এলো না।

শার। যখন দাদা বাড়ী এসেছেন তখন সই আর ভয় কি?

লীলা। দাদা, ভাই, বারদিন বয়ের কাছে আছেন একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন না যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই পরে আছেন, বলেন ব্রাহ্মণ-ভোজন না করয়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ত্যাগ কর্‌বো না।

শার। বউ বার বৎসরের পর দাদাকে পেয়েচেন, তাই এক দণ্ডও ছেড়ে দিতে চান না।

লীলা। বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল হয়েছিলেন, তেমনটি আর নাই, তার পর দিন সকাল বেলা বিরস বদন দেখ্‌লেম, হাসি নাই,

আহ্লাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও বল্লেন না—হয় তো দাদার সংগে ঝকড়া হয়েচে।

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে ভাল বাসেন, দাদা কি কখন বয়ের সংগে ঝকড়া করেন?

লীলা। দাদা তো খুব আমোদ কচ্চেন, বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ ভাই কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন বিরক্ত বিরক্ত বোধ হচ্চে—হয় তো ললিতের সংগে আমার বিয়ে দিতে দাদা অমত প্রকাশ করেচেন।

শার। তুই আপদ জড়ুয়ে নিয়ে আসিস—অমন বুদ্ধিমান্ ভাই, উনি কখন ললিতের সংগে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর কথায় কথায় আতংগ, ললিতের সংগে তোর বিয়ে হলে, আমি বাঁচি—তুই এখন ঝোপে ঝোপে বাগ্ দেখ্চিস্।

লীলা। ললিত হয় তো আমায় ভুলে গিয়েছে---আমি যদি ললিতকে ভাল না বাস্তেম তা হলে হয় তো ললিতের সংগে আমার বিয়ে হতো।

শার। তোকে দেখ্চি ঘরে রাখা ভার হলো—তুই কাশী যা—

লীলা। (গীত)

"তোমার কোন্ তীর্থ কাশীধাম
সব তীর্থ সয়ের নাম,
ত্রিকোটি তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ"

হা, হা, হা, কি বলো সই—

শার। তুই যেন পাগল—তোর হাসি কান্না বোঝা যায় না।

লীলা। (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, বিরহ বহ্নি তোমার নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে, তুমি সহচরীর বাক্য গ্রহণ কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মনকে প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর বিনিন্দিত বিপুল, উজ্জ্বল, চঞ্চল লোচনের যদি অনিবার্য্য আকর্ষণ থাকে, তোমার কারপেট জুতা জোড়াটির যদি মহিমা থাকে, তোমার কুঞ্জে তোমার মদনমোহন, ত্বরায় এসে, হেসে হেসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে, কি কর্বেন তা তুমিই জান—

শার। আমি ত ভাই, অধীর হয় নি, যে তুমি দূতীগিরি কচ্চো, যার মনে প্রবোধ মান্চে না তারি কাছে দূতীগিরি করা উচিত।

লীলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাড়ি ধরিয়া) মানময়ি, আদরিণি, পঙ্কজনয়নি, বিরহিণি, ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।

শার। সই তুই রঙ্গ রাখ্, তোর সেই বিরহিণীর গানটা গা।

লীলা। (গীত, রাগিণী ভৈরবী, তাল্ আড়াঠেকা)

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা!
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা;
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা, হীনা ক্ষীণাকাবা, অবিরত ভাবনা।

সই গানটান শুন্লে এখন বক্‌সিস্ টক্সিস্ দাও আজ্ঞায় যাই।

শার। হাঁ সই চাঁপার সংগে দাদার কি হয়েছিল শুন্তে পেলি?

লীলা। ভাল কথা মনে করিচিস্, আমি তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গেছি, তোর মুখ দেখ্লে কোন কথা মনে থাকে না—সই বড় নিগূঢ় কথা। চাঁপার সংগে দাদার কিছুই হয় নি, এই লিপিখানি পড়্, সব জান্তে পার্বি—লিপিখানি বাবার একটি ভাংগা বাক্‌সয় পেয়েচি। (লিপিদান।)

শার। কারে লিখেছিলেন? কারো ত নাম নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখ্চি।

লীলা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে লিখেছিলেন তা তারিখে দেখা যাচ্চে।

শার। (লিপি পাঠ)

কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। অকৃত অপরাধে আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও কুপবিত্র চক্ষে দেখি নাই। পুরবাসিনী কামিনীগণ কানা-কানি করিতেছেন আমি চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইল তাহা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কখনই আমাকে পাপী গণ্য করিতেন না। আমার শয়ন পর্য্যঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়ে চাঁপা শয্যার উপর বদন নাস্ত করিয়া কি ভাবিতেছিল, আমি সহসা ঘরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীভ্রমে চাঁপাকে আলিঙ্গন করিলাম, চাঁপা তৎক্ষণাৎ বিগলিত লোচনে এবং কাতরস্বরে বলিল, "বাবু, আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে আপনার পিতাও সে।" আমি তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম আমার ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের পরে সবলান্তঃকরণ-বিদারক, অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা-বিশারদ অপবাদ সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া

প্রকাশ করিল আমি চাঁপার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছি। মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর বাড়ীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়, পিতাও সেই মত করিতেছেন। আমি কি করি কিছুই স্থির করিতে পারি না। চাঁপার কিছুমাত্র দোষ নাই, আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃতা হয়। অপবাদের এক মুখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সহস্র মুখ, নির্দ্দোষী হইলেও তাহার মুখে দোষী হইতে হয়। পুরজনদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আমি পাপাত্মা, নির্ম্মল কুলের কুলাঙ্গার; পিতা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করেন নাই। এ নিদারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষ যখন জানিতেছি কাশীধামে পিতার মহাতাপমুখী নামে যে রক্ষিতা মহিলা থাকে চাঁপা তাহারি গর্ভজাত কন্যা, সুতরাং আমার ভগিনী, তখন অজানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বউ কেমন চাপা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লি, আমাদের এক দিনও এ কথা বলে নি।

লীলা। দে ভাই লিপিখানি দে, লুকায়ে রাখ্‌তে হবে, দাদা যদি জান্‌তে পারেন, বল্‌বেন ছুঁড়ীগুনো বড় বেহায়া—ললিতকে দেখাব—বিয়ে হলে। (লিপি গ্রহণ)

শার। যাস না কি?

লীলা। তোর ভাতার আস্‌চে।

শার। আমার সুমুখে তোকে আলিঙ্গন কর্‌বে না।

লীলা। জানি কি ভাই, শ্রীরামপুরে মাগ, ভাতারের ঘট্‌কী।

শার। দূর মড়া।

লীলা। মাইরি সই। [লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। সয়ের মত মিষ্টি কথা আমি কখন শুনি নি—যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি রসিকা, তেমনি আমুদে, এখন ললিতের সঙ্গে সয়ের বিয়েটি ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে বড় ভাল বাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না, আমার কাছে সয়ের মুখে খোই ফুট্‌তে থাকে—

হেমচাঁদের প্রবেশ

এই বুঝি তোমার কাল?

হেম। কাল বড় ব্যস্ত ছিলেম—

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে? তুমি এমন বিমর্ষ কেন?

হেম। খবর মন্দ।

শার। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা হার হয়েছে?

হেম। হাইকোর্টের বিচারে নদেরচাঁদের মেয়াদের পরিবর্ত্তে হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে।

শার। তবে কি মন্দ খবর?

হেম। সর্ব্বনাশ হয়েছে—সয়ের কপাল মন্দ।

শার। ললিতের কিছু হয়েছে?

হেম। ললিতেরও হয়েছে সিদ্ধেশ্বরেরও হয়েছে।

শার। তারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?

হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার করেছে, আমাকে গাদা পিটয়ে ঘোড়া করেছে—এদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

শার। কি হয়েছে শীঘ্র বলো, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

হেম। যে অরবিন্দ বাড়ী এসেছে ও আসল অরবিন্দ নয়।

শার। মা গো আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

হেম। ও তাঁতীদের ছেলে—আসল অরবিন্দ আজ এসে পোঁছেচেন।

শার। বাড়ীতে এসেছেন?

হেম। বাইরে কর্ত্তার কাছে বসেছেন।

শার। ও মা কি সর্ব্বনাশ—বউ হয় তো বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই বউ বিরস বদনে আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাঁসে না—ললিত সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েছে?

হেম। পুষ্যি পুত্র নিবারণ কর্‌বের জন্য আর নদেরচাঁদকে বঞ্চিত কর্‌বের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করে এই জাল অরবিন্দকে বাড়ী আনা হয়েছে, ললিত, সিদ্ধেশ্বর আর তোমাদের বউ এ ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রধান।

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ কি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, ললিত সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মের চূড়া, এদের দিয়ে কি এমন কাজ হতে পারে?

হেম। আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দিয়ে এ কথা ব্যক্ত হয়েচে।

শার। নদেরচাঁদ বলেছে ত অবেই হয়েছে।

হেম। কিন্তু জাল অরবিন্দ যে ঘরে রয়েছে তার ত কোন সন্দেহ নাই।

শার। ও মা তাই ত।

হেম। যে অরবিন্দ এখন এসেছেন ইনিই আসল, এ'র গা খোলা, দাড়ি নাই, ইনি বানারস কালেজে কিছু দিন শিক্ষক ছিলেন, কর্ত্তা বিলক্ষণ চিন্‌তে পেরেছেন।

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে জান্‌তে পার্‌লে, আসল অরবিন্দ এসেছেন?

হেম। ললিত সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর কাশীতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন, তার পর বড় আহ্লাদে কাল তাঁরা তিন জন সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন, সেখানে শুন্‌লেন এক জাল অরবিন্দ এসেছে, এ শুনে অরবিন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্ছিলেন, ললিত সিদ্ধেশ্বর অনেক যত্নে তাঁকে রেখেছেন। নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌বের উপায় করেছে। পুলিসের ইনিস্পেক্‌টারদের অনেক টাকা দিয়েছে।

শার। মামাশ্বশুর এর ভিতর আছেন?

হেম। না, তিনি মামীকে নিয়ে বিব্রত, মামীকে সইদের বাড়ীতে এনেচেন—

শার। আমি যাই দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা
হরবিলাস, অরবিন্দ, ভোলানাথ চৌধুরী,
নদেরচাঁদ, ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর,
পণ্ডিত এবং প্রতিবাসিগণ আসীন।

শ্রীনাথ এবং যোগজীবনের প্রবেশ

শ্রীনা। ও বল্‌চে যে "আমি জাল অরবিন্দ কি যিনি এখন এসেছেন ইনি জাল অরবিন্দ তা নির্ণয় করে আমি শাস্তির যোগ্য হই আমাকে শাস্তি দাও।"

ভোলা। এ ব্যাটা ভারি বদমাস্‌, এখন জোর করে কথা বল্‌চে।

হর। ললিত বাবা, তোমার মনে এই ছিল—

পণ্ডি। এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দেখি নি।

ভোলা। মুখের চেহারাটি ঠিক এক।

যোগ। উনি যদি আসল অরবিন্দ হলেন তবে আমি কে?

নদে। তুমি বরানগরের ভগা তাঁতী।

যোগ। তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন খবর জান্‌লেম কেমন করে?

নদে। ললিত আর অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী তোমাকে সব আগে থাক্‌তে বলে দিয়েছিল।

যোগ। নদেরচাঁদ তোমার জিহ্বাটি কালকূটে পরিপূর্ণ, যদি আমার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কত্তে পারি, তোমার জিহ্বাটি কেটে নিয়ে এসিয়াটিক মিউসিয়ামে রেখে দেব—আমি কারাগারে যাই, দ্বীপান্তর হই, আগত অরবিন্দ রোষপরবশ হয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করেন কিছুতেই আক্ষেপ নাই, কিন্তু তুমি যে পবিত্রাত্মা সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীর নাম তোমার পঙ্কিল জিহ্বাগ্রে এনে অপবিত্র কল্যে, তুমি যে ধর্ম্মশীল অকপট ললিতমোহনের নির্ম্মল চরিত্রে পঙ্ক দান কল্যে, এতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা হবার তা আজি হবে, আমি পুলিসে খবর দিয়ে এসিচি।

সিদ্ধে। ললিতমোহনের সহিত তোমার কখন সাক্ষাৎ ছিল?

যোগ। ললিতকে আমি দেখিছি, কিন্তু ললিতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় নি, কথাও হয় নি।

নদে। হয় নি? তুমি সে দিন গুলির আড্ডায় গাঁজা খাচ্চিলে, সিদ্ধেশ্বরের চাকর তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর ললিত তোমাকে অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা সব বল্যে, তোমরা স্থির কর্‌লে ললিত কাশী গেলে তুমি অরবিন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, তোমার চেলা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী তোমার সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দেবে।

সিদ্ধে। যখন যোগজীবন বলিতেছেন ও'র সঙ্গে ললিতের আলাপ নাই, ও'র সঙ্গে ললিতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার সাধ্য ললিতকে দোষী করে।

নদে। সাক্ষী আছে।

সিদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাসি, তোমার সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন।

নদে। তোমার চাকর সাক্ষী আছে, তোমার বৈটকখানায় বসে যে যে কথা হয়েছিল তা সব সে বল্‌বে।

সিদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল বলে তাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাকে তুমি আবার টাকা দিয়েছ সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রীভি কাউনসেল আছে, তোমার বজ্জাতি খাট্‌বে না, আমি বিলাত পর্য্যন্ত যাব।

নদে। তুমি যে আসামী হবে।

সিদ্ধে। তবে রে দুরাত্মা, পাজি (নদেরচাঁদের মুখে এক ঘুসি) যত বড় মুখ তত বড় কথা—

নদে। উহুহু, শালা মেরে ফেলেছে গো —(রোদন)

ভোলা। তুইও মার্।

নদে। তা হলে আবার মার্‌বে।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তুমি মাল্যে কেন?

সিদ্ধে। খুব করিচি মেরিচি—ওর ক্ষমতা থাকে ও ফির্‌য়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি মার।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, তুমি বড় গোঁয়ার হয়েছ—আচ্ছা তোমার নামে আমরা নালিস কর্‌বো।

সিদ্ধে। নালিস না করে যে টাকাটা আমার জরিবানা হবে সেই টাকাটা আমার নিকটে চেয়ে নাও।

ললিত। অরবিন্দবাবু আপনাকে আমি একটি নিবেদন করি, যদি আমি এ অসৎ অভিসন্ধিতে থাক্‌বো তা হলে যখন আমি আপনাকে কাশীতে জান্‌তে পালোম তখন জাল অরবিন্দ কেন নিবারণ কল্যোম না, আর আপনার সঙ্গে আস্‌বের আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্যোম না?

অর। ললিতবাবু আপনি দোষী কি না, আমার স্ত্রী দোষী কি না, জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু এই নরাধম লম্পট তাঁতী যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

যোগ। তোমার স্ত্রী আমার সহোদরা—এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও যদি তোমার স্ত্রীকে ভগিনী ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়।

ভোলা। তাঁতীর দিব্যি গ্রাহ্য নয়।

যোগ। আমি যদি তাঁতী না হই।

ভোলা। সম্ভব—কারণ তুমি যে কাজ করেছ, এ বোকা তাঁতীর দ্বারা হবার নয়।

হর। তুই নরাধম কে তা বল্, তুই কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তোর রক্তে স্নান কর্‌বো, তবে আমার দুঃখ যাবে।

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন বল্‌চেন!

হর। ভোলানাথবাবু তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে।

নদে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিসের ইনিস্পেক্‌টার আস্‌বে, এলেই তাঁতীর শ্রাদ্ধ হবে, সিদ্ধেশ্বর ললিতমোহন পিণ্ডি খাবেন।

পুলিস ইনিস্পেক্টর, যজ্ঞেশ্বর হেমচাঁদ এবং কনষ্টেবেলদ্বয়ের প্রবেশ

হেম। ইনিস্পেক্‌টার যজ্ঞেশ্বরকে শিখ্‌য়ে দিচ্চেন, ললিতের নামে বল্‌তে।

যজ্ঞে। বাবা আমি ভাল মন্দ কিছু জানি নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে, আমি পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচারী, আমি পুলিসকে বরাবর ভয় করি, যখন কাছারি ছিলেম তখন পুলিসকে কত ঘুস দিইচি।

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, কারণ ঐ আমাকে প্রথমে সন্ধান বলে দেয়, আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক্‌তো।

যজ্ঞে। আমার কি অপরাধ বলো—বকেযা কিছু ওটে নি ত?

নদে। শালা কিছু জানেন না, ধ্যান কচ্চেন।

হর। যোগজীবন যে অরবিন্দ তুমি কেমন করে জেনেছিলে?

যজ্ঞে। পুষ্যি পুত্র লওয়া নিবারণ কর্‌বের জন্যে যোগজীবনকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লেম, আর পাছে আপনার বাড়ীর কেউ ও'কে দেখ্‌তে পায় উনি পাল্‌য়ে পাল্‌য়ে বেড়াতেন, আর ও'র ঝুলির ভিতর একখানি পুরাণ কাপড় দেখ্‌লেম তার পোড়ে আপনার নাম লেখা, আমি তাতেই ও'কে অরবিন্দ বিবেচনা করেছিলেম—এ ভিন্ন আমি যদি আর কিছু জানি আমার বেটার মাতা খাই। আমি ব্রহ্মচারী, সাত দোহাই তোমাদের আমি ব্রহ্মচারী।

পু ই। এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা, আমার কেয়াসে এ দোন ব্রহ্মচারীকে, আর যে ছোকরাঠো আছে, সকলকে পুলিসে লিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধে। তোমার কাছে ফরিয়াদী হয়েছে কে?

পু, ই। নদেরচাঁদ বাবু সব তদ্বির করেছেন।

সিদ্ধে। এখানে নদেরচাঁদের যম আছে। এখন পর্য্যন্ত পুলিস কাহাকেও স্পর্শ কত্তে পারে না। যোগজীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে কিন্তু যতক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরিয়াদী না হন ততক্ষণ পুলিস ওকেও ধত্তে পারে না। আইন মোতাবেক চল্লো মোকদ্দমা একরূপ দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্লে আর একরূপ দাঁড়ায়।

পু, ই। আপনি পুলিসকে বড় বদজবান বলছেন, আমি আমার সুপরেনটেনডেন্ট সাহেবকে বলবে।

সিদ্ধে। আমি ডেপুটি ইনিস্পেকটার জেনারেল সাহেবকে বলবো তাঁর এক জন ইনিস্পেকটার বেয়াইনি এক জন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেছে।

পু, ই। না মশায়, আপনি অন্যায় বলেন, মার ধর কিছু করে নি, গ্রেপ্তার বি করে নি, ডাকিয়ে এনেচি। আমাকে আপনারা লে যেতে বলবেন লে যাব, না লে যেতে বলবেন আমি কেকো ধরবো না।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হচ্চে আপনি ভদ্র সন্তান, আপনি কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য কল্লেন? আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন মনস্তাপের ভাজন কল্লেন

যোগ। আমার এরূপ করণের দুটি উদ্দেশ্য প্রথম, অরবিন্দের পৈতৃক বিষয়ে অপর কেহ অংশী না হয় দ্বিতীয়, তোমার সহিত লীলাবতীর উদ্বাহ।

ললি। আপনার যদি এ উদ্দেশ্য সত্য হয়, তবে আপনি অতি গর্হিত উপায় অবলম্বন করেছেন, উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করেছেন, হিতে বিপরীত করেছেন, দুগ্ধ ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুর মুখে বিষ প্রদান করেছেন—বিষয় ভোগ করা দূরে থাক্ অরবিন্দবাবু এ কলঙ্ক হতে নিস্তার পাবার জন্য পুনর্ব্বার অজ্ঞাতবাসে গমন করবেন· আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি সে দেবতাদুর্লভা পবিত্রা লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি: বিবাহের ত কথাই নাই। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভীষণ অভিসন্ধির স্রষ্টা, তাতে আমার অন্তঃকরণে পীড়া জন্মিবে না, কিন্তু যদি সেই পুণ্যরাশি বামলোচনার মনে আমার দোষের বিশ্বাস অণুমাত্র প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্ক ভেদ হবে। এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহই নাই, লীলাবতী আমার সহধর্ম্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল কিন্তু আপনি কি অশুভ ক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ কল্লেন আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো, আমি দুস্তর বিপদ-বারিধিজলে নিপতিত হলেম—

যোগ। ললিত তুমি অশ্রুধারা পতন কর না, সজ্জনসহায় দয়ানিধান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন—

সিদ্ধে। ললিত তুমি ছেলেমানুষ হয়েছ?

ললি। সিদ্ধেশ্বর, লীলাবতী মনের সুখে থাক্—আমাকে লীলাবতী পাছে দোষী বিবেচনা করে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাকে সম্পূর্ণ দোষী বিশ্বাস করেছেন।

হর। ললিতমোহন, তুমি অতি সুশীল, তুমি অতি সরল, তোমাকে আমি কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করি না, কিন্তু নদেরচাঁদ যেরূপ বলচে তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও সন্দেহ হয় না—জগদীশ্বর জানেন। আমি স্থির করেছিলেম তোমার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেব, তা এই তাঁতী ব্যাটা সকল ভণ্ডুল কল্লো, এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি। তুই পাপাত্মা কে? তোর চোদ্দ পুরুষের দিব্বি যদি ঠিক করে না বলিস্।

যোগ। আমি ব্রহ্মচারী।

হর। তোর নাম কি

যোগ। যোগজীবন।

হর। তোর বাড়ী কোথায়?

যোগ। কাশীতে।

হর। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লি?

যোগ। আপনার সকল দিক্ বজায় থাকবে।

হর। তুই বাপু আর বাক্যযন্ত্রণা দিস্ নে—তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরবিন্দের হাতে।

যোগ। ও'রা কি আমার গায় হাত তুলতে পারেন।

অর। পারি নে?

ভোলা। আমি দেখাচ্চি।

যোগ। একটু অপেক্ষা কর। আমি দেখাচ্চি—

শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাধারণ হস্তে
রজতত্রিশূল গ্রহণ

অর। বাবাজি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভোলা। পিতা আমি আপনাকে কবচন বলে অতিশয় পাপ করিয়াছি, সন্তানের দোষ গ্রহণ করবেন না। আমাকে যেমন যেমন অনুমতি করেছিলেন আমি সেইরূপ করিয়াছি।

হর। কি আশ্চর্য্য! তোমরা উভয়েই যে নিমেষ মধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন করলে?

অর। মহাশয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক যোগী, উনি সিদ্ধ পুরুষ, ও'র্ঁার তুল্য পরোপকারী, মিষ্টভাষী আমি কখন দেখি নাই—খন্ডাগিরি ধামে আমি যখন সন্ন্যাসিরূপে কালযাপন করি, আমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, তাতে আমি ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উত্থান-শক্তি রহিত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন, উনি ছয় মাস আমাকে জনক জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখেছিলেন। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উনি কেবল আমার মঙ্গলের জন্য আমার রূপ ধারণ করে আপনাকে দেখা দিয়েছেন।

যোগ। আমি যদি সন্ধ্যার সময় না আস্তেম, তার পর দিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে পোষ্য পুত্র গ্রহণ হতো।

শ্রীনা। তোমার পরিচয় ও'র কাছে দিয়েছিলে?

অর। কিছুমাত্র না—তবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বাক্যে যদি কিছু জেনে থাকেন, কারণ আমি দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাদিক্রমে ও'র ক্রোড়ে শুয়েছিলেম।

হর। তোমার ব্যেরাম আরাম হলে আর ও'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

অর। আমার পীড়া আরোগ্য হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কমিসনার সাহেবের অনুমতি অনুসারে খন্ডাগিরি নিবাসী যাবতীয় সন্ন্যাসী বহিস্কৃত হয়, আমি সেই সময় কাশী গমন করি, উনি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি বল্তে পারি নে।

যোগ। আর একদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অর। কোথায়?

যোগ। নাগপুরে।

অর। আমার স্মরণ হয় না।

যোগ। নাগপুরনিবাসী ধনশালী ভিটল্ রাওয়ের চতুরা বনিতা রুক্মাবাই তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগ ধর্ম্মের ব্যাঘাত করতে উদ্যতা হয়, তুমি সেই কুলটা কামধুয়ার নিমন্ত্রণ অনুসারে এক দিন তার বিলাসকাননে অবস্থান করিতেছিলে, আমি তোমাকে বলিলাম অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এ কুহকিনীর হস্তে পতিত হলে আর বাড়ী ফিরে যেতে পারবে না, তোমার পিতা মাতা বনিতা তোমায় শোকে আকুলিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করবেন, তোমার তীর্থ পর্য্যটন বিফল হবে আর তুমি অবিলম্বে প্রতারিত পতির হস্তে প্রাণ হারাবে।

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই শুনতে চেয়েছিলেন—তখন আপনার পাকা দাড়ি ছিল না, মাথায় জটাভারও ছিল না।

যোগ। এ বেশ আমি প্রয়োজন অনুসারে ধারণ করি, (শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাভার পরিত্যাগ করিয়া) তখন আমার এইরূপ বেশ ছিল।

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে—সেখানেও আপনি আমার প্রাণদাতা আর অধিক বলবো কি।

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে দর্শন করি, তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়; তোমার পরিচয় পাইবার জন্য আমি কত কৌশল করেছিলেম কিন্তু তুমি কোন মতে পরিচয় দিলে না, বরঞ্চ বলিলে, তুমি কে যদি কেহ কিছুমাত্র জানতে পাবে সেই দিন হতে তোমার সন্ন্যাসাশ্রম নূতন গণ্য হবে। আমি অগত্যা তোমার রক্ষার্থে তোমার সমভিব্যাহারে রহিলাম। তুমি কাশীতে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে ইংরাজি অধ্যয়ন করতে লাগলে, এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হলে, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তদবধি তোমার নিকটে আর যাই নাই।

নদে। তার পর খালি ঘর দেখে একটি ছেলের চেষ্টায় কাশীপুরে এলে।

ভোলা। নদেরচাঁদ তুই বাপু কি চুপ করে থাকতে পারিস্ নে?

নদে। মহাশয় ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় আর চল্‌বে না, পাড়ায় রাষ্ট. বউ ঠাকুরুণ গর্ভমতী হয়েছেন।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস) অরবিন্দ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে কিন্তু কলঙ্কে কূল পরিপূর্ণ হলো।

অর। আমার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হচ্চে না, আমার স্ত্রীকে আমি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় পবিত্রা জ্ঞান কর্‌চি।

হর। ভোলানাথবাবু কি বলেন?

ভোলা। যোগজীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ, ও'র মনে যে কিছুমাত্র মালিন্য আছে তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কানাকানি ক্রমে বৃদ্ধি হতে চল্লো।

হর। মেজোখুড়ো কি বলেন?

প্র. প্রতি। এ বিষম সমস্যা—অরবিন্দকে ব্রহ্মচারী যেরূপে বাঁচিয়েছেন, অরবিন্দের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন—তাতে উনি অরবিন্দের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংস করে অরবিন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন মতেই বিশ্বাস হয় না—যোগজীবন তোমাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি অরবিন্দ নও তা অরবিন্দের স্ত্রীর কাছে বলেছিলে?

যোগ। যে রাত্রে আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেম, সেই রাত্রিতেই বলিচি—ক্ষীরোদবাসিনী শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন, আমি তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সান্ত্বনা কল্লেম, এবং সকল বিষয়ে বুঝিয়ে দিয়ে প্রকাশ কত্তে বারণ কল্লেম।

নদে। একটিন্ স্বামী পেলে মনটা কতক ভাল থাকে—আপনারা সব কথায় ভুলে যাচ্চেন, ও বরানগরের ভগা তাঁতী কি না, ললিতের সঙ্গে ও পরামর্শ করেছে কি না, তার বিচার কচ্চেন না।

সিদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতীতি হচ্চে যে যোগজীবন অতি ধর্ম্মপরায়ণ এবং অরবিন্দ বাবুর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই সিদ্ধান্ত, উনি কেবল পোষ্য পুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের নিমিত্ত এই ছলনা করেছেন। উনি ব্রহ্মচারী, এক্ষণে ব্রহ্ম উপাসনায় তীর্থে গমন করুন, অরবিন্দ বাবু পরম সুখে সংসার ধর্ম্মে মন দেন—

নদে। আর তোমার ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দেন।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ ললিতকে বিপদগ্রস্ত কত্তে তুমি যে সকল কুৎসিত কার্য্য এক দিনের ভিতরে করেছ, তা দশ জন ঠকে দশ বৎসর পরিশ্রম কল্যে পারে না—তুমি, তোমার মোক্তার, আর এই ইনিস্পেক্‌টার সাহেব আমার হাতে বাঁচ্‌বে না।

পু. ই। এ বাবুসাহেব! আমাকে উনি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে তা হামি নেন নি—হাম্ কোইকো বাৎ শোন্‌তে নেই মহারাজ।

নদে। আপনারা সব বড় বড় লোক, আমি আপনাদিগের চাইতে নীচে, আমি একটি কথা বলি তাই করুন সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে—ভগা তাঁতীকে আর ললিতকে ইনিস্পেক্‌টারের জিম্বা করে দেন, বউকে পুলিসে দেওয়া বড় অপমান তাঁকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন তিনি সোনাগাছী চলে যান, না হয় কাশীতে যান, চাঁপার বাড়ীতে থাক্‌তে পাবেন, চাঁপা কাশীতে আছে মামা দেখে এসেছেন।

ললি। নদেরচাঁদ পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।

হর। বউটিকে ত্যাগ করি, আপাততঃ তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিই অরবিন্দ পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।

অর। আমার স্ত্রীকে আমি লয়ে কাশী যাই, আপনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করুন।

প্র. প্রতি। অরবিন্দ সকল কথা প্রণিধান করে বোঝ তোমার স্ত্রী হাজার নির্দ্দোষী হন, তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে বল্‌তে পার্‌বে না: তিনি নবীনা যুবতী ইনি নবীন যুবক, একত্রে তিন দিন বাস হয়েছে, এক শয্যায় শয়ন হয়েছে, ইনি অরবিন্দ নন জেনেও তিনি প্রকাশ করেন নি, তখন ভারি সন্দেহ স্থল—অনল ঘৃত একত্রে থাক্‌লে গলাই সম্ভাবনা—তুমি ব্রহ্মচারীকে ওমনি ছেড়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু স্ত্রীকে আর গ্রহণ কত্তে পার না।

ভোলা। আপনি উচিত কথা বলেছেন।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনি যে অরবিন্দের পরমবন্ধু, অরবিন্দের দুই বার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরবিন্দের মঙ্গল দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে ছিলেন, এবং অরবিন্দ ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, এ কথা আনুপূর্ব্বিক বয়ের কাছে বলেছিলেন?

যোগ। এই সকল বলাতেই ত তিনি প্রকাশ করা রহিত কল্লোন এবং আমাকে বিশ্বাস কল্লোন।

ললি। জগদীশ্বর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—আপনারা উপায়হীনা, অবলা, সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিস্কৃতা করণের যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা অতীব গর্হিত, চণ্ডালের উপযুক্ত — ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী, তাঁহাকে পীড়ন করা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য – যোগজীবন যদিও একটি পাষণ্ড হইতেন, যদিও তিনি নদেরচাঁদের করাল কপোলকল্পিত ভগা তাঁতী হইতেন, যদিও যোগজীবন কেবল সতীত্ব সংহার মানসে এই ছলনা করে থাকিতেন, তথাপি পতিব্রতা ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে দোষ পড়িত না, কারণ যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অরবিন্দের পিতা, যিনি অরবিন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেছেন, যাঁর চক্ষের মণিতে অরবিন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরবিন্দ জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি? ভ্রমবশতঃ যদি ক্ষীরোদবাসিনী যোগজীবনকে পতিভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন সে পূজা প্রকৃত অরবিন্দের পদে প্রদত্ত হয়েছে—কিন্তু যখন অরবিন্দ সরলান্তঃকরণে বলিতেছেন, যোগজীবন পরমধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, দযাবান্, তাঁহার পরমবন্ধু, জীবনদাতা, হিতসাধক, যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্ দিবসে অরবিন্দ আগমন করবেন, তখন অরবিন্দের মঙ্গল ভিন্ন এ ছলনায় অপর উদ্দেশ্য কোন প্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই সকল পরিচয় ক্ষীরোদবাসিনী প্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতীতি হলো যোগজীবন তাঁর স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার স্বরূপ, তাঁর স্বামীর জীবনদাতা, আর জানিতে পারলেন তাঁর স্বামী দিবসত্রয় মধ্যে আসবেন, তখন যোগজীবনকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ঐ সকল কথা প্রকাশ করতে কাজে কাজেই বিরতা হলেন—তার জন্য তাঁহাকে অপরাধিনী করা দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পরমযোগী যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা—যোগজীবনের চরিত্রের যদি অণুমাত্র দোষ থাকিত তাহা হলে ভোলানাথ বাবু যিনি নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়াবধি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ কচ্চেন, তিনি কখন যোগজীবনের কৌশল অনুমোদন করতেন না। স্ত্রীর কলঙ্ক হলে স্বামীর যত মানসিক যন্ত্রণা এত আর কাহারো নয়। অরবিন্দ ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী, উনি মুক্তকণ্ঠে বলতেছেন ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হয় নাই, অরবিন্দের এতদ্বাক্য সত্বেও আপনারা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিস্কৃতা করতে চান অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। আপনারা যদি অলীক লোকাপবাদ ভয়ে চিরদুঃখিনী পতিপ্রাণা সতীকে পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় বনবাসে প্রেরণ করতে চান, অরবিন্দের মহান্তঃকরণজাত প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তিনি তাঁহার পবিত্র প্রণয়িনীকে লয়ে কাশীতে বাস করুন।

অব। ললিতবাবু তুমি সাধু ব্যক্তি, তোমার বক্তৃতায় আমার মন সম্যক্ দ্বিধাশূন্য হলো—আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বলচি, আমার স্ত্রী পবিত্রা। পিতার মনে দ্বিধা থাকে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আমার চিরদুঃখিনী রমণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পরিশোধ দিই—আমি মৃত্যুশয্যায় যখন পতিত ছিলেম, তখন কেবল যোগজীবনের মুখ অবলোকন কত্তেম আর ভাবতেম স্বয়ং প্রভু ভগবান্ আমায় ক্রোড়ে করে বসে আছেন—যোগজীবনের কি বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহদন্তঃকরণ তা আমি বিলক্ষণ জানি।

হর। মেজোখুড়ো সদুপায় বলুন।

প্র. প্র। মাথা মুণ্ডু কি বলবো—লোকাপবাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই—স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সতীত্বময়ী গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন—অরবিন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, উনি ওঁয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান।

হর। কাজে কাজেই—হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর পরে ঘরে এল একবার ক্রোড়ে লতে পেলেম না—হা ব্রাহ্মণি! তুমি স্বর্গে বসে আমার দুর্গতি দেখচো—তুমি একবার এস, তোমার অরবিন্দ বনবাসী হয়, ধরে রাখ—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি রোদন সম্বরণ করুন—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আপনারা

প্রাণাধিক অরবিন্দকে নিষ্কলঙ্কে আপনার অঙ্কে প্রদান করে গমন করবো—যে অরবিন্দের জীবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ করিয়াছি, গিরিগুহায়, পর্ব্বতশৃঙ্গে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্যে নদীর কূলে, সমুদ্রের বালির উপরে বাস করিয়াছি, খণ্ডাগিরি ধামে যে অরবিন্দ পীড়িত হলে ক্রোড়ে করে দিবাযামিনী রোদন করিয়াছি, সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যে অরবিন্দকে মৃত্যুর গ্রাস হতে কেড়ে লইচি, সে অরবিন্দ আমার বুদ্ধির ভ্রমে কখনই মনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা কেউ জানেন না, আমিও এতক্ষণ, অরবিন্দ কেমন কৃতজ্ঞ, ললিত কেমন বিজ্ঞ, আর নদেরচাঁদ কেমন পাজি, জান্‌বের জন্য, তাহা প্রকাশ করি নি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়েছে——আর আমার ব্রহ্মচারীর বেশে প্রয়োজন কি—আমার পাকা দাড়িও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়িও কৃত্রিম—আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ নই—

ভিতরকার শাড়ী ব্যতীত সমুদায় অঙ্গাবরণ, শ্মশ্রু, জটা পরিত্যাগ

পণ্ডি। মলিন হয়েছেন তবু বাছার কি লাবণ্যের জ্যোতি, যেন জনকনন্দিনী অশোক-বন হতে বার হলেন—আপনি কে মা?

হর। উনি ক্ষত্রিয়াণীর মেয়ে, আমি যখন সপরিবারে কাশী হতে বাড়ী আসি উনি মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন, ওঁর নাম চাঁপা।

অর। চাঁপা তুমি আমার জন্যে এত ক্লেশ পেয়েছ।

ভোলা। আপনার যখন ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল, তখন আপনাকে পিতা বলিচি, এখন আপনি মেয়ের বেশ ধারণ করেছেন, এখন আপনাকে মাতা সম্বোধন করি।

পু. ই। আমি বড় হায়রাণ হয়েছে—এ ত আউরাৎ—নদেরচাঁদ বাবু হাম যায়।

[পুলিস ইনিস্পেক্টর এবং কনস্টেবলদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীনা। (নদেরচাঁদের গলা টিপিয়া) তোমার পুলিস বাবা গেল, তুমি যাও—ও ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছার।

নদে। মেরে ফেল্লে গো—ও ইনিস্পেক্টার সাহেব, একবার এস আমারে বাঁচাও, তোমারে যে টাকা দিইচি তা ফিরে নেব না—

শ্রীনা। এই যে টাকা। (সজোরে গলাটিপ)

নদে। ও মা গেলুম—শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি ছেড়ে দে—(গলাটিপ)—গলা ছেড়ে দে—(গলাটিপ) গলার হাড় ভেঙ্গে গেল—মাতে হয় পিটে গোটাদুই কিল মার্—(গলাটিপ)—একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল—তোমার কিন্তু হাড় জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি কিল আরম্ভ কর, গলা ছেড়ে দে—(পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টিদ্বয় প্রহার)—ও মা গেলুম, গলা ধরে কিল মাচ্চে—গলা ছেড়ে দিয়ে কিল মার্—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান হলো—

হর। তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাঁচা—

ভোলা। শ্রীনাথ কেন বাঁদরটারে নিয়ে তামাসা কচ্চো?

সিদ্ধে। ভোলানাথবাবু আপনার ভাগ্‌নে কেমন সং তা তো দেখ্‌লেন।

ভোলা। জানাই আছে।

সিদ্ধে। আপনি অনুমতি করুন ওর জিব্‌টে আমরা কেটে নিই।

নদে। শ্রীনাথ মামা একবার গলাটা ছাড় আমি এক দৌড় দিয়ে শ্রীরামপুর যাই, তার পর যদি আর এমুখ হই আমি শালার বেটার শালা।

[নদেরচাঁদের বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি পারিতোষিক পেতে পারি কি না? পুলিস দারগা এক রকম দিয়েছেন।

অর। আপনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন—আপনাকে আমি হাজার টাকা দেব।—আপনি যে বল্যেন পিতার নাম সম্বলিত পাড়বিশিষ্ট একখানা কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে ছিল সে কাপড়খানি কোথায়?

যজ্ঞে। ঝুলিতেই আছে।

যোগ। (ঝুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া) এই সে বস্ত্র।

অর। এ ত একখানি ছোট শান্তিপুরে ধুতি—পেড়ে লেখা দেখ্‌চি—"হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় দুহিতা তারা সুন্দরী"—

হর। এ বস্ত্র আমার তারার পরনে ছিল—চাঁপা তুমি এ বস্ত্র কোথায় পেলে?

যোগ। তারার নিকটে পেলেম।

হর। আমার তারা কি জীবিতা আছেন? আমার তারা কি পবিত্রা আছেন?

যোগ। অযোধ্যার পরম ধার্ম্মিক মহীপৎ সিং তারাকে কন্যারূপেপ্রতিপালন করেছিলেন, আপনাকে দিবার জন্য তারাকে তিনি কাশীতে লয়ে আসেন—কিন্তু কাশীতে মহীপতের মৃত্যু হওয়াতে, আমি মধ্যবর্ত্তী থেকে ভোলানাথবাবুর সহিত তারার পরিণয় হয়েছে—ভোলানাথবাবু আপনার পরমাত্মীয়, আপনার জামাতা।

হর। চাঁপা তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জীবিত পেলেম—আমি এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জুড়াব, আমি তারাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বো, তারার বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অতিরিক্ত আছে—এখানে সকলেই আমার আপনার জন, কেউ কোন কথা প্রকাশ কর না।

যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা এসেছেন, ভোলানাথ বাবু সমভিব্যাহারে লয়ে এসেছেন। ভোলানাথ বাবু আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে প্রেরণ করুন। [ভোলানাথের প্রস্থান।

অর। ভোলানাথবাবু যার জন্যে কাশীতে বিপদে পড়েন সে আমার—

যোগ। অরবিন্দবাবু আপনি ললিতমোহনকে সুপাত্র বিবেচনা করেন কি না?

অহল্যার প্রবেশ

অহল্যা, তুমি অতি ভাগ্যবতী, তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেব—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দবাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা।

হর। জগদীশ্বর! তুমি মঙ্গলময়—আমরা তোমার হস্তে বালিকাদের খেলিবার পুতুল। আহা! আহা! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণী কোথায়! ব্রাহ্মণি একবার একদিনের জন্যে ফিরে এস, আনন্দউৎসব দেখে যাও, তোমার অরবিন্দ বাড়ী এসেছে, তোমার হারা তারা পাওয়া গিয়েছে, তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার প্রাণত্যাগ করেন—হা ব্রাহ্মণি! হা ব্রাহ্মণি—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি কাঁদেন কেন? দেখুন তারা অবাক্ হয়ে রোদন কচ্চে—পিতা তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে—

হরবিলাসের চরণে তারার প্রণাম

হর। আমার তারা শিশুকালেও যেমনটি ছিলেন এখনও তেমনটি আছেন, দেখি মা, তোমার বাম হস্ত দেখি। (অহল্যার বাম হস্ত ধারণপূর্ব্বক) এই দেখ মায়ের বাম হস্তে সেই অতিরিক্ত অঙ্গুলিটি আছে—আমার আনন্দের সীমা নাই আমার মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন—আমার আরো আনন্দের বিষয় আমার মা লক্ষ্মী ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন।

যোগ। অহল্যা আমার কাছে এস, আমি সেই যোগজীবন ব্রহ্মচারী—

অহ। আমরা উপর হতে সব দেখিছি।

শ্রীনা। মহাশয় যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী বাকি থাকেন কেন, যদি অনুমতি করেন আমি ওঁর দাড়ি উৎপাটন করি—

যজ্ঞে। মরে যাব—সাত দোহাই বাবা আমার গজানো দাড়ি—তোমাদের উড়ে চাকর একদিন এক গোছা দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, তার জ্বালা সামলাতে পারি নি—

হর। আপনি কি ছদ্ম বেশ ধরে আছেন, না আপনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী?

যজ্ঞে। বাবা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—তুমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে রহ—আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না।

শ্রীনা। তুমি কে তা না বল্‌লে আমি কখন ছাড়্‌বো না, তোমার দাড়ি নেড়ে দেখ্‌বো—(দাড়ি ধরিতে হস্ত প্রসারণ।)

যজ্ঞে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব—সাত দোহাই বাবা দাড়ি ছুঁয়ো না—আমি কে তা প্রকাশ হলে আমি গোরিব লোক মারা যাব।

অর। এখানে সকলি আমাদের লোক আপনি নির্ভয়ে বল্‌তে পারেন।

যজ্ঞে। বাবা আমি বাখরগঞ্জ জেলার মনিবগড় কাছারির নায়েব, আমার নাম বাউলচাঁদ ঘোষ। মনিব মহাশয় এক ঘর বনিদি গৃহস্থের ঘর জ্বাল্‌য়ে দেন, গুটিকতক খুন করেন—আমি পেটের দায় সঙ্গে ছিলেম—পুলিস আস্‌বামাত্র আমি পটল তুলোম—তার পর গবর্ণমেণ্টো আমার গ্রেপ্তারের জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপ্‌য়ে দিলে—আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহবিল থাক্‌তি, যোগজীবন টাকা দেবে বলে এখানে নিয়ে এল—

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা দিচ্চি।

ভোলানাথের হস্ত ধরিয়া লীলাবতীর প্রবেশ

ভোলা। অরবিন্দবাবু এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, লীলাবতী।

অর। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরবাবু লীলাবতীর সমুদয় কথা আমায় বলেছেন—ললিত প্রথমে জান্‌তে পারেন নি লীলাবতী আমার ভগিনী, আমার সাক্ষাতে পরমানন্দে লীলাবতীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য বর্ণন কত্তেন এবং বল্‌তেন তাঁর দেহ যদি দশ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক খণ্ডে দেখ্‌তে পাবে এক একটি লীলাবতী মূর্ত্তিমতী। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত আমার সহসা সৌহার্দ্দ হলো মনে মনে কল্পনা কল্যেম ভবনে গমন করিবা মাত্র লীলাবতীর সহিত ললিতের বিবাহ দেব—

হর। (ললিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বাবা ললিত আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি, কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি—তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভাল বাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবন ধারণ কচ্চেন—আজ আমার মহানন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পাদন না হচ্চে ততক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না—(ললিতের হস্তের উপর লীলাবতীর হস্ত রাখিয়া)

আত্মীয়-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সানন্দ অন্তরে,
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।

নেপথ্যে হুলুধ্বনি

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ : আহেরিয়া

ভুবঃ কম্পমিব জনয়তা চরণশব্দেন, কর্ণাকৃষ্টজ্যানাঞ্চ
মদকলকুররকামিনী-কণ্ঠকূজিতকলেন
শরনিকরবর্ষিণাং ধনুষাং নিনাদেন * *
প্রচলিতমিব তদরণ্যমভবৎ।

—কাদম্বরী।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্য-মহলনামক পর্ব্বতদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইল। একটী উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত. দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকাকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ বায়ু-হিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশিরবিন্দু মুক্তাসৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষিগণ ডালে ডালে গান করিতেছে, এবং সেই দুর্গ-প্রাচীর হইতে যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবস্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঝনঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে সেই অশ্বারোহিগণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শাণিত বর্শাফলক সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, অশ্বক্ষুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। অচিরে অশ্বারোহিগণ পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটী বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অদ্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত প্রারম্ভে বাৎরিক মৃগয়ার দিন। অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরিগণিত হইবে, সুতরাং সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। যোদ্ধা দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত, এবং দুর্জ্জয়সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

দুর্গ হইতে অধিরোহণ করিয়া অশ্বারোহিগণ একটী নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন পাইককে পশুর সন্ধানে এইস্থানে পাঠান হইয়াছিল। পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু যোদ্ধৃগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বনপুষ্পে বা দুর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে ; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। কখন পর্ব্বত ও শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর ঝর্ণার পার্শ্ব দিয়া, কখন ঝোপের নিকট দিয়া, যোদ্ধৃগণ নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যোদ্ধৃগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্ব্বিত, সকলই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসাই রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া যোদ্ধৃগণ একটী প্রান্তরে পড়িলেন ; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটী পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষাবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ঐ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?

অমাত্য বলিলেন,—হাঁ। এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।

দুর্জ্জয়। ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গল চালনে অধিক তৎপর।

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আর একজন যোদ্ধা কহিলেন,—ভূমিয়া দুর্গ রক্ষা হইতে ভূমি রক্ষায় অধিক তৎপর। যোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হয়েন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষানুক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি ভোগ করে ; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।

অমাত্য। ইন্দুর মৃত্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য। পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যোদ্ধৃদল অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন ; যে যে স্থানে পূর্ব্বে বৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্ব্বত তরঙ্গিণীর তীর, শান্ত শব্দশূন্য প্রান্তর, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু কোনও বনচর পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটীও পশু দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যোদ্ধৃগণ ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অদ্য বন কি বরাহশূন্য? একটী মৃগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমঙ্গলের জন্য? এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—বন্ধুগণ! আমাদের অশ্ব শ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও শ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আর বৃথা অন্বেষণ আবশ্যক নাই ; চল, অশ্বগণকে বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি। পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটী বরাহ লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না। সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটী নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটী অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না ; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য

দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটী সুবর্ণরেখার ন্যায় ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিস্কৃত হইয়াছে. নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবায় সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে বৃক্ষ হইতে দুই একটী শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে. দুই একটী বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে, এবং অদূরে একটী নির্ঝরিণীর সুন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে। শ্রান্ত যোদ্ধৃগণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানেব শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল. যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসম্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধৃগণ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রমদূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু ফলমূলের আয়োজন কবা হইয়াছিল. দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ আনন্দে তাহা আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সহসা যোদ্ধাদিগকে "দোনা", অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন. তাঁহারাও এই সম্মানচিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল। পূর্ব্বঘটনার, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধৃগণ দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন. কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন. সালুম্ব্রাপতির প্রীতিভাজন হইযাছিলেন. স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার প্রদেশের বহু শত্রু. স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন। মাড়ওয়ার অম্বর. বিকানীর ও বুন্দির রাজগণ স্লেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওবার আক্রমণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণ দান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জ্জয়সিংহ একথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন,—আট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আকবরশাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালুম্ব্রাপতি সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই। চারণদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধৃগণকে শুনাও, চন্দাওয়ৎকুল কিরূপে যুদ্ধ করে একবার শ্রবণ করি।

আহেরিয়ার দিনে চারণদেব অনুপস্থিত থাকেন না। দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারণদেব সাহীদাসের বীরত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন। চিতোর ধ্বংসের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, চারণদেবের গীত শুনিতে শুনিতে সেদিনকার কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আপনারা সেদিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন. দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্ব্রাপতির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তিনি সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎদিগের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সেদিন ত্যাগ করে নাই. সেই সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুল ত্যাগ করে নাই।

"বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয়সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের অগণ্য সৈন্য সেইরূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, ভীষণ রবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎরেখার আহত হইয়া বারবার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই. সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে লেলিহমান অগ্নিজিহ্বা আকাশপথে আরোহণ করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের সৈন্য সেইরূপ দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ বারবার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল। চন্দাওয়ৎ অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দাওয়ৎ হীনবল নহে, বারবার ভীষণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করিল, সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কীদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বজ্রনাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ৎকুল অসংখ্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল প্রতিহত হইল না। সাহীদাস তখনও একাকী শতের সহিত যুঝিতেছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ সাহীদিগের রক্ষার্থ যুঝিতেছিলেন আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধৃগণ! দুর্জ্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীয় খড়্গ-অঙ্ক এখনও দেখিতে পাইতেছ, চন্দাওয়ৎকুল সমস্ত হত বা আহত হইল কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করেন নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।"

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ৎ যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কারনাদে বন পরিপূরিত করিলেন। তন্মধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন,—যোদ্ধৃগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদরাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরিচিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বত-গহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ গত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।

ভীষণনাদে শত যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে শব্দ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল! দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন,—চারণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায় মৃগয়ায় যাইব, একটী আহেরিয়ার গীত শুনাও যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া নিষ্ফল না হয়। চারণদেব পুনরায় বীণা লইলেন, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন পরে গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আট বৎসর হইল দিল্লীশ্বর চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশোদিয়ার এই প্রথম বিবাদ নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন; কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি, চিতোর তুর্কী হস্তে কতদিন থাকে? সেবার হাম্মির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন; এবার প্রতাপ-সিংহ লইবেন। হাম্মিরের জন্মকথা শ্রবণ কর, আহেরিয়ার একটী গীত শ্রবণ কর!

"লক্ষ্মণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ। যুবরাজ উরুসিংহ দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণদান করেন, তাহা শিশোদিয়ার মধ্যে কোন্ বীর না জানে? চিতোর আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উরুসিংহ একদিন আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, শত যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

আন্দাওয়াকানন যুবকদিগের বীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, তাঁহারা একটী বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। পর্ব্বত ও নির্ঝর উত্তীর্ণ হইয়া বরাহ ধাবমান হইল, মহানন্দে যোদ্ধৃগণ ধাবমান হইলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

'অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল শস্য দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না। একজন মাত্র দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শস্য রক্ষা করিতেছিলেন। রমণী বীরদিগের নৈরাশ দেখিয়া বলিলেন,—সম্বরণ করুন, আমি বরাহ শস্যক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতেছি'

"এ কি মানুষী না নগবালা মহিষমর্দ্দিনী? নারী-বাহুতে কি এ বল সম্ভবে? নারী হৃদয়ে কি এ বীর্য্য সম্ভবে? রমণী একটী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহার অগ্রভাগ সূচীর ন্যায় শাণিত করিলেন সেই অপূর্ব্ব বর্শা দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধাদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। বিস্মিত যোদ্ধৃগণ বাক্যশূন্য হইয়া রহিলেন।

"বরাহ রন্ধন করিয়া যোদ্ধৃগণ আহারে বসিয়াছেন, সহসা পার্শ্বস্থ একটী অশ্বের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন একটী পদ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী তাড়াইতেছিলেন, তাহার এক টুকরা মৃত্তিকা অশ্বপদে লাগিয়া অশ্ব আহত ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

"যোদ্ধ্গণ আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে যাইতেছেন, দেখিলেন,সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতেছেন ও দুই হস্তে দুইটী দুর্দ্দমনীয় মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিস্মিত উরুসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্বধাবন করিতে বলিলেন। অশ্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে, রমণী বুঝিতে পারিলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, দুগ্ধ মস্তক হইতে না নামাইয়া কেবল একটী মহিষকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূমিসাৎ হইল।

"উরুসিংহ অনুসন্ধানে জানিলেন যে সে কুমারী চোহানজাতির চন্দানবংশের এক দরিদ্র লোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই কন্যার পুত্র বীরচূড়ামণি হামির। আল্লাউদ্দীন যখন চিতোর অধিকার করেন, তখন যুবরাজ উরুসিংহ প্রথমে জীবনদান করেন, পরে তাঁহার পিতা রাণা লক্ষ্মণসিংহ প্রাণদান করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হামির তখন মাতার সহিত মাতুলালয়েই ছিলেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হামির চিতোর উদ্ধার করিলেন।

"বীরগণ! উরুসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ার বহিস্কৃত হইয়াছেন, সকলে দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ কর। আহেরিয়ায় সফল হও—পুনরায় চিতোর উদ্ধারেও সফল হইবে।"

লম্ফ দিয়া যোদ্ধ্গণ অশ্বে আরোহণ করিলেন, তীরবেগে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। এবার যোদ্ধ্গণ নিরাশ হইলেন না, তিন চারিদণ্ড বন অন্বেষণ করিতে করিতে একটী ঝোপের ভিতর একটী প্রকাণ্ড বরাহ দেখা গেল। বরাহের বৃহৎ আকৃতি ও অসাধারণ বল দেখিয়া আরোহীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বরাহ যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইল। মহাউল্লাসে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সে উল্লাস বর্ণনা করা যায় না। বরাহ যে দিকে পলাইল, অশ্বারোহিগণ বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। অশ্বগণ যেন সেই ভূখণ্ড পদভরে কাঁপাইয়া ছুটিল, পথের মধ্যে উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্ব্বততরঙ্গিণী লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিস্কার করিয়া ছুটিল। আরোহীদিগের জ্বলন্ত নয়ন সেই বরাহের দিকে স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উন্নত দক্ষিণ হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে ও উৎসাহে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বরাহ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিতেছে। একবার স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে শত বর্শার শাণিত ফলা দেখিয়া সম্মুখ-রণচিন্তা ত্যাগ করিল, লম্ফ দিয়া একটী নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমেষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। উচ্চশব্দ করিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, বাহির হইবে না। কেহ কেহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা সেই বিস্তীর্ণ ঝোপের কোন অংশে পত্রের শব্দ শুনিয়া অনুমান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অনেকক্ষণ সময় নষ্ট হইল, অনেক উদ্যম ব্যর্থ হইল, বরাহ ঝোপ হইতে বাহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন,—বন্ধুগণ, আর এরূপ বৃথা উদ্যমে আবশ্যক কি? দেখ সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।

যোদ্ধ্গণ ইহা ভিন্ন উপায় দেখিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণহস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে। সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্য সকলে সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহীদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ দিয়া একদিক হইতে বাহির হইল; বিদ্যুৎবেগে, নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষ মধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুনরায় ভূমি ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে কণ্টক ও তরঙ্গিণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন মহানাদে বন পরিপূরিত করিতে

লাগিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন. তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল. আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল. অশ্বারোহিগণ শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে, বরাহ অনুসন্ধান করিতেছেন।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর ফেনময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির. শতযোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায় বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহ রুষ্ট হইল। অদ্য একপ্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ নয়নে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় গতিতে বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল। দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমানকেশ সরাইলেন, তীব্র দৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পমান বর্শা ছাড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল, একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটী বর্শা আসিল, বরাহের মুখের উপর লাগাতে দন্ত চূর্ণ হইয়া রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল, রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তেজসিংহ

তদারভ্যাহং বিরতিকৃতসংসর্গো বন্ধুকুলমুৎসৃজ্য
* * অস্মিন্ কাননে দূরীকৃতকলঙ্কো বসামি।
—দশকুমারচরিতম্।

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, দুর্জ্জয়সিংহের হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল. অপরের সাহায্যে, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা হইল—এইরূপ শত চিন্তা দুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে, তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন,—আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন।

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন,—মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা, তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদকালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।

সামান্য পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

যুবক বলিলেন,—পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন না কিন্তু অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীরগম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই,অথবা, আট বৎসর পূর্ব্বে কেবল একজনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন এইস্থানে বিদায় হইলাম।

দুর্জ্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন. নিঃশব্দে যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

তাহার পর যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় একক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন. এই পথের মধ্যে দুইজনের একটী কথাও হইল না। দুর্জ্জয়সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন এবং একটী পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন দুর্জ্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে. সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত ভাষায় কথা কহিলেন পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন. যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছেন, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সংকুচিত হইতেছেন কি জন্য দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটী ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল. দুর্জ্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জ্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিল। দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল: তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন সে যুবক নাই. ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহার পাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল, প্রভু রাজপুত ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওয়ৎকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এই জন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অস্পৃষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন,—আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে. যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; আপনার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটী আজ্ঞা দিলে, একটী ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত! রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদকালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অসংখ্য অসভ্য যোদ্ধাদিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয়

একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি এই পর্ব্বতগুহার মধ্যে একাকী ও নিরস্ত্র তাঁহার চারিদিকে শত যোদ্ধা বেষ্টন করিয়া আছে সকলে তীক্ষ্নয়নে অপরিচিত রাজপুত্রের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ! দুর্জ্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুত্রের দিকে পুনরায় চাহিলেন তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল ও স্থির নয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন,—শয্যা রচনা হইয়াছে।

যুবক দুর্জ্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আহ্বান করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দান করিলেন কেন, এই বহুসংখ্যক ধনুর্দ্ধর ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জ্জয়সিংহ কিজন্য মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদগ্রস্ত উন্নতবংশীয় রাজপুত হইবেন। স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অদ্য রাজপুত ধর্ম্ম অনুসারে দুর্জ্জয়সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন দুর্জ্জয়সিংহ কেন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু যখন সেই উন্নত কলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অল্পভাষী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আহবক্ষেত্রে শত শত্রু মধ্যে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কি জন্য সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুম্ব্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের দিকে কি জন্য তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন,—যুবক! এই পর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জ্জয়। তথাপি এ ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন বাঞ্ছা নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ চকিত হইলেন! যুবক কি পূর্ব্বকথা জানেন? অদ্য কি শত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিফল লইবেন? সভয়ে সেই ভীলযোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত! সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট! দুর্জ্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল; এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন,—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন,—অদ্যাই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জ্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।

যুবক। যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে।

দুর্জ্জয়। আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধা দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলকসিংহের সহিত আমার বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সম্মুখ সমরে তাঁহার সূর্য্যমহল দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছি, এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র।

যুবক। সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একেবারে শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় এই কথা দুর্জ্জয়সিংহকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, দেশকাল বিস্মৃত হইয়া, লম্ফ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধনুকে তীর সংযোজনা করিল। অপরিচিত যুবক বামহস্তে

তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন. দক্ষিণহস্তে ধীরে ধীরে দুর্জ্জয়সিংহকে শূন্যে উঠাইয়া অসুর-বীর্য্যের সহিত দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিষ্কম্প। যুবকের কোষে অসি রহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করেন নাই। পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিত স্বরে কহিলেন,—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন,—অদ্যই সূর্য্যমহলে যাইব।

তখন যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উষ্ণীষ দিয়া নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন ও স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন। একক্রোশ পথ দুইজনে পর্ব্বত নামিতে লাগিলেন, একটী কথামাত্র নাই। নৈশ বায়ুতে বৃক্ষপত্র মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দূরস্থ শৃগাল বা বন্যপশুর শব্দ পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সে নৈশ বায়ুতে দুর্জ্জয়সিংহের জ্বলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিস্তব্ধতায় তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না।

একক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়নের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান। যুবক এইস্থানে দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি কোনও কথা উচ্চারণ না করিয়া সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, এরূপ সময় দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দৌড়াইয়া আসিল, দুর্জ্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গি ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জ্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। তিনি যুদ্ধে দুর্জ্জয়সিংহের ন্যায় সাহসী, মন্ত্রণায় অতুল্য। দুর্জ্জয়সিংহ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের কথা। অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র?

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র।

প্রধান। বালক তেজসিংহ?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ ; কিন্তু সে অদ্য বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রান্ত হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মনুষ্য বাঁচে না, বালকের কথা কি?

দুর্জ্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন? যাহাকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চিনা দুঃসাধ্য।

দুর্জ্জয়। তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথায় চিনিয়াছি, আরও একটী উপায়ে চিনিয়াছি।

প্রধান। সে কি?

দুর্জ্জয়। তিলকের সহিত আমি একবার বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অসুরবীর্য্য মেওয়ারে আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটী বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অসুরবীর্য্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অদ্য কাহারও অসুরবীর্য্য দেখিয়া দুর্জ্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন,—আরও একটী কথা আছে।
প্রধান। কি?
দুর্জ্জয়। তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।
ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন, অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তাঁহার যোদ্ধৃগণও চমকিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পুত্রশোক

ভীতেভ্যোঽপি প্রহারিণঃ প্রীতিপরেভ্যোঽপি ঘোষিণো
বিনীতেভ্যোঽপি উদ্ধতাঃ দয়াপরেভ্যোঽপি
নির্দ্দয়াঃ স্ত্রীভ্যোঽপি শূরাঃ ভৃত্যেভ্যোঽপি ক্রূরাঃ
দীনেভ্যোঽপি দারুণাঃ।

—কাদম্বরী।

প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যমহলের সৈন্যসামন্ত সসজ্জ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক হইতে নবজাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্যদিগের বর্শা, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণের উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল, সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্যদিগের আনন্দরব শুনিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ-সজ্জা করিলেন, ও অচিরে অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন। সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

আনন্দময় বসন্তের প্রাতঃকালে সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বসন্তপক্ষী এখনও গান করিতেছে, শাখা ও পত্র হইতে শিশির বিন্দু এখনও সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, প্রভাত-সমীরণ যোদ্ধাদিগের পতাকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প, নির্ব্বাক প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। যোদ্ধৃগণ একটী পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই পর্ব্বতের উপর সমরবাদ্য ও লোককোলাহল শ্রুত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য পর্ব্বতে উড্ডীন পতাকা ও সৈন্যসার দৃষ্ট হইল। অচিরে সৈন্যসার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল, পর্ব্বত পুনরায় নির্জ্জন, শান্ত, নিস্তব্ধ!

বনের আনন্দময়ী শোভা দেখিয়া অশ্বারোহীদিগের হৃদয় উল্লাসপূর্ণ হইল। নিবিড় বনের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দুই এক স্থলে পত্রের ভিতর দিয়া দুই একটী রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহাদিগের উৎসবগৃহ, আজি উৎসবের দিন। সেই নির্জ্জন ছায়াপূর্ণ বনস্থলী একবার সৈন্যরবে পরিপূরিত হইল, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সৈন্যকোলাহল প্রতিধ্বনিত হইল। অচিরে সৈন্যগণ বন পার হইয়া যাইল, পুনরায় বন নির্জ্জন, নিঃশব্দ, অথবা কেবল বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনীদিগের আনন্দনীয় কলরবে জাগরিত।

বন অতিক্রম করিয়া সৈন্যগণ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক্ক যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলিতেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্পসমুদয় সেই হরিদ্র যবশস্যের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপে সৈন্যগণ পর্ব্বত ও ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কয়েক ক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইল। সূর্য্যমহল দুর্গের অধীনে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী "বশী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদকালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার বশ্যতা স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, এবং তাহারা ঐ যোদ্ধার "বশী" অর্থাৎ অধীন নিবাসী হইয়া থাকিত। পূর্ব্ববৎ তাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহে। তাহারা যোদ্ধার দাস, যোদ্ধার ভূমিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া বহুকালাবধি সূর্য্যমহলেশ্বরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ সূর্য্যমহল দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তিলকসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, চন্দ্রপুরনিবাসীদিগকে মৃত তিলকসিংহের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বশী প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতেন,, সর্ব্বদা অবমাননা করিতেন, অতিরিক্ত কর চাহিতেন, সময়ে সময়ে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেন।

বৃদ্ধ সর্দ্দার গোকুলদাস পুত্র কেশবদাসকে সর্ব্বদা কহিত,—এ অত্যাচার চিরকাল থাকিবে না, তিলকসিংহের রাজ্য তিলকসিংহের পুত্র অধিকার করিবে, ভগবান করুন, যেন সেদিন শীঘ্র আইসে।

দিন দিন দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে গ্রামের লোক আর সহ্য করিতে পারিল না, পরামর্শ করিতে লাগিল,—আমরা কি জন্য দুর্জ্জয়সিংহের দাস হইব? আমাদিগের প্রভু তিলকসিংহ হত হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কি তাঁহার উত্তরাধিকারী? পথের দস্যু কি দুর্গের অধীশ্বর? ঐ দস্যুর বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি আমাদের 'স্বামিধর্ম্মের' কোন ক্ষতি আছে? আমাদের 'বাপতা' (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষয় স্বত্ব) আমরা ত দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী আসুন, আমরা তাঁহার বশী, অন্য কাহারও নহি।

গ্রামের লোকের মধ্যে এইরূপ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ প্রজাদিগের এই বিদ্রোহভাব দেখিয়া আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, প্রজাদিগকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক জনকে নিজ দুর্গে ধরিয়া আনাইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ বিচার করিয়া সমস্ত প্রজার অর্থদণ্ড করিলেন, এবং সর্দ্দার গোকুলদাসের পুত্র কেশবদাসের বিদ্রোহিতা দোষে প্রাণদণ্ড করিলেন।

ইহার তিন বৎসর পর অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ সৈনাসামন্ত লইয়া এই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে একজন দীর্ঘাকার লোককে দেখিতে পাইলেন। গোকুলদাসকে চিনিতে পারিয়া সঘৃণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৃদ্ধ শৃগাল, কর দিবার চেষ্টা করিতেছিস, না জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে কুমন্ত্রণা করিতেছিস?

গোকুলদাস সৈন্য দেখিয়া দূরে দণ্ডায়মান ছিল, দুর্গেশ্বর দ্বারা এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর বিরুদ্ধে দাস কি করিবে? ধীরে ধীরে পুত্রহন্তাকে প্রণাম করিল।

পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহ কর্কশস্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের কথায় বৃদ্ধের মুখমণ্ডল উষ্ণ শোণিতে রঞ্জিত হইল, তথাপি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কেবল এইমাত্র বলিল,—প্রভু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস নহে।

দুর্জ্জয়। তবে ভীরু শৃগালের বংশে সুমন্ত্রণা অভ্যাস কতদিন হইয়াছে? বশী দাসবংশ সাধু আচরণ কতদিন শিখিয়াছে?

গোকুলদাস। প্রভু, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বশী বটে, কিন্তু দাসত্বের সহিত এখনও ভীরুতা অভ্যাস করি নাই, আমরা রাজপুত।

অন্যান্য অশ্বারোহিগণ দেখিলেন, নির্ব্বোধ গোকুলদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন,—রে বৃদ্ধ, পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তথাপি এখনও রাজার প্রতি আচরণ শিখিলি না? দুর্জ্জয়সিংহ এইরূপে দাসকে আচরণ শিখায়। এই বলিয়া ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ পদাঘাত করিয়া বৃদ্ধ গোকুলদাসকে ভূতলশায়ী করিলেন। নির্ব্বাক হইয়া সেস্থান হইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল।

শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিল। রাজপুতের পক্ষে এই অসহ্য অবমাননায় একটীও শব্দ উচ্চারণ করিল না, ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পরে ধীরে ধীরে সেই বিষম অত্যাচারী দুর্জ্জয়সিংহের দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ পর গোকুলদাস কহিল,—দুর্জ্জয়সিংহ, তোকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুত্রশোক প্রায় বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সে কথা তুই আজ স্মরণ করাইয়া দিলি—একদিন ইহার প্রতিফল দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সালুম্‌ব্রা

ধ্রিয়মাণতুরগচ্ছেবাণ্ডং
বাদ্যমানবিভ্রমঢক্কাশতপুষ্করং
সেনাসন্নিবেশমপশ্যম্‌।

—বাসবদত্তা।

অদ্য সালুম্‌ব্রার পর্ব্বতদুর্গ কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে! পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়াছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাওয়ৎকুলের যত সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্‌ব্রায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ দ্বিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ সহস্র সৈন্য লইয়া চন্দাওয়ৎকুলাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানীগণ প্রাসাদে রাজ-সাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতেছেন, সৈন্যগণ পর্ব্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবিরের উপর হইতে চন্দাওয়ৎ পতাকা উড়িতেছে, শিবিরের চারিদিক হইতে চন্দাওয়ৎকুলের বিজয়বাদ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদিগের হাস্যধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবিরের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওয়ৎ-পতাকা লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দাওয়ৎ রণবাদ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকায় বা পর্ব্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাওয়ৎকুলের রণবাদ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বেই অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পর্ব্বতে, অনেক উপত্যকায়, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহৃদয় স্তম্ভিত করিয়াছে।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাদ্যও শ্রুত হইতেছে। ফাল্গুন মাস হোলীর মাস; পথেঘাটে গৃহদ্বারে, নাগরিকগণ দলে দলে গীত গাহিতেছে, একে অন্যের দিকে আবীর নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্ন বিপদ বিস্মৃত হইতেছে। উৎসব দিনের প্রভাবে অদ্য নানারূপ অশ্রাব্য গীতও গীত হইতেছে, নানারূপ কুৎসিত কৌতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কৌতুক, সে আবীর-নিক্ষেপ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলই সমান, সালুম্‌ব্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতিবাহনকালে নাগরিকদিগের আবীরে রঞ্জিত ও অতিব্যস্ত হইলেন, নাগরিকদিগের কৌতুকে বিরক্ত হইলেন না। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। অল্পবয়স্ক বালকগণ বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিতেছিল, বৃদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবীর দিয়া করতালি দ্বারা অন্ধকে উপহাস করিতে লাগিল। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও বৃদ্ধগণ পথে পদচারণ করিতে লাগিল, দলে দলে ললনাগণ পথে, ঘাটে, গৃহদ্বারে কামদেবের কমনীয় গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ দরীশালায় অর্থাৎ সভাগৃহে আসিলেন কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গায়ক চন্দাওয়ৎকুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধৃগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ মস্তক নত করিয়া মঙ্গলেচ্ছু যোদ্ধাদিগের সম্মান করিলেন।

রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার দক্ষিণে ও বামদিকে যোদ্ধৃগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সকলেরই হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাহাদিগকে বসিবার আদেশ করিলেন, যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন, ঢালের সহিত ঢালের সঙ্ঘর্ষণ-শব্দ সেই প্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বীরগণ! অদ্য সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে, মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় ও সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কীদিগের হস্তে। কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে ম্লেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

"উত্তরে কমলমীর হইতে ক্ষণে রক্তনাথ পর্যান্ত পর্ব্বত-প্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন; অবশিষ্ট সমস্ত প্রশস্ত ভূমি মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লাভ নাই; মহারাণার আদেশে এ মোগলের-কবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এস্থানে একণে কৃষক চাষ করে না, গোরক্ষক গোরক্ষা করে না, মনুষ্য বাস করে না। মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে; বুনাস ও রবীনদীর তীরে উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় একণে জঙ্গলময় ও হিংস্র পশুর আবাসস্থল হইয়াছে; আরাবলি পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত মেওয়ার-প্রদেশ প্রদীপশূন্য।

"মহারাণার আদেশ কে লংঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে যান, সালুম্ব্রা সতত মহারাজের সঙ্গে গিয়াছে। সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নির্জ্জনতা দর্শন করিয়াছি, অরণ্যের নিস্তব্ধতা শ্রবণ করিয়াছি, শস্যের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি, গমনাগমনের পথে কণ্টকময় বাবুল বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছি, মানবগৃহে হিংস্র পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছি। একজন ছাগরক্ষক বুনাস-নদী-তীরে নিভৃতে ছাগরক্ষা করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে। অন্য কেহ মহারাজের আজ্ঞা লংঘন করে নাই।

"মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্যানখণ্ড একণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহারা জানিবে, মহারাণার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে একণে অরণ্য পার হইতে হইবে, তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্যের খাদ্য নাই, আবাসস্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিমসাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল তাহা একণে নিষিদ্ধ। একণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুষুপ্ত থাকিব না।

"বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্ব্বত-প্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায় সৈন্য আছে। চন্দাওয়ৎকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অন্যান্য যোদ্ধৃকুল চারিদিক হইতে আসিতেছে, সম্মুখ রণের জন্য মহারাণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না, ভূমিয়গণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাস-পর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যজাতিগণও ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগকে সমর-উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় ধূমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ! একণে হোলীর সময় নাগরিকগণ হইতে আপনাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, আমারও পরিত্রাণ নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছি, দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটীর, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন। যোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অন্য প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্ব্বত-সংকুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য-শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছ, সেদিন মেওয়ারের অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য আমার যোদ্ধৃগণ প্রস্তুত হও।"

সালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধৃগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, ঝনঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ, সে হুঙ্কার, সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল। এই উল্লাসরব থামিতে থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ব্রার বৃদ্ধ চারণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আপনারা যুবক, আপনাদিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, আপনাদিগের আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে। সেই অতীতকাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় আমার মানসচক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে, আমি বহির্জগৎ দেখিতেছি না। সেই মেঘমালার মধ্যে অন্য একটী জগৎ দেখিতেছি, অন্য বীর আকৃতি দেখিতেছি, শ্রবণ করুন।

"অদ্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্ব্বত-কন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালনপালন করেন, শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গল মহারাণার শুদ্ধান্তঃপুর।

বাল্যকালে আমি আর একজনকেএইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন, পর্ব্বতশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় পূর্ব্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সেকথা শ্রবণ করুন।

"সেই বালক একদিন ভ্রাতার সহিত চারণীদেবীর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্য আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন। চারণীদেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—যিনি সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন, একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন। রোষে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল, কেননা উভয়েই রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া এক চক্ষু অন্ধ হইয়া পলাইল। কোথায় পলাইল?

"ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিন বেশধারী অথচ তেজঃপূর্ণ ভৃত্যটী কে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগরক্ষণে অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূরে করিয়া দিত? অবমানিত, দূরীকৃত বালক কোথায় যাইল?

"জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর, শ্রীনগরের বীর করিমচাঁদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বটবৃক্ষই তাহার চন্দ্রাতপ, তৃণই তাহার শয্যা, খড়্গই তাহার উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটী সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্রনিবারণ করিতেছে। করিমচাঁদের সামান্য সেনার জন্য কি সর্প চক্র-বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র সর্প বালকের রাজচ্ছত্রধারী।

"দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজচ্ছত্রধারী তাঁহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ, ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অশীতি সহস্র অশ্বারোহী মেদিনী কম্পিত করিতেছে। ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্য জয়পতাকায় আকাশ বহুবর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি এ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন! পুনরায় কি পৃথ্বীরাজের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিবেন? কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে তুমুল ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তুক বাবরের মোগল-সৈনা ভারতক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ বাবরের নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু বীরের বীরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর—যতদিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, ততদিন চিতোর প্রবেশ করিব না; মরুভূমি আমার শয্যা, আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে না; পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজা উপবেশন করিবেন? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর দেখিতে পাই না, সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ ষোড়শ রাজা ও শতাধিক রাওয়ৎ ও রাওয়ল কোথায় গেলেন? পঞ্চশত হস্তী, অশীতি সহস্র অশ্বারোহী কোথায় গেল? সে আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে! সে মহাতেজ চিরকালের জন্য লীন হইয়াছে।

"লীন হয় নাই। যোদ্ধৃগণ, সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ণ বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর, হুঙ্কার রবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-তাড়িত তৃণবৎ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও, চিতোর নগর জয় জয়-নাদে পরিপূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্ব্বদিন আসিবে। পর্ব্বত-কন্দর ও নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপ-সিংহও সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহের নামও দিল্লী পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।"

বৃদ্ধ নীরব হইল। ক্ষণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত যোদ্ধার বজ্রনাদ ও হুঙ্কার শব্দে সালুম্ব্রার পর্ব্বত কম্পিত হইল। পর্ব্বতের নীচে সৈন্যগণ সে শব্দ শুনিল, শতগুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারণদেব নিজস্থানে উপবেশন করিলে পর সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—বীরগণ, যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধ-সময়ে সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওসংকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন, চল কল্যই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করি। বীরগণ, আমাদের সভাভঙ্গ হইল। বন্ধুগণ, অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই, আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে যোদ্ধৃগণ অশ্বারোহণে হোলী খেলিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবীরনিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন, পরস্পরের কুম্‌কুমে পরস্পরের মস্তক, দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও যোদ্ধাদিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল। অশ্বগণ কখন তীব্রগতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লম্ফ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ায় উন্মত্ত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবীর নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্যগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ায় লিপ্ত হইল, সম্বৎসরিক আনন্দরবে সালুম্‌ব্রা-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্যগণের মধ্যে কয়জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্ব্বে হল্‌দীঘাটার ভীষণ পর্ব্বততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রতাপসিংহ

হতো বা প্রাপ্‌স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌।
—ভগবদ্গীতা।

কয়েকদিবস মধ্যে চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্‌ব্রাধিপতি সমস্ত চন্দাওয়ৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য কুলের যোদ্ধৃগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে সঙ্গাওৎকুলেশ্বর দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের এক শাখামাত্র। বেদনোরের মৈর্ত্ত্যকুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিলেন। তাঁহারা রাঠোরবংশীয়, মেওয়ারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা ছিল না। এই বংশের জয়মল্লই আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আকবরহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা এখনও সে কথা বিস্মরণ হন নাই, পিতার বীরত্ব অনুকরণ করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগাওয়ৎকুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের শাখা মাত্র। এই জগাওয়ৎকুলোদ্ভব পত্ত নামক বীরশ্রেষ্ঠ চিতোর ধ্বংসকালে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সালুম্‌ব্রাধিপতির মৃত্যুর পর ষোড়শবর্ষীয় পত্ত চিতোর দ্বার রক্ষা করেন, অকম্পিত হৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে নিজ মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই দ্বারদেশে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করেন। তাঁহারই জ্ঞাতিবন্ধু এক্ষণে জগাওয়ৎকুলেশ্বর, জগাওয়ৎকুলের নাম রাখিতে কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দৈলওয়ারা হইতে ঝালাকুল, বৈদলা ও কোটারি হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমরকুল, অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধৃগণ, মেঘরাশির ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশ সহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না।

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষদিন, বসন্তোৎসবের শেষদিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে, হোলীকে দগ্ধ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশনিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বত-শিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূর দেখা যায়, বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্ কল্ রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখা প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্তগীতের মধ্যে মধ্যে চারণ দিনের যুদ্ধ বর্ণনা স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে, মেওয়ারের গৌরব, মেওয়ারের বিপদরাশি, মেওয়ারের আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, আনন্দ গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গীত নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে।

এ সমস্ত উৎসব ব্যাপার হইতে বহুদূরে একটী অন্ধকারময় পর্ব্বতস্থলীর উপর একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার জন্য নহে। মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার মধ্যে যতদূর দেখা যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের অগ্নিকুণ্ড দেখিবার জন্য নহে। কখন কখন কমলমীরের অপূর্ব্ব শৈলদুর্গের উপর নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কখন অসংখ্য সৈন্যের দিকে চাহিতে-ছিলেন, কখন বা আপন হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকারময় নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ রৌপ্য স্পর্শ করিবেন না, জটা শ্মশ্রু বিমোচন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রতসাধন করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা জীবনব্যাপী উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধিবল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে ; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতস্থলীতে যে যোদ্ধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বত-কন্দরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন মহারাণা তাঁহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতস্থলীতে সকলে উপবেশন করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন,—বীরগণ! আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, এই শিখর হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি উল্লসিত হইয়াছি, সেই জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে এই নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছি।

সালুম্ব্রাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—মহারাণা! যুদ্ধের সময়, বিপদের সময়, কবে মেওয়ারের যোদ্ধৃগণ মেওয়ারের মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত, আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার। আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিবে।

প্রতাপ। কৃষ্ণসিংহ, আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যেদিন পিতার মৃত্যু হয়, যেদিন ভ্রাতা যোগমল্ল সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেদিন সভার মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে, ঐ স্থান আপনার ভ্রাতার! সেইদিন আপনিই আমার কোষে এই অসি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন ; যতক্ষণ অসি আমার হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সালুম্ব্রাধিপতি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

কৃষ্ণসিংহ। সালুম্ব্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চাহে না। স্বামিধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত পুরস্কার।

পরে রাঠোর বংশীয় জয়মল্ল ও জগাওয়ৎ বংশীয় পত্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন,—চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পত্ত জীবন দান করিয়া যে যশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই যশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন?

তাঁহারা উত্তর করিলেন—সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, চেষ্টায় যোদ্ধৃগণের ত্রুটি হইবে না।

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন,—পিতা যখন হত্যা-কারক রণবীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতে-ছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই তাঁহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন! চোহানকুল সে স্বামিধর্ম্ম এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

চোহান। চোহানকুল স্বামিধর্ম্ম কখনও বিস্মৃত হয় না।

প্রতাপ। বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থায় তাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি যত্ন ভুলিবেন না, এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপের গৌরব রক্ষা করিবেন।

উল্লাসে বিজলীপতি কহিলেন,—সে গৌরব রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন,—ঝালাকুল মেওয়ারের স্তম্ভস্বরূপ, আসন্ন বিপদে তাঁহারাই আমাদিগের প্রহরিস্বরূপ।

দৈলওয়ারাপতি উত্তর করিলেন,—ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

এইরূপে সকল যোদ্ধার সহিত ক্ষণেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন,— "বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইতেছে ; বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে। শত্রুগণ আমাদিগকেও সুষুপ্ত দেখিবে না। তাহারা মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জঙ্গলময় দেখিবে; মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পারাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রাম-সিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদীয়কুল একেবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"প্রতাপসিংহ মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিবে, প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগের সহিত যুঝিবে, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের বাহুবল এ বাহুতে আছে কিনা, দেখিবে। যোদ্ধৃগণ! আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, বাপ্পারাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না—কখনও জানিবে না।

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইতেছে। যোদ্ধৃগণ! সে কার্য্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবরশাহ দেখিবেন মেওয়ারের রাজপুতগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মানসিংহ

যেনাস্যভ্যুদিতেন চন্দ্র গমিতকান্তিং রবৌ তত্ত্বতে।
যুক্তাতে প্রতিকর্ত্তুমেব ন পুনস্তস্যৈব পাদগ্রহঃ॥

—কাব্যপ্রকাশ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশখণ্ড রক্ষা করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বতকন্দর বারবার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে ও সমস্ত মেওয়ারবাসীদিগকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্গেশ্বরগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন। ভূমিয়াগণ সম্মুখ রণ জানে না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমিরক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল ; দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীবগণ, পশ্চিমে মীনাগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিয়া রাজপুত যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

সর্ব্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে নির্গত হইতেন। দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেওয়ারের সমভূমি ও উদ্যানস্থল এক্ষণে জনশূন্য ও অরণ্যময়। লোকালয়ে হিংস্রক জীব বাস করিতেছে, শস্যক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বনাস ও বরী-নদীর উপকূলে মনুষ্যাকৃতি দৃষ্ট হয় না, মনুষ্যরব শ্রুত হয় না। প্রতাপের সৈন্য দেখিয়া অরণ্য-বিচারী পক্ষী কুলায় ছাড়িয়া উচ্চশব্দে আকাশের দিকে উড্ডীন হইল, অরণ্যবাসী জন্তুগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈবসম্পাতে এই মনুষ্যের আবাসস্থল নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে। কণ্টকময় বাবুলবৃক্ষে ও জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হইয়াছে। নিঃশব্দে এই বন বিচরণ করিয়া প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন ; বলিতেন,—সমগ্র মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জ্জন অরণ্যভূমি হউক কিন্তু সে পবিত্রভূমি তুর্কী-পদ-বিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।

রাণা সমস্তদিন যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেখিতেন, পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীনপরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণপরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে কহিতেন,—জগদীশ্বর, যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা চিরকাল এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য সুরক্ষিত পর্ব্বতপ্রদেশের নিকট আসিল, দেখিল সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশস্থল—হলদীঘাটা। দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী। মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈনা যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাক্কালে চল, আমরা একবার মোগলশিবিরে প্রবেশ করি। যে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! জ্ঞাতি-বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, জ্ঞাতিবিরোধের জন্য অদ্য রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতপ্রদেশ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, স্থানে স্থানে সৈন্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে কয়জন পুনরায় দূর দিল্লী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুল্লচিত্তে গীত শুনিতেছেন, সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠা প্রৌঢ়যৌবনা কয়েকজন গায়িকা। যুবরাজের অবয়ব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত ও সুন্দর। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সেই প্রশস্ত ললাট চিন্তাশূন্য, সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হাস্যরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উত্থিত হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—জাঁহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধপরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত শান্ত হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন। ক্ষণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরাধিপতি মানসিংহ শিবির প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তসলীম করিলেন। সহাস্যবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়ই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট-পুত্র, সুতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার, যৌবনেই কার্য্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এরূপ প্রবল হয় যে নুরজাঁহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন,—রাজন! শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন। কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

মানসিংহ। এ দাস কল্যই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন যে কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যকার কার্যের সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বাল্যক্রীড়া মাত্র।

সলীম। প্রকৃত যুদ্ধই তৈমুরলঙ্গ-বংশীয়দিগের রঙ্গস্থল, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।

মানসিংহ। আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারতক্ষেত্রে নাই তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পালাইবে না, এদাস তাহাকে জানে--

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?

মানসিংহ। প্রতাপসিংহের সহিত পূর্ব্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।

সলীম। কি জানেন?

মানসিংহ। প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথা ত আমিও অবগত আছি, আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আপনার উপর সকল কার্য্যে নির্ভর করিয়াছি আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি, আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?

মানসিংহ। প্রভুর নিকট কোনও পরামর্শ এদাস গোপন করে নাই, কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বলধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্বের অবমাননার কথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন।

"যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় এবং রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্প্রতি রাণা হইয়াছেন এইজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

"চিতোর ধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্ব্বতদুর্গে থাকেন। আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

"উদয়সাগরের কূলে মহাসমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না! প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন সে জন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।" মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম। তাহার পর?

মানসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি, যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কে দিবেন?

"প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনায় যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না; অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে।

"প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যিনি রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।

"এই উত্তর পাইয়া আমি অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটী দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উষ্ণীষে বাঁধিলাম; সেই দিন পণ করিলাম যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ কল্য প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।"

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল। সলীমও অবিচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন,—বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে, সে আমাদের তদপেক্ষা অধিক অবমাননা করিয়াছে, সলীম তাহার পরিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদিগের একই অবমাননা একই পরিশোধ। কল্য একত্রে সেই অবমাননার পরিশোধ দিব, অদ্য ব্যস্ত হইবেন না।

সলীমের এই প্রতিজ্ঞায় মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, চক্ষুতে একবিন্দু জল আসিল, সলীমকে নিস্তব্ধে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাদ্যধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত হইতে না হইতেই অন্য বাদ্য শ্রুত হইল অন্য রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : হলদীঘাটার যুদ্ধ

স ঘোষঃ * * *
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহব্যনুনাদয়ন্॥

—ভগবদ্গীতা।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছা, অপরদিকে শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধৃগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বতশিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা চন্দাওয়ৎ ও জগাওয়ৎ সকল কুলের যোদ্ধৃগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। একদল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়, অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তি-আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্শা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুইপক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকান্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধাগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহ আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ দেখিলেন এবং হুঙ্কারশব্দ করিয়া শিশোদীয়র পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার পরিশোধ দিবে!

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বারবার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল। মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, এবং মহাকোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন,—দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন,—ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে; বিপদকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করেন না।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাপতির জীবনশূন্যদেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন, মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধৃগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ভ্রাতৃদ্বয়

দিনকরকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো সরভসমেহি পরিষ্বজস্ব।
তুহিনশকলশীতলৈস্তবাঙ্গৈঃ শমমুপযাতু মমাপি চিত্তদাহঃ।

- উত্তরচরিতম্।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু এখনও তাঁহার বিপদ-শান্তি হয় নাই। দুইজন মোগল একজন খোরাসানী, অপরজন মুলতানী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটি পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল, মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতশ্রেণীতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন,—"হো নীলা ঘোড়ারা আসওয়ার!" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত।

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন, সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলদের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই ; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ, একদিন তোমার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য সে ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য তোমার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্ব্বদোষ ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন দান কর।

প্রতাপসিংহ দেখিলেন শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব ও প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে, প্রতাপ কি সেই স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ বর্শায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন, নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন,—ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন ; আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ? ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব ; বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বর বা মানসিংহকে ভয় করিব না।

নবম পরিচ্ছেদ : নাহারা মগ্‌রো

> অন্তর্ধৈর্যভরেণ বদ্ধবচনং সংপীড্য পিণ্ডোদ্গতো
> ক্ষন্মর্মাশ্রিতশল্যবৎ পরিদহন মন্যুশ্চিরং যঃ স্থিতঃ।
> স্ফূর্যাত্তোব স এষ সম্প্রতি মম [illegible] নির্গম্মিতঃ
> কল্পোপায়মরুৎ প্রকীর্ণপয়সং সিন্ধোরিবৌর্ব্বানলঃ॥
>
> —বীরচরিতম্।

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেই দিনের কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহ্বর হইতে বাহির হইলেন। সেই অন্ধকার নিশীথে, কেবল তারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীর বনের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থান, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য নৈশকানন একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পর্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দুলও তেজসিংহের অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা, সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্যজন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় একপ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘকেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন পরে নিম্নে সেই আলোকশূন্য, শব্দশূন্য, সুষুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পরে চিন্তা সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন!

গহ্বরে কবাট। তেজসিংহ সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝন্‌ঝনা শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোনও উত্তর পাইলেন না।

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই, পুনরায় গহ্বর নিস্তব্ধ!

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াকুল পর্ব্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ করিলেন। সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট ও সমস্ত গহ্বরসুদ্ধ কম্পিত হইল।

এবার ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল— নিশীথে নাহারা মগ্‌রোতে কে?

যুবক উত্তর করিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভস্থ একটী জলপ্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটী দীপ দেখা যাইল ; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল! দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলীনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন ও সেই শীর্ণ দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ, মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অংকিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন। সময়ে সময়ে সেই স্থিরনেত্র উদ্ধর্দিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চারণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকটে অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত! সবিস্ময়ে তেজসিংহ দীর্ঘকায়া চারণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে চারণীদেবী আদেশ করিলেন,—রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম মেওয়ারে অবিদিত নাই ; তাঁহার পুত্র কি বাসনায় চারণীর সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষী?

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারণী। চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকাল প্রচলিত "বৈরি" চারণীর অবিদিত নাই। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল, বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহস্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যতদিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করে না। অনুমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই, তবে সূর্য্যমহল আর চাহিব না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্য ভীলদিগের সহিত বাস করিব।

চারণী। মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা রাঠোর, মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অদ্য চন্দাওয়তের শোণিতপাত করিতে চাহ, চন্দাওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?

তেজসিংহ। যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোর বংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান [illegible]কার করিয়াছে পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাঁহারা সেই আহবে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের শোণিতে মেওয়ারে রাঠোর অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাঠোরবংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নতরব এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চারণীদেবী উত্তর করিলেন, বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তোমার নিকট অবিদিত নাই ; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীর্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওয়ৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?

তেজসিংহ। বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না, পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম। এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোর বংশের অযোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চারণীর কিছুই অদেয় নাই।

তেজসিংহ। দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। বিধির নির্ব্বন্ধ নশ্বর মানবের নিকট লুক্কায়িত, কিন্তু দেবীর দূরবিচারিণী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুক্কায়িত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারা মগ্‌রোতে* আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন ; অদ্য তিলকসিংহের পুত্র—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারা মগ্‌রোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে সেই কথা বলিযা এ তাপিত হৃদয়কে শান্তিদান করুন।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর। নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহনীয় নহে। কেননা, মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে ; ক্লেশের শান্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ যবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবন বহন করিতে চাহিত? বালক! এখনও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন বাঞ্ছা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। দেবি! এই নাহারা মগ্‌রোর চারণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়াছেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের যত্নও কি সফল হইতে পারে না?

চারণী। সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতাকর্ত্তৃক আহত ও এক চক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন বহুদিন অবধি সামান্য মেষপালকদিগের সহিত বাস করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা স্মরণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্যম হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চারণী আর কি করিতে পারে নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অন্যায় সমরে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, তস্করে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিষেধ করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি। সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চারণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়! তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ। দেবীর অনুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম ; শ্রবণ করুন।

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে তেজসিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিষাদে ঘনঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তেজসিংহ কম্পিত স্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সেই স্বর সেই পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

* নাহারা মগরো অর্থাৎ ব্যাঘ্র পর্ব্বত।

দশম পরিচ্ছেদ : দেবীর আদেশ

ধ্বংসেত হৃদয়ং সদ্য পরিভূতস্য মেপরৈ।
যদামর্শ প্রতিকার ভুজালম্বং ন লম্ভয়েৎ॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

"দেবি! আমি চিরকাল এরূপ ছিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন এরূপে যায় নাই! দিবস-যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না, যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভীলদিগের ভিক্ষা-ভোজী ছিলাম না, রাজপুতদিগের মধ্যে রাজপুত ছিলাম!

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোরকুলেশ্বর জয়মল্ল স্বয়ং তিলকসিংহকে দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন, স্বয়ং সূর্য্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্ব্বতবাসী ছিলাম না, আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, সূর্য্যমহলের যুবরাজ ছিলাম!

"চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রাঠোর তিলকসিংহের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে "বৈর" চলিয়া আসিতেছে। বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন সে বিরোধ, সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্ব্বাসিতের শরীরে বংশানুগত রোষ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, দুর্জ্জয়-সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাড়ওয়ার। সেই স্থান হইতে তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে আসিয়া চন্দাওয়ৎদিগের নিকট হইতে সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছে, বংশানুক্রমে তথায় বাস করিতেছে তাহা দেবীর অবিদিত নাই। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওয়ৎদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবে।

"পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে? যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না, কিন্তু দেবি! জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবর-শাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে সালুম্ব্রাপতির মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাহিতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন,—হৃদয়েশ্বর সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন, দাসীগণ! চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কেননা জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল।"

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"দেবি! ক্ষমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, অদ্য স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সম্বরণ করিতে পারিল না। যখন চিতারোহণে স্থিরসংকল্প হইলেন, তখন বাটীর সকলে আসিয়া নিষেধ করিল। আমাকে কে প্রতিপালন করিবে, সকলে এইরূপ যুক্তি দেখাইতে লাগিল। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর অনুমৃতা হইবার জন্য স্থির-সংকল্পা হইয়াছিলেন।

"শেষে আমি আসিয়া বলিলাম,—মাতা, এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্য-মহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে? এবার তিনি স্থির সংকল্প ভুলিলেন, বলিলেন,—দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থ পত্তের মাতা ও বনিতা নাকি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে।

"পিতার অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন, তাঁহার ব্যবহৃত একটী ছুরিকা পাইলেন,সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

"দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরু ভীত হইল! অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিল।

"রাজপুত যোদ্ধৃগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

"হ্রদের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বামহস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা!

"ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধৃগণ হত হইল; ক্রমে যুদ্ধতরঙ্গ ও যুদ্ধনাদ সেদিকে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কবাট ভগ্ন হইল। চন্দাওয়ৎগণ সেই গৃহে মহাকোলাহলে প্রবেশ করিল, সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

"সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না, সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদিত করেন নাই! স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন করিলেন, জ্বলন্তনয়নে সেই নরাধমের দিকে চাহিলেন। নারীর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে ভীরুর গতি সহসা রোধ হইল, তস্কর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। মাতা সেই ছুরিকাহস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুত-কলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের শোণিত পান করিল। তৎক্ষণাৎ দশজন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল!"

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ক্ষণেক পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম। সেই ভীরুকে আর একদিন দেখিতে পাইব, মাতার হত্যার পরিশোধ লইব, বংশের কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায় সেই অবধি আট বৎসর জঙ্গলে ও গহ্বরে জীবন ধারণ করিয়াছি।

"দেবি! তাহার পর বিজনবনে ও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া ভীলদিগের শরণাগত হইয়াছি, হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য! অনুমতি দিন, আর একবার দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছুই প্রার্থনা করিবে না।"

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজসিংহের গম্ভীর স্বর বারবার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেকক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ!

পরে চারণীদেবী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন,—বংশানুগত শত্রুতা ও "বৈরি" রাজপুতধর্ম্ম; তিলকসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের বংশের মধ্যে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় জ্বলিবে তাহাতে বিস্ময় নাই, কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে মেওয়ারে গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

তেজসিংহ। বিদেশীয় যুদ্ধসত্ত্বেও কি পামর দুর্জ্জয়সিংহ তস্করের ন্যায় সূর্য্যমহল হস্তগত করে নাই।

চারণী। আকবরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পর রাণা উদয়সিংহের সহিত তাহার যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন; সেই সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল হস্তগত করিয়াছিলেন।

তেজসিংহ। এখনও কি যুদ্ধ ক্ষান্ত হয় নাই? মানসিংহ রোষে দিল্লীতে গিয়াছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কোথায়?

চারণী। বর্ষাপ্রারম্ভে বালকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করে, মেঘ কোথায়? বালক! বর্ষার মেঘ অপেক্ষা অধিক সমারোহে শত্রু আসিতেছে। যে খড়্গ দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ,

সেই খড়্গহস্তে হল্‌দীঘাটায় যাইয়া উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হল্‌দীঘাটায় অচিরে অনেক খড়্গ ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহকলহ রাজস্থানের প্রধানুগত নহে।

তেজসিংহ। দেবি! মেওয়ার রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয়, রাঠোর সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্য্যন্ত যে পামর রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায় বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, সে রাজপুত-কলঙ্ক জীবিত থাকিবে?

চারণী। বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহকলহ নিষিদ্ধ।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; চিন্তার পর ঊর্দ্ধনেত্রা চারণী অতিশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—বালক! অদ্য তুমি সেই দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ!

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন,—দেবীর নিকট কিছুই অবিদিত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই জন্য বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি।

চারণী। পরে দুর্জ্জয়সিংহকে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, আমার এই পণ। অনুমতি দিন, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তস্করের হস্ত হইতে পৈতৃক দুর্গ কাড়িয়া লইব, সম্মুখ আহবে সেই তস্কর দুর্জ্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।

চারণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজসিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহকলহ বিস্মরণ করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। তিলকসিংহের পুত্র! তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার দেহে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলকসিংহের ন্যায় রাজপুতধর্ম্ম পালন কর; দশ বৎসরমধ্যে বিদেশীয়যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে! সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর-খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ : ভীলপ্রদেশ

> অহো মোহপ্রায়মেষাং জীবিতং, সাধুজন-
> বিগর্হিতঞ্চ চরিতং, তথাহি
> পুরুষপিশিতোপহারে ধর্ম্মবুদ্ধিঃ, আহারঃ সাধুজন-
> বিগর্হিতো মধুমাংসাদিঃ,
> শ্রমো মৃগয়া, শাস্ত্রং শিবারুতং, উপদেষ্টারঃ কৌষিকাঃ।
>
> —কাদম্বরী।

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একদিন অপরাহ্নে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতেছিলেন।

তেজসিংহ যদি নিজ চিন্তায় অভিভূত না থাকিতেন, তবে সেই নির্জ্জন ভীলপ্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্ব্বতরাশি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জ্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্ব্বত-বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ুহিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে ও অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্য্যালোক বহুদূর-নীচস্থ পর্ব্বত-তলের পথ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে না। তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাহ্নেই প্রায় অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক বিতরণ করিতেছিল; অন্য স্থলে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত

পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই নির্জ্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতনদী কল্ কল্ শব্দে শিলাশয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, যেন পার্শ্বস্থ প্রহরি-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্ব্বতরাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চক্‌মক্ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়। সেই উন্নত পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্যসূত্রের ন্যায় নির্ঝরিণী বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল্ কল্ শব্দে মিশিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; একজন আধুনিক ফরাশীস্ ভ্রমণকারী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীলপ্রদেশ সুন্দর ও বিস্ময়কর!

তেজসিংহ এইরূপ নির্জ্জন পথ একাকী অতিবাহন করিতেছিলেন। পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের "পাল" অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে, নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগল পক্ষী নিজ কঠোর শাবকগুলিকে লালনপালন করিবার জন্য পর্ব্বতচূড়ায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক পালের চতুর্দ্দিকে বা নীচে অল্পমাত্র ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন ভীলদিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন বংশানুগত দস্যুতা! স্থানে স্থানে সেই পর্ব্বতচূড়ার উপর সায়ংকালীন গগনে বিন্যস্ত ভয়ানক প্রতিকৃতির ন্যায়, এক এক জন কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কৌপীনধারী ভীল ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা এই নির্জ্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী। তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতকদূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটী রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্ব্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে, যতদূর মনুষ্যনয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি পর্ব্বতবৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালীন গগনে বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে যাইয়া তেজসিংহ একবার সম্মুখে অবলোকন করিলেন, এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা একবার ভুলিলেন।

সায়ংকালের লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে! এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ-রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্ব্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জ্জন নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ব্ব দেশবাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুতগণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবাসস্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্ব্বে সেই রাজস্থান ভীলদিগের আবাসস্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া উর্ব্বরাক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাগুলি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ বিন্ধ্যাচল ও আরাবলী পর্ব্বতে যাইয়া আপনাদিগের মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয়, খৃষ্টের জন্মের কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নামমাত্র রাজপুত রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ফলে আপন আপন পর্ব্বতস্থিত "পাল" সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল এবং অবসরমতে কি রাজপুত কি মুসলমান, সকলকেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত-রাণাদিগের সিংহাসন আরোহণের সময় একজন ভীল-সর্দ্দার রাজনিদর্শনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত, এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীলযোদ্ধৃগণ যথাসাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ব্বরজাতিই হিন্দুদিগের দুই একটী দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং হিন্দুদেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত

করিয়াছে। ভীলগণ কহে—আমরা মহাদেবের তস্কর, মহাদেব-ঔরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বন্য বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটী কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন একদিন মহাদেবের বৃষকে হত্যা করে, এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাহারই সন্তান।

পর্ব্বতের শিখরে ভীলদিগের "পাল" বা গ্রাম নির্ম্মিত হয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ এক একটী দুর্গের ন্যায় চারিদিকে কণ্টক ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। এই পালসমূহ হইতে হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সভ্য জাতিদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ভীলগণ বহুশতাব্দী অবধি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে, তবে ভীল নারী ও শিশুগণ গোমহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিবিড়, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ও জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকে; পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বা প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা নিজ নিজ পাল রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি ও সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্ব্বদাই বিরোধ ও বিবাদ হয়, কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিপদকালে সকল দল একত্রিত হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্যকায় শব্দিত হয়, পাল হইতে অন্য পালে সংবাদ প্রেরিত হয়। নিশাকালে ব্যাঘ্র, শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া ভীলগণ সংকেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া ঐক্যভাবে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করে' রাজস্থানে অদ্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তাহারা দুই একটী হিন্দুদেবকে ও নানারূপ পীড়াকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মৌয়া বৃক্ষকে বিশেষ সমাদর করে, এবং ঐ বৃক্ষ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণকায় এবং কার্য্যগুণে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্ষমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা ঈষৎ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, এবং বস্ত্রদ্বারা কক্ষ ও একটী স্তন আচ্ছাদন করে এবং হস্তপদে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ। নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কন্যা একত্রিত হয়, পরে যুবকেরা আপন আপন মনোনীত এক একটী কন্যাকে বাছিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন তথায় কালহরণ করে। পরে স্ত্রীপুরুষ গ্রামে ফিরিয়া আইসে।

বর্ব্বর ভীলদিগের দুইটী অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাদের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না, এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : হ্রদতটে ভীল বালিকা

কা উণ ধস্যা ইত্তিআ জা ইমিণাং পরিমাগমাণা
অত্তালঅং বিণোদেদি।
—বিক্রমোর্ব্বশী।

যে পর্ব্বতের নীচে তেজসিংহ হ্রদতটে এই নিস্তব্ধ সায়ংকালে এখনও বসিয়া আছেন, সেই পর্ব্বতের চূড়ায় ভীমচাঁদ নামক এক ভীল সর্দ্দারের পাল ছিল। সেই পালের নিকটে একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সেই গহ্বর একদিন দৃষ্টি করিয়াছেন।

হ্রদের তটে একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর তেজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। সহসা একটী ভীল-বালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, এবং বাল্যোচিত চপলতার সহিত হ্রদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল! তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন। বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলকন্যা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুটী উজ্জ্বল,মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীল-বালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্য বিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটী শব্দ, একটী ছায়া, একটী স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণকেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে, নয়ন দুইটী সর্ব্বদাই চঞ্চল। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু, কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুইতিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত! বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত,—মেয়েটী দেখিতে বালিকা, কিন্তু মনটী বালিকার মন নহে।

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমে শত্রুগণ মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ যুদ্ধচিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় শত্রু থাকিতে গৃহকলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সূর্য্যমহলের চিন্তা করিতেছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীল-বালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হ্রদের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেকক্ষণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটী গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, বাল্যকালে দৃষ্ট মুখচ্ছবি কখন কখন নয়নপথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম-নিহিত অগ্নির ন্যায় কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটী সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটী স্বপ্ন চিন্তা করিতেছিলেন, ভীল-বালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালিকা জলখেলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল, কৈ বালিকার মুখে ত কোনও চিন্তার লক্ষণ নাই! তেজসিংহ বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন--বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে আপন মনে তাহাই গাইতেছে!

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ সন্দিগ্ধমনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

হাসিয়া ভীলবালা বলিল,—এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূকুঞ্চিত হইল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল,--তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?

তেজসিংহ বালিকার সরল মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,-আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম। বলিলেন,—আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস।

ভীল-বালিকা। ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়! তুমি যদি ভীল হইতে!

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহা হইলে কি হইত?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীলবালা কহিল,--তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত?

ভীলবালা যথার্থই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল!

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন,—বালিকা, শীঘ্র বাড়ী যা; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। আমি মেঘ দেখিতে ভালবাসি।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কালমেঘ একত্রে খেলা করে!

তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

অস্পষ্টস্বরে তেজসিংহ বলিলেন,—বালিকা তুই কি সরলা বালিকা, না চিন্তাশীলা নারী? আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চঞ্চলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ভীলদিগের পালে

> অংশাবতারমিব কৃতান্তস্য, সহোদরমিব পাপস্য,
> সারমিব কলিকালস্য,
> ভীষণমপি মহাসত্ত্বতয়া গম্ভীরমিব উপলক্ষ্যমাণং অনভিভবনীয়াকৃতিং
> শবরসেনাপতিমপশ্যম্।
> —কাদম্বরী।

তখন তেজসিংহ সে হ্রদ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে আপন পালের নিকটস্থ গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় সেই পালের প্রতি কুটীরে ভীলনারীগণ আপন আপন গৃহকার্য্যে রত রহিয়াছে। সকলের শরীর বলিষ্ঠ ও উপরিভাগ অনাবৃত অথবা অর্দ্ধাবৃত। কেহ কেহ গোবৎসকে আহার দিতেছে, কেহ বা শিশুকে স্তন দিতেছে, কেহ বা আহার প্রস্তুত করিতেছে, আবার কেহ বা এই যুদ্ধের সময়ে পালের কণ্টকবেষ্টনে আরও কণ্টক রোপণ করিতেছে। পালের প্রত্যেক কুটীরে রন্ধনের অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির চতুর্দ্দিকে বা গৃহের বাহিরে উলঙ্গ বর্ব্বর শিশুগণ খেলা করিতেছে। মনুষ্যের বাসস্থান হইতে বহুদূরে, পর্ব্বতের শিখরে দুর্ভেদ্য জঙ্গল-আবৃত ও কণ্টকবৃক্ষবেষ্টিত এই তস্করের উপনিবেশ কি বিস্ময়কর! সভ্য মনুষ্য তাহাদিগকে ঘৃণা করে, সভ্য মনুষ্য তাহাদিগের উর্ব্বরা ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলগণ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় এই পর্ব্বতবাসী ভীলগণ শতবার লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সভ্য মনুষ্যের লুণ্ঠিত ধনে ভীলনারী ও ভীলশিশু পালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের কুটীরে অদ্য সেই পালের সমস্ত যোদ্ধা আসিয়া জড় হইয়াছে, এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই ভীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অবয়ব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত ও সুবদ্ধ পেশী-বিজড়িত। মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের সে হৃদয় কঠিন! তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও একটী গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ সাহসী, সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার তীক্ষ্ণ নয়ন বহুদূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত। ভীমচাঁদ স্বামিধর্ম্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত। একমাত্র দুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও মমতা ছিল।

ভীমচাঁদের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য যে ভীলগণ বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত; কেবল একখানি কোপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র ছিল না।

সেই ভীলপালে অদ্য দুই জন আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চন্দ্রপুরের গোকুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পাহাড়জী

জাতিতে ভূমিয়া, ভূমিকর্ষণ করা তাঁহার ব্যবসায়। নয়নে ও ললাটে যোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ। ভূমিয়াগণ সম্মুখযুদ্ধ জানে নাই, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত। ফলতঃ মেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুতগণ "মিলিশীয়া" বিশেষ ও অন্যান্য রাজপুতের ন্যায় বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষায় যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত। গোকুলদাস একজন "বশী", পাঠক, পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অনেক বয়সে, অনেক ক্লেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্যম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই। তাঁহার পুত্র হত হইয়াছে ; হত্যাকারীকেও দণ্ড দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে।

ভীলকুটীরে অগ্নির আলোকের চতুর্দ্দিকে এই সকল লোক বসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪।৬ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা হইল, হলদী-ঘাটার যুদ্ধের কথা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল। পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমিয়া সৈন্য-সহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বশীদিগের সহিত, তেজসিংহের সহায়তা করিবেন।

তেজসিংহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ভীমচাঁদের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন,—লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে। সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে দুর্জ্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে এই আট বৎসর নিরালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের পিতা আমাদের মহারাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন ; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীলগণ শত যুদ্ধে, শত বিপদে, রাজপুতদিগের সহযোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু।

ভীমচাঁদ কহিল,—আমি তিলকসিংহকে জানিতাম ; সেরূপ রাজপুত আর দেখিব না। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য ভীমচাঁদের যাহা সাধ্য তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম।

পাহাড়জী কহিল,—আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম।

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল,—দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিয়া এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র বশীগণ কতদূর উৎপীড়িত হইবে আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই যে দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ উৎপীড়িত না হইতেছে। তাহারা বশী, তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে? কেবল স্বর্গীয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করে! পূর্ব্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পায়। মনে মনে তাহারা দিন গণে, মাস গণে, কবে পিতার গদিতে আপনি বসিবেন সর্ব্বদা সেই প্রার্থনা করে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে? তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধবয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন, কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা সকলেই জানিতেন, সকলেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন,—পিতার পুরাতন ভৃত্য! তোমার দুঃখ কেবল জগদীশ্বরই সান্ত্বনা করিতে পারেন ; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদি পাইলে চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বশীদিগকে আমি সুখী করিব।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তেজসিংহ কহিলেন,—আর একটী কথা আছে, আমি আহেরীয়ার দিন মাহারা মগরোতে গিয়াছিলাম।

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারণীদেবীর নিকট হইতে তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন,—চারণীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা, তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল,—ভগবান জানেন, জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে, পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই! তথাপি বৃদ্ধের মতে চারণী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয় ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : রাঠোর দুর্গে

নন্ কলভেন যূথপতেরনুকৃতম্।

—মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে ; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যমহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন। সূর্য্যমহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া অনুচরকে সেই দুর্গ প্রদান করিলেন।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধৃগণ সূর্য্যমহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত, শত আহবে আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া "স্বামিধর্ম্ম" প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুর্জ্জয়সিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমহল অধিকার সময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গল ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, অবশেষে ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল ; সানন্দে সেই দরিদ্র ভীলভিক্ষাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অনুচরদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। তাহারা সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া একবাক্যে কহিল,—আমরা তিলকসিংহের লবণ আস্বাদন করিয়াছি, আমাদের খড়্গ, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের! আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদিতে উপবেশন করাই।

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন,—দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটী প্রশস্ত স্থলীতে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই, পরিষ্কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে, নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এক এক অগ্নির চতুর্দ্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্ত্তা বা হাস্যধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন যোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে,

স্থানে স্থানে কোন চারণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চারণের গীত,রাঠোরের পূর্ব্ব-গৌরব গীত শুনিতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা দূর হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল ও একেবারে পঞ্চশত রাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজ-সিংহ আনন্দিত হইলেন।

অগ্নির আলোক সেই প্রাচীন যোদ্ধাদিগের ললাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে যুদ্ধব্যবসায়ে তাহাদিগের শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে. কাহারও ললাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষঃস্থলে বা বাহুতে খড়্গচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। কেশপাশ কাহারও শুক্র. কাহারও ঈষৎ শুক্র, নয়ন সকলেরই উজ্জ্বল। সকলেই রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছে. আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্যমহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তেজসিংহ যখন পিতার প্রাচীন সেনাদিগকে আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিলেন. তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনিলেন, যখন সেই প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধাঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামিধর্ম্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন. তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্লাবিত হইল. তিনি সজল নয়নে পিতার যোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলকসিংহের পুত্রের এই সৌজন্য দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন.—বীরগণ! তোমরাই যথার্থ স্বামিধর্ম্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোরকুল তোমাদেব স্বামিধর্ম্মে গৌরবান্বিত হইবে. তেজসিংহ তোমাদের স্বামিধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে না।

রাঠোরগণ উত্তর করিল,—আমরা স্বর্গীয় তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমাদিগের জীবন. আমাদিগের খড়্গ তেজসিংহের।

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন.—(শুক্র কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করিয়াছে. কিন্তু নয়নের দীপ্তি আবৃত করিতে পারে নাই) এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্যমহলের গদিতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেজসিংহকে সেই গদিতে বসাইবার বাসনা করে। বৃদ্ধের জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ! পিতার রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় প্রাচীন কেহই নাই; অথচ হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।

দেবীসিংহ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু প্রভু কি বিজয়ে সন্দেহ করেন? শুনিয়াছি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের এক সহস্র সেনা আছে; পঞ্চশত রাঠোর কি এক সহস্র চন্দাওয়ৎদিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ?

তেজসিংহ। রাঠোরের বীরত্বে আমি সন্দেহ করি না, বিশেষ পিতার অন্যান্য বন্ধুও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমচাঁদের প্রায় দ্বিশত ধনুর্দ্ধর ভীল যোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায় দ্বিশত বশী প্রজা আছে, তাঁহারা সকলেই তিলকসিংহের পুত্রের জন্য জীবনদানে প্রস্তুত।

দেবীসিংহ। তবে যুদ্ধের বিলম্ব কি?

তেজসিংহ। সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে বিজয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার যোদ্ধৃগণ! তোমাদিগের অধিকাংশকে হারাইব।

দেবীসিংহ। প্রভুর জন্য জীবনদান ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে? রাঠোর কি মৃত্যু ডরে?

তেজসিংহ। রাঠোর মৃত্যু ডরে না—পিতা চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে পুনরায় হল্‌দীঘাটায় কে যুঝিবে? বীরগণ! মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যতদিন শোণিত থাকিবে ততদিন বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে "বৈরি" নিষিদ্ধ। রাজপুতগণ! রাজপুতধর্ম্ম পালন কর।

প্রাচীন রাঠোর যোদ্ধৃগণ সকলে নতশির হইল। অনেকক্ষণ পর দেবীসিংহ গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোর মাত্রের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা, চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা, ম্লেচ্ছ ভিন্ন রাজপুতের আর শত্রু নাই। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

সকল রাঠোর গর্জ্জিয়া উঠিল—চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপলতা বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমণ্ডল কোমল, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ, শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নতশির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের পূর্ব্বকথা একবার স্মরণ হইল। একবিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন,—চন্দন! বাল্যকালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার দেখাদেখি ছয় বৎসর কালের সময় তুমি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন,—চন্দন দেবীসিংহের ন্যায় বীর হইবে, তাহা কি মনে পড়ে?

সকৃতজ্ঞস্বরে চন্দন কহিলেন,—প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।

তেজসিংহ। চন্দন! তোমার বয়স অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথাসময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন।

চন্দনসিংহ। চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাঠোর কি তুর্কীদিগের সহিত যুঝিতে সক্ষম নহে?

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন,—সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইব? চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর; এই অল্প বয়সেই তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।

ধীরে ধীরে চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্পবয়স্ক বীর কহিল,—তাহাই হউক। চন্দনসিংহ প্রভু-আদেশে ভীমগড় অদ্য হইতে রক্ষা করিবে। ভগবান সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এদুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিল, প্রাচীন দেবীসিংহের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু রাঠোরগণ জানে না, প্রাচীন দেবীসিংহ জানে না, কিরূপে ভয়ানক শোণিতস্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিষম পণ রক্ষা হইবে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : চন্দাওয়ৎ দুর্গে

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগলভবাক্ জ্বলন্নিব
ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ
প্রথমাশ্রমো যথা॥

—কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল আমরা ভীমগড় ত্যাগ করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি, তথায় সূর্য্যমহলেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি।

হলদীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমহল-পর্ব্বতচূড়া হইতে চন্দাওয়ৎ পতাকা উড্ডীন হইতেছে ও চন্দাওয়ৎ-রণবাদ্য চারিদিকে শব্দিত হইয়াছে। "দরীশালায়" অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার সহযোদ্ধৃগণ ঢাল ও খড়্গহস্তে উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দুর্গবাসিগণ

দুর্গেশ্বরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ পরস্পরে হলদীঘাটার ও তুর্কীদিগের বিষয় কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ "সুহেলায়া" অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত চন্দাওয়ৎ বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধৃগণ বসিয়াছিলেন; কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অদ্য আর এ জগতে নাই। তাঁহাদিগের বীরত্ব ও অকালমৃত্যু স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, এই আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধাঙ্ক বহন করিতেছিলেন; কাহারও ললাট, কাহারও দীর্ঘ বাহু, কাহারও বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলির অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জ্জয়সিংহের "গোলা" অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারা যুদ্ধকালে প্রভুর পার্শ্ব কখনও পরিত্যাগ করে না। হলদীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের সহিত প্রায় একশত "গোলা" গমন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশৎ জনও ফিরিয়া আইসে নাই! গোলাগণ চিরদাস; তাহাদিগের "গোলী" ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদিগের পুত্রকন্যাও দাসদাসী। গোলাদিগের জীবনমরণ প্রভুর হস্তে, তাহারাও প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিত না। গৃহপ্রান্তে দুর্জ্জয়ের ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ "গোলা" বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ পদে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় শোভা পাইতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিতেছিলেন। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবেন? রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসীদিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেওয়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিতদানে সম্মত আছেন, তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে শিশোদীয়গণও পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন। যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন চন্দাওয়ৎ-ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন মেওয়ারভূমি পরাধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবে না!

এইরূপ কথা হইতে হইতে চারণদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চারণদেব হলদীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের দুর্দ্দমনীয় সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন, চন্দাওয়ৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাই গাইলেন। বাক্যসাগর মন্থন করিয়া গর্ব্বিত ভাষায়, গর্ব্বিতস্বরে হলদীঘাটার গর্ব্বিত গীত গাইলেন। সভা নিস্তব্ধ ও শব্দশূন্য, চারণের উচ্চগীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শেষে যখন চারণদেব চন্দাওয়ৎদিগের বীরত্বকথা বলিতে লাগিলেন, যখন বর্শাধারী রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহের ভীমমূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে পরিপূরিত হইল।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী যুবা চারণ সভাগৃহে আসিয়াছিল, সেও একটী গীত গাইবার অনুমতি চাহিল।

দুর্জ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ করিয়া সে কহিল,—চন্দাওয়ৎবীর! রাজচারণ যে গীত গাইলেন আমি সেরূপ গাইব এরূপ সাধ্য নাই। তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন, তবে আকবর কর্ত্তৃক চিতোরদুর্গ অপহরণের একটী গীত গাইব। আকাশের যে বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তৃণদূর্ব্বাও কি তাহাতে পুষ্ট হয় না? সাধুদিগের অনুমতি হইলে এ ক্ষুদ্র কবিও একটি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম, সাধুগণ কি সে অনুমতি দান করিবেন?

দুর্জ্জয়সিংহ। চারণদেব! তোমার বিনীতভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। তুমি আমাদিগের অপরিচিত, কিন্তু বীর ও কবিদিগের গুণই পরিচয়। গীত আরম্ভ কর।

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন, সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যাহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের? অথবা যাহারা তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের?

তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে।"

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যে নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধদান করে, তাহার অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া* দুর্গ অধিকার করে, তাহার?

নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে। নারী-হত্যাকারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত খড়্গ রঞ্জিত হইবে।"

"সে উন্নত দুর্গ কাহার? যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে, তাহার অথবা যে বীরবালক† অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছে তাহার?

বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছে, হলদীঘাটার যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছে। তস্করের হৃদয়-শোণিতে তাহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে।"

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছে, দুর্গচ্যুত হইয়া যাহারা পর্ব্বতে বাস করিতেছে দুর্গ তাহাদিগের।

পুনরায় রাজপুতগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে, শত্রুরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবে!"

গীত ক্ষান্ত হইল; যুবকের জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল! সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল,—তুর্কীরক্তে অসিরঞ্জিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর দুর্গ অধিকার করিবে!

দুর্জ্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জ্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, ভ্রূকুটীপূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, চারণ সভাস্থলে নাই!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : গায়ক কে?

জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভ্রূকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্॥
—বিষ্ণুপুরাণম্।

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীর অঙ্কে স্থাপিত, অন্য একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। উভয়ে প্রৌঢ়যৌবন-সম্পন্না ও রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না।*

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন। উঠিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গোলীগণ গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর প্রধান, অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—আমি যুদ্ধযাত্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?

প্রধান। সেইক্ষণেই আমি নানাদিকে চর পাঠাইয়াছি। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

---

* চিতোর-দুর্গ-বিজয়ের সময় পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হয়েন।

† চিতোর-বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রতাপ যুবরাজ মাত্র। হলদীঘাটার যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্ব্বতে ও কন্দরে সপরিবারে বাস করিতেন।

* পাঠক জানেন, রাজস্থানের রাজতন্ত্র অনেক অংশে ইউরোপের ফিউডল রাজতন্ত্রের সদৃশ। মহারাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলাধিপতি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ ও ভূমি-সম্পত্তি ও প্রজা ছিল, আবার সকলেই শ্রেণীক্রমে মহারাণার অধীন। রাজস্থানের দুইপ্রকার দাস—"বসী" ও "গোলা"; ফিউডল সময়ের "colonii" এবং "slaves" দিগের সদৃশ। "ভূমিয়াগণ" এক কৃষিজীবী "Militia" সম্প্রদায়।

দুর্জ্জয়সিংহ। বন্য ভীলদিগের মধ্যে, পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে,বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?

প্রধান। তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান। প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন না। যদি সেই তেজসিংহ এখন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে পারে?

দুর্জ্জয়সিংহ। যদি? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে?

প্রধান। প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিন মাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্য? সেই বা এতদিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কি জন্য? প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ হ্রদগর্ভে তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

দুর্জ্জয়সিংহ। প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে কিন্তু সেই বালককে দুইবার, বোধ করি, তিনবার দেখিয়াছি।

প্রধান। কবে?

দুর্জ্জয়সিংহ। ভীলগণ বা ভূমিয়াগণ কবে বর্শা নিক্ষেপ করিতে জানে? হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন একদল ভীল ও ভূমিয়াবেশী বর্শা ও অসি হস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

প্রধান। এ যথার্থই বিস্ময়ের কথা।

দুর্জ্জয়সিংহ। বিস্ময় কিছুমাত্র নাই, তাহারা ভীল নহে। কয়েকজন রাঠোরযোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক! চিতোর-ধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অসুরবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, তিলকসিংহের বালক পিতা অপেক্ষা যুদ্ধে ন্যূন নহে!

মন্ত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জ্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন,—সেই হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল! দুর্জ্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জ্জয়সিংহের চিরশত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল' কিন্তু আহেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।

প্রধান। আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। তাহা নহে। কিন্তু বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ গৃহকলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অন্বেষণ কি জন্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। যে দিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেইদিন দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে' সেই জন্য পূর্ব্বে হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। অন্বেষণে আমার ত্রুটি নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন?

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখ ক্রমে ভ্রুকুটী ধারণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর দুর্জ্জয়সিংহ ক্রোধকম্পিতস্বরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য যে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি?

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোষে দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন,—বৃথা মন্ত্রিত্ব কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! উঃ, সেই অবধি আমার মন সন্দেহপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সন্দেহের আর কারণ নাই। নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিঘাংসাপূর্ণ-হৃদয় ভ্রান্ত হয় না। সেই চারণকে দেখিয়া অবধি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আমার জিঘাংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে! মন্ত্রিবর! সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিষয়ক নহে, সে দুর্জ্জয়সিংহ কর্তৃক সূর্য্যমহল ধ্বংসবিষয়ক! জটাচ্ছাদিত সেই জ্বলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : উদ্যানের পুষ্প

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং।
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পাঠক! চল, দুর্জ্জয়সিংহের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই পর্ব্বতের উপর অন্য একটী স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, যাইতে কষ্ট হইবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, সুন্দর পুষ্পোদ্যানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিব।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এখনও সূর্য্যমহল পর্ব্বতের উপর একটী পুষ্পোদ্যানে একজন রাজপুত বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উদ্যানে জীবমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির উজ্জ্বল নয়নে সেই নীলনভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন দুই একটী শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া দুই একটী গীতের অংশমাত্র মৃদুস্বরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্বঙ্গীকে চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী অপ্সরা বলিয়া ভ্রম হয়! বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুইটি উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্প বয়সেই কোন চিন্তা সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে। নয়ন দুটী ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সুন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

চন্দ্রালোক বৃক্ষপত্র ও পুষ্পের উপর রৌপ্যের ন্যায় পতিত হইয়াছে। নিশীথে পুষ্পগণ যেন নিজ নিজ বক্ষের আবরণ ত্যাগ করিয়া শীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে। পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প চয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্যানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহুর উপর, সেই অনাবৃত স্কন্ধের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর, শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ করিতেছে, যেন নীরবে সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় চুম্বন করিতেছে।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন? ঐ চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসম্ভবা কোন অপ্সরা জগতের পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনাশক্তি কি এই অপূর্ব্ব সুন্দর নিশীথে একটী অপরূপ মায়ামূর্ত্তি গঠন করিয়াছে?—না জগতের কোন মানবীর ঐ ললিত বাহুযুগল, ঐ সুগোল ললাট ও গণ্ডস্থল, ঐ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়! নিশীথের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর দুই একটী কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিম্বোষ্ঠের পবিমল পান করিতেছে। সহসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দূর হইতে একটী বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল! সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিনিন্দিত স্বরে যেন একটী নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর শব্দ পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ন্যায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া পুষ্প চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন, যেন সেই শব্দটী পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

যেদিক হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল, পুষ্প সেদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছে। পুষ্প চারণদিগের গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে ধীরে চারণের নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"রাজপুত কামিনীগণ", পুরাকালের একটী গীত শুন, সত্যপালনের একটী গীত শুন। সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা ও দশম বর্ষের একটী বালকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালকবালিকা পরস্পরকে বরণ করিল। বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুত বালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"বিপদ মেঘরাশির ন্যায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল? যুদ্ধে হত হইল বা জলে মগ্ন হইল, কে বলিবে বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেন ; সে বীরের ঐশ্বর্য্য অতুল, পরাক্রম অসীম, যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে! বালিকা কি সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎ লোভ প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন,—'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দাওয়ৎ ভয় প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন,—'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দাওয়ৎ বলপূর্ব্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন, 'চন্দাওয়ৎবীর অপেক্ষা মৃত্যু বলবান। রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।'

"রাঠোর কোথায়? পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতেছে, মহারাণার যুদ্ধ যুঝিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাজপুতবীর অবশ্য জয়ী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাঠোর সত্য ভঙ্গ করিবেন না। রাজপুতবালিকা কখনও সত্য ভঙ্গ করে না।"

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহের উদ্রেক হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন,—এ নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কাননবাসী চারণের শ্রোতা কেহ নাই, কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন গীত গাইবে।

আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে চারণ ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মিত হইলেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে উন্নত বপু পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা লম্বিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে! তথাপি সেই ললাট ও সেই নয়ন যেন পরিশ্রমে বা শোকে ঈষৎ ম্লান, ঈষৎ চিন্তাশীল। চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন,—কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপন নির্জ্জন কাননে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথায় পাইবে?

পুষ্প আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—চারণদেব, এ গীত কোথায় শিখিলেন?

পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে, চারণদেব কহিলেন,—গহ্বরে ও কাননে যাহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাহার নিকট শিখিয়াছি!

পুষ্প। গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস?

চারণ। যিনি পৈতৃক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন,—চারণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?

চারণ। হলদীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গ দৃষ্ট হইয়াছিল, পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরখড়্গ দৃষ্ট হইবে।

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি দেখিয়াছিলেন? যাহাকে জগৎ বিস্মৃত

হইয়াছে, যাহাকে বন্ধুবান্ধব বিস্মৃত হইয়াছে যে ভীল বা ভূমিয়াদিগের ভিক্ষাহারী নিবিড় কানন বা পর্ব্বতকন্দরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার চিন্তা করে?

চারণের স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে শেষে কহিলেন,—আমিও গহ্বরবাসী সেই রাঠোরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এইজন্য জিজ্ঞাসা করি, তাহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে?

পুষ্প। কেবল এইমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুত-বালা সত্যপালন করিবে!

চারণ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্ব্ব পরিচিত?

এবার পুষ্প লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন,—সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন,—দেবি! যেদিন আমাকে তেজসিংহ এই গীত শিখাইয়াছিলেন, সেইদিন এই সুবর্ণ অঙ্গুরীয়টী আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন—গীতোল্লিখিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী তাঁহাকে দিও। অদ্য দেবীকে দেখিতে পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দি।

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনিন্দিত তরুণবয়স্ক চারণের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্তপ্রসারণ করিলেন। তাঁহার দেহলতা কাঁপিতেছিল কি জন্য?

চারণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। পুষ্প নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন চারণের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে, যেন চারণের তপ্ত ওষ্ঠ সে হস্ত একবার স্পর্শ করিল।

প্রকৃতই কি চারণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন? না, এ কেবল পুষ্পকুমারীর কল্পনা-মাত্র? পুষ্প চাহিলেন, পুনরায় সেই দেববিনিন্দিত বপু ও উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিশালনয়ন দেখিলেন, ঈষৎ চেষ্টা দ্বারা হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য পুষ্পের ললাট ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল!

চিত্তসংযম করিয়া পুষ্প পূর্ব্ববৎ অকম্পিতস্বরে কহিলেন,—চারণদেব! সে বীরপুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই। কিন্তু যদি তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটি তাঁহাকে দান করিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : বন্যপুষ্প

গাঢোৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু

গচ্ছৎসু বালাং।

জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং

বান্যরূপাম্॥

—মেঘদূতম্।

রজনী শেষ প্রায়, এরূপ সময়ে তেজসিংহ সূর্য্যমহল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চারণের বেশ ত্যাগ করিয়া ভীমচাঁদের পালের নিকট হইতে সেই পর্ব্বতহ্রদে প্রাতঃস্নান করিতে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন এরূপ সময়ে হ্রদতট হইতে ভীল-ভাষায় একটী গীত শুনিতে পাইলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে কে গীত গাইতেছে? উৎসুক হইয়া তিনি হ্রদপার্শ্বস্থ একটী ঝোপের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন, একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সেই চন্দ্রালোকে একজন বালিকা বন্যফুল চয়ন করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গীত গাইতেছে। বিস্মিত হইয়া চিনিলেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা।

তেজসিংহ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলেন,—বালিকা!

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল,—আমি তোমার জন্য বনের ফুল তুলিতেছি।

তেজসিংহ। এ কি বালিকা! এত রাত্রে একাকী এস্থানে ফুল তুলিতেছিস কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আয়।

বালিকা। এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি। বালিকা হাসিয়া উঠিল।

তেজসিংহ ভ্রূকুটি করিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল,—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। লইব বৈকি, দে না।

বালিকা। আমি পরাইয়া দিব।

তেজসিংহ। দে, পরে বাড়ী আয়।

বালিকা। ওকি, তোমার বুকে কি?

তেজসিংহ। একটী ফুল।

বালিকা। ফেলিয়া দাও।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। ও যে বাগানের ফুল।

তেজসিংহ। তাহা হইলই বা, আমি ফেলিব না।

বালিকা। তবে আমি এ মালা পরাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।

চকিতস্বরে তেজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি?

বালিকা। বাগানের ফুল বড়লোক, বনের ফুল ছোটলোক, বনফুলের মালা গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটী রাগ করিবে।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—ফুল কি আবার রাগ করে?

বালিকা। করে না? তবে তুমি ঐ ফুল ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন?

তেজসিংহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে একাকী কোথায় গিয়াছিলে?

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। পথে যে ভয় আছে।

তেজসিংহ। কিসের ভয়?

বালিকা। চোরের।

তেজসিংহ। কৈ আমি ত তাহা জানি না।

বালিকা। তোমার কিছু চুরি করে নাই?

তেজসিংহ। না।

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল,—তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল?

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হইলেন! এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয় দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে, এই মাত্র ত সে একটী প্রস্তররাশির উপর বসিয়া ফুল তুলিতেছিল। তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—কেমন, একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?

তেজসিংহ। না, চুরি হয় নাই, কোথাও রাখিয়া আসিয়া থাকিব।

বালিকা। আমি খুঁজিয়া দেখিব?

তেজসিংহ। দেখিস।

বালিকা। যদি পাই তবে আমার?

তেজসিংহ। হাঁ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। শেষে বলিল,—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। না লইব না, তুই বাড়ী আয়।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হ্রদে স্নান সমাপন করিয়া তেজসিংহ চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকাকণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন। এবার সে ধ্বনি পরিষ্কার ও সপ্তস্বরমিলিত, বোধ হইল যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশিকে আকুল করিয়া সে খেদনিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! ভীলবালার হৃদয়ের সেই সরল গীতটী কিরূপে আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিব?

গীত

বন্যফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়!
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল, দেখে ধায় অলিকুল
গন্ধশূন্য বন্যফুল ভূমিতে লুটায়!
গন্ধ-পুষ্প মনোলোভা, হৃদয়নয়নশোভা,
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায়!
নীরবেতে বার বার, বন্যফুল চাহে সার,
জীবন-বিহনে তার, জীবন শুকায়'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : অন্ধকারে আলোকচ্ছটা

ন পৃথগ্‌জনবৎ শুচোবশং বশীনামুত্তম
গন্তুমর্হসি
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ো-
দ্বিতয়েপি তেহচলা॥

—রঘুবংশম্।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে হলদীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবনদান করিল। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিল না, অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম পাইলেন। মাঘ মাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্যে দেখা দিল। বীর শ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ বৃথা চেষ্টা, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল-সেনানী শাহবাজখাঁ কমলমীর দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাড়ওয়ারে যাইবার জন্য যে পর্ব্বত-উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্ব্বতদুর্গ নির্ম্মিত। পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতরাশির মধ্যে পর্ব্বততরঙ্গ ও প্রস্তররাশির উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়ওয়ারও শত্রুদলস্থ, সেইদিক হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যতদিন সাধ্য, ততদিন এই পর্ব্বতদুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীয় জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাতুলহস্তে অর্পণ করিয়া অন্য দুর্গ রক্ষা করিতে যাইলেন। প্রতাপসিংহের মাতুল বিজলীর প্রমরকুলাধিপতি যুদ্ধপ্রারম্ভে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন, গৌরব-রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিলেন। কমলমীর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমে চাওয়ন্দ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, অতিশয় দুরাক্রম্য, এ স্থানে কেবল পর্ব্বতীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়ন্দদুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ওদিকে শত্রুগণও নিরস্ত রহিল না। কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতী ও গগুন্দ দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহবৎখাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদখাঁ প্রতাপের

চাওয়ন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারাইলেন না, যতদিন মেওয়ার দেশে একটী পর্ব্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, ততদিন সেই নির্ভীক যোদ্ধা পর্ব্বত-কন্দরে ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, স্থির করিলেন! পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজপুতসেনা লুক্কায়িত থাকিত; উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অনুচরগণ প্রতাপসিংহের আদেশ লইয়া যাইত, নিশীথে পর্ব্বত-চূড়ায় দীপালোক দেখিলে প্রতাপের সেনাগণ তাহার অর্থ বুঝিত! এইরূপ ইঙ্গিতে প্রতাপ নিজ সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন! চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পর্ব্বতদুর্গ একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মানসিংহ, শাহবাজর্খা, ফরিদর্খা, মহবৎর্খা চারিদিক হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত! প্রতাপসিংহ শিশোদীয় নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

ফরিদর্খা সসৈন্যে চাওয়ন্দদুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পর্ব্বতসংকুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন। সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নীত হইল, ইঙ্গিতে প্রতাপের সেনাগণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল। অবিলম্বে ফরিদর্খা চারিদিকে অবিশ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন, সেই গভীর পর্ব্বতগুহা হইতে ফরিদর্খা ও তাঁহার একজন সৈন্য আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! সেই পর্ব্বতসংকুল প্রদেশ তিনি জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক শিলাখণ্ডে বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন!

ভবিষ্যৎ গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুতালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর চমকিত হইতে লাগিল! দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোক চমকিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া সে বৎসরও মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ : অস্থায়ী জগতে স্থায়িত্ব

শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষ্যং নতদ্‌যশঃস্বভৃত্যাং
ক্ষিণোতি।
—রঘুবংশম্‌।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন।

পুনরায় পর্ব্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ-আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বতকন্দর ও নির্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক নির্ভীক রাজপুতদিগের তাড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন; সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল, অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের সহিত মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল। নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিতেন, মেওয়ারের মহারাজ্ঞীও রাজপুত গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন, শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কখন বন্য ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন কখন বন্যপশুর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন, শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না, কখন কখন ক্ষেত্রের দূর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন, যাঁহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই!

মহানুভব আকবর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন। দিল্লীর মণিমাণিক্যবিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল!

প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটী লোকের অধীশ্বর আকবরশাহের সহিত যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর। উহা আমাদিগের অসার লেখনী নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আকবরশাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ্ খান্খানান সেই দরিদ্র হিন্দুদিগকে উপলক্ষ করিয়া উহা লিখিয়াছেন।

খান্খানানের কবিতা

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,
"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,
"কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না।
"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন,
"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,
"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই
"একাকী স্বজাতির নাম রাখিয়াছেন!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ : অপরিচিতা

কা স্বিদ্ অবগুণ্ঠনবতী?

- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ায় আরও আবৃত হইতে লাগিল। শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম ও পর্ব্বতউপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, সমুদয় দুর্গ একে একে হস্তগত করিল। কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন সংগ্রাম হইল। অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, প্রতাপসিংহ কখন আনায়বেষ্টিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধদান করিতেছেন, কখন বা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সরিয়া যাইতেছেন, পুনরায় নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় সহসা অন্যদিক হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল, রজনীর আগমনেও সে বিষম যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল না।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী কাষ্ঠাধার লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভীমচাঁদের ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া সেই আধার ভীমচাঁদের পালে আনিতেছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই. ভীল ভিন্ন আর কেহ সেই অন্ধকার রজনীতে সে জঙ্গলাচ্ছাদিত পর্ব্বতপথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিশ্বাস শব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার পালের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই পালের ভিতর একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন। আধার সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল, ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল।

সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই ভীলবাহিত আধারে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা পুষ্পকুমারী গহ্বরে আনীতা হইলেন। এ অনন্ত যুদ্ধে সূর্য্যমহলে রাণীদিগেরও স্থান নাই, সুতরাং দুর্জ্জয়সিংহের পরিবার পূর্ব্বেই অন্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য কোন অপরিচিত যোদ্ধার আদেশে পুষ্প সূর্য্যমহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন।

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দীপালোকে পুষ্পে বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরীয়সী রাজপুতরমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীকরখণ্ড জ্বলিতেছে, নয়ন হইতে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি পরিশ্রম বা ক্লেশ বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সূর্য্যমহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুষ্প অন্য নারীর মুখ দেখেন নাই, অন্য নারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ভীলদিগের আবাসে আসিয়া পুষ্প চকিত হইয়াছিলেন, ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন! ক্রমে সেই গহ্বরে স্তিমিত দীপালোকে যখন আর একজন রাজপুত রমণীকে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার উজ্জ্বল রূপলাবণ্য এবং মুখের কমনীয়তা ও মধুরতা দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটী ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি জানি না, কাহাকে আমার সম্মুখে দেখিতেছি জানি না। বোধ হয় আপনি কোন উন্নতবংশীয়া রমণী হইবেন, বোধ হয় এই যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন, বোধ হয় আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি যিনিই হউন, আমি আপনার শরণাপন্না হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন—পুষ্পকুমারী আশ্রয়হীনা ও অভাগিনী।

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও নয়নজল দেখিয়া অপরিচিতা রমণী বাৎসল্যের সহিত তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—মা পুষ্প, অদ্য তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। এ গহ্বর ভীলদিগের, ভীলগণ বিপদের সময় আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে। একজন রাজপুত যোদ্ধাও এই স্থানে বাস করেন, তিনিও আমাদিগের রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন। তিনিই আমাকে শত্রু-হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েকদিন হইল এই স্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তোমাকেও নিরাপদে রাখিবার জন্য অদ্য এই স্থানে আনাইয়াছেন। যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকটে থাকিও আমার পুত্রকন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।

এ বাৎসল্যপূর্ণ স্নেহের কথাগুলি কাহার? পুষ্প অনেক দিন হইতে এরূপ স্নেহের কথা শুনে নাই, বহুদিন পর স্নেহবাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নিঃশব্দে দরবিগলিত ধারায় পুষ্প রোদন করিতে লাগিল, দরবিগলিত ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অপরিচিতা অধিকতর অনুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাস দান করিলেন ও কহিলেন,—শান্ত হও, আমার স্বামী মেওয়ারে অপরিচিত নহেন, এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয় তিনি তোমাকে সহায়তা করিতে পারিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : ভবিষ্যৎ-বাণী

লভ্যা ধরিত্রী তব বিক্রমেন জ্যায়াংশ্চ বীর্য্যাস্ত্র-
বর্দ্ধৈর্ব্বিপক্ষঃ।
অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্ব্বিধেয়ঃ প্রকর্ষতন্ত্রাহি রণে
জয়শ্রীঃ॥
—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

অপরিচিতা রমণী পুষ্পের সহিত কথা কহিতেছেন, এরূপ সময় নাহারা মগরোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল-গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারণীদেবী অগ্রসর হইয়া আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন,—দেবি! অদ্য জানিলাম এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বর পবিত্র ও আলোকপূর্ণ, সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম। অবগুণ্ঠন ত্যাগ করুন, মহারাজ্ঞি! চারণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।

তখন মহারাজ্ঞী প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্ব্বত গহ্বর আলোকপূর্ণ হইল। সেই উন্নত ললাটে একটী হীরকখণ্ড ঝক্‌মক্ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে এক ছড়া মুক্তাহার দোদুল্যমান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের মহারাজ্ঞী তখন চারণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, স্তব্ধ হইয়া পুষ্প সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী। চারণী মাতা, আজি তোমাকে দেখিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম, বিপদের দিনে তুমি চিরকালই আমাদের সহায়। বিপদ ও সংকট মহারাণার অপরিচিত নহে, আমার নিকটও অবিদিত নহে, তথাপি এরূপ ঘোর বিপদরাশি পূর্ব্বেও কখন বোধ হয় মেওয়ার প্রদেশে দেখা দেয় নাই। বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্ত্রীপুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। পুত্রকন্যা লইয়া আমি দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়াছি, অবশেষে কয়েক দিন হইতে এই ভীলদিগের গহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখানেও আমরা নিরাপদ নহি, তুর্কীগণ বোধ হয় আমাদের কোন সন্ধান পাইয়া এই দিকে আসিতেছে। ঐ দূর উপত্যকায় অদ্য মহারাণার সহিত তুর্কীদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তুর্কীদিগের যুদ্ধনাদ এখনও শুনা যাইতেছে। আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে, চারণী মাতা, মহারাণার কুশল সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারণী। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং ঈশানী আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজ্ঞী। মাতা, তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হইলম, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী নিজের বিপদে ডরে না, সে বিপদ তুচ্ছ করিয়া শত্রুগণকে উপহাস করিয়া শিশোদীয় ধর্ম্মানুসারে জীবনত্যাগ করিয়া আপন মানরক্ষা করিতে জানে। কিন্তু রাজা ও রাজশিশুগণের জন্যই আমার চিন্তা। মেওয়ার প্রদেশে রাজশিশুগণের মস্তক রাখিবার স্থান নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুর্কীহস্তে পতিত হইবে? মেওয়ারের ইতিহাস কি অদ্যই শেষ হইল?

শিশুদিগের বিপদ স্মরণে সেই বীরহৃদয় একবার দ্রবীভূত হইল, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার জলে পূর্ণ হইল। পুষ্প নিজের দুঃখ ও বিপদ ভুলিয়া গেলেন, সেই দেবীতুল্যা মহারাজ্ঞীর দিকে তিনি ভক্তিভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞীর নয়নের জল দেখিয়া পুষ্পের নয়নও শুষ্ক ছিল না।

চারণী। শিশোদীয়কুলে যতদিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের ইতিহাস ততদিন লুপ্ত হইবে না। মহারাজ্ঞি, শান্ত হউন, রাজশিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। ভীলগণ শিশোদীয়ের চিরবিশ্বাসী, মহারাণা উদয়সিংহকে এই ভীল-সর্দ্দার ভীমচাঁদের পিতা এই গহ্বরে স্থান দিয়াছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, এই গহ্বরের অনতিদূরে জাউরার খনির ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, আহবের

শত্রু প্রবেশ করে না, মহারাণার পরিবার তথায় নিরাপদে থাকিবেন। এ কালসমর শীঘ্রই অবসান হইবে।

রাজ্ঞী। চারণী, তোমার বচনে আমি আশ্বস্ত হইলাম। যুদ্ধে, বিপদে, রাজপুতের হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসদিগের কথা স্মরণ করিয়া একবার নারীর মন ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে, তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, মেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, মেওয়ারের রাজমহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল-গহ্বর আমার প্রাসাদ-স্বরূপ হইবে।

চারণী। এ স্থানে রাজপরিবার কোন ক্লেশ পাইবেন না, কেননা এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত যোদ্ধার আশ্রয়স্থান।

মহারাজ্ঞী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর যোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্য এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইয়াছেন। যোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে, কি জন্য সেই বীরাগ্রগণ্য আশৈশব লোকালয় ত্যাগ করিয়া ভীলদিগের সঙ্গে এই গহ্বরে বাস করিতেছেন, কি মহাব্রত সাধনার্থ পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী হইয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এই সঙ্কট ও বিপদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাই নাই, পরিচয়দান করিতেও তিনি বড় ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এই বিপদরাশি হইতে যদি উত্তীর্ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগের দুর্দ্দিনের বন্ধুকে আমি বিস্মৃত হইব না, মহারাণাও বিস্মৃত হইবেন না।

উদ্বেগে পুষ্পের হৃদয় স্তম্ভিত হইল, তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইল। মহারাজ্ঞী কি সেই রাঠোর যোদ্ধার কথা কহিতেছেন? সেই রাঠোর যোদ্ধা পিতৃদুর্গচ্যুত হইয়া অবধি কি এই ভীষণ গহ্বরে বাস করিতেছেন?

চারণী। দেবি! সে যোদ্ধার দীর্ঘ ইতিহাস অন্য একদিন কহিব, অদ্য ক্ষমা করুন। অদ্য কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে, ভীলপালিত তেজসিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অনুচর মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে যতদিন খড়্গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে যতদিন শোণিত আছে, আপনাদিগের ততদিন বিপদ নাই।

পুষ্পের শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজ্ঞী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাহার স্বামিভক্তির কি পুরস্কার দিতে পারি?

পুষ্পের হৃদয় পুনরায় উদ্বেগপূর্ণ হইল, তিনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া চারণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারণী। মহারাজ্ঞী! সেই তেজসিংহের নিরাশ্রয়া বাগ্দত্তা পত্নী আপনার চরণতলে। বালিকা পুষ্পকুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুণ্ঠন ত্যাগ কর, চারণীর নিকট সঙ্গোপনচেষ্টা বৃথা। যিনি শিশোদীয় জাতির একমাত্র পূজ্যা, যিনি মেওয়ার প্রদেশের আশ্রয়ভূতা, অদ্য সেই মহারাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিস্ময় ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া পুষ্পকুমারী সাশ্রুনয়নে মহারাজ্ঞীর চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ্ঞী অনেক আশ্বাস-বাক্য দিয়া পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন—পুষ্প তোমাকে পূর্ব্বেই আমি বাক্যদান করিয়াছি, তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার মাতা; আমার অন্য সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজ্ঞী অদ্য ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্বাস দিতে পারে না।

অন্যান্য অনেক কথার পর মহারাজ্ঞী চারণীদেবীকে পুনরায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারণীদেবী উত্তর করিলেন,—মহারাজ্ঞী চিন্তা করিবেন না, মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।

রাজ্ঞী। কিরূপে সে বিজয় সাধন হইবে তাহা কি জানিতে পারি?

চারণী। রাজার বল অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়। অস্ত্রে যাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন, এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের স্বামিধর্ম্মে মেওয়ারের বিজয়।

রাজ্ঞী। দেবি! তোমার বাক্য আমার চিন্তিত হৃদয়ে শান্তি দান করিল, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

চারণী। মহারাজ্ঞী যাহা আদেশ করিবেন, চারণী তাহা সানন্দে পালন করিবে।

রাজ্ঞী। চারণী-দেবি! তোমাদিগের মুখে শুনিতে পাই, দিল্লীর সিংহাসন ও সমস্ত হিন্দুস্থান পূর্ব্বে রাজপুতদিগের ছিল। রাণা পৃথ্বীরায় নাকি পূর্ব্বে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, ৫০ বৎসর হইল রাণা সংগ্রামসিংহ নাকি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যুঝিয়াছিলেন। পুনরায় কি আমরা কখনও দিল্লী অধিকার করিব? হিন্দুস্থানের দূর ভবিষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয়ের বিজয়?

চারণীদেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিহীন স্থিরনয়ন অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—মহারাজ্ঞি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে নয়ন ক্ষীণ, ভবিষ্যৎ আকাশে আমি বহুদূর দেখিতে পাই না। অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার! রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে; তৎপরে রাজপুত দাক্ষিণাবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে, তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ! সে আর কিছু দেখিতে পায় না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্য্যমহল ধ্বংস

> হাহাকারঃ সমভবৎ তত্র তত্র সহস্রশঃ।
> অন্যোহন্যং ছিন্দতাং শস্ত্রৈরাদিত্যে লোহিতায়তি॥
>
> —মহাভারতম্।

কি জন্য ও কি অবস্থায় রাজ-পরিবার ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী স্বামীর ন্যায় স্বদেশপ্রিয়া ছিলেন, ক্লেশযাতনা তুচ্ছ করিয়া প্রস্তরের উপর রজনীতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া শিশুকে খাওয়াইতেন, বিপদের সময়ে পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, কন্দর হইতে অন্য কন্দরে পলাইতেন, তথাপি সন্ধি প্রার্থনার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতেন না। হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থানে মহারাজ্ঞী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, শীতকালে পাহাড়ের উপর অগ্নি জ্বালিয়া সন্তানদিগের শীত নিবারণ করিতেন, বর্ষাকালে কখন কখন পর্ব্বতকন্দর ভাসিয়া যাইলে সিক্তবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের দুর্ব্বার রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কখন প্রস্তুত রুটী ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, তথা হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না।

এইরূপ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও মহারাণা মোগলদিগের সহিত প্রতি বৎসর যুদ্ধদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না। অবশেষে তিনি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সূর্য্যমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, স্বয়ং আপন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে নানাদিক হইতে বারবার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া সূর্য্যমহল বেষ্টন করিল। মেওয়ারের প্রধান যোদ্ধৃগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত রাজপুতের ভ্রাতা! দুর্জ্জয়-সিংহ নিঃসংকোচে তেজসিংহ ও তাঁহার রাঠোরগণকে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিতে দিলেন, কেননা তেজসিংহ রাজপুত, বিশ্বাসঘাতকতা জানেন না, রাজকার্য্যসাধনার্থ দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসংকোচে শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অল্প সৈন্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেননা দুর্জ্জয়সিংহ রাজপুত, বিদেশীয় যুদ্ধের সময় তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে স্থানে অতিশয় বিপদ হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্য বলে আক্রমণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই সেই স্থানে প্রথমে যাইবার উদ্যম করিতেন, কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে, চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে। একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গের একটী দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল, ও সেই পথ দিয়া মোগলগণ দুর্গে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দুর্গবাসী এই বিপদ দেখিয়া যেন চকিতের ন্যায় রহিল, সহসা তেজসিংহ বজ্রনাদে কতিপয় মাত্র রাঠোর সঙ্গে লইয়া শত্রুমধ্যে পড়িলেন, অসুরবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। অমানুষিক বেগে শত্রুসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন, পরেপশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে লম্ফ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া শোণিতাপ্লুতদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন! এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসী জয়নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয়নাদ শুনিলেন, রজনী প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিবার আদেশ দিলেন। দ্বিশতমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে সহসা পঞ্চশত মোগলকে আক্রমণ করিলেন, সহসা আক্রান্ত মোগলগণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পলাইল। অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ পুনর্বার দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, চন্দাওয়তের বীরত্বযশে দুর্গ পরিপূরিত হইল!

এইরূপ পরস্পর পরস্পরের বীরত্বে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রজনীতে শয্যা তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রালোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন, আপন আপন সৈন্যগণকে সাহস দান করিতেন। শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রু-সেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতেন, পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন, পরে যখন পূর্ব্বদিক রক্তিমাচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শত্রু নিঃসংকোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর, কপটাচারিতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরম শত্রুর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই। সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, অবশেষে সূর্য্যমহলের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না। অতিশয় যত্নে রাজপরিবারকে ভীমগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন, পরে যোদ্ধৃগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল। আরও একমাস দুর্গ রক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উদ্ঘাটিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম, বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার জন্য কিরূপে যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল, কিন্তু দশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না, রাজপুত হীনসংখ্যা হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্দুকের ধূমে ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্যমহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্নভিন্ন শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুরবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই খড়্গহস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—দুর্জ্জয়সিংহ! চন্দাওয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওয়তের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে

জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।

দুর্জ্জয়সিংহ। মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল। রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়ে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইলেন। সূর্য্যমহল শত্রু হস্তগত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : ভীমগড় ধ্বংস

ক গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
প্রমাণসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥

—মহাভারতম্।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীমগড়নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিল, যুদ্ধ বোধ হয় এ বৎসরের জন্য ক্ষান্ত হইল, কিন্তু সে আশায় তাহারা অচিরে নিরাশ হইল।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে থাকিতেন না। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিতেন। স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন, সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত সৈন্য লইয়া নিশ্চিন্ত মোগলদিগকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক মোগল জড় হইবার পূর্ব্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্ব্বত গহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার বিজয় হইল না।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাঁহারা জানিয়াছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল বালক চন্দনসিংহ পাঁচশত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিল, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গ ত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুর্গপ্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—চন্দন! অদ্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজপরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ ও আমি জানি। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চ শত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গ রক্ষা করা অদ্য তোমার কার্য্য!

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন,—প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার ; মহারাণার জন্য

এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন,—চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার আর চিন্তা নাই। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন,—কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাহাকে কি বুঝাইবে?

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন, কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইলেন, পাঠক পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনশত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যে স্থানে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতিশয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ, এবং সেই পর্ব্বতরাশি অপেক্ষা তাহাদিগের হৃদয় স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুইশত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, যুদ্ধনাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল। সে ঘোর রজনীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবে, অদ্য মহারাণার পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজপুতশ্রেণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্ব্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, সুতরাং মুসলমানেরা সেই অল্পসংখ্যক রাজপুত সেনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিতে পারিল না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বারবার মহাগর্জ্জনে মুসলমান সেই রাজপুত রেখার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধিসীমাস্থ পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় রাজপুতরেখা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিহত করিতে লাগিল।

মহারাণার সম্মান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, বনিতা, ভগিনী, কুটুম্বিনীর জাতিধর্ম্ম সমস্তই আমাদিগের অসির উপর নির্ভর করে—প্রত্যেক রাঠোর নিঃশব্দে এই চিন্তা করিল, নিঃশব্দে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল। এ চিন্তায় যতদিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, ততদিন জগতে সে যোদ্ধার পরাজয় নাই। মোগলদিগের সেনা অধিক, কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল। রাজপুত যোদ্ধগণ প্রায় সমস্তই সম্মুখরণে হত হইল। পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল অসংখ্য মুসলমানগণ ভয়ংকর যুদ্ধনাদ করিয়া অবশিষ্ট কতিপয় রাজপুতকে আক্রমণ করিল উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল।

তখন রক্তাপ্লুত কলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান পঞ্চাশজন মাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মবলে অসুরযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝন্ঝনাশব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল। কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোর বীরগণ শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে।

তখন মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ হতাশ্বাস হইল। সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয় পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গ বিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগকে অবসন্ন ও শ্রান্ত লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন, অদ্যই ভীমগড় লইব, অদ্যই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

মুসলমানদিগের উদাম ভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন। দেখিলেন, প্রায় এক সহস্র মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে, বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দুইশত জন রাঠোর। যুবকের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির

হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধৃগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন—বন্ধুগণ, মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি—সূর্য্য ঐ অরুণে উদিত হইতেছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবলমাত্র আমরা জীবিত আছি। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন,—রাঠোর সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না।

চন্দনসিংহ। তাহার পর? তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা, যবনের সেবিকা হইবে। রাজপুত-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে।

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত হইল। তথাপি রাজপুতমণ্ডলী সকলে স্তব্ধ ও বাক্যশূন্য। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কেহ কেহ একটী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করিল—"চিতারোহণ।" ক্রমে সকলে সমস্বরে কহিল—"পুরুষের রণশয্যা, রমণীর চিতারোহণ।"

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা অন্যান্য রাঠোর রমণী বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দনসিংহ। সংবাদ ভাল। কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন—মাতঃ! যদি অনুমতি করেন, তবে আরও নিবেদন করি, রজনীর যুদ্ধে প্রায় তিন শত যোদ্ধা রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে দুর্গের ভিতর দুইশত পঞ্চাশ জনের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র, ক্ষণপরেই যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, বীর বালক অলক্ষিত ভাবে অশ্রুমোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—দুইশত পঞ্চাশ জন রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে?

স্থিরস্বরে চন্দনসিংহ কহিলেন—রাজপুত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না, যুদ্ধদান করিবে। কিন্তু রাজপুতরমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়।

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন—বৎস! এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুত বীর মরিতে জানে, রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরাও প্রস্তুত হইতেছি।

পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্যবদনে কহিলেন—সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুতকামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক রাজপুত যোদ্ধাগণ বীর, রাজপুতরমণীগণ সতী।

নবোদিত সূর্য্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর?— তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কার-বিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুতরমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন।

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে দুই তিন শত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে তাহারা অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে দেখিলেন; মাতা, বনিতা, ভগিনী ও দুহিতাকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না। তাহারা প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন, পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ম্ম ধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। শিরে উজ্জ্বল মুকুটের উপর তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন, গলদেশে শালগ্রাম ধারণ করিলেন, শেষবার নিঃশব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, সন্তান পিতাকে, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার খুলিল। বিস্মিত মুসলমানেরা দেখিল, সেই দ্বার দিয়া সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুত সংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা সেই দুইশত যোদ্ধার যুদ্ধকথা বিস্মৃত হইল না। পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন বৃদ্ধ মোগল নিজ পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড় দুর্গ-বিজয়ের কথা গল্প করিত, রাঠোরদিগের যুদ্ধকথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ বীরত্বে কাতরতা

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাং সুদুঃসহম্প্রাপ্য নিকারমীদৃশম্।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

যেদিন ভীলদিগের গহ্বরে মহারাজ্ঞীর সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন প্রতাপ-সিংহ সহসা মোগলসৈন্য আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল-সৈন্য অসংখ্য, সমস্ত দিনও অর্দ্ধেক রজনী বৃথা চেষ্টা করিয়া প্রতাপসিংহ সসৈন্যে পুনরায় চাওন্দ দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। মোগলসৈন্য ক্রমে ভীমচাঁদ ভীলের আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজ্ঞী আর তথায় থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া, সন্তান ও পুষ্পকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ জাউরার খনিতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ভীমচাঁদের আবাসে প্রতাপসিংহের পরিবারকে না পাইয়া মোগলসৈন্য তথা হইতে চলিয়া গেল, মহারাজ্ঞী তখন জাউরার খনি হইতে বাহির হইয়া চাওন্দদুর্গে স্বামীর নিকট আসিলেন।

চাওন্দদুর্গ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া উঠিল। সৈন্যের খাদ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে, যোদ্ধৃগণ হীনবল হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় শত্রুসৈন্যের শিবির দেখা যাইতেছে। একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পরামর্শ করিবার জন্য দুর্গের সমস্ত প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকাইলেন।

প্রতাপসিংহের চারিদিকে কুলপতিগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়জন আছেন? দৈলওয়ারার ঝালা-কুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন অন্যান্য প্রাচীন কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার পুরাতন সঙ্গী অনেকেই আর নাই। নব নব বালকগণ এক্ষণে কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখিতেছেন। অমরসিংহ যুদ্ধে পিতার সহযোদ্ধা, বিপদ ও সংকটে ভাগগ্রাহী।

অনেকক্ষণ পর পরামর্শ শেষ হইল, ভৃত্যগণ খাদ্য আনিল। বৃক্ষপত্র বিনির্ম্মিত পাত্রে সামান্য আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজ-সভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "দুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "দুনা" দিবেন, স্থির করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্পবয়সেই শত যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতাপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অমরসিংহ! এই ঘোর বিপদকালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কার্য্য সাধন করিতেছ! কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

কিছু দূরে দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন,—চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর! ধন্য তোমাদের বীরত্ব, ধন্য তোমাদের স্বামিধর্ম্ম। তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন পণ করিয়াছ, উভয়েই বিপদের সময় রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া বহু শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই অতুল্য বীর, কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন,—দেবীসিংহ! এ কালসমরে তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামিধর্ম্মের পুরস্কার কি দিব? এ কালযুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাইয়াছ, বীর পুত্র হারাইয়াছ, পরিবার কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছ, তথাপি খড়্গহস্তে পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমার সঙ্গী হইয়া ফিরিতেছ! প্রতাপসিংহ অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্বামিধর্ম্মরত যোদ্ধার এ অবস্থা দেখিলে প্রতাপসিংহের পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুলচূড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মনুষ্যসাধ্য নহে। অদ্য আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অনুগৃহীত কর।

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন, —মহারাণা! কাতরতা চিহ্ন ক্ষমা করুন, বৃদ্ধের একবিন্দু অশ্রু ক্ষমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈতৃক খড়্গ দিয়া শান্তি লাভ করিব, কিন্তু ভগবান অন্য রূপ ঘটাইলেন! ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীরনাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না।

আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না, যোদ্ধাদিগের নয়ন সিক্ত হইল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটী পর্ব্বতগহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজমহিষী ও পুষ্প রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন, পুত্র-কন্যাগণ উঠিয়া খাইবে। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক নীরবে এই দৃশ্যটী দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন, পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন! অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়া ছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার যোগাইত। কিন্তু এ সমস্ত বিপদ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রজনীতে স্বামিপার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাত্রিযোগে মুষলধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন, কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কোন পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। খাদ্য সহসা মিলে না। ক্ষেত্রের "মল" নামক দূর্ব্বার আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে তাহারই রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশু-সন্তানকে দিয়াছেন। একদিন কন্দরবাসী একটী বন্যবিড়াল আসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে সেই রুটী লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাত্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কিন্তু অদ্য মহারাণার হৃদয় কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজ্ঞী পুষ্পের হস্তে রুটী রাখিয়া সত্বরে স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দেখিলেন, স্বামীর চক্ষু জলপূর্ণ! বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—এ কি? অদ্য মহারাণা কাতর কেন? তুর্কীরা বলিবে, এতদিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন!

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর জানেন, প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে।

রাজ্ঞী। তবে কি পুত্রকন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে কি এই কষ্ট অসহ্য হইল?

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর আমার পুত্রকন্যাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন। রাজ্ঞি! এই কালসমরে অনেক যোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছে, বৎস অমরসিংহের ন্যায় বীর পুত্র হারাইয়াছে, বীরপ্রসবিনী কলত্র হারাইয়াছে, জ্ঞাতিকুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে। রাজ্ঞি! এ কালযুদ্ধে অনেক যোদ্ধার সংসার মরুভূমি হইয়াছে, জীবন শূন্য হইয়াছে!

রাজ্ঞী। ঈশানী তাহাদিগকে শান্তি দান করুন, এরূপ শোক মনুষ্যের অসহ্য।

প্রতাপসিংহ। রাজ্ঞি! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর যোদ্ধা আমাদের যুদ্ধকার্য্যে কেশ শুক্ল করিয়াছেন, রাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই। অধুনা তুর্কীগণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে, তাঁহার স্ত্রীপরিবার চিতারোহণ করিযাছে, তাঁহার একমাত্র বীর পুত্র তুর্কী হস্তে হত হইয়াছে। বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামিধর্ম্ম পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশায় অদ্যাবধি জীবিত আছেন!

রাজ্ঞীর নয়ন দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলে? দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে? দেবীসিংহ একমাত্র বীর পুত্র হারাইয়াছে? হা বিধাতঃ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সৃজন করিতে তুমিও অক্ষম!

প্রতাপসিংহ। বীর পুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, দুর্গ গিয়াছে, বংশ বিনাশ হইয়াছে। সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন,—ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীর নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না। এইরূপ স্বামিধর্ম্মের কি এই পুরস্কার? বীর অনুচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার রক্ষায় কি ফল?

অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজ্ঞী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শান্তি পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—যদি রাজ্যলাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজনামে জলাঞ্জলি দিবে! পরদিন মহারাণা আকবরশাহের নিকট পত্রদ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ : অপবিত্রে পবিত্রতা

কিমপক্ষ্যে ফলং পায়োধরান্ ধ্বনতঃ
প্রার্থযতে মৃগাধিপঃ।
প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সঃ সহতে নান্য-
সমুন্নতিং যথা॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল, চন্দাওয়ৎ, সঙ্গাওয়ৎ, জগাওযৎ প্রভৃতি শিশোদীয়কুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়াছেন, শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব ও আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব!

প্রতাপসিংহ আকবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা যোদ্ধাদিগের নিকট কহিলেন। আকবর অবশ্যই সন্ধিদান করিবেন, কিন্তু শিশোদীয়গণ কি অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি গ্রহণ করিবে? প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই। সভাস্থলে সকলে নীরব!

যতদিন যুদ্ধ সাধ্য ততদিন যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে মেওয়ার দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য! শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিকে বেষ্টন

করিয়াছে, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন। মেওয়ারের আর সৈন্য নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই। চাওন্দদুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? অথবা অম্বর ও মাড়োয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত-শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে ও রজনীতে ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর ম্লেচ্ছ পদ স্থাপন করিয়াছে, এক্ষণে কি মহারাণার বংশ সেই পদতলে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ম্মল শিশোদীয় বংশ কি এতদিনে তুর্কীর দাস হইবে?

রাজপুত বীরগণ নিস্তব্ধ! ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? সভাস্থলে সকলে নীরব!

অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবলপরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান, কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন। তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয়বংশ একেবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও জাগরিত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে এমন সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকানীর রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটী কবিতা; পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অনুগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া আপন অপমান বিস্মৃত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের ন্যায় মহৎ শত্রু ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দসূচক বাদ্য ও ধুমধাম হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, দিল্লীশ্বরকে কহিলেন,—এ পত্র জালমাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্য এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীশ্বর! আমি প্রতাপসিংহকে জানি, আপনার রাজমুকুটের জন্য প্রতাপসিংহ অধীনতা স্বীকার করিবেন না।

পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাগর্ভ একখানি পত্র লিখিলেন; অদ্য রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন। প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।—

পৃথ্বীরাজের কবিতা।

"হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর
করে।
"তথাপি রাণা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন।।
"প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত সমভূমি হইত।
"কারণ আমাদিগের যোদ্ধৃগণ সাহস
হারাইয়াছেন, রমণীগণ ধর্ম্ম হারাইয়াছেন।
"আকবর আমাদিগের জাতিস্বরূপ বাজারের
ব্যাপারী।
"উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে—
তিনি অমূল্য।।
"নরোজার জন্য কোন্‌ প্রকৃত রাজপুত
সম্ভ্রম বিক্রয় করিবে?

"তথাপি কতজনে বিক্রয় করিয়াছে॥
"সকলেই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছেন।
"চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন?
"প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন।
"কিন্তু রত্নটী রক্ষা করিয়াছেন।
"নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া নিজের অবমাননা দেখিতেছেন।
"হামিরবংশজ কেবল এই অপযশ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।
"জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে কোথা হইতে সহায়তা পায়?
"তাঁহার বীরত্ব এবং তাঁহার খড়্গ হইতে। তদ্দ্বারা ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।
"ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন ঠকিবেন।
"তখন আমাদিগের শূন্য ক্ষেত্র বপন করণার্থ প্রতাপের নিকট রাজপুত বীজ লইতে আসিবে।
"তিনিই রাজপুতবীজ রাখিবেন, সকলে এরূপ আশা করে!
"যেন তাঁহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয়।"

প্রতাপসিংহ একবার, দুইবার তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে। মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্যদেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীয়বংশ কলুষিত করিব না!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : দেওয়ীরের যুদ্ধ

দমিতারিঃ প্রশান্তোগ্রাদপুরিতদিঙ্মুখঃ।
জঘান রুষিতো রুষ্টাং স্বরিতস্তূর্ণমাগতান॥
তেষাং নিহন্যমানানাং সুধৃষ্টৈঃ কর্ণভেদিভিঃ।
অভূদ্ভ্যমিতত্রাসমাস্ফাস্তাশেষদিক্ জগৎ॥

—ভট্টিকাব্যম্।

প্রতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। মেওয়ারে শিশোদীয়কুলের স্থান নাই, শিশোদীয়কুল সিন্ধুনদীতীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ সসৈন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখে, পশ্চিমদিকে, মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে আরাবলী পর্ব্বত ও মেওয়ারদেশ! সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধৃগণ সেইদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে চিন্তাকুল। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীয় বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য নয়ন-বহির্ভূত হইবে! মেওয়ারের প্রত্যেক পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা যোদ্ধাদিগের মনে উদয় হইতেছে, যে যে উপত্যকায় পূর্ব্ব-

পুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদয় হইতেছে। যোদ্ধৃগণ নীরব ও শোকাকুল, নীরবে অনন্ত যশঃপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক শিবিরে রাজপুতনারীগণ শিশুগণকে ক্রোড়ে লইয়া সজল-নয়নে আরাবলী পর্ব্বত দেখাইতেছেন।

"শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই।" —প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সভায় এই কথা কহিলেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ। তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে!" বিস্মিত হইয়া সকলে সেইদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইঁহারা মেওয়ারে মন্ত্রিত্ব-কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েকমাস অবধি প্রতাপসিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ যখন যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত শিশোদীয়কুল দেশত্যাগী হইতেছেন, যোদ্ধৃগণ আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন, অদ্য তিনি প্রতাপসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন. অদ্য সভামধ্যে কম্পিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন,—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।"

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রিবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছে না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।

বৃদ্ধ করজোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—দাস বহুদিন মন্ত্রিত্ব করিয়াছে. দাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ হইতে পারে অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভুপদে উপস্থিত করে।

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামিধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন,—মন্ত্রিবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজপ্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইব? প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাঁহার অধীনদিগের ধন হরণ করিতে অক্ষম।

ভামাশাহ। মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়াররক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে, মেওয়ারের অনুপযুক্ত সুত মাতার জন্য আর কি উপকার করিতে পারে? শিশোদীয়ের ধন-প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়, আপনার উদার স্বদেশভক্তি দেবতুল্য! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কিনা দেখিব।

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কিনা, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজখাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, প্রতাপ দেশ-ত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজখাঁ সসৈন্যে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গ-রক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর দুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার দুর্গরক্ষক আবদুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীড় ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায়

প্রতাপের হস্তগত হইল। ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। দেশ বিপর্যাস্ত ব্যতিব্যস্ত করিলেন, মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ইতিহাসের কথা আর এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই। উপন্যাসে আমরা উপন্যাস-বর্ণিত দুর্গের কথাই লিখিব। সূর্য্যমহলদুর্গ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথমে প্রবেশ করিলেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—দুর্গস্বামিন্! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্য্যসাধনার্থ এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।

এ কথায় জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছ। তাহাই হউক, আপন রাঠোর লইয়া দুর্গ রক্ষা কর, আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি চন্দাওয়ৎ অসিতে বল থাকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন,—আমি রাজকার্য্যসাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ! এখনও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখনও আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে আসিতে বিলম্ব করিবে না।

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ আরক্তনয়নে সেই রাঠোর বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

ইহার কয়েকদিন পর ভীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে!

দেবীসিংহ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন নবজাত সূর্য্যরশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, নবজাত প্রাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে? দেবীসিংহ যোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মনুষ্য।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন,—পিতার চিরসুহৃদ্! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছে, সে জন্য কি রাজপুতপিতা কাতর?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন—রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্তই মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ নাই। এ কালসমর বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, কেবল এই চিন্তা করিতেছি। শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলি না?

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বৃদ্ধের নয়ন হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হন নাই, তিনি সে ব্যথারও ঔষধ জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন,—পিতঃ! আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবীসিংহ। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃগদিতে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদিতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিস্মৃত হইলেন. সবলহস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন—দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটী উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি

অসারং সংসারং পরিভূষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনং।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণনফলং।
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

—মালতীমাধবম্।

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পর্ব্বততলে হ্রদতটে সেই ভীলবালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকা এখনও দেখিতে সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে. গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল।—

প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ। আজ কি দেখেছিলি? কি শুনেছিলি?

বালিকা। এই শুন না।

ফুটেছে মালতী ফুল গন্ধেতে করি আকুল,
ধেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।

তেজসিংহ। এই দেখেছিলি, আর কিছু না?

বালিকা। এই শুন না।

অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
'তুমি নাথ' ফুল কয়, শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—তুই অতিশয় দুষ্টা, তোর গান বুঝিয়াছি, এ ফুলের নাম কি বল দেখি?

বালিকা। ফুলের আবার নাম কি? ফুলের নাম পুষ্প। পুনরায় গাইতে লাগিল।—

অলিরাজ ধেয়ে যায়, বায়ু ফুলের মধু খায়,
ফুলে কবে সত্য কয়, দেখিতে পাই কই?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে, দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। রোষে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন,—বালিকা, তুই যদি পুরুষ হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম।

বালিকা। আমি কি করিয়াছি?

আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে তাহা কি আমি জানিতাম?

তেজসিংহ। পাপীয়সি! তুই কি জন্য এ গীত গাইলি? পুষ্পের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস, অদ্য আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।

বালিকা। আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প কে? আমি দরিদ্র ভীলকন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।

বালিকা কি সত্যই বালিকা? যথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন—আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন.—না,আমি রাগ করিব না, তুই আর একটী গীত গা।

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল।—

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে কিনতে যাই গো খই।

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

বালিকা। ফুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অলির সঙ্গে আর কার সঙ্গে?

তেজসিংহ। ভীলবালা! তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি! পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে তাহা কিছু শুনিয়াছিস?

বালিকা। তাহা কি জানি? তুমি কি শুনিয়াছ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জ্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল. কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই. সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। কি শুনিস নাই?

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। তবে কি শুনিয়াছিস?

বালিকা। শুনিয়াছি, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কোন একটী মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্য্যমহল অধিকার করিল, আর—

তেজসিংহ। আর কি?

বালিকা। কিছু নয়।

তেজসিংহ। আর কি বল্, না হইলে প্রহার করিব।

বালিকা। আর সেই কন্যা সেই দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, —তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ! সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সন্তরণ করিয়া হ্রদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিক্তকেশে সিক্তবসনে। একটী তুঙ্গ শিলাখণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল—।

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে আনতে যাই গো খই।
ধেয়ে এল বায়ুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ.
অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুনলে কিনা সই!

তেজসিংহ উঠিলেন। দুষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয়ও বিচলিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়-সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীলবালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই. পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল, সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভীলবালার গীত এখনও তাঁহার কর্ণে শব্দিত হইতেছিল, তাঁহার মন অসুস্থ ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কি জন্য? তবে কি পুষ্প যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন. দুর্জ্জয়সিংহকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পাবিনিন্দিত মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ম্লান নয়ন, ঈষান্তিম ওষ্ঠদ্বয়, শান্ত ললাট ও সরল কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প কখন, কখন, কখনও সত্য লঙ্ঘন করিবে না, তেজসিংহ কেন আশঙ্কা করিতেছে?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় মনে জাগরিত হইতে লাগিল, হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল, সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হৃদয় উদ্বিগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

পর্ব্বতের কুজ্ঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্য ও প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে দীর্ঘবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিল। হৃদয়ের সে অন্ধকার দুর্ভেদ্য, সুন্দর পরিষ্কার ধীশক্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সত্য পালন

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী।
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ॥

—মেঘদূতম্।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পোদ্যানে পাঠক পুষ্পকুমারীকে একবার দেখিয়াছেন, কিন্তু সেদিন চারণদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরিচয় দান করেন নাই। যদি পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, চলুন, অদ্য নিরালয়ে যাইয়া সে লাবণ্যময়ীর সহিত আলাপ করিব। অদ্য তিনি মহারাজ্ঞীর সহচরীরূপে রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন।

পুষ্পকুমারী রাজপুত-বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার একদিন সাক্ষাৎ হইল; সেইদিন একে অন্যকে মনে মনে বরণ করিলেন। বিবাহের বাক্যদান হইল, সম্বন্ধ স্থির হইল, সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকার্য্যের দিনস্থির হইল, এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন। সে নগর রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক প্রণয়ের কি জানিবে? কিন্তু রাজপুতগণ বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিত, রাজপুতবালিকা সত্য বিস্মৃত হইলেন না। একদিনদৃষ্ট সেই বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা কয়েক দিনের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু সপ্তমবর্ষে যে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইলেন না।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্‌দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহই ছিল না, অথবা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থভুক্। তাঁহারাও দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বালিকা উত্তর পাঠাইলেন—আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া। সেইদিন হইতে বালিকা সমস্ত অলংকার ত্যাগ করিলেন; তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে শারীরিক কিছু কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তরুণবয়সে কিছু কিছু ক্লেশ, চিন্তা ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই, মানসিক দুর্ব্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লৌহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু কর্ম্মকার নির্দ্দয়, আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্যের চেষ্টায় পালিত, অন্যের হস্তদ্বারা নীত, যাঁহাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই; তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শনে পরিচারিকাদিগের অনুরোধে, দুর্জ্জয়সিংহের দূতীদিগের প্রলোভনে, বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না, বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অনুনয় করিতে লাগিল, বালিকা

ততই অধিকতর ভক্তিভাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, বীরপুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ভ্রূকুটী ও বন্ধুজনের ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ গৃহে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। বহু পরিজন-মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন ও হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাসে আমাদিগের কোন্ ক্লেশ না সহ্য হয়? পুষ্পকুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ভ্রূকুটী বা মর্ম্মভেদী রহস্যে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্লেশ হইত না, বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুতবালা বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের মধ্যে পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুতবালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুষ্পকুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দূতী শতমুখে দুর্জ্জয়সিংহের যশ, পরাক্রম, সাহস ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন,—আমি বিধবা পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

পুষ্পের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, পুষ্পকে অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, বালিকা অধিকদিন অবিবাহিতা থাকিলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন,—আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ পুষ্পকে সূর্য্যমহলে আনাইলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—চন্দাওয়ৎরাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আত্মঘাতিনী হইবে, তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন? শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারীহত্যার পাতকে পাতকী হইবেন?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মেঘগর্জ্জন

হিঅঅ কিং এব্বং বেপসি।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে একাকিনী চিন্তা করিতেন। সহসা একদিন নিশীথে স্বপ্নের ন্যায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ দিয়া পুষ্পকে বলিলেন,—সে অজ্ঞাত, অপরিচিত; বাল্যদৃষ্ট রাঠোর বীর জীবিত আছেন, তিনি দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তিনি বাল্যসত্য পালন করিতেছেন!

স্বপ্নের ন্যায় সে চারণদেব ও চারণের গীত লয় হইয়া গেল, কিন্তু সে বার্ত্তা পুষ্পের হৃদয় হইতে লয় হইল না। বিধবার হৃদয়ে নব উল্লাস জাগরিত হইল, শুষ্ক লালসার উদ্রেক হইল। প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটায় যেরূপ সেই উদ্যানের পুষ্পগুলি বিকশিত হইত, সেইরূপে চারণবার্ত্তায় বিধবার হৃদয়ে নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা সহসা প্রস্ফুটিত হইল।

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জপিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন, তিনি জীবিত আছেন! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, বাল্যসত্য ভুলেন নাই। পুষ্পকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই বাল্যসুহৃদের মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, এখন যিনি বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যদৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণপথে আসিত না, অথবা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে কিছু কিছু মনে পড়িত। একখানি উদার মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, উন্নত দেবকান্তি শরীর, স্মরণে আসিত। কল্পনা হইত যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের হস্ত ধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উষ্ণ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ, সেই হস্ত স্পর্শ করিল। এ যে সেই চারণদেবের মূর্ত্তি!

পুষ্প বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, মনের নিহিত কন্দরেও সেই অজ্ঞাতস্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না। তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী; যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান

না দেখিলেও কল্পনাবলে মানসচক্ষে যেন সৃষ্ট হয়,যে অদৃষ্ট পুরুষের কথা ধ্যান করি,কল্পনা-বলে তাহার একটী চিত্র মনে সৃষ্ট হয়। সেই পুরুষের কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে, অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই। পুষ্প যখন অজ্ঞাত ও বাল্যসুহৃদের কথা মনে করিতেন, চারণের দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত। তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, চারণের উন্নত দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত। তেজসিংহের কণ্ঠস্বর যখন কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই চারণের সঙ্গীত-বিনিন্দিত রজনীশ্রুত মিষ্ট ভাষা কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত। পুষ্প অবিশ্বাসিনী নহেন, সত্যপালনের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী কল্পনাশক্তি অজ্ঞাত হৃদয়েশ্বরের আকৃতির সহিত, স্বপ্নবৎ দৃষ্ট চারণদেবের সহিত সততই বিজড়িত করিত! কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কি সেই মূর্ত্তির দিকে প্রধাবিত হইত? পুষ্পকুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

চাতক যেরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিভ্রান্ত হয় না, পুষ্পকুমারী সেইরূপ পর্ব্বত-পথ চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় স্বপ্নবদৃষ্ট সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুষ্প চন্দ্রালোকে পদচারণ করিতেন, নিস্তব্ধ রজনীতে একাকী জাগরিতা থাকিতেন। দিবা গেল, মাস গেল, রৌপ্যবিনিন্দিত চন্দ্রালোকে সে নবীন মূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না, রজনীর নিস্তব্ধতায় সে স্বগীয় সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

আকাশে যেরূপ কৃষ্ণমেঘের সহিত বিদ্যুল্লতা ক্রীড়া করে, পুষ্পের হৃদয়ে নৈরাশ্যের সহিত আশা সেইরূপ খেলা করিত। কিন্তু জগৎ সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয় পায় নাই, বিধবা বালার নির্ম্মল ম্লান মুখমণ্ডলে কোনও ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা মুসলমানেরা সূর্য্যমহল আক্রমণ করিল, নিশীথে অপরিচিত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পুষ্পকুমারী অন্যস্থানে নীত হইলেন। তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প ফিরিতে লাগিলেন। ভীমচাঁদের পাল হইতে জাউরার খনিতে তাহার পর কখন কন্দরে, কখন গহ্বরে, কখন উপত্যকায়, কখন চাওন্দদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। রাজরাজ্ঞী ও রাজবধূ সেই কুটীরে থাকিতেন, রাজশিশুগণ সেই কুটীরের চারিদিকে ক্রীড়া করিত! যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন প্রতাপসিংহ অন্য আবাসে বাস করিবেন না। প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না, ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন।

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীল-মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা আমরা কিরূপে অনুভব করিব?

মেঘ গর্জ্জন করিল। সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল কেন?—কে বলিবে, কি জন্য?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বজ্রাঘাত

হুন্দী হুন্দী অঙ্গুলিঅঅমুস্যা মেঅক্কান্তী।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটী সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন। সে সঙ্গীতে পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল! আশায় পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল!

গীত।

"বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"বক্রগতি কালসর্প কি সুন্দর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে। সে খল সর্পের সরলতায় বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না।

"জগতের অস্থায়ী দ্রব্যের স্থায়িত্বে প্রত্যয় কর; চপলা বিদ্যুল্লতার কিরণে প্রত্যয় কর; জলে অঙ্কিত রেখার স্থায়িত্বে বিশ্বাস কর; উল্কার স্থিরত্বে বিশ্বাস কর; কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না!

"জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তাহার উপর নাম লিখ, 'নারীর সত্যপালন'।

চারণের উগ্র স্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন। ধীরে ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে?

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন! অনেকক্ষণ পর বলিলেন,— চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্ব্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই।

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের হৃদয় হইল না। তিনি কহিলেন,— গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।

পুষ্প। যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন?

চারণ। কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন। আপনাকে যে নিদর্শনটী দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন। তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টী হৃদয়ে রাখিতেন, সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন, পুনরায় হৃদয়ে রাখিতেন। কিন্তু যেদিন তিনি ভীমচাঁদ ভীলের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন, সেদিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

চারণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প স্তব্ধ ও নিরুত্তর।

অধিকতর রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন,—চারণদেব, অনবধানতা মার্জ্জনা করুন, বীরপুরুষকে জানাইবেন—

চারণ গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটী কহিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প। আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছি।

চারণ। অভাগিনী! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় এ জীবনের মত হারাইয়াছ!

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ

ততো ভেরী মৃদঙ্গানাং পণবানঞ্চ নিঃস্বনঃ।
শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥

—রামায়ণম্।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তেজসিংহ ভীমগড় দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে কহিলেন,— —চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি, অদ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য রাশীকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া কহিলেন,—বন্ধুগণ, বৈরনির্য্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিল, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটী দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল। নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহলদুর্গের দিকে চলিল।

পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। কখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচ দিয়া, কখন

পর্ব্বতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্য চলিল। যতক্ষণ সৈন্য চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটী কথা শ্রবণ করে নাই। সকলে বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে রোষানল জাগরিত হইয়াছে, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের রক্ষা নাই।

অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে, সেই পর্ব্বত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা ও অনন্ত পাদপশ্রেণী দেখা যাইতেছে, নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহলদুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ। ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন,—পিতা অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র অদ্য দুর্গে প্রবেশ করিবে।

নিঃশব্দে সৈন্যগণ সূর্য্যমহলতলে উপস্থিত হইল। এ নিস্তব্ধ নিশিথে অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন,—পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় বার বার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল। পরে তেজসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—অদ্য তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন, যাহার সাধ্য পথ রোধ কর।

যাহারা সে ভেরীশব্দ, সে গর্ব্বিত কথা শুনিল, তাহারা বুঝিল, অদ্য তেজসিংহের গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুর্গপ্রহরিগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকাসারের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে!

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন, রাঠোর অল্পদিন পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হইতে এইদিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজি হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অদ্য জীবনত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে দ্বিশত যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল, অবশিষ্ট প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল, দুর্গশিরের এই আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, বিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে। তখন বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসি হস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত, কিন্তু তেজসিহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার রাঠোর সেনাগণ যেরূপ দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত-তেজে দুর্জ্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, তাহা দেখিয়া উপরিস্থ দুর্গবাসিগণ বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচন্ডনাদ গগনে উত্থিত হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে দ্বিশত চন্দাওয়ৎ সৈন্য বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ডের ন্যায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্গপ্রাচীরাভিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর দিয়া তেজসিংহের দুর্দ্দমনীয় রাঠোর সেনা হুংকার শব্দে অগ্রসর হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন, নীরবে সসৈন্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপব স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচীরের নিকট আসিল, তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাঠোরগণ লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লংঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাওয়ৎগণ বর্শাচালন দ্বারা তাহাদিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়সিংহের কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রুমিত্র বিমিশ্রিত হইয়া গেল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহতদিগের আর্ত্তনাদ মগ্ন হইল। যেন শত

বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল, যেন সেই বৈরভাবে ও জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্ব্রা ও দুর্জ্জয়সিংহের নাম বারবার ভীষণ হুঙ্কারে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সে হুঙ্কার ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়মল্ল ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসিগণ চমকিত হইল, বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপে সমরতরঙ্গ উথলিতে লাগিল, যুদ্ধের নাদ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। তেজসিংহ সে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে অসুরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ কাষ্ঠে নির্ম্মিত, কিন্তু অদ্য রক্ষা নাই, তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার আঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ডশব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহা কোলাহলে রাঠোর সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জ্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গ রক্ষা হইবে না, সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্নদ্বারের নিকট আসিয়া শত্রুর পথ রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভুর চতুর্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা জড় হইল। তেজসিংহও ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহযোদ্ধা রাঠোরগণও সে চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হইল যেন দুই দিক হইতে সমুদ্রের দুইটী উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল! ক্ষণেক উভয় পক্ষ পরস্পরের বেগে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, কেহ পশ্চাতে যাইবে না। অসংখ্য শব সেই দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওয়ৎগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ সেইদিন যথার্থ যোদ্ধা নাম রাখিলেন। তাঁহার শরীর রক্তাপ্লুত, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত! তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জ্জনে আপন সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু তেজসিংহ অদ্য যেন দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহার গতি অদ্য রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! অমানুষিক বলে সেই শত্রুরাশি প্রতিহত করিয়া প্রচণ্ড নাদে সেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ঢালের সম্মুখে যেন কোন মন্ত্রবলে মনুষ্যবল হটিয়া গেল! বীরের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে উষ্ণীষ ও শরীর রুধিরাক্ত, দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘবর্শা কাঁপাইয়া তিলকসিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন!

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোরসৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিল!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পুত্রশোক বিমোচন

গদানাং মুসলানাঞ্চ পরিঘানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
শরাণাং শঙ্খবাদ্যৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্তসাগরাঃ॥

—রামায়ণম্।

যখন দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল, যখন রাঠোরগণ মহাকোলাহলে দুর্গে প্রবেশ করিল, তখন দুর্জ্জয়সিংহ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ও রক্ত অপনয়ন করিলেন, রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের যুদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন।

ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া স্থির স্বরে তেজসিংহকে কহিলেন,—রাঠোরবীর! তোমার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পিতার ন্যায় ঐ বাহুতে অসাধারণ শক্তি ধারণ কর। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাওয়ৎগণ! আমাদিগের দুর্গ গিয়াছে, কিন্তু মান যায় নাই; রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাওয়ৎকুলের মান তোমাদের হস্তে।

এই কথা শুনিয়া সকল চন্দাওয়ৎগণ ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল। সকলে বুঝিল, এখনও রাঠোরদিগের বিজয় সংশয়, চন্দাওয়ৎ প্রাণ দিবে, কিন্তু অদ্য যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবে না।

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভগ্নসেতু জলতরঙ্গের ন্যায় এবার চন্দাওয়ৎগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না, সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাওয়ৎ তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হটিতে লাগিল।

অসুরবীর্য্য তেজসিংহ রোষে গর্জ্জন করিয়া আপন দীর্ঘ বর্শা চালনা করিতে লাগিলেন। সে গর্জ্জনে বারবার পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত হইল, কিন্তু মরণে কৃতসংকল্প চন্দাওয়ৎ বীরগণ কম্পিত হইল না। ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

রাঠোরগণ প্রভুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় যুঝিতে লাগিল, বারবার চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীকে বেগে আক্রমণ করিল, বারবার চন্দাওয়ৎ-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বৃথা চেষ্টা; সেই অল্পসংখ্যক কৃতসংকল্প চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলী যেন সহসা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের গতিরোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সে গতিরোধ হইল না, রাঠোর-সৈন্য হটিতে লাগিল।

"তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবেন, সৈন্যগণ! পশ্চাদ্দিকে কোথায় যাইতেছ?"—এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়া চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীর মধ্যে পড়িলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক চন্দাওয়ৎ তখন ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল, রণ সাঙ্গ হইল।

শোণিতাক্তকলেবরে প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—তেজসিংহ! আমার সংকল্প সাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও, বৃদ্ধের অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।

দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল; দুর্জ্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্শায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওয়ৎ প্রায় সকলে হত হইয়াছে কেবল দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছে। দুর্জ্জয়সিংহের খড়্গ ভগ্ন ললাট বাঁধিবাক্ত নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। চন্দাওয়ৎবীর তখনও যুঝিতে প্রস্তুত যুদ্ধাপিপাসা তখনও নিবারিত হয় নাই, জীবিত থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জ্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে তেজসিংহের পূর্ব্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া তেজসিংহ পুনরায় উচ্চনাদে কহিলেন,—দুর্জ্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।

রাঠোরগণ ক্ষান্ত হইল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটী স্বর শুনা গেল,—"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক এখনও হৃদয়ে জ্বলিতেছে—ঐ আমার পুত্রহন্তা!"

নিমেষমধ্যে জিঘাংসাতাড়িত বৃদ্ধ গোকুলদাস লম্ফ দিয়া দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল, আহত দুর্জ্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গ দ্বারা গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, দুইটী মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। এতদিনে গোকুলদাসের পুত্রশোক বিমোচন হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : অঙ্গুরীয় ও রত্ন

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ।

—কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে আমরা মহারাণার কুটীরে যাই, তথায় অভাগিনী পুষ্পের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে সর্ব্বসহ নারীর ললাট এখনও পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার, নয়নদ্বয় পূর্ব্ববৎ স্থির। বিষম যাতনায় কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে দেখেন নাই, কাহারও নিকট স্নেহ যাচ্ঞা করিতে দেখেন নাই। একাকিনী বাল্য-বৈধব্য সহ্য করিয়াছিলেন, একাকিনী যৌবনে একদিন সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এখন সে স্বপ্ন লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত হইয়াছে, জগতের সমস্ত সুখ নির্ব্বাণ হইয়াছে,

এখনও একাকিনী হৃদয়ের নৈরাশ বহন করিতেছেন.কাহারও স্নেহ চাহেন না কাহারও সহানু-ভূতির প্রতীক্ষা করেন না।

বালিকার মুখমণ্ডল সেইরূপ পরিষ্কার—পরিষ্কার কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নয়ন সেইরূপ স্থির, কিন্তু ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত, স্নেহের চক্ষুর্দ্বারা কেহ সে মুখখানি দেখিলে বুঝিতে পারিত, কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা রমণীর পরিষ্কার মুখমণ্ডলের উপর আপন ছায়া ন্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু বাল্যকাল অবধি স্নেহদৃষ্টিতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই!

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে আসিতেছেন, ক্ষণেক গমন করিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে ভীলকন্যা। পুষ্প কহিলেন,—বালিকা, তোমার পিতা মহারাজ্ঞীর বিপদের সময় আমাদিগকে স্থান দিয়াছিল, তাহা মহারাণা কখনও ভুলিবেন না। তুমি কি রাজ্ঞীকে দেখিতে আসিয়াছ?

বালিকা। না দেবী, এই নদীকূলে একটী চাঁপাফুল লইতে আসিয়াছি, আমাকে একটী ফুল দিবে?

পুষ্প। হাঁ, লইয়া যাও।

বালিকা। দেবি! তোমার মুখখানি শাদা কেন?

পুষ্প। কৈ, না।

বালিকা। আমি জানি।

পুষ্প। কি জান?

বালিকা। তোমার মুখখানি শাদা কেন জানি।

পুষ্প। কেন?

বালিকা। কোনও দ্রব্য হারাইয়াছে।

পুষ্প। কি দ্রব্য?

বালিকা। এই সোনার কোন গহনা, হার কি বালা, কি আংটী।

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—হাঁ বালিকা, একটী আংটী হারাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী রত্নও হারাইয়াছি।

বালিকা। তাহার জন্য দুঃখ কেন? একটী আংটী গিয়াছে, অন্য একটী হইবে।

পুষ্প। অঙ্গুরীয় গেলে অঙ্গুরীয় হয়, কিন্তু যে রত্নটী হারাইয়াছি, তাহা এ জীবনে আর পাইব না!

বালিকা। কি রত্ন, পুষ্প? মুক্তাহার? বুকে পরিবার জিনিস?

পুষ্প। হাঁ, বালিকা, সে বুকে পরিবার জিনিস, কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল, মুক্তা অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য।

বালিকা। তবে কি হবে?

পুষ্প। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছে এ ক্ষতিও সহ্য করিবে।

বালিকা তীক্ষ্ণনয়নে পুষ্পের মুখের দিকে চাহিতেছিল, পুষ্পের চক্ষু দিয়া ধীরে ধীরে একবিন্দু জল বহিয়া পড়িল বালিকা ঊর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটী চাঁপাফুলের দিকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সেও চক্ষু মুছিল।

অনেকক্ষণ সেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বালিকা কহিল,—দেবি! আমাকে ঐ চাঁপাফুলটী পাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার রত্নটী খুঁজিয়া দেখিব। আমি বনজঙ্গলে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।

ভীলকন্যার সরলতা দেখিয়া পুষ্প কোন উত্তর করিলেন না, ধীরে ধীরে সেই চাঁপাফুলটী পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন। বাল্যচপলতা ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে ভীলকন্যা বলিল,—কল্য পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।

পরদিন ঊষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়াছে, এরূপ সময়ে পুষ্পকুমারী রত্নটী ফিরিয়া পাইলেন! সূর্য্যমহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছেন! পুষ্পের ক্ষীণ হস্ত দুইটী নয়নজলে সিক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্যমহল-দুর্গেশ্বর সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় চারণদেব! উল্লাস ও উদ্বেগে পুষ্প সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তেজসিংহ পুষ্পের নিশ্চেষ্ট কম্পিত কলেবর আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল, স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং মহারাজ্ঞী পুষ্পকুমারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে আপনার মুক্তাহার দোলাইয়া দিলেন।

সে সুখের রজনী কে বর্ণনা করিতে পারে? সে তৃষিত হৃদয়ের প্রথম সুখের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে? তেজসিংহ সেই পুষ্পাবিনিন্দিত দেহ নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই সুক্ষ্ম ওষ্ঠ ঘন ঘন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—পুষ্প! পুষ্প! একদিন তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়া ক্লেশ দিয়াছিলাম, তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ?

পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন,—দেব! তোমার দোষ যেদিন গ্রহণ করিব, সে দিন যেন পুষ্প জীবিত না থাকে। সে যাতনা আমার নিজের দোষের উপযুক্ত শাস্তি, তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম?

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত ওষ্ঠে পুনরায় চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—পুষ্প, ক্ষোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।

পুষ্প। আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল? আহা! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি, আমার জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না।

তেজসিংহ। ঈশানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।

এই বলিয়া ধীরে ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন। পুষ্প চকিত হইলেন, বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বারবার সেই অঙ্গুরীয়টী চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পরে বাষ্পোৎফুল্ললোচনে স্বামীর দিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

তেজসিংহ পুনরায় সেই সিক্ত ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া আপনার হস্তদ্বারা পুষ্পের অশ্রুমোচন করিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন, পুষ্পকুমারী পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্যার প্রেরিত। সেই পত্র এই—

'তেজসিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিলে, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয়া পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। পুষ্পকে ও মহারাজ্ঞীকে তুমি একদিন আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলে, মনে পড়ে? সেই দিন বালিকা পুষ্পের বক্ষঃস্থল হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী লইয়াছিল। পুষ্প তখন নিদ্রিত ছিল'

"বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী; পুষ্প যদি অঙ্গুরীয় পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত এক প্রকারই গড়িয়াছে, তবে পুষ্প যাহার অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?

"কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। তেজসিংহ বাগানের ফুল ভালবাসেন, বনফুল ভালবাসেন না। সে দিন রাত্রে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুঝি তুমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার বনের ফুল, এই জন্য বুঝি আমাকে কিছু দাও নাই? আমি বালিকা, কেল কথা বুঝিতে পারি না।

"আজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম মনে করিয়াছিলাম, তার কাছে দুটী বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল,—তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছিলে তাহার সঙ্গে একটী রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টী পাইয়াছি, কৈ রত্নটী ত পাই নাই।

"পুষ্প বলিল,—অঙ্গুরীয় অপেক্ষা রত্নটী উজ্জ্বল। তবে আমার এই অঙ্গুরীয় রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র যাহার দ্বারা পাঠাইতেছি, তাহার দ্বারা অঙ্গুরীয়টীও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।

"পুষ্পকে রত্নটী ফিরাইয়া দিব বলিয়াছিলাম কিন্তু সেটী অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট হইতে সেটী কাড়িয়া লইয়া থাক, পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।"

একবার, দুইবার, তিনবার, পুষ্প এই চিঠি পাঠ করিলেন। শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—নির্ব্বোধ বালিকা, অঙ্গুরীয়টী সুন্দর দেখিয়াছিল, সেইজন্য চুরি করিয়াছিল।

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহের কার্য্য করিতে শিখিল না। সর্ব্বদা পর্ব্বত ও উপত্যকায় বেড়াইত আর একাকী সেই হ্রদতটে বসিয়া গান করিত। পালের অন্যান্য ভীল-নারীগণ তাহাকে গালি দিত তাহার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চম্পনপ্রদেশে অনেকদিন অবধি নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে পথিকগণ কখন কখন সেই পর্ব্বতজুদের তীরে একটী রমণীয় পাণ্ডু মুখ ও উজ্জ্বল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত কোন বিশ্রামশূন্যা, উদ্বিগ্না প্রেতকন্যা হইবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

প্রতিকূলতামুপগতেহি বিধৌ বিফলত্বমেতি
বহুসাধনতা
অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুরভূৎ ন পতিষ্যতঃ
করসহস্রমপি॥

—শিশুপালবধম্।

১৫৯৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়*। তাহার পর সম্রাট আকবর প্রায় আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; তিনি জীবিত থাকিতে মেওয়ার বিজয়ের আর কোন উদ্যম হয় নাই।

---

* যে ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হইল, সেই ইতিহাস হইতে প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে দুই একটী মন্তব্য এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Pertap succeeded to the titles and renown of an illustrious house, but without a capital, without resources his kindred and clans dispirited by reverses; yet possessed of the noble spirit of his race, he meditated the recovery of Cheetore, the vindication of the honour of his house, and the restoration of its power. Elevated with his design, he hurried into conflict with his powerful antagonist, nor stooped to calculate the means which were opposed to him. Accustomed to read in his country's annals the splendid deeds of his forefathers, and that Cheetore had more than once been the prison of their foes, he trusted that the revolution of fortune might co-operate with his own efforts to overturn the unstable throne of Delhi The reasoning was as just as it was noble; but whilst he gave a loose to those lofty aspirations which meditated liberty to Mewar, his crafty opponent was counteracting his views by a scheme of policy which, when disclosed, filled his heart with anguish. The wily Mogul orrayed against Pertap his kindred in faith as well as blood. The princes of Marwar, Amber, Bikaneer and even Boondi late his firm ally, took part with Akbar and upheld despotism. Nay, even his own brother, Sagarji, deserted him, and received, as the price of his treachery the ancient capital of his race, and the little which that possession conferred.

"But the magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pertap, who vowed, in the words of the bard 'to make his mother's milk resplendent'; and he amply redeemed his pledge Single-handed, for a quarter of a century did he withstand the combined efforts of the empire; at one time carrying destruction into the plains, at another flying from rock to rock, feeding his family from the fruits of his native hills, and rearing the nursing hero Umra, amidst savage beasts and scarce less savage men a fit heir to his prowess and revenge. The bare idea that 'the son of Bappa Rawul should bow the head to mortal man', was unsupportable; and he spurned every overture which had submission for its basis, or the degradation of uniting his family by marriage with the Tatar, though lord of countless multitudes.

The brilliant acts he achieved during that period live in every valley: they are enshrined in the heart of every true Rajpoot, and many are

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেওয়ার বিজয়ের উদ্যম করিতে লাগিলেন। প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ মৃত্যুকালে অমরসিংহকে চিরকাল দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া যান, অমরসিংহও মুমূর্ষু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের যতদূর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিলেন, জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্যের সহিত অমরসিংহ ষোড়শ বৎসর যুদ্ধে যুঝিলেন, মোগল-সৈন্য পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগরজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া চিতোরে প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং মোগলের অধীন হইয়া চিতোরদুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিতোরদুর্গ দিয়া স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া রোষে, অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন।

এতদিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্য ও অর্থনাশ হইতে লাগিল, তিনি বিজয়লাভ করিয়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, তাহা পূরণ করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যের যতদূর সাধ্য, অমরসিংহ ততদূর চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাটের পুত্র সুলতান কুর্ম্মের নিকট তিনি অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে নিজপুত্র করুণকে সুলতানের সহিত আজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

সুলতান কুর্ম্ম (যিনি পরে শাহাজহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন) যুবরাজ করুণকে লইয়া আজমীরে যাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, ও যুবরাজ করুণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে আসন দিলেন, অনেক খিল্লৎ ও বহুমূল্য উপহার দান করিলেন, এবং সঙ্গে করিয়া রাজ্ঞী নুর্জ্জিহানের নিকট লইয়া গেলেন। নুর্জ্জিহান নাম জগদ্বিখ্যাত, তিনি যেরূপ সুন্দরী ছিলেন,. সেইরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীকে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য ও চতুরতায় বিমোহিত করিয়া রাখিতেন, অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

recorded in the annals of the conquerors. To recount them all or relate the hardships he sustained, would be to pain what they would pronounce a romance who had not traversed the country where tradition is yet eloquent with his exploits, or conversed with the descendants of his chiefs, who cherish a recollection of the deeds of their forefathers, and melt as they recite them, into manly tears.

"It is worthy the attention of those who influence the destinies of states in more favoured climes, to estimate the intensity of feeling which could arm this prince to oppose the resources of a small principality against the then most powerful empire of the world whose armies were more numerous and far more efficient than any ever led by the Persian against the liberties of Greece. Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the 'Ten Thousand' would have yielded more diversified incidents for the historic muse, than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Merwar. Undaunted heroism, inflexible fortitude that which 'keeps honour bright', perseverance,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the fervour of religious zeal; all however, insufficient to contend with one unconquerable mind. There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap,—some brilliant victory or oftener, more made glorious of defeat, Huldighat is the Thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon."—"Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan."

নূর্জ্জাহান যুবরাজ করণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন,এবং খিলাৎ, হস্তী, ঘোটক, অসিপ্রভৃতি নানাদ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন। সম্রাট ও রাজ্ঞী উভয়ে যতদূর সাধ্য যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রতাপসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; অমরসিংহ ও করণ এক্ষণে স্বদেশের জায়গীরদার! আজমীরের মহা ধুমধামের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সমাদর সম্মানের মধ্যে, করণের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, করণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন!

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট করণকে বিদায় দিলেন। সম্রাট স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি করণকে এই সাক্ষাতে সর্ব্বসুদ্ধ দ্বাদশ লক্ষ টকার উপহার ও একশত দশটী অশ্ব ও পাঁচটী হস্তী দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সুলতান কুর্ম্ম অন্য উপহার দিয়াছিলেন।

করণ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে চলিয়া গেলেন, দিনের ধুমধাম শেষ হইল। রজনীতে জাহাঙ্গীর নূর্জ্জাহানের নিকট যাইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন,—করণ কখনও সম্রাটের সভা দেখে নাই, সেই জন্য লজ্জাশীল ও সর্ব্বদা নতশির।

লাবণ্যময়ী নূর্জ্জাহান তাহার একটী সুধার হাসি হাসিয়া পতির দিকে আয়তনয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—সম্রাট, তাহা নহে, আমাদের সৈন্যবলে মেওয়ার অধীন হইয়াছে, কিন্তু চিরস্বাধীন শিশোদীয়দিগের এখনও অধীনতা অভ্যাস হয় নাই।

নূর্জ্জাহানের কথা যথার্থ। অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম যখন দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মান দিতে আসিলেন, অমরসিংহ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম মানসিংহের ভাগিনেয়, রাজপুত মাতার পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানিতেন। তিনি অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন—আমি কেবল মহারাণার বন্ধুত্ব চাহি, আর কিছু চাহি না।

মহারাণা আপন রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মান গ্রহণ করুন, আমি মেওয়ার প্রদেশ হইতে মুসলমান-সৈন্যসামন্ত বাহিরে লইয়া যাইব।

বিজিত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করে না। তথাপি মহারাণা বিজিত, এক্ষণে দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মানবলে দেশ শাসন করিতে হইবে, একথা অমরসিংহ মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তিনি পিতার নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেন, ফর্ম্মান গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অমরসিংহ আপনার যোদ্ধাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। চোহান ও রাঠোর ঝালা, প্রমর ও শিশোদীয়, সকলে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তেজসিংহ উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশৎ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বালক গজপতিসিংহ* পিতার বীর্য্য অনুকরণ করিতে শিখিতেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতেছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর দ্বারদেশে সুলতান কুর্ম্ম উপস্থিত আছেন, মহারাণা যাইলে ফর্ম্মান দান করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক। অনেকক্ষণ পর সমস্ত যোদ্ধার সম্মুখে অমরসিংহ পুত্র করণের ললাটে রাজটীকা দিলেন। কহিলেন,—প্রতাপসিংহের পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না, অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিবেন না। যুবরাজ অদ্য হইতে রাজা হইলেন, আমি বৃদ্ধ, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলাম।

সেইদিন (খৃঃ ১৬১৬) অমরসিংহ রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকী নামক স্থানে যাইয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদণ্ড গ্রহণ করেন নাই।

* যাঁহারা গজপতিসিংহের কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা "মাধবীকঙ্কণ" আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

মধুসূদন দত্ত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

যযাতি। মাধব্য (বিদূষক)। রাজমন্ত্রী। শুক্রাচার্য্য। কপিল (তস্য শিষ্য)। বকাসুর। অন্য এক জন দৈত্য, এক জন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগরিকগণ, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা। পূর্ণিমা (দেবযানীর সখী)। দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী)। নটী, এক জন পরিচারিকা, দুই জন চেটী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক[১]

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী

এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্য-রাজের আদেশানুসারে এই 'পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্ত্তী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান হত্যে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকা-ভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচ্চে; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু মন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহদুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ।) অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্যে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্চেন।

বকাসুরের প্রবেশ

(প্রকাশে) কস্ত্বং?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিত) ও! মহাশয়? আস্‌তে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।

বক। নমস্কার। তবে[২] দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্য-পুরীর কুশলবার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্‌বো কি, অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করে্য, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একেবারে জ্বলে উঠলেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নবযৌবন-মদে উন্মত্তা।

---

[১] নাট্যকাহিনী আরম্ভের পূর্বে একটি প্রস্তাবনা-সঙ্গীত ছিল—"মরি হায় কোথা সে সুখের সময়"। ওর সংস্করণে সেটি পরিত্যক্ত হয়। সঙ্গীতটি বর্তমান সঙ্কলনের "নানা কবিতা" অংশে মুদ্রিত হল।

[২] তবে—শব্দটি কবির নাট্যসংলাপে মুদ্রাদোষের ন্যায় প্রযুক্ত। ইংরেজী বাক্‌রীতি অনুসরণের ফল বলে মনে হয়।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্লেন, রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ্ সকলের মস্তকে যেন বজ্রপাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কর্ত্তে উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি! তাতে মহর্ষি বল্লেন, সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বল্তে লাগলেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্লেন, রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান কর্য়ে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্লেন, রাজন্! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্লেন, মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ সুবর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাম্বারা আকাশ-মণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিত-কর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি দিলেন; পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ও গদ্গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন আর বল্লেন, বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দ্দান্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে হব!

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—রাজ-কুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ কর্‌লেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয়! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

দৈত্য। আহা, কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে? হে ধনুর্দ্ধারিন্! একণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হলো তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্তে এসেছি যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন?—যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্চেন। ভাই হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে! রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন,—শত বজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো না কি?

নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্চে?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্চে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুন্‌লে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম
শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারি দিক্ হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্চে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি প্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্চে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হতে হলো? আহা! প্রিয়সখীর সে পূর্ব্বে রূপলাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে

তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আসচেন!

শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ

(প্রকাশে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

শর্ম্মি। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখন সম্ভব হয়?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা কুসুমসুকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জানতেম না! (রোদন।)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়!

শর্ম্মি। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হলে! হা দুর্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা!

শর্ম্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন); এই তরুবর আমার ছত্রধর; ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী! মধুকর ও মধুকরীগণ গুনগুনস্বরে আমারই গুণকীর্ত্তন কচ্চো; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্চোন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?

দেবি। (সস্মিত বচনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচ্চি না। দেখ, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্য সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হত-বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা? (রোদন।)

শর্ম্মি। হা ধিক! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়?

শর্ম্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না। দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি—আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়! তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? (রোদন।)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন যাপন করবে?

শর্ম্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ার লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম! তা, সখি, আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্চোন, যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশূন্য হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার নিমিত্তেই সৃজন করেছ! (দীর্ঘ-নিশ্বাস।)

শর্ম্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আসচেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা "কমলিনী, কমলিনী" বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও দুষ্ট রাহু। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে! ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়: তা সখি, চল এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ংবরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবন-মোহিনী জলধিদুহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সতত্তই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল. আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন. কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুনতে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি. শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুনতে যে আমার কি পর্য্যন্ত লালসা. তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম. পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখলেম. যে চতুর্দ্দিক্ কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন কর্‌তেছিলেন. হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন. "তুমি কে? আর কি জন্যই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্চো?" প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে. আমার বোধ হলো. যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে. আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না. কেবল ক্রন্দন করতে২ মৃদুকণ্ঠে এইমাত্র বল্‌লেম. "মহাশয়! আপনি দেবই হউন. বা মানবই হউন. আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র. সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণ-পূর্ব্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্। সখি! বললে

প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপে এ ভূমণ্ডলে নাই।(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি-পাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন. "হে ললনে! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে. বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।" তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্লেম. "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা. আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন. "ভদ্রে! আপনি ভগবান্ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি: তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি: আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন: আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে ঋষিতনয়ে' এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদ্রিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চেন আমিও সেই মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখ-সাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন।)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আসচেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একে-বারে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছ? কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর: ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্চেন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয়ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো।

[বিষণ্ণভাবে দেবযানীর প্রস্থান।

মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

পূর্ণি। তাত! প্রিয়সখি দেবযানীর মনো-গত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ. আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) বৎসে! সমাধি-নির্ণীত[১] বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণি। ভগবন্! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) শ্রীনিবাসের[৩] বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তেই কৌস্তুভ মণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস।[২] যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একেবারে রাজর্ষি চন্দ্র-বংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি করবো। তার চিন্তা কি?

পূর্ণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে! কল্যাণমস্তু তে।

[পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশ-পূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না। [প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপথ

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি? —ফলে মহারাজ যে উন্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথ। বলেন কি? আহা! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো?

দ্বিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহু, এই বংশনিদান[৪] নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদ্ও অতি ত্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একেবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে!

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না।

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্য্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না; দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে? আর দেখুন, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হত-শ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপ-লাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্চেন।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্‌লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরা-পায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

[১] সমাধিনির্ণীত—তপস্যার দ্বারা জ্ঞাত।
[২] চন্দ্রবংশাবতংস—চন্দ্রবংশের সন্তান।
[৩] শ্রীনিবাস—নারায়ণ।
[৪] বংশনিদান—বংশের উৎস।

দ্বিতী। (সহাস্য বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলো পৃথিবী কামস্বরূপে কিরাতের মৃগয়াস্থান; তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপে নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্চেন: অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বন-কুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভ-সম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই যে রত্ন-অস্ত্র রত্ন-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ!

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেব-সখা; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্তো পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধে আর মধুরভাষা রূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে?

কপিলের দূরে প্রবেশ

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রা-চার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ, কত দুস্তর নদ, নদী, ও কান্তার অরণ্য[৭] প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরি-সীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল[৮] ধারণ করে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হেষারব কচ্চে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরি-পূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকাসন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্চে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত্তন হয়, তা অনুমান করা যায় না।[১] কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হউক, অদ্য পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত দুই জন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখ্‌ছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে

[৭] কান্তার—নিবিড় অরণ্য। আবার অরণ্য ব্যবহার অর্থহীন। শব্দটির অপর অর্থ দুর্গম পথ। সে অর্থে ব্যবহার করলে একটি কমা হত।

[৮] করাল—ভীষণ। করবাল—তরবারি।

[১] কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য় পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্তের রাজধানীতে প্রবেশ করে শার্ঙ্গরব-শারদ্বত যে উক্তি করেছিলেন তার সঙ্গে তুলনীয়।

পারবো। (প্রকাশে) ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায়?

প্রথ। মহাশয়, আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

[প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি?

দ্বিতী। চল না, হানি কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জ্জন গৃহ

রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন না কি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যদ্যপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। (সহাস্য বদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিকের দন্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্লেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?[১০]

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখ্‌তে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের[১১] বিষয় নয়! বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেনু[১২] আছে, না আপনি তার দেবযানীনাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্র-কন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই

---

১০ রামায়ণান্তর্গত কাহিনীর উল্লেখ।

১১ চমৎকারের—বিস্ময়ের।

১২ বশিষ্ঠের কামধেনুর প্রতি বিশ্বামিত্রের লোভের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে?

বিদূ। বল্‌বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বক্‌ছেন তাই শুন্‌ছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে;
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?[১০]

বিদূ। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখ্‌ছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি? (উচ্চহাস্য।)

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়, তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হোন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্ব-ব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) মহারাজ! এ কথা কবিভায়ারাই বলেন, আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন?

রাজা। আর কি করবো ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখন বিমুখ হয়?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নব-যৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে! (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না; আগ্নেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখ্‌তে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমি তৃষ্ণাতুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে বারিলোভে ধাবমান হলে, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা! হে

[১০] এই জাতীয় গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সংলাপ সংস্কৃত নাটকের প্রভাবের ফল।

পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ!

বিদূ। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্য! বুদ্ধি থাকলে সকল কর্ম্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সদুপায় করে দিচ্চি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদূ। যে আজ্ঞা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস।) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

এক জন নটীসহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ

বিদূ। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক! (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদূ। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী, ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে!

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয় গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি?

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধু-পান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী। (উপবেশন।)

গীত

[রাগিণী বাহার—তাল জলদ তেতালা]

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।
মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত॥
পিককুল কূজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না!

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্তো ইচ্ছা করিস?

রাজা। এ কি? বহির্দ্বারে দাম্ভিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত কে এক জন কথা কচ্চো হে?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হলে আর এমন সুস্বর কার আছে!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন, অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল।

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদূ। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে কার মন-অলি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ ঠাকুরের কি সূক্ষ্মবুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদূ। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন! হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। (স্বগত) এ মা, বামুন বেটা ত কম ষাঁড় নয়। (প্রকাশে) দূর হতভাগা!

[বেগে পলায়ন।

বিদূ। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না! যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ
কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চো। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর[১৫] প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা[১৬] মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্চো! অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল[১৭] আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্চো! মহাশয়, একবার রথসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকা-শ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্চো। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্গিরণ কচ্চো! আবার দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নট নটীরা নানা যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্চো। (নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য।) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! বোধ হচ্চো, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচ্চোন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে!

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিত কচ্চোন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেব-মিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

[১৫] প্রসর—বিস্তার, চলন। [১৬] হস্তিপক—গজারোহী। [১৭] অচল—পর্বত।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান কল্যেন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত তাতে নূতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্যটন না করে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনও ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্তো আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতনসম্মুখে
মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসন্না হলে, সূর্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অদ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি, আর ঋষিবরদুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই, আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত, নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন।—যদু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন তিনিও সর্ব্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু সমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আঃ, মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা করিগে।

[প্রস্থান।

মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্ম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই; এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জ্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল, আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই করে থাকি, তবে যা হোক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে। একজন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে! আহা! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন (স্বয়ং ভোজন)। ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম! (উচ্চস্বরে হাস্য) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্য্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্র নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদ-পদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যদু কি কচ্চে? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি? আপনার উদর তৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজশুদ্ধান্ত

রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিত্ত-চকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্যামী ভগবান, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোত্থান করে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা করলেম, কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।[১৭]

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি শুভাদৃষ্ট!—তার পর!

---

১৭ ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো
ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। দুষ্মন্তের উক্তি।

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্চো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এই মাত্র বলতো, "হে রাজন! আপনি সেই কূপ-তটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্র-কন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্চো।"

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্তোম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্চি!

বিদূষকের প্রবেশ

কি হে, দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদূ। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজ-কুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? "পিতা যস্য, পিতা যস্য"—আ হা হা! কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্য বদনে) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যদুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্য মহর্ষিকন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্ব্ব অনুপম রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্য মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার সেইরূপ পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে?

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্চে?

বিদূ। যে আজ্ঞা। আমি—(অর্দ্ধোক্তি।)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায় হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্চো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরু কন্যা

বিবাহ করেছেন. সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে—(অর্দ্ধোক্তি।)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণ! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই।

বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে. কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক. সে স্ত্রীলোকটি যে কে. তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্তো পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্তো২ এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো. যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চারি দিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল. তাতে এমনি অনুমান হতে লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্য-গুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন. কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত করে. যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে. তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরম্পরায় শুনেছি. যে ঐ সুন্দরী দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা. কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু—(অর্দ্ধোক্তি।)

বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। কেন. কেন? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েক জন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্চো' হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে. যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়. আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন. আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো।[১৮] (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য. তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসি-চর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ. আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদূ। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি!

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে. তা নিশ্চয় বলতে পারি না! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্র গ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শত্রুনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই! মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই. নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

[১৮] কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র ষষ্ঠাঙ্কে নেপথ্য থেকে মাধব্যের সাহায্যার্থে ক্রন্দন এবং দুষ্মন্তের অস্ত্রাদি গ্রহণের সঙ্গে তুলনীয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজান্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান
বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্চেন, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় তবে আমি তা অবশ্যই করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না! (অধোবদনে রোদন।)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন, রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে, আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশে পূর্ণশশী।

শর্ম্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান সন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি,তবে কি তোমার এই ইচ্ছা যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিস্মৃত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো?

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেব দেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। (নিরুত্তরে রোদন।)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ! রাজসভা অতিদূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই; আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমারই বা দোষ কি! (রোদন।) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবে? তা তোরই বা দোষ কি?

এমন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই! আহা! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন।)

রাজার প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি, যে এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কূজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন।) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল; কিন্তু আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের সকলকেই ভস্ম করেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি।) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিণীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্চো। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি দেখি। (নিকটে গমন।)

নেপথ্যে গীত

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখের সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না!
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা!
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না।

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন এক জন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে? বলাও যায় না. ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রেই মুক্ত রয়েছে।[১১] দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা। হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো! (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্চেন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

শর্ম্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্চো, যদাপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্তো পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন্, আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন।)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি

[১১] কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করে দুষ্যন্তের উক্তির প্রতিধ্বনি শকুন্তলা নাটকে।

স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হচ্চোছল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে, সুন্দরি, রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্চো?[২০]

শর্ম্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন?

রাজা। হে মৃগাক্ষি, তুমি যদি মন্মথ-মনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্চো?

শর্ম্মি। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী!—হা অন্তঃকরণ' তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি মধুরভাবে আমার কর্ণকুহরের সুখ-প্রদানে একবারে বিরত হলে?

শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর এক জন পরিচারিকা মাত্র তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হোক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে (প্রকাশে) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিঙ্মণ্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণি-গ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ।) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হলে।

শর্ম্মি। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা ত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অদ্য আমার কি শুভ দিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্যেন।

দেবিকার প্রবেশ

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাসুরে মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়-সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্চেন! আহা! দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুর-ভাষে পরিতুষ্ট কচ্চেন!

শর্ম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেই-রূপ আপনার শরণাপন্না হলো! মহারাজ, আমি এত দিন চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই?

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এ'র নাম দেবিকা।

[২০] বক্র ভাষায় শর্ম্মিষ্ঠাকে রতির সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে'

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রেই বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমল-কাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হলেম।

দেবি। (করযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজ-মুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হলো।

শর্ম্মি। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবি। রাজনন্দিনি, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্তে নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্ব্ব-দিকের বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্চেন. তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাসুর?

শর্ম্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না. কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে!

[সকলের প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরি-চারিকাদের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি? কি আপদ্! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন! ছি! ক্ষত্র-জাতির কি দুস্বভাব! এ'দের কবিভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়; তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্চো, তা বলা দুষ্কর! এই দেখ, আমি যেন হিমাচলশিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি? তা না হলে' আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্চেন, এর কারণ কি? যা হোক, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুর-বাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ কচ্চো। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুস্পার্শ্বে রাণীর পরি-চারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্য-কন্যা। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব, আর আশীর্ব্বাদ করবো; এই ত জানি. তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না —বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হতে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখচি. পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহে

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরস-বদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ. এ দুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব।

বিদূ। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি. বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে. ব্যাকুলচিত্তে কোন দিঙ্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে. আমি সেইরূপে এই অপার বিপদ্-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কর্চি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবনবিখ্যাত, রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন. কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি. বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত: এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদূ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই: ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পাল্লেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্লেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ। বয়স্য! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বললেন, হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও,—তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্তেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের[১১] ন্যায় একেবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা কল্লেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভর্ৎসনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্দেবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেম না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশমণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

[১১] কুলালচক্র—কুমোরের চাকা।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ গ্রাসিত হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যদ্যপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদূ। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতি-পরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা! যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই!

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবনবেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাকগে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীনিকটস্থ যমুনা নদীতীরে অতিথিশালা

শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরন্তপ[২২] চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী?

কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী, বাহুবলেন্দ্র, রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদ-বেদাঙ্গপারগ, পরধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব

[২২] পরন্তপ—শত্রুকে যে নিগৃহীত করে।

এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্ত্তী অতিথি-শালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভু, যথা ইচ্ছা!

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই!

দেব। সখি, এ নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্চে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দুরুতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল শুখয়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্চে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার, তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কাল-যাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অতিযত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষি-কন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত। —(অর্দ্ধোক্তি।)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ—(মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি।)

পূর্ণি। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন? ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি করবো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্চেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে! আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন।)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্চো না?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে? আর কি জন্যেই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্যো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি। [প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজ-চক্রবর্ত্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা—(পুনঃমূর্চ্ছাপ্রাপ্ত।)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে। এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি করতেছে। তবে আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এ নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া।) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য——(অর্দ্ধোক্তি।)

পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান।)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্চেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি——হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ।) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন।)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন।)

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন।)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজ-গৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি-কুল মান আছে? (রোদন।)

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব। (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নামও ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন?

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল!

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও তো সামান্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিসম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধি হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্তোই হবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধ হয়;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই। [দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান
শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা করবে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্ৎসনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্যি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি, আমার কি দুরদৃষ্ট! কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে

চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে! (অধোবদনে রোদন।)

দেবি। রাজনন্দিনি,, তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন।

শর্ম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ্য করতে পার না?

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা রোদন কচ্চো।

শর্ম্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্বনা করগে, আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি?

শর্ম্মি। সখি তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে থাকে? বরঞ্চ নির্জ্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পান না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য?

শর্ম্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও।

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়। [প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্ব্বাণ করলে? (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়া-দ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর; তুমি পরম পরোপকারী; অতএব তুমিই ধন্য! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত কত যে সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দ মলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়।

গীত

[ঝিঁঝোটী—তাল মধ্যমান]

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?

প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিবে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বব বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে বিস্মৃত হলে? যে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেযে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হলেন! (অধোবদনে উপবেশন।)

রাজার একান্তে প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনাব অনুপম লাবণ্য দর্শন কবে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশষ্যপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজীর ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন।) মহিষীর অন্বেষণে নানা দিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ।) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণি-গ্রহণ করেছিলেম! আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মি। (রাজাকে দেখিযা ও রাজাব নিকটবর্ত্তিনী হইযা এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শর্ম্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিযে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ্য করেছো?

শর্ম্মি। জীবিতনাথ দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না!

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্ম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ, তবে আপনি অতিত্বরায় এ স্থান হতে গমন করুন; কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আনবেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য— আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মী-স্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মি। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন।

শর্ম্মি। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি এই মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্তে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার—— (স্তব্ধ।)

শর্ম্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূতলে অচেতন হইয়া পতন।)

শর্ম্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলতিলক!

দেবিকার পুনঃপ্রবেশ

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে—— (রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্চে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্ম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট শুনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি?

একজন পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো?

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন? ব্যাপারটা কি?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।)

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

মন্ত্রীর প্রবেশ

মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো? এ কালসর্প——(অর্দ্ধোক্তি।)

বিদূ। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্পই বটে! মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধন্বন্তরিই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্তে ভীত হন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জানতে পাল্লেন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্চেন, বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি পরামর্শ দেন।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আর আমার জীবন থাকায় ফল কি? মহারাজ, আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ

পূর্ণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন? যে কর্ম্ম হয়েছে তার আর উপায় কি?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্ব-ধন হেলায় নষ্ট কল্লেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্লেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্চো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্লেম? (রোদন।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন।[২০]

রাজ্ঞী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্লেম! (রোদন।)

পূর্ণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই। তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন। এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্লেন—"প্রেয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈলো! (রোদন।)

পূর্ণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকটে যাই। তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্লো কি হবে?

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়সম্মুখে

বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

বিদূ। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্লে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষ-সকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্ব্বনাশ করবে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদূ। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভি-শাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্যবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়াগিরির শিখর-দেশে অবস্থিতি কচ্চেন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্চে।

[২০] পৌরাণিক প্রসঙ্গ। কালিদাসের কুমারসম্ভবে এর সুন্দর বর্ণনা আছে।

বিদ্। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখছ,এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটীযন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হোক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদ্। (সহাস্য বদনে) ওহে, আমরা উদর-দেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না। বিশেষ জান ত যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণ-ভোজনটা আবশ্যক।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গোব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদ্। বটে? তবে ভালই হলো অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোব্রাহ্মণ দুইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন।

বিদ্। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? এ কি? ব্রাহ্মণ-সেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে?—হা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) না, না আপনার সে ভয় নাই।

মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হোক মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখে দুঃখে একবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন, পরে তাঁর প্রিয় সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃ-করণ দুহিতাস্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অনাথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহ্বান করে বললেন, হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্যি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জ্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্যে মুক্ত করো।

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বল্লেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে পিতঃ, জরা-রোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধা-ন্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্তো কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্তো পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্লেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ পুত্রের এই কথা শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র, তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবদ্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হতে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করলেন; এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়।

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্লোম। তবে কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্চি, আর অপেক্ষা করবো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজ-সংসারে কোন খাদ্য দ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন?

নটী ও মন্ত্রিগণের প্রবেশ

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখছি তৃষ্ণা না এগিয়ে জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্তে পাঠিয়েছেন।

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি।

বিদূ। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! (নৃত্য।)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ, তা বই কি? (নৃত্য।)

নটী। কি উৎপাত!

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্চো।

[বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি?

দ্বিতী ঐ। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজসভা

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

রাজা। অদ্য কি শুভ দিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্চো!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্তো মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

গীত

[রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা]

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলিবিরাজিত, সুধাকর॥
পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক,
ত্রিশূলধারক, ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
পদাব্জপূজিত, পরাৎপর॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্চোন! (সকলের গাত্রোত্থান।)

মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্র হলো, বসতে আজ্ঞা হোক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বসুন। (সকলের উপবেশন)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হোক! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি, তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হোক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তো পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না জগৎমাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম। বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্তো কে সক্ষম?

শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি, তোমার অতি শুভ ক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতি-পুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বৎসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত হলে, আর দুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্লেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্য মুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহোদরার ন্যায় এঁর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহ মমতা করবে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!

রাজ্ঞী। সে যা হোক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য এক বৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি।)

বিদূ। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্তের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্তো কত্তো সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন! মলয় মারুতের স্পর্শ-সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহর-রূপে নেচে নেচে আসচে!

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এ দিকে আসচে।

চেটীদিগের প্রবেশ

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চির-বিজয়িনী হউন। (নৃত্য।)

রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন আশীর্ব্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম-সুখে কালযাপন কর, এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ, আমি ঐহিক সুখের চরম লাভ অদ্যই করলেম।[২৪]

যবনিকা পতন

ইতি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত

[২৪] প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত রীতি অনুসারে 'শুন হে সভাজন' শীর্ষক একটি সংগীত ছিল। তৃতীয় সংস্করণে উহা পরিত্যক্ত হয়েছে।

পালামৌ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

★

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভাল বাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূরে। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ইনল্যাণ্ড ট্রান্জিট কোম্পানীর (Inland Transit Company) ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়োয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে এক জন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড় পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চূণকাম-করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানা বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে এই জন্য ফণাটি কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটি কালীয়দমনের কালীয়, কাজেই যে পর্ব্বতের উপর কালীয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া বাল্যকালেই পর্ব্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পেঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিট কাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পেঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি; সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষি-পত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি মাজিস্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারাণ্ডায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও

আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা, অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজী মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই, কেন না, তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মের বড় বিরোধী। তদ্ভিন্ন আহারের আর কোন দোষ ছিল না, সঘৃত আতপান্ন, আর দেবদুর্লভ ছাগমাংস, এই দুই-ই নির্দ্দোষী।

পাক সম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ, এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি; কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ডু এক দ্রব্য কি না, এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন বৃদ্ধ রাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই এক দিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতে ছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন যোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দু চূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা "পলাণ্ডু!" এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালী পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে, সে মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায় এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না, তাহা পশ্চিম প্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে, বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশ অঞ্চলে আছেন, বোধ হয় তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারি জন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলেই মাষ্টার-মহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়ে বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর এক ঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ক মর্তমান রম্ভা দোদ্‌ল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোট নজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে "কলাকাঁদির হিসাব" দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য্য করেন তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প।

"কলাকাঁদির ফর্দ" সম্বন্ধে বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে একদিন একজন চাকর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুইটি সুপক্ক রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ "কাছারি" হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী, সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন। যে স্থান হইতে যে বৃক্ষটি আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে "কলাকাঁদি" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি, এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না; কিন্তু আপনার বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাহার বাটীতেও পাওয়া যাইত না, লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলার গাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে 'তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুইটি স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, "উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া এক প্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি, এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্ব্বে আর কোন উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষক-সম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তথায় একত্র এক স্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোক যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটি সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন

জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতুহল জন্মিল। শেষ আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকদের চক্ষু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা ; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের বহু পরে 'চালশা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবরা সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালীরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন, যে কুঠীতে তিনি বাস করতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ; কুঠীটি যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায়, তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন, তিনি বলিতে পারেন যে, যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা এ কথা লইয়া কোন তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই, সেই মত শিখিয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছি, তাঁহার মন "কুঠী"র উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায় যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে, সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে, তা হইলে কি বুঝা কর্ত্তব্য ?

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই চারি দিনের মধ্যে পেঁাছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না, এবার ইচ্ছা রহিল, মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

★★

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজী পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন মিলিটারি সাহেব "পেরেড" বৃত্তান্ত, "ব্যাণ্ডেল" বাদ্যচর্চ্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, পালামৌ প্রবল শহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কি অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা "কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কৃত" পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালভ্রান্তি-সংবাহক ভাটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি ত সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পেঁাছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা

যাইতে লাগিল ; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারি দিকে দেখা যাইতে লাগিল! কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতক দূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড় ; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্ব দিক হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্ব দিক হইতে উঠিয়া পশ্চিম দিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিম ভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথায়ও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামত তাবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চিৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চিৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায় ; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যত দূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, তত দূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কণ্ডক্টর (conductor) ; যে পর্য্যন্ত ননকনডক্টরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্য্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছু কাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য করিতেছে ; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা কষ্টে কাল যাপন করিবে, এমন সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়-পার্শ্বস্থ লতা পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ "শাল তাল তমাল হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ববৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিষণ্ণকর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এই জন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখন দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকীর পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাথর, পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক, এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বো করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোল মাত্রেই রূপবান, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল।

যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি, তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামে বালক বালিকারা প্রায় পাল্কী আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে "বর-কনে" দেখিবার নিমিত্ত পাল্কীর ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পাল্কী চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্য বালক-বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দ্দয়।

তাহার পর আবার কতক দূরে গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্তা যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল, সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্য পান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্যবদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানু স্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধ হয় যেন সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালার ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখন স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্ব্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েক বার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিয়াছি এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়ঃ হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্ম্ম হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য্য কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু স্থিরযৌবনা থাকে।

লোকে বলে, পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষ জাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর, মনুষ্য মধ্যেই সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খাড় উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয়, কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণার পর্ব্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোন বন্য জাতির সহিত বাস করে না। শুনিয়াছি, অন্যজাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্ব্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া

আর্য্যগণের গোরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্য্যরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখন কখন দলবল জুটিয়া লাঠালাঠিও করিতেন। শেষে বহু কাল পরে যখন আর্য্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন, তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্য্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া বাস স্থাপন করে। অদ্যাবধি সেই পাহাড়-পর্ব্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বল বীর্য্য নাই; আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ পাঁচ জন এখানে সেখানে বাস করে, আর কিছু দিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পরাজিত জাতিরা বিজয়ী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্ব্বস্থানে যে সকল সুবিধা ছিল, তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথা অনেক স্থলে সত্য সন্দেহ নাই, অসুরগণের পক্ষে তাহাই খাটিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও এক সময় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি অনেক কাল তথায় বাস করে, অদ্যাপিত তথায় খাস সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের যে কুলক্ষয় হইয়াছে, এমত শুনা যায় না।

মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবেরা গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, সেখানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান, নাটিক ইণ্ডিয়ান, নিউ জিলাণ্ডার, নিউ হলাণ্ডার, তাস্মানীয় প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরি নামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, বিশ বৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কি, তাহা জানি না। বোধ হয় এতদিনে লোপ পাইয়া থাকিবে, অথবা যদি এত দিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্ব্বল নহে, তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন, "He is the noblest of savages, not equalled by the best of Red Indians." তথাপি এ জাতি লোপ পায় কেন? তুমি বলিবে সাহেবদের অত্যাচারে? তাহা কদাচ নহে, ক্যানেডার অধিবাসী সম্বন্ধে সাহেবেরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার গিকি লিখিয়াছেন যে, "In Canada for the last fifty years the Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops * * * The Government has built them houses, furnished them with ploughs, supplied them constantly with rifles, ammunition, and clothes paid their medical attendants * * * but the result is merely this that their extinction goes on more slowly than it otherwise would" সমাজোপযোগী ভাল স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে ত এই জাতিদের যাইতে হয় নাই, তবে তাহাদের কুললোপ হইল কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে

আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথার প্রত্যুত্তরে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের ত কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না।

আমরা এ কথা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের আদিম জাতিদের কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোন জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে, এমত নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ, আর এক সময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে। কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয়, তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভাল লাগিবে না, এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক, আগামী বারে সতর্ক হইব। কিন্তু যে কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল, তাহা শেষ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কথা কিছু বলি। কিন্তু চারি দিকে বাঙ্গালীর উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিতেছে, উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে, বাঙ্গালী সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর আর ভাবনা কি? এ সকল ত বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক ব্যাপার কি একবার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না? শুনিতেছি, গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভাল।

★★★

পূর্বে একবার "লাতেহার" নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ, আবার বিশেষ সুখ এই যে, আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক, বোধ হয় তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন এমন উমেদ রাখেন, বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত পালামৌ-পর্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত; তুমি প্রশংসা কর আর না কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমায় পুরাতন কথা শুনাবে, তুমি শুন বা না শুন, সে তোমায় শুনাবে, পুরাতন কথা এইরূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহার পুঁজি বাড়িবে না, কেন না, আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চিরবাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম; চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে। যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না, সে অভাগিনী। সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ।

বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মোয়া গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটিকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। কখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারি দিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়ত বিষণ্ণ ভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটি শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম, এই আমার "দুনিয়া"।

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারি দিক দেখিতেছি, হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা আর গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটি কালোকোলো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম, এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল,

"রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং।"

আমি পশ্চাৎ ফিরিলাম, দেখিলাম কেহই নাই, চারি দিক চাহিলাম, কোথায়ও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি, এমত সময়ে আবার আর এক দিকে শব্দিত হইল,

"রাধে মন্যুং" ইত্যাদি।

আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে, কতক কৌতূহলপরবশে গেলাম। সে দিকে গিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কিয়ৎ পরেই "কুমারীর" ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্ব্বমত বোধ হইল না, কেবল সুর আর ছন্দ শুনা গেল। "কুমারীর" মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটি পক্ষী আর একটির নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখন কখন অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের একটিমাত্র শ্লোক জানিতাম; ছন্দটি উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটি আমার মনে আসিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য্য হইয়াছিল, আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম "রাধে মন্যুং"। কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই, কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহা যাহাই হউক, আমি অবাক হইয়া পক্ষীর মুখে সংস্কৃতছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল, যিনি 'উদ্ধবদূত' লিখিয়াছেন,

তিনি হয়ত এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন। শ্লোকটির সঙ্গে এই "কুঞ্জকীরানুবাদের" বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং।
জাতং দৈবাদসদৃশমিদং বারমেকং ক্ষমস্ব॥
এতনাকর্ণয়সি নয়বন্ কুঞ্জকীরানুবাদান্।
এভিঃ ক্রুরৈর্বয়মবিরতং বঞ্চিতাঃ বঞ্চিতাঃ স্মঃ॥

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমত সময়ে কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষশাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পদতলে। দৈবাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এত বার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে, কুঞ্জ-পক্ষীরা তাহা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল, অর্থ না বুঝিয়া পক্ষীরা তাহা সর্ব্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুনলে—কুঞ্জের ঐ পাখী কি বলিল শুনলে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ, পোড়া পক্ষীও কত দুখাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল, "রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং"। তাহাই বলিতেছিলাম, বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে; কিন্তু ছন্দ যে কোন পক্ষীর স্বরে স্বাভাবিক আছে, তাহা আমি জানিতাম না, সুতরাং বন্য পক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীটির সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কত বার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল, যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন, নিশ্চয়ই এ পক্ষীটি রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্ব্বপুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে আপনি আসিয়াছে। বৈষ্ণবদের উচিত, এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে, একটি হরিয়াল পালন করি, দেখি সে "রাধে মন্যুং পরিহর" বলে কি না বলে।

আর এক দিনের কথা বলি; তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যেরূপ নিত্য অপরাহ্ণে এই পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর এক দিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি, একটা যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এক কালে এরূপ রাগ নিজেও কত বার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিবস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জল গ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায় বুট, পরিধানে কোট পেণ্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল

দেখায় না, বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবি ধরনে চলিলাম, কিন্তু নিঃসঙ্কোচচিত্তে। আমি স্বভাবতঃ বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক সম্বন্ধে আমার কখন ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারীরা কত দিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনও গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম; বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনও আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণ-ক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে, এ কথা তাহাদের মনে আইসে না। যত দিন তাহাদের মনে এ কথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসিক! আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায়, সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভাল হয়, সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল কচকচি যাক।

যুবার সঙ্গে কতক দূর গেলে সে আমায় বলিল, "বাঘটি আমি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল। তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল যে পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেববেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতক দূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্নতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতক দূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে। আমি জুতা খুলিয়া খালি পায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতক দূর গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্লবদনে বলিল, "হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন, বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের একস্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তরনির্মিত একটি কুটীর, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি," উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা একা তাহা ঠেলিয়া গর্ত্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোর রবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙিল না। পর-দিবস বাহকস্কন্ধে ব্যাঘ্রটি

আমার তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

★★★★

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি ; কিন্তু ভাবিতেছি, এবার কি লিখি ? লিখিবার বিষয় এখন ত কিছুই মনে হয় না. অথচ কিছু না কিছু লিখিতে হইতেছে। বাঘের পরিচয় ত আর ভাল লাগে না ; পাহাড় জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কি ? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে, তাহারা জঙ্গলী, কুৎসিত, কদাকার জানওয়ার, তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই, এ কথা বলিলে লোকে আমায় কি বিবেচনা করিবে ? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথা বলা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যার পর চিকপর্দ্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবী ঢঙ্গে কুক্কুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় একজন কে আসিয়া বাহির হইতে আমাকে ডাকিল, "খাঁ সাহেব !" আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল ; কারণ নং এক এই যে, আমি মান্য ব্যক্তি ; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার ? আমি যাহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতি প্রধান, কিম্বা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয় কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে "শুনুন" বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ নং দুই যে আমাকে "খাঁ সাহেব" বলিয়াছে, বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম, ভাবিতাম হয়ত লোকটা আমাকে মুছলমান বিবেচনা করিয়াছে, কিন্তু পদের অগোরব করে নাই। "খাঁ সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে তাহা আমাদের "বোস মশায়" বা "দাস মশায়" অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারম্যান কোম্পানী যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসী দেশে যাহার জুতা সেলাই হয়, তাহাকে "বোস মহাশয়" বা "দাস মহাশয়" বলিলে সহ্য হইবে কেন ? বাবু মহাশয় বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম, এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে, আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ" "বদ্‌জাত" প্রভৃতি সাহেবস্বভাবসুলভ গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার বাহাদুরি। বোধ হয় সে রাত্রে বড় শীত পাড়িয়াছিল, তাহাই তাঁবুর বাহিরে যাইতে সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি খাইয়া আর কোন উত্তর করিল না ; বোধ হয় চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে ; তাহা কিছুই না করায়, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি চমৎকার লোক। সেও হয়ত আমাকে ভাবিল "চমৎকাব লোক"। নাম জানে না, পদ জানে না, কি বলিয়া ডাকিবে তাহা জানে না, ; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করিয়া 'খাঁ সাহেব'

বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার উত্তরে যে 'হারামজাদ' বলিয়া গালি দেয়, তাহাকে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি মনে করিবে ?

দণ্ডেক পরে আমার "খানসামা বাবু" তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডূয়নশব্দ দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল। আমার তখনও রাগ আছে, "খানসামা বাবু"ও তাহা জানিত, এই জন্য কলিকা-হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অতি গম্ভীরভাবে কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল, আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলায় বসাইয়া দিবে, এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম সে দিকে কিছুই নাই, কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, তাহার পরেই দেখি দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল। দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম ; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী, এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটি রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল ; গেঙ্গোখালি "মোহনায়" যেখানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবাস স্থাপন করেন, সেইখানে একদিন অপরাহ্ণে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্ক ডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম, "জঙ্গলী পাখী হয়ত কখন মানুষ দেখে নাই, দেখিলে বিশ্বাসঘাতকতাকে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম ; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমিষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম ; তাহার কি আশ্চর্য্য রূপ ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক্ তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু ! আমি রূপরাশি কি বুঝিব ? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত-প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্যদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র-ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে! সে রূপ লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে। যাঁহারা বলেন, যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, তাঁহাদের মিথ্যা কথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি, এমত সময় আমার খানসামাবাবু বলিল, "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল।" শুনিবামাত্র আমার রাগ পূর্ব্বমত গর্জ্জিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম। সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পর-দিবস অপরাহ্নে দেখি, এক বটতলায় ছোট বড় কতকগুলা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দুই-একটা "বেতো" ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাহারাও "বাই"; ব্যয় লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পালামৌ দিয়া যাইতেছে, এই সময় পূর্ব্বরাত্রের বাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলল, অতি প্রত্যুষে সে চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া এক জন রাজপুত প্রতিবাসী বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে আসিতে তাহার সঙ্গীরা সকলে মরিয়াছে, মাত্র এক জন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল, "খরচা"ও ফুরাইয়াছে। দুই দিন উপবাস করিয়াছে, আরও কত দিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল-পাহাড় মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার বিপদ কতক অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব, আর অপার নদীতে নৌকাডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের কোন ক্ষতি হইত না, অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল এক দিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এরূপ কথা আমার সর্ব্বদা মনে হইত। দুই-চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল, তিনি দশ ক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে।" এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া "খাঁ সাহেব" কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, এক দিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা

"দাড়ি" হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্য লোকেরা এক এক স্থানে পাতকুয়ার আকারে ক্ষুদ্র খাদ খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাদে জল ক্রমে ক্রমে চুঁইয়া জমে। আট দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন? আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা "খোঁপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে, আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলন্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রাকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময় মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্‌ধুকি দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিতকণ্ঠে একটি গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া উঠিল, সঙ্গে

সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, যেন সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল, নিকটে দুই তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক এক বার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত; অধিক ক্ষণ থাকা গেল না।

*****

কোলের নৃত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় যেন উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্ত্তা আমার পাল্‌কী লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না; ভাবিলাম—না করুক, আমি রবাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্নে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাল্‌কীতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ বার জন পুরুষ আর পাঁচ ছয় জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহই ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায় ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্ব্বল বাঙ্গালী, আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতক দূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না, হয়ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলাম, আর রাগভরে পাথুরে মেয়েগুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সেপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাল বলিলাম, আর কত কি বলিলাম। আর একবার বহু পূর্ব্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগানে "লসিংটন লজ" হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিল না, সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প টক টক শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, গবর্ণর জেনেরল কাউন্‌সলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম, স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না, অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম।

হয়ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এ দিকে তাহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। সেই জন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মত আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন, যেন সেই সঙ্গে একটু "দুয়ো" দিয়া গেলেন,—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল, তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে, তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোসামুদেরা বলে, তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে। কলাগাছে ঝড়, আর শিমুল গাছে সমীরণ?

সে সকল রাগের কথা এখন যাক, যে হারে, সেই রাগে। কোলের কথা হইতেছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে একরূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাও কি, কি তাহা স্মরণ নাই। তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরাতন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদায় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্য হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রি যাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত, তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয়ত থাকিতে না পারিয়া শেষ ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্য্যন্তও দেয়! গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে!

এইরূপে প্রতি রাত্রে কুমার কুমারীর বাক্‌চাতুরী হইতে থাকে, শেষ তাহাদের মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটি ঠিক নহে। কোলেরা প্রেম প্রীতির বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক। নৃত্য হাস্য উপহাসের পর পরস্পর মনোনীত হইলে, সঙ্গী, সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে। কুমারীর আত্মীয় বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে শান দেয়। আর অনবরত কুমারের আত্মীয় বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী হাসি হাসি মুখে বেশ বিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়, হয়ত ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়, বেশ বিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরি লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মত নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথায় গাগরি টলে। বনের ধারে জল, যেন কতই দূর! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই একটি ডাল দুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা, সখা সুবলের মত লাফাইতে লাফাইতে সেই বন

হইতে বহির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরি পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে ধরিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চীৎকার করিতে বাধ্য, চীৎকারও সে করিতে লাগিল। হাত পাও আচড়াইল। এবং চড়টা চাপড়াটা যুবাকেও মারিল; নতুবা ভাল দেখায় না! কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা "মার মার" রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহারাও বাহির হইয়া পথরোধ করিল। শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি, দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা হরণ করাই তাহাদের বিবাহ। আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে স্ত্রী-আচারের সময় বরের পৃষ্ঠে বাউটি-বেষ্টিত নানা ওজনের করকমল যে সংস্পর্শ হয়, তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বরকন্যার মাসী পিসী একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়া বাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে, তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জ্জা হইতে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয়, তাহাও এই পূর্ব্বপ্রথার অন্তর্গত।*

কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন পনর টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য, কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথা পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর এক জন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন, কি মহাপিশাচ, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ্জ করিল, সে সেই দিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাতকের ভূমিতে দুই মন কার্পাস, কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে, মহাজনের গৃহে তাহা আনীত হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে, আসল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাতক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কি? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল, মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাতক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে, ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না। সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাতক জন্মের মত

---

* যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম, তাহা Exogamy নহে। কেন না, ইহা স্বজাতিবিবাহ।

মহাজনের নিকট বিক্রিত হইল। যাহা সে উপার্জ্জন করিবে, তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে কেবল যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে "সামকনামা" লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল, সে রীতিমত গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম বিনা বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্ব্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সংসারও তাহাদের অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দ্দশা অতি সাধারণ। তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না পলাইল, সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া যে কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয় এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দুর্দ্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন আমি বড় লোক, আমি "ধুমধাম" না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন, তাহার পর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায়, "আমি ধনবান্" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্যদশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাহাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন জানি না। কিন্তু বোধ হয় হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্ব্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্ব্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায়, তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ সে অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এই কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময় ইহুদি মহাজনেরা ঋণ দানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়ীরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার ভালথাকীদের সঙ্গে কোন্দল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ী গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ী নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটি এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখ প্রতি একবার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্ব রাত্রের উচ্ছিষ্ট পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্ব্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্ক পত্রে ভগ্ন ভাণ্ডে আহার খুঁজিতেছে, নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন, নববধূ আর পূর্ব্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুর ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা লইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন মা? নববধূ কথা কহিল না! কহিলে হয়ত বলিত, এই কুক্কুরী সংসারী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা! লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন মা আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও তা জিজ্ঞাসা করে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হ'লে, আমায় পর ভাবিলে?" এই বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না মা! আমি বলি বুঝি কার জন্য রেখেছ?" নববধূ হয়ত মনে করিল, পূর্ব্বে আমায় "তুই" বলিতে আজ কেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য! এক রাত্রের পরিবর্ত্তন বলিয়া আশ্চর্য! নববধূর মুখশ্রী এক রাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে, মনের এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল।

******

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। এক সময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁহার রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেইখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে।

একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর তোমার গল্প ভাল লাগে না, তুমি চুপ কর।" কালা ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে এ গল্পের অনেক বাকি।" আমারও সেই ওজর। যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলিব যে, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।"

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধু ভাষায় বুঝি ইহাকে মধুদ্রুম বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধু ভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয়, অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এই জন্য এক এক বার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এইজন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই যে একমাত্র মধুদ্রুম লিখিত হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোকবৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার, যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান নাই তাঁহারা হয়ত কিছুই বুঝিবেন না, সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধু-ভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাষা গোল্লায় যাক।

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীয়েরা কেহ কেহ সক করিয়া চালভাজার সঙ্গে এই ফুল খাইয়া থাকেন। শুখাইয়া রাখিলে এই ফুল অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া দুই তিন মাস কাটায়। পয়সার পরিবর্ত্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মজুরী শোধ হয়। মৌয়ার এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই।

মৌয়ার ফুল শেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি, মৌমাছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পুরিয়া যায়। বোধ হয় দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বয়সের কোন্ সুখের স্মৃতি তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতিবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোন একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোন একটি সুর শুনিয়া অনেকের মনে হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে—অথচ কি জন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখস্মৃতি। তাহা হইলে হইতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্বজন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফুট স্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কি না স্মরণ নাই, এখনও ভাল লাগে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা-পল্লব-শোভিত

সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গীগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুম-সুবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।

অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি ভাল লাগিবে। অদ্য যাহা সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম না, কল্য আর তাহা জুটিবে না। যুবার যাহা অগ্রাহ্য, বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয়ত আদর পায় নাই, এখন আর তাহা জুটে না, সেই জন্য তাহার স্মৃতিই সুখদ।

নিত্য মুহূর্ত্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে কথা থাক।

প্রত্যেক পটের এক একটা করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহু কালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়। যে পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম, বোধ হয় মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী।

কোন পটের বন্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনিই কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন। অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না।

মৌয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার। ইহার মাদকতাশক্তি কত দূর জানি না, কিন্তু বোধ হয়, সে বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই, কেন না, আমার একজন পরিচারক একদিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না কাঁদিয়াছিল, বিস্তর বমি করিয়াছিল। তাহার প্রাণও যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতী মদের সহিত তুলনায় এ মদের দোষ কি, তাহা স্থির করা কঠিন। বিলাতী মদে নেশা আর লিবর দুই থাকে। মৌয়ার মদে কেবল একটি থাকে, নেশা—লিবর থাকে না; তাহাই এ মদের এত নিন্দা, এ মদ এত সস্তা। আমাদের ধেনোরও সেই দোষ।

দেশী মদের আর একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত পা দুইয়ের একটিও ভাল চলে না। কিন্তু বিলাতী মদে পা চলুক বা না চলুক হাত বিলক্ষণ চলে, বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজকাল আমাদের দেশেরও দুই চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার স্বপক্ষ কথা বলিলেও বলিতে পারেন।

বিলাতী পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রাণ্ডি হইতে পারে, কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। একজন পাদরি আমাদের দেশী জাম হইতে শ্যামপেন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশী মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, অনেক অন্তর্জ্বালা নিবারণ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপক্রমণিকা

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য, এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

'আর কি আছে? আর কি দিব?'

তখন উত্তর হইল 'ভক্তি।'"

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ

পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "এরূপে কদিন চলিবে?"

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে যাইও।"

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধ সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিযাছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুই জন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেড়া ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?"

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর

শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "একটু তুমি সাহস করিয়াএকা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। ভাবিতে-ছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল; কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোণা-রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও" "চাল দাও" "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণা রূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই; আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী!" বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!" এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল-খল হাস্য করিয়া,

করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুকনা মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারি দিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকাব, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আবও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনেব ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুবা আরও চীৎকার করিয়া চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কাব করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ কবিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ কবিয়া থাকেন; তাঁহাব মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারমিশ্রিত চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূরে হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকাসকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠারীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা, এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া, গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া, সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন "মা, কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।" কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ "আমি যতক্ষণ না আসি, কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, "মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া,

কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল,অবনতমুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।" কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি?" ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পূরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।" ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভযে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর্-সর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তর-তর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে। এমন দুই শত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয়? আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া, তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূরে গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ি ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেন না, মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ি বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইযা সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার গাড়ি ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ি কর্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায় দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া—তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন এক জন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল: সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল, এবং "শালা—চোর--" বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঘুষাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারি জন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন; বলিলেন, "শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো।" সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন চারি জন সিপাহী গাড়ির গোরুর দাঁড় দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে-পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়িতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিলেই বা কি হইবে? স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজনা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তাসকল ছিল না। নগরসকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাট্‌নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন

হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে যাইতেছিলেন।এই জন্য পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেওদক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে এক জন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর একজন ডাকাত। অতএব তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো।"

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এই রকম?

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লেও শালা, মাথে পর একঠো মোট লেও।"

এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা তল্পি চাপাইয়া দিল। তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বলিল, "না; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ির উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।" ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার তল্পি ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্পি মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ির উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অনামনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ির চাকার কচকচ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ির চাকার উপর রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ির চাকার নিকটে একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকার স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ির উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, "আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন এক জন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ির সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এই শালা হাওলদারকো মারা" বলিয়া এক জন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া, পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সে সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ির কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারি

দিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ির উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে 'হরি হরি' শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার," বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া, গাড়ির নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিল, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া এক জন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিল, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।" ভবানন্দ বলিল, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু?

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্ত্তি ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই;

সেই রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই। এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তি-শালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

"বন্দে মাতরম্ :
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" *

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন,—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্!
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

• ১ × ১

* মল্লার—কাওয়ালী তাল যথা—বন্দে মাতরং ইত্যাদি।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা?" ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার?

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভোগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখ নি, এক দিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখলাম, একবার বই ত আর দুবার মরব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল দুধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িলঃ—

"সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে!
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা।

ভবা। কেন, এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের ক জন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে?

ভবা। নয় কিসে? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজ মুসলমানে এত তফাৎ কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর, তার পর, ইংরেজদের জিদ্ আছে—যা ধরে, তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়্বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুই শ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।

মহে। তোমাদের এ সব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে, আমি মায়া কাটাইযাছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমার স্ত্রী কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল; ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্" গায়িতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গায়িল—দেখিল যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিল, "যদি স্ত্রী কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন, কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে," সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত

করিলেন। তার পর বলিলেন যে,"চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?" মহেন্দ্র বলিল, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্র। মা—যা ছিলেন।

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাস-স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী।"

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারি দিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"এই মা যা হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি

শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ভুজা—" বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।" তখন দুই জনে যুক্তকরে উদ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,—

"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী কন্যা কোথায়?"

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে?

ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব?"

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি, তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল। যত বার চোখ মুছা যায়, তত বার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন-ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্য ফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রম দূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, "বাড়ীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া, কোন প্রকারে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুই জন গতক্লম হইয়া, কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে ত বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে এক জন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই, হাস কেন?"

গোঁসাই বলিল, "তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?"

মহেন্দ্র। যে প্রকারে হউক প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয় মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "আপনি সন্তান?"

বৈষ্ণব বলিল, "হাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর এক দিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কল-কল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি! বিপদ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।"

ক। কেন?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন। এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল, বলিতে পারি না—কিন্তু আমি

কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিযা আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইযা আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি। সেও জ্যোতির্ম্ময়ী; কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া, ঢেউ দিতে দিতে, সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইযা বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।' তখন আবার বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল, 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।" এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। "ভৃঙ্গরাজ" কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোখ ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?"

"খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—" কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। প্রতি পলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু বলিয়া কি বলিতেছিলে?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটিতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে

চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্য—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময় তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া—সবে গুটিকতক দাঁত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল; কেন না, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড় বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ-মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে, বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড় হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া, কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণী, ও কি করিলে?"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।"

"কল্যাণী, কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।"

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!"

কল্যাণী। কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ, এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই। এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, "দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুই জন একত্রে অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে

কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু, অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে:—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে।"

তখন কল্যাণী অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কাননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুর স্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন চারি দিক্‌ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিগণকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুই জনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী—এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন

রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেন না তাহারা ভিক্ষোপজীবী; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল। এজন্য বুভুক্ষু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি-কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্দ্ধপূরণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরুদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।" আর এক জন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল—কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর এক জন শষ্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুই জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, এক টানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া এক জন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিন জন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচ জন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি —আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচ জনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।" তখন তাঁহারা দুই জনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন ঃ—

ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী॥

ইত্যাদি।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এতালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না; কেন না, বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!" মহেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদন্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার স্ত্রী কন্যাকে শৃগালে কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে, মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পরীক্ষা?"

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামাজোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাত দিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়া ছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।"

নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁর জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ-ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারি দিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারি দিকে মাটির প্রাচীর, চারি দিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল।

মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। "এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কিল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেঞ্জিপেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বই কি, খাবে?"

জীবানন্দ বলিল, "হাঁ খাব।"

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটি সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটি কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটিকে একবার লাগিয়াছিল, তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, "ও নিমি! ও পোড়ারমুখি! ও হনুমানি! তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না?" নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত কবিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করে যে, এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি?"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে খাবে?"

জীবা। ঐ মেয়েটি খাবে দেখছিস্ নে, ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা?"

জীবানন্দ বলিলেন, "তোর কি রে পোড়ারমুখী?"

নিমি বলিল, "আমায় মেয়েটি দেবে?"

জীবানন্দ বলিল, "তুই মেয়ে নিয়ে কি কর্‌বি?"

নিমি। আমি মেয়েটিকে দুধ খাওযাব, কোলে কবিব, মানুষ করিব—বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিযা মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, "তুই নিয়ে কি কর্‌বি? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটি দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চল্‌লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব? দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দাল্‌না, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি?"

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আস্‌বে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিল, "বোনাই কোথা?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা

বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ টপ্ সপ্ সপ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, দাদা আর কিছু খাবে?

জীবানন্দ বলিল, "আর কি আছে?

নিমাইমণি বলিল 'একটা পাকা কাটাল আছে।

নিমাই সে পাকা কাটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, 'দাদা আর কিছু নাই।

দাদা বলিলেন, "তবে যা। আব এক দিন আসিয়া খাইব।

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল 'দাদা, আমার একটি কথা রাখিবে?

জীবা। কি?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল্ না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখবে?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড কিন্তু কি বল্'

নিমাই তখন এক হাতে আব এক হাতেব আঙুলগুলি টিপিযা ঘাড হেঁট কবিযা সেইগুলি নিরীক্ষণ কবিযা একবার জীবানন্দেব মুখপানে চাহিযা একবাব মাটিপানে চাহিযা শেষ মুখ ফুটিযা বলিল একবাব বউকে ডাক্‌বো'

জীবানন্দ আঁচাইবাব গাড়ু তুলিযা নিমিব মাথায মাবিতে উদ্যত বলিলেন 'আমার মেযে ফিবিযে দে আব আমি এক দিন তোব চাল দাল ফিবিযা দিযা যাইব। তুই বাঁদবী তুই পোড়ারমুখী তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস।

নিমাই বলিল তা হউক আমি বাদবী আমি পোড়াবমুখী। একবাব বউকে ডাকবো?"

আমি চললুম। এই বলিযা জীবানন্দ হনহন কবিযা বাহিব হইযা যায—নিমাই গিযা দ্বাবে দাঁড়াইল দ্বাবেব কবাট বন্ধ কবিযা দ্বাবে পিঠ দিযা বলিল আগে আমায মেবে ফেল তবে তুমি যাও বউযেব সঙ্গে না দেখা কবে তুমি যেতে পাববে না।

জীবানন্দ বলিল আমি কত লোক মাবিযা ফেলিযাছি তা তুই জানিস?

এইবার নিমি বাগ কবিল বলিল বড কীর্ত্তিই কবেছ—স্ত্রী ত্যাগ করবে লোক মারবে আমি তোমায ভয কব্‌বো' তুমিও যে বাপেব সন্তান আমিও সেই বাপেব সন্তান—লোক মাবা যদি বড়াইযেব কথা হয আমায মেবে বড়াই কব।

জীবানন্দ হাসিল ডেকে নিযে আয—কোন পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিযে আসবি নিযে আয কিন্তু দেখ ফেব যদি এমন কথা বলবি তোকে কিছু বলি না বলি সেই শালাব ভাই শালাকে মাথা মুড়াইযা দিযা ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায চড়িযে দেশেব বাব কবে দিব।

নিমি মনে মনে বলিল আমিও তা হলে বাঁচি। এই বলিযা হাসিতে হাসিতে নিমি বাহিব হইযা গেল নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীবে গিযা প্রবেশ কবিল। কুটীবমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসন-পরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিযা চবকা কাটিতেছিল। নিমাই গিযা বলিল বউ শিগগিব শিগগিব। বউ বলিল শিগগিব কি লো' ঠাকুবজামাই তোকে মেবেছে নাকি ঘাযে তেল মাখিযে দিতে হবে?

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘবে

সে স্ত্রীলোক তৈলেব ভাণ্ড বাহিব কবিযা দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইযা সেই স্ত্রীলোকেব মাথায মাখাইযা দিল তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিযা দিল। তাব পব তাহাকে এক কিল মাবিযা বলিল 'তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল। সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইযা বলিল কি লো তুই কি খেপেছিস না কি'

নিমাই দুম কবিযা তাহাব পিঠে এক কিল মাবিল বলিল শাড়ি বেব কব।

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়িখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেন না, এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই,—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া দিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পর্‌বি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন! ত ঢাকাই শাড়ি কেন? চল না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল, এই ন্যাক্‌ড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, "ছি, কাঁদিও না; আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—"

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। এক দিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎ-সংসার; এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই এক দিকে আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্ দিক ভার হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভূঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার

দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ,—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম্ম কি? আমি কোন্ ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, "ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহন কড়ি।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত —শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, এক দিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। এক দিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিযা হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্নমুখে জ্ঞানানন্দনামা একজন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্নসকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশৈক দূরে দুইটি অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতি রোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর

কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দিভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটিও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব। এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল, যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র, দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শুয়রের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার জন্য শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?" হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "এ বাহুতে কি বল নাই?"—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে।—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড়-কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধৃগণের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশুসকল ভীত হইয়া কানন হইতে

পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চ রব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া, কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্ট সাধনে প্রয়োজন নাই।" সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ এক দল "পরগণা সিপাহী" পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি-সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

এইরূপ শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শান্তিও কখন খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলা কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর দুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না। ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্ত্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতের দুই চারিটা বুক্নি দিয়া, দুই একটা আদিরসাশ্রিত গল্প করিতেন, টিয়া পাখীর মত শান্তি সেগুলিও শিখিল—টিয়া পাখীর মত, তাহার অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া, শান্তির পিতা "যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি" বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালবাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা-মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নেয় কে?" জীবানন্দ বলিলেন, "আমি আনিয়াছি—আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব।" পিতা-মাতা বলিলেন, "ভালই।" জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, "কাজটা ভাল হয় নাই।" শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। এক দিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালকসন্ন্যাসিবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য, চতুরতা, এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত, এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শান্তির অভিনব যৌবন-বিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদিরসাশ্রিত কাব্যসকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই; এখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষ চরিত্রের উপর নির্ম্মল স্ত্রীচরিত্রের অপূর্ব্ব প্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিল-ঘুষার দ্বারা পূজিত করিত—কিল-ঘুষাগুলি সহজ নহে। এক দিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে, সন্ন্যাসী

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শান্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে, এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেবের পরেও কখন কখন আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইয়া যান; যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্ব্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্ম্মুক্ত প্রথম জলকণা-নিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

জীবানন্দ বলিল, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।"

শান্তি বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?" জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক্ না চাহিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীয় রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক, শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল। তাহাই আমি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, "তবু ত দেখা হলো।"

শান্তি কিছুই উত্তর করিল না। চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল, "দেখ দেখি বউ, কেমন মেয়েটি।"

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো?"

নিমা। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। "দাদার মেয়ে" অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, "আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার ত অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে-পিলে পথে-ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে-ছেলে কে আবার নেয়?" (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

"মেয়েটি দিব্য সুন্দর, নাদুস্ নুদুস্ চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উনানের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এত দিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উনানে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ির উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপৃত হইল। মাথার রুক্ষ আগুল্ফ-লম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ব্ববিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহু-কালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, "হায়! কি করিয়া কি করি।" তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়া ছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রুগুম্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল, "ছি! ছি! ছি! তাও কি হয়! সে দিনকাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে জব্দ করিবার জন্য, এ তুলিয়া রাখা ভাল।" এই ভাবিয়া শান্তি সেগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া, কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া, কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত*

"দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"
"সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।"

* রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি এত দিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্ব্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলা গুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লমে কি হইবে? অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে আমাদিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুই জনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলা গুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?"

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি? এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহু দিন হইতে চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল। আমি দেখিতেছি, তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট

একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া ছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?"

সত্য। বিষ পান করিয়া।

জীব। কেন বিষ খাইল?

সত্য। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্নকাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ। আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথাবার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটি সোণা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেন না, জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দুই জনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার উপর না কি?"

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কি, সেটা ত নিষিদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি?

জীব। বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহএ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি-সড়কিওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম-ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথাসকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথা আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান্ শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে,যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্ম্মের নিয়মসকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। মাতা পিতা ত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা ভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাস দাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন--সম্পদ্—ভোগ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না?

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা--জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইঁহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ, এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহনির্ম্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুকসকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পিসকল আনাইতেছি। শিল্পিসকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।"

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র, সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, "কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?"

শিষ্য বলিল, "কি প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয়ত সে ভণ্ডামি, নয়ত আত্ম-প্রতারণা।"

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সে অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না তুমি বয়সে অতি নবীন। বৎস তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, "আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।"

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া

এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন, "ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চোখের চাহনি কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত বড় কাজে হাত দিতাম?"

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন "এ কি; তুমি দেবী, না মানবী?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্যা মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।"

সত্য। তাই বা কিসে? তুমি কি বালবিধবা? না, বালবিধবারও এত বল হয় না, কেন না, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা, পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি?"

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি। ভীমের যত বল, ততগুলি পত্নী। কত বলিব? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিলেন, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তানসম্প্রদায় কেন দাহ করিবে? এই বলিয়া, পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল, "র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালি, না তোর মা পোড়াকপালি?"

বস্তুতঃ সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়োবয়সে ছেলে মানুষকে বলা যায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে এক জন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।

শান্তি বলিল, "ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ ত দেখা হইল না?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকারে সপ্ত রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকরাশি আকর্ণপ্রসারিভ্রূযুগের উপর পড়িযা আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার ঘর?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে? কৈ, কেউ ত এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খ'ুজে নিন।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বললেই হয়, যা করেন তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবা-মাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, "এ কি এ? শান্তি?"

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "শান্তি কে মহাশয়?"

জীবানন্দ অবাক্—শেষ বলিলেন, "শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?"

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।" এই কথা বলিয়া সে আবার পুথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে। তার পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে করে এসেছ?"

শান্তি বলিল, "ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা কহিতেছি না,—তবে আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করিতেছেন?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "এক্ষণে বিনীত ভাবে ভৃত্যের নিবেদন, কি জন্য ভরুইপুর হইতে, এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।"

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া আজ দীক্ষিত হইয়াছি।"

জী। আ সর্ব্বনাশ! সত্য না কি?

শা। সর্ব্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জী। তুমি যে স্ত্রীলোক!

শা। সে কি? এমন কথা কোথা পাইলেন?

জী। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শা। ব্রাহ্মণী? আছে না কি?

জী। ছিল ত জানি।

শা। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ আবার জোড়হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ মহাশয়!"

শা। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্ত্তব্য কি বলুন দেখি?

জী। আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্ব্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।

শা। এ আপনার দুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জু ভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্ত্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটি তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমীদারের খাজনা দিতে পারে না; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদারসম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এদিকে সন্তানসম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে এক ঘর মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ, আর এক দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই, বিষ্ণুপূজা করিবে? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমানরাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণবধ করে, যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুঠিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা

তাহাদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে যবনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর একদল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পেঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানির সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলো চোয়াড় হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ি গাড়ি বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগ্দীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ি আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে, আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস, দ্বিতীয় ব্লেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া, গোঁপ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী-পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিব।" ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মাটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান্ বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গর-গর করিতেছে; ভাবিতেছে, কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটি কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে

বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজেরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অসুরের বংশ এক দিনে নিপাত করিব সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া দ্রৌপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডানিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহু দূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডানিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন, "তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত ফুল্লকুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে?"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি rebel।"

সন্ন্যাসী। সে কি?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি করিয়া মাড়িব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু-মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি কে?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে* ঠাকিব?

শান্তি। কি? তোমার উপপত্নীস্বরূপ?

সাহেব। ইস্ত্রীর মট ঠাকিটে পাড়, লেগেন সাদি হইব না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাক্‌বে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। টুমি বড় spirited woman আছে, টোমাড় courage এ আমি খুসি আছে। টুমি আমার গোড়ে চল। টোমাড় স্বামী যুড্ডে মড়িয়া যাইব। টখন টোমার কি হইব?

শান্তি। তবে তোমার আমার একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত দু দিন চারি দিনে হইবেই। যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে?

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

* ঘরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে,—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্কণে বাজিল তাই;—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তাহার সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল,—

"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে, বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানে সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটি ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, "নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?"

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ শান্তি! এক দিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—"

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জন একত্র সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?"

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, "শিখাইলে ত!"

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, "আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল 'বন্দে মাতরম্'।" তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটি দোতালা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটি ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্ক একটি স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা, কালো কোলো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্-ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্-ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্-গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানা প্রকার টল্‌নি টাল্‌নির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরুণ দিদি, প্রাতঃপ্রণাম!"

ঠাকরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না; কেন না, সকড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না; কেন না, ঠাকরুণটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরমব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে, গোঁসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?"

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে!

গৌরী। আদর ক'রে বল বলিয়া। তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষা গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, "সে কি ঠান্‌দিদি! রসের মানুষ দেখে ঠান্‌দিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে, মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জান, আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করে ফেলি। সেই কথাটাই বল্‌তে এসেছি।"

গৌরী। সে কি কথা, ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ, কি বুঝি? তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, "সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?"

গৌরী বিষণ্ণ হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল, সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাশা। বলিল, "আছে আর কেমন, যেমন থাকে।"

ভবা। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।"

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটি ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণী-তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্বমত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু. পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য। ইঁহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইঁহার চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুঁথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নবনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে, "চিত্র না বিচিত্র?" সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণি, শারীরিক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। তোমার মৃত দেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। সে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।"

ভব। সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। না।

ভব। অভিধান?

ক। ভাল লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জ্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন?

ক। আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না করাই ভাল। আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু?

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণি?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন? পদচিহ্নে?

ভব। সেইখানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্রনির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগকে মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষকণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্ম্ম-কণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি, তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন?

ভব। করিব কল্যাণি। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁরই হইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি?

ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে,

প্রাণ আছে।আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে.আর থাকে না!দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে. যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে. তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না. আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল. "দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?"

কল্যাণী বলিল "রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।"

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন. বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন. "কে হে যাও?"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল. "জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।"

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "মাতরম্।"

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে।

ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কি কথা?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জ্জন স্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে?

ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে নাকি?

ধীর। সেখানে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী বাস করে?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "এ সকল কি কথা?"

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিযাছিলেন?

ভব। তার পর?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ. কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয় জন এ কথা জানে?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি?

ধীর। পার।

ভব। আইস, তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়াআমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে?

ধীর। আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা হয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না?

ভব। ক্ষতি কি—বল না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম;—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

ভব। কল্যাণী, তাও জান?

ধীর। বিবাহ কর না কেন?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান-ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি' ছি' আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল! (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবারি বসাইও না—বলিতেছি। এই সন্তানধর্ম্মে আমার হাড় জরজর হইয়াছে আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তানসেনা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধ জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানধর্ম্ম অতলে জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন "ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন না। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্মকণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয়

নিবিড়, বৃক্ষলতা দুর্ভেদ্য, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে,—দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব!" এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না—কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের ত মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্ম্মে,—হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে!"

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল, "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। "এ কি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ। মহারাজ, কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—"হরে মুরারে! হরে মুরারে" চিনিলেন—সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন:—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

গোস্বামিবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া, রাগ-তাল-লয়-সম্পূর্ণ হইয়া, সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিলতাড়িত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন —

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ তানে গায়িল;—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল; বলিল, "প্রভো, আমি এমন

কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে।" বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গাইল,—

"তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। কিসে ঠাকুর—তোমার ত আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য!

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। মা! দাঁড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী. ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনীবিরাজিত বিদ্যুত্তুল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল, "কি ঠাকুর! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি? আমি ত সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি, আমার স্বর্গ নাই?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা, আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধ হয় মা, তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নারাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্য কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, "মার, মার, নেড়ে মার।" কেহ বলিল, "জয় জয়! মহারাজকি জয়।" কেহ গায়িল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" কেহ গায়িল, "বন্দে মাতরম্!" কেহ বলে—"ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?" কেহ বলে, "ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?" কেহ বলে, "ভাই, এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?" দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল-কল রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে

মধ্যে সেই সর্ব্বজনমনোরম "বন্দে মাতরম্!" সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয় বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দ্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।" তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল,—

"জয় জগদীশ হরে!
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা এক জন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব—কোথায় তারা, দেখাইয়া দিবে চল!" "মার! মার! শত্রু মার' ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে—বেলা চারি দণ্ড হইলেই—ও কি ও—"

"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!" অকস্মাৎ চারি দিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্র-কাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

"গুড়ুম্—গুড়ুম্ গুম্।" ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!" সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমরা দেখ, কিসের তোপ।" কয়েক জন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বারোহী, না পদাতি?"

জীব। দুই আছে।

সত্য। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্য। গোরা আছে? না কেবল সিপাহী?

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার

নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিল, তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা দুই জনেই মনে মনে বুঝিল যে, হয়ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, "ভাই! এই সময় গাও 'জয় জগদীশ হরে'!" তখন সেই দশ সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,— "জয় জগদীশ হরে

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, "জয় জগদীশ হরে!" গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্জনা ও পদধ্বনি;

তখন সত্যানন্দ সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতামধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর?"

উপর হইতে এক জন বলিল, "এই কাননের অতি নিকটে, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র!"

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, "আইস।"

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। এক জন জীবানন্দকে বলিল, "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিলেন "কি করিতে বল।"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক আমি যাই।

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, "মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেই দিন মরিব মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি?"

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তানসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময় গাও বন্দে মাতরম্!" তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, "বন্দে মাতরম্।"

দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশ সহস্র সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বাম পার্শ্বে কেহ নাই, চল, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বাম দিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে, আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশ সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধ হয়, একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদয় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল, তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" শব্দ উত্থিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বাম ভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের এক জন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি এক দল ফৌজদারী সিপাহী, এক দল পরগণা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা এক জন সহযোগীকে বলিলেন যে, "আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বাম দিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ যাইতেছেন, দক্ষিণ দিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্ব্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে।" কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা।" কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া, আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা 'জয় জগদীশ হরে' বল।" তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "কাপ্তেন সাহেব, তোমায়

মারিব না,ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে।কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাততঃ তুমি বন্দী।ইংরেজের জয় হউক আমরা তোমাদের সুহৃদ্।" কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, "ইহাকে বাঁধ।" দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও; চল, উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন. কিন্তু সকলকে পারিলেন না. কতকগুলি পলাইয়া আম্র-কাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াট্‌সন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্নভিন্ন হইল. কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল. 'পুলে যাও, পুলে যাও' ও পারে যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন. "জীবানন্দ, পুলে লইয়া যাও. রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন. "জীবানন্দ. ধীরানন্দ. এস—তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।" তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন. "বল বন্দে মাতরম্।" সকলে গায়িল, "বন্দে মাতরম্।" ভবানন্দ বলিলেন "জীবানন্দ. এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুলে পার করিয়া লইয়া যাও. আমি একা এই ব্যূহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।" কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুলে পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুড়ুম্ দুম্ দুম্।" উভয় দল ক্ষিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান!

দেখিল.বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট্ কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী. মুসলমান হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথীতরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্ব্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল. পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য্য, সাহস. কৌশল. দিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্ম্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্ম্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্সন্ ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল. "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার।"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০। ৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন. "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই. এই কয় জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিলেন. "এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয় জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন. "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে তবে ত আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল. "ইংরেজ! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও. তোমাদিগকে খৃষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তার পর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, এক জন আইরিস্ম্যান্ কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন. "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমাকে রক্ষা করিবে! দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি; আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কেহ আছে?"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০। ১৫। ২০। ৫০ জন সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

ধীর। "কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল, না কি?" এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ এক জন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না!

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই?—(ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন।)

ভব। না—(এই সময়ে এক জন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।"

ভব। কি প্রকারে?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। (ভবানন্দ এক জন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও। বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্ব্বাদবাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে'।"

ভবানন্দ বলিলেন, "সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি!"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে "বন্দে মাতরম্" গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগরা, ঢাক ঢোল, কাঁসি সানাই, তূরী ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল। জয়-সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্ম্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই, আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল —মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।" তখন সন্তানদল "বন্দে মাতরম্" বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল। বহু লোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া, অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া "হরে মুরারে" গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচ জনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এত দিনে যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, এক দণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?"

জীবানন্দ বলিলেন, "চলুন, এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।"

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথায়?

জীব। কেন, এই সৈন্য?

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। এক জনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, "যাই হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্ব্বদা ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইল; প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন না সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তা ত জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।" এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?"

শান্তি বলিল, "আমার আশ্রমে আসুন।" এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া, মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, "আমি আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন? কেন?" যে আসিয়াছিল সে বলিল, "দিন পূর্ণ হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।"

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্" কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, "বল বন্দে মাতরম্, নহিলে মারিয়া ফেলিব।" কেহ ময়রার দোকান লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, "আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু"।

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারি দিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠসকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল "আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।" মুসলমনেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর কোর'ণসরিফ্ বেবাক্ কি ঝুটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।' এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, 'জয় জগদীশ্বর! আজি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামি-সন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও।"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।'

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।" কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল, "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।" শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, "যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন্ আজ্‌কা রাত্‌মে বড় আফত কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গিরবে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম্ কিছু জানে না, আজ্‌কা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"

কল্যাণী বলিল "বাবা, আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দ্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বয়স আছে, মায়ি বয়স আছে, দুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।" কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল, মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া ঝিঁঝিট খাম্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক; কেহ মার মার শব্দ করিতেছে,কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। এক জন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, "তবে চাঁদ।" সেই সময়ে আর এক জন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, "সে কি, পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, রুষ্ট, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, "ও পোড়া কপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল, "ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?"

কল্যাণী বলিল, "তুমি কে? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি! আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্য পথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—এবং তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু-পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ

আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর-তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিল, "আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—দুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ।"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।"

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরেও ত নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক্ ওদিক্ বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁ মা—কোথায় যাব মা?" নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুটীরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল যে, নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক, এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

ক। পুরুষ সাজিয়া কত দিন থাকিবে? দেখা হয় না,—কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, "তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি।"

দুই জনে সেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গোঁসাই! সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?"

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া

দিত?" বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি?

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "কই, কিসে অবিশ্বাস করিলাম?"

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্ব্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্ত্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না, বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল—সে কি অপরাধিনী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল—মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি-গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুয়াচুরি; তুমি স্ত্রীলোক?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না; বলিল, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।"

মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কত কাল যাইত বলা যায় না; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে সন্তানশাসনার্থে Major Edwards নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এড্ওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পর দিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারি দিকে "বন্দে মাতরম্" গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে. বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণ পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এড্ওয়ার্ড্স্ বিবেচনা করিলেন যে. পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে. তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই. যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে মেলায় সমবেত সন্তান-দিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীরদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজ-শিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্—বল 'বন্দে মাতরম্'।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুই জনে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার সজ্জাসকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকণ রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকালপ্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজ-শিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয় কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্টি দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া চলিয়া যায়; সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্ম্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি?"

বৈষ্ণবী বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। Well that is Padsin—Padsin is it? হুঁয়া একটো গর হ্যায়?

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর?—কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আড্‌মি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স্। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা?

সাহেব। মেলামে—টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে?

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখ্‌বো।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা-শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা সিকেটা দাও—উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বখ্‌শিশ দাও ত না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "পরশু নেহি বিবি।"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্, বিবি কি?"

এড্‌ওয়ার্ড্স্। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিলনা চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সবষেব তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আস্‌বো—ও'কে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড্। ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কহতা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদ্‌রেল।

এড্। Great General হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও রুপেয়া বখ্‌শিশ দেঙ্গে।

শান্তি। শই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড্। ঘোড়ে পর।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়্‌তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি?

এড্। গদী পর লে যাযেগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

এড্। ক্যা মুস্কিল, পান্‌শো রুপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক একজন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে?" লিণ্ড্‌লে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ড্‌লেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই! আগে চল ছাউনি ছাড়াই।"

লিণ্ড্‌লে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্‌লে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়্‌সওয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড়্‌সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্‌লে রেকাব হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিণ্ড্‌লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।" তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পোঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্‌লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ বলিলেন, "An imp of Satan! Strike the tents."

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়িতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্‌মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে। ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়।" নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বত-শিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানসেনা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন "হরে মুরারে" উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্ব্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, একি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠ্‌বে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীব। বল "হরে মুরারে।"

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হরে মুরারে!"

জীব। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, "বন্দে মাতরম্।"

তখন কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, "বন্দে মাতরম্।" ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অস্ত্র-শস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্ গুম্, দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্ত্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য "হুর্‌রে! হুর্‌রে!" শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্ব্বতবিমুক্ত বিশালতটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দ্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রিটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস এইখানে মরি।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীব। "আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।" তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূরে পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বাম হস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে "হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে!" যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্ত্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি, আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য "মার মার" শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর

যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন, 'সন্তানগণ' ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভভিনসূদন কংশকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।"

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ললিততালধ্বনিসম্বলিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সর্ব্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল; সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে, সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি!—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্—সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুররে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে "মা!" কেহ ডাকিতেছে "বাপ!" কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্র জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে ম[illegible] লইয়া যাইতেছিল। কোথায়, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে, সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায় যে, যাকে খুঁজিতেছি, সে নয় তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, 'উঠ মা! কাঁদিও না।' শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্ব্বদর্শন প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন, সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, "বুকে হাত দিয়া দেখ।"

যেখানে হৃৎপিন্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, "নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?"

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, "আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?" শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, "বুঝিতে পারিতেছি না।" শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে! নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া, রক্তসকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতা-পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর, বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব?"

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, "জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।"

জী। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জী। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে—সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুই জনে সন্ন্যাসী

থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তার পর?

শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া, দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুই জনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, 'হে প্রভু' যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবাব কি মুসলমান রাজা হইবে?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হায় মা' তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানেব অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!'

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতব হইও না। তুমি বুদ্ধিব ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় কবিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেবা যেবূপ বুঝিয়াছেন এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতাব পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেবা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান সে ই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবাব সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার কবা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংবেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংবেজকে রাজা কবিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ আর বলবান্ হয়, তত দিন

ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষ-মূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসর্গ

এই কাব্যখানি রচনা করিয়া প্রথমে তোমাকেই পড়িয়া শুনাই। পড়িতে পড়িতে আবেগে আমার কণ্ঠস্বর গাঢ় ও গদগদ হইয়া আসিত, বাষ্পাভিষিক্ত দৃষ্টির সম্মুখে অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইয়া আসিত ; আর বলিতাম "আজ থাক্, আর পড়িতে পারিতেছি না।" তুমিও এ কাহিনী শুনিতে শুনিতে অভিভূত হইতে। আমার সকল কাব্যের অপেক্ষা "সীতা" তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। তাই এই "কাব্যখানি" তোমারই স্মৃতিকল্পে উৎসর্গ করিলাম।

যে নারীকুলে এই চিরস্মরণীয়া সীতা দেবীর জন্ম, সেই কুলেই তোমার জন্ম হইয়াছিল। এই অভাগিনীর অসমসহিষ্ণু পতিনিষ্ঠা প্রত্যেক পতিব্রতা হিন্দু মহিলার কাছে আদরের, গৌরবের ও পূজার জিনিষ। আর, আমি যাঁহাকে আজ কল্পনার চক্ষে দেখিতেছি, তুমি আজি তাঁহার সহিত একই লোকে বাস করিতেছ, আর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার পূজায় নিরতা আছ। সেই পূজার উপকরণ স্বরূপ এই কাব্যখানি তোমার হস্তে দিলাম। তোমার প্রেমে ইহাকে অভিষিক্ত করিয়া লইয়া, এই ছন্দোবন্ধ তাঁহারই চরণে ঢালিয়া দিও।

এখন আর তোমাকে কি দিতে পারি। তোমার আর আমার মধ্যে এখন এক গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর নদী কল্লোলিত হইতেছে। সেই নদী আমি এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সেতু দ্বারা বাঁধিয়াছি। সেই সেতুবন্ধের উপর দিয়া পুণ্য স্মৃতির হস্তে, এই পুণ্যকাহিনী তোমার কাছে পাঠাইলাম।

ভূমিকা

এই কাব্যখানি বহুদিন পূর্ব্বে ১৩০৯ সালে খণ্ডাকারে নবপ্রভায় প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে ইহার বিবিধ সমালোচনা বিবিধ পত্রিকায় বাহির হয়। সেই সময়ে যে সকল প্রশংসাবাণী ঐ রচনা সম্বন্ধে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত প্রকাশের প্রয়োজন নাই। তবে যে সকল প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহার বিষয় কিছু বলা দরকার বিবেচনা করি।

প্রথমতঃ, যে সকল প্রতিকূল মত আমি গ্রাহ্য করিয়াছি, তদনুসারে বর্ত্তমান কাব্যখানি সংশোধিত করিয়াছি। সেই মত প্রকাশক সুধী মহোদয়গণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আর যাঁহাদিগের আপত্তি আমি গ্রাহ্য করিতে পারি নাই, এই কাব্যে দোষ দেখাইয়া দিবার প্রয়াসের নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকেও সাধুবাদ দিতেছি। তবে তাঁহাদের মত কেন গ্রহণ করিতে পারিলাম না, তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

একজন সুধী সমালোচক কহিয়াছেন, যে আমি সীতার চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া রামের চরিত্র-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান্ রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয়, যে রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার উপরে লক্ষ্মণের প্রতি, তপোবনদর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায়, একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এ দুইটির একটি স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস-আখ্যান সম্বন্ধে ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায়, আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনি তাঁহার সাময়িক সাধারণ জ্ঞান ও প্রবৃত্তির অনেক উদ্ধে্ব উঠিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার পরে পৃথিবীর সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বে সব দেশেই স্ত্রীজাতির অবস্থা ও পদবী হীন ছিল। ভারতবর্ষে তাহার মর্য্যাদা সমধিক সংরক্ষিত হইলেও সে দেশ তখনও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান উচ্চ ধারণায় উপনীত হয় নাই। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইলেও সম্পত্তিমাত্ররূপে গণ্য ছিল। তাই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় বাজি ফেলেন। শ্রীরামচন্দ্রও শুদ্ধ সীতার নির্ব্বাসনে নয়, সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াই সীতাকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা প্রসঙ্গচ্ছলেও উচ্চারণ করিতে কণ্ঠরোধ হয়।

সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা সুন্দর, চমৎকার। আমি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি আশা করি, এবং সেইটির উপর পাঠকের সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য রামের দুঃখ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি ও এই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথার তিনটি দৃশ্যে উল্লেখ করিয়াছি।

আর একটি কথার উত্তর দেওয়া দরকার। আমি স্বীকার করি, যে রাম কর্ত্তৃক শূদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ আমার কাছে একটি গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমি সে অংশ চিত্রিত করিতে সে দোষ ক্ষালন করিতে, বা তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে, চেষ্টা করি নাই। অনেক হিন্দুত্বের পক্ষপাতীদের মতে, সে কালে হিন্দুজাতির যাহাই ছিল তাহাই জ্ঞানের ও নীতির চরম উৎকর্ষ ছিল। আমার সে ধারণা নহে। আমার মতে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহার অতি অন্যায় ছিল। গ্রীসে হেলটগণ যেরূপ প্রপীড়িত হইত, আমাদের দেশে শূদ্রগণ, প্রায় সেইরূপ প্রপীড়িত হইত। মন্বাদি বিধানে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শূদ্রক রাজার প্রতি রামের ব্যবহার ইহার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু আমি এ

ব্যবহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দোষী না করিয়া তাঁহার গুরুদেব বশিষ্ঠকে দোষী করিয়াছি। এবং মহর্ষি বাল্মীকির কাছে বশিষ্ঠের পরাজয়ে বশিষ্ঠের মত ভ্রান্ত এইমাত্র কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ও উদার হৃদয়কে ক্ষুন্ন করিবার চেষ্টা করি নাই।

দুই একজন লেখক একটি কথা বলিয়াছেন, যে পৌরাণিক আখ্যান লইয়া বিলেত ফের্ত্তার নাটক বা কাব্য লিখিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা! তাঁহারা সে সময়ে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে বঙ্গ ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৌরাণিক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের সঙ্গে আমি এক নিঃশ্বাসে আমার নাম করিবার স্পর্দ্ধা করিতে চাহি না।—আমি শুদ্ধ দেখাইতে চাহি, যে এই ব্যক্তিগণের এই বাক্যটি কতখানি ভ্রমাত্মক।

পরিশেষে আমি সুধীবৃন্দকে অনুনয় করি, যে তাঁহারা যেন এই নাটকখানি 'কাব্যকলা' হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন। রামায়ণ পড়িতে পড়িতে সীতাদেবীর প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি ও কারুণ্য জাগিয়াছিল, তাহার এক কণামাত্র যদি এই কাব্যে আমি দেখাইয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল বিবেচনা করিব।

শ্রীগ্রন্থকারস্য।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, মহর্ষি বাল্মীকি, মহর্ষি বশিষ্ঠ, রাজা শূদ্রক।

স্ত্রী।

সীতাদেবী, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি, বাসন্তী (বাল্মীকির পালিতা কন্যা), শান্তা, শূদ্রক-পত্নী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন

রাম। কিশোর বয়সে বনবাসী,
বনে রহিতাম ভাই ;
শিখি নাই রাজকার্য্য ;
ধর্ম্ম, রাজনীতি, শিখি নাই ;
মৃগয়ায় কাটায়েছি দিন ;
রাত্রি বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
আশ্রম কুটীরে। প্রতিদিন
সেই ঘন বনগ্রামে,
একই মুগ্ধকর দৃশ্য
চিত্তহারী নিত্য দেখিতাম ,--
সেই গোদাববীতীর,
গিরিপথ, সেই অভিরাম
ক্ষেত্রগুলি, পরিচিত
বৃক্ষ গুল্ম খর্ব্ব শৈলশিরে।
শুনিতাম নিত্য একই ধ্বনি—
সেই সুমন্দ সমীরে
আন্দোলিত বিকম্পিত
পল্লবের অস্ফুট মর্ম্মর,
সুদূরে মধুর স্নিগ্ধ
নির্ঝরের প্রপাতের স্বর।
—এইরূপে, শাস্ত্রচর্চ্চা,
বিদ্যালাপ, সর্ব্বকর্ম্ম ভুলি',
অনন্ত আলস্যে স্বপ্নবৎ
চলে' গেছে দিনগুলি,
নদীর স্রোতের মত।
শিখি নাই কিছু। তিন ভাই--
তোমরাই আমার সুহৃৎ
সখা মন্ত্রী তোমরাই।
দিও উপদেশ প্রিয়
ভরত সতত, যাহে রাম
কল্যাণ সাধিতে পারে
প্রজাদের ; পূর্ণ মনস্কাম
তা হ'লেই হব। কাছে
রহিও লক্ষ্মণ প্রিয়বর
চিরদিন, যেইমত পঞ্চবটী বনে নিরন্তর
ছিলে ঘেরি' গাঢ় স্নেহ দিয়া।
প্রিয় শত্রুঘ্ন, আমার
বিশাল সাম্রাজ্যে যেন
অবিরাম শান্তি চারিধার
বিরাজে জ্যোৎস্নার মত।

ভরত। জাগে মাত্র ভরতের ধ্যানে
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা।

লক্ষ্মণ। সুখে, দুঃখে, বিপদে, কল্যাণে,
চিরকাল লক্ষ্মণ রামের সঙ্গী।

শত্রুঘ্ন। অনুদিন নিত্য
শত্রুঘ্ন আবদ্ধ চির-আজ্ঞাবহ সম্রাটের
ভৃত্য।

রাম। তাহাই হউক তবে ভ্রাতৃগণ—

ভরত। প্রিয়বর, শুনি,
আসিয়াছিলেন রাজ্যে
সম্প্রতি কি অষ্টাবক্র মুনি?

রাম। আসিয়াছিলেন সত্য।
-দিলেন বিবিধ উপদেশ
বিবিধ মন্ত্রণা, প্রিয়বর!
—আর তাঁর এই শেষ
আজ্ঞা—"মূল বাজধর্ম্ম
একমাত্র প্রজানুরঞ্জন ;
তাহাই রাজ্যের ভিত্তি,
তাহা ভিন্ন রাজার শাসন
প্রজাব পীড়ন মাত্র ;
রাজা শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য ;
বাজকার্য্য প্রজা-সেবা ;
প্রজার সুখের জন্য নিত্য।
বিসর্জ্জিতে হবে সর্ব্বসুখ
আপনার—যদি হয়
প্রযোজন--ত্যাজ্য বন্ধু
ভ্রাতা মাতা পত্নীও নিশ্চয়।"
--ভরত! আমারো তাই
জীবনের সাধনা ও ধ্যান—
নিত্য কায়মনোবাকে,
প্রজাদের সাধিব কল্যাণ।
বল বৎস, জানিব কিরূপে
রাজ্য-শাসনের দোষ?
বল ভাই, কি উপায়ে
প্রজাদের সাধিব সন্তোষ?

ভরত। কঠিন সমস্যা, প্রিয়বর!
মুক্ত মিথ্যানিন্দাবাণী
দারিদ্রের করে কর্ণভেদ ;
আর নিত্য যুক্তপাণি
মিথ্যাস্তুতি ঐশ্বর্য্যের
চারিদিকে উঠে নিরবধি।
অক্ষমের ভ্রূভঙ্গও ক্ষমতাতীত :
পদাঘাত যদি
করে ক্ষমতা, সে তবু
ক্ষমাযোগ্য। ক্ষমতার ত্রুটি
দেখায়ে কে মূঢ়জন,
ভ্রাতঃ, তার সহিবে ভ্রূকুটী?
রাম। সত্য ; তবে প্রজাদের
কি অভাব কিবা অভিযোগ,
কিরূপে জানিব ভাই?
নির্দ্ধারণ না হইলে রোগ,
চিকিৎসা সম্ভব নহে।
ভরত। আছে তবে একটি উপায়—
ছদ্মবেশী গুপ্তচরে
বিনিযুক্ত কর অযোধ্যায় ;
প্রজাদের অভিযোগ
নিবেদিবে চরণে তোমার ;
না বিকীর্ণ হ'তে ব্যাধি
তবে হবে তার প্রতিকার।
রাম। উত্তম প্রস্তাব ইহা।
বিনিযুক্ত কর গুপ্তচর
কল্য হ'তে ভরত,
যাহাতে প্রজাদের নিরন্তর
না হইতে ব্যক্ত অভিলাষ,
দিব তাহা পূর্ণ করি'।
—লক্ষ্মণ, কহিও ঊর্ম্মিলারে
ভাই, যেন রাজ্যেশ্বরী
রাজলক্ষ্মী সীতার কামনা
নিত্য পূর্ণ হয় সব,
মুণিমুক্তা হয় যেন জানকীর ইচ্ছায়,
সুলভ
পথের ধূলার মত।
লক্ষ্মণ। অসম্ভব হইবে সম্ভব
দেবীর ইচ্ছায় সদা।
রাম। শত্রুঘ্ন! শুনিনু অদ্য, দূরে
করিছে লবণ দৈত্য
অত্যাচার রাজ্যমধুপুরে,
তাহার বিপক্ষে তুমি
সসৈন্যে প্রস্তুত হও ভাই।
শত্রুঘ্ন। শিরোধার্য্য রাজার আদেশ।
রাম। চল অন্তঃপুরে যাই।
আগত মধ্যাহ্ন। এবে যাই
যথা জননী আমার।
দেখি তাঁর পূজা সাঙ্গ কিনা।
আর রাজপরিবার—
সবার কুশলবার্ত্তা শুধাইতে চল যাই, ঘুরে'
এক দিক দিয়া। সভাভঙ্গ আজি.
চল অন্তঃপুরে। [নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন।
সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি ও শান্তা

সীতা। কি কহিব সে সব পুরানো কথা আর?
কতবার কহিয়াছি।
শান্তা। আর একবার
বল্। একবারো তুই বলিস্নি মোরে :
আর একবার বল্ বোন্, সাধি তোরে।
ঊর্ম্মিলা। ততই শুনিতে চাই তাহা শুনি যত,
সবই যেন মায়াময় উপন্যাস মত।
মাণ্ডবী। হাঁ হাঁ—সেই জায়গাটি
সবচেয়ে ভালো।
সেই যে—কি নাম তার?
সূর্পণখা—[ঊর্ম্মিলাকে] না লো?
হ'য়েছিল মূর্চ্ছিত যে লক্ষ্মণের রূপে—
শান্তা। সূর্পণখা রাক্ষসী?
মাণ্ডবী। হাঁ। এসে চুপে চুপে,
লক্ষ্মণে জানায় কত ভালো ভালো কথা
নিভৃতে, কত না গুপ্ত হৃদয়ের ব্যথা,
কত না বিনয় স্তুতি, অনুনয় আর।—
হবে না বা কেন?—সূর্পণখা কোন্
ছার!—
দেবরের রূপে রতি মূর্চ্ছা যান নিজে ;
কোথা লাগে সূর্পণখা।
ঊর্ম্মিলা। রাখো ভাই। কি যে
তামাসা শিখেছ দিদি!—সদাই তামাসা।
শান্তা। তার পরে?
মাণ্ডবী। তার পরে যেই তার আসা,
অমনি দেবর তার কাটিলেন নাসা ;
জানালেন উত্তরূপে স্বীয় ভালবাসা।
শান্তা। [সীতাকে] সত্য নাকি?
সীতা। সত্য বোন্।

মান্ডবী। সব সত্য কথা।
প্রেম-জ্ঞাপনের এই অভিনব প্রথা
বোধ হয় জানোনাক বোন্?
শান্তা। তার পরে?
মান্ডবী। বিপর্য্যয় কান্ড!
—কেঁদে যায় নিজ ঘরে
নাসাহীনা সুর্পণখা ; ধেয়ে আসে পরে
সৈন্যসহ তার দুই সোদর সমরে ;
শ্রীলক্ষ্মণ এক দৌড়ে শীঘ্র দেন পাড়ি,
"রক্ষা কর দাদা' বলি' ঘন ডাক ছাড়ি'।
শান্তা। না না মিথ্যা কথা—
মান্ডবী— সত্য।
শান্তা। বটে!—তার পরে?
মান্ডবী। তার পরে শ্রীলক্ষ্মণ ফিরে এসে ঘরে
তবুও নিশ্চিন্ত ন'ন—কেঁপেই অস্থির।
রঘুবর জিজ্ঞাসেন "হয়েছে কি?"—বীর
দূরে অনির্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি বাড়ায়ে
বলে "দাদা তাঁরা—শেষে কোনমতে ভায়ে
শান্ত ক'রে—বাহিরিয়া গিয়া রঘুপতি
একা যুদ্ধে বধিলেন রাক্ষসসংহতি।
কুটীরে ফিরিয়া এসে দেখেন,—লক্ষ্মণ
মূর্চ্ছিত, জানকী তারে করেন বীজন।
ডাকিলেন উচ্চৈঃস্বরে--শুনিয়া নিহত
সংগ্রামে রাঘবহস্তে রক্ষঃসেনা যত,
তখন বসেন উঠি' দেবর নিঃশ্বাসি',
অধরেতে বাক্য ফুটে, মুখে ফুটে হাসি ;
বলিলেন, "তা কি জানো? আমিই একাকী
নিধন করিতে রক্ষঃ পারিতাম না কি?
তবে কিনা তুমি হ'লে—কিনা--জ্যেষ্ঠ ভাই,
তাই বিনা অনুমতি যুদ্ধ করি নাই।"
সীতা। স্তব্ধ হ' মান্ডবি!—কেন মিথ্যা
নিন্দা তার
শুনোস্ শান্তারে বোন্?—যার শতধার
দয়া সর্ব্বভূতে, অবারিত বারষার
ধারাসম ;—নির্ঝরের সম স্নেহ যার
শরৎ প্রথমে, তার কূলে কূলে ভরা ;
বিনম্র চম্পক সম ভক্তি ; বসুন্ধরা
সম সহিষ্ণুতা ; বীর্য্য যার সূর্য্যোপম
অনিবার্য্য ; কোমলতা পদ্মপুষ্প সম ;
কৈশোরে যে প্রাসাদের সম্ভোগ বিলাস
তুচ্ছ করি', স্ব-ইচ্ছায় দীর্ঘ বনবাস
সহিল রাঘব সঙ্গে ; নিত্য পুত্র সম
অনিদ্রায় অনশনে করি' সেবা মম,
যে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিল আমাকে,
তাহা হ'তে সাধ্য নাই মুক্ত হইবারে
আজীবন। চাহিনাও করিবারে দূর
সেই ঋণভার—এত—এত সে মধুর!
যত ভাবি মুগ্ধ হই,—রোমাঞ্চিত হর্ষে,
দেখি' সেই মহত্ত্বের চরম আদর্শে।
পরিহাস কর বোন্ কোন্ মুখে তার,
প্রশংসা করিলে নিত্য শত মুখে যার,
ফুরায় না শত বর্ষে?
ঊর্ম্মিলা। [স্বগত] ভালবাসা সতি!
বাড়িল এ বাক্যে শত গুণ তোমা প্রতি
প্রিয়তমা ভগ্নি! সত্য ধন্য মোর স্বামী ;
যাঁর পদ-অঙ্গুষ্ঠেরও যোগ্য নহি আমি!
শ্রুতকীর্ত্তি। উনি সে ত পরিহাস করিবেনই
জানি ;—
ছিলেন উত্তম দিব্য অযোধ্যায় রাণী,
রাজস্বামি-সহবাসে সুখে সর্ব্বক্ষণ।
সহিতে হয় নি ও'রে সীতার মতন
চৌদ্দবর্ষ বনবাস, ঊর্ম্মিলার মত
চৌদ্দবর্ষ বিচ্ছেদের নিদারুণ ক্ষত।
মান্ডবী। [গম্ভীরভাবে] সে আমার দোষ?
সত্য বল সত্যবাণী—
চাহিয়াছিলাম আমি হইতে কি রাণী?
যুবরাজ রাম সীতা সৌমিত্রির সনে
রাজ্য ত্যজি' যেই দিন চলিলেন বনে,
যদিও বালিকা আমি নিতান্ত তখন
তথাপি কি নিরুপায় শিশুর মতন
কাঁদিনি সে অন্ধকার অযোধ্যার সনে
গভীর আক্ষেপে?--পরে যখন যৌবনে
করিলাম পদার্পণ, বুঝিলাম হায়
নীতির বিপ্লব সেই, গভীর অন্যায়,--
চাহিনি ত্যজিতে এই রাজ্য শতবার?
এই রাজ্যে এ প্রাসাদে দিইনি ধিক্কার
পুনঃ পুনঃ? যবে কেহ মহারাণী কহি'
সম্ভাষিত, বলি নাই—"আমি রাণী নহি ;
যিনি রাজা, যিনি রাণী তাঁরা বনবাসী,
ভৃত্যমাত্র তাঁদের ভরত, আমি দাসী?"
সীতা। স্থির হ' মান্ডবি! সত্য ভাবিস্
কি বোন্
দুঃখিনী ছিলাম আমি এতদিন?—কোন্
সুভাগিনী শতবর্ষে ভুঞ্জিয়াছে আহা
সেই সুখ, আমি ভোগ করিয়াছি যাহা
নাথ সঙ্গে একদিনে?

—আজো পড়ে মনে—
সে দিব্য প্রভাতগুলি, কনক কিরণে
বহিয়া আসিত সেই নীল শূন্য দিয়া
নিঃশব্দে নামিয়া ধীরে,—পড়িত আসিয়া
নাথের চরণতলে প্রণমি',—অমনি
উঠিত মঙ্গলবাদ্য বিহঙ্গের ধ্বনি
শত শাখী হতে' ; শত কুঞ্জে দিব্য হাসি,
ফুটিয়া উঠিত সঙ্গে পুষ্প রাশি রাশি।
নিত্য এই পূজা হ'ত নাথের প্রভাতে ;
নিত্য তার সঙ্গে আমি পূজা করি' নাথে
গরবিণী হইতাম।—মধ্যাহ্নে প্রাঙ্গণে
নিবিড় অশ্বত্থছায়ে বসি', নাথ সনে
দেখিতাম স্থির সৌম্য শ্যামবনচ্ছবি,—
রৌদ্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল নিস্তব্ধ অটবী।
সন্ধ্যাকালে শিলাতলে গোদাবরী তটে
গিয়া বসিতাম, কভু নাথের নিকটে,
কভু একাকিনী ;—দূরে ঊর্দ্ধে দেখিতাম
অনন্ত বর্ণের স্রোত—নীল, পীত, শ্যাম,
লোহিত ; বর্ণের সেই রাগিণী সুন্দর ;
প্রেমের স্বপ্নের মত শান্ত, মনোহর।
ক্রমে ঘনাইলে তীরে নৈশ অন্ধকার,
ফিরিতাম বিশ্রাম কুটীরে।—আহা আর
দেখিব কি সেই দৃশ্য আমার জীবনে'
সত্য লো মাণ্ডবি! বড় সাধ হয় মনে।

মাণ্ডবী। একি চিন্তা দিদি? ছিলে বনদেবী তথা,
আজ গৃহলক্ষ্মী তুমি।—ওই সব কথা
ভুলে যাও : ও দুঃস্বপ্ন করো সবে দূর ;
থাকো আলোকিত করি' রাজ-অন্তঃপুর।

সীতা। দুঃস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন তারে বলিস্ মাণ্ডবি?
দেখিস্‌নি গহনের সে মধুর ছবি—
তাই বোন্।—আহা সেই হেমন্তের স্থির
নির্ম্মুক্ত আকাশ ; সেই বসন্তসমীর,
আসিত যা জোয়ারের মত যেন কোন্
অজানিত সিন্ধুবক্ষ হ'তে' আহা বোন্!—
সেই নিদাঘের স্নিগ্ধঘনবনচ্ছায় ;
শরতের চন্দ্রালোক, যাহার বন্যায়
ঢেকে যেত ক্ষেত্র গিরি উপত্যকা, আর
গোদাবরী বক্ষ এক সঙ্গে ; বরিষার
ঘনমেঘগর্জ্জন, সে সৌদামিনী খেলা,
শীতের মধুর রৌদ্রে, সে প্রভাত বেলা,
নিত্য গা ঢালিয়া স্নান।—দেখিস্‌ নি ভাই
সেই সব ; দুঃস্বপ্ন বলিস্ তারে তাই।

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি যতদূর বুঝি আমাদের জিত,
এ প্রাসাদই ভালো।

শান্তা। কেন?

শ্রুতকীর্ত্তি। বনে ভারী শীত।

শান্তা। [সহাস্যে] সে যা হোক্, এ প্রাসাদ ; এ উচ্চ প্রাচীর ;
উত্তুঙ্গ মন্দির চূড়া ; উচ্চ সৌধ শির ;
দাস দাসী ; সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে,
বলিস্ কি সীতা!—তোর ভালো নাহি লাগে?

সীতা। কি জানি—এ প্রাসাদের পাষাণ কঠিন
যেন চেপে ধরে বক্ষ। আসে যায় দিন
অপরিচিতের মত গৃহের বাহির
দিয়া। বসন্তের বায়ু আসে অতি ধীর
কম্পিত চরণক্ষেপে গবাক্ষে ; আমার
সহিত নিষিদ্ধ যেন বাক্যালাপ তার।
নীলাকাশ উঁকি মারে সভয়ে উপরে।
চন্দ্রালোক আসে দূরে সসঙ্কোচে ; প'রে
চ'লে যায় রাণী কাছে হতাদর হ'য়ে।
পূর্ব্ববন্ধু এরা সব আসে ভয়ে ভয়ে,
কি এক সঙ্কোচ যেন, আতঙ্ক সবার ;
প্রাণভয়ে কথা কেহ কহে নাক আর।
দাস দাসী পরিজন সবাই আমাকে
সম্রাজ্ঞী বলিয়া সসম্ভ্রমে দূরে থাকে ;
কহে সদা যুক্তকরে "রাণি, মহারাণি"!
নাথেরও সলজ্জভাব, কেমন কি জানি,
সশঙ্ক সংযত ভাষা, গুরুজনে দেখি' ;
বুঝিনা এ সব বোন্—এ কি—বোন্ এ কি!—
বুঝিনা, অন্তরে কিন্তু বড় ব্যথা পাই
দেখি' এই সব দৃশ্য। এ প্রাণ সদাই
তাই হুহু করে। সদা ছুটে যেতে চাই
আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রিয়তম সনে—
সেই গোদাবরীতীরে ; সেই কুঞ্জবনে
প্রস্ফুটিত পুষ্প ; সেই বিহঙ্গ হরিণ ;—
গিয়াছে চলিয়া আহা কি সুখের দিন।

শ্রুতকীর্ত্তি। তোর ভালো লাগিল না দিদি, এ প্রাসাদ,
আত্মীয় স্বজন, এত আমোদ আহ্লাদ,
আমাদের ভালবাসা, এ সেবা শুশ্রূষা,

মিষ্টান্ন পায়স এত, এত বেশভূষা?
পঞ্চবটী বন হোল ভালো এর কাছে?—
দিদি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে।
মাণ্ডবী। চুপ কর্ শ্রুতিকীর্ত্তি।
সীতা। সত্য বলিয়াছে।
আমার কপালে বুঝি বহু কষ্ট আছে।
নেপথ্যে কৌশল্যা। সীতা সীতা!
শান্তা। ডাকছেন কৌশল্যা জননী
শুনিতেছ বোন্!
সীতা। [চমকিতভাবে] বই? যাই মা।
[প্রস্থান।
শান্তা। এমনি
সদা চিন্তাকুলা, সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধকুরঙ্গনয়না,
সপ্রশ্ন বিস্ময়ে, সদা আতঙ্ক-বিহ্বল,
মুহূর্ত্তে পাণ্ডুরা, চক্ষু দুটি ছল ছল
ভরে' আসে জলে; হাসি মিলাইয়া যায়
গভীর বিষাদে। যেন পূর্ণিমা নিশায়
মরণের চিন্তা; যেন পুষ্পিত কাননে
ভুজঙ্গম; উৎসবমন্দিরে আর্ত্তধ্বনি;
যেন মূর্চ্ছা সৌন্দর্য্যের চিন্তার কালিমা
শিশুর ললাটে, যেন পাষাণ-প্রতিমা
হাস্যের; পদ্মের পত্রে নিশার নীহার,
অথবা তমিস্রাগর্ভে সুন্দরী সন্ধ্যার
আত্মহত্যা।—লো মাণ্ডবি! কী চিন্তা
সীতার
বুঝিতে কি পার বোন্?
মাণ্ডবী। বুঝিব কি আর!
বনবিহঙ্গিনী কভু সোনার পিঞ্জরে
সুখে থাকে দিদি?
শ্রুতকীর্ত্তি। না। সে গাছের উপরে
শীতে রৌদ্রে বর্ষায পরম সুখে থাকে!
আমি বরাবর ব'লে এসেছি সীতাকে
"তোমার বনের চেয়ে এ প্রাসাদ ভালো।"
এখানে বহে না বায়ু? পূর্ণিমার আলো
ফোটে না হেথায় দিদি? তাহার উপরে
এই নিত্য রাজভোগ; নিত্য সেবা করে
নিদ্রাহীন শুশ্রূষায় শত দাসদাসী।—
আমি ত সেটার চেয়ে এটা ভালবাসি।
মাণ্ডবী। সবার ত নয় বোন্ একরূপ রুচি!
শ্রুতকীর্ত্তি। সেটা সত্য বটে।
কেউ ভালবাসে লুচি;
কেউ বাসে পরমান্ন।

শান্তা। এই—ঠিক এই!—
ঠিক ব'লেছিস্! তুই সব সময়েই
বলিস্ লো সত্য কথা। আর ও মাণ্ডবী
ঊর্ম্মিলা কি সীতা ওরা,—ওরা সব কবি।
[ঊর্ম্মিলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।
ঊর্ম্মিলা। সূর্য্য অস্ত যায় দূরে
অনিমেষে চাহে
বসন্ত প্রান্তরে। স্তব্ধ সরযূ প্রবাহে
বিবশ কনক রশ্মি ঘুমাইছে আসি।
হস্তে দীপ আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি
আসিছে আনন্দে ও ধূসর বসনে,
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা সংগোপনে
ধীর পদক্ষেপে এ বিশ্ব মন্দিরে।—প্রিয়
স্মিতা সুমধুরা নতাননা প্রেমময়ী
সন্ধ্যা, এস ধরাতলে নিয়ে এস আর
প্রাণেশ লক্ষ্মণে সাথে হেথা ঊর্ম্মিলার।
[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণ ও ঊর্ম্মিলা

লক্ষ্মণ। কত দিন পরে?
ঊর্ম্মিলা। নাথ! জানি না, নাথের সাথ
মিলেছি যে ক্ষণে,
অতীত দিনের কথা অতীত বিরহ ব্যথা
পড়ে না কি মনে।
নাই দুঃখ এতটুক শুধু তৃপ্তি শুধু সুখ
শুধু দিব্য হাসি
আলোকিত কুঞ্জভূমি শুধু ভালবাসো
তুমি,
আমি ভালবাসি।
চক্ষু হতে লুপ্ত সব, করি মাত্র
অনুভব—
তুমি আছ কাছে,
তুমি বিনা মনোদৃশ্যে, দেখিতে পাই না
বিশ্বে
তব কণ্ঠস্বর
লক্ষ্মণ। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে—
ঊর্ম্মিলা। পাইয়াছি প্রাণেশ্বরে
আজি যদি প্রভু,
নাহি ছিল অধীরতা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা
পাই নাই কভু।
জানিতাম, ঊর্ম্মিলার তুমি আর সে
তোমার,

এ বিশ্বভিতরে ;
জানিতাম, এই ভবে আবার মিলন হবে,
কিংবা জন্মান্তরে।
লক্ষ্মণ। তুমি এ অযোধ্যাপুরে, আর আমি
সেথা দূরে,
গোদাবরী তীরে ;
তবু কি আমারে প্রিয়ে, দুটি স্নেহ বাহু
দিয়ে
থাকিতে লো ঘিরে ?
এই চতুর্দ্দশ বর্ষ তোমার চাহনি, স্পর্শ,
তব কণ্ঠস্বর,
তব মুখ অভিরাম, এ হৃদয়ে করিতাম
নিত্য অনুভব।
উর্ম্মিলা। জানি নাথ! তাহা জানি।
লক্ষ্মণ। আমার হৃদয়রাণী!
রহ জাগি' মনে
পূর্ণ করি, মম চিত্ত, জাগ্রতে, স্বপনে নিত্য,
বিরহে মিলনে।
উর্ম্মিলা। দেখ কি মধুর দৃশ্য—
আলোকিত শ্যাম বিশ্ব,
কি শান্তির ছবি!
লক্ষ্মণ। সত্য ; এ নদীর তট, এই ঘনচ্ছায় বট,
-মধুর অটবী।
উর্ম্মিলা। শোনো ওই মন্দ ধীর,
পল্লবিত অটবীর
পুষ্পিত অধরে,
অস্ফুট মর্ম্মর বাণী-
আকাশের মুখখানি
দিব্য স্নেহভরে,
হাসে শুভ্র বাশ রাশি আশীর্ব্বাদভরা
হাসি ;
মধ্যাহ্ন কিরণে,
ঘনশ্যাম কুঞ্জশাখে, ওই শোনো পাখী
ডাকে,
ঘন কুঞ্জবনে।
বনাবৃত শৈলগুলি, দূরে খর্ব্ব শৃঙ্গ
তুলি',
দাঁড়াইয়া আছে।
অপার আনন্দভবে, সমীরণ নৃত্য করে
ফুলে ফলে, গাছে।—
কি দেখিছ একদৃষ্টি ?
লক্ষ্মণ। সৃষ্টির অতুল সৃষ্টি
তোমারে প্রেয়সী ;

উর্ম্মিলা। [সলজ্জ] দেখ ওই মৃগী রঙ্গে
খেলা করে সাথীসঙ্গে ;
ওই দূরে বসি',
কপোত কপোতী কিবা যাপন করিছে
দিবা,
প্রচ্ছন্ন মিলনে ;
ওই নদীতট 'পরে দেখ কত গাভী চরে ;
ওই ঘন বনে
ময়ূর ময়ূরী ভ্রমে।
লক্ষ্মণ। দেখিতেছি প্রিয়তমে ;
কত নদী, কত হ্রদ, কত পুর, জনপদ,
অতিক্রম করি',
এসেছি অতিথি, প্রিয়ে, তোমার আশ্রম-
গৃহে,
দাও প্রাণভরি',
তোমার প্রণয় সুধা, মিটাও প্রাণের ক্ষুধা,
- দাও ভালবাসা।
উর্ম্মিলা। হায় নাথ! তাহা যদি
দিই নিত্য নিরবধি
মিটে না এ আশা।
[পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ প্রান্তস্থ উপবন।
কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।
রাম ও সীতা।

রাম। সরযূর তীর, অতি অতি ধীর
শিশির শীতল সমীরণ ;
উড়িছে চকোর সুধাপানে ভোর ;
মর্ম্মরমুখর উপবন ;
ভরা পরিমলে নিকুঞ্জে, বিরলে,
হেসে ফুল ঢলে ফুলগায় ;
যেন দিবাশেষে, পরীকুল এসে
স্নান করে এই জ্যোৎস্নায় ;—
সুধার তরঙ্গে সুললিত অঙ্গে
ঢালি' নানা রঙ্গে,—কথা কয়
সখী সনে সখী ;—প্রেয়সি নিরখি
ধরণী আজ কি মধুময়!
সীতা। মনে পড়ে প্রিয় ?—ঢালিত অমিয়
এমনি চন্দ্রমা সেই দিন!
গোদাবরী তীর, সে পর্ণকুটীর ;—
সেই দিন আর এই দিন!

রাম। কোন্ দিন ভালো?
সীতা। হৃদয়ের আলো!
যখনই তুমি কাছে রও,
তখনই ভালো ; সেই পুরাকালো ভালো,
ভালো নাথ এখনও।
যবে কাছে থাক কিছু দেখি নাক' ;
তোমাতেই রহি গো মগন ;
নাথ! তুমি ভরা আমার এ ধরা ;
তুমি ভরা আজো ও-গগন।
—অহো কি কঠোর সে কদিন মোর,
লঙ্কায় ছিলাম যতদিন।
বরষের মত মাস হত গত,
যাইত মাসের মত দিন।
তখনও ত নাথ! এমনিই চাঁদ
মাথার উপরে উঠিত ;
মলয় পরশে শিহরি', হরষে
অশোকের কলি ফুটিত ,—
তবে কেন নাথ! কি দিন কি রাত
হুহু ক'রে জ্ব'লে যেত প্রাণ?
তবে কার লাগি' নিশিনিশি জাগি'
হইত না যেন অবসান!
নয়নের জলে অবসান হ'লে
কোন মতে নিশা, নীলিমায়
উঠিলে তপন, জাগিত এ মন
নিত ই নূতন নিরাশায়।
বরিষার ঘন-শীতল পবন
বাড়াইত শুধু এ হুতাশ ;
শরতের শশী উঠিত যেন সে
করিতে আমারে উপহাস ;
বসন্তে এ প্রাণে কোকিলের গানে
ঢালিত যেন সে হলাহল ;
মলয়ের বায় বিঁধিত এ গায়
দূষিত ঠেকিত পরিমল!
শত শত চেড়ী সদা মোরে বেড়ি
রহিত, বসন্তে কি শীতে ;
কাটাত দিবস হইয়া বিবশ
উৎসব করিত নিশীথে ;
বিকট হাসিত, কভুবা শাসিত,
কভুবা করিত পরিহাস ;
তারা বুঝিত না এ তীক্ষ্ণ যাতনা,
এ তীব্র বেদনা, বারো মাস।
শুধু নিরুপায় অনন্ত দয়ায়
চাহিয়া রহিত নীলাকাশ ;

করিতেই শুধু নিজমনে ধূধূ
বারিধির নীল জলরাশ!
অহো কী কঠিন,—সেই কয়দিন!
কী ঘোর যাতনা দিবারাত!
এখনো তা স্মরি', সভয়ে শিহরি ;
কেঁপে কেঁপে উঠি প্রাণনাথ!
রাম। কাছে এস, কি এ মিছা ভয় প্রিয়ে?
কেন এখনও ভয় পাও?
আছো মোর কাছে! সে দিন গিয়াছে ;
প্রেয়সী সেসব ভুলে যাও।
কি হেতু আশঙ্কা? এ নহে ত লঙ্কা ;
নিহত রাবণ পাপে তার ;
এ অযোধ্যা ধাম, এ তোমার রাম
ঘেরিয়া তোমায় চারিধার
তার বাহু দিয়ে, নহে সেও প্রিয়ে
তোমার রক্ষণে বলহীন—
এনোনাক' মনে সেই দুঃস্বপনে।
ভুলে যাও প্রিয়ে সেই দিন!
সীতা। না না না জানিনা কেন তা পারিনা :
কেন তবু চিত্ত সদা ধায়
সেইদিন পানে, বারণ না মানে :
দেখি তবু সে বিভীষিকায় . -
বিকল হৃদয়ে যেন মুগ্ধ ভয়ে,
ব্যাধবাণবিদ্ধ হরিণীর
ম'ত, আততায়ী পানে ফিরে চাহি,
শুনি ধ্বনি তার মুরলীর।
অথবা যেমন পান্থ কোন জন
ব্যাঘ্রের তাড়নে দ্রুত ধায়,
গৃহদ্বারে আসি', তবু অবিশ্বাসী,
তবু ভয়ে ভয়ে ফিরে চায়।
দুর্দ্দিন লঙ্কার হারাইয়া তার
শিকার, খুঁজিয়া অযোধ্যার
দ্বারে আসি' ধেয়ে, যেন বাধা পেয়ে,
ঘুরিছে ঘেরিয়া চারিধার
এ পুরীর, চায় শুদ্ধ সুবিধায়,
সদাই আমাকে তোমার ও
হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে :—
তাই যদি তুমি কভু হও
নেত্রঅন্তরাল ক্ষণমাত্রকাল,
ভয় হয় পাছে পুনরায়
তোমাকে হারাই : শিহরি সদাই
কি দিবায় তাই কি নিশায়!
রহিলেই একা, ভাবি বুঝি দেখা
পাবনাক' আর প্রাণনাথ!

রাম। না না প্রাণেশ্বরী! সদা বক্ষে ধরি'
রাখিব তোমারে মোর সাথ
র'বে নিরবধি, পাইয়াছি যদি, প্রেয়সী!
সীতা। জানিনা পরমেশ!
কি কপালে আছে! টেনে লও কাছে,
আরো কাছে; বুঝি এই শেষ,
শেষ দেখা নাথ!
রাম। একি অশ্রুপাত।
একি বিকম্পিত কলেবর!
ভয়াকুল হেন এ চাহনি কেন?
কেন পাণ্ডুমুখ?
সীতা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে] প্রাণেশ্বর!
রাম। চিত্ত প্রেয়সীর কি হেতু অধীর?
হেন পূর্ব্বে তাহা দেখি নাই।
কে হানিল আজ সংশয়ের বাজ
ও কোমল বক্ষে, বলো তাই।
এ গদ্গদ ভাষ, এই ঘনশ্বাস,
কেন কাঁপে ঘন বক্ষঃস্থল?
ক্রুর বাষ্পে হেন নীলনেত্রে কেন,
পড়ে গড়াইয়ে অশ্রুজল?
সীতা। টেনে লও বুকে--
রাম। গৃহ অভিমুখে
এখন প্রেয়সী চলো যাই।
রজনী গভীর; সরযূর তীর
ঢাকিয়া আসিছে কুয়াশায়;
ওই দেখ ঘুমে ঢ'লে পড়ে ভূমে
সমীরণ; চন্দ্র অস্ত যায়।
দূর কর তবে এ কল্পনা সবে।—
শয়ন-মন্দিরে চল যাই। [নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল প্রভাত।
রাম ও দুর্ম্মুখ।

রাম। কি কহিলি দুর্ম্মুখ?- আস্পর্ধা
তোর অতি।
জানিস্ না কে সে আর কে তুই
দুর্ম্মতি?
পথের কুক্কুর হ'য়ে'
দুর্ম্মুখ। মহারাজ জানি,
আমি দীনতম ভৃত্য তিনি মহারাণী।
রাজাজ্ঞায় রাজপদে প্রভু, মহারাজ
নিবেদন করিয়াছি রূঢ় বার্ত্তা আজ।
রাম। [চমকিত] সত্য বটে।
ভৃত্যমাত্র দুর্ম্মুখ আমার।
মূর্খ আমি, মূর্খ আমি, মূর্খ শতবার—
প্রতিশ্রুত করিয়াছি তোরে, দিতে আনি'
কুড়াইয়া প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা গ্লানি,
প্রতিদিন! প্রত্যূষে প্রত্যহ সে নিন্দার
জলে যেন গঙ্গাস্নান করি' একবার,
আরম্ভ করিতে দিন!
এই পুরস্কার?
যখন যা চাহে তারা দিয়াছি তা;—তার
এই পুরস্কার? দিয়া অর্থ, দিয়া শ্রম,
পুরায়েছি সব ইচ্ছা, করি' অতিক্রম
সব বাধা সব বিঘ্ন! নিত্য রাজকাজ—
প্রজাদের অনুজ্ঞা সাধন;—তা'র আজ
এই পুরস্কার? কিংবা হায়রে মানব
এতই কৃতঘ্ন বুঝি, এত লোভী সব,
এতই অধম,—যত দাও তত চায়—
যেন খাদ্যে উদরটি বাড়ে শুধু হায়।
—পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মী পতিপ্রাণা রাণী,
রাজলক্ষ্মী,—তারে এই বক্ষ হ'তে টানি'
ছিনিয়া লইতে চাস্ রে অযোধ্যাবাসী?
অলক্ষ্মী অসতী সীতা? হায় অবিশ্বাসী
পৌরজন! তারা জানে সীতার চরিত্র
আমার চেয়ে কি?—পবিত্র কি অপবিত্র,
সতী কি অসতী সীতা আমার! সীতায়
দূর করি' দিব আজি তাদের ইচ্ছায়?
কখন না—উৎপাটিব এ অক্ষি-যুগলে,
তাহাদের মনোমত হয় নাই ব'লে?
--কখন না। যাহা বলে প্রজা অযোধ্যার,
সীতা চির গৃহলক্ষ্মী রহিবে আমার।
দুর্ম্মুখ! এখনো পাপ, দাঁড়ায়ে?—
হ, দূর
দূর হ, প্রভুর অন্নে বর্দ্ধিত কুক্কুর,
কৃতঘ্ন!—না আমি বুঝি হতেছি উন্মত্ত,
কি করিবে ভৃত্য শুধু করিয়াছে সত্য।
কেন সত্য কথা আজ কহিলি দুর্ম্মুখ!
মিথ্যা কহিলি না কেন?--মিথ্যা এতটুক!
ধনরত্ন যাহা চাস্ নে তাহাই যাচি'
সব দিব। বল্ শুধু 'মিথ্যা বলিয়াছি'।
দুর্ম্মুখ। পারিনা দেখিতে আর।
যাক্ ধর্ম্ম। প্রভু,
মহারাজ! উঠ। যাহা বলিয়াছি কভু
সত নহে—সব মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যাই,
মিথ্যা মিথ্যা—প্রজাগণ কিছু কহে নাই।

রাম। না, যাও দুর্ম্মুখ—শুদ্ধ এ প্রলাপ বাণী
উন্মত্তের। চিত্তহারা আমি—নাহি জানি
কি যে বলিতেছি—না, না এ বৃথা সান্ত্বনা,
আর দূষিব না, আর ভিক্ষা যাচিব না ;
জানি স্থির, বল নাই একটি মিথ্যাও।—
আমারে আমার দুঃখে রেখে চ'লে যাও।
দুর্ম্মুখ। [যাইতে যাইতে] হায়!
কেন কহিলাম এ কথা, নির্ব্বোধ
আমি! করিল না বাষ্প কেন কণ্ঠরোধ?
ইহা বলিবার পূর্ব্বে কেন হইল না
দগ্ধ বিকুঞ্চিত ছিন্ন বিদীর্ণ রসনা?
ইহা কহিবার পূর্ব্বে কেন হইল না
শিরে মোর বজ্রাঘাত!—অহো বিড়ম্বনা!
[প্রস্থান।
রাম। অত্যুত্তম!—এখন কি করিব না জানি।
শুনিব কি প্রজাদের এ প্রলাপবাণী?—
পরিত্যাগ করিব সীতারে? দিব দূর
করি' কুক্কুরের মত?—বশিষ্ঠ নিষ্ঠুর!
কিরূপে করিলে আজ্ঞা যে প্রজাবঞ্জনে
ত্যাজ্য সীতা? তাহার উদ্ধারে কি কারণে
করিয়াছি লঙ্কার সমর তবে? তারে
দূর ক'রে দিতে পরে? রূঢ় অবিচারে
নিষ্কাশিতে গলে হস্ত দিয়া?
—সাধ্বী সতী
আকাশপবিত্র চিরমুগ্ধ পুণ্যবতী—
শৈশবসঙ্গিনী সীতা বিহ্বল বিশ্রব্ধ!
না—না। রাজ্য মিলাইয়া যাক্ স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্বর্য্যের মত ; চূর্ণ হোক্ পদতলে
এ প্রাসাদ ; ভেসে যাক্ সরযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্য্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হ'য়ে যাক্।—আজ আমার এ পাপে
সৃষ্টি নাশ হোক্! তবু হৃদয়ে আসীন,
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন
এই বক্ষে, ভস্মীভূত বিশ্ব চরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরের দালান। কাল—প্রভাত।
পূজানিরতা একাকিনী কৌশল্যা।

কৌশল্যা। রাত্রিকালে ঘন ঘন হয় উল্কাপাত
অগ্নিবৃষ্টি সম। চাহে কুপিত প্রভাত
রক্তবর্ণ। ডাকে শিবা মধ্যাহ্নে বিকট,
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ; যেন কোনো সন্নিকট
বিপদে উচ্চারি'। নিত্য জানি না কি হেতু
নিশায় ঈশানে উঠে ধূম্র ধূমকেতু,
অকল্যাণ শিখাসম, কিংবা দীর্ঘ ছায়া
সন্নিহিত অনর্থের। তাই মহামায়া
ঈশানী কল্যাণময়ী বরদা, তোমার
চরণে অর্পি মা এই পুষ্পাঞ্জলি ; আর
করি মা প্রার্থনা আজ—যেন নাহি হয়
আমার রামের কোন বিপত্তি। অভয়
দাও মা অভয়া! এই আশঙ্কা উদ্বেগ
করো দূর ; সহসা উদিত বজ্রমেঘ
পশ্চিম গগন হ'তে দাও অপসারি' ;
দেবি! চণ্ডি! ভগবতি! সংহর সংহারী
বিকট করাল মূর্ত্তি ; দেখা দাও ধরি'
দুর্গতিনাশিনীরূপ—দুর্গে! ক্ষেমঙ্করি!
সীতা সীতা—
[নেপথ্যে]
যাই মা!
কৌশল্যা। মা আসিছে আমার,
তার চারি ধারে দূর করি' অন্ধকার,
সঞ্চারিণী পূর্ণজ্যোৎস্না সমা—
[সীতার প্রবেশ]
সীতা। কি মা?
কৌশল্যা। একি
কাঁদিতেছিলে মা? সীতা একি!—
চাহো দেখি ;
একি পাণ্ডুমুখ? একি নয়নপল্লব
অশ্রু অভিষিক্ত? একি? কেন মা? নীরব
রহিলে যে?—বুঝিয়াছি। নাহি রাম কাছে
তাই এ আশঙ্কা।
সীতা। না মা!

কৌশল্যা। হাঁ মা বুঝিয়াছি।
বুঝিয়াছি অন্তরের নিভৃত সন্দেহ।
আমিও যে ভালবাসি রামে। একই স্নেহ—
জননী দুহিতা জায়া অন্তরে বিরাজে
ভিন্নরূপ ধরি'। বৎসে, রাম রাজকাজে
গিয়াছে চম্পকারণ্যে বশিষ্ঠের কাছে;
বুঝি কোন মন্ত্রণার প্রয়োজন আছে।
হোয়োনা উদ্বেল বৎসে! নিশ্চিত কুশলে
তোমার আমার রাম আছে, সুমঙ্গলে!
অতি শীঘ্র রাম গৃহে ফিরিবে নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হও মা বৎসে! নাই কোনো ভয়
রামের মঙ্গল হেতু। নিকটে কি দূরে,
প্রাসাদে প্রবাসে কিংবা রাজ-অন্তঃপুরে,
শান্তি কি বিগ্রহে, রাম করে নিত্য বাস
আমার স্নেহের দুর্গে। অনর্থনিঃশ্বাস
স্পর্শে না তাহারে।—নাই বিপদের ছায়া,
আমি যার জননী ও তুমি যার জায়া;
সুখী হোক্ রাম। আর আসন্নজননী
তুমি সুখী হও বৎসে। [বজ্রধ্বনি]

সীতা। একি?
কৌশল্যা। বজ্রধ্বনি।
সীতা। নির্ম্মল আকাশে?
কৌশল্যা। [স্বগত] সত্য! কই মেঘ নাই:
[প্রকাশ্যে] উঠিবে ঝটিকা বুঝি!
চল কক্ষে যাই।
[যাইতে যাইতে] মা সর্ব্বমঙ্গলে!
দেবি! দেখিও মা সতি!
করিও সতত রক্ষা রামে ভগবতি!
[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম। কাল—প্রভাত।
রাম ও বশিষ্ঠ

রাম। গুরুদেব! একান্ত অসাধ্য এই কার্য্য।
বশিষ্ঠ। তাহা মানি;
অতি গুরু নিষ্ঠুর দুষ্ক্রিয়
ইহা, রঘুবর জানি:—
তথাপি করিতে হবে।—
রাম, সর্ব্ব কর্ত্তব্য সবার
সহজ সুসাধ্য যদি, রহিত তার প্রশংসার?
তথাপি নিস্তব্ধ?
রাম। অতি তিক্ত এ পানীয় ভগবান্!
বশিষ্ঠ। জানি, অতি তিক্ত ইহা;
তথাপি করিতে হবে পান।—
তথাপি নিস্তব্ধ? রাম
ভুলেছ কি জন্ম কোন্ কুলে?
কে তুমি? কাহার পুত্র?
কার পৌত্র? গিয়েছ কি ভুলে,
নরোত্তম? সূর্য্যবংশে জন্ম তব;—
স্মরণ রাখিও—
পিতা তব দশরথ;
যে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
সুবৃদ্ধ বয়সে বহু তপস্যার ফল, সুকুমার
পুত্রদ্বয়ে দিল বনবাস,
বৎস বলো কি তাহার
কর্ত্তব্য-পালন সেই হ'য়েছিল অতীব
মধুর?
দুঃসাধ্য কি পুত্রত্যাগ
চেয়ে ত্যাগ রাজনাবধুর।
রাম। দুঃসাধ্য নহে এ কাজ গুরুদেব
—এ অসাধ্য কাজ!
কিরূপে সাধিব যাহা অসাধ্য?
আদেশ করো, আজ
রাজ্যের মঙ্গলহেতু দিব আপনারে
শতবার,
সহস্র জীবন চেয়ে
প্রিয়তরা জানকী আমার।
বশিষ্ঠ। তাও জানি। কিন্তু আত্মহত্যা
আর কর্ত্তব্য পালন
একটি পদার্থ নহে।
এই আত্মহত্যা—পলায়ন
কর্ত্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে,
ভীরু সৈনিকের মত।
কর্ত্তব্যপালন সহ্য করা বক্ষে বাণাঘাত
শত,
বীরসম সম্মুখ সমরে, দৃঢ় সংযত সাহসে।
রাম। আপনি সহিতে পারি;
—কিন্তু ত্যাগ করিব কী দোষে
নিরপরাধিনী সীতা?
বশিষ্ঠ। তুমি ছিলে কিসে অপরাধী
যাহে হ'য়েছিলে বনবাসী!
কিসে কুম্ভকর্ণ আদি
দোষী ছিল, যাহাদের
নিধন করিলে সেই রণে,
ভ্রাতৃ-পিতৃ-আজ্ঞাবহ
স্বদেশ-বৎসল বীরগণে?

কোন্ অপরাধে পুত্র
পিতার ব্যাধির জন্য বহে
রোগের দুঃসহ দুঃখ?
বলো কোন্ অপরাধে সহে
ধনহীন অনশন যন্ত্রণা, ধনীর অন্তঃপুরে
যবে নিত্য স্বাদু অন্ন
পুষ্ট করে বিড়াল কুক্কুরে—
—এ বিশ্বে কে তুমি কেবা আমি?
কেহ নহে আপনার,
সমাজরক্ষিত সম্পত্তি সে,
সমাজের অধিকার।
ব্যক্তির সর্ব্বে ইচ্ছা
সম্পদ, ব্যক্তির সর্ব্বসুখ
বলি দিতে হবে সমাজের পদে:
নাইবা থাকুক
কোনো অপরাধ। ব্যাপি'
এ ব্রহ্মাণ্ড, বিরাট প্রবাহে
চলিয়াছে অনন্ত নিয়মস্রোত
অব্যাহত। তাহে
ভেসে যায় নরনারী:
নাহি সাধ্য রোধিতে তাহারে,
যুদ্ধ করে তার সঙ্গে
শুধু শীঘ্র মগ্ন হইবারে।
স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য—
নহে সৃষ্ট বিধাতার:
অপরাধ? এ জগতে কে করিবে
কাহার বিচার?
কহিছে সমাজ 'নরহত্যা পাপ';
সংগ্রামে বিগ্রহে
হয় যে সহস্র নরহত্যা,—
পাপ তাহারে কে কহে?
বিধাতা?—তাঁহার স্বীয়
শত হত্যা, শত অত্যাচার
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্বে,—
কে গণিবে কে করে বিচার?

রাম। তবে পাপ পুণ্য নাই?

বশিষ্ঠ। নাই।—প্রশ্ন করো ঝটিকায়,
সে বলিবে 'নাই';
প্রশ্ন করো ঘোর প্রবল বন্যায়,
সে বলিবে 'নাই';
যাও প্রশ্ন করো অশনিসম্পাতে,
ভূমিকম্পে, দাবানলে,
জরায়, দুর্ভিক্ষে, সর্পাঘাতে;
সকলে বলিবে এক বাক্যে
'নাই, পাপ পুণ্য নাই'।
সমাজের অমঙ্গলকর
কার্য্য যাহা সব, তাহাই
পাপ, রঘুবর।
পাপ পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি;
আর তুমি অধিষ্ঠিত
সেই সমাজের প্রতিনিধি;
সমাজের ভৃত্যমাত্র।

রাম। গুরুদেব! বুঝিনা এ বাণী!
তুমি আজ্ঞা কর আমি কার্য্য করি—
এইমাত্র জানি।

বশিষ্ঠ। যাও রঘুবীর!
যাও স্বকর্ত্তব্য সাধো মহারাজ!
বিপ্রজাতি এর চেয়ে
ক'রেছিল তিক্ততর কাজ;
ক'রেছিল পিতার আজ্ঞায়
মাতৃসংহার ভার্গব।
পত্নীত্যাগ হ'তে তিক্ত মাতৃবধ।
অতীব সুলভ
নহে রাজধর্ম্ম।

রাম। দাও পদধূলি দেব!

বশিষ্ঠ। যাও বীর—
ইক্ষ্বাকুকুলের দীপ।
শিব হোক্ অযোধ্যাপতির। [নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উর্ম্মিলার কক্ষ। কাল রাত্রি।
লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। কে কহিল?

লক্ষ্মণ। আপনি রাঘব।

উর্ম্মিলা। এ প্রলাপবাণী—অসম্ভব।

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা এ অতি সত্য বাণী।

উর্ম্মিলা। সত্য?

লক্ষ্মণ। সত্য।

উর্ম্মিলা। কেন?

লক্ষ্মণ। নাহি জানি
কেন? জানি এই মাত্র স্থির
প্রজাগণ চাহে জানকীর
নির্ব্বাসন-দণ্ড।

উর্ম্মিলা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ] অভাগিনী!
সীতা মোর! প্রাণের ভগিনি!
—অটল-প্রতিজ্ঞ তিনি তবে?

লক্ষ্মণ। অস্থির-প্রতিজ্ঞ রাম কবে?
ঊর্ম্মিলা। কোথা তিনি?
লক্ষ্মণ। রুদ্ধ স্বীয় কক্ষে,
নীরব আনত শুষ্ক চক্ষে,
ধূলাসনে! রাজপরিবার
ভিন্ন তিনি অগম্য সবার।
—ঊর্ম্মিলা একটি কথা আছে।
এই বার্ত্তা মহিষীর কাছে
তোমার কহিতে হবে।
ঊর্ম্মিলা। [চমকিয়া] আমি!
লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে! অযোধ্যার স্বামী
দিয়াছেন এ হস্তে আমার,
তার চেয়ে গুরুতর ভার—
সীতা-নির্ব্বাসন-দণ্ড। গিয়া
সঙ্গে তাঁর, আমারি রাখিয়া
আসিতে হইবে প্রিয়তমে,
মহিষীকে, বাল্মীকি-আশ্রমে।
ঊর্ম্মিলা। [ভাবিয়া] তবে যাই
সীতা-সন্নিধানে।
লক্ষ্মণ। ঊর্ম্মিলা! অতীব সাবধানে,
অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে,
কহিও এ বার্ত্তা মহিষীরে।
ঊর্ম্মিলা। নাহি জানি, কি কহিবে সীতা!
—সদা শঙ্কাকুলা, সদা ভীতা
পাছে সে হারায় নাথে; হায়
কি জানি ঝরিয়া বুঝি যায়
শুভ্র নম্র যূথিকার মত,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে—
লক্ষ্মণ। তীব্র ক্ষত
মুছাও তাহার ধীরে প্রিয়ে,
তোমার অসীম স্নেহ দিয়ে। [নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।
সভাভঙ্গান্তে সিংহাসনারূঢ় একাকী রাম।

রাম। এইত রাজত্ব;—এ সোনালী-করা
লৌহের শৃঙ্খল; কালকূট ভরা
স্বর্ণ পাত্র; এই অন্তঃসারশূন্য
গৌরব, এ পাপ—পরি' শুধু পুণ্য-
ছদ্মবেশ; স্বর্ণ পিঞ্জরেতে বাস
বিহঙ্গের;—এই কদর্য্য বিলাস।
এই পদলাভ করিতে নিয়ত
হত্যা, মিথ্যা, দ্বন্দ্ব, প্রতারণা শত,
করিছে মনুষ্য বিশ্বময় নিত্য;
হইবারে শুদ্ধ অপরের ভৃত্য।
পরাতে ভরতে এ দৃঢ় শৃঙ্খল,
বিমাতা কৈকেয়ী কত না কৌশল
খেলিলেন হায়!—শুধু দূর হতে
দেখে সবে, হিংসে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে;
কিন্তু দেখেনাক কেহ হায়, তার
নিঃসঙ্গিতা; শুষ্ক পাষাণের ভার—
নিদাঘ উত্তপ্ত, হিমাবৃত শীতে;
শুনে না তাহার অন্তরে নিভৃতে
পাষাণ ফাটিয়া উঠিছে কি কথা;
তথাপি সে শুষ্ক অন্তরের ব্যথা
অন্তরে মিলায়।
ক্লেশ, চিন্তা, শ্রান্তি,
ভরা এ জীবন!—অনন্ত অশান্তি।
বিসর্জ্জিতে হবে দয়া মায়া স্নেহ;
আমরণ শুদ্ধ আশঙ্কা, সন্দেহ।
সদা ভয় শুদ্ধ কোথা কোন্ ছিদ্র
দিয়া পশে মন্দ। অতীব দরিদ্র,
নীচাদপি নীচ প্রজা, এর চেয়ে
সুখী। নিত্য শ্রম করে, পুষ্টদেহে
শ্রমলব্ধ অন্নে। ফিরে নিজ ধামে;
শ্রমলব্ধ তার বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
কাটায় রজনী নিশ্চিন্ত হৃদয়,
ক্লান্তিসুকোমল প্রেমপুষ্পময়
অনাবৃত ভূমে। শুধায় না কেহ
যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত কি না তার স্নেহ।
অহো কি বাঞ্ছিত সেই স্বাধীনতা!
অহো কি নির্ম্মল সুপবিত্র কথা
দীনতম কৃষকের ইতিহাস!
দুর্গন্ধময় এ গ্লানির নিঃশ্বাস
পশে না তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে;
হৃদয় হইতে ছিঁড়ে লয়ে, দূরে,
ফেলে দিতে নাহি চায় কেহ তার
প্রাণ হতে প্রিয় প্রেমপূত হার।
অহো কি কঠিন!—কি অভাগা রাম!
হায় রাজ্য ছাড়ি, যদি পারিতাম
কোন দূর বনে গিয়া, শান্তিময়,
পবিত্র, অতুল, অনন্ত, অক্ষয়,
বিশ্রামবিভবে কাটাইতে দিন!
—নৃপতির কাজ অহো কি কঠিন।

[ভরতের প্রবেশ]

ভরত। এ কি শুনি মহারাজ!

রাম। কি এ কথা

ইতিমধ্যে রাষ্ট্র নগরে সর্ব্বথা?

ভরত। না ভূপতি, শুদ্ধ প্রাসাদ ভিতর ;—

তবে ইহা সত্য?

রাম। সত্য প্রিয়বর।

ভরত। করিয়াছ স্থির?

রাম। করিয়াছি স্থির।

ভরত। অসম্ভব ইহা।—তুমি রঘুবীর,

ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পর, বুদ্ধিমান ;

এ নিষ্ঠুরতা কি তোমার বিধান?

—ইহা অসম্ভব।

রাম। নহে অসম্ভব!

কি বলিব বৎস! তুমি জানো সব,

জানো, সীতাত্যাগ আজি চাহে সবে

অযোধ্যার প্রজা?

ভরত। মহারাজ! তবে

তারা যাহা চাহে তাই দিতে হবে?

অযোধ্যার প্রজা আজি যদি চাহে

করিতে নিরুদ্ধ সরযূপ্রবাহে ;

ছিঁড়িয়া আনিতে কৈলাসশিখরে,

ফেলে দিতে পঙ্কে টানি' মহেশ্বরে ;

কিংবা ইচ্ছা যদি অযোধ্যাবাসীর

বিচূর্ণ করিতে প্রাসাদ, মন্দির,

হর্ম্ম্য, দেবালয়, নগরে নগরে ;

জ্বালাইতে পল্লী ; বিশ্ব চরাচরে

খুলে দিতে অরাজক হাহাকার ;

বিশৃঙ্খল নীতি করিতে প্রচার

রাজ্যময় ; তারা চায় যদি শির

বন্ধু, মন্ত্রী, ভ্রাতা, জায়া, জননীর :

তাও দিতে হবে?—আজি এই রীতি!

অযোধ্যার রাজ্যে এই রাজনীতি!

—কোথা সীতা দেবী, কোথায় কুক্কুর

অযোধ্যার প্রজা! কোথায় সুদূর

নীলাকাশে শুভ্র নক্ষত্রের ভাতি,

কোথায় কর্দ্দমে ঘৃণ্য কীটজাতি!

রাম। কি বলিব প্রাণাধিক! অন্যপথ

বাছিবার নাহি। শুনিবে ভরত,

—ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠ-আদেশ।

ভরত। বুঝিয়াছি তবে।—সেই শুক্লকেশ,

দীর্ঘশ্মশ্রু, রুক্ষ, শীর্ণকৃশকায়,

শুষ্কপ্রেমস্নেহ দীর্ঘ তপস্যায়,

বশিষ্ঠের এই আদেশ কঠিন!

কি বুঝিবে সেই দয়ামায়াহীন,

নির্লিপ্ত সে বিপ্র চিন্তাকূপে অন্ধ,

—সংসারে প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধ?

রমণীর প্রেম কি সান্ত্বনাময়

সতীর গভীর কোমল হৃদয়?

সে বিপ্রবশিষ্ঠ-আদেশে অযত্নে

ছুঁড়ে ফেলে দিবে এ অমূল্য রত্নে

দূর পঙ্কে?—যদি ভূপতি তোমার

সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার,

কে করিবে আর নারীর সম্মান?

দুর্ব্বল সহিষ্ণু [illegible] প্রাণ

হবে তাহা হ'লে পুরুষের ক্রীড়া,

বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া

হইবে পতির উপহাসদ্রব্য ;

শিথিল হইবে পতির কর্ত্তব্য

অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে

দেশ দেশ জুড়ি' [illegible]।

রাম। ভরত এ সব বৃথা যুক্তি আর—

অটল স্থির এ সংকল্প আমার।

ভরত। [ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া]

যদি এই স্থির, তবে অযোধ্যার

অতীব দুর্দিন। কি কহিব আর।

যদি এই স্থির, অযোধ্যাপতির

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তবে এও স্থির,

আমি রহিব না এ অযোধ্যাধামে ;

যাব কোন দূর পুণ্য বন গ্রামে,

যেখানে নাহি এ নিষ্ঠুর বিধান ;

সতীর সাধ্বীর এই অপমান,

ন্যায়ের নীতির এ বিপ্লব, আর

এ অরাজকতা, এই অবিচার।

ছেড়ে যাব এই রাজ্য এই পুর—

রাম। ভরত—তুমিও নিষ্ঠুর!

[শান্তার প্রবেশ]

শান্তা। মহারাজ! ক্ষমা কর এ আমার

প্রবেশ এ স্থানে, এ অনধিকার

চর্চ্চা রমণীর। কিন্তু যেই কথা

শুনিতেছি আমি, মনে বড় ব্যথা

পাইয়াছি, তাই ছাড়ি' অন্তঃপুর

রমণীর লজ্জাভয় করি' দূর,

এসেছি এখানে।—ক্ষম মহারাজ!

কিন্তু অন্তঃপুরে একি শুনি আজ?

একি সত্য?

রাম। সত্য।
শান্তা। সত্য এ বারতা?
কি আশ্চর্য্য! রাম! কহিতে এ কথা
বিকম্পিত হইল না কণ্ঠস্বর?
আসিল না অশ্রু নেত্রে রঘুবর?
রাম। শুনিবে ভগিনী? সীতা-নির্ব্বাসন
রাজ্যে শান্তিহেতু আজি প্রয়োজন।
শান্তা। রাজ্যে শান্তিহেতু সীতা-বনবাস!
একি ব্যঙ্গ রাম? একি উপহাস?
সীতা-নির্ব্বাসন শান্তিরক্ষাতরে!
কে বলিল? কে ও শ্রবণ কুহরে
ঢালিল এ বিষ? তব বাম পাশে
কারে বসাইতে গুপ্ত অভিলাষে
করিল মন্ত্রণা? একি প্রহেলিকা?
মহারাজ্ঞী রাজ্যে অশান্তির শিখা?
তবে বুঝি সীতা দূরাদপি দূরে
নিভৃতে বসিয়া রাজঅন্তঃপুরে
ষড়যন্ত্র করি' তবে বিদ্রোহ কি
গোপনে লালন করিছে জানকী?
বলো বলো রাম, আমি মূর্খ নারী
রাজ-নীতি বড় বুঝিতে না পারি।
রাম। ছাড়ো ব্যঙ্গ। শুন, প্রজা অযোধ্যার,
আজি একবাক্যে চাহিছে সীতার
নির্ব্বাসন-দণ্ড।
শান্তা। এই মাত্র? তাই?
—কোন্ অপবাধে শুনিতে কি পাই?
রাম। জানি না ভগিনী—আমি কোন্ মুখে
উচ্চারিব তাহা তোমার সম্মুখে।
সেই কুৎসাবাণী অশ্রাব্য তোমার।
শান্তা। তথাপি শুনিব—কি দোষ সীতার
দেখিল তাহারা; এই ভিক্ষা মাগি
শুনে তাহা আমি কলঙ্কের ভাগী
হই হব।—বল, করি এ মিনতি!
রাম। বলিছে প্রজারা জানকী অসতী।
শান্তা। জানকী অসতী!!!
মহারাজ! সত্য!
বলিছে তাহারা?—বাতুল।—উন্মত্ত!
—রটাইল কোন্ সুনিপুণ গুণী?
—জানি না হাসিব কি কাঁদিব শুনি'
এই কথা আজি! ক্ষমা কর মোরে,
একি পরিহাস? একি ঘুম ঘোরে
এ কোনো দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?
জানকী অসতী? আরো কিছু বাকী
আছে বলিবার? শুনিয়াছি ঠিক?
বল তবে "সূর্য্য বুঝি পূর্ব্বদিক
অস্ত যায়, উঠে পশ্চিমে; তড়িৎ
জন্মে ভূমিতলে; কমল কুৎসিত;
দাহময় চন্দ্র; স্নিগ্ধ হুতাশন।"
বলে যাও তবে—"স্থির সমীরণ;
চঞ্চল পর্ব্বত; কঠিন সলিল।"
বলে যাও "শুভ্র শুভ্র নহে; নীল
তবে নীল নহে।"—সতীত্বেরই নাম
সীতা,—মহারাজ!—আমি জানিতাম।
নির্ম্মল প্রভাতযূথিকার মত,
নক্ষত্রের মত পবিত্র; নিয়ত
পতি মাত্র ধ্যান—সে সীতা অসতী!!!
জানি না কি ভ্রমে তুমি রঘুপতি
পড়িয়াছ আজি। এই কুৎসাবাণী,
ক'রেছ বিশ্বাস?—মহারাজ জানি,
রাজ-নীতি নহে কার্য্য রমণীর;
প্রশ্ন করা তর্ক করা নহে।—ধীর
নীরব সহিষ্ণু সম বসুন্ধরা,
রমণীর কার্য্য শুদ্ধ সহ্য করা।
মিথ্যা গ্লানি নিত্য বিপক্ষে তাহার
এই বিশ্বময় হ'তেছে প্রচার।
তার কার্য্য নহে তাহে কর্ণপাত।
তাহার কর্ত্তব্য বিপক্ষ আঘাত
বক্ষ পেতে লওয়া। সে শুদ্ধ করিবে
সেবা স্নেহ ভক্তি অকাতরে দিবে—
পায় কিংবা নাহি পায় প্রতিদান,
লক্ষ্য নহে তার। রমণীর প্রাণ
অনেক সহিতে পারে বটে, তবু
তারো সীমা আছে, শেষ আছে কভু।
যদি পায় পদে উৎসর্গিয়া প্রাণে
বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে
নির্ব্বাসন দয়াপ্রতিদানে পৃষ্ঠে
ছুরিকা আঘাত তাহার অদৃষ্টে;
সাবলের বিনিময়ে কপটতা,
বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা;
তাহাও সহিতে হইবে নীরবে,
নিত্য, বিশ্বময়, মহীপতি!—তবে
এই দণ্ডে নারীজাতি এ জগতে
লুপ্ত হয়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে।
[কৌশল্যার প্রবেশ]
কৌশল্যা। বাছা রাম!
রাম। মা মা তুমি যে এখানে?

কৌশল্যা। যে দারুণ কথা শুনিলাম কানে
কেমনে রহিব স্থির অন্তঃপুরে
প্রাণাধিক! তুই কি রাজবধূরে
রাজ্যের লক্ষ্মীরে দিবি বনবাস
এ কি সত্য বাছা?
রাম। সত্য মা।
কৌশল্যা। বিশ্বাস
করিব এ কথা? তুই ন্যায়বান্,
সে যে তোরে জানি আপনার প্রাণ
হ'তে ভালবাসে। রাজার দুহিতা,
রাজার গৃহিণী, অভাগিনী সীতা,
মোর ঘরে এসে পায় নাই সুখ;
তার প্রতি শেষে তুইও বিমুখ?
শোন্ বাছা রাম!
রাম। জননি তুমিও—
কৌশল্যা। রাম কথা রাখ্। প্রাণাধিক প্রিয়
বৎস্য, কথা রাখ্। নহিস্ অবোধ,
ছাড়্ এ সংকল্প, রাখ্ অনুরোধ।
রাম। তুমিও করোনা অনুনয় মাতা
পারিব না তাহা রাখিতে।
কৌশল্যা। বিধাতা।
সাক্ষী, আমি ইহা করিতে দিব না।
জীবিত থাকিতে।
রাম। হায় বিড়ম্বনা!
কৌশল্যা। তুই ন্যায়বান' • তুই ধর্ম্মনিষ্ঠ—
রাম। জানোনা মা ইহা মহর্ষি বশিষ্ঠ-
আদেশ—
কৌশল্যা। হউক বশিষ্ঠ আদেশ
ইহার পালনে নাহি ধর্ম্মলেশ।
এ নহে উত্তম, ন্যায়পর কাজ।
এ কার্য্য হইতে দিব নাক আজ।
রাম। সত্য করিয়াছি—
কৌশল্যা। আমিও কি সত্য
করি নাই তোরে এ পাপ উন্মত্ত
আত্মঘাতী কাজ করিতে দিব না?
রাম। মা মা, স্থির হও, কর বিবেচনা।
কৌশল্যা। করিয়াছি। ইহা দিব না করিতে।
—মাতৃআজ্ঞা চেয়ে তোর কি নীতিতে
গুরু-আজ্ঞা বড়?—কে তোরে জঠরে
ধ'রেছিল রাম? কে তোর অধরে
দিয়াছিল কথা? স্নেহে বক্ষে ধরি'
কে পালিয়াছিল দিবস শর্ব্বরী?
গুরু না জননী?—একবার তবে
গুরুর আজ্ঞাটি উল্লঙ্ঘিতে হবে
মায়ের আজ্ঞায়। প্রথম ও শেষ
এ আমার ভিক্ষা—গুরুর আদেশ
এর চেয়ে বড়?—দেখ্ সীতা লাগি'
মাতা তোর আমি আজ ভিক্ষা মাগি—
—দিবিনে?
রাম। মা মা মা কি করিলে আজ!
তুমি ভূমে, আর আমি মহারাজ
হ'য়ে ব'সে আছি নিজ সিংহাসনে?
হারায়েছি জ্ঞান?—সজল নয়নে,
তুমি ভিক্ষা চাও, আমি দিব না তা?
হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ, মাতা।
তুমি পূজ্য মাতা, তুমি পদতলে,
মলিন, ধূসর, নয়নের জলে,
ভিক্ষা মাগো, আমি উচ্চে বসি, আর
বলিব "দিব না?"—জননী আমার!
সত্য ভঙ্গ হোক্, ভস্ম হোক রাম;
মা তোমার হোক্ পূর্ণ মনস্কাম।
কৌশল্যা। দীর্ঘজীবী হও প্রাণাধিক! আর
কি বলিব বৎস! বৃদ্ধ কৌশল্যার
এই আশীর্ব্বাদ—এ অমূল্য রত্নে
রাখিস্ হৃদয়ে চিরদিন যত্নে। [প্রস্থান।
শান্তা। আমি যাই—এই শুভ সমাচার
অন্তঃপুরে ল'য়ে। ঘুচিল সবার
সকল আশংকা। [প্রস্থান।
রাম। পূর্ণ মনস্কামে
চ'লে যাও সব, ছেড়ে যাও রামে।
[সকলের প্রস্থান।
রাম। কি ক'রেছি আমি দেখি, বুঝি দেখি।
ভাঙ্গিয়াছি সত্য।—দেখি দেখি, একি'
করিয়াছি ভঙ্গ স্বীয় অঙ্গীকার।
অচিরে এ কথা জানিবে সংসার।
'সত্য ভাঙ্গিয়াছে রাম নরপতি।'
দূর ভবিষ্যতে অজাত সন্ততি
সূর্য্যবংশে—দিবে সহস্র ধিক্কার—
'ভেঙ্গেছিল রাম সত্য আপনার';
—যে সত্যরক্ষায় রাজা দশরথ
ত্যজিল জীবন—হাসিবে জগৎ।
স্বর্গে দেবগণ দেখি' এই পণ্ড
লজ্জায় রক্তিম ফিরাইছে গণ্ড।
রক্ষা কর স্বর্গে দেবগণ সবে
সত্যভঙ্গকারী দুর্ভাগ্য রাঘবে।

[জানু পাতিয়া প্রার্থনা। সীতার প্রবেশ]

সীতা। প্রাণেশ্বর!

রাম। প্রিয়তমে!

সীতা। একি? তুমি
পরিপাণ্ডু বিকম্পিতদেহ ভূমি-
বিলুণ্ঠিত প্রিয়তম! উঠ।

রাম। সতি!
স্পর্শ করিও না। তুমি পুণ্যবতী,
আমি পাপী। নাহি এ পাপের সীমা।
আমি আনিয়াছি কলঙ্ককালিমা
ইক্ষ্বাকুর বংশে।

সীতা। শুনিয়াছি সব।
উঠ প্রাণেশ্বর!--জীবনবল্লভ!
সর্ব্বস্ব আমার! সম্ভব কি তাও?
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও
প্রাণাধিক?--উঠ তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ :
পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু,
আমিও রাখিব পতিসত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী!
এই বক্ষ পাতি' দিব হাসি মুখে,
তুমি দলি' তাহে চ'লে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা! সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের!—চিন্তা কর দূর :
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর।

রাম। এখনো বাহির হয় নাই প্রাণ?
আমি কি পিশাচ? আমি কি পাষাণ?

সীতা। উঠ নাথ তবে, তব হাসিমুখ
দেখে যাই ইচ্ছা শুধু এইটুক।--

রাম। একি ঘোর বাত।?- নয়নের পাশে
একি অন্ধকার ঘনাইয়ে আসে।
কল্লোলে সমুদ্র বক্ষের ভিতর।
সীতা কোথা তুমি? সীতা!--

সীতা। [রামকে বক্ষে করিয়া] প্রাণেশ্বর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান--বাল্মীকির তপোবন। কাল- অপরাহ্ন।

সীতা ও বাসন্তী

(দূরে তাপস বালক-বালিকাদিগের গীত)

এই সব--হে অসীম হে ব্যোমবিহারী
দেবব্রহ্ম!--এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্যে অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে।—মহাশক্তিময়!—
তোমারি শক্তিতে ঘুরে প্রদীপ্ত আকাশে
বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বাসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জ্বলে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য। নৃত্য করি
আবর্ত্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।
গভীর গর্জ্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা
সুগন্ধ কুসুমে হাসে। তুঙ্গ শৈলশির,
উচ্চ সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্ম্মল নির্ঝরকান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,
ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধবী মাধবিকা,
দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতাছবি,
মনুষ্য পতঙ্গ, কীট নগর অটবী,
ক্রোধ, স্নেহ, সুখ, দুঃখ,--এ নিখিল ভূমি--
সর্ব্ববিশ্বে সর্ব্বভূতে--বিরাজিত তুমি।

সীতা। কি মধুর! স্তম্ভিত জলদমন্দ্র সম
শান্ত গীতধ্বনি। স্নিগ্ধ তপ্তপ্রাণ মম
আকণ্ঠ করিয়া পান এ স্বর্গীয় সুধা,
যায় ক্লেশ, ক্লান্তি, সর্ব্ব তৃষ্ণা, ক্ষুধা :
বল পাই দুর্ব্বল হৃদয়ে--

বাসন্তী। অভিরাম
সৌম্য মধুময় দিদি এই বনগ্রাম ;--
স্নিগ্ধ কান্ত অতি শান্ত চির পুণ্যভরা ;
এর জন্য শুষ্ক রাজভোগ ত্যাগ করা
নহে সুকঠিন।

সীতা। —হায় পঞ্চবটী বনে
থাকিতাম যবে বোন্ প্রিয়তম সনে--

বাসন্তী। সে কথা স্মরিয়া কাজ নাই—
যাও ভুলি'।
এই দেখ কুরঙ্গিণী গর্ব্বে শৃঙ্গ তুলি'
খেলা করে বৎস সনে—আহা কি সুন্দর!!
শুনিছ না অবিশ্রান্ত নদীকুলস্বর
ওই দূরে?—আশ্চর্য্য, ও বটশাখামূল
চুম্বে ধরা। কি সুন্দর ও বিহঙ্গকুল'
এই পল্লবিত কুঞ্জ দেখ কি সুন্দর :
এই খর্ব্ব গিরিশৃঙ্গ বড় মুগ্ধকর,
ও তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রে।
সীতা। কি দেখিব সখি!
কি দেখিব লো বাসন্তী,—যে দিকে নিরখি,
নিরখি সে একই দৃশ্য—রাঘবের মুখ ;
মনে জাগে শুধু সখি সে অতীত সুখ,
তাঁর চিন্তা তাঁর ছবি রহে চক্ষে ভাসি ;
জানিস্ কি লো বাসন্তী কত ভালবাসি
নাথে মোর?—রাখিয়াছি চাপি' এই ক্ষুদ্র
বক্ষে মোর ক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র ;
শৃঙ্খলিত করিয়াছি মোর সব সাধ
শুষ্ক তপস্যায় : তবু ভেঙে যায় বাঁধ
অসতর্ক মুহূর্ত্তে কখনো :—জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সে প্রেম : রুদ্ধ অশ্রুবারি ছোটে,
উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে। বোন্ তোর নিদ্রাহীন
ব্যগ্রতা, আগ্রহ, মোরে ঘিরে নিশি দিন
আছে লো।—এ দুঃখ বক্ষে শেল সম
বাজে
আমি নিজে অভাগিনী, যাহাদের মাঝে
এসেছি তাদেরও লই টানিয়া আমার
দুঃখের আবর্ত্তে।
বাসন্তী। দিদি হাসে কি সংসার
যবে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র?—হাসে কি যামিনী?
ভুলে যাও—সেই সব কথা সুহাসিনী'
আমরা তাপসী দিদি, প্রণয়ের কথা
—অলীক দুঃস্বপ্ন বাতুলের বাতুলতা।
দেখি কোথা কুশীলব। [প্রস্থান।
সীতা। ক্রমে সন্ধ্যা আসে ;
জগৎ রঞ্জিত স্বর্ণবর্ণে ; নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই ; স্তব্ধ মুগ্ধ অরণ্যানী
চাহে অনিমেষনেত্রে, তুলি' মুখখানি
আকাশের পানে ; বিশ্ব নিষ্কম্প, নীরব,
মগ্ন অর্চ্চনায়।—সেই সব, সেই সব,
যেরূপ সুন্দর শান্ত পঞ্চবটী বন।
কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,
প্রিয়তম!—কোথা তুমি?—পারিনা যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রাহ্ন।
রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। গিয়াছে ভরত রাজ্য ছাড়ি'
আজি প্রিয়বর'—দূরে
গিয়াছে মাণ্ডবী সঙ্গে।
গিয়াছে শত্রুঘ্ন মধুপুরে।
শূন্য রাজ্য! শূন্য এ প্রাসাদ।
শুদ্ধ দেবতার মত
সৌমিত্রি' প্রগাঢ় প্রেমে
আছো রামে ঘেরিয়া সতত।
[কতিপয় ঋষি সহ বশিষ্ঠের প্রবেশ]
বশিষ্ঠ। দাক্ষিণাত্য হ'তে মহারাজ,
এই ঋষি কয়জন
আসিয়াছে অভিযোগ
করিতে তোমারে নিবেদন।
রাম। ভগবান্ আমি দেব'
পবিত্র অযোধ্যা আজি তায় ;
পুণ্য এ প্রাসাদ আজি
ঋষিদের চরণ ধূলায়।—
ঋষিগণ' আজি কোন্
গরিষ্ঠ আদেশে রামে আজ
করিবেন ধন্য?
বশিষ্ঠ। কি বক্তব্য ঋষিগণ?
১ম ঋষি। মহারাজ!
মৃত পুত্রবত্ন মোর।
রাম। তারে বাঁচাইতে হবে মুনি?
সঞ্জীবনীমন্ত্র নাহি জানি ঋষি'
বশিষ্ঠ। মহারাজ' শুনি
দক্ষিণে শৈবলপতি
শূদ্ররাজ শম্বুক সম্প্রতি
করিছে তপস্যা,
বেদপাঠ, ধর্ম্মকর্ম্ম, নরপতি,
—অশাস্ত্রীয় কাজ।
তাই এই দুর্ঘটনা, অত্যাচার।
রাম। কি করিব গুরুদেব?
বশিষ্ঠ। প্রাণদণ্ড বিধান তাহার।
লক্ষ্মণ। শাস্ত্রচর্চ্চা অশাস্ত্রীয়?
বশিষ্ঠ। হাঁ, শূদ্রের।
লক্ষ্মণ। অশাস্ত্রীয় যাগ?
বশিষ্ঠ। হাঁ, শূদ্রের।
রাম। যথা আজ্ঞা তাহাই করিব মহাভাগ!
যাইব দণ্ডকে নিজে সসৈন্যে।

ঋষিগণ। ভূপতি জয় হোক্,
দূরে যাক্ অকল্যাণ।
দূরে যাক্ সর্ব্ব দুঃখ শোক।
[ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠের প্রস্থান।
রাম। দাক্ষিণাত্যে! সেইখানে পঞ্চবটীবন।
সেইখানে
যাপিয়াছি জীবনের প্রভাত।
জীবন অবসানে
একবার সেইস্থান দেখিতে বাসনা প্রিয়বর!
মনে পড়ে সেই পঞ্চবটী?
লক্ষ্মণ। জাগে নিত্য, নিরন্তর,
অন্তরে সে কথা আর্য্য!
স্মরণে জাগিবে আজীবন।
রাম। পুণ্যস্মৃতিময় স্থান বৎস,
সেই পঞ্চবটীবন;
আমি যাব তীর্থস্থানে। যাবে বৎস?
লক্ষ্মণ। সেই অভিলাষ
আমারও অন্তরে জাগে নিয়ত।
রাম [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] লক্ষ্মণ' অবকাশ
হইল না দেখাইতে কৃতজ্ঞতা কভু প্রিয়বর,
দেখাইতে অন্তরের স্নেহ।
বন্ধু তোমার অমর
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি—
চিরদিন ঘোষিবে জগৎ :—
তোমার পবিত্র প্রীতি,—
তোমার বিশাল সুমহৎ
চরিত্র, তোমার অনুপম স্বার্থত্যাগ –
যেইদিন
শক্তিশেল বাজিল তোমার বক্ষে ;
প্রবাহিল ক্ষীণ,
ক্ষত হতে রক্তস্রোত, দেখিয়াছিলাম
অন্ধকার
চক্ষে মোর। সেইদিন তুমি ভাই,
বুঝেছি আমার
প্রাণাধিক :- সেইদিন
বুঝেছি আমরা অবিচ্ছেদ ;
সেইদিন জেনেছি সংসারসিন্ধু হৃদয়ে,
অভেদ
আমরা যুগলযাত্রী একতরীক্রোড়ে
আজীবন।
চল বৎস—এইক্ষণে
অন্তঃপুরভবনে লক্ষ্মণ! [নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভরতের মাতুলালয়। কাল—সায়াহ্ন।
ভরত ও মাণ্ডবী

মাণ্ডবী। পঞ্চবটীবনে? কেন পুনর্ব্বার?
ভরত। যুদ্ধ করিবারে।—এই মাত্র তাঁর
আসিয়াছে দূত। করিয়া মিনতি
লিখেছেন এক পত্র রঘুপতি,
আহ্বান করিয়া আমারে অচিরে
যাইতে আবার অযোধ্যায় ফিরে।
—কি করি মাণ্ডবী, বল।
মাণ্ডবী। দেখি পত্র।
ভরত। এই দেখ। এই কতিপয় ছত্র।
কতিপয় ছত্র পত্রে—বটে সত্য,
কিন্তু বিকাশ কি চরিত্র মহত্ত্ব,
কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কি নিগূঢ় ব্যথা,
কি সংযম, ধৈর্য্য, স্তব্ধ বিশালতা,
এই ক্ষুদ্র পত্রে। এই পত্রে কভু
সীতার উল্লেখ মাত্র নাই। তবু
দেখিছ এ ক্ষুদ্র লিপির ভিতরে
প্রতি ছত্রে সীতা ; প্রত্যেক অক্ষরে
সীতা ; অক্ষরের প্রতি ব্যবধানে
সীতা।
মাণ্ডবী। [পাঠ সমাপ্ত করিয়া]
তবু তাঁরি নিষ্ঠুর বিধানে
নির্ব্বাসিতা সীতা।
ভরত। জানি!—মনে পড়ে
সেই দিন। সেই দিবা দ্বিপ্রহরে
সেদিন বৈদেহী—সঙ্গে ম্লান, মৌন
সৌমিত্রি—অযোধ্যা ছাড়ি' অতি গৌণ
নিঃশব্দ সশঙ্কগতি পুষ্পরথে,
চড়ি' চলিলেন বনে। রাজপথে
জনারণ্য। রাণী উপরেতে হেন
লক্ষ কৌতূহলদৃষ্টি—হায় কেন
পড়িল না ভাঙি শতধা বিদীর্ণ
ধূসর আকাশ সেই জনাকীর্ণ
রাজপথে, পুষ্পরথের উপরে,—
রক্তিম লজ্জায়? প্রিয়ে! মনে পড়ে
ঘন সমুত্থিত মেঘমন্দ্র রব—
"ধন্য ধন্য প্রজারঞ্জক রাঘব,"
যেন উপহাসচ্ছলে। জানকীর
মুখে দিব্যভাতি, সমুন্নত শির
শান্ত সৌম্য গর্ব্বে, স্ফীত বক্ষঃস্থল
আত্মোৎসর্গসুখে।

মাণ্ডবী। হায় কি বিরল
অসীম গভীর প্রেমের সমুদ্র :
অনন্ত অটল নির্ভর :—সে ক্ষুদ্র
অমূল্য অতুল হৃদয় ভিতরে
কে বলিবে?—আর্য্যপুত্র! মনে পড়ে।
হেন অত্যাচার হেন অবিচার
হেন নিষ্ঠুরতা কখন কাহার
ভাগ্যে ঘটে নাই।—অভাগিনী সতী—
ভরত। কোন মহাভ্রমে ভ্রান্ত রঘুপতি।
প্রধান ভ্রম যে অভ্রান্ত বশিষ্ঠ।
দ্বিতীয় ভ্রমটি—এ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ
মূঢ় নিশ্চিন্ততা। আমি জানি প্রিয়ে!
তাঁর হৃদয়ের বিশালতা : কি এ
ক্ষতযন্ত্রণার অসীম অব্যক্ত
তীক্ষ্ম ব্যথা। প্রিয়ে হৃদয়ের রক্ত
দিয়ে লেখা এই পত্র।
মাণ্ডবী। অযোধ্যায়
যাবে আর্য্য পুত্র?
ভরত। তাহাই তোমায়
জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।
মাণ্ডবী। যাও,
আমি যাইব না। আমি বুঝিনা ও
রামের মহত্ত্ব, রামের করুণা,
রামের যন্ত্রণা। শেষ দেখা শুনা
হ'য়ে গেছে মোর সেই পত্নীঘাতী
রাঘবের সঙ্গে। হায় নারী জাতি!
ভরত। তুমি যাইবে না যদি-অনুগামী
স্বতঃই তোমার এ সম্বন্ধে আমি।
লিখে দেই তবে অযোধ্যাপতিরে,
যাইব না মোরা অযোধ্যায় ফিরে।
[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পঞ্চবটীবন। কাল—সায়াহ্ন।

রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। এই সেই স্থান,; সেই নিত্য অভিরাম
অক্ষয় স্মৃতির মঠ ; সেই পুণ্যধাম
পঞ্চবটী।—ওই সেই কল-হাস্যময়ী
স্নিগ্ধ গোদাবরী। দূরে মেঘসম ওই
ধূম্র স্তব্ধ নীলাচল। তার পদতলে
সেই ঘন শ্যামল অটবী।
লক্ষ্মণ। এই স্থলে
ছিল সে কুটীর।
রাম। সত্য। এই পল্লবিত
পঞ্চবট তলে। তারে ঘেরিয়া থাকিত
বন স্নিগ্ধঘনচ্ছায়। এই পঞ্চবট
ছিল নদীতীরে : কিন্তু আজি নদীতট
সরিয়া গিয়াছে। চল অগ্রসর হই।—
[অগ্রসর হইয়া]
এই স্থান, ঠিক এই স্থান বটে।—ওই
সেই দীর্ঘ তালকুঞ্জ। বৎস! মনে পড়ে
প্রথমতঃ ওই তালকুঞ্জের ভিতরে
দেখি স্বর্ণমৃগে? মৃগে নিহত করিয়া
ফিরিতেছিলাম ওই বৃক্ষ-শ্রেণী দিয়া,
তোমার সাক্ষাৎ ঠিক এই স্থানে পাই।
লক্ষ্মণ। সত্য আর্য্য! মূঢ় আমি, একাকিনী তাই
আসিলাম রাখিয়া দেবীরে অসহায়া ;—
রাম। কি করিবে তুমি! সব রাক্ষসের মায়া ;
বৃথা ক্ষোভ। কে খণ্ডিবে নির্ব্বন্ধ বিধির।
চল অগ্রসর হই [অগ্রসর হইয়া]
এই নদীতীর।
এই সেই পুণ্যবতী নদী গোদাবরী
তেমনি মধুর কল্লোলিনী, মুগ্ধকরী
নীল স্বচ্ছবারি! মুগ্ধে সুন্দরি
তটিনি!—
চিরহাস্যময়ি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ অভ্র জিনি!
উজ্জ্বলচঞ্চলনীলাপাঙ্গি! বয়ে যাও
এমতি হরষে চিরদিন। গাও, গাও,
এমতি মধুর ক্রীড়াময়ি! যেন কভু
নাহি ভঙ্গ হয় ওই সুখগীতি। তবু
সুখী হই বৎসে দেখি তোমারে সুখিনী,
একদিন তোমার কল্লোলে, কল্লোলিনি!
মিশিত আমার গীত। হায় একদিন
উভয়ের সুখস্বপ্ন হ'য়েছিল লীন
বিজড়িত এক সঙ্গে। ভেঙেছে আমার
সে স্বপ্ন। তোমার নাহি ভাঙ্গে যেন। আর
তুমি নীলগিরি! মৌন নিত্য মনোরম
অভ্রভেদী শৈলবর! আছ কালসম
ঘটনার স্রোত পার্শ্বে তুলি' তুঙ্গ শির
অটল নির্ম্মম দৃঢ়। থাক দৃঢ় স্থির
এই মত। তবু পাই সান্ত্বনা অন্তরে,
তবু দেখি আছে কিছু বিশ্ব চরাচরে,
জীবনের উত্থান ও ধ্বংসের উপরি,
সত্য, মিথ্যা, সুখ, দুঃখ সব তুচ্ছ করি'.

দাঁড়াইয়া একভাবে।

অগ্রসর হই,

চল বৎস! বেতসীসংলগ্ন দেখ ওই

শুভ্র সুশীতল রম্য সেই শিলাতল

তরঙ্গাবধৌতপদ সেই রম্য স্থল,

নির্ম্মেঘ উষায় নিত্য সীতা যাহে গিয়া,

অবতীর্ণ উষা সম থাকিত বসিয়া,

দেখিত দাঁড়ায়ে ধূম্র নীলাচল সীমা-

পতিতবিভগ্নসূর্য্যউচ্ছ্বাসগরিমা।

—চল অগ্রসর হই। কে গায় না দূর

বনান্তরে? কি, রমণী-কণ্ঠ সুমধুর!

[নেপথ্যে গীত]

কি গভীর, কি করুণ, মর্ম্মস্পর্শী কিবা!

শিবিরে ফিরিয়া চল। অবসান দিবা।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান - শৈবল রাজের আশ্রম। কাল - প্রভাত।

বৃক্ষতলে শূদ্রক ও শূদ্রক-পত্নী,

দূরে রাম, লক্ষ্মণ ও সৈন্যত্রয়।

রাম। সৌম্যগৌরমূর্ত্তি, দিব্য

শুভ্রকেশ, উন্নতললাট,

দীর্ঘশ্মশ্রু, কে ও বটবৃক্ষতলে,

করিতেছে পাঠ

সুগম্ভীর সামগান?

মুগ্ধা শ্যামা পদপ্রান্তে পড়ি'

চাহিয়া বিস্ময়ভক্তিভরে,

ও কে তরুণী সুন্দরী

শুনিছে স্বর্গীয় গাথা?

চল বৎস! অগ্রসর হই!

দাঁড়াও এখানে! দেখি।

কি সুন্দর দৃশ্য! দেখ ওই

ঋষির পবিত্র মূর্ত্তি,

মুগ্ধ মন্দদৃষ্টি তাপসীর

নিবিষ্ট তাপস মুখে,

অটল নির্ভর ভরা স্থির

গভীর বিশ্বাসভরে।

শূদ্রক। [চাহিয়া] কে? পান্থ?

লক্ষ্মণ। আমরা পান্থ বটে।

শূদ্রক। পরিশ্রান্ত?

লক্ষ্মণ। সত্য ঋষি পরিশ্রান্ত।

শূদ্রক। ওই নদী-তটে

আমার আশ্রম।

প্রিয়ে ল'য়ে যাও আশ্রম ভিতরে

এ অতিথিদ্বয়ে।

আমি যাইতেছি ক্ষণকাল পরে।

রাম। কাহার আতিথ্যগ্রাহী

ভাগ্যবান্ আমরা হে ঋষি?

শূদ্রক। আমি ঋষি নহি; রাজা শূদ্রক;

ও আমার মহিষী

এ রমণী রত্ন।

রাম। তুমি শূদ্রক?

শূদ্রক। হাঁ।

রাম। তুমি তপোরত

শূদ্ররাজ? ক্ষমা কর।

তোমার আতিথ্য আপাতত

গ্রহণ করিতে নহি সমর্থ ভূপতি।—

শূদ্রক। কেন?

রাম। আমি

কি বলিব, শূদ্ররাজ!

রামচন্দ্র, অযোধ্যার স্বামী।—

শুনিয়াছ নাম?

শূদ্রক। শুনিয়াছি—

রাম। আমি রামচন্দ্র। আজ

আসিয়াছি দণ্ডকে তোমার অন্বেষণে।

শূদ্রক। মহারাজ!

ধন্য হইলাম আমি।

চল যথাসাধ্য, যথারীতি,

করিব আতিথ্য।

চল আশ্রমে হে রাজ-অতিথি।

রাম। আসি নাই, শূদ্ররাজ!

প্রিয়কার্য্যে, আজি তব দ্বারে, মিত্রভাবে।

আসিয়াছি শত্রুভাবে, যুদ্ধ করিবারে।

শূদ্রক। কি হেতু? কি অপরাধে

অপরাধী আমি রাজপদে,

জানিতে কি পারি?

রাম। এই অপরাধ—মত্ত মোহমদে

করিয়াছ শাস্ত্র অপমান।

শূদ্রক। অপমান! পরিহরি'

রাজ্যভোগ, করিয়াছি

শাস্ত্র চর্চ্চা এতদিন ধরি'

তার অপমান কভু করি নাই মহারাজ!

রাম। জানি,

কিন্তু শাস্ত্রে শূদ্রের অনধিকার

জানো নাকি?

শূদ্রক। মানি,
বিপ্রের বিধানে বটে,
বিপ্রাধীন রাজাদেশ বটে।
শূনিবে নব বিধান তবে
রাম আমার নিকটে?—
কার সৃষ্টি বিপ্রক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রভেদ নরোত্তম!
কার সৃষ্টি মনুষ্য ও পশুভেদ?
—কোন্‌টি প্রথম?
কোন্ সৃষ্টিকর্ত্তা বড়?
—ব্রহ্মা না ব্রহ্মার সৃষ্ট নর?
—দেবকর্ত্তা বিপ্র?
না বিপ্রের কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর?
করো যদি জাতিভেদ
করো ঐশ নীতি অনুসরি'।
সিংহও হয় না বৃষ
বৃষভও হয় না কেশরী;
কুক্কুর হউক বুদ্ধিমান,
তবু সে ঘৃণ্য কুক্কুর।
উন্মাদ মনুষ্যে কিন্তু
নাহি হয় মনুষ্যত্ব দূর!
শূদ্রের সম্ভব সর্ববিদ্যাবুদ্ধিন্যায়ধর্ম্মমতি;
ব্রাহ্মণ হইতে পারে শূদ্রের অধম হেয়
অতি।
তথাপি সে শূদ্র শূদ্র,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ আজীবন—
আজীবন কেন? বংশপরম্পরা।
—মহাত্মন্!
এ নিয়ম স্বাভাবিক?—
এ নিয়ম লাঞ্ছনা বিধির,
মহারাজ!
রচিয়াছে যে ক্ষমতা বিপ্র, প্রকৃতির
বিধি তুচ্ছ করি'
তাহা হ'য়ে যাবে ধূলায় বিলীন,
ঊর্দ্ধভিত্তি নিম্নচূড়
মন্দিরের মত এক দিন।
রাম। শূদ্ররাজ! সত্য হোক্,
মিথ্যা হোক্, কি একান্ত ভ্রম
হোক্, ভাঙ্গিয়াছ তুমি,
পালনীয় রাজার নিয়ম;
দণ্ডযোগ্য তুমি।—
শূদ্রক। যদি দণ্ডযোগ্য আমি মহারাজ!
ভাঙ্গিয়াছি যদি রাজবিধি,
তবে দণ্ড দাও আজ!

ভারতসম্রাট্ তুমি, ক্ষুদ্র নরপতি মাত্র
আমি!
কিন্তু ভেবে দেখ চিত্তে,
অপরাধ, অযোধ্যার স্বামী!
স্বন্দ্ব হত্যা করি নাই,
করি নাই চৌর্য, ব্যভিচার।
সংসারকলুষচিন্তা জর জর অন্তর
আমার
ফিরায়েছি অনন্তের পানে,
সেই পরব্রহ্ম পানে -
সে অনাদি, সে গম্ভীর,
সে অসীম নিত্য ভগবানে
ফিরায়েছি চিত্ত;
যিনি ভগবান তোমার, আমার
ব্রহ্মাণ্ডের।--সকলের
তাঁহাতে না সম অধিকার?
শুদ্ধ বুঝি বিপ্রচিত্ত
জীবনের অসারতা বুঝে?
শুদ্ধ বুঝি তার চিত্ত
বিশ্বময় ভ্রমে সত্য খুঁজে?
শূদ্রের মস্তিষ্ক নাই?
শুদ্ধ কেন হস্ত পদ তবে
দেননি ঈশ্বর তার,
দাসত্ব করিতে শুদ্ধ যবে
জন্ম তার?
রাম। বৃথা যুক্তি শূদ্ররাজ! নিয়ম রাজার
ভাঙ্গিয়াছ; শাস্তি লও,
বৈধ শাস্তি প্রাণদণ্ড তার।
আত্ম-সমর্পণ করো,
কিংবা যুদ্ধ কর নরপতি,
নিয়ে এস বর্ম্ম অসি,
কিংবা শরাসন; কিংবা যদি
সসৈন্যে যুঝিতে চাও,
আসিও সন্ধ্যায় রণস্থলে,
আমার সৈন্যশিবির
ওই দূরে ঘন বৃক্ষতলে।
শূদ্রক। যুদ্ধ রাম? ছাড়িয়াছি বহুদিন
হত্যা ব্যবসা ও
নিরস্ত্র প্রস্তুত আমি। দাও প্রাণ-দণ্ড।
লক্ষ্মণ। ছেড়ে দাও,
ক্ষমা করো মহারাজ!
বৃদ্ধ ঋষিবরে নরোত্তম!
রাম। লক্ষ্মণ! বশিষ্ঠবিধি অলঙ্ঘ্য।
কি করিব। ৷
[তরবারি বাহির করিলেন]

শূদ্রকপত্নী। নির্ম্মম,
নিষ্ঠুর, কঠিন, কাপুরুষ!
তুমি রাবণ-বিজয়ী
বীর? তুমি ধর্ম্মপরায়ণ?
রাম ধিক্! তুমি ওই
নিরস্ত্র শরীরে অস্ত্রাঘাত
তবু করিতে উদ্যত!
তবে পূর্ব্বে বীরবর
কর তার শরীরে নিহত।
পত্নীর সমক্ষে তার
লুণ্ঠিতে ও শ্বেত বৃদ্ধ শির
উঠিছে দক্ষিণ বাহু?
দেখ ওই শান্ত সৌম্য স্থির
পবিত্র আনন!
পরে পার যদি করিতে ও শিরে
আঘাত, মনুষ্য তবে নও;
ওই মানব শরীরে
রাক্ষসের প্রাণ।
রাম। সত্য, আমি অতি নির্ম্মম কঠিন,
আমার হৃদয় নাই।
রাজার বিচার মায়াহীন।
অনুভব করিবার
নৃপতির নাহি অধিকার,—
নীরস কর্ত্তব্য সার।
স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।
শূদ্রকপত্নী। মহারাজ! রাজার বিচার
মায়াহীন ক্ষমাহীন?
কে বলিল মহারাজ!
নহে এই বিশ্ব ক্ষমাধীন!
কে পাইতে পারে মুক্তি
শুদ্ধ নিজ পুণ্যবলে প্রভু!
বিচার পীড়ন—যদি
ক্ষমা নাহি হাসে কভু?
তুমি মহীপতি,
তুমি ক্ষত্রকুলশ্রেষ্ঠ, তুমি বীর;
ক্ষমা কর পতিরে!
এ অনুরোধ রাখ রমণীর!
[পদতলে পতন]
রাম। উঠ বীরজায়া!
আমি দিতে অপারগ, যাহা চাও!
শূদ্রকপত্নী। তবুও কঠিন! হায়
ক্রুত প্রাণী হত্যা করিয়াও
রাজক্ষমা লভে;
আর পতি মোর এতই পাতকী
যে ক্ষমার যোগ্য নহে,
নৃপবর! ইহা বুঝিব কি!
শূদ্রক। মহিষী চলিয়া যাও!
তোমার কি সাজে বীর-জায়া
এ কাকুতি এ মিনতি?
এ জীবনে এতই কি মায়া?
এত দিনে প্রিয় শিষ্যা
এই কি পাইলে শিক্ষা তবে?
যাও; নহে এই শেষ—
জানিও আবার দেখা হবে।
শূদ্রকপত্নী। কখন না। এই বক্ষ কর
পূর্ব্বে দীর্ণ অস্ত্রাঘাতে
তার পর বধ করো, হত্যা করো;
মোর প্রাণনাথে,
নিষ্ঠুর!
রাম। শূদ্রকমহিষীরে কেহ দূরে
ল'য়ে যাও।
শূদ্রকপত্নী। সাবধান! স্পর্শ করিও না!
তাই হোক্—তবে দাও
প্রাণদণ্ড! তাই হোক্!
নিভে যাক্ সংগীত আলোক
নিস্তব্ধ তিমিরে তবে
সমক্ষে আমার! তাই হোক্!
রাম। প্রস্তুত শূদ্রক-রাজ!
শূদ্রক। প্রস্তুত শূদ্রক মহারাজ!
রাম কর্ত্তৃক শূদ্রকের শিরশ্ছেদ; অদূরে
শূদ্রকপত্নী নীরবে দণ্ডায়মান
শূদ্রক-পত্নী। এ উত্তম। এ উত্তম
যাও যাও প্রভো! প্রাণেশ্বর!
তব পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গধামে।
আর তুমি নৃপবর
রাবণবিজয়ী বীর ভুঞ্জ চির নরকযন্ত্রণা,
নাহি পাও যেন তুমি
কভু বিধাতার এক কণা
অনুকম্পা ও তপ্ত ললাটে।
যাও অযোধ্যায় ফিরে—
অখ্যাতির অশান্তির,
অসুখের অনন্ত তিমিরে।
তোমার প্রাসাদ হোক্
সর্পের বিবর চিরদিন,
তোমার কোমল শুভ্র পুষ্প-শয্যা
—শান্তি-সুপ্তি-হীন

কণ্টকের শয্যা হোক্।
যেই অগ্নি জ্বালিয়াছ আজ,
চিরদিন সে অগ্নিতে
যেন দগ্ধ হও মহারাজ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর। কাল—মধ্যরাত্রি।
রাম ও কৌশল্যা।

কৌশল্যা। শান্ত হ' শান্ত হ' বৎস!
এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ;
এই দীন শুষ্ক আঁখি ; এই রুক্ষ
কেশপাশ ;
এই পরিপান্ডু মুখ
এই শীর্ণ দেহ তোর :—
বড় বাজে প্রাণে বৎস!
বড় বাজে প্রাণে মোর,
প্রাণাধিক :—এই দীন ধূলিধূসরিত সাজ
একি তোরে সাজে বৎস রাম!
—তুই মহারাজ।
রাম। আমি মহারাজ বটে।
কৌশল্যা। বল্ কি বলিবে লোকে ;
এমনি অধীর হস্
তুই যদি পত্নীশোকে,
তারা কি করিবে বৎস?—তুই যদি এতটুক
ধৈর্য্য ধ'রে না থাকিস্।
রাম। কি করিবে?—যা করুক,
কিন্তু কায়মনোবাক্যে
আশীর্ব্বাদ করি হেন-
রামের সদৃশ কার্য্য
করিতে হয় না যেন।
কি বলিবে?—বলুক না,
যাহা হয় অভিলাষ,
শুধু দিনান্তেও, প্রমাদেও ,কিংবা উপহাস
করিতেও, যেন তারা নাহি করে রামনাম।
কৌশল্যা। কেন এই অনুতাপে
নিত্য দগ্ধ হস্ রাম?—
বিধির নির্ব্বন্ধ এই।
রাম। বিধির নির্ব্বন্ধ!
কৌশল্যা। তবে
ওঠ্ বৎস, ঘুমা রাম। কয় দিন দেহ রবে
নিত্য রাত্রিজাগরণে।

রাম। এখনো যে বেঁচে আছি,
এই মা আশ্চর্য্য!
এই দেহপাত হ'লে বাঁচি।
জানো না মা কি যন্ত্রণা,
কি যে চিন্তা, জাগরূক
নিত্য বক্ষে
পারি না মা আর—ফেটে যায় বুক।
অনন্ত নির্ভর তার,
অনন্ত বিশ্বাস তার,
অনন্ত সে প্রেমের কি করিয়াছি অবিচার।
বুঝি নাই—নির্ব্বাসনক্ষণে
মাতা, সে সতীর
প্রতি সে কি নৃশংসতা ;
বুঝি নাই—কি গভীর
প্রেমের সে অপমান। বুঝাইয়াছিল ভাই,
ভগ্নীসহ, পড়ি' পদতলে ;
তবু বুঝি নাই।
আপনি জননী তুমি,
আসি' ভিক্ষা সম মাগ',
কেঁদেছিলে মোর কাছে
পদতলে তার লাগি' ;
তবু বুঝি নাই।
যবে হাস্যমুখে প্রাণেশ্বরী
সেই স্বন্দ্বদ্বিধামাঝে
স্নেহে দুটি হাত ধরি',
ব'লেছিল হাস্য মুখে—
ধরি' এই দুটি হাত—
'উঠ—আমি বনে যাই,
তুমি সুখী হও নাথ' ;
তবু বুঝি নাই।
মা মা, জানি না কাহার শাপে
বেঁচে আছি এ চিন্তায়,
এই তীব্র মনস্তাপে।
কৌশল্যা। উপায় ত নাই বৎস, কি করিব?
রাম। স্নেহময়ি!
যাওগে, ঘুমাও মাতা ;
নিজ পাপে দগ্ধ হই—
তুমি কী করিবে বলো?
কৌশল্যা। আয় ঘুমাইবি রাম।
রাম। রহিতাম জাগি' যদি
ঘুমাইতে পারিতাম?
ঘুমাইতে চাই :
ঘুম নাহি আসে, তন্দ্রা আসে :

অমনি সীতার মূর্ত্তি
আসিয়া দাঁড়ায় পাশে,
স্থিরশুভ্রহাস্যময়ী নীরবভর্ৎসনাসমা
পাষাণ-প্রতিমা।—
বিধিনির্ব্বন্ধ ; কি করিব মা?
তুমি যাও ঘুমাওগে।
—দেহ অবসন্ন ; ভারী
নেত্রে তন্দ্রা আসে ;
দেখি যদি ঘুমাইতে পারি।
[নিদ্রাবস্থাপন্ন]

কৌশল্যা। ঘুমায়েছে বাছা ; থাক্ ;
নিদ্রার শিশির পাতে
স্নিগ্ধ হোক্ শুষ্ক আঁখি।
আমি যাই শেষ রাতে
পূজাদির আয়োজনে।
আমি যদি বৎস রাম,
তোর দুঃখ নিজবক্ষ
পেতে নিতে পারিতাম! [প্রস্থান।

রাম। না। তপ্ত নয়নে
নিদ্রা আসিল না। মরুভূমে
বহে কি শীকরসিক্ত সমীর?
অলস ঘুমে
চক্ষু ঢুলে আসে ;
দেহ অবসন্ন হ'য়ে আসে ;
ঘুমাইতে যাই .—
কিন্তু অকস্মাৎ কি হুতাশে
হুহু ক'রে উঠে প্রাণ,
মর্ম্মে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে
বৃশ্চিকদংশনযন্ত্রণায়। ঘুমাইব? হৃদে
জেগে ওঠে সীতামূর্ত্তি,
অমনি, বিশুষ্ক হিম
নিষ্করুণ ভর্ৎসনায় ;—গভীর অপরিসীম
বিষাদের কুজ্ঝটিকা অন্তঃস্থল হ'তে উঠে
অনুতপ্ত হতাশায়। তপ্ত রক্তস্রোত ছুটে
স্ফীত ধমনীতে।—
ক্ষমা চেয়ে নায় শ্রেষ্ঠতর?
শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়?
মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়।
কি উচিত অনুচিত আপনি মধুর মন্দ্রে
কহে না বিবেক?—
হায় কি তর্কের ষড়যন্ত্রে
দিয়াছি সীতারে নির্ব্বাসন -
ভ্রম! ভ্রম! ভ্রম!
যার জন্য এত যুদ্ধ,
এত চিন্তা, পরিশ্রম,
দিয়াছি তাহারে এত শীঘ্র অনায়াসে ছিঁড়ে
বক্ষ হ'তে—
হয়ত বা তাহারে পাইব ফিরে।
—মূঢ় আশা!
হারায়েছি জাগ্রত দিবসে যারে,
তাহারে কি পাব খুঁজে
সুষুপ্তির অন্ধকারে?
মনে পড়ে আজি শূদ্রমহিষীর তিক্ত বাণী
"শয্যা মম হবে কণ্টকের"।—
হায় নাহি জানি
কোন্ অপরাধে শূদ্রনরপতি সাধুশিষ্ট,
সংযত, নিরীহ ঋষি,
নির্ব্বিরোধী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ;—
কোন্ অপরাধে শাস্তি
নিষ্ঠুর দিয়াছি তার?
ধর্ম্মের, পুণ্যের শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার?
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য আজি, ন্যায় কি
অন্যায়,
সত্য মিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব চূর্ণ হ'য়ে যায়,
সন্দেহের পদাঘাতে।—
তন্দ্রায় আবার একি
চক্ষু ঢুলে আসে।
যদি ঘুমাইতে পারি, দেখি।
[পুনরায় নিদ্রাবস্থাপন্ন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।
রাম ও বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠ। প্রতাড়িত রক্ষঃ ; প্রসারিত রাজ্য ;
আসমুদ্র হিমালয়,
উত্তরে দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে,
"জয় রাঘবের জয়"
গাইছে গম্ভীর সর্ব্বজন,
ক'রি বিকম্পিত দশ দিক্ ;
তাপস নির্ব্বিঘ্নে করে তপ ;
শাস্ত্রী শাস্ত্র চর্চ্চা ; রাজসিক
কার্য্য করে ক্ষত্র ;
দস্যুভয়হীন বৈশ্য—বাণিজ্য ও কৃষি।
শূদ্র—দ্বিজ-সেবা।
তুষ্ট, নিরাপদ—ভৃত্য, গৃহী, যোদ্ধা, ঋষি।

থেমে গেছে বাত্যা :
মত্ত উচ্ছ্বসিত আলোড়িত সিন্ধু—স্থির।
এই যোগ্যকাল,—
অশ্বমেধ যজ্ঞ করো তবে রঘুবীর।
রাম। দেব বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরধার্য্য।
বশিষ্ঠ। তবে করো আয়োজন,
বিস্তৃত বিপুল, হে ধরণীপতি!—
তুষ্ট হন দেবগণ,
স্বর্গে সব : আর আশীর্ব্বাদ করি,
হাসুক বিশাল ধরা—
যেমতি সুন্দর,
তেমনি প্রচুরধনধান্যশস্যভরা :
দূরে চ'লে যাক্ সব
অমঙ্গল, দূরে যাক্ রোগ শোক,
দুর্ভিক্ষ, ও অনাবৃষ্টি
দেশ হ'তে চির নির্ব্বাসিত হোক্।
রাম। যথা আজ্ঞা প্রভু!
বশিষ্ঠ। তিথি লগ্ন তবে—
কিন্তু বৎস এক কথা—
এই যজ্ঞে হইবে কে সহধর্ম্মিণী?
—এ যজ্ঞে শাস্ত্রীয় প্রথা
—স-সহধর্ম্মিণী চাই অনুষ্ঠান :
নহিলে নিষ্ফল যাগ :
এ যজ্ঞে তোমার অঙ্কশায়িনী কে?
কে লবে সে পুণ্যভাগ?
রাম। মহর্ষি আমি ত বিপত্নীক।
বশিষ্ঠ। কিন্তু সপত্নীক হওয়া চাই।
রাম। তবে অসম্ভব যজ্ঞঅনুষ্ঠান ;—
আমার ত পত্নী নাই।
বশিষ্ঠ। তবে স্থগিত রবে এই যজ্ঞ?
রাম। হাঁ যজ্ঞ স্থগিত রবে ;
—কি উপায় আর?
বশিষ্ঠ। কিন্তু রঘুবর! দেবগণ রুষ্ট হবে।
রাম। নিরুপায়!
বশিষ্ঠ। রাজ্য হবে শস্যহীন।
রাম। নিরুপায়!
বশিষ্ঠ। প্রজাগণ
মরিবে দুর্ভিক্ষে।
রাম। কি করিব?—আমি বিপত্নীক তপোধন।
বশিষ্ঠ। রাজার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ
শাস্ত্রসিদ্ধ মহারাজ।
রাম। কি দেব! দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ
করিতে হইবে আজ?

মহর্ষি! দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিব না।
বশিষ্ঠ। রাম! কেন?
রাম। কেন? দিতে হবে উত্তর?
মহর্ষি! বলিতে পারি না। কেন
কে আসিয়া চেপে ধরে বক্ষ।
বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে ;
চক্ষে অন্ধকার দেখি।—
ভগবান্ শুধায়োনা 'কেন' দাসে ;—
রক্ষা কর প্রভু—
করিতে সে নাম দগ্ধশুষ্কপর্ণমত,
পাপজিহ্বা! বিকুঞ্চিত হ'য়ে যায়।
সেই পুরাতন ক্ষত
ছিঁড়িও না টানি'। পারিব না আর।
রক্ষা কর ঋষি—পাছে
অন্ধ মত্ত আমি, কি করিয়া ফেলি :
সহ্যতারও সীমা আছে।
বশিষ্ঠ। স্থির হও বৎস! হয়োনা অধীর।
রাম। 'অধীর' কাহারে বলে?—
জানোনা ত তুমি,
কি যে নরকাগ্নি জ্বলে এই বক্ষঃস্থলে,
অহর্নিশ নিত্য এই দশবর্ষ।
দেখ এই শীর্ণ কায় :—
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে,
জ্বলিয়াছি গুপ্ত তুষানল প্রায়,
সেই বহ্নিজ্বালা—প্রভাতে সায়াহ্নে ;
রাত্রে নিদ্রাহীন চক্ষে
বেড়ায়েছি মত্তসম সে জ্বালায় একা,
কক্ষ হ'তে কক্ষে,
প্রাসাদ-শিখরে,—
যতক্ষণ দূরে পূরবে যায়নি দেখা
রঞ্জিত মেঘের উপরে
প্রথম অরুণকিরণলেখা।
নিশীথের পরে নিশীথ,
এমনি, দিনের উপরে দিন,
চলিয়া গিয়াছে এ দ্বাদশবর্ষ—
শান্তিহীন, সুপ্তিহীন,
তীব্র যন্ত্রণায়।
তবু বলো ঋষি 'হয়োনা অধীর'! তবু
বলো 'স্থির হও'!—
তুমি কি জানিবে, তুমি কি জানিবে প্রভু!
মোরে আজ্ঞা কর তুমি
উচ্চে বসি' ভৃত্যে প্রভুসম মোর ;
সে আজ্ঞাপালন তুমি ত
ভাবো না জানো না, যে কি কঠোর।

বশিষ্ঠ। তবে কি বুঝিব করিতে এ যাগ
অসম্মত নরেশ্বর?
রাম। অসম্মত,--
যদি দারপরিগ্রহ প্রয়োজন ঋষিবর!
বশিষ্ঠ। বুঝিব কি তবে বশিষ্ঠ আদেশ
অবহেলী আজ রাম—
রাম। যদি তাই হয়!--আরো চাও ঋষি?
পুরে নাই মনস্কাম?
হৃৎপিন্ড উপাড়ি' ফেলে দিতে চাও :—
আনো ছুরি, করো তাই :
সীতারে, নিরপরাধিনী সীতারে দিয়াছি--
আরো কি চাই?
ছিঁড়ে লও তবে দেহ হ'তে বক্ষ—
আর পারিবে না রাম।
ভস্ম করো, রুদ্ধ করো স্বর্গদ্বার—
তাই যদি পরিণাম,
তাই যদি শাস্তি তাহার :
তথাপি জেনো ঋষিবর স্থির,
শত ঋষি বাক্য হ'তে
রক্ষণীয় পুণ্য স্মৃতি জানকীর।
বশিষ্ঠ। নিতান্ত উত্ত্যক্ত তুমি আজি রাম!
তাই এ উষ্ণ বাণী
উচ্চারে তোমার উত্তপ্ত রসনা।
বুঝি, রঘুবর, জানি।
নহিলে আরম্ভ ক'রেছিলে
সেই প্রজানুরঞ্জন কাজ,
সীতা নির্ব্বাসনে,
রাখিতে না তাহা অসম্পূর্ণ মহারাজ!
প্রজানুরঞ্জনে দিয়াছিলে সীতা,
যে সীতা তোমার প্রাণ;
প্রজার মঙ্গলে তার
স্মৃতিটুকু করিতে পারোনা দান—
এও কি সম্ভব?--
শুন রঘুপতি দূর কর এই খেদ :
পূর্ণ কর যাগ।
প্রজার মঙ্গলে কর এই অশ্বমেধ।
রাম। গুরুদেব করো যজ্ঞ :
পারিব না বর্জ্জিতে সীতার স্মৃতি :
হোক্ তবে সহধর্ম্মিণী—
সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকারণ্য। কাল—সন্ধ্যা।
সীতা, বাসন্তী, লব ও কুশ।

সীতা। দিব আত্মপরিচয় কুশ! আজি নয়।
জানিস্ এখন, তোরা রাজার তনয় ;
আর আমি অভাগিনী পতিনির্ব্বাসিতা,
রাজার গৃহিণী, আমি রাজার দুহিতা।
কুশ। রাজার গৃহিণী তুমি, রাজার তনয়
মোরা, বনে কেন?
লব। বড় কৌতূহল হয়।
সীতা। অভাগিনী আমি, বৎস!
এই মাত্র জেনো।
কুশ। রাজ্ঞী তুমি, আর বনবাসিনী মা হেন!
লব। আর কিছু নয়, বড় কৌতূহল হয়।
বাসন্তী। সর্ম্মাধিক পরিচয় দিবার সময়
আসে নাই।—যাও কুশ, যাও বৎস লব,
এখন ; অচিরে ইহা জানিবেই সব।
[কুশ ও লবের প্রস্থান।
সীতা। আর যে সহে না বোন্!
লো বাসন্তি! শির
হেঁট হয় পরিচয় দিতে!
বাসন্তী। ভগিনি! স্থির
হও! আজো ধর্ম্ম আছে। আজো বসুন্ধরা
একেবারে দিদি! হয় নাই পাপে ভরা।
শুনি নাই রঘুবর অনন্যপত্নীক
পঞ্চদশ বর্ষ ধরি'—ইহার অধিক
আমি ত জানি না সুখ। সেই পতিস্নেহ
থাকে নিরবধি, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ,
তুচ্ছ করি' বিয়োগ, নিরাশা দুঃখ শত,
—অচল অটল স্থির পর্ব্বতের মত :
সে পতিস্নেহ তোমার : বড় ভাগ্যবতী
তুমি দিদি!

সীতা। সত্য কথা। আমি হীনমতি!
বড় সুভাগিনী। কিন্তু—কিন্তু কুশী-লব,
ভেবে দেখ্‌লো বাসন্তী। অতুল বিভব
সম্পদে রহিবে কোথা প্রাসাদে, ভূষিত
রাজ-পরিচ্ছদে ; কোথা তারা পরিহিত
বল্কলে,কুটীরে, দীন নির্জ্জনে, এখানে!
উহাদের ভাগ্য, উহাদের প্রশ্ন, প্রাণে
বড় বাজে লো বাসন্তি! নিত্য নিরবধি।
আজ আমি মাতা নাহি হইতাম যদি,

যদি গর্ভে না জন্মিত লব কুশ, তবে
থাকিত না দুঃখ। পতি-সোহাগ-গৌরবে
গরবিণী আমি ভাগ্যবতী বড় সুখে
মরিতে লো পারিতাম, আজি হাস্যমুখে।
[বাল্মীকির প্রবেশ]

সীতা ও বাসন্তী। ভগবন্ প্রণমি চরণে!
বাল্মীকি। আয়ুষ্মতী
হও সীতা, কল্যাণী বাসন্তী!
বাসন্তী। মহামতি!
এ বেশে?—অজিন পৃষ্ঠে ; কমণ্ডলু
করে ;
যষ্টি কক্ষে,—আপনারে আশ্রম ভিতরে
এ বেশে ত দেখি নাই।
বাল্মীকি। আজ এক কথা
বলিতে এসেছি।
বাসন্তী। ঋষি! শুনি কি বারতা।
বাল্মীকি। বলি কথাটা কি জানো?
বেশী কিছু নয়—
তবে যদি বলি, বড় মনে ভয় হয়
আশ্চর্য্য হইবে।
বাসন্তী। কেন?
বাল্মীকি। শুন। যেতে চাই
প্রবাসে দুদিন জন্য।
উভয়ে। প্রবাসে?—কোথায়?
বাল্মীকি। কোথায়?—উত্তর তার
শুনিলে নিশ্চয়,
খাইতে আসিবে।—বড় বেশী দূর নয়
—এই অযোধ্যায়—

উভয়ে। অযোধ্যায়?
বাল্মীকি। বলি নাই,
খাইতে আসিবে? এটা না বলিলে ছাই.
ছিল ভালো।
সীতা। অযোধ্যায় কেন?
বাল্মীকি। পুনরায় 'কেন?'
আঃ মনে হয় না ;—বৃদ্ধ বয়সের হেন
বহুদোষ। অযোধ্যায়—হাঁ হাঁ—নিমন্ত্রণ।
সীতা। নিমন্ত্রণ কিসের?
বাল্মীকি। ভোজের, এ ব্রাহ্মণ
যার ভারী ভক্ত। রাম রঘুপতি—তিনি
করিছেন অশ্বমেধ।
বাসন্তী। [চিন্তা করিয়া] হায় অভাগিনী.
সীতা!
বাল্মীকি। অভাগিনী কিসে?
বাসন্তী। মহর্ষি এ যাগে
কে সহধর্ম্মিণী?—ঋষি, শুনিয়াছি আগে,
স-সহধর্ম্মিণী যাগ অনুষ্ঠান চাই।
বাল্মীকি। [স্বগত] মূর্খ আমি।
এ কথা ত পূর্ব্বে ভাবি নাই,
কেন বলিলাম? [প্রকাশ্যে] বৎস!
নাহি জানিতাম
যাগপ্রথা অবগত তুমি।-শুনি, রাম
অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে উদ্যত।—না জানি
কে সহধর্ম্মিণী তাঁর। শুনিতে সে বাণী,
আর নিবেদিতে তাঁরে লবকুশকথা,
যাই আমি অযোধ্যায়। বিহিত সর্ব্বথা
করিব, যাহাতে তারা রাজ্যস্বত্ব লভে.
নব পরিণীত রাম শুনিয়া নীরবে
থাকিব কিরূপে? ধৈর্য্য ধরো, বৎসে! যাগ
হয়নি আরম্ভ।
সীতা। যাও। করো, মহাভাগ,
বৎসদের বিহিত যা। কিন্তু রঘুবরে
কহিও না মোর কথা। মহর্ষি' কাতরে
চাহি ভিক্ষা। হও প্রতিশ্রুত।
বাল্মীকি। সত্য করিলাম।
--অসম্ভব যে, সীতাকে বিস্মৃত সে রাম।
জানি রামে। রামায়ণ লিখি নাই বৃথা।
যদি দেখি অন্যরূপ যে বিস্মৃতা সীতা,
শত শত খণ্ডে ছিন্ন করি' গ্রন্থখানি,
ভাসাইয়া দিব জলে। কহি সত্য বাণী
থাকিও কুশলে সীতা বাসন্তী ; সত্বর
ফিরিয়া আসিব আমি।
বাসন্তী। তবে ঋষিবর'
কুশীলবে নিয়ে যাবে?
সীতা। যাইবে তারাও—
জীবনের শেষ অবলম্বন?--না, যাও,
নিয়ে যাও—অনেক সহেছে এ হৃদয়।
ইহাও সহিবে। তারা পাবে তবু সুখ -
আমার হৃদয় ভাঙে, না হয় ভাঙুক।
বাল্মীকি। না তাহারা থাক্
আপাততঃ—এসে ফিরে
নিয়ে যাব আশা করি পুত্রজননীরে।—
যাই তবে
উভয়ে। প্রণমি চরণে তবে পিতা।
[উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাল্মীকির
প্রস্থান।

সীতা। [বাষ্পরুদ্ধ স্বরে] বাসন্তি!
বাসন্তি!
বাসন্তী। বোন্ --অভাগিনী! সীতা!—
[সীতাকে বক্ষে ধারণ]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান--কাননের অভ্যন্তর। কাল -প্রভাত।
লব ও কুশ।

লব। দাদা ধরিয়াছি এক শ্বেত অশ্ব।
কুশ। কই?
লব। ওই তালবৃক্ষতলে। দেখিছ না?--ওই—
বাঁধিয়াছি বেতসীতলায়।
কুশ। অশ্ব কার?
লব। কার অশ্ব তা কি জানি!
কুশ। নিকটে তাহার
গিয়া দেখি এস। [নিকটে আসিয়া]
এ ত বন্য অশ্ব নয়,
কোনো সৈনিকের হবে।
লব। সম্ভব।
কুশ। নিশ্চয়।
শুনিয়াছি কোলাহল যেন সেনানীর -
জলধি কল্লোল সম, বিপুল গম্ভীর -
গুণগুণায়িত শব্দ। দেখেছি আকাশে
দ্বিপ্রহরে উত্থিত ধূসর ধূলিরাশি।
এই পথে সৈন্য কভু আসে নাই। আজ
আসে কেন?
লব। তা কি জানি?
কুশ। বিতণ্ডায় নাহি কাজ।
নিরাপদে থাকা ভালো। একান্ত সম্ভব—
যায় দিগ্বিজয়ে সৈন্য এই পথে। লব
অশ্ব ছেড়ে দাও।
লব। কেন দিব কুশ?
কুশ। আরে
এ যে অপরের অশ্ব।
লব। অপরে তাহারে
কেন ছেড়ে দেয় এই আশ্রম ভিতরে?
কুশ। কথা শুনিবে না?—বিভ্রাট ঘটাবে পরে
এই অশ্ব নিয়ে। মাকে ডেকে আনি;
তুমি কথা শুনিবে না বহুদিন জানি।
[কুশের প্রস্থান।

লব। [অশ্বের নিকটে গিয়া]
সুন্দর এ অশ্ব। চক্ষু আয়ত উজ্জ্বল;
ক্ষুদ্র মুখ; উচ্চ কর্ণ; লোম সুকোমল,
সুচিক্কণ; উচ্চ কর্ণ; উন্নত ললাট;
উদ্‌গ্রীব; মাংসল স্কন্ধ; বিস্তৃত বিরাট
বক্ষ; দীর্ঘদৃঢ় পদ; সুবৃহৎ ক্ষুর;
উচ্চ পুচ্ছ; সুভার পশ্চাৎ; সুপ্রচুর
ঘন কেশগুচ্ছ স্কন্ধে; সৌম্য, শান্ত, শিষ্ট,
অথচ অস্থির, ব্যগ্র; তেজস্বী বলিষ্ঠ;
সুন্দর এ পশু।—আসে বুঝি এর স্বামী।
[সৈনিকের প্রবেশ]
সৈনিক। তুমি অশ্ব ধরিয়াছ?—
লব। ধরিয়াছি আমি!
সৈনিক। ছেড়ে দাও রাজ-অশ্বে।
লব। কাহার এ অশ্ব?
সৈনিক। অযোধ্যাপতির।
লব। [সাশ্চর্য্যে] রামচন্দ্রের?
সৈনিক। অবশ্য।
লব। উত্তম!
সৈনিক। উত্তম!—তবে ছেড়ে দাও তারে?
লব। কেন দিব? কেন আসে আশ্রম-কান্তারে
রামের ঘোটক?
সৈনিক। কেন আসে? শুন নাই
অশ্বমেধ করিছেন রাম অযোধ্যায়?
লব। না, সে অশ্বমেধ বার্তা
শুনি নাই। তা সে
শুনিলেই এমন কি তাহে যায় আসে?
সৈনিক। যে ধরিবে এই অশ্ব সে বিদ্রোহী।
লব। সত্য?
তবে আমি সে বিদ্রোহী।
সৈনিক। কি তুমি?—উন্মত্ত!
তুমি বিদ্রোহী!
লব। হাঁ!
সৈনিক। [সহাস্যে] করিবে সমর তাই
রামচন্দ্র সনে?
লব। যুদ্ধ করিব।
সৈনিক। কোথায়
সৈন্য?
লব। প্রয়োজন?
সৈনিক। যুদ্ধ করিবে একাকী
তার অনীকিনী সহ?
লব। হাঁ।—আশ্চর্য্যটা কি
দেখিলে তাহার মধ্যে?

সৈনিক। যুদ্ধ বলে কারে
কিছু জানো শিশু?
লব। দেখ জানি কি না।
সৈনিক। [সবিস্ময়ে] আরে!—
—তাপস-বালক তুমি।
লব। না আমি ক্ষত্রিয়।
সৈনিক। ক্ষত্রিয়?—তথাপি শিশু।
লব। শিশু নহি!
সৈনিক। কি ও!
শিশু নহ? যুবা নাকি!
—সত্য? যুদ্ধ বিনা
দিবে না কি তুমি রাজঅশ্বে—
লব। কদাপি না।
সৈনিক। তবে যুদ্ধ করো।
লব। কার সঙ্গে?
সৈনিক। উপস্থিত—
ধর'না আমারি সঙ্গে।
লব। তোমার সহিত?
তুমি রামচন্দ্র?
সৈনিক। না, তিনি আমার স্বামী।

লব। রাজপুত্র নও।
সৈনিক। নহি রাজপুত্র।
লব। আমি
রাজপুত্র। রাজপুত্র সঙ্গে বিনা কভু
যুদ্ধ করিব না।—ডেকে আন তব প্রভু
রাজা রামচন্দ্রে।
সৈনিক। রামচন্দ্র সঙ্গে রণ
উদ্ধত বালক। মূঢ়! তুমি সে রাবণ-
বিজয়ী রামের সঙ্গে করিবে সমর.
দুগ্ধপোষ্য শিশু?-বটে আস্পর্দ্ধা
বিস্তর!
লব। রামচন্দ্র রাবণজয়ী বীর সত্য—
নারীবধে বটে তাঁর অদ্ভুত বীরত্ব!
অন্তরালে থাকি' যুদ্ধ কিষ্কিন্ধ্যাসংকটে,
অত্যাশ্চর্য্য বালীবধ?—রাম বীর বটে
যত হীন যত হেয় মর্কট কপির
সাহায্যে রাবণবধ—রাম বড় বীর!
যাহা হোক্ রামচন্দ্র রাজপুত্র ; আর
যুদ্ধ কিছু জানে ব'লে আছে অহংকার।
ডেকে আন রামচন্দ্রে।
সৈনিক। অযোধ্যায় রাম।
উপস্থিত সেনাপতি তাঁর।

লব। তাঁর নাম?
সৈনিক। শত্রুঘ্ন।
লব। [সহর্ষে] শত্রুঘ্ন?
এ ত উত্তম কৌতুক।
সৈনিক। কৌতুক!
লব। আশ্চর্য্য! সেই সেনাপতিটুক
কভু যুদ্ধ করিয়াছে? শুনি নাই কভু।
তবু ডেকে আনো। সে ত রাজপুত্র তবু।
রাম আসিবে না?
সৈনিক। রামে প্রয়োজন?
লব। নাম
শুনিয়াছি ; একবার তাঁরে দেখিতাম।
সৈনিক। দিবে না এ অশ্ব!
ডাকি সৈন্যাধ্যক্ষে তবে।
লব। নহিলে বাতাস সঙ্গে
যুদ্ধ কি সম্ভবে?
সামান্য সৈনিক সঙ্গে না করে সমর
রাজপুত্র লব।
সৈনিক। এত ভারী হাস্যকর
ব্যাপার হইল আজি।
লব। কিছু চিন্তা নাই
ক্রমে গুরুতর হবে।
সৈনিক। হোক্ তবে তাই। [প্রস্থান।
লব। দেখি যুদ্ধ কি প্রকারে করে অযোধ্যার
বীরগণ। উষ্ণ রক্তপ্রবাহ আমার
প্রত্যেক প্রতঙ্গে বহে। আজ রণরঙ্গে
মাতিব। প্রথম দিন সমর-তরঙ্গে
দিব সন্তরণ। দেখি অস্ত্রবিদ্যা হেন
কি প্রকার শিখিয়াছি!

সীতার প্রবেশ

সীতা। লব!
লব। কি মা!
সীতা। কেন
ধরিয়াছ অশ্ব?
লব। মা, সে আশ্রম-কান্তারে
আসিয়াছিল যে, তাই ধরিয়াছি তারে।
সীতা। কি করিবে অশ্ব নিয়ে?
লব। চড়িব।
সীতা। এক্ষণে
আসিবে যখন কেহ অশ্ব-অন্বেষণে?
লব। এখনি আসিয়াছিল, বলিয়াছি তারে.
বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না।
[ব্যস্তভাবে কুশ ও অপর বালকগণের প্রবেশ]

কুশ। মা! মা! চারিধারে
ঘেরিয়াছে অনীকিনী আসি' এ আশ্রম।
জানি লব ঘটাইবে বিভ্রাট বিষম
এই অশ্ব নিয়ে।

লব। তুমি নিশ্চিন্ত হৃদয়
ব'সে থাক কুশ, আমি আছি। নাহি ভয়।

কুশ। তুমি একা কি করিবে? সৈন্য অগণন।
শুনিছ না কোলাহল?—লব এইক্ষণ
অশ্ব ছেড়ে দেও।

লব। না মা! আমি বলিয়াছি,
বিনা যুদ্ধে দিব না এ অশ্বে, মরি বাঁচি;
ভগ্ন হবে ক্ষত্রবাক্য? তুমি কি তা চাও
মাতা? [কুশকে] যাও। হোক্ যুদ্ধ;
[সীতাকে] যাও মাতা, যাও।
হোক্ সেনা অগণন। আমি ক্ষত্রবীর।
একা লব সমকক্ষ শত সেনানীর।

সীতা। যুদ্ধ করিবে কি এক অশ্বের কারণে
লব?

লব। যুদ্ধ করিব।

সীতা। এ অক্ষৌহিণী সনে?

লব। অক্ষৌহিণী সনে।

সীতা। একা?

লব। একা।

কুশ। বিমূঢ়তা!

সীতা। [স্বগত] সেই রাঘবের তেজ।
সেই দৃঢ় কথা!
সেই দর্প! সে ভঙ্গিমা! গর্ব্ববিস্ফারিত
সেই নাসা। সেই দৃঢ় শৌর্য্য-প্রসারিত
রাম-বক্ষ। চক্ষে জ্যোতিঃ। অটল ও স্থির
সেই আত্মনির্ভর মুখে।
[প্রকাশে।] তুমি ক্ষত্রবীর,
রাজপুত্র তুমি। যাও যুদ্ধ করো, যাও।
ক্ষত্রিয় রমণী আমি, বাধা দিব না ও
যুদ্ধ পিপাসায়।—লও মাতৃপদধূলি,
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ সহ শিরে লও তুলি'।—
যদি সাধ্বী হই, যদি পতিপ্রাণা হই,
মম আশীর্ব্বাদে তুমি ভুবন-বিজয়ী।
[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কাননের অপরাংশ। কাল—মধ্যাহ্ন।
সমর-বেশে লব ও শত্রুঘ্ন। দূরে চতুঃসৈনিক।

শত্রুঘ্ন। বালক—উদ্ধত শিশু—অস্ত্র রাখো।
বোধ হয় শিশু, আজো জানো নাক
যুদ্ধ খেলা নয়?

লব। যুদ্ধ খেলা নয়?
আমি জানি সেনাপতি মহাশয়,
যুদ্ধ খেলা মাত্র—আমার অন্ততঃ।

শত্রুঘ্ন। জানো?
—অস্ত্রাঘাতে দেহে হয় ক্ষত,
ক্ষত হ'তে হয় রক্তপাত?—রক্ত
দেখিয়াছ কভু? কৃপাণ বিভক্ত
দেখিয়াছ স্কন্ধ হ'তে ছিন্ন শির?

লব। আপনার ছিন্ন শির, কভু, বীর
দেখি নাই—যদি কহি সত্যকথা;
সত্য, আপনার দেহে ক্ষত ব্যথা
কভু পাই নাই।

শত্রুঘ্ন। তবে ক্ষান্ত হও।
তুমি শিশু, অস্ত্রাঘাত-যোগ্য নও;
ক্রোড়ে ধরিবার, প্রিয় সম্ভাষণ
করিবার, স্নেহে বক্ষে আলিঙ্গন
করিবার!—ওই কৈশোরকোমল
দেহে অস্ত্রাঘাত!—ওই ঢল ঢল
মুখখানি চুম্বিবার।—ফিরে দাও
বাজ-অশ্ব, নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও,
মাতৃক্রোড়ে সুকুমার!

লব। বিনা যুদ্ধ
দিব না ঘোটকে!—বুঝিলে? প্রবুদ্ধ
নহ কি শত্রুঘ্ন? অথবা বধির?
শুন তবে [উচ্চৈঃস্বরে]
বিনা যুদ্ধ, বুঝ স্থির,
দিব না ঘোটকে?—শুনিয়াছ?

শত্রুঘ্ন [সহাস্যে] হবে
যুদ্ধ নিতান্তই। খোল অসি তবে।

[উভয়ের অসি লইয়া যুদ্ধ। শত্রুঘ্ন কেবল
শরীর রক্ষণে নিযুক্ত]

শত্রুঘ্ন। ধন্য শিশু। ধন্য অস্ত্র শিক্ষা। লব,
ক্ষান্ত হও।

লব। [ক্ষান্ত হইয়া] তুমি তবে পরাভব
করিলে স্বীকার?

শত্রুঘ্ন। উত্তম। স্বীকার
করি পরাভব। যুদ্ধ পরিহার
করো বীর। তবে অশ্ব ফিরে দাও।

লব। না হাসিছ তুমি।—পার নিয়ে যাও ;
আমারে পরাস্ত না করিয়া রণে,
পাবে না তাহারে ফিরায়ে। এক্ষণে
যুদ্ধ কর।

শত্রুঘ্ন। হোক্ তাহাই। উত্তম।
তুমি শিশু বটে, সিংহপরাক্রম
ধরো দেহে ; করিয়াছ অস্ত্র-শিক্ষা,
লজ্জা নাই শিশু কৌশলপরীক্ষা
তোমার সহিত।—লও অস্ত্র লও।

লব। তুমি বীর। তবে অগ্রসর হও।

[আবার যুদ্ধ ও শত্রুঘ্ন ভূপাতিত, সৈন্যগণ লবকে আক্রমণ করিল। লব তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।

[কতকগুলি সৈনিকের পুনঃপ্রবেশ]

১ম সৈনিক। একি!
—আহত কি সেনাপতি শিরে?

শত্রুঘ্ন। আহত? বিষম আহত।

১ম সৈনিক। শিবিরে
ল'য়ে চল ওকি—ওকি কোলাহল।

[বহু সৈনিকের প্রবেশ]

২য় সৈনিক। সর্ব্বনাশ প্রভু আতঙ্ক বিহ্বল
পলাইছে সব সেনা অযোধ্যার,
শুনিয়া শত্রুঘ্ন নিহত। তাহার
পশ্চাতে ধাইছে বীরকুলশ্রেয়
লব, যেন অবতীর্ণ কার্ত্তিকেয়
একাকী নির্ভয়ে!

অন্যান্য সৈন্য। ধন্য ধন্য লব!

শত্রুঘ্ন। তবে সেনা, উহা ভয় কলরব
পলায়িত অযোধ্যার বাহিনীর?
—ধিক্! ধিক্! কাপুরুষ ক্ষত্রবীর
অযোধ্যার সব। একা শিশু লব
খেদাইল আজ মেষসম সব
রামের ক্ষত্রিয় সেনায়—হা ধিক্।

১ম সৈনিক। শিবিরে লইয়া চল! অত্যধিক
আহত শত্রুঘ্ন!

[শত্রুঘ্ন বাহিতভাবে সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত।

২য় সৈনিক। চল! শিক্ষা ধন্য!
ধন্য বাহুবল! বীর অগ্রগণ্য
এ ক্ষত্র তাপস। [নিষ্ক্রান্ত।

[লবের প্রবেশ]

লব। পলায়িত সব
প্রতাড়িত রাজসৈন্য—অসম্ভব!
একে যুদ্ধ বলে!—এ ত ছেলে খেলা ;
গৃহে যাই, শেষ হ'য়ে আসে বেলা।
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদশিখর। কাল—মধ্যরাত্রি।
রাম একাকী।

রাম। অস্তে গেছে চন্দ্র!
দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল
পড়েছে ঢলিয়া। স্থির, নিস্তব্ধ, নির্ম্মল,
মসীময় দিগন্ত আকাশ।—লক্ষ লক্ষ
নিশ্চল নক্ষত্রপুঞ্জ নীলিমার বক্ষ
ছেয়ে আছে ; অন্ধকার প্রগাঢ় অম্বরে
অনন্তর আলোকরাজ্য! মৃত্যুর উপরে
বিজয়ী প্রেমের মত।
স্তব্ধ এ সংসার।
শুধু দূরে সরযূর অশ্রান্ত ঝঙ্কার,
অনন্ত বিলাপ সম, অস্ফুট কারুণ্যে,
জাগাইছে প্রতিধ্বনি দূর স্তব্ধ শূন্যে।
জনশূন্য রাজপথ, চিত্রার্পিতপ্রায়
হর্ম্ম্যগুলি বদ্ধদ্বার। সুখে নিদ্রা যায়
পৌরজন। শুধু তার রাজার নয়নে
নাহি সুপ্তি। চক্ষু ঢুলে আসে এইক্ষণে,
প্রগাঢ় আলসে।
—সীতা! সীতা! এস নেমে ;
আমার এ জাগ্রত তন্দ্রায়! নহে প্রেমে,
এস করুণায়। আজি মৃতা কি জীবিতা -
নেমে এস। নেমে এস।
[উচ্চৈঃস্বরে] সীতা! সীতা! সীতা!

[স্বপ্নে সীতার প্রবেশ]

সেই মূর্ত্তি! সেই নিষ্করুণ, সেই স্থির
পাষাণ-প্রতিমা! যেন নহে পৃথিবীর,
যেন নহে জীবিত জাগ্রত ; সেই হিম
বিশুষ্ক হাস্যের রেখা অধরে, অসীম
ঔদাস্য ; নয়নে, সেই নিষ্প্রভ নিস্পন্দ
দৃষ্টি নিরাসক্ত, নির্ব্বিরাগ, নিরানন্দ,—
স্থাপিত সুদূর শূন্যে।
[জানু পাতিয়া] সীতা! প্রাণেশ্বরি!
যদি আসিয়াছ, আজি অনুকম্পা করি',
কথা কও প্রিয়ে!—আমি নিত্য নিরবধি
দগ্ধ হই তীক্ষ্ণ অনুতাপে—ক্ষমা করো
অপরাধ, কথা কও! এই ঘোরতর

অন্তর্দ্দাহে এই অষ্টাদশ বর্ষ ধরি'
দগ্ধ হইয়াছি!—দেবি! প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি!
কোথায় চাহিয়া আছো দিগন্তের সীমা
লক্ষ্য করি' এক দৃষ্টে?—পাষাণ-প্রতিমা!
—চেয়ে দেখো! দেখো এই কৃশ, অস্থিসার
শীর্ণ দেহ!—কথা কও! শুধু একবার
বলো "ক্ষমা করিয়াছি"—একবার শুধু—

[সীতার অপসার]

—কোথা যাও—যাইও না—নিরন্তর ধু ধু
করিছে এ দীর্ঘকাল রাবণের চিতা
এই বক্ষে!—কও, কথা কও—সীতা
যাইও না—

[সীতার অন্তর্দ্ধান]

ভাঙ্গিয়াছে স্বপ্ন! উঃ কী দাহ!
কি বেদনা শিরে। রক্তে অনল-প্রবাহ
ব'য়ে যায়। একি? বহে ঝটিকার মত
আর্দ্র বায়ু অকস্মাৎ। দিগন্ত বিতত
মেঘরাশি ঘনীভূত সহসা অম্বরে?
খেলিছে বিদ্যুৎ। ঘন ঘন কড়কড়ে
বজ্রধ্বনি! গাঢ় গাঢ়তম অন্ধকার
ঢাকিয়াছে সৃষ্টি! বিশ্ব জুড়ি' চারিধার
উঠিয়াছে মরণ কল্লোল।

—ভয়ংকরি
নিশীথিনী! এই ঠিক। অয়ি মহারৌদ্রি!
ভীষণ প্রলয়ংকরি রাত্রি! অয়ি ভীমা
সঙ্গিনী! আমার বক্ষে যেরূপ অসীমা
অসন্তুষ্টি, অশান্তি, চিন্তা, অনন্ত তমসা,
ভীম হাহাকারপূর্ণ তোরো সেই দশা।
দুজনে মিলেছি ভালো। আজি তোর
সঙ্গে
ঝাঁপ দিব ঝটিকার ভীষণ তরঙ্গে,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে।

—কি গম্ভীর নিশি।
নামে জলধারা ব্যাপ্ত করি' দশদিশি।
মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘনঘটা।
বৃষ্টির প্রপাত মাঝে সে বিদ্যুৎ ছটা
নেমে আসে পৃথিবীতে পিঙ্গল নিশীথে,
প্রলয়-দীপ্তির মত। প্রান্তর হইতে
প্রান্তরে দিতেছে লম্ফ বজ্র, হুহুংকারি'
মৃত্যুর বিকট আর্ত্তনাদ।—বলিহারি!
নাচরে ভৈরবী রাত্রি প্রলয়ের ছন্দে
ভৈরব হুংকারে ভীমা, উলঙ্গ আনন্দে।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—অপরাহ্ন।

সীতা, বাসন্তী, লব ও কুশ।

সীতা। বৎস বৎস! আজি সর্ব্বনাশ করিয়াছ;
কেন বলো নাই—
রাঘবের সৈন্য এই সব?
নায়ক শত্রুঘ্ন তার ভাই?
বাসন্তী। রামচন্দ্র যে তোদের পিতা;
শত্রুঘ্ন তোদের খুল্লতাত।
লব। রামচন্দ্র আমাদের পিতা,
এত দিন বল নাই মা ত!
সীতা। টেনে আনি আমি সর্ব্বনাশী,
অমঙ্গল, অকল্যাণ যত,
আপনার ঘরে চিরদিন;
কে অভাগী হায় মোর মত!
কুশ। রামচন্দ্র অযোধ্যা-ঈশ্বর,
রামচন্দ্র—আমাদের পিতা;
তাঁর নির্ব্বাসিতা পত্নী তুমি
—তুমি তবে অভাগিনী সীতা।
সীতা। সত্য কুশ! আমি অভাগিনী,
সর্ব্বনাশী পাতকিনী আমি,
তাঁর নির্ব্বাসিতা পত্নী, কুশ!
—স[illegible]ীর অভাগীর স্বামী।
হা বিধাতা!—এ কথা বলিতে,
কেন বজ্র পড়িল না শিরে!
বাছা কুশ। এই কথা শুনি',
ঘৃণা কি করিস্ জননীরে?
আমি আনিয়াছি, রঘুকুলে,
অকল্যাণ কালিমা বিগ্রহ;
আমি আনিয়াছি রাশি রাশি
অশান্তি বিচ্ছেদ অহরহ;
মোর জন্য বালিবধ পাপ;
মোর জন্য লংকার সমর;
মোর জন্য শত্রুঘ্ন আহত;
মোর জন্য ইক্ষ্বাকুর ঘর
ছারখার; দুর্ভিক্ষ, মড়ক,
হাহাকার, সর্ব্বনাশ হেতু
আমি; আমি পাপ অভিশাপ;
আমি অযোধ্যার ধূমকেতু;—

ঘৃণা কি করিস্ মোরে?
আমি গৃহপ্রতাড়িতা, নির্ব্বাসিতা,
দেবোপম আমার পতির
পরিত্যক্তা, নিক্ষিপ্তা, বর্জ্জিতা,
পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র সম;
—আজি আমি অবনত শিরে
সকলি স্বীকার করি;—বৎস!
ঘৃণা কি করিস্ জননীরে?
বল্ বাছা কুশ, বাছা লব!
—তথাপি নীরব বৎসগণ?
না না, ঘৃণা করিস্ না তোরা;
—তোরা মোর হৃদয়ের ধন;
আমি পাতকিনী; আমি তবু
তোদের জননী;—দীন হীন—
বুকের শোণিত দিয়া বাছা,
করেছি লালন এত দিন।
বলিস্ না—যে করিস্ ঘৃণা;
—বুক ফেটে যাবে রে এখনি।
তবু নিরুত্তর কুশ!—লব!—
কুশ। অভাগিনী দুঃখিনী জননী। [প্রস্থান।
সীতা। বাসন্তী! বাসন্তী! এই শেষ
—এই মোর দুঃখের অবধি।
আর কি হইতে পারে?
—করিয়া দারুণ ঘৃণা যদি
পুত্র গেল অনুকম্পাভরে;
বাড়া কিবা আছে এর চেয়ে?
বাসন্তী! পাষাণ চেপে ধরে বক্ষ;
চক্ষে অন্ধকার ছেয়ে
আসে; ধর্ মোরে—[মূর্চ্ছা]
বাসন্তী। লব!
লব। মা! মা!
বাসন্তী। লব! শীঘ্র নিয়ে আয় বারি;
মূর্চ্ছিত জননী তোর!
[লবের প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও
জল সিঞ্চন]
বাসন্তী। দিদি! কি সান্ত্বনা দিতে আর পারি!
কি সান্ত্বনা দিব!
লব। মা মা ওঠ; আমি লব ডাকিতেছি তোরে।
আমি ত করিনি ঘৃণা,
তবে, উত্তর না দিস্ কেন মোরে?
মা পূর্ব্বে অন্তরে রাখিতাম,
আজি হ'তে তোরে শিরে তুলি'
রাখিব মা। চিরারাধ্যা তুই
—দে মা মোর শিরে পদ ধূলি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।
রাম, লক্ষ্মণ, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র ও অন্যান্য
ঋষিগণ।

অষ্টাবক্র। হইয়াছে এ যজ্ঞের
বিপুল বিরাট আয়োজন।
আসিয়াছে নিমন্ত্রিত
শত শত নরপতিগণ
রাজদরশনে মহারাজ!
রাম। ধন্য হইলাম আমি।
অষ্টাবক্র। আসমুদ্র ক্ষিতি সমস্বরে—
"জয় অযোধ্যার স্বামী"
গাইছে গম্ভীর।
রাম। অশ্ব কোথায়?
লক্ষ্মণ। দণ্ডকারণ্যে বীর।
রাম। কেহ রুদ্ধ করিয়াছে?
অষ্টাবক্র। আছে কে অযোধ্যা ভূপতির
প্রতিপক্ষ? বিনা যুদ্ধে
দাক্ষিণাত্য অবনত শিরে,
মানে রাঘবের একচ্ছত্র অধিকার।
[দৌবারিকের প্রবেশ]
দৌবারিক। ভূপতি
আশীর্ব্বাদ করিতে আগত ঋষি বাল্মীকি।
রাম। [শশব্যস্তে] কোথায়?
নিয়ে এস সসম্মানে।
—বলো আছি তাঁর প্রতীক্ষায়,
না আমি নিজেই যাই।
লক্ষ্মণ। না না, আমি আনিতেছি তাঁরে,
বিশ্রান্ত করিয়া পূর্ব্বে
যথাবিধি অতিথি সৎকারে
মহারাজ রহ স্থির।
রাম। সত্য বৎস! ছিল নাক মনে
অতিথি সৎকার কথা।
যাও বৎস শীঘ্র—এইক্ষণে—
[লক্ষ্মণের প্রস্থান।
ভরত। মনে ত হয় না বাল্মীকিরে
হ'য়েছিল নিমন্ত্রণ।
কি ভ্রম! অনিমন্ত্রিত
এতদূর তাঁর আগমন?
রাম। [স্বগত] তাঁহারি আশ্রমে
—গৃহ-প্রতাড়িতা নির্ব্বাসিতা সীতা
আশ্রয় মাগিয়াছিল।
তাঁহারি আশ্রমে আরোপিতা

পরিম্লানা লতিকা শুকায়েছিল।
—হায় অভাগিনী!
সীতার স্মৃতিতে পূর্ণ ঋষিবর
—চিরপূজ্য তিনি।
[লক্ষ্মণের সঙ্গে বাল্মীকির প্রবেশ]
রাম। ভগবান্ প্রণত চরণে রাম।
বাল্মীকি। মহারাজ! আয়ুষ্মান্ হও—
ব্রাহ্মণেরে নমস্কার।
[ব্রাহ্মণগণ প্রতি-নমস্কার করিলেন]
বাল্মীকি। [বশিষ্ঠকে] তুমি ঋষি বশিষ্ঠ
কি নও?
বশিষ্ঠ। সত্য।
রাম। আজি মহর্ষির এতদূর
পদব্রজে গতি!
বাল্মীকি। তপোবলে দূরত্ব ত
অতিক্রম হয় না ভূপতি!
কাজেই এ পদব্রজে।
রাম। কৃতার্থ হইনু মহাভাগ!
আমি আজি।
বাল্মীকি। শুনিলাম রামচন্দ্র করিছেন যাগ;
রাজদরশন কভু মহারাজ!
ভাগ্যে ঘটে নাই;
আসিলাম অযাচিত
ও অনিমন্ত্রিত আজ তাই,
এতদূর।
রাম। গুরু বশিষ্ঠের ছিল নিমন্ত্রণ ভার।
—ক্ষমা কর ঋষিবর!
বাল্মীকি। না না নিমন্ত্রণ অপেক্ষার
ধার বড় ধারিনাক।
বিপ্রজাতি ভিক্ষা ক'রে খাই।
নিমন্ত্রণ হ'লে ভালো;
তা বিনা নিমন্ত্রণেও যাই।
—ভালো, অশ্বমেধ যজ্ঞ।
—উত্তম।—বিরাট আয়োজন।
—সুন্দর।—তা কুলগুরু
বশিষ্ঠই আছেন যখন
তবে এই যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী কে?
কোন্ ভাগ্যবতী?
রাম। হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সীতার।
বাল্মীকি। কে? কি বলিলে?—আর
বৃদ্ধ হইলাম; কর্ণে শুনিতে পাই না। কে?
রাম। সীতার
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

বাল্মীকি। সত্য?
রাম। সত্য।
বাল্মীকি। ধন্য তুমি রাম।
আমি—প্রিয়তম বৎস!
আমি শুদ্ধ ধন্য হইলাম।
রাম। ধন্য আমি। ভগবান্ রক্ষা করো,
রক্ষা করো। আর
দিও না গঞ্জনা।
সবচেয়ে তব এই তিরস্কার
বজ্র সম বাজে বক্ষে, ঋষিবর!
ধন্য আমি তবে,
পত্নীদ্বেষী? ঋষিবর!
এ জগতে পাতকী কে তবে!
[দৌবারিকের প্রবেশ]
দৌবারিক। দণ্ডক অরণ্য হ'তে
উপনীত রাজ-ভগ্নদূত।
রাম। ভগ্নদূত! নিয়ে এস শীঘ্র।
আমি রয়েছি প্রস্তুত
শুনিতে কি বার্ত্তা তার।
[দৌবারিকের প্রস্থান।
রাম। লক্ষ্মণ! নিশ্চয় আমি জানি—
শুনিব নিশ্চয় কিছু
দূতমুখে অত্যদ্ভুত বাণী।
[দৌবারিক সহ ভগ্নদূতের প্রবেশ ও
দৌবারিকের প্রস্থান।
রাম। কি বার্ত্তা, তোমার ভগ্নদূত?
ভগ্নদূত। মহারাজ! [নিস্তব্ধ]
রাম। ব'লে যাও।
ভগ্নদূত। মহারাজ।—
রাম। শুদ্ধ ওই বার্ত্তা?
আর কি বলিতে চাও?
তথাপি দাঁড়ায়ে মূক?
আর কিছু বক্তব্য কি আছে?
ভগ্নদূত। নৃপতি অভয় দিন।
রাম। কহ বক্তব্য আমার কাছে,
নির্ভয়ে।—নিস্তব্ধ তবু!
আমি তবে করিব আরম্ভ?
দণ্ডকে ঘোটক কোথা পলায়েছে।
—তথাপি বিলম্ব?
বল কি ব্যাপার শুনি।
মূক সম রয়েছ হাঁ ক'রে।
ভগ্নদূত। মহারাজ!
অশ্ব ধ'রেছিল এক শিশু।

রাম। তার পরে?
ভগ্নদূত। উদ্ধার করিতে তারে শত্রুঘ্ন—
রাম। শত্রুঘ্ন -তারপর?
ভগ্নদূত। শত্রুঘ্ন আহত—বন্দী।
সকলে। বাতুল—বাতুল—হাস্যকর!
রাম। বলিয়াছিলাম নাকি
শুনিবে অত্যদ্ভুত সংবাদ।
[দূতকে] তুমি দিনে স্বপ্ন দেখ?
চ'লে যাও বাতুল উন্মাদ?
বাল্মীকি। শিশুর কি নাম?
ভগ্নদূত। লব।
বাল্মীকি। কি? দণ্ডক-অরণ্যানিকটে!
ভগ্নদূত। সত্য।
বাল্মীকি। শিশু সপ্তদশ বর্ষীয়?
ভগ্নদূত। সে ওইরূপ বটে।
বাল্মীকি। মহারাজ সম্ভবতঃ সত্য,
কিংবা অর্দ্ধসত্য বাণী
এ ভগ্নদূতের।
এই ক্ষুদ্র শিশু লবে আমি জানি।
রাম। কি মহর্ষি! দেখিতেছি
মহর্ষিও করেন বিশ্বাস
দুগ্ধপোষ্য শিশু জিনে শত্রুঘ্নে?
—উত্তম পরিহাস!
বাল্মীকি। পরিহাস নহে বৎস।
—সামান্য বালক নহে লব।
রাম। কোন্ কুলে জন্ম?
বাল্মীকি। রামচন্দ্রসম মহাকুলোদ্ভব।
রাম। সূর্য্যবংশ সমবংশ?
—তার পিতা তবে ঋষিবর,
কে তা শুনি।
বাল্মীকি। তার পিতা রামচন্দ্র
অযোধ্যা-ঈশ্বর।
রাম। বুঝিব কি ভগবান্,
এই লব সীতার তনয়?
বাল্মীকি। সত্য ইহা। সাক্ষী জনার্দ্দন।
লবকুশ পুত্রদ্বয়।
জন্মে জানকীর গর্ভে
আশ্রমে আমার, মহারাজ!
রাম। কোথায় তাহারা তবে?
বাল্মীকি। মাতৃসহ মদাশ্রমে আজ।
আমি আসিয়াছি
এতদূর সমর্পিতে কুশীলবে
তাহাদের রাজাস্বত্ব।
—রাজআজ্ঞা যদি পাই, তবে
নিয়ে আমি তাহাদের
সমর্পণ করি পিতৃকরে
তাহাদের মাতৃসহ।
রাম। না মহর্ষি! এ বিশ্ব ভিতরে,
সবারই কলত্রপুত্রে আছে স্বত্ব,
আছে অধিকার;
কেবল রাজার নাই।
বাল্মীকি। কে কহিল?
বশিষ্ঠ। শাস্ত্রের বিচার—
রাজার কলত্র -রাজ্য;
রাজার সন্তান- প্রজা; আর
রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—
প্রজানুরঞ্জন মাত্র সার।
রাজার জীবন এক কঠোর সাধনা।
তাহা নহে
কুসুমের শয্যা ঋষিবর
—সনাতন শাস্ত্রে কহে।
বাল্মীকি। বশিষ্ঠ কি বলিতেছ?
আমি বৃদ্ধ ঋষি, মূর্খ আমি;
ছিলাম ঘাতক দস্যু।
তথাপি জানেন অন্তর্য্যামী—
এ হেন কঠোর বিধি,
এ হেন নির্ম্মম রাজনীতি,
শুনি নাই। দয়া, মায়া, ভক্তি,
স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি,
বিশ্বের সম্পত্তি—
শুদ্ধ নৃপতির প্রাপ্য নহে? হায়
তুমি গৃহী ঋষিবর!
—এই বাক্য শোভা নাহি পায়।
বিবাহ করিবে রাজা,
অথচ কলত্রপুত্রে নাহি অধিকার?
কেন করো নাই বিধি
তার চেয়ে "বিবাহ রাজার
অশাস্ত্রীয়?" হইত না
এত সে নির্ম্মম নীতি।
বশিষ্ঠ। তবে,
মহারাজ! গ্রহণ করিতে পারো
কুশ আর লবে;
অনন্যপুত্রক তুমি!
নিতে পারো নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে,
মহর্ষি বাল্মীকি যবে
দেন সাক্ষ্য তব পুত্রদ্বয়ে।

বাল্মীকি। আর সীতা!
রাম। [অন্যমনে] সীতা সীতা
আজি স্বপ্নবৎ মনে হয়।
বশিষ্ঠ। সীতা? ঋষিবর!
—ধর্ম্মমতে সীতা গ্রহণীয় নয়।
বাল্মীকি। কি হেতু বশিষ্ঠ?
আমি মূর্খ ঋষি, বনমধ্যে থাকি,
আজীবন মহাভাগ!
ধর্ম্মাদির সংবাদ না রাখি।
বশিষ্ঠ। যে কারণে সীতা নির্ব্বাসিত,
সেই হেতু বিদ্যমান,
অদ্যাপি মহর্ষি।
বাল্মীকি। জানি জানি।
রক্ষা করো ভগবান্!
করিও না কলুষিত এই সভা, এই কর্ণ মম,
এই বায়ু, সে নিন্দা উচ্চারি'।
যাহা, অপমানসম,
সুকঠিন অত্যাচারে
বিষসম গুপ্ত ছুরিকায়,
—যে কলংক, যেই অপবাদ,
যেই গভীর অন্যায়,
বাজিয়াছে তীক্ষ্ণতম-
সাক্ষী হরি—সেই বক্ষঃস্থলে -
রাম! আমি জানি
তুমি অবতীর্ণ ধর্ম্ম ধরাতলে;
কিন্তু নাহি জানি,
তুমি কি তর্কের ঘোর ষড়যন্ত্রে,
হইয়াছ কার্য্যতঃ
স্বকীয় সাধ্বীপ্রণপত্নীহন্তা?
বশিষ্ঠ। কর্ত্তব্যের জন্য;
রাজধর্ম্মরক্ষাহেতু মহামতি!
প্রেম না কর্ত্তব্য বড়?
বাল্মীকি। কর্ত্তব্য কি নাহি স্ত্রীর প্রতি,
মহাভাগ?—মহারাজ!
শোন তবে—নহে শাস্ত্র নব,
যদি অবজ্ঞাত আজি।
—তুমি পতি—সীতা পত্নী তব।
পতির কর্ত্তব্য নহে,
তাহারে আশ্রয়দান তবে?
মেষসম পত্নী নহে
পতির সম্পত্তি মাত্র, যবে
বাসনা রাখিবে:
যবে বাসনা, করিবে পরিহার;
যেরূপ সুবিধা, রুচি,
ইচ্ছা, কিংবা প্রবৃত্তি তোমার।
শোনো তবে, তোমার মতই,
হায়, বক্ষের ভিতরে
তাহারও হৃদয়খানি,
মহারাজ, অনুভব করে।
সীতা পত্নী ভুলে যাও—
তুমি রাজা, তব প্রজা সীতা,
অপবাদ-অপমান-বিদ্ধা!
যদি বিশ্বপ্রতাড়িতা,
নিরপরাধিনী আসি'
মাগে তব শুদ্ধ সুবিচার,
তাহারে বিচারদান
ন্যায়মতে কর্ত্তব্য রাজার!
তাহাও কি দিতে অস্বীকৃত রাম আজি?
রাম। অপারগ!—
অস্বীকৃত নাহি।
বাল্মীকি। অপারগ? রাম! তুমি বিচারক;
তুমি মূর্ত্তিমান ন্যায়;
তুমি রাজা; রাজ-সিংহাসনে
বসিয়া নিঃশব্দে, অবলীলাক্রমে,
অম্লান বদনে,
কহিলে এ কথা?
—শুষ্ক কৃপাহীন শুষ্ক সুবিচার
দিতে অপারগ?—যদি সত্য এই;
তবে কেন আর
বসি' রাম সিংহাসনে?
কেন এই রাজদণ্ড?—শিরে
কেন এই উজ্জ্বল মুকুট?
আর কেন এ বাহিরে
বিচারের ব্যঙ্গ অভিনয়?
নেমে এস; চলে যাও
বনগ্রামে, দূর করো মাল্য;
রাজদণ্ড ফেলে দাও,
মুছে ফেল রাজটিকা
অক্ষম ললাটে।—কেন আর
সিংহাসনে, দিতে অপরাগ
যদি শুদ্ধ সুবিচার?
কাহার বিশ্বাস ধর্ম্মমাহাত্ম্যে রহিবে,
কহ রাম!
যদি তার এই পুরস্কার, এই পরিণাম?
[বশিষ্ঠকে] করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি!—
কর্ত্তব্য কি প্রেম বড়?
আমি মূর্খ, আমি বুঝি,
প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।

প্রেম পথ দেখায়,
কর্ত্তব্য চলে সেই পথ বাহি' ;
প্রেম দেয় বিধি,
নিত্য কর্ত্তব্য পালন করে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ!
বাতুলের স্বপ্ন নহে ;
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য,
প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম্ম, সেথা প্রেম ;
যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে।
প্রেম, প্রভু ; কর্ত্তব্য, তাহার ভৃত্য।
বিশ্বচরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে?
বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময়?—
প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ।
প্রেমবন্ধ পরিণয়ে নিত্য নব সৃষ্টি
মহারাজ।
কর্ত্তব্য, নির্জীব, মূক,
হিম, অবসন্ন, নিরাকার
কঠিন পাষাণস্তূপ।
তাহে শিল্পী ভাস্করের মত
প্রেম দেয় মূর্ত্তি।
শুষ্ক কর্ত্তব্যকঙ্কালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ।
শুষ্ক তরুবরশিরে
প্রেম দেয় কুসুমপল্লব।
রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম
পবিত্রশিশিরস্নিগ্ধজলে
সুমন্দ পবনে।
ধীরে, চিন্তার ললাটখানি ছেয়ে,
প্রেম আসে সুপ্তিসম।—
কর্ত্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে?
—চেয়ে দেখ মহারাজ,
চেয়ে দেখ ঋষি, এ সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে।
দিগন্ত বিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত।
প্রেমে সূর্য্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র ;
চন্দ্রমা প্রেমে হাসে
প্রেমে বহে বারিধারা ;
প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে,
প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো,
বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য
নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে।

বশিষ্ঠ। বাল্মীকি! বাল্মীকি!
তুমি জয়ী। অবনত করি শির।
তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।
যাও রাম, বাল্মীকির
আজ্ঞামত কর কার্য্য।
লও জানকীরে, মহীপতি!

রাম। অদ্য সুপ্রভাত মম এত দিনে।
—কল্য সসংহতি
যাইব দণ্ডকে।—
ত্বরা হউক প্রস্তুত পুষ্পরথ।—
যতদিন নাহি ফিরি,
প্রতিনিধি রহিবে ভরত।—
সম্পূর্ণ হউক যজ্ঞ।
[বশিষ্ঠকে] গুরুদেব অতি শুভক্ষণে,
হয়েছিল অশ্বমেধমন্ত্রণা এ
মহর্ষির মনে।
হৃদয়ের ধন্যবাদ লও দেব ; সর্ব্ব
অপরাধ
ক্ষমা কর। আজ এই শুভদিনে,
দাও আশীর্ব্বাদ,
যেন পাই কুশলে কলত্র পুত্রে।
—পূর্ণ কর যাগ।
অকার্পণ্যে বিতর কাঞ্চন সবে।
—আর [বাল্মীকিকে] মহাভাগ!
লও হৃদয়ের শ্রদ্ধা,
অন্তরের ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ;
দাও শান্তিবারি শিরে।
দূরে যাক্ সর্ব্ব ক্ষত ব্যথা,
অশান্তি ও দুঃখ।—
করো আশীর্ব্বাদ দুই জনে আজ।

বাল্মীকি। পূর্ণকাম হও বৎস!

বশিষ্ঠ। পূর্ণকাম হও মহারাজ!

রাম। লক্ষ্মণ! আদেশ করো—
প্রতি গৃহচূড়ে, সৌধ-শিরে,
উড়ুক পতাকা বিরাজিত,
এই সুন্দর সমীরে,

বসন্তের। গাউক মঙ্গলগীতি,
মনোহর ছন্দে
পূর্ণ ব্যাপ্ত করি'।
নভ দীর্ণ করি' উন্মত্ত আনন্দে,
বাজুক মঙ্গল-বাদ্য।
গৃহে গৃহে হোক্ শঙ্খধ্বনি।
আমি এবে যাই
অন্তঃপুরে তবে, যথায় জননী।
[প্রস্থান।

বাল্মীকি। সীতা সীতা সুভাগিনী দুহিতা
আমার! তুই ধন্য।
কেঁদেছিস্ সপ্তদশ বর্ষ ধরি'
নিত্য যার জন্য,
দিবানিশি জানকি!—
সে ভুলে নাই তোরে, ভুলে নাই।
দেখে যা দেখে যা বৎসে!
কাঁদিস্নে বৃথা : সর্ব্বদাই
পরিপাণ্ডু মুখে তোর,
দেখি নাই হাসি এতদিন ;
এবার দেখিব।
সেই চক্ষুদুটি বিষাদে মলিন,
দেখিব উজ্জ্বল।—হরি!
আজ তুমি ধন্যবাদ লও,
অন্তরের অন্তর হইতে।
—ধর্ম্ম! তুমি মিথ্যা নও
আছে বিশ্বে প্রেম, দয়া
ভক্তি, স্নেহ, চরিত্রমহত্ত্ব।
—হরি! দয়াময় হরি!
আজি জানিলাম তুমি সত্য।
[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—শেষ-রাত্রি।
সীতা ও বাসন্তী।

সীতা। কত রাত্রি বাসন্তী?
বাসন্তী। রজনী
অবসান প্রায়, মনে গণি।
সীতা। কাক ডাকিল না?
বাসন্তী। কই!—হবে!

সীতা। কুটিরের দ্বারগুলি তবে
খুলে দে বাসন্তী!—ধীরে—ধীরে,
প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীর,
প্রিয় বাল্যবন্ধু সম এসে,
জড়ায়ে ধরুক গলদেশে।
বাসন্তী। না দিদি, তোমার তপ্ত কায়ে,
প্রভাতশিশিরসম্পৃক্ত বায়ে,
বাড়িবে জ্বরের বেগ : জ্বর
কমে নি ত।
সীতা। বিশুষ্ক অধর—
জল দে বাসন্তী! উঃ কী দাহ!
শিরায় কী অনল প্রবাহ
ব'হে যায়!
বাসন্তী। বেদনা কি শিরে
কমে নাই দিদি?
সীতা। কই?—ফিরে
আসেন নি, আজিও বাল্মীকি
ঋষিবর?
বাসন্তী। অবোধ! দিদি কি
দুদিনের পথ? ত্বরা তিনি
আসিবেন মঙ্গলকাহিনী
ল'য়ে ; ধৈর্য্য ধরো দিদি—
সীতা। বোন্!
ধৈর্য্য!—ধৈর্য্য কারে বলে?—কোন্
রাজকন্যা, রাজার গৃহিণী,
বীরমাতা, হেন অভাগিনী!—
পরিত্যক্ত, প্রপীড়িত যেন
পথের কুক্কুর। তবু হেন
কার পিতা, কার পতি, কার
পুত্র?—সান্ত্বনার বাক্য আর
বলিস্ না।—শোন্ ওই ডাকে
বিহঙ্গম কুঞ্জে, শত শাখে।
খুলে দে কুটীর দ্বার
[কথাবৎ বাসন্তীর কার্য্য] ওই
নেমে আসে ঊষা জ্যোতির্ম্ময়ী,
কনকচরণক্ষেপে ধীরে,
সুদূর উত্তুঙ্গ শৈলশিরে,
নীরবে।—বাসন্তী, আজি কেন
মনে হয়—এ প্রভাত যেন
রচিয়াছে কনক কিরণে,
আমার অন্তিম শয্যা! মনে
হয়—এই নির্ম্মেঘপ্রসার—
এই শেষ প্রভাত আমার।

—তাই হোক্—এই শ্যাম ছবি,
বিহঙ্গমুখর অটবী,
থাকুক আমারে আজি ঘিরে।
পুণ্যময়ী জাহ্নবীর তীরে,
ভুলে গিয়ে সর্ব্ব দুঃখ শোক,
আজ মোর সুখ মৃত্যু হোক্।

বাসন্তী। ও কি কহ অকল্যাণ বাণী!
রোগ সারে না কি দিদি?

সীতা। জানি,
রোগ সারে। সব রোগ সারে।
অগ্নিতপ্ত জ্বরের বিকারে
বাঁচে জীব : প্রবল যক্ষ্মায়
রক্ষা পায় রোগী।—কিন্তু হায়,
যে রোগ পতির নিষ্করুণ
কঠিন তাচ্ছিল্য, শতগুণ
কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা
হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা—
সে রোগ সারে না বোন্!

বাসন্তী। [স্বগত] আর
কী দিব সান্ত্বনা?—সান্ত্বনার
অতীত এ ব্যথা। বৃথা সব
প্রবোধ—

সীতা। বাসন্তী! কোথা লব?

বাসন্তী। ঘুমায়ে শিয়রে।

সীতা। [ফিরিয়া দেখিয়া] মোর লাগি'
আহা, বৎস, সারারাত্রি জাগি',
পড়েছে ঘুমায়ে—
প্রিয় বোন্!
দুটি হাত ধরে বলি শোন্ —
পুনঃ পুনঃ নিশা অবসানে,
কে যেন বলিছে মোর কানে,
আজ মোর শেষ দিন। বেশ
বুঝিতেছি আজ সব শেষ।
রে বাসন্তী! তাই হয় যদি,
আজ মোর দুঃখের অবধি—
ভাবিস্ না কাঁদিস্ না; স্থির
শ্যামল পুষ্পিত অটবীর
ক্রোড়ে, বিশ্ব জাগরণ মাঝে,
আমি ঘুমাইয়ে যাই আজি।
এ আমার সুখ মৃত্যু তবে :
আজি ভগ্নি, অবসান হবে—
এ পদদলিত, এ অসার
এই শূন্য জীবন আমার।
—যন্ত্রণার শেষ, দুঃখহীন,
শান্তিভরা, এ সুখের দিন।
যদি তাই হয়—ভগ্নি, তবে
দেখিস্ আমার কুশীলবে।
অযোধ্যায় ফিরে যাস্, গিয়ে
বলিস্ রাঘবে, সঁপে' দিয়ে
লব কুশে, বলিস্ লো "সীতা
সুখে মরিয়াছে; তুমি পিতা
এ যুগ্ম শিশুর; পৃথিবীর
তুমি রাজা; ন্যায়নিষ্ঠ, বীর
তুমি; সীতার এ শেষ কথা;—
সীতার অন্তিম ভিক্ষা-যথা-
বিহিত করিও পুত্রদ্বয়ে,
সুখী হও নব পরিণয়ে"।
জগদীশ! নয়নের পাশে
এ কী অন্ধকার ছেয়ে আসে।
এলাইয়া আসে ধীরে ধীরে,
প্রতি অঙ্গ, শিথিল শরীরে,
এ কী লো বাসন্তী?

বাসন্তী। বুঝি তবে
জ্বর ছেড়ে আসে দিদি।

সীতা। হবে।—
[চমকিয়া] ও কি?
ওই- দূরে স্তব্ধ
অরণ্যানী মাঝে কোন শব্দ
শুনিতেছ না কি? মনে গণি
শুনিতেছি অশ্বপদধ্বনি
দূরে যেন।

বাসন্তী। কই?

সীতা। ওই শোনো—
ক্রমে স্পষ্টতর যেন কোনো
সবাহন যুগ্ম অশ্ব।

বাসন্তী। বটে
মিলাইয়া গেল নদীতটে।

সীতা। দেখে আয়।

বাসন্তী। বেশ। দেখে আসি
স্থির রহ। [প্রস্থান।

সীতা। [উঠিয়া শ্রবণান্তর]
হা! মূঢ় বিশ্বাসী
ভ্রান্ত মোর দুর্ব্বল হৃদয়!
তাহা নয় মূঢ়! তাহা নয়। [শয়ন]
কেন আসিবেন তিনি, প্রভু,
রাজেন্দ্র, কুটীরে মোর! তবু

অস্থির হৃদয় কেন? হেন
কেন বিকম্পিত দেহ? কেন
রুদ্ধকণ্ঠ? কেন অশ্রুবারি
চক্ষে আর রাখিতে না পারি?
——আসিবেন তিনি? মহারাজ
তিনি, বিশ্বপতি,—তিনি আজ—
ছাড়ি' তাঁর উচ্চ সৌধশিরে,
আসিবেন দরিদ্র কুটীরে?
[সগর্ব্বে] কেন নয়?—হা অভাগী
আমি;
তবু মোর তিনি ন'ন স্বামী?
হো'ন তিনি সম্রাট্,—আমি না
সম্রাজ্ঞী তাঁহার?—বিমলিনা,
পরিত্যক্তা, ধূলিধূসরিতা
আজি, তবু ধর্ম্মপরিণীতা
পত্নী নহি তাঁর?—এ দুরাশা!
—হায় অন্ধ মুগ্ধ ভালবাসা!
নহে অভাগীর তিনি,—তিনি
অন্যের:—সে কোন্ সুভাগিনী,
কোন্ পূর্ব্বজন্মপুণ্যফলে
লভিল যে তাঁরে।—অশ্রুজলে
কেন বক্ষ ভেসে যায়?—তিনি
সুখী হো'ন্—আমি অভাগিনী
সমুদ্রের জলবিম্ব প্রায়,
অতল সে জলে মিশে যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান দণ্ডকারণ্যের প্রান্তভাগ। কাল—প্রভাত।
রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। কোথায় বাল্মীকি?
লক্ষ্মণ। তিনি গিয়াছেন দেবী জানকীরে
দিতে তব আগমন-বার্ত্তা।
রাম। [পরিক্রমণ] কই এখন ত ফিরে
আসেন না কেন?—আমি যাই দেখি।
লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হও ভাই
মহর্ষির নিষেধ।
অতীব ক্ষীণদেহা দেবী তাই
আসেন মহর্ষি ওই।
রাম। [অগ্রসর হইয়া] কি মহর্ষি!
কোথা মম সীতা?
[বাল্মীকির প্রবেশ]

বাল্মীকি। এখন সময় নহে রাম।
সীতা এখন নিদ্রিতা।
এত বৃদ্ধ হইয়াছি,
আশ্চর্য্য এ হেন বিবর্ত্তন
কভু দেখি নাই।
মম বার্ত্তা শুনি' দেহে তার যেন
জাগিল নবীন স্ফূর্ত্তি।
পরিপাণ্ডু দুটি গণ্ডস্থলে
ফুটিল দুইটি রক্তজবা।
মৃদুহাস্য অশ্রুজলে
রচিল মধুর সৃষ্টি;
ধীরে আসি' পড়িল শিশিরে,
স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি যেন।
বাহু দুটি প্রসারিয়া ধীরে
কহিল জানকী 'কোথা তিনি',
অশ্রুগদ্গদ ভাষায়;
উঠিল দাঁড়ায়ে সীতা;
পড়িল সে অমনি মূর্চ্ছায়
ছিন্নমূল লতাসম ভূমে।
ধরিল বাসন্তী তারে
তখনি উঠায়ে বুকে;
আনি' লব পূর্ণকুম্ভবারি
দিল তার মুখে, সংজ্ঞা লভিল জানকী।
পরিশেষে,
পরিশ্রান্ত সীতা,
বিশ্রামের তরে, আমার আদেশে,
জড়াইয়া বাসন্তীর গলে,
তার স্নেহময় বুকে,
ঘুমায়ে পড়িল ধীরে,
শান্ত স্নিগ্ধ সুগভীর সুখে।
এখন ঘুমায় সীতা;
ঘুমাক সে, সমস্ত যামিনী
মুদে নাই আঁখি:
ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত এবে সুভাগিনী।
রাম। কোথা পুত্র? কোথা লব কুশ?
বাল্মীকি। তাদের মায়ের কাছে;
যাই ডেকে আনি গিয়া—
এই আপনিই আসিয়াছে
কুশ। কুশ, লব কোথা?—
[কুশের প্রবেশ]
কুশ। লব আছে মাতার সকাশে,
করে পরিচর্য্যা তাঁর,
জাগিয়া এখন তাঁর পাশে।

বাল্মীকি। কুশ—এই পিতা রামচন্দ্র—
এই পিতৃব্য লক্ষ্মণ
তোমার। প্রণম কুশ এ'দের চরণে।
কুশ। [যথাদেশ করিয়া রামকে পর্য্যবেক্ষণসহ
স্বগত] এই রাম!
অযোধ্যার অধীশ্বর এই!
—যাঁর গাথা, যাঁর নাম
আসমুদ্রপরিখ্যাত :
যাঁর কীর্ত্তি অক্ষয় অমর,
ঘোষিত সহস্র মুখে :
জিনিল যে লংকার সমর,
স্থাপিল যে সুমহান্ বিধি ;—
ধন্য ভাগ্যবান্ আমি
পুত্র, পিতা যার হেন রামচন্দ্র—
অযোধ্যার স্বামী।
[লবের প্রবেশ]
বাল্মীকি। লব! এই পিতা রামচন্দ্র –
এ পিতৃব্য লক্ষ্মণ
তোমার। প্রণম পদে।
লব। [লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া]
ভাগ্যবান্ আমি, তপোধন,
এ হেন পিতৃব্য যার—
পদে প্রণতি পিতৃব্য মম!

[গমনোদ্যত]
বাল্মীকি। পিতারে প্রণম, লব!
লব। [সাভিমানে ফিরিয়া] মহর্ষি!
কৈশোরে, ছায়াসম,
যে পত্নী, সাম্রাজ্য ছাড়ি',
রামানুবর্ত্তিনী বনবাসে ;
লংকায় যে তার জন্য যাপে নাই
সুদীর্ঘ প্রবাসে,
দিন অশ্রুপাত বিনা ;
নিন্দাভয়ে তারে অনায়াসে,
দেয় নির্ব্বাসনদন্ড যেই রাম—
ক্ষমা করো দাসে—
ভগবান্, সেই রামে
প্রণাম না করে লব।—তার
অটল বিশ্বাসে তিনি
করেছেন মূঢ় অবিচার
অগাধ সে প্রেমে হানি' শেল—
তার অনন্ত নির্ভর
দলি পদতলে।—দেব!
হোন্ তিনি অযোধ্যা-ঈশ্বর ;
হোন্ তিনি নিখিলের পতি :
তিনি তুচ্ছ তিনি ছার।
হোন্ তিনি রাবণবিজয়ী ;—
তিনি ভীরু শতবার।—
[রামচন্দ্রকে] পিতা! রামচন্দ্র!
পৃথিবীর পতি তুমি? নরোত্তম
তুমি? বীর তুমি?
ধর্ম্মপরায়ণ? - নিষ্ঠুর নির্ম্মম!
ধিক্! কাপুরুষ! ধিক্!
তোমার পাপের নাই সীমা।
ও উচ্চ ললাটে প্রভু,
এই কৃষ্ণ কলংক কালিমা
রবে লেপি চিরদিন রাজেন্দ্র!
জানিও যশোগীতে
বাজিবে বিকটধ্বনি
চিরদিন এ অন্যায় পিতা!
রাম। [বাষ্পগদ্গদ স্বরে] পুত্রযুগ্মমাঝে
তুই শ্রেষ্ঠতর লব! পৃথিবীর
অধীশ্বর, মাগে ভিক্ষা আজ
তোর কাছে, নতশির
গর্ব্বিত লজ্জায়—আয় বক্ষে
ক্ষমা করিবি না লব?
[হস্ত প্রসারণ]
বাল্মীকি। বৃদ্ধ চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রু আসে।
লব! তথাপি নীর।
পুত্র কাছে চাহিছে মার্জ্জনা পিতা!
তথাপি কঠিন!
পেয়েছিস্ বাল্মীকির কাছে
কি এ শিক্ষা এত দিন!
লব। [রামকে] চাহো ক্ষমা পিতা,
নিজ পত্নী কাছে! অযোধ্যা-ঈশ্বর
ক্ষমাময়ী সাধ্বী সতী
ক্ষমা যদি করে, রঘুবর!
বড় ভাগ্যবান্ তুমি!
অনুকম্পা চাহো বিধাতার,—
যদি পাও বড় ভাগ্যবান্ তুমি।—
কী বলিব আর—
পিতা! রামচন্দ্র! তুমি পিতা,
আমি পুত্র ; কিন্তু হায়—
সেই পরিচয় দিতে
নুয়ে পড়ি রক্তিম লজ্জায়।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—অপরাহ্ন।

বাল্মীকি ও রাম।

বাল্মীকি। আপনি আসিছে সীতা।
আমি বলিলাম
"উঠ সুভাগিনী আসিছে কুটীরে রাম।"
কহিল সীতা "না প্রভু' এসেছেন স্বামী
এতদূর মোর লাগি'. নিজে যাব আমি
এক্ষণে সমীপে তাঁর : করো অনুমতি.
ভাবিও না ভগবান্. আমি ক্ষীণ অতি :
পাইয়াছি দেহে বল. হৃদয়ে বিশ্বাস.
নিরাশায় আশা আজ। চিত্তে অভিলাষ
আপনি যাইয়া নাথে দিব অভ্যর্থনা
আপনি যাইয়া পদ করিব বন্দনা।
এখানে অপেক্ষা করো। আমি যাই তবে
নিয়ে আসি সীতারে।
[বাল্মীকির প্রস্থান।
রাম। আবার দেখা হবে।
কি কহিব? দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ পরে
দেখা হবে। কি কহিব?—বক্ষের ভিতরে
উঠিছে ঝটিকা. চক্ষে আসে বাষ্প ভরি';
কত কথা বলিবার আছে।—হাত ধরি
চাহিব মার্জ্জনা? বলিব কি কি বলিয়া
চাহিব মার্জ্জনা? কী উত্তর দিবে প্রিয়া?
আকর্ণ-বিশ্রান্ত তার নীল চক্ষু দুটি
ভরিয়া যাইবে জলে. তার ওষ্ঠপুটে
জাগিবে সে হাসি. তার কম্পিত অধরে
কহিবে সে সেই চির পরিচিত স্বরে
সে মধুর কণ্ঠে—"আর্য্যপুত্র! প্রাণেশ্বর!
জীবন বল্লভ!"—আমি কী দিব উত্তর?
—ওই আসে সীতা।—এ কি!
এত শীর্ণ!—নত
দেহযষ্টি; পরিপাণ্ডু তুষারের মত
গণ্ডস্থল; অতি ধীর অনিশ্চিত গতি;
তথাপি অধরে জাগে স্নিগ্ধ মিষ্ট অতি
সেই হাস্য; ললাটে গরিমা; মুখে ক্ষমা,
চক্ষে জল; মূর্ত্তিমতী অনুকম্পা সমা।
[সীতার প্রবেশ]
রাম। সীতা!
সীতা। মহারাজ!
রাম। সীতা!—এই সম্বোধন
এতদিন পরে! এই শুষ্ক সম্বোধন—
'মহারাজ!'—প্রাণেশ্বরি! অথবা আমার
পুরাতন সম্বন্ধে কি আছে অধিকার।
তোমার আমার মধ্যে মহা ব্যবধান;—
স্বর্গের দেবতা তুমি. আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ
মর্ত্ত্যের মনুষ্য মাত্র; তুমি প্রপীড়িতা
আমি তব অত্যাচারী।—
সীতা! সীতা! সীতা!
ক্ষমা করো।
[সীতার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন]
সীতা। কি করো ভূপতি' মহারাজে
এ ভূমির, এ ধূলার আসন কি সাজে।
রাম। মহারাজ নহি আজ!—এই রাজবেশে
বলো. দূরে ফেলে দেই, তোমার আদেশে।
ফেলে দেই মণিময় এ-স্বর্ণমুকুটে;—
আমার সাজে না ইহা। যুক্ত করপুটে,
মুক্ত শির. নত জানু. ভিক্ষুক সমান.
চাহি ক্ষমা। ভুলে যাও ক্ষুদ্র বর্ত্তমান.
সীতা'—আমি রাজা. তুমি রাজার দুহিতা
ভুলে যাও। শুদ্ধ মনে কর তুমি সীতা,
আমি রাম—এই মাত্র। শুদ্ধ কর মনে
সেই পুরাতন দিন: পঞ্চবটী বনে
তাপস তাপসী মোরা; গোদাবরী নদী.
সেই গিরিপদতলে; নিরবধি
বিহঙ্গমুখর কুঞ্জ—মনে করো প্রিয়ে.
জীবনের সে প্রভাত: সেই পর্ণগৃহে
শৈশবের সে প্রথম প্রণয়-কাহিনী—
সরল. সুন্দর স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণী
সম: মুক্ত. অসীম, উদার অনিয়ত,
হেমন্তের ঘন নীল আকাশের মত।
আচ্ছন্ন করিয়াছিল ঘনঘটা আসি'
সে সুন্দর প্রেম,—সেই গাঢ় স্নেহরাশি;
বাঁধিয়াছিল এ চিত্ত সংসারনিয়ম
নিগড়ের মত;—আজি বুঝিয়াছি ভ্রম।—
ক্ষমা কর সীতা! তব পুণ্যবারি দিয়ে
আবিলতা মম ধৌত ক'রে দাও প্রিয়ে—
সীতা। বিকলাঙ্গ, চক্ষুর্দ্বয় দৃষ্টিহীন জলে,
বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ আমি। তুমি পদতলে
এতক্ষণ, তথাপি নিস্তব্ধা তাই আমি।
উঠ আর্য্যপুত্র, উঠ নাথ, উঠ স্বামী—
রাম। উঠিব না যতক্ষণ তুমি নাহি কহ
'ক্ষমা করিয়াছি'।
সীতা। নাথ! নিত্য অহরহ
করিয়াছি যার আরাধনা হায়; যার
দর্শনমাত্রই সিদ্ধি সর্ব্ব সাধনার,

চরম মোক্ষের হেতু ; বিপদে কল্যাণে
ছিল যে আমার সঙ্গী ; জ্ঞানে অজ্ঞানে
যে আমার ধ্যান ; তারে ক্ষমিব কি আমি ?
আমি দাসী চিরদিন, তুমি মোর স্বামী ;
তুমি গুরু, আমি শিষ্য ; যাহা কহ, ধরি
শিরে বেদবাক্য সম—প্রশ্ন নাহি করি।
আমার দেবতা তুমি, আমি ভক্ত তব ;
যাহা করো, রূঢ় হয়, বক্ষ পাতি' ল'ব
ঈশ্বরের বিধান বলিয়া। এই জানি—
তোমারে আমার দেবদেব ব'লে মানি।
সত্য ও অসত্য, ন্যায় অন্যায়, বিচা'র
করিবার আমার কি আছে অধিকার ?
তোমারে পেয়েছি নাথ, আজি পুনরায়,
সপ্তদশ বর্ষপরে! ভুলিয়াছি তায়
সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব ব্যথা! আজি পূর্ণ সুখ।
শোক তাপ ক্ষোভ দুঃখ নাহি এতটুক!

রাম। বুঝিয়াছি প্রাণেশ্বরী! আজিও আমার
তুমি সেই সীতা ; সেই চিরপ্রেমাধার
মৃদু, দিব্য, চির জ্যোৎস্না, চিরস্নেহময়ী—
চিরক্ষমাময়ী প্রিয়ে!

সীতা। আসিছেন ওই
মহর্ষি, লইয়া কুশীলবে।

[লবকুশ সমভিব্যাহারে বাল্মীকির প্রবেশ]

বাল্মীকি। মহারাজ!
এখানে সমাপ্ত তবে বাল্মীকির কাজ!
মিলিত দম্পতি ; মম পূর্ণ মনস্কাম ;
আজি হ'তে গাও বিশ্ব "জয় সীতারাম"
এক্ষণি সমাপ্ত করি' রামায়ণ গান,
কুশীলব করে আজি করিয়াছি দান।

রাম। মহর্ষি মার্জ্জনা করো সর্ব্ব অপরাধ।

বাল্মীকি। সুখে থাক রাম সীতা,
করি আশীর্ব্বাদ।

রাম। সপ্তদশ বর্ষ পরে পাইয়াছি ফিরে
পত্নী পুত্রে। বহ বহ সমীরণ ধীরে
সায়াহ্নের। প্রস্ফুটিত, সুগন্ধ, প্রচুর
পুষ্পে সাজো বনদেবী ; নিকুঞ্জে, মধুর
গাওরে বিহঙ্গ ; আর সায়াহ্নের রবি
স্বর্ণরশ্মিরাশি দিয়ে সাজাও অটবী।
পাইয়াছি পত্নী পুত্রে। সর্ব্ব দুঃখ লীন
অসীম সৌভাগ্যে ;—আজি কি সুখের
দিন!

[ভূমিকম্প]

বাল্মীকি। —একি! অকস্মাৎ ঘন বিকম্পিত
পৃথ্বী,
আন্দোলিত ভূধরের দৃঢ়স্থির ভিত্তি,
সমুদ্র বক্ষের মত।—বিশাল শাল্মলী
ভেঙ্গে পড়ে ; তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে ঢলি',
বালুকার স্তূপ সম—শতধা বিখণ্ড,
বিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণ নিম্নে। প্রবল প্রচণ্ড
আর্ত্তনাদে, মুক্তকেশী, আছাড়িয়া পড়ে
দুই প্রান্তে, গঙ্গা উন্মাদিনী—কড়কড়ে
বিরাট গম্ভীর মন্দ্র ক্ষুদ্র পৃথিবীর
অন্তঃস্থল হ'তে।—একি অন্তিম সৃষ্টির ?
বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ?—একি—একি
দীর্ণভূমি!

[সীতার পদতলে ভূমি দ্বিধা বিভক্ত ও
সীতার তন্মধ্যে প্রবেশ]

সীতা। ধরো নাথ—

রাম। কোথা তুমি ?

সীতা। নাথ! কোথা তুমি ?

রাম। [উচ্চৈঃস্বরে] সীতা!

সীতা। [ভূগর্ভ হইতে] নাথ!

রাম। কোথা তুমি ?

সীতা। [ক্ষীণস্বর নির্গত হইল]
কোথা তুমি।

বিভক্ত ভূখণ্ড যুক্ত হইল

রাম। একি!
অকস্মাৎ একি, ঘন অন্ধকার দেখি
মহর্ষি! কোথায় সীতা ?

বাল্মীকি। —গর্ভে ধরণীর।
হইয়াছে এতক্ষণে সে রাক্ষসী, স্থির,
সীতারে ভক্ষণ করি'—

রাম। বুঝিয়াছি হবে,
আমার দুঃখের এই পূর্ণ মাত্রা তবে।
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে,
পূর্ণ সুধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে,
পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে,
সহসা ছুড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে।
একি কোন্ কুস্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল হায়।
মহর্ষি বলিয়া দাও জানকী কোথায়!

বাল্মীকি। জানিনা কোথায়!
স্বর্গের সুধার প্রায়
মর্ত্ত্যের মৃন্ময়পাত্রে পড়েছিল আসি',
গিয়াছে উড়িয়া! সন্ধ্যার কিরণরাশি
পড়িয়া জলদে বর্ণধনু-সে গড়ায়ে,
গিয়াছে মিলায়ে সেই বারিদের গায়ে!
বংশীধ্বনি উঠি' স্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশি'
বিকম্পিত মূর্চ্ছনায় গিয়াছে সে মিশি'
নৈশ নীলিমায়। ছিন্নবৃন্ত পদ্মপুটে
সৌরভ শুকায়ে গেছে। পড়িয়াছে লুটি'
নিদাঘের দীর্ঘশ্বাস বেণু কুঞ্জে উঠি'
বুঝিয়া এ মর্ত্ত্যভূমি নহে যোগ্য তার
ধরিতে চরণযুগ। বুঝিয়া সংসার
হইয়াছে রূঢ়, তাই আপনার স্থানে
গিয়াছে চলিয়া দেবী বড় অভিমানে।
আসিয়াছিল এ বিশ্বে, অথবা বুঝি মা,
দেখাইতে নারীর মহত্ত্ব, মধুরিমা,
গৌরব ; সে কার্য্য তার হ'য়ে গেছে শেষ,
চলিয়া গিয়াছে দেবী আপনার দেশ।
তাই এই বিশ্ব হ'তে দেবী অন্তর্হিতা—
ওই ভূমিগর্ভে।

রাম। [উন্মত্তবৎ] সীতা! সীতা!

প্রতিধ্বনি। সীতা! সীতা!

যবনিকা পতন।

দীনবন্ধু মিত্র

ভূমিকা

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃ-স্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়. কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তার্পিন্ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে,

তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজসূকে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক-যুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়-হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ," প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর্ জেনরল্ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যান্ট মহামতি লেফ্টেনেন্ট গভরনর্ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিবিল্ সরভিসসরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

গোলোকচন্দ্র বসু। নবীনমাধব, বিন্দুমাধব (গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়)। সাধুচরণ (প্রতিবাসী রাইয়ত)। রাইচরণ (সাধুর ভ্রাতা)। গোপীনাথ দাস (দেওয়ান)। আই. আই. উড, পি. পি. রোগ (নীলকর)। আমিন। খালাসী। তাইদ্গীর। মাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনেস্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারি জন শিশু, লাঠিয়াল, রাখাল।

স্ত্রী-চরিত্র

সাবিত্রী (গোলোকের স্ত্রী)। সৈরিন্ধ্রী (নবীনের স্ত্রী)। সরলতা (বিন্দুমাধবের স্ত্রী)। রেবতী (সাধুচরণের স্ত্রী)। ক্ষেত্রমণি (সাধুর কন্যা)। আদুরী (গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী)। পদী (ময়রাণী)।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক
গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি করো্যে গিয়াছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পুজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও[1] যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করো্যে তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০ খান পাত পড়্তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও[2] ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের[3] পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বলো্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস করো্যে আন্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্‌বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্‌তো? তাই যদি নীলের দামগুলো চুক্‌য়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

[1] গাঁতি—জমিদারের অধীন জমাজমি। মুক্ত ভূ-সম্পত্তি।
[2] দামড়া—বলদ।
[3] আসধান—আউস ধান।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি করো্য এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করো্য কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হল্যে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমারদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সংগে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে[৪]।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মাঠাকরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান,[৫] বড়বাবু নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান।

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন এমত বোধ হয় না, যাও বাবা স্নান কর গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি[৬] য্যান বাগ্‌[৭] যে রোক্‌[৮] করে মোর দিকি আস্‌চিলো বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে।[৯] শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মার্‌লে।[১০] সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো[১১] ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করো্য দ্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই দ্যাশ্‌ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নেই। কাকিমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্‌ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দির অ্যাত কবি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাং কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা[১২] চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল,

[৪] গত্তে হবে—করতে হবে। [৫] অবধান—প্রণাম। [৬] সুমুন্দি—সম্বন্ধী। এখানে গালাগাল, শালা। [৭] বাগ্‌—বাঘ। [৮] রোক্‌—আক্রোশ, তেজ। [৯] খালে—খেলো।

[১০] বাছা বাছা উর্বরা জমি নীলকরেরা নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করত। সে সব জমিতে চাষীকে নীলচাষ করতেই হতো। [১১] কুড়ো—বিঘা।

[১২] কাটা—পুরোনো হিসেবে পাঁচিশ সেরে এক কাটা চাল হোত।

আরে পোড়া কপাল, গোড়ার[১৩] নীলি কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা-ফেনা[১৪] আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারাকিতী[১৫] বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েছে যে আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্যে এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর মার বুকি য্যান বিদে-কাটি[১৬] পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজদারি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে[১৭] এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সংগে করো এনেচে, কুটি[১৮] ধর্যো নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন

রেবতী। ও মা ই কি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্‌য়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ কর্যো দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সংগে সংগে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘার আবার পড়্‌লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফাঁকর হলো দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

[ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

যাইতে অগ্রসর হইল

রেবতী। ও যে এট্‌টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও অ্যামিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছ আর এই মার্বাপিট। ও মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুধার খায় না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর এখনো চোঁক জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেছে—কি কর্‌বো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগি তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

[রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গলার বারেন্দা

আই. আই. উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

---

[১৩] গোড়া—পুরোটা। গালাগালি।
[১৪] নোনাফেনা—নোনা জল লেগে নষ্ট জমি।
[১৫] কারাকিতী—চাষের কাজ।
[১৬] বিদেকাটি—ক্ষেতের আগাছা মারার লোহার কাটাযুক্ত কাঠ।
[১৭] সেঁস্‌য়ে—শাসিয়ে।
[১৮] কুটি—নীলকুঠি।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক[১৯] আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁর কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ[২০] বেগোর[২১] তোম্ দোরস্ত[২২] হেগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে৷ শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সড়্কি-ওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি জরু কয়েদ করিয়াছি জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয় বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষ্মি-ছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্‌কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মারকে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো[২৩] এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্য়ে চায়—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রুপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটীর প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তে মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেল-খানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কায চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে২ প্রবেশ

এ বজ্জাতের হস্তে দাঁড় পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ এক-জন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আর আঙ্গুলে চুঙ্গিতে আট আঙ্গুলে বারুদ পুরিলে

---

[১৯] না-লায়েক—অনুপযুক্ত।
[২০] শ্যামচাঁদ—রায়তদের উপর অত্যাচার করবার জন্য বিশেষ ধরনের চর্মনির্মিত চাবুক।
[২১] বেগোর—ব্যতীত। [২২] দোরস্ত—সিধে। [২৩] ক্যাওট—কৈবর্ত।

কাবেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাবেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ কর্‌্যে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইতদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে; উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী। ঘুটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার[২৩] দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদেব চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লি নে! (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে২) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার মারো বাঞ্চৎকো! (শ্যামচাঁদাঘাত)

নবীনমাধবের প্রবেশ

রাই। বড়বাবু, মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুনুবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খানা ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেই-

---

[২৩] মাইন্দার—ক্ষেতমজুর।

রূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করো দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোবুখোর। এ আর অমরনগরের মাজিস্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুটির লোক ধরো মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিস্ট্রেট, তোমার মৃত্যু হইযাছে। র‍্যাসকেল— এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিযাছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কায কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান।

উড। গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইযা যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

[উডের প্রস্থান।

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি এক-গাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম করো যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখতে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বয়ের মুখ দেখলে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

সিকহস্তে সরলতার প্রবেশ

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুনতে পেরেছি কিনা!—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এই-বার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্, এই খানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুনছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরয়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ী আসবের কথা আছে—তাই তুমি

দিন গুণচো—আর বোন্, মনের কথা বেরুয়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিঠি-গুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে! দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

আদুরীর প্রবেশ

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মরবো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে[২০] মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন করো।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান[২১] হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনবো।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

আদুরী। সেই সাগর[২২] নাড়ের[২৮] বিয়ে দের, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের[২৯] দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো।

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কাঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ[৩০] দিতি চেয়েলো।

পুইচে কি এত ভারি রে প্রাণ,

পুইচে কি এত ভারি।

মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি॥

দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরো ডাকতিস!

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরু-নোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুই বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বযের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে২ শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে--দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমারদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পাত্তি এম্‌নি ক্ষেপ্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাদের পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সৈরি। জন্মায়োতি হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

---

[২০] খামাত্তে—খামার থেকে। [২১] ডান—দক্ষিণ দিক, এখানে আদুরী একে ডাইনি অর্থে নিয়েছে। [২২] সাগর—বিদ্যাসাগর। [২৮] নাড়ের—রাঁড়ের। বিধবার। [২৯] আজাদের—রাজা রাধাকান্ত দেবের। [৩০] বাউ—বাউটি। একপ্রকার গয়না।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদারণির মুখি খোই ফুটতি থাকে—মেয়েডা গড়কন্নে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই ষেটের বাছা—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে।

[আদুরীর প্রস্থান।

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কড়া দিন গেলি চার মাসে পড়বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরি নি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের[৩১] আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মরো গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে সন্ধ্যা হলো।

আদুরীর পুনঃ প্রবেশ

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক হা, হা, হা, হা।

[সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—

সাবিত্রীর প্রবেশ

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্, তোর মেয়ে এনিচিস্ বেশ করিচিস্—বিপিন আবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত করো বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেংগেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী") মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ-ঘোষদিদি আর এক দিন আসিস।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

রেবতী। মাঠাকুরুণ আর তো এখানে কেউ নেই—মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়—বেটীর আর বাকি আছে কি নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই করবো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মরদেরা ক্ষ্যাতে কামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি[৩২] বিটী বলে কি—মা মোর গাড়া কাটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার[৩৩] ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু' প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করো দেবে—পোড়া কপাল টাকার' ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস না

[৩১] কস্‌বি—বেশ্যা। [৩২] গস্তানি—কুলটা। [৩৩] কামরাঙ্গা—কামরা।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেরে গাঁতিবার[১৭] জন্যি থানা পেক্‌রেলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেলুয়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড়নোকের ছাবাল, নীল মামদোর[১৮] বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অন্‌তেরা[১৯] পেইচি, এ সম্মিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল[২০] সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো ক্যামন করে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোট বেঁদে তানারে বর সেজয়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত করো খাতি পারবো, আর সম্মিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ্‌তি পার্‌বে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদো ভূতি পালি না কি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির[২১] ভাইরি আনেচে ক্যান? মান্নির ভাই নচা কথা[২২] সোমোজ[২৩] কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো!
নীলকুটির নীল মেম্‌দো॥

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচচে শুনিস্ নি।

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥

তোরাপ। এওল নচন নচেচে; "জাত মাল্লে" কি?

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হ্‌তি নেগেচে তা কিছুই জান্‌তি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা, বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্‌লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতিবস মশার কাছে মিচ্‌রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা! কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রুপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্‌য়েচে?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচ্‌ড়া[২৪] কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গাতিয়েছে, যা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম[২৫] কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যা হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়য়ে থেকে জমিডের মার্গ[২৬] মারালে। চাসার কি আর বাচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সম্মিন্দির হির্‌ভিতি।[২৭] সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সম্মিন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সম্মিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওম্নি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল কর্‌বি তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে নিজি না চস্‌তি পাবিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ কান্দে চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সম্মিন্দি তা কর্‌বে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোস্‌চেন—

(নেপথ্যে হো, হো; হো, মা, মা) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কব, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কানসারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি তাও তো জানিতে পারিলাম না,

---

[১৭] গাঁতিবার—দলে ভেড়াবার। বড়শিতে মাছ গাঁথার মত। [১৮] মামদো—ভূত, মুসলমানের প্রেতাত্মা।
[১৯] অন্‌তেরা—খবর। [২০] এগোনের গারনাল—আগেকার গভর্নর।
[২১] মান্নির—অশ্লীল গালাগালি। [২২] নচা কথা—কাল্পনিক কথা, ছড়া গল্প প্রভৃতি রচনা।
[২৩] সোমোজ—বুঝা। [২৪] আদাখ্যাচ্‌ড়া—খানিকটা শেষ, খানিকটা বাকী রাখা কাজ।
[২৫] ব্যাভ্রম—অপমান। [২৬] মার্গ—মার্কা। [২৭] হির্‌ভিতি—কারসাজি।

জানিবই বা কেমন করে.রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এককুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মা গো তুমি কোথায়।)

তৃতীয়। আম. আম. আম. কালী. কালী, দুর্গা. গণেশ. অসুর!—

তোরাপ। চুপ. চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে. প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে. কথা কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুনলি তো মরো ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিনসে এমন হেবলো—

তোরাপ। ভাল মানসির ছাবাল—মুই কথায় জানতি পেরিছি—পরাণে চাচা মোরে কাঁদে কত্তি পারিস মুই ঝবকা দিয়ে ওরে পুছ করি ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক—(বসিয়া) ওট—(কাঁধে উঠন) দ্যাল ধরিস্ ঝবকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা নাব. চাচা নাব সুমুন্দি আসচে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন।)

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেল কানতি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্ তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা. বলে নেমক্‌-হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদনা,[২৮] অ্যাকন তো নাজি হই. ত্যাকন যা জানি তা করবো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের. মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও. শুয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত[২৯] বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা।)

তোরাপ। আল্লা' মা গো গ্যালাম, পরাণে চাচা. এটটু জল দে. মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা. বাবা. বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতোর গুঁতা)

তোরাপ। মোরে যা বলবা মুই তাই করবো—দোই সাহেবের দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদকি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে. মোরে খুন করো ফ্যালালে. মা রে. বউ রে. মা রে. মেলে রে. মেলে রে (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা[৩০] হ্যায়।

[রোগের প্রস্থান।

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার[৩১] দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই. মোরে এট্টু পানি নি দিয়ে বাঁচাও মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম. ভাবরার[৩২] ঘর ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়. তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট

সর। সরলা ললনা জীবন এল না।
কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী

[২৮] নাদনা—মোটা লাঠি। [২৯] রামকান্ত—শ্যামচাঁদের ন্যায় চাবুক। [৩০] বাউরা—পাগল।
[৩১] প্যাঁজ পয়জার—শ্রমের মূল্য তো মিললই না, বরং অপমানিত হতে হল।
[৩২] ভাবরার—তপ্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঘর।

অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্ম-সমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামিরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন)

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার ১খান দিয়াছেন বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখী, লেখা-পড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিযাছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয় কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাসাবদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুমি কাঁত্ত লেগেচো কি? বড় হালদার্ণি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিঠিখান অ্যাকন ছাড় নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদা যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে কান্‌তি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারবে না (প্রকাশে) চল রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

পদী ময়রাণীর প্রবেশ

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেটে** এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে। —ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মারতে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমাব কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটোরা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিংগে লাগে। (নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার লয়ান স্বটি।

এক জন রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলামিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই স্বটো** নিড়িন গড়াতি দিইচি—

এক জন ল্যাঠিয়ালের প্রবেশ

বাবা রে! কুটির নেটেলা।

[রাখালের বেগে প্রস্থান।

লাঠি। পদ্মমুখি, মিসি মাগ্‌গি কর্য়ে তুল্যো যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্‌ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল কালো বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

[লাঠিয়ালের প্রস্থান।

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কমুয়ে জমুয়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যো। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪ জন শিশু। (নৃত্য করে)
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বলতে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ

পদী। ও মা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

[ঘোম্‌টা দিয়া প্রস্থান।

** খেটে—লগুড়। ** স্বটো—দুটো।

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী— (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

[৪ জন শিশুর প্রস্থান।

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়েসের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার মাজিস্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

একজন রাইয়ত, দুই জন ফৌজদারির পেয়াদা এবং কুটির তাইদ্‌দিগের প্রবেশ

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দ্যাটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা,[৩৬] এক বার লাগলে আর ওটে না—তুই বেটা চল্‌, দেওয়াজির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোড়ার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাংগালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দ্যাটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দ্যাক্‌তি পালাম না।

[নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

রাইচরণের প্রবেশ

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুটঠাকুরকে[৩৭] ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুড়ি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

[রাইচরণের প্রস্থান।

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন, হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীল কুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি

[৩৬] গ্রাম্য প্রবাদ। ধোপারা ভ্যালার আঠা দিয়ে কাপড়ে দাগ দেয়। একবার দাগ দিলে তা আর ওঠে না। [৩৭] পুটঠাকুর—পুরুতঠাকুর।

বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম সহসা পরাঙ্মুখ হব না,—শামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

দুই জন অধ্যাপকের প্রবেশ

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুল-তিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেমন বংশ—
"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"
শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, অলঙ্কার ভায় শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হঃ, হঃ, হঃ, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ
গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ান-জিরি দিয়ে খাও, তা বলে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয় যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্য়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

[খালাসীর প্রস্থান।

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌বো—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায়২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সেদিন মোজা সহিত লাতি মারলে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

উডকে দর্শন করিয়া

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, পাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল।

শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না. এ মাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোস্বর কর্‌য়ো নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে: এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার. নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবার-দিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে. বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহেতার চলেগা!

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর২ দাদন বৃদ্ধি করি এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি. আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে২ রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের[১] কাছে উঁহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুর-দিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভৎর্সনা করেন, আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩।৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কায? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্ নেমক্‌হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পড়ী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা ঘর্‌মে ভেজ দেয়।

[উডের প্রস্থান।

গোপী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ কর্‌য়ো বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিতকর আভরণগুলিন দিতে পারি নে?

[১] Englishman পত্রিকা।

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখেলই। কামিনীকে অলংকারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পংকজ-নয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এমন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করো ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করো তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, বাইয়ত জনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট, কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কায করো তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ আত্মীয়গণের আহার বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলংকার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখী চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আদুরী আসছে।

দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। চিঠি দুখান কন্তে আসেচে মুই কতি পারি নে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতে বল্লে।

[লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান।

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয় এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলেন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গত কল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিযাছি—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়

কি দুর্দ্দৈব' মুখোপাধ্যায় মহাশযের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার' দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলেন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করো নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক্—

নবীন। (লিপি পাঠ)

প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশযের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব বক্রী এক শত টাকা আগামি মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিযাছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা; এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড় শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েক খন আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেযাদ হয় তবে বুঝিলাম যে এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি—যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন২ মাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়। হে লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিলে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না, হে দেশপালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না—আমাদিগের ম্যাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবি। নবীন সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করো ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি, হা পরমেশ্বর। এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফাটে যার হলো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সংগে দাসদিগিতি জল আনতি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে বাছারে ধরো নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়ো দিয়ে পেলয়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবে ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু বাছুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুনয়ে নিচ্চিস্—তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে—এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মার্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে ছোড়া জমি চসে আর ফুলে২ কেঁদে ওঠে—মাটেতে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অমূল্যকান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না।

[নবীনের প্রস্থান।

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙালিনী পেলে রাণী এমন রতন।

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কামরা

রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না,—মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি২ কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়; এ কথা কেউ জান্তে পার্‌বে না—এই রাত্রেই আমি সংগে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভা[illegible]বই যেন জান্‌তি পার্‌লে না—ওপরের দেব্‌তা তো জান্তি পার্‌বে, দেবতার চোক তো ধুলো দিতি পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী স[illegible] বলো মোরে যত ভাল বাস্‌বে তত মোর মন তো পুড়্‌তি থাকবে, জানাই হোক্, আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ খাটের উপরে আন না।

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল আমার কাছে বলা অরণ্যে রো[illegible]।

রোগ। আমার কাছে বলা শুয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ানো, হা হা হা [illegible]রা নীলকর আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে [illegible] ভক্ষণ করাইতে২ ক[illegible] মাতা পুড়ে মরিল তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুঠি থাকে। আমরা স্ব[illegible]তঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে [illegible] দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানু[illegible] নিন্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে [illegible] তখনি হাঁসিতে২ খানা খাই—আমি মে[illegible] মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে [illegible]র বড় সুবিধা হইতে পারে। সমুদ্রে সব মিশয়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই- [illegible] টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী [illegible] আমার, বিছানায় এস সাহেব তোরে [illegible] বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পরো থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গলায় দাঁড় দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি, পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেসায় ছুঁয়েচে মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে (প্রকাশে) তা, মা, আমি কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্ তখন আর এক দিন আস্‌বে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা আমার শক্তি থাকে আমি নরম কর্‌বো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্ নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে ল্যাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের ল্যাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কালিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি যাস্ নে, ময়রা পিসি যাস্ নে।

[পদী ময়রাণীর প্রস্থান।

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্‌তি লেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্‌য়ে দাও আঁদার রাত মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

বস্ত্র ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

রোগের হস্তে নখ বিদারণ

রোগ। ইন্‌ফরন্যাল বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরো-নালের খোঁচা মার্ মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্য়ো, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এ্যাচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার করো ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)।

জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের

জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া বিনয়,শীলতা? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। সর্মিন্দি দে'ড়িয়ে যেন কাটের পুতুল—গোডার বাক্যি হরে গিয়েছে—বড়বাবু, সর্মিন্দির কি এমান[২] আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সর্মিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা[৩] (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার[৪] বাড়ী যাবি (গাল টিপে ধর্‍্যো) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের[৫], পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি ভাল করো কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান। তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাজা করো লইয়া পালাই- আমি বুনোপাড়া ছাড়ুয়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়ে যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ো গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুমিয়েছে. বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বলবে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুনতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেংরে পার হয়ে ঘরে যাব—মোর নছিবির[৬] কথা আর কি শোনবা—মুই মোস্তার সর্মন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেলয়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেলয়ে গ্যালাম, তার পর নাত করো জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সর্মন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল করো কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো জুতার গুঁতা মারিস্ নে?

হাটুর গুঁতা

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলো আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়; আমি চলিলাম।

[ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান।

তোরাপ। এমন বসগার[৭] ও বেছাপ্পর[৮] কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বলো মেনুয়ে জুনুয়ে[৯] কাষ মেরে নে, জোর জোরাবতী[১০] কদিন চলে, পেলয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পারবা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সর্মিন্দি নেয়েত[১১] ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোকবে। বড়বাবুর আর বছুরে ট্যাকাগুনো চুকয়ে দে আর এ বচোর ঝা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জনািই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গার্লিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

[চীৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন।

রোগ। বাই জোভ! বিটেন্ টু জেলি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজদারিতে ধরো নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! বুক চাপড়ে২ রক্ত বার করেছেন, কেঁদে২ চক্ষু ফুলয়েছেন, যাবার সময়ে বলেন গিন্নি এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ও'রে নিয়ে বাড়ী আসবো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে২ ঘূর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার

[২] এমান—ইমান, ধর্ম্মবিশ্বাস। [৩] পোঁচা—করতল। [৪] জোরার—যমের।
[৫] সেদের—সাধুর। [৬] নছিব—ভাগ্য।
[৭] বসগার—বোসেদের। [৮] বেছাপ্পর—বাড়ি ছাড়া। [৯] মেনুয়ে জুনুয়ে—মানিয়ে বুঝিয়ে।
[১০] জোরাবতী—জবরদস্তি। [১১] নেয়েত—রায়ত।

কমি কি. মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার কতই খেদ—বলেন কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস করো আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতে২ যাত্রা কর্‌লেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ!

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবি। (ক্রন্দন করিতে২) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না, বাছাবে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে. বামন আছে. কষ্ট হবে না। তুমি এস স্নান করসে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দ্দন

সাবিত্রী। তোতাপাখী · আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই. বাবার কালেজ বন্ধ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশা করো রইচি তাতে এই দায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাউ নি। ঘোর বিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি. তুমি কিছু খাও গে মা. চল আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

উড, রোগ, মাজিস্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদীপ্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে (দরখাস্তের পাত উলটায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা[১] পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কাল যাপন করে জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম

[১] খোলোসা—সমুদয়।

নিষ্পন্ন করা দূরে থাক মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তামিল দিতে সাহস হয় না যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (মাজিস্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্, এক্সট্রিম প্রভোকেশান্।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইনকারকেরা বলিয়াছেন "বিচারকর্ত্তা আসামীর আড্‌ভোকেট্ স্বরূপ." সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে, আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে, চাসারদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার, যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিযাতের মালিকান রাইতদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি² করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয় তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাস রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয় অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগের রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেক বার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ

² বেওরাওয়ারি—জোর করিয়া।

করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না। ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকিয়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপ বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে। বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, **আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর২ সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?**

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই২ কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি— ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট্র আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এ দেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ্।

সাহেবের নিকট গমন

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (মাজিস্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

মাজিস্ট্রেটের দস্তখত

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

[মাজিস্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান।

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

[সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান।

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি---

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই। নাজিরের সহিত পরামর্শ, গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজি হওয়া চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন ওদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাটী

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন

নবীন। আমার কায়ে কায়েই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যত টাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলেন, "নবীন তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি মাজিস্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়া-বধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়া-ছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টেই ফেলেছ। বিন্দু, তোমাকে বাপু দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি আপনারা আমাকে চোর বলো ধরে দেন আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু তুমি এমনি সাধুই বট। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব, আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্ব্যাধি হইবে, ডাক্তারবাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটী ইনস্পেক্‌টারের প্রবেশ

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের আসিস্‌টান্ট মাজিস্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গভরনর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল মাজিস্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

[নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান।

ডেপুটী। আহা দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফ্‌টেনান্ট গভরনরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের

মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদ্গুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

কালেজের পণ্ডিতদেব প্রবেশ

আস্তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ শ্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার বাঞ্ছার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করো কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার' কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, ঠক্ বাচ্তে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনার সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিস্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না তাহাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনাব সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমাব পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনই জেলে যাইব, আব এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই এটটু জলদি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমাব বাবাকে তুমি আজ দেখেছ।

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারি নে।

বিন্দু। চল যাপু। (পণ্ডিতেব প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম।

[চাপরাসি ও বিন্দুমাধবেব প্রস্থান।

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

[উভয়েব প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলোকচন্দ্রেব মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান। জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন

দারো। বিন্দুমাধববাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরুদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চার দিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন

আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি।* উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দুবাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছে, এ দশা দেখ্‌লে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধকর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন।

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

বিন্দু। দারগা মহাশয় আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাকরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন।

দারো। আপনি বিজ্ঞ আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব! গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লান্‌টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুই জন রাইয়ত বাজারে যাইল একজনের হস্তে দুগ্‌দো* আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো" দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্‌টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ডালি সাহেবের কান্‌সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়ন্ত্রস্ত প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা

* দুগ্‌দো—দুগ্ধ, দুধ।

প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। একজন রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে, "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

[বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করো?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী[১], সারাকুণ্ডি[২] যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাড়া[৩] তেলপলাড়াই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ো মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পাচ্চিম, যারা কায়েদ্‌গার পইতে কত্তি চেয়েলো—যে বামুন আচে ইর্দিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়্‌য়ে তোলে—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্‌ সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্তাই[৪] ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো ব্যাংরাজ[৫] ঘ্যাসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ[৬] মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আন্ট[৭] ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিনি গলায় দড়ির খবর শুনেলো সেই দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া করো আখে, আর মা বাপেরি না খাতি দিয়ে মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জানলাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির[৮] মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখ্‌তি পাই নে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ[৯] যে তিনি পুন্নো হবেন—গোড়ার নীলি বুড়বে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবেৎ কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কী কর্‌বো, তুমি তো খুচয়েৎ বিষ বাইর কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোড়ার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা করো মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যাঙের সর্দ্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না,[১০] মুই পাগল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

---

[১] পত্তিবাসী—প্রতিবেশী। [২] সারাকুণ্ডি—সারাক্ষণ। [৩] তেলপলাড়া—তেল তুলবার লোহার চামচ। [৪] পত্তাই—প্রত্যহই। [৫] ব্যাংরাজ—ইংরেজ। [৬] ন্যাকাৎ—মতন।। [৭] আন্ট—রান্ট। [৮] পিরতিমির—পৃথিবীর। [৯] একেচ—রেখেছো। [১০] খাপা হবেন না—রাগ করবেন না।

গোপী। গুয়োড়া নন্দর বংশ ভোগোলের[১১] শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্ত নেগেচে, সাহেবেরা কামার আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওড়া বড় ভেমো[১২], আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা করো মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

[প্রস্থান।

গোপী। বোধ করি ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে তাতেও মন উঠিল না; পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমির কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

উডের প্রবেশ

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সুড়্‌কিওয়ালা জোগাড় করো রাখ্‌বে—আমি যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়্‌কি-ওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্‌কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাপ্তের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম করো দিয়াছে। হারামজাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিযাছি রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্‌ ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ডেক্‌ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়্‌কি[১৩] শালা, তোমারা মোনাসেফ[১৪] না হোয়্‌ কাম ছোড়্‌ দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাযেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর আপনি হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস[১৫] ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক্‌হারাম বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেভ্‌লি কমিসন[১৬] হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে২ পাদ্‌রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পাড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—আবাণ্ট কাউযার্ড হেলিশ্‌ নেভ।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ

[১১] ভোগোল—যে ভোগায়। [১২] ভেমো—বোকা। [১৩] গিধ্বড়—শকুন। [১৪] মোনাসেফ—পছন্দ।
[১৫] কাগজ নিকাস—হিসাব পরিষ্কার।
[১৬] গ্রান্ট সাহেবের নেতৃত্বে স্থাপিত ইন্ডিগো কমিশনের প্রতি ইঙ্গিত।

করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইন্ড, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ-সুমিত্রা-নন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন-মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না। আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝা কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয় ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসংগত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিতে হয় বকেয়া বাকি ক্রমে২ উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন২ মাঠে যায় ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমায় ছাড়তো শনি ধরিয়াছে নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স্ ব্রুট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা কুটিতে ডিস্‌পেন্‌সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওর্মনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বসুকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বসুকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ হোরস বিচ। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত — স্থা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিসনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস ডেভিলিষ নিগার! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোমু কাওটকা মাফিক কাম্ ডেগা, —শালা কায়েত—কাল্‌কো কাম্ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান।

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে২ উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করো? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গোঁণপরা মাগ।

(নেপথ্যে)। ডেওয়ান, ডেওয়ান।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা-

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

[গোপীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

আদুরী বিছানা কারতে২ ক্রন্দন

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করোও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধরো নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করো যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়ুয়ে দেখ্‌তি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন কোলে পেলে ন্যে গ্যালেন মোরা ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো। মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে? তোমরা এট্টু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

[আদুরীর প্রস্থান।

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিন্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেক-রূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা কূআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না" বড়বাবু বলিলেন "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে২ সাহেবকে বলিলেন "হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে "যবনের জেলে চোর ডাকইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতো বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ো থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত

করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশজন সড়কীওয়ালা, বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মান্দা[১৭] হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল, বড়-সাহেব উঠিয়া জমান্দারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করো বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্ জানি কি ধরা পাকড়া করো নে যাবে" মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোষা, মারামারি হবে জানলি মুই কি নুকুয়ে থাকি। এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচয়ে আন্‌তি পাত্তাম, আর দুই সমন্দির্‌ি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পোঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং॥"

বড় বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়-বাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটেখেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারলে পর, নেক্ত মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালাইযাছিল।

তোরাপ। নাকটা মুই গাটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটীল দ্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন) বড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন, সমিন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি নুকুয়ে থাকি নাত করো পেলুয়ে যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্যে দেবে।

[নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে নুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান।

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।--

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (সজলনয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যুষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম রাজমাতা

[১৭] মান্দা—মামলা।

হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল ; এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি

আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ

ভয় নাই জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব ! বাবা আমার, বাবা আমার বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়— উহুহু!

মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

সৈরি। (রোদন করিতে২) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভরে দর্শন করি (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিব্রতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

[প্রস্থান।

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে। (রোদন করিতে২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে কর্যে ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয় মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতা-বিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

ভূতলে পতন

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম,

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তর ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।—

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইযাছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

চার জন জ্ঞাতির প্রবেশ

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা' মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত' রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার২ করিতেছে, এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব২ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিণ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে, এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টক, এক দিকে সাধুচরণ, অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও, মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়ো দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মা রে মলাম রে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে২ ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি, মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে।) জননী আমার, দরিদ্রের রতনমণি মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন সেমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁক্‌তির[১৮] মালা দিতি হবে—আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি, ভাল করো চেয়ে দেখ্ না মা।

ক্ষেত্র। খোল্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)।

সাধু। কোলে তুলিস্ নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করো, বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউত্ত হয়েলো, রক্তের দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো।

[১৮] সাঁকতি—শাঁখ।

ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্তরে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা' কাঙ্গালেরে কেউ রক্ষে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ্ হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ[১১] বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায় মোর উপয় হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাকুবে কেডা ই কত্তি নিয়ে এইলে

সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন

সাধু। চুপ কর্, এখন কাঁদিস্ নে, টাল্ যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু করো বিছানা করো দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্ কচ্চেন—আর একটু ভাল অষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সুচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

[রাইচরণের প্রস্থান।

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি চেতন আছেন তা আপুনি আলোচাল হাতে কর্য়ো মোর ক্ষেত্রমণির দেকৃতি আস্‌বেন মোর কপাল ই'তিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় কর্ত্রী ঠাকুরাণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের এক শত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুন্দরি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া থাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণ-পূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কাদম্বিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

[১১] নমীর আৎ—নবমীর রাত।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দুবাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারার যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না" দুঃশাসন ডাক্তার হলো কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুই বার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্ম্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করো ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম করো ডাক্তরবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হলো হাত না ধরো বল্‌তো বাঁচ্‌বে না. আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ

জল অধিক দিও না। এ. বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপ্‌ড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু খল আনয়ন কর আমি ঔষধ বাহির করি।

ঔষধের ডিপা খুলন

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি; রাইচরণ এদিকে আয়।

রেবতী। ও মা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন করো, বাপো, বাপো,—ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি, মা—আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো (ক্রন্দন)।

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্ ধর্।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পারবো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো, হো, হো।

[পাছা চাপড়াইতে২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন।

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান

নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয় — গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার এই মুখ মনে পড়ে (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমারে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি?—গরুমি হয় বল্যে কি করবো, আর মশারি না খাট্‌য়ো শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মর্যো যাই মায় প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এম্‌নি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ কর্যো দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্যো। আমার কি আর কেউ আছে. কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্যো কাঁদিতেছে, হাঃ পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোকন কর্যো) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি আমি কাঁদিতেছি না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার মাই খাও—গস্তানি বিটির পায় ধরুলাম তবু কর্ত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান কর্যো দিয়ে আবার যেতেন; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যো হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না

—চীৎকার করো্যে কাঁদিতে লাগ্‌লাম তবু আমারে শাকা পর্‌য়্যে দিলে—প্রদীপে প‍ুড়্‌য়ে ফেলিচি তবু আম্মেদন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে গহনা পরা সাজেও না সয়ও না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাকাপরা যে ঘ‍ুচ‍ুয়েচে তার হাতের শাকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গ‍ুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনে২ শয্যাপাতন) শাজ‍ুরটো কাচা হয় নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাই নে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তে২ নবীনের ম‍ৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্ছন্দে শ‍ুয়ে থাক, থ‍ুথ‍ুকুড়ি দিয়ে যাই (ব‍ুকে থ‍ুথ‍ু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গ‍ুলি দ্বারা নবীনের ম‍ৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে২ মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধ‍ুনোর আগ‍ুন চরোক্‌ পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা.ধ‍ুত‍ুরো ফ‍ুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হ্রে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী॥

সরলতার প্রবেশ

সর। এ'রা সব কোথায় গেলেন—আহা! ম‍ৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘ‍ুরিতেছেন—বোধ করি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদ‍ুঃখবিনাশিনী নিদ্রা-দেবীর শরণাগম হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা। তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শ‍ৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী ম‍ৃত প‍ুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতা বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। প‍ূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের ম‍ুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দ‍ূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন্‌ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম? তোমাকে স‍ুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, স‍ৃষ্টি-সংহারে প্রব‍ৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আব‍ৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণিমাত্রেই কালানিদ্রান‍ুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শ‍ৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্ক‍ুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া ম‍ৃত প‍ুত্রকে আনয়ন করিলে?

ম‍ৃত শরীরের নিকট গমন

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদরবিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্‌, ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি আঁট‍্কুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্‌ হ, এখান থেকে বার্‌ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্‌ কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশ‍ুর শাশ‍ুড়ীর এমন স‍ুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল।

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্‌ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘ‍ুন‍ুয়ো এয়েচে দেখচি।

কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠ‍ুর! আমার সরল শাশ‍ুড়ীর মনে তুমি এমন দ‍ুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্‌, আবার ডাক্‌চিস্‌ (দ‍ু হস্তে সরলতার গলা টিপে

ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যম-সোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি। (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার আমার দুদ্ধের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্‌ মর্‌ মর্‌ (গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা।

সরলতার মৃত্যু

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন —ও মা, ও কি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোদনান্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্‌ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনী-যোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃ-স্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রা-ভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ-বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না —আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা, মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত, শোকশার্দ্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারি নে—জননি পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি, (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করয়্যে আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি! (চরণের ধূলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি।

চরণের ধূলি ভক্ষণ

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না! সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে—এ কি! এ কি! শাশুড়ী বয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

সৈরি। এখন? কেমন করয়্যে? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি আজো খোঁপায় দেও নি! আহা! আহা! আর তুমি দিদি বল্যে ডাক্‌বে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমার পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ

আদু। বিপিন ডরয়্যে উটেচে, বড় হালদার্ণি তুমি শীগ্‌গির এস!

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারিস্‌ নি, একা রেখে এইচিস্‌।

[আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান।

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুব-নক্ষত্র! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহ-সমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য

ক্ষণভংগুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসংকুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা' তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়্‌দর্শন, অচিরাৎ শোভা সহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর'

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না॥
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম কবে ধরে॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ সঙ্গীত॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করে ছিল মম দেহ সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥

আহা' এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অংক কি ভয়ঙ্কর'

সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

[পৌরাণিক নাটক]

(৯ই পৌষ, ১৩০০ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ। মহাদেব। নীলধ্বজ (মাহিষ্মতীর অধিপতি)। প্রবীর (ঐ পুত্র, যুবরাজ)। অগ্নি (ঐ জামাতা)। বিদূষক। ভীম (মধ্যম পাণ্ডব)। অর্জুন (তৃতীয় পাণ্ডব)। বৃষকেতু (কর্ণপুত্র)। অনুশাল্ব (দৈত্যাধিপতি, পাণ্ডববন্ধু)। উলূক (জনার ভ্রাতা)। কাম, গঙ্গারক্ষকদ্বয়, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, ভৈরব, দূতগণ, প্রমথগণ, সৈন্যগণ, রাখাল বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

জনা (নীলধ্বজের স্ত্রী)। স্বাহা (ঐ কন্যা, অগ্নির স্ত্রী)। মদনমঞ্জরী (প্রবীরের স্ত্রী)। বসন্তকুমারী (ঐ সখী)। নায়িকা (দুর্গার সখী)। ব্রাহ্মণী (বিদূষকের স্ত্রী)। গঙ্গা, রতি, সখিগণ, পরিচারিকা, ডাকিনী ও যোগিনীগণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক

নীলধ্বজ। কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নবঘন-কায়
বাঁশরি-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।
অগ্নি। চিন্তা দূর কর, মহারাজ,
আশা তব অচিরে পূরিবে।
জনা। নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে ত্যজি প্রাণ বায়ু,
ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন,
বাল্যকালে মাতৃ-হীনা আমি
মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।
অগ্নি। মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়!
প্রবীর। তব যোগ্য বীর সনে সদা রণ-সাধ,
চির দিন আছে এ বিষাদ
সমকক্ষ বীর না মিলিল!
বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবন-বিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি,
মরি কিম্বা মারি,
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর।
অগ্নি। শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।
স্বাহা। তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ
পতি মাত্র গতি অবলার
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।
অগ্নি। প্রেমে বাঁধা প্রণয়িনী আছি তব পাশে;
শুন প্রাণেশ্বরি কহি সত্য করি,
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।
ভাব-চক্ষে হের গুণবতি!
দানি পূর্ব্বস্মৃতি,
লক্ষ্মী জনার্দ্দন ক'রেছেন অর্পণ তোমায়,
বহু ভাগ্য মানি হৃদি-বিলাসিনি,
করিয়াছি সে দান গ্রহণ।
তুমি বসুমতী,
লক্ষ্মীশাপে কন্যারূপে পাইলা নরপতি,
বার বার অবতার হ'য়ে নারায়ণ,
তব বক্ষে করিবে ভ্রমণ।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে হেরি সিংহাসনে,
হ'য়েছিল সাধ তব মনে
মাধবের রাজীব-চরণ ধরিতে হৃদয়-মাঝে
ঈর্ষ্যায় মাধব-প্রিয়া দিলা অভিশাপ
'নীলধ্বজ ঝিয়ারী হইবে।'
কিন্তু,
বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি কল্পতরু-শ্যাম
কারও প্রতি কভু নহে বাম।
পৃথ্বী-রূপে ধর বক্ষে মাধব-চরণ।
শুন রাজা!
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,
নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে
পূরা'বেন বাসনা সবার!
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান,
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।

[অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কিহে তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?
বিদু। তোমার ভাব বুঝছি।
অগ্নি। তুমি তো কিছু চাইলে না?
বিদু। আজ দেখছি তোমার ভারি বাড়া-বাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি, তাই হ'চ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, একথা নিশ্চয়।
অগ্নি। দূর মূর্খ!
বিদু। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সটকাচ্ছ!
অগ্নি। আমি যা করি, তুই কেমন করে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়!
বিদু। আমি কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধানকাণা শুনবে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা!— পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তার পর বৃন্দাবনে ঝুঁকে, গোপ গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিনসে দিশেহারা; আর রাধা?— তাঁর কাঁদা সার, একশ বচ্ছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার, কাণ দেন্ না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার!
অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কৃষ্ণনিন্দা কচ্ছিস্!

বিদ্। নিন্দে কেন, তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান জ্বালান আগুন; যদি পদার্পণ হলো মথুরায়, অমনি সেখানে উঠলো হায় হায়! পরে কৃপাময় হ'লেন পাণ্ডবসখা—বেজায় পিরীত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন্; তাই ভাবছি এমন সুখের মাহিষ্মতী পুরী, উদয় হ'য়ে শ্রীহরি, না জানি কি কারখানাটাই কর্‌বেন, আমায় যদি বর দাও ত শোন, যদি সটকাতে চাও ত সটকাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও, তোমার গায়ে জল ঢেলে দেব; ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে, আর রাজ্যটা ছারখার দেবে।

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে একথা সাজে না! হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণ-তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন, যে তাঁর পদাশ্রয় পায়, তার ভবের বন্ধন ঘুচে যায়।

বিদ্। সে বহুকাল থেকে দেখে আসছি। যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা! তুমি অচিরে তাঁর রাঙ্গা পায়ে স্থান পাবে।

বিদ্। তোমার সাতগুষ্ঠী গে স্থান পাক্, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্! হুতাশন, নির্ব্বাণ হয়ে পরম শান্তি লাভ কর, আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ; কৃষ্ণভক্তি দিতে হয় শেষা-শেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না! তা নইলে তোমায় সাফ বলছি, আমি বামুনের ছেলে, হোম কর্‌তে তোমায় আবাহন ক'রে ঘি'র বদলে জল ঢেলে দেব।

অগ্নি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?

বিদ্। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় প'ড়ে বিশবার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে ত'রে যায়' আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাবতে হবে না।

অগ্নি। ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম!

হরি ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে!
এক নামে মুক্তি পায় নরে
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।
হে ব্রাহ্মণ! অসামান্য বিশ্বাস তোমার,
তুমি যার হিতকারী তার কিবা ডর!
রণে বনে দুর্গমে সে তরে,
অন্তে পায় হরির চরণ।

বিদ্। যেও না দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন, আগাগোড়া তা বুঝে নিয়েছ, মোণ্ডা পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় কাজ নেই, তুমি বল যে রাজার কোন ভয় নেই, তার পর লক্‌লকে জিব বা'র ক'রে ঘি খাও, আমায় একটু দাও বা না দাও, ভালমন্দ একটা বলে যাও!

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা নাই!

বিদ্। আমার সদয় নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার ব'লে যাও রাজার কোন ভয় নেই; দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাজার কোন ভয় নেই।

বিদ্। তবে দেবতা তোমায় প্রণাম করি, আস্তে আস্তে সরি।

[প্রস্থান।

অগ্নি। দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

উদ্যান

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ

গীত

নটমল্লার (মিশ্র)—খেমটা

সখিগণ। গীত

প্রাণ কেমন কেমন করে স্বজনি।
কেন এল না গুণমণি॥
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালে কমল-মালা ব এ... কই;
কোমল প্রাণে কত সই;—
কেন এলো না বল না, আনিগে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি॥

মদন। সখি! আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে, তিনি কেন এখনও এলেন না?

বসন্ত। আমার নয়ন-মণি, গুণমণি,
না হেরে প্রাণ কেমন করে।
কে লো হায় নিদয় হ'য়ে,
হৃদয় নিধি রাখ্‌লে ধরে।
যদি সে যত্ন করে রাখুক্‌ ধ'রে,
তায় ত আমার নাইকো মানা;
বারেক হেরে ফিরে দেব,
একবার এনে প্রাণ বাঁচা না।
দেখব কেবল চোখের দেখা,
তারি রতন থাক্‌বে তারি।
পলকে প্রলয় আমার,
না দেখে কি রইতে পারি?
শুকালো ফুলের মালা,
প্রাণের জ্বালা বাড়্‌লো তত,
যদি সই না পাই তারে
দেখে জুড়ুই কতক মত।
সে তো সই নয়লো আমার,
মজেছি সই আমার জেনে,
ব'লে দে জানিস্‌ যদি,
কি দিয়ে সই তারে কেনে?
বুঝি হায় অযতনে অভিমানে গেছে চলে!
যা লো যা আন্‌লো তারে,
মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'লে।
মদন। সত্যি আজ—
বসন্ত। সত্যি নয় ত কি মিছে?
ওলো সই, সত্যি বলি মনের কলি
ফুটেছে হায় যারে দেখে,
বল না, মন কি বোঝে
চোখের আড়ে তারে রেখে?
পল ব'য়ে যায় যুগের মত,
সে বিনে সব দেখি আঁধার,
আমি তায় আমার জানি,
বিকিয়ে পায় হ'য়েছি তার।
সে যদি সই, পায়ে ঠেলে,
প্রাণে বড় দাগা লাগে,
মনে হয় পর ত সে নয়,
সে যে আমার প্রাণে জাগে।
মদন। সই, পরিহাস কর পরিহার!
কে জানে লো কেন কাঁদে প্রাণ;
যেন হৃদাগার শূন্যময় মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি।
কেন লো স্বজনি, গুণমণি এখন' এলো না!
নহে সখি প্রেমের প্রলাপ,
ছার প্রেম, ক্ষার দিই তায়,
প্রাণনাথ থাকুন কুশলে,
নাহি চাই ভালবাসা মিষ্ট-সম্ভাষণ,
নাহি চাই দরশন তাঁর!
'প্রাণপতি আছেন কুশলে'
যদি কেহ বলে,
যাই চ'লে নিবিড় অরণ্য মাঝে।
সই, নহি আর প্রয়াসী তাঁহার।
কেন হৃদি-পদ্মে উঠে হাহাকার,
কেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে
সিন্দুর মলিন যেন শিরে।
যাও, সখি যাও—
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি
যেন কে রমণী কাঁদে শোকাতুরা,
সেই স্বরে এক তারে কাঁদে মম প্রাণ!
স্বজনি লো এনে দাও প্রাণেশ্বরে।
বসন্ত। ওলো তোর নিত্যি নূতন ঢং
বালাই বালাই ছাই মুখে তোর
একি আবার রং।
অমন কথা ব'লবি যদি আর,
চ'লে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার।
তোর মনের মুখে নুড়ো জ্বালি,
মন নিয়ে তুই থাক্‌
আর কি খুঁজে পাওনি সোহাগ?
এমন সোহাগ রাখ্‌!
মদন। সই!
শুন শুন এখনও সে রোদনের ধ্বনি,
দূরে ক্ষীণ স্বরে কাঁদে কে রমণী!
ওই শুন ওই শুন
প্রাণ আর বুঝাইতে নারি!
যাও ত্বরা ত্বরি
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন ওই শুন,
পুনঃ পুনঃ উঠে মৃদু রোল!
কেন কাঁদে অন্তর আমার!
কি হ'লো কি হ'লো,
মন না বুঝিতে পারি;
বল সখি, একি বিড়ম্বনা,
প্রাণনাথ কেন লো এলো না!
চল যাই, দেখি কোথা পাই,
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন।
বসন্ত। (নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া)
আয় লো আয়,
নিয়ে দুজনার বালাই আমরা চলে যাই;
প্রাণনাথ এলো কি না ভাবছ তাই?
এক্‌লা ব'সে নিরিবিলি চিরকাল ভোগ কর।

সখিগণের গীত

হাম্বির মিশ্র—ত্রিতালি

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো।
টেনেছ প্রেমের ডুরি
লুকিয়ে কোথা থাক্‌বে বল?
ওলো এত কি মানা, হাতে ধরে কাছে বসা না,
নইলে সই, ব'লবে বঁধু সোহাগ জানে না:—
ওলো গরব কিসের তোর যার গরবে গরবিনী,
কর তারে আদর,
থাক থাক মান তুলে রাখ,
মানে কিলো এলো গেল।

প্রবীরের প্রবেশ

প্রবীর। কেন প্রাণেশ্বরি বিমলিনী হেরি,
প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে!
কেন আঁখিজল ঝরে অবিরল,
কেন বিধুমুখে হাসি না নেহারি!
কেন লো ক'রেছ অভিমান!
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হ'য়েছ?
অন্তরে অন্তরে, চাঁদ মুখ তোমার বিহরে,
তোরই তরে দেরী এত!
মুছ আঁখিজল, মন প্রাণ হ'তেছে বিকল,
তোল মুখ হেসে কথা কও,
কেন অধোমুখে রও,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।
মদন। রাখ রাখ মিনতি আমার।
প্রাণনাথ, কত বল, বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে, তবু কেন হুতাশে পরাণ কাঁদে,
বল বল কি হ'লো আমার।
প্রবীর। বিলম্ব যেহেতু মম, শুন লো প্রেয়সি:
রাজ পথে করিতে ভ্রমণ,
সর্ব্বসুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে।
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে।
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল-সাজে সাজি,
সাধ হ'লো ধ'রে আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে।
হাওয়ায় হারায় বলবান হয়,
ছুটিলাম পাছে পাছে তার,
শ্রম-জল ঝরে অনিবার
তবু পাছে ধাই তার,
পাছে করি বহু বন-রাজী
ধরিলাম বাজী,
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।
মদন। আচম্বিতে কোথা হতে এলো হেন হয়,
ভয় হয়—মায়া ত এ নয়!
প্রবীর। চিন্তা তাজ সুবদনি, মায়া ইহা নয়।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,
অর্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহংকারে- 'ঘোড়া যে ধরিবে
ফাল্গুনী বাঁধিবে তারে'।
মদন। পায়ে ধরি প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি।
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি –
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী।
খাণ্ডব-দাহনে
পরাজয় ক'রেছিল দেবগণে:
বাহু-যুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব-অরি নিবাতকবচে নিপাতিল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয়,
সর্ব্বত্র বিজয়,
সেই হেতু বিজয় তাহার নাম।
প্রবীর। জানি, সতি, মহারথী বীর ধনঞ্জয়!
অনলের বরে
হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,
এতদিনে মিটিবে সমর সাধ।
মদন। যুঝিতে কি চাও, প্রভু, অর্জ্জুনের সনে?
প্রবীর। চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে!
সত্য যেই ক্ষত্রিয় নন্দন,
রণ তার চির আকিঞ্চন;
উচ্চ অধিকার—
ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার,
সম মান জীবনে মরণে!
হ'লে রণজয়, মান্য লোকময়,
পড়িলে সমরে দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে।
তুমি ক্ষত্রিয় কুমারী
সমরে কি ডর তব?
রণ সাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে,
হাসি মুখে সমরে যাইতে কহে।
মদন। রাখ নাথ দাসীর মিনতি,
ছেড়ে দাও হয়,
পাণ্ডব সংহতি কর' না কর' না বাদ;
পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে

নারায়ণ রথের সারথি
ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়।
প্রবীর। হেন হেয় পতি সাধ কি বে তোর?
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া
প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডার,
নাহি ডরি নারায়ণে।
মদন। ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি, পাছে রুষ্ট হয় জনার্দ্দন।
প্রবীর। নিজ কর্ম্ম করিলে সাধন
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর;
তবে কেন ভাব অকারণ।
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।
যাও প্রিয়ে, মাতার সদন,
পিতৃ সন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচাব।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ কেন সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা
দাসে আসি দিলে দরশন?
ও রাজীব-চরণ-প্রসাদে
করিতেছি অনায়াসে রাজাগণে জয়।
ভয়ে হয় নাহি ধরে কেহ।
কভু যদি কেহ অশ্ব ধরে,
অশ্বভালে লিখন নেহারে,
সভয় অন্তরে—
মিনতি করিয়ে কত বাজী দেয় ফিরে।
বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ সকল,
কেহ নাহি হৃদে বাঁধে বল
রাখিতে যজ্ঞের হয়।
শুন দয়াময়—
পাণ্ডবের সর্ব্বত্র বিজয়
বিপদ-ভঞ্জন নাম স্মরি।
শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখা!
যে হেতু এসেছি হেথা আজ;
নীলধ্বজ রাজার তনয়
বেছে যজ্ঞের বাজী,
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম,
জাহ্নবীর বরে
শিব-অংশে জন্মেছে কুমার,
শূলী-সম বলী রথী,
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞ বিঘ্ন হয়!
অর্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বব, বিঘ্ন-বিনাশন,
ছলনা ক'র না দাসে।
তুমি সখা যার,
ত্রিভুবনে কি অসাধ্য তার!
কি ছার প্রবীর ওহে শ্রীমধুসূদন!
কৃপায় তোমার
দুস্তর কৌরব রণে পেয়েছি নিস্তার,
কালকেয় করিয়াছি ক্ষয়
নিজয় চরণ স্মরি।
শ্রীকৃষ্ণ। দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
বিদিত হে বাহুবল তব,
কিন্তু জেন দেব-কৃপা বলবান্।
যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়,
শুন ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে।
দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে মাতৃভক্তি অপার তাহার;
সত্য কহি,
শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়!
মাতৃভক্ত মহাতেজা!
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুন। গর্ব্ব মান বীর-অহঙ্কার
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে!
তব যজ্ঞভার, পাণ্ডব তোমার,
তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার
কিবা চিন্তা তার!
নিজ কার্য্য উদ্ধার' কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। শিব-বরে বলী বীর প্রবীর কুমার
শিব পূজা বিনা কার্য্য না হবে উদ্ধার।
ধ্যানযোগে চল যাই কৈলাস-আলয়,
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনার কক্ষ

জনা ও প্রবীর

প্রবীর। দাও মা গো সন্তানে বিদায়!
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি,
ক্ষত্রিয়-সন্তান, অপমান কেন সব?
ধরিয়াছি পান্ডবের হয়,
আদে. পিতার
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে'
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ,
চ'লে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি!
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন,
শত্রু ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব!
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়নন্দন
পরাজয় মানি লব?
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে?
জনা। বৎস! ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডবফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে!
প্রবীর। ডরে পূজা—ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই, জননী,
দেবতার হবে অপমান।
মাগো! তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে?
জনা। নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ!
প্রবীর। রণমৃত্যু হ'তে কিবা আছে
মা কল্যাণ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননি?
ক্ষত্রিয়নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ?
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি!
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।
জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হো'ক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।
প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হ'য়েছেন! নিশ্চয় দামোদর আস্‌ছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয়? মনে ক'চ্ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঝাবেন, উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে! আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছেন! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব, এ কি বিফল হয়!
নীল। রাণি, নিবার' কুমারে তব,
চাহে রণ অর্জ্জুনের সনে।

অবোধ বালক
নাহি জানে পাণ্ডব-বিক্রম!
শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে,
ত্রিভুবনে যার যশ ঘোষে,
অবোধ নন্দন দ্বন্দ্ব চাহে তার সনে।
নহে, কহে ত্যজিব জীবন।
সভয়ে কহিল হুতাশন
অর্জ্জুনেরে পূজা দিতে।
বাজী ফিরে দিতে পুত্রে বুঝাও মহিষি!
জনা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম মহারাজ!
কিন্তু প্রভু! ক্ষত্রিয় জননী
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ?
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে
যুদ্ধকর্ম্ম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের!
চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন,
মা হ'য়ে কি হেতু কহ করিব বারণ?
বিদু। বুঝলেম ত্রিভঙ্গ-মুরারি শীঘ্র এসে
পুরী অধিকার কচ্ছেন, তার আর সন্দেহ নাই!
করুণাময়ের কৃপাবলে হাহাকার উঠলো ব'লে;
থাকি চেপে, বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে!
নীল। শুন সখা, কি বলে মহিষী!
বিদু। আজ্ঞে হাঁ—ব'লছেন—ব'লছেন—
জনা। তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম!
বিদু। আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো,
—তাই তো, তাই তো—(স্বগত) মাগী এখন
রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা!
নীল। বাতুল হ'য়েছে রাণি,
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
সমর পাণ্ডব সনে কভু কি সম্ভবে?
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জগতে বিদিত:
দেবতা-মণ্ডলে
পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব-সমরে।
জনা। পাণ্ডবে পূজিতে সাধ নাহি হে রাজন!
পাণ্ডবের কীর্ত্তি-গান
শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু, তোমার চরণ,
পূজা করি জাহ্নবীরে,
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাণ্ডবে কি ডর?
দেব-বরে দেব সম জন্মেছে কুমার
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ!
নীল। পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি!
এই বুদ্ধি করি দুর্য্যোধন
হইয়াছে সবংশে নিধন;
ধ্বংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ দুর্বুদ্ধি প্রভাবে।

কৃষ্ণার্জ্জুন সনে বাদ নরে না সম্ভবে;
বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি,
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে;
পূজ্য জনে পূজাদানে অসম্মত যেই
তার নাহি সম্মান জগতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ,
অবতার হরিতে ধরার ভার,
নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোকমাঝে!
দুষ্ট বুদ্ধি নাহি হবে যার,
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে,
নহে দুর্য্যোধন সম অবশ্য মজিবে।
জনা। হীনবুদ্ধি নারী বুঝিতে না পারি—
কেমনে মজিল দুর্য্যোধন!
হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর
কাটাইল অতুল প্রতাপে,
অতুল গৌরবে পড়িল সম্মুখ-রণে?
জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন?
পূজ্যজনে পূজাদান অবশ্য বিধান,
পূজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয়,
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয়সমাজে
বীরদম্ভে ফেরে ল'য়ে বাজী,
যেন কহে,—
'আছ কেবা কোথা শক্তিমান্
আগুয়ান হও রণে!'
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে
শত ধিক্ হেন অস্ত্র-ধরে!
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে!
পুত্রের কল্যাণ, প্রভু, কব কি কামনা?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি?
ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
পুত্রবর চায় রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে;
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত,
প্রফুল্ল নয়নে
নন্দনে হেরিব রণস্থলে।
বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ,
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব,
তুমিও না নিবার, রাজন্!
নীল। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,
নহে কেন হেন বুদ্ধি ঘটিবে তোমার!
বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে!
ব্রহ্মশির পাশুপত অস্ত্র করগত,

নিবাতকবচ হত প্রভাবে যাহার,
রণসাধ তার সনে!
বিড়ম্বনা বিনা জন্মে হেন বুদ্ধি কার?
যতক্ষণ নাহি রোষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন,
সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে,
বহুমানে ফিরে দিব হয়।
রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে,
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।

জনা। দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই:
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে
নারায়ণ অরিরূপী যার
করগত গোলোক তাহার!
সুসময় উদয় ভূপাল,
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায় চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,
পতি তুমি কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।

[প্রস্থান।

নীল। রাখ বাক্য, রণসাধ ত্যজহ প্রবীর!

প্রবীর। দাস পদে আজ্ঞাবাহী, দেব,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।
কিন্তু তাত!
নিবেদন করি শ্রীচরণে
কলঙ্ককালিমামাখা কুৎসিত বদন
লোকে কভু না দেখাব আর।
কহ কিবা আজ্ঞা দেব, কিঙ্করের প্রতি।

নীল। যাও পুত্র,
ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে।

[প্রবীরের প্রস্থান।

বিদু। আর কি মন্ত্রণা? যদি ভালাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হ'লেই কিছু গোলযোগ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হ'য়ে যে যায়, এমন ত বুদ্ধি যোয়ায় না! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজকার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাকোঁয়াড়া সুত, কিছু না কিছু জুত আস্‌ছে নিশ্চয়। মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল? যা হয় একটা ক'রে ফেল! হরি হে! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, অন্তিম কালে দেখ, আর রাজবাড়ীতে দুটো মোণ্ডার পথ রেখো।

নীল। বল দেখি সখা, এখন উপায়?

বিদু। রাজারাজড়া গেল তল, বামুন এখন উপায় বল্, উপায় বড় যোয়াচ্ছে না!

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদু। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয়-আশা ত কোন মতেই নাই।

বিদু। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধ'রে যদি কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে সেই একটা কথা!

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদু। অমন কাজ কদাচ কর্‌বেন না, মহারাজ! কাঙ্গালের এই কথাটি রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয়নি। আমি সাতদিন যদি মোণ্ডা খেতে না পাই, মনে এলেও নাম মুখে আনিনে; কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আন্‌ছে, চতুর্ভুজ হ'লে পাশ ফিরে শুতে পার্‌ব না। মহারাজ, এটি আমার মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ করবেন না। আর তেত্রিশ কোটী দেবতা আছেন, যারে ইচ্ছে হয় ডাকুন। বাঁকাঠাকুর সোজা পথে চল্‌তে শেখেন নি; মুনিঋষিরা বলে শোনেন না—'যদি বাঁকাটিকে চাও ত সৃষ্টিসংসার ভাসিয়ে দাও, কপ্নি নাও'। লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল ফির্‌ছেন—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখবেন, কোন্ সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন। করুণাময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে। মহারাজ, ভোরের বেলা রজকের মুখ দেখে উঠি সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কখনও উঠ্‌ছিনি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে, তার চোদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে।

নীল। ছিঃ সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণনিন্দা ক'চ্ছ?

বিদ্‌। নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা ব'লেই শোভন হ'তো! মুনিরা যে মন্তর আওড়ায় তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। নাম কিনা মুরারি, নাম কিনা ধনুর্দ্ধারী, নাম কিনা কংসারি, দানবারি, অরির একেবারে কেশরি! নাম কিনা ননীচোর, নাম কিনা বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর। যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এক গাড়্ করে, যোগাড় ক'রে আপনার ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখ্‌লে না, তাকে ডেকে উপায় হবে, কদাচ ভেব না। যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম যেথা হয়, কাণে আঙ্গুল দাও, আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যান। ভবনদীর কাণ্ডারী কিনা! নৌকাভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন তাই। ওমা, এই মারে তো এই মারে, কাট্ শিশুপালের মাথা, ফাঁড় জরাসন্ধকে। শুনেছি ধরার ভার হরণ কর্ত্তে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ হাল্‌কা করে যাচ্ছেন বটে।

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সঙ্কটে না হবে উপায়।
কৃষ্ণের রাজীব পায় লইব আশ্রয়॥

[প্রস্থান।

বিদ্‌। হরি হে, তোমার দোহাই! শীঘ্র না চরণ পাই, দুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি, দুদিন খেয়ে যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পর্ব্বত—উপত্যকা

মহাদেব, প্রমথগণ ও যোগিনীগণ

প্রমথগণ। গীত

দেশকার—তাল লোফা

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেম ভরা হরি বলি আয়॥
নাচ ভাই হরি বলে, নামে রস উথলে চলে,
কর নাম বদন ভরে, নামে মন মাতায়॥
হরি নাম কর্‌বি যত: সাধের তুফান উঠবে তত
সাধে সাধ সাগর হয়ে উজান বয়ে যায়॥
হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায়॥

মহাদেব। হরি বল প্রমথমণ্ডল!
নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে;
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময়;
হরিনাম কীর্ত্তন কর রে কুতূহলে,
প্রেমানন্দ যে নামে উথলে,
যে নামে উন্মাদ ভোলা;
হরি হরি বাঁশরিবদন,
ব্রজনাথ রাধিকারঞ্জন,
রাসরসে বিভোর রসিকবর,
রসের সাগর উথলে রসের নামে।
গোবিন্দ গোবিন্দ, অপার আনন্দ,
বাঁকা শ্যাম গুণধাম আনন্দ-পুতলি,
বনমালী গোপিনীর প্রাণ।
উচ্চরবে কর নাম গান—
হরি বল, হরি বল, বল হরি হরি!
উচ্চরবে হরি বল শিঙ্গা,
হরিনাম বাজাও ডমরু!
কুলু কুলু রবে
হরিধ্বনি জটামাঝে কর সুরধুনী!
হরিনামে ত্যজ শ্বাস ফণি,
মাত বৃষ হরি নামোৎসবে,
হরিনামে মত্ত হও কৈলাসশিখর!

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলিঙ্গন

গীত

যোগিয়া—তাল লোফা

যোগিনীগণ। হরি হরি হরি,
প্রমথগণ। হর হর হর,
উভয়ে। কায়ে কায়ে মিল্‌লো ভালো।
প্রমথগণ। মদনদহন,
যোগিনীগণ। মদনমোহন,
প্রমথগণ। রজতবরণ,
যোগিনীগণ। আধ কাল॥
(আধ) গোপিনী মোহন চাঁচর কেশ,
প্রমথগণ। (আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম লেপন,
যোগিনীগণ। চন্দন আধ বনমালা,
প্রমথগণ। হাড়মাল॥

যোগিনীগণ। আধ ভালে তিলক ঝলক,
প্রমথগণ। শিশু শশী আধ ভাল॥
যোগিনীগণ। মণিকুণ্ডল দল দল দল,
প্রমথগণ। ফণিকুণ্ডল করাল॥
যোগিনীগণ। আধ পীতবসন, ভুবনমোহন,
প্রমথগণ। আধ বাঘ ছাল,
যোগিনীগণ। রক্তোৎপল যুগলচরণ,
উভয়ে। হরিহরের রূপে ভুবন আলো॥
মহাদেব। জানি পীতাম্বর
পবিত্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ!
কৈল জনা জাহ্নবী-অর্চ্চনা,
পুত্রের কামনা করি,
জাহ্নবীর অনুরোধে কিঙ্করে আমার
পাইয়াছে জনা গুণবতী।
মহাশাক্ত মাতৃভক্ত প্রবীর সুধীর,
ত্রিভুবনে নাহি হেন বীর
নিবারিতে মহাশূরে,
কিন্তু পূর্ণ হয়েছে সময়,
আনিব দাসেরে পুনঃ কৈলাস আলয়ে।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।
মাতৃপদধূলি লয়ে পশিলে সমরে,
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়!
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে,
মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।
যাও ধনঞ্জয়!
সদয়া অভয়া তোর প্রতি।
সখা তোর হরি!
হরিভক্ত প্রাণ মম বিদিত ভুবনে।
প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ,
পাঠাইব পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকা।
শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গৌরীপতি ভোলা
অনাদি পুরুষ সনাতন,
জগদ্গুরু কল্পতরু, আশুতোষ হর,
মহেশ শঙ্কর,
দিগম্বর বৃষভবাহন,
জটাধর রজতভূধর,
কিঙ্কর বিদায় মাগে,
প্রণমে পাণ্ডব, পদে রেখো ভূতনাথ!
অর্জ্জুন। পশুপতি, হীনমতি স্তুতি নাহি জানি,
বীরসাজ দিয়াছ আমায়,
ধনু ধরি ফিরি হে ধরায়,
তব কার্য্যে নিমিত্ত মহেশ!
কিঙ্করে, শঙ্কর, রেখ চরণ-অম্বুজে।

গীত

দেশমিশ্র—ঠুংরী

যোগিনীগণ। বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ। বিভূতিছাদন বিষাণবাদন,
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী
যোগিনীগণ। দুকূলচোরা রাস-রসিকবর,
প্রমথগণ। উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটী স্মরহর,
যোগিনীগণ। রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু মঞ্জীর গুঞ্জন,
প্রমথগণ। ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন,
যোগিনীগণ। মানোন্মাদিনী, রঙ্গিণী
গোপিনীমোহন মানভিখারী
প্রমথগণ। মুড় চন্দ্রচূড় হাড়মালগল
জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবীবারি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

জনার পূজাগৃহ

জনা পূজায় আসীনা

জনা। মা জাহ্নবি! তোমার পাদপদ্ম পূজা ক'রে পুত্র কোলে পেয়েছি, দেখ মা! দাসীরে বঞ্চনা ক'র না; মা হয়ে মা, মার প্রাণে ব্যথা দিও না। নিস্তারিণি, সংকটে নিস্তার কর, তোমার পাদপদ্ম এ কিংকরীর একমাত্র ভরসা। কলনাদিনি, হরশিরোবিহারিণি! দেখ মা, অকূলে ভাসিও না; ভবরাণি ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি।

স্তব

তরঙ্গ-অঙ্গিনী, আতঙ্কভঙ্গিনী,
শিবশিরোরঙ্গিণী, শুভঙ্করী।
মাতঙ্গমর্দ্দিনী, মঙ্গলবর্দ্ধিনী,
মহেশবন্দিনী, মহেশ্বরী।
প্রবলপ্রবাহিনী, সাগরবাহিনী,
অভয়প্রদায়িনী, অভয়করা।

কুলকুলনাদিনী, কলধ্বনিবিবাদিনী,
ভক্তপ্রসাদিনী, দুরিতহরা।
পঙ্কজমালিনী, আশ্রিতপালিনী,
সন্তাপচালিনী, শ্বেতকায়া।
বর দে বরদে, জয় দে জয়দে,
দেহি শুভদে, চরণছায়া।

গীত

রামকেলী—যৎ

মা হয়ে মা, মায়ের মনে ব্যথা দিও না জননি।
সমর-সাগর ঘোরে স'পি গো নয়নমণি॥
স্মরি পদকোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার' পতিতপাবনি।
তুমি মা প্রসন্ন হয়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অভয়ে, ডাকি মা ভয়ে, চাহ প্রসন্ননয়নি॥

কেনরে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠছিস, আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে। যদি স্থির না হোস, আমি জাহ্নবী তটে ব'সে তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে তোকে বা'র ক'রব। হীন প্রাণ, প্রবীর আমার জাহ্নবীর বরপুত্র, তার অমঙ্গল আশঙ্কা করিস্? আমি কি ক্ষত্রিয়-পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গল গান ক'রে হাস্যমুখে কুমারকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা নয়, আশংকায় অভিভূত হ'য়েছি? আমি অতি হীনা, যদি মন স্থির না করতে পারি, কালি প্রাতে জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ ক'রব। দেখছি আমি ক্ষত্রিয়জননী নই, চণ্ডালিনীর ন্যায় আমার আচার; বীরমাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবপথে কি কণ্টক হ'ব? কদাচ নয়, জনার জীবন থাকতে নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে বাহির হ, ক্ষতি নাই, আমি পণ ক'রেছি—রণ, রণ, রণ, স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না।

স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদন। মা, তোমার মিনতি চরণে,
রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।
যমজয়ী রথীবৃন্দসনে,
একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে?
কর মানা, রণে যেতে দিও না দিও না;
দুখিনী নন্দিনী পদে পতিভিক্ষা চায়,
বঞ্চনা ক'র না তায় নিদয়া হইয়ে।
ওমা, দারুণ পাণ্ডব, সহায় কেশব,
ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পূজা,
হুতাশন হীনতেজ অর্জ্জুনের শরে।
রণে দে মা ক্ষমা,
হাহাকার তুল না গো রাজপুরে।

জনা। পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি,
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজকার্য্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার?
জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি বিষণ্ণ হোয়ো না বালা!
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ,
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম,
বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে।
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী,
দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে;
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়
রন্ধনশালায় পশি,
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে;
শত ভাই কীচক-নিধন তাহে।
উত্তর গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রামজয়ী ভীষ্মদেব সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা;-
বীরপত্নি, নিরুৎসাহ ক'র না পতিরে।
বীর কার্য্যে ব্রতী তব পতি,
নিজকার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি ভয় ক্ষত্রিয়তনয়া
উচ্চকার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান।

মদন। কৃষ্ণসখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণি,
তাই মাগো কেঁদে উঠে প্রাণ।
শুনেছি মা অমঙ্গল ধ্বনি আজি—
যেন দূরে
মৃদুস্বরে কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি;
মনে হ'লে এখন শিহরে কায়।
মা হ'য়ে, মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মাগো নাহ ঠেল পায়।

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হতে?
যুদ্ধ কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল-আশঙ্কা সর্ব্বদা।
কিন্তু তোর সম,
শুনি' দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে?
আরে হীনমতি
পতি-ভক্তি এই কি তোমার?

কেবা সে অর্জ্জুন?—কেবা নারায়ণ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হ'তে।
ভাব তুমি শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়,
কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ।
যুদ্ধ-পণ কভু মম হবে না লঙ্ঘন।
[প্রস্থান।

মদন। ননদিনি!
ধরি পায়, জননীরে কর লো মিনতি।
পাণ্ডবসমরে কারু নাহিক নিস্তার,
বার বার শুনিয়াছ বৈশ্বানর-মুখে,
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা কর গুণবতি,
কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি' যাচি প্রাণপতি।
বল গিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে,
কার শক্তি কৃষ্ণ-সখা পাণ্ডবে জিনিতে?
স্বাহা। মাতার বদনভাব করি দরশন,
বাক্য নাহি সরিল আমার।
শুনেছ ত ঠেলেছেন পিতার বচন।
বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,
ভালমতে জানি জননীরে।
মদন। বল তবে কি উপায় করি সুলোচনে?
এ সঙ্কটে কিসে হব পার?
স্বাহা। চল সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে।
কৃষ্ণগুণগানে তুষ্ট করি' ফাল্গুনীরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।
পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কভু নয়,
যদি তিনি দানেন অভয়,
তবে ত উপায়, নহে সঙ্কট বিষম।
মদন। জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছি হারা
কর ত্বরা বিহিত ননদি!
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যে বটবৃক্ষ

দুইজন গঙ্গারক্ষকের প্রবেশ

১ রক্ষ। সে দিন যে মজা হয়েছিল! সেদিন একজন ছাপা-কাটা তুলসীর মালা-আঁটা, গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মর্‌তে, চিরকাল পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ক'রেছেন, এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করবেন! খাটে চ'ড়ে গলা টিপে বেটার দফা সারলুম, তে-শুন্যে ম'লো, গো-ভাগাড়ে আমগাছে ভূত হয়ে আছে।

২ রক্ষ। আমিও কাল খুব মজা ক'রেছি। দিনের বেলা যোগী সেজে থাকতেন, রাত্তিরে সেবাদাসীর কোলে শুতেন, মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে, ঘাড়ে ক'রে গঙ্গায় দিতে চলে-ছিলেন; ঝড় তুলে, পগারে ফেলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম, এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্তি হয়ে আছেন।

১ রক্ষ। মজার মধ্যে মজার একশেষ হ'য়েছিল, একটা পূজুরী বামুন নিয়ে—যোগাড় ক'রে একটা নিষ্ঠে বামুন, তাকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত এনেছিল। চিত হ'য়ে খাটে শুয়ে শ্বাস্ টান্‌ছে, যারা নিয়ে গেছে তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাসকাশীতে মারলুম, আর চিৎ হ'য়ে তার সাজ সেজে খাটের উপর শুলুম। ব্যাটার গাধা-জন্ম হ'য়েছে; কিন্তু শেষটায় গঙ্গা পাবে, গঙ্গার হাওয়া লেগেছিল গায়, উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তো ধোপার বোঝা ব'য়ে ঘাস খেয়ে আসুক।

২ রক্ষ। ও সব কথা থাক্ ভাই, এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্, ছিষ্টি খুঁজলুম্, মা ব'লেছেন ঘোড়া চুরি করে এনে পাণ্ডবদের দিতে; পাতি পাতি ক'রে ঘর খুঁজলুম্, নগর খুঁজলুম্, অশ্বশালা খুঁজলুম্, ঘোড়া ত কোথাও পেলুম্ না।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। কে বাবা! দুশমন্ চেহারা রাত দুপুরে বটতলায় খাড়া আছ? যে রাজ্যময় হরি হরি রব, অমন-তর-বেতর চেহারা দেখা দেবে বই কি! মতলবখানা কি? কারুর ঘরে আগুন দেবে?

১ রক্ষ। কেন ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি ক'রছ?

বিদূ। গালাগালি আর কি কর্চ্চি ত্রিবক্র-বদন? চেহারা দুখানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি; চেহারা দেখে প্রাণ খুসী হয়েছে, তাই পরিচয় চাচ্চি। এই তোমাদের মতন চটক্‌দার চেহারাই খুঁজছি; কোথা যাচ্ছিলুম জান? চোরপাড়ায়; তা আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শনলাভ।

২ রক্ষ। চোরপাড়ায় কেন যাচ্ছিলে, ঠাকুর?

বিদূ। অন্তরা ভাংচি, একটু সবুর কর না; ঘোড়া চুরি কর্ত্তে পারবে?

১ রক্ষ। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে?

বিদূ। অধীনকে আর অধিক বঞ্চনা কেন? আগুন কি চাপা থাকে চাঁদ? আমি কি আর বুঝতে পারিনি? তোমরা বোনেদি লোক, এক পুরুষে কি আর অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে? রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত ঘোড়া পার চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব; মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও, এইটি আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্ত্তে —রাজা বামনীকে একটি হীরের কাঁঠী দিয়েছিল, চাও যদি, এনে শ্রীকরে অর্পণ ক'র্‌ব।

২ রক্ষ। কি ঠাকুর, মিছে বক্ বক্ ক'রছ? আমাদের কি বদমায়েস্ পেয়েছ?

বিদূ। কেন বাবা! এই রাত দুপুরে খড়া বেয়ে উঠবে, এটা সেটা কি হাতাবে বল? পাঁওদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম ঘোড়া আছে, নিয়ে সর; ভাবছ অশ্ব-রক্ষকেরা? তাদের মাদক দিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়েছি। তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি এগুতে পারি নি।

১ রক্ষ। তোমায় ক'টা ঘোড়া দিতে হবে?

বিদূ। বালাম্‌চিটি না। ঐ একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আমার অনুরোধ; তার বদলে হীরের কাঁঠীটি পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।

২ রক্ষ। আচ্ছা, আমরা ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে?

বিদূ। কি জান, আমার শূলব্যথা হ'য়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে হত্যা দিছিলুম্। আর জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি ছিলেন আমার পিসে; তাই পঞ্চানন্দ হুকুম দিয়েছেন, যদি তোর মেসো-পিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস, তা হ'লে তোর শূলব্যথা সার্‌বে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা! তবে বাপধন, শুভাগমন হোক্।

১ রক্ষ। ঠাকুর, তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি কর্ত্তে এসেছি।

বিদূ। তবে, সোণারচাঁদ এতক্ষণ চালাকি ক'চ্ছিলে কেন? ঘোড়া-চোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা, একি ঢাকতে পার? তা এস, ত্বরা কর।

২ রক্ষ। কিন্তু ঠাকুর, তোমার কি দরকার, না বল্লে আমরা যাব না।

বিদূ। এই যে ভেঙ্গে ব'ল্লুম বাদু!

১ রক্ষ। সত্যি না বল্লে আমরা এগুচ্ছি না।

বিদূ। সুপাত্রে অশ্বদান, আর কি? বাক্য-ব্যয়ে রাত বয়ে যায়।

২ রক্ষ। ঠাকুর, আমরা তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক্ হ'য়েছি, খুঁজে তো পেলুম না।

বিদূ। সে ভাবনায় কাজ কি, আমার পেছনে এস না? একটা ভার আমার ওপরেই দাও না?

১ রক্ষ। তবে চল ঠাকুর।

বিদূ। ভ্যালা মোর বাপরে, একেই বলি চোর-শিরোমণি। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। মাহিষ্মতী পুরী হায় মজে এত দিনে।
কৃষ্ণদ্বেষী হ'লো নরবর,
উপদেষ্টা বালক-রমণী।
যে জন পাণ্ডব-অরি কৃষ্ণ অরি তার,
কৃষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিস্তার?
কারু কথা রাজা নাহি মানে,
যুদ্ধ পণ পাণ্ডবের সনে!
হয় বুঝি বংশ-নাশ মহিষীর দোষে;
কহ সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে।

সেনাপ। প্রস্তর বাঁধিয়ে পায় ডুবিলে পাথারে,
লম্ফ দিলে গিরি-শির হ'তে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ?
জীবনের রাখে যেই সাধ,
অর্জ্জুনের সনে কভু সে কি করে বাদ?
যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান,
বলীয়ানে-পূজাদান শাস্ত্রের বিধান!
মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয়;
নহে, জেনে শুনে
কে কোথায় কৃষ্ণে করে অরি।

সেনানা। বাক্য-ব্যয় করি অকারণ,
শ্রেয়ঃ কার্য্য উচিত এখন।
কহ মন্ত্রিবর, কিবা তব অভিপ্রায়,
পাণ্ডব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে?

মন্ত্রী। কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার?
মম মত কহিব পশ্চাৎ।
যুক্তি স্থির কর ত্বরা,
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে,
প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে।
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার,
রাম নয় রাবণ মারিবে।
সেনাপ। বিপক্ষ পাণ্ডব,—রণ অসম্ভব,
প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর।
১ সেনানা। মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি,
কহি সত্য কথা; প্রাণ বড় ধন,
অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।
পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়
যুক্তি না যুয়ায় মম।
সেনাপ। চল তবে মন্ত্রীবর, নৃপতি-সদনে,
বুঝাই রাজায় ক্ষমা দিতে কাল রণে।
মন্ত্রী। বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর,
কোন কথা রাজা নাহি শুনে:
চামুণ্ডারূপিণী রাজ্ঞী রুধির-প্রয়াসী,
রাহুরূপী পুত্র গর্ভে ধ'রে
মজাইল নীলধ্বজরাজে।
১ সেনানা। তবে আর কার মুখ চাহ মন্ত্রিবর?
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,
প্রভাত না হ'তে চল
যাই পলাইয়ে·
পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।
সেনাপ। এ নহে উচিত কভু:
পুত্রসম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয়?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।
১ সেনানা। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম?
আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন,
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন,
রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ।
আসে ওই দেউটি জ্বালিয়ে
বিভীষণা চামুণ্ডারূপিনী।

জনা ও দেউটি হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ

জনা। ধিক্ মন্ত্রিবর, শত ধিক্ সেনাপতি!
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক-সমান দাঁড়াইয়ে?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলি সমান?
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয়?
রণ-মৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন?
উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব-কামনা?
ধিক্ ধিক্ কি কব অধিক,
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী!
ঘোর রবে কর সিংহনাদ,
বজ্রাঘাত করি শত্রু-বুকে।
হুহুঙ্কারে খর্ব্ব কর শত্রু-অহঙ্কার,
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব?
পাণ্ডব কি প্রস্তর-গঠিত—
তীক্ষ্ন তীর নাহি পশে কায়?
বীর-পুত্র বীর-অবতার তোমা সবে,
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি?
বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর,
বীরদম্ভে বিমুখ পাণ্ডবে।
কিবা ভয়?—রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার,
কুমার-সমান শক্তিধর;
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে?
সাজ রণে কে আছ কোথায়,
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে,
চল চল গৃহ-দ্বারে অরি।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ!
জনা। চল চল বিলম্বে কি ফল?
সাজাও স্যন্দন,
সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ।
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়।
সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ রায়।
জনা। কারে ভয়? জাহ্নবী সহায়।
স্মরিয়ে জাহ্নবী-পদ প্রবেশ সমরে,
পাণ্ডব সহায় যদি যুঝে পুরন্দর,
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে
মাতৃনাম উচ্চারি বদনে,
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা,
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্‌ঝনা।
অগ্নিময় বাণ-বরিষণে,
দহ শত্রুগণে;
পাণ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি রবে,
যমজয়ী মাহিষ্মতী-সেনা।

বীরদম্ভে অশ্বভালে দিয়েছে লিখন,
বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে?
নির্বীর নহে ত বসুন্ধরা।
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ,
মাখিয়ে কলঙ্ককালি অপমান স'য়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ?
যাও যাও প্রবেশ আহবে,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর;
যাও শীঘ্র—আজ্ঞা জাহ্নবীর।

সকলে। জয় জয় মাহিষ্মতী পুরী,
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি।

[জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনা। প্রভাত নিকট—নাহি চিন্তার সময়।
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ সাজায়ে নন্দনে
দিতে হবে বিদায় সংগ্রামে।
বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার।
রাজারে না হেরি,
নিরুৎসাহ নগরে সকলে;
নারী হ'য়ে উৎসাহ দানিব কত আর?
দেখি কোথা নরপতি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের পথ

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। ধরিয়াছি নর-দেহ ধরার রোদনে।
না করিলে মমতা বর্জ্জন,
ধর্ম্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন।
মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।
করিয়াছি ভাগিনা-ছেদন,
নিজকুল করিব নিধন,
যুধিষ্ঠির সুশাসন ভারত মানিবে।
নীর হেরি নারীচক্ষে, দয়া না করিব,
প্রবীরে বধিব।
শুনি মম নাম-গান,
সদয়-হৃদয়—পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে;
বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিঙ্কর
হরিতে নারিবে বাজী।
ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে,
কিন্তু হায় বাঁধা রব নিজছলে;
অনন্ত অনন্ত কাল মদনমঞ্জরী
বাঁধিয়া রাখিবে মোরে।

ভিখারিণী বেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্তের প্রবেশ

সকলে। গীত

কীর্ত্তন—লোফা

রাখাল মিলি, ঘন করতালি,
কাননে চলিছে কানু।
হেলিছে খেলিছে, ময়ূরপাখা,
চুমিছে তরুণ ভানু॥
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বা রবে, গোধন দলে দলে।
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়,
নেচে নেচে সাথে চলে॥
মোহন মুরলী তানলহরী,
ধীর সমীরে খেলে।
আমোদ-মদ উথলে গোকুলে,
ফুল-কলি আঁখি মেলে॥
কোকিলকুল কল কল কল,
মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জীর রবে ভ্রমর ভ্রমরী
গুঞ্জরে মৃদু বোলে॥
ঢলে ঢলে ঢলে, নাচে বনমালী
ধীরে ধীরে কটি হেলে।
সারি সারি সারি, গোপগোপিনী,
অনিমিখ আঁখি মেলে॥

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি কুলের কামিনী,
সাজি ভিখারিণী,
যামিনীতে ভ্রম কি কারণ?
কুলবালা নিশিযোগে গৃহ পরিহরি
আসিয়াছ কোন্ কাজে?

মদন। ভিখারিণী, নহি কুলবালা;
যাব মোরা পাণ্ডব-শিবিরে,
কহ, যদি জান সমাচার।
কোথায় অর্জ্জুন গুণধর?

শ্রীকৃষ্ণ। বঞ্চনা ক'র না সুলোচনা;
তুমি রাজার ঝিয়ারী, তুমি পুত্রবধূ,
আসিয়াছ কুমারের কল্যাণ আশায়,
কিন্তু মাগো সুধাই তোমায়
অরি কার হয়েছে সদয়?
নিদারুণ পণ তার,
যুধিষ্ঠির সনে বাদ যার,
নিশ্চয় তাহার নাশ।
কঠিন অর্জ্জুন,
কৃশোদরি! শুন তার গুণ;

কর্ণ-সহ দ্বৈরথ সমরে—
অনুমানি শুনেছ কাহিনী—
কর্ণ-সহ দ্বৈরথ সমরে
রথচক্র মেদিনী গ্রাসিল যবে,
বিকল অন্তর বীরবর
অর্জ্জুনে করিল স্তুতি;
কোন কথা পার্থ না মানিল,
কবচকুণ্ডলহীন বিরথী যখন,
মহা-বাণ তাহে প্রহারিল,
নির্দ্দয়-হৃদয়, কর্ণে করিল সংহার।
আছে কথা বিদিত সংসারে,
শান্তনুকুমার
ভীষ্মদেব পিতামহ তার,
ছলে শিখণ্ডীর আড়ে থাকি
নিপাতিল শূরে।
বিকল পুত্রের শোকে গুরু দ্রোণ যবে
ধনুহুলে চিবুক রাখিয়ে,
ভেসে যায় অশ্রুজলে,
পার্থ শর করিয়ে সন্ধান
ধনুর্গুণ করিল ছেদন;
ব্রহ্মরন্ধ্রে পশিল ধনুর হুল,
পড়িল ব্রাহ্মণ।
স্বাহা। সত্য এ সকল,
কিন্তু সকলি কৃষ্ণের ছল শুনি,
অর্জ্জুনের নাহি দোষ তায়।
কৃষ্ণ-ছলে কর্ণের বিনাশ,
দ্রোণের নিধন, ভীষ্মের পতন,
সকলি কৃষ্ণের ছলে।
অর্জ্জুনের দোষ কিবা তাহে?
জান যদি কহ মহাশয়,
কোথা ধনঞ্জয়?
যাব তথা, ভিক্ষা লব প্রবীরের প্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ। শুন ধনি, হিতবাণী কহি তোমা সবে,
যাও যদি অর্জ্জুন-সদনে
অপকীর্ত্তি হবে রাজকুলে;
যুক্তি যাহা শুন মন দিয়ে।
হের বর্ম্ম, হের ধনু, হের যুগ্ম তূণ,
হের যুগল কুণ্ডল,
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড জিনি কিরীট উজ্জ্বল,
হের অসি, যম বসে অসিধারে,
উপহার দিয়াছেন জাহ্নবী প্রবীরে।
অর্জ্জুন বা নারায়ণ ত্রিপুরারি কিবা,
এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার,
সমরে প্রবীরে কেহ নারিবে আঁটিতে।
পাণ্ডবের পরাভব হবে,
অতুল গৌরব রবে ভবে।
পতির সম্মান চাহ কি, জননি, তুমি?
যাও ত্বরা প্রভাত নিকট
রণসজ্জা ল'য়ে দাও রথীন্দ্র কুমারে।
মদন। কে তুমি হে শুভকারী, দেহ পরিচয়।
শ্রীকৃষ্ণ। এক উপদেশ কথা শুন মন দিয়া,
যতদিন পাণ্ডব না হয় পরাভব
শয়নে ভোজনে—
রণসাজ কভু নাহি ত্যজে।
চক্রী হরি পাণ্ডব-সহায়,
ছলে পাছে হ'রে ল'য়ে যায়,
সতর্ক করিও, সতি, পতিরে তোমার।
স্বাহা। কেবা তুমি মহাশয়, দেহ পরিচয়।
শ্রীকৃষ্ণ। পরিচয় পাবে মম রাজার সভায়
যাও ফিরে প্রভাত নিকট। [প্রস্থান।
স্বাহা। শুন শুন মদনমঞ্জরী,
বুঝিতে না পারি কোন্ জন করে ছল।
কিরীট, কুণ্ডল, বর্ম্ম, শরাসন, তূণ,
দেবতা দুর্লভ অস্ত্র যত
কোথা হ'তে এলো?
এ পথিক কোথায় পাইল?
হয় ভয়, নাহি দিল পরিচয়,
গংগার কিংকর বলি নাহি লয় মন।
প্রফুল্লিত কায়, পদ্মগন্ধ তায়,
পংকজ বদন, বঙ্কিম নয়ন,
হরি বুঝি ক'রে গেল ছল।
সন্দ নাহি হয় দূর,
চল যাই পার্থের সদন,
কুমারের প্রাণ-ভিক্ষা মাগি।
মদন। অদ্ভুত সন্দেহ তব, ননদিনী, আজি,
জন্মেছেন প্রাণনাথ জাহ্নবীর বরে,
রণসজ্জা প্রেরিলেন মাতা।
অস্ত্রের প্রভাবে
অনায়াসে পাণ্ডব বিমুখ হবে;
পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী।
স্বাহা। শুন সতি, কোন মতে মন নাহি বুঝে।
উপদেশ ভাবি বাড়ে আতঙ্ক আমার।
'চক্রী হরি রণসজ্জা নাহি লয় হরি'
বিষ্ণুমায়া কে বল বুঝিবে?
কেবা জানে কি ছলে হরিবে?
যার ছলে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
রণসজ্জা করিবে হরণ,
এ নহে বিচিত্র কথা।

মদন। যাও,যদি থাকে সাধ,পাণ্ডব-শিবিরে।
ছি ছি, কুললাজ ভুলি আইলাম চলি;
শত্রু কবে সদয় কাহার?
বহে ধীর সমীরণ, প্রভাত নিকট।
নিজ হস্তে সাজায়ে পতিরে
পাঠাব সমরে;
বীরবালা বীরাঙ্গনা আমি।
স্বাহা। চল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন?
[প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। খুব জবর বাবা, সারারাত ঘুরে আচ্ছা ঘোড়া চুরি কল্লুম বটে; এ যে মাঠের ধারে এসে পড়লুম, ঐ যে পাণ্ডব শিবিরের ধ্বজা। প্রভাতেই কৃষ্ণনাম শুনে রাতকাণা হ'লেম বাবা; পায়ের দফা খতম, আচ্ছা জখম; এই যে চিকচিকিয়ে ঊষা দেখা দিয়েছেন। কই গো তোমরা কোথায়? আমা হ'তে ত আর হ'ল না। (ইতস্ততঃ দেখিয়া) তারা সট্‌কেছে, ভোরাই হাওয়া পেয়ে। ও বাবা, এ যে সাজ সাজ রব উঠলো, এ মাঠের ধারে আর কেন? বাম্‌নীর আঁচল ধরিগে।
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রবীরের শয়ন-কক্ষ
পালঙ্কোপরি প্রবীর নিদ্রিত
জনার প্রবেশ

জনা। উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও যাদুমণি!
প্রভাত রজনী,
আক্রমিতে পুরী
অগ্রসর পাণ্ডববাহিনী।
শুন ভৈরব কল্লোল—
নড়িছে পাণ্ডবচমূ;
ঘন ধূলা গগনমণ্ডলে।
বীরপদভরে
জলস্থল কাঁপে থরথরি,
রথের ঘর্ঘর নাদ জীমূত গর্জ্জন,
অস্ত্র-আভা ক্ষণপ্রভা সম খেলে।
বাহুবলে অরিদলে বিমুখ সত্বর,
সুসজ্জিত তব অনীকিনী,
শার্দ্দূল-বিক্রমে শত্রু কর আক্রমণ।
প্রবীর। বীরমাতা, শুনগো জননি,
লয়ে পদধূলি এখনি পশিব রণে।
কিন্তু মাতা, যাব একেশ্বর,
নিবারণ ক'র না কিঙ্করে;
কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে
হেরিলাম নিরুৎসাহ সবে,
হুতাশ সবার প্রাণে।
আমা হেতু ঘটেছে বিবাদ,
হারি জিনি একেশ্বর পশিব সমরে।
জনা। মহোল্লাসে গর্জ্জে শুন মাহিষ্মতী-সেনা
বীরমদে মত্ত জনে জনে,
শমন সমান সবে প্রবেশিবে রণে।
প্রবীর: ভেব না জননি,
একেশ্বর পশি রণে নাশিব পাণ্ডবে।
তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ,
মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।
ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি,
মার নাম কবচ আমার।
রহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে,
সাবধানে রাখুক নগর-দ্বার,
আশিস জননি, আসি বিনাশি' পাণ্ডবে।

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদন। মাগো, সদয়া অভয়া
রণসাজ দেছেন দাসীরে।
হের বর্ম্ম কিরীট কুণ্ডল
ধনু শর তরবারি,
অরি মুগ্ধ প্রভাবে যাহার;
কি ছার পাণ্ডব,
পরাভব এখনি হইবে,
সদয়া অভয়া, মাগো, কারে আর ডর?
জনা। মাগো নিস্তারকারিণি সুরতরঙ্গিনি,
কিঙ্করীরে রাখিলি কি পায়?
অস্ত্র দিয়ে ভুলে যেন থেক না জননি।
মদন। একমাত্র নিষেধ মা তাঁর,
যতদিন পাণ্ডব না ফিরে হস্তিনায়,
শয়নে ভোজনে রণসাজ ত্যজিতে নিষেধ।
জনা। বৎস, ভক্তিভাবে করহ প্রণাম
জাহ্নবীর রাজীব চরণে।
প্রবীর। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা মাতা,
তব পাদপদ্মে আমি প্রণমি জাহ্নবী!
দেব-কৃপা তোমার প্রসাদে,
তুমি মম ইষ্টদেবী।
মদন। সাধ মম সাজাইতে, দেহ অনুমতি।

মাঙ্গলিক সামগ্রী লইয়া সখিগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

বাহার—ঠুংরী

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আজ যাবে রণে,
(জিনবে সমর)
সুন্দরী রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা
ঘৃত মধু ফুলের মালা পতাকা ঐ গগনে,
(জিনবে সমর)
দেখ ঐ অনল জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে,
পূর্ণ ঘড়া দধির ছড়া ধানের গোছা শ্বেতবরণে।
(জিনবে সমর)

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। উপস্থিত শত্রুসৈন্য তোরণসমীপে।
প্রাণপণে বীরগণে
নিবারিতে নারে মহা চমূ।
গদাহাতে বীর একজন,
দীর্ঘকায়,
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট্,
রথ মারে রথোপরে তুলি,
মহাবলী দুর্দ্দ সমরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে শর অন্ধকার দিশা।
কোন্ বীরশ্রেষ্ঠ নাহি জানি,
কিরীটকুণ্ডলসুশোভিত,
ধনুক টঙ্কারে তার পর্ব্বত বিদরে,
মহানাদে গর্জ্জে তার ধ্বজ,
অনায়াসে পরাজিল দেব হুতাশনে।
দৈত্যসৈন্য যুঝে অগণন—
শিলাবৃক্ষ করে বরিষণ
যুঝিছে রাক্ষসসেনা।
কেবা যুবা নাহি জানি বীরের তনয়,
অস্ত্রে তার রুধির-তরঙ্গ বহে,
এতক্ষণ কি হয় না জানি।
প্রবীর। বিদায় জননি!
জনা। যাও পুত্র।
দেখ মা জাহ্নবী;
[প্রবীরের প্রস্থান।
চল যাই, প্রাসাদ উপরে হেরি রণ।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। ভরসার মধ্যে এই, পাণ্ডবেরাও হরি হরি ক'চ্ছে। দয়াময় হরি, এত ক'রে প্রাণপণে ডাকছে, কেন তাদের মুক্তিদানই কর না? দয়াময়, পাণ্ডবকুলেই চেপে থেক, যেমন চেপে থেকে দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলে খেয়েছ; এ ছোট মাহিষ্মতী পুরী, এর বাগে আর নজর-টজর দিও না ঠাকুর; এখন রাজার কি হয়! বামুনের ছেলে বাবা, বাণের ঠনঠনিতে ঘেঁষতে পারব না, তা হ'লে মধুর কৃষ্ণনাম ফলে যাবে! তা ফলে ফলুক, আমার ওপর দে ফলে যাক্, না হয় মোণ্ডা আর নাই খাব, রাজাটার না কিছু হয়। হরির নীচে যদি কেউ ঠাকুর থাকে ত, ঐ অগ্নি দেবতা। বাবা, কাল সকালে কল্পতরু হ'য়ে কি বর দিলেন, দেখতে না দেখতে পুরী একগাড় হবার যোগাড়। আহা, আমাদের রাজার কি বুদ্ধি, যার খাণ্ডব বন খেয়ে মন্দাগ্নি সারে, তাকে ঘরজামাই রাখে; আমার মত মোণ্ডাখোর লাখ বামুন একদিকে, আর হুতাশন একদিকে। বাবা! কে আঁকাড়া জোয়ান সেঁধুচ্ছে? কে তুমি গো, কে তুমি? বলি হন্ হন্ ক'রেই যে চলেছ? আরে দাঁড়িয়েই যাও না? তোমার সঙ্গে না রাত্তিরে আলাপ হয়েছিল?

প্রথম গঙ্গারক্ষকের প্রবেশ

১ রক্ষ। কি ঠাকুর, তুমি এখানে? চল দিনের বেলা খুঁজে দেখি যদি ঘোড়া পাওয়া যায়।

বিদু। ও কাজে আমি আর নেই সোণার চাঁদ! রেতে ঘুরে রাতকাণা হয়েছি আবার দিনে ঘুরে দিনকাণা হ'তে নারাজ; তোমার হাঁটুর বল থাকে ঘুরে দেখ; চোর হয় বটে বাবা, কিন্তু তোমার মতন নচ্ছার চোর ত আর দেখিনি, সমস্ত রাত মাঠে-ঘাটে হেঁটে হেঁটে তোমার আক্কেল হ'লো না, সে ঘোড়া আর পাওয়া যায়? সে দয়াময় হরির কৃপায় অন্তর্ধান হ'য়েছে! ঐ দিক্‌টে পানে অশ্বশালা আমার জানা ছিল, এখন কোথায় গেছে জানি না। তোমার সখ হয় ঘুরে দেখ; আমি তো আর যাচ্ছিনে!

১ রক্ষ। রাজমহিষী কোথায়?

বিদূ। কেন, অন্তঃপুরে।

১ রক্ষ। আমাকে তাঁর কাছে নে যেতে-পার?

বিদূ। কেন বল দেখি, পতিপুত্র যুদ্ধে গিয়েছে, মাগী হা হুতাশ ক'চ্ছে, এ দুষমন চেহারা নিয়ে গিয়ে কেন খাড়া ক'রব বল ত? কি, তোমার কথাটা কি ভাঙ্গ না? কাল রাত থেকে ত ফির্‌ছ, মতলবখানা কি?

১ রক্ষ। আমি রাজার মঙ্গলের জন্যে এসেছি।

বিদূ। কারুর মঙ্গল যে তোমার চোদ্দ-পুরুষে কখন ক'রেছে এ ত আমার বিশ্বাস হয় না। এ রাজ্যে চারিদিকে ত মঙ্গলের ধ্বনি উঠেছে, যা হবার তা পুরুষমহলে একদম হ'য়ে যাবে, এখন মাগীদের কি ঘরচাপা দেবে, না, গয়না কেড়ে নেবে?

১ রক্ষ। সত্যি ব্রাহ্মণ, আমি মঙ্গল-কামনায় এসেছি।

বিদূ। ভেঙ্গে না বল্লে, দাদা, আমি বুঝতে পাচ্ছি নি।

১ রক্ষ। শোন ব্রাহ্মণ, আমি গঙ্গাদেবীর কিঙ্কর।

বিদূ। হ'তে পারে, গঙ্গাযাত্রীর ঘাড়-মোচড়ান-গোছ চেহারা বটে, তা কার সন্ধানে গঙ্গালাভের জন্য আসা হ'য়েছে? রাণীরও কি দিন সংক্ষেপ নাকি? ওদিকে হরিনাম, এদিকে আপনাদের পদার্পণ, কারখানাটা কি ব'লতে পারেন? কি, বাস্তুবৃক্ষটি রাখবেন না, নাকি?

১ রক্ষ। ঠাকুর, পরিহাস রাখ।

বিদূ। পরিহাস আমার চোদ্দ পুরুষে জানে না।

১ রক্ষ। সর্ব্বনাশ হবে।

বিদূ। প্রত্যক্ষ দেখছি, আর যেটুকু সন্দেহ ছিল, মহাশয়ের শুভাগমনে তা বিনাশ হয়েছে।

১ রক্ষ। ঠাকুর, তুমি রাজ্ঞীকে গিয়ে বল, শঙ্কর বিরূপ, যুদ্ধে জয় হবে না! কি আশ্চর্য্য, আমরা অলক্ষিতে যথা ইচ্ছা যাই আসি, দেব-দেবের কি কোপ, কাল অশ্বশালা খুঁজে পেলেম না, আজ অন্তঃপুর খুঁজে পাচ্ছি নে: ঠাকুর, তুমি রাণীকে বলগে, ঘোড়া ফিরিয়ে দিন, যুদ্ধে জয় হবে না।

বিদূ। সে আমার কর্ম্ম নয়, ঐ ওদিকে অন্তঃপুর, যেতে ইচ্ছা হয়, যাও; তোমারও কর্ম্ম নয়, স্বয়ং গঙ্গা মা এসে বল্লে কি হয় জানি না; হরি ঘাড়ে চেপেছে, মাগী কি হিত কথা শোনে? চল নিয়ে যাই। পালাও কেন, পালাও কেন?

১ রক্ষ। আর পালাও কেন, দেখছ না শূল হাতে কে তেড়ে আস্‌ছে?

[পলায়ন।

বিদূ। কে বাবা, কাকেও ত দেখছিনে, দেখা না দেন, সে এক রকম ভাল, ওদের মতন আলো করা চেহারা কোন্ চণ্ডালের দেখবার সখ আছে? যাই একবার রাণীর কাছে, যদি সুবিধা বুঝি কথাটা পাড়ব, নইলে গুম্ খেয়ে চ'লে আসব আর কি; আহা! মাগী মুক্তিলাভ করে না গা? ভবের কাণ্ডারী হরি, বেছে লোক নাও না কেন?

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু, অনুশাল্ব

ভীম। বৃথা বীর্য্যবল, বিফল গৌরব,
পরাভব বালকের রণে!
হা কৃষ্ণ, এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর;
বাহুদ্বয় করিব ছেদন,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে।
বধিলাম হিড়িম্ব, কিম্মীর, বকে,
শত ভাই কীচক নিপাত ভুজবলে,
শত ভাই দুর্য্যোধন চূর্ণ গদা ঘায়—,
কেন হরি, নিবারিছ আর?
বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও বীরবর, হরে নাহি চাল';
যতক্ষণ মহাদেব বল না হরিবে,
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে।

ভীম। ধিক্ ধিক্
হা কৃষ্ণ, এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ!

বৃষকেতু। শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু,
কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধনুর্গুণে।
প্রাণপণে আক্রমণ করি
নারিলাম আঘাতিতে বীরে,
অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর-সমরে।

অনুশাল্ব। দানবীয় মায়া যত করিনু প্রকাশ,
হ'লো নাশ বালকের শরে,
তিন পুরে নাহি বীর প্রবীর সমান।

স্বচক্ষে দেখেছি
গুণহীন করিল গাণ্ডীব,
দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ
ছাড়ে বীর আঁখি পালটিতে।
কিরূপে সংগ্রাম-জয় হবে হৃষীকেশ?
ভীম। রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদী দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ,
কিন্তু এ হেন বিক্রম—
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান।
বল মোরে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত?
শ্রীকৃষ্ণ। যা কহিলে সত্য বীরবর,
প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন।
শূল করে শঙ্কর সহায় তার।
আগত যামিনী, লভ শিবিরে বিরাম,
আজি নিশার মতন
সন্ধি ক'রেছি স্থাপন;
কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে।
[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

প্রবীর

প্রবীর। আজিকার মত রণ হ'ল অবসান,
একি,
কোথা হ'তে যন্ত্রধ্বনি ওঠে সুমধুর!
মরি মরি,
বিদ্যুৎ-ঝলক-সম কে রমণী হেরি?
আহা,
রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল।
কে রমণী? কোথায় লুকাল?

বালক বালিকাবেশে কাম ও রতির প্রবেশ

উভয়ে। গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—দাদ্‌রা

ভালবাসি তাই বসি সেথায়,—
কাঁপিয়ে পাতা, ধীরে যেথা মলয় মারুত
ব'য়ে যায়।
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হ'য়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে,
ফোটে ফুল সৌরভের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢলে পড়ে কলির গায়।

প্রবীর। মরি মরি, কে এ দুটি বালক বালিকা।
কাম। ঘরে ঘরে খেলে বেড়াই আমরা দু'জনে,
নইলে এমন বাঁধাবাঁধি থাক্‌তো কেমনে?
আমি ফুল ছড়াই সবার গায়;—
রতি। মিনি সুতোর ডুরি
আমি বাঁধি সবার পায়।
কাম। আমার পুজো সবাই করে,
রতি। আদর আমার ঘরে ঘরে।
প্রবীর। তোমরা কি ঐ দিক থেকে আস্‌ছ?
কাম। হাঁ।
প্রবীর। ও দিকে একটি যুবতীকে যেতে
দেখেছ?
কাম। হাঁ।
প্রবীর। সে কোথায় গেল?
কাম। বাড়ী গেছে, তুমি যাবে?
নিয়ে যাই চল।
উভয়ে। গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—ঠুংরী

নাগরী গে'থে মালা যত্নে পরায় নাগরে
নইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে ক'রে?
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী-নাগর,
না হ'লে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখ্‌তে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর,
নইলে কি বয় মলয় বাতাস
কোকিল গায় কুহুস্বরে।
[উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ
প্রবীরের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মায়া-কানন

নায়িকা ও সখিগণ

প্রবীরের প্রবেশ

সখিগণ। গীত

বেহাগ-মিশ্র—খেম্‌টা

একে সই ছোটে মলয়-বায়—
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়।
দেখিস্ দেখিস্ সাম্‌লে থাকিস্
প্রাণ নিয়ে না যায়॥
চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন,
হ'য়েছে কেমন কেমন, তাই বলি
আয় চলে আয়।
কেন লো কাঁদবি শেষে, ফেল্‌বে ফাঁদে
মুচকে হেসে,
কে এলো কি ভাবে সই ছল্‌তে অবলায়॥

প্রবীর। কে সুন্দরি, ল'য়ে সহচরী
কেলি কর বন মাঝে?
প্রফুল্ল যৌবন,
বনে হেন না ফুটে কুসুম,
তুলনায় সম যেবা তব;
কিবা রাগ-রঞ্জিত বদনে
কৌমুদী আদরে খেলে!
মন্দ বায় অলকা উড়ায়,
জিনি' মণি অধর রক্তিম,
পদ্মমুখে—
নয়ন-খঞ্জন করিছে নর্ত্তন,
মাধুরী-লহরী দুলে ধায়,
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ।
ফিরে চাও সুহাসিনি!
দেহ পরিচয়,
রাজার তনয় আজি কিঙ্কর তোমার।

সখিগণ। গীত

শ্যামসিন্ধু—দাদ্‌রা

ভুলো না কথায় ভুলো না—
হেথা তো থাকা হ'ল না।
থাকলে হেথা ঠেকবে দায়ে ফিরে চল না॥
এসেছে ছল্‌বে ব'লে, শেষে কি ভাস্‌ব জলে?
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন টলে;
ওলো সরলা ললনা॥
দেখিস্ লো থাকিস সাবধানে,
আঁখিবাণ প্রাণে না হানে,
মনচোরারে ধরা কেন দেব বল না।
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না॥

প্রবীর। বিমোহিনী ছবি! দেবী কি মানবী?
ছাড় ছলা—দেহ পরিচয়।
হে রূপসি, তৃষিত পরাণ,
সুধাংশুহাসিনি, রাখ পায়!
নিতম্বিনী,
বিভোর হৃদয়, চিত্তহারা তোমা হেরি,
কামিনী কোমল-প্রাণা শুনেছি ললনা—
কঠিনা হ'য়ো না মম প্রতি।

নায়িকা। অমন ক'রে যারে তারে
ভুলাও বুঝি কথার ছলে,
বল হে চ'লে এলে
কোথায় কারে ভাসিয়ে জলে?
মর্জ্জেছি নাইক বাকী, হয়নি কি হে
মনের মত,
বল হে শেখালে কে,
এলো সোহাগ জান কত?
সরলা বনবালা, কেন জ্বালা বাড়াও এসে,
সখী মিলি করি কেলি,
কে জানে হায় মজ্‌ব শেষে।
যাও যাও, সেই ত যাবে,
কেন হেসে পরাও ফাঁসি,
আজকে বল ফুলের মত,
কাল সকালে ব'লবে বাসি।

প্রবীর। সুন্দরি, তোমায় মিনতি কচ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক'র না, আমায় যাতনা দিও না। আমি আর আমার নই—আমি তোমার; মুখ তুলে চাও, কথা কও। পায়ে প্রাণ রেখেছি, তুলে নাও!

নায়িকা। গীত

কানাড়া—দাদ্‌রা

ওলো সই, দেখ্‌লো কত প্রাণ।
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ।
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়
কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, মজিয়ে চ'লে যায়,
মন-মজানের মজ্‌লে কথায়, থাকে না লো মান।
যেমন আদর তেমনি অপমান॥

প্রবীর। সুলোচনা, হ'য়ো না কঠিনা,
দিও না বেদনা,
সহে না—বল না কত সয়?
মজায়ে মজিতে কর ভয়?
এই কি কোমলপ্রাণা নারীর বিচার?
হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,
প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন।

চন্দ্রাননি।
বদন তুলিয়ে, হেসে কথা ক'য়ে,
আশা দিয়ে জুড়াও তাপিত প্রাণ।
দেখ পরীক্ষিয়া,
দহে হিয়া, তব অযতনে।

নায়িকা। তুমি রাজার কুমার, যাও মেনে আর,
কাজ কি অত কথার ভাগে?
তুমি কি আমার হবে?
কাজ কি, থাকি মানে মানে।

প্রবীর। কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয়?
সাধ হয়,
বিদারি হৃদয় দেখাই তোমায়,
বুঝে কেন বুঝ না রূপসি!
কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা কার' নয় আর,
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব,
হৃদি-সিংহাসনে
যতনে তোমারে দিব স্থান।
যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার ধনি!
সুন্দরি, কেন লো বঞ্চনা কর?

নায়িকা। তুমি যে আমার হবে,
স্বপনে ওঠে না মনে।
জেনে শুনে মন মজেছে
মন ফিরাব আর কেমনে।
বিষ-মাখান নয়ন-বাণে জরজর হ'ল তনু।
মর্ম্মে নারী নয়ন-শরে তবে কেন করে ধনু?

ধনু ধরিতে গিয়া

একি হে কেমন রীতি
দিতে নার ধনুকখানি?
তুমি হে আমার যত, মনে মনে তা ত জানি।

প্রবীর। রিপুজয় যত দিন না হয় সুন্দরি,
নিষেধ ত্যজিতে শরাসন,
বীরসাজ ত্যজিতে লো মানা।
কালি অরি প্রেরি' হস্তিনায়,
ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিব তোর পায়।
বল ধনি, তুমি তো আমার হবে?

নায়িকা। হ'য়েছি, আর কি হ'ব?
দেখ বয়ে যায় যামিনী,
বুঝে ছল কর এত, বল, কত সয় কামিনী।
এস হে সাজাই তোমায়,
বীরসাজে আর কি কাজ এখন,—
বড় সাধ উঠেছে মনে,
যতনের ধন করব যতন।
মাত আজ প্রেম-সমরে,
সকালে কাল যেও রণে;
এস হে হৃদয়নিধি,
সাধের সাগর ভাসাই মনে।
আদরে সাজিয়ে বাসর,
সোহাগ তোমায় করব সাধে,
পেয়েছি আর কি ছাড়ি,
রাখব বেঁধে রসিক চাঁদে।

[সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—শ্মশান

সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্ত্তন

সখিগণ। গীত

সামন্ত-সারঙ্গ—খেমটা

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা প'রেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচলো তাথেই থেই,
হাড়ে হাড়ে তাল দেনা লো কাজ ত বাকী নেই,
আয় লো বসি মড়ার বুকে, চিতের ছাই আয় মাখি গায়।
হি হি হি হাসির ছটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয় লো যোগিনি রণরঙ্গিণি
নাড়ীর মালে মড়ার ছালে, আয় সজনি সাজাই কায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ

জনা ও নীলধ্বজের প্রবেশ

নীল। বল প্রিয়ে, কুমার কোথায়?
দমিয়ে দুর্দ্দম অরি রথীন্দ্র নন্দন
নামি' রথ হ'তে
পদব্রজে গেছে কোথা চ'লে!
এখনও কি আসে নাই তোমার নিকটে?
চারিদিকে দূতগণ করে অন্বেষণ,
সন্ধান না পায় কেহ।
কেহ বলে দেখিয়াছি বটবৃক্ষতলে,
কেহ বলে বনপথে গেছে চলে,
তত্ত্ব কিছু না হয় নির্ণয়।

তোমা ছেড়ে সে ত নাহি রয়,
যথা রয়, সন্ধ্যার সময়
তোমায় আমায় প্রণাম করিয়ে যায়।
কিছু ত বুঝিতে নারি,
বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে?
দেখ দ্বিপ্রহর উদয় হইল
তবু কেন গৃহে না আইল?
জনা। প্রাণেশ্বর! প্রাণ মম কাঁপে থর থর,
কোন মায়াবিনী ভুলালে বাছারে আজি!
মম দূত আসিয়াছে ফিরে,
তত্ত্ব নেছে শত্রুর শিবিরে,
নিরানন্দ অরিবৃন্দ করে হায় হায়,
নিরুৎসাহ পান্ডববাহিনী;
রণ অবসান,
তথাপি কটক নহে স্থির।
ম্রিয়মাণ রথিগণে যুক্তি করে সবে
কি উপায় হবে,
প্রাতে যবে কুমার পশিবে রণে!
বন্দী যদি করিতে পারিত
এতক্ষণ পুনঃ হানা দিত!
মম ঘটে বুদ্ধি না যুয়ায়,
হুতাশে নেহারি অন্ধকার;
গেছে কি সে জাহ্নবী পূজিতে?
না—না—সম্ভব ত নয়,
আমা বিনা সে কারে না জানে;
কার্য্যান্তরে রহি যদি, ভোজন-সময়,
অন্ন নাহি খায়,
'মা' বলে সঘনে ডাকে।
বধূরে রাখিয়ে একা আসে রজনীতে,
কত ভুলাইয়ে
বাছারে পাঠাই পুনঃ শয়ন-আগারে।
তবে কেন দুলাল আমার
'মা' বলে এলো না ঘরে?
নীল। পুনঃ যাই সভায়, মহিষি,
দেখি যদি তত্ত্ব ল'য়ে ফিরে থাকে কেহ।
জনা। দিনমানে দুরন্ত সমরে
ক্লান্ত বুঝি দূতগণে, —
জ্ঞান হয় যত্ন করি তত্ত্ব নাহি লয়।
আপনি চলহ রাজা পুত্র-অন্বেষণে।
বুঝি মনোমত হয় নাই কোন কথা,
তাই বাছা ব্যথা পেয়ে মনে
লুকায়ে রয়েছে অভিমানে।
ঘোরে ফেরে 'মা' ব'লে সে আসে,
কটু তায় কহিয়াছি কত,
তাই কি করেছে রোষ অঞ্চলের নিধি?
কি হলো, কুমার কোথা গেল!
চল রাজা, যাই দুই জনে—
ভ্রমি বনে বনে 'প্রবীর' বলিয়ে ডাকি;
শোনে যদি আমার বচন,
কদাচন রহিতে নারিবে,
'মা' ব'লে আসিবে ধেয়ে।
নীল। রাণি, বৃথা কোথা যাবে?
দেউটি লইয়ে করে ফিরে লক্ষ চর,
সতর্ক ঘুরিছে আসোয়ার,
চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন
করিয়াছে অন্বেষণ।
জনা। চল, রাজা, চল চল—যাই দুই জনে,
নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমান,
অভিমান কথায় কথায় তার!
নীল। স্থির হও রাজ্ঞি, আসি সভাতল হ'তে।
[প্রস্থান।

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদন। মাগো, কি হ'লো, কি হ'লো,
রণজয়ী প্রাণনাথ কেন না ফিরিল?
নিরবধি কেঁদে প্রাণ উঠিছে জননি,
চারিদিকে অমঙ্গল ধ্বনি,
রবি ভরে গুণমণি নাহি ঘরে।
ওই শোন,
মৃদু বোলে কাঁদে কে কোথায়!
জনা। সত্য,শুনি রোদনের ধ্বনি,
কুহকিনী কে এসেছে পুরে?
সত্য! মৃদু রোল প্রবীরের নাম স্মরি,
মিশাইল বোল,
ওই ক্ষীণ কণ্ঠ পুনঃ উঠে,
একি! ক্ষীণ স্বর উচ্চতর ক্রমে,
কার মায়া বুঝিতে না পারি!
যাও গৃহে, স্মর দেবতায়,
দেখি কে রাক্ষসী করে মায়া!
মদন। ওই মাগো ওই সেই রোল,
যেন জ্ঞান হয় কত জন আসে যায়,
এস গো জননি,
মৃদু কণ্ঠধ্বনি ওই দিকে।

অগ্নির প্রবেশ

অগ্নি। বীরমাতা, শুন গো জননি,
অমঙ্গল হেরি বড় পুরে।
কি জানি! কি মায়ার প্রভাবে
জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ আমার,
ধ্যানদৃষ্টি বদ্ধ অন্ধকারে,
কে জানে কে দেবত্ব হরিল
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব-সমান এবে আমি।

যাইতেছিলাম মাতা নগর-বাহিরে
কুমারের অন্বেষণে.
অকস্মাৎ ভৈরব-মূরতি
নিবারিল গতি.
হুম্ হুম্ শব্দ আচম্বিতে'
ঘোর রজনীতে
শুনিলাম নৃত্য থিয়া থিয়া,
হিহি হিহি হাস্যের ঝঙ্কার,
বিকট চীৎকার,
বিকট ভৈরব করতাল,
সভয় অন্তরে আসিয়াছি বার্ত্তা দিতে।
জ্ঞান হয় বিরূপ শঙ্কর,
তাই কৈলাসীয় বিকট কটক
নিশায় নগর-মাঝে!
দুর্গার অর্চ্চনা শীঘ্র কর, রাজরাণি!

জনা। দুর্গা কেবা? তারে নাহি জানি;
শুনি—মায়ের সতিনী.
কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর?
শঙ্করে নাহিক মম ডর।
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,
দুস্তরহারিণী-দুরিতবারিণী
সুরতরঙ্গিনী সদয়া দাসীর প্রতি।
নারায়ণ, ত্রিলোচন, ভবানী না গণি,
জানি মাত্র জাহ্নবী জননী; .
অমঙ্গল রহে কোথা মঙ্গলার বরে?

অগ্নি। অভেদ, ক'র না ভেদ, সতি!
জেনো, মাতা, ভাগীরথী পার্ব্বতী অভেদ।
বামদেব বাম,
ভাবিলে, মা, অন্তর শিহরে!
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী-মায়ায়!
বাক্য ধর, অনুরোধ রক্ষা কর মাতা।
শিবরাণী সদয়া না হ'লে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে,
ভীষণ ভৈরব-কোপে নিস্তার না পাবে।

জনা। ভাগীরথী পার্ব্বতী অভেদ যদি জান,
তবে কেন অন্য নাম আন?
নিশ্চয় দেবত্ব তব হরেছে ভৈরবে,
নহে কহ পতিতপাবনী
এক আত্মা ডাকিনীর সনে!
বিকল অন্তর মম কুমারে না হেরি,
উপদেশ-বাক্য এবে ধরিতে না পারি।
হিতকারী যদি তুমি, যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রবীর আমার।
নীরব নিশায়,
ধীরে যদি বায়ু ব'য়ে যায়,
আশঙ্কায় লোকে শোনে ভৈরব-নিনাদ।
যাও ত্বরা, কুমারে আনিয়া রাখ প্রাণ!
কিন্তু যদি ভয় চিতে ভৈরব-হুঙ্কারে,
যাও দ্রুত স্বাহার মন্দিরে।
অগ্রে করি গঙ্গা-পূজা,
পরে দেখিব কে ভৈরব-মূরতি
শূল হস্তে রোধে মোর গতি?
শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে,
দেখি কোথা হাম্ হুম্ রব,
তাথেই তাথেই নৃত্য ভৈরব-উৎসব।
ভূত প্রেত প্রেতিনীর নাহি ভয়,
যাব পুত্র-অন্বেষণে কে বিরোধী হবে?
আয় মাতা!

[মদনমঞ্জরী ও জনার প্রস্থান।

অগ্নি। একি, হরগৌরী-নিন্দা! এ পুরে ত আর থাকা হয় না। কিন্তু নারায়ণের নিষেধ, তিনি এ পুরে প্রবেশ না কল্লে আমি স্থানান্তরে যেতে পারব না!

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। দেব্‌তা, দেব্‌তা, কি ভাবছ? ছেলেটা কোথা বলে দাও না? এতদিন জামাই-আদরে খেলে, হ'লেই বা দেবতা, একটা উপকার কর না? শুনেছি তুমি অন্তর্যামী, ভূত ভবিষ্যৎ বল্‌তে পার, বল না ছেলেটা কোথায় আট্‌কা প'ড়ল?

অগ্নি। আজ আমার আর সে দেবশক্তি নাই।

বিদূ। তা থাক্‌বে কেন? একখানি খড়ের ঘর এনে সাম্‌নে ধরি, এক্ষুণি দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবে, ঘিয়ের মট্‌কিটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওজড় ক'রবে, কারুর কচি ছেলের কাঁথায় গিয়ে লাগ্‌বে, কারুর নতুন ঘর ক'রে দেবে। কেন অগ্নিদেব, যেখানে যে হোম করে, তা এখান থেকে বসে ঠাওর পাও, অম্‌নি দপ্ করে জ্বলে ওঠ!

অগ্নি। সত্য ব্রাহ্মণ, আমি ভৈরবী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি।

বিদূ। গা ছম্ ছম্ একা আমার নয়, তোমারও করে দেখতে পাই। আচ্ছা ঠাকুর, এটা বল্‌তে পার, থেকে থেকে কি হাঁক্ ডাক শুন্‌ছি? মুরলীবয়ান মুরলীনাদই কর্ত্তেন জান্‌তুম্, এমন যে বিকট আওয়াজ ছাড়তে পটু, তা আমার বাপের জন্মেও জান্‌তুম্ না;

বাবা, আঁধার রেতে পিলে চম্‌কে উঠে; কোথায় কে ক'চ্ছেন হুম্, কোথায় কে ক'চ্ছেন হাম্।

অগ্নি। আমার জ্ঞান হয় কৈলাসীয় মায়া!

বিদূ। আমি ভেবেছিলাম মোক্ষ দিতে বুঝি একলা হরি; তা নয়, আবার হরহরি! তা দেবদেবের বিনা আবাহনে এত কৃপা কেন? হরি না হয় অন্তর্যামী, ভোরে ডাক শুনে এসে পড়েছেন, এ'র দয়াটা কিসে ফুট্‌লো?

অগ্নি। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি দেব-দৃষ্টিহীন।

বিদূ। না, পুরী একগাড় ক'র্‌লে, ছাড়্‌লে না! দেব্‌তা, তুমি ত বল্‌ছ হরিহর কৃপা ক'চ্ছেন; তুমি একটু অকৃপা ক'রে আমায় ব'লে দাও না, ফুটে না বল, আঁচে ইসারায় জানিয়ে দাও না, ভয়ই করুক আর যাই করুক, আমি একবার ঘুরে ফিরে দেখি।

অগ্নি। আমি তো তোমায় ব'ল্‌ছি, আমার সাধ্যাতীত।

বিদূ। আর কেন ছক্কাব'জ্বী ঝাড়ছ? রসিকতা ত অনেক হ'লো! এই অ্যাদ্দিন যে জামাই আদরে খেলে, দেবতা হ'লেই কি সব ভুল্‌তে হয়? একা হরির দোষ দিলে কি হবে? দেবতার বাচ্ছা কেউ কম নয়, পুজো কল্লেই সর্ব্বনাশ! বাম্‌নীর ইতু ভাঁড়টি আগে টেনে ফেল্‌ছি, তবে আর কাজ।

[অগ্নির প্রস্থান।

পরিষ্কার চ'লে গেল, বেটাদের চোখে চামড়া নেই, তা পলক পড়্‌বে কি? হরকে শুনেছি দু'টো বেলপাতা দিলে ঠাণ্ডা হয়, মরি বাঁচি কাল সকালে দু'টো দেব। এখন হরির কি করি? সী পাতাও নেবে, জোড়া-মড়াও বা'র মোক্ষদাতা হরি হরের বাবা! গা-টা ম্ ছম্ কর্‌ছে, গায়ত্রী ত থান্‌কে থান্ বজায় রেখেছি, নষ্ট করিনি: দেখি যদি মনে পড়ে, একবার মনে মনে আওড়াই। একবারেই কি হয়? মোণ্ডার চোটে মা গায়ত্রী মাথায় উঠে বসে আছেন। আর দুষলেই ত হয় না, নেয়েই ক্ষিদে পায়। (গায়ত্রী জপ করিয়া) এই বার মনে প'ড়েছে। যেন ছম্‌ছমানীটে কতক গেল, জপ্‌তে জপ্‌তে দেখি ঘুরে, যদি কুমারের দেখা পাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাংক

পাণ্ডব শিবিরাভ্যন্তর

ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ

ভীম। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
এ দুর্ম্মদ অরি
কিরূপে বা বধিবে অর্জ্জুন?
দুষ্কর সমর দেখেছি বিস্তর,
বিশ্বজয়ী রথিবৃন্দে প্রবোধিছি রণে,
দেখেছ শ্রীহরি,
রক্ষ-অস্ত্র হেরি পলক পড়েনি মম,
কিন্তু,
বিস্ময় জন্মেছে, কৃষ্ণ, প্রবীরের রণে!
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শর চূর্ণ যে গদায়
অনায়াসে কাটিয়া পাড়িল।
সব্যসাচী অর্জ্জুনের করে
অস্ত্র ঝরে বরিষার বারি সম,
কিন্তু বাসুকি-হুংকার
কুমারের অস্ত্রের ঝংকার;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম
শর-শ্রেণী ভুবন ব্যাপিয়ে চলে!
এ রিপু, হে হৃষীকেশ, কেমনে নাশিব?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বৃকোদর!
সামান্য মানব এবে প্রবীর কুমার!
মাতৃবলে বলী, আজি মায়ে অবহেলি,
অংগনার করিয়াছে উপাসনা।
কুপিত শংকর হরেছেন বল তার,
ব্যথা দেছে মা'র মনে আজি।
হের শিব-দূত আসিছে শিবিরে।

রণ-সজ্জা লইয়া শিব-দূতের প্রবেশ

শিব-দূত। নমি পদে জনার্দ্দন ভুবন-পাবন!
ভুলেছে প্রবীর বীর নায়িকার ছলে।
ল'য়ে যোগিনী সঙ্গিনী,
মনোহর উপবন সৃজিল মোহিনী
ভীষণ শ্মশানভূমে।
কামদেব ছলিয়া তথায়
কুমারে লইয়া গেল;
কুহকিনী বিলোল নয়নে
হানিল কটাক্ষ-শর।
জরজর মদন-পীড়ায়
নায়িকায় সম্ভাষিল প্রেম-ভাষে।
রণ-সাজ মায়াবিনী মায়ায় হরিল,
মায়ানিদ্রা তখনি ঘেরিল,
নিদ্রাঘোরে অচেতন ভীষণ শ্মশানে।

শিবের আদেশে, ত্রিশূলে পরশে
হরিয়াছি বল তার।
ঝরে যার মা'র চক্ষে জল
শিব-বল থাকে কি তাহার?
ধর হে সারঙ্গ ধনু, লহ রণ সাজ
অর্পিলে কুমারে যাহা,
আদেশ' দাসেরে, যাই পূজিতে মহেশে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানায়ো প্রণাম মম মহেশের পায়,
নগেন্দ্র-নন্দিনী পদে শত নমস্কার!
কহিও ভৈরবদূত, অকৃতি এ সুত,
মনে যেন রাখেন জননী।

শিব-দূত। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য,
প্রণাম চরণে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বাহিনী সাজায়ে শীঘ্র চল বৃকোদর,
বেড় মাহিষ্মতী পুরী
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার,
আসে পাছে উন্মাদিনী পুত্র-অন্বেষণে।
মাতা পুত্রে দেখা হ'লে পড়িবে প্রমাদ,
মায়া-বল নায়িকার তখনি টুটিবে,
মাতৃ-দরশনে,
মাতৃ-ভক্তি উদয় হইবে পুনঃ।
ভক্তি-ভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর,
শমনের অধিকার না রহিবে আর—
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

প্রবীর

প্রবীর। এস এস কোথা আদারিণি!
একি, কোথা আমি!
কোথা সে বাসর!—এ যে প্রান্তর নেহারি,
সুন্দরী লুকাল কোথা?
একি ছল!

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ

অর্জ্জুন। বীর্য্যবান্ রথীশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে'
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে;
কীর্ত্তি-গান চিরদিন রহিবে ধরায়,
কৃষ্ণ-সনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ, দেহ বাজী ফিরে।

প্রবীর। রণসাধ অবসাদ যদি, ধনঞ্জয়,
চাহ যদি ফিরে দিব হয়;
কিন্তু, হে বিজয়! বুঝিতে না পারি
উপহাস কর কি আমার সনে?
ফাল্গুনী সমরক্লান্ত সম্ভব না হয়।

অর্জ্জুন। সত্য, নহি রণক্লান্ত; শুন বীরবর!
দেব-বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে।
আজি যুদ্ধে হবে পরাভব,
দেব-কৃপা অদ্য মম প্রতি।

প্রবীর। অশ্ব দিব ফিরাইয়া পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু!
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।

অর্জ্জুন। অবিলম্বে দেহ রণ, সাজ রথিবর!

প্রবীর। রণসাজ কোথায় আমার?
কুহকে আচ্ছন্ন আমি,
স্বপ্নসম সকলি হতেছে জ্ঞান।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব-মায়া বুঝ রথিবর!
বিরূপ শঙ্কর,
যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে।
ভাব মনে,
এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি,
ভেবে দেখ, রণ-সজ্জা কে হরিল তব?
নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে,
দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়!

প্রবীর। বুঝিয়াছি, চক্রি, চক্র সকলি তোমার।
ধিক্ ধিক্! মৃত্যু শ্রেয়ঃ, এ জীবনে ধিক্।
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায়—
আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে।
অস্ত্র ধনু হরিয়াছ, হরি,
ভাব কি হে তাহে মম হবে পরাজয়?
দেখিব, কেমনে তুমি রাখিবে অর্জ্জুনে,
শীঘ্র সাজি রণ-সাজে হইব উদয়।

অর্জ্জুন। ধনু, অস্ত্র, বর্ম্ম আদি দিতেছি তোমায়,
ইচ্ছা যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার,
লহ কপিধ্বজ রথ, সারথি নিপুণ,
অবিলম্বে সাজহ সংগ্রামে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বীর! যুদ্ধে কার্য্য কিবা?

প্রবীর। ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?
কহ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব কি হেতু তোমা পূজে,
কপটের শিরোমণি তুমি;
ছল মাত্র বল তব;
মধুর বচনে কহ, 'মাগ পরাভব।'
শুন ওহে যাদব-প্রধান! কহে শুনি,—

ধর্ম্মের স্থাপন হেতু তব অবতার;
এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান।
শুন, যদুবীর! রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম-অবতার,
তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে।
তব উপদেশে,
গুরুজনে কৌশলে বধিল পাণ্ডু-সুত।
জগদ্বন্ধু নারায়ণ, যদি হে কেশব,
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার?
মিষ্টভাবে উপদেশ দিতেছ আমায়,
ক্ষত্রধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন—
বিনাযুদ্ধে পরাজয় মাগি!
শ্রীকৃষ্ণ। রাখ, রাখ, রাজপুত্র, বচন আমার।
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী।
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর,
তোমা দোঁহে কেহ নহে উন।
সমরে সোসর, তুমি বীরবর,
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি' রণজয়
হয় দেহ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব হবে না কুমার!
প্রবীর। অনুরোধে ফিরাইব বাজী?
না, অনুরোধ না মানিব!
সম্মুখ সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার!
ব্যভিচারী, ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে
কামোন্মত্ত হইয়ে নিশায়।
গঙ্গায় করেছি অপমান,
জাহ্নবীর উপদেশ ঠেলি
ধনু-অস্ত্র অর্পিলাম বারাঙ্গনা-করে।
রণক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির ঢালিব।
কিন্তু যদি হয় রণজয়, সম্ভব এ নয়,
গৃহে আর ফিরে নাহি যাব;
বেশ্যাদাস কবে সবে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি তাহে করিব প্রবেশ।
হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিখেছিলে ভালে?
এস ধনঞ্জয়!
দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ,
দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর?
অর্জ্জুন। বাছি লও ধনু-অস্ত্র ইচ্ছামত তব,
কিম্বা বীর আইস শিবিরে
যত অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়,
যাহা রুচি তাহা তুমি করিও ধা[illegible]!
প্রবীর। দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও[illegible]র।
অর্জ্জুন। দুইখান রথ দূরে ক[illegible]র্শন,
যাহে ইচ্ছা তব, বীর, কর আরোহণ।
[অর্জ্জুন ও প্রবীরের প্রস্থান।
শ্রীকৃষ্ণ। এই উচ্চ শাখিচূড়ে কর আরোহণ,
দৃষ্ট হবে নগর তোমার।
সিংহনাদ শুনি ঘন ঘন,
আক্রমিছে বৃকোদর,
বল মোরে কোন্ যোধ বাদী?
বৃষকেতু। (বৃক্ষে আরোহণ করিয়া)
উত্তরে বিক্রম করে বৃকোদর-ঠাট,
সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী,
দৈত্য-সৈন্য ছোটে পূর্ব্বদ্বারে,
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ দুয়ারে।
ধ্বজা হেরি জ্ঞান হয় মনে,
আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান!
ওই শুন অস্ত্র-ঠন্‌ঠনি,
বেধেছে সমর ঘোর।
তমাচ্ছন্ন হেরি অস্ত্র-জালে,
উল্কাসম মহা-অস্ত্র চলে,
হানে কেবা কারে, নির্ণয় করিতে নারি।
হেরি একাকার,
শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সৈন্যের হুঙ্কার ঘোর।
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
মহাসৈন্য টলে,
যেন ঘোর রোলে সাগর তরঙ্গ দোলে।
বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকার,
আঁধার বাড়ায় তায়।
শ্রীকৃষ্ণ। সাবধানে দেখ বীরবর!
ভৈরবী রূপিণী রমণী কি লক্ষ্য হয়
অক্ষৌহিণী-মাঝে?
বিহ্বলা পুত্রের তরে আসে যদি রাণী,
শক্তি কার না হইবে বারিতে ভীষণা।
নিশ্চয় আসিছে ভীমা পুত্র-অন্বেষণে,
সে আসিলে অর্জ্জুনের নাহিক নিস্তার।
মহা তেজস্বিনী বামা জাহ্নবীর বরে।
বৃষকেতু। কই, লক্ষ্য নাহি হয় কিছু।
হের, হৃষীকেশ!
পাণ্ডব-গৌরব-রবি বুঝি অবসান।
দীপ্তিমান্ মহাঅস্ত্র ধরেছে কুমার।
অস্ত্র-তেজে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড নেহারি;

ওই শুন বাসুকি-হুঙ্কার,
অস্ত্র ধায় বধিতে অর্জ্জুনে!'
শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, বীর ধনঞ্জয় নিবারিল শর,
কুমার বিকল হের সব্যসাচী-বাণে।
বৃষকেতু। যমরূপী অস্ত্র দেখ জুড়িল কুমার;
শুন প্রভু, ভীষণ উঠিছে হাহাকার,
কালানল অস্ত্র-মুখে ঝরে,
গর্জ্জে বাণ ভৈরব-বিষাণ জিনি।
শ্রীকৃষ্ণ। শূন্যে হের, নন্দী
অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে,
অস্ত্র-তেজ মহাতেজে মিশাইল।
পুনঃ হের নগর-মাঝারে,
হের কোন রমণী-মূরতি?
উন্মাদিনী আসিবে নিশ্চয়।
বৃষকেতু। যদুবীর!
দারুণ ভীমের শরে অগ্নি ভঙ্গীয়ান,
সিংহনাদে যোঝে বীবর,
হেরি দূরে উন্মত্তের প্রায়
দুই জন ধাইছে তোরণ-মুখে,
নির্ণয় করিতে নারি পুরুষ কি নারী।
উল্কা প্রায় আসে দ্রুতবেগে,
নারী হেন হয় অনুমান।
স্তব্ধ সৈন্য অস্ত্র নাহি চালে।
কে ভীষণা, কহ দামোদর!
অন্য নারী কে বা তার সাথী?
শ্রীকৃষ্ণ। সংকট পড়িল আজি অর্জ্জুনে লইয়ে;
মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর,
শিব-বল ফিরিবে আবার।
কত দূরে নেহার—ভীষণা?

যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও প্রবীরের
পুনঃ প্রবেশ

অর্জ্জুন। বীরবর, ক্ষমা দেহ রণে।
করিয়াছ দুষ্কর সমর,
দেব-নরে অসম্ভব!
ক্লান্ত তুমি, বিশ্রাম লভহ,
বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে,
তবু কেন যাচিছ সমর?
প্রবীর। যুদ্ধ—যুদ্ধ, কর আক্রমণ।

যুদ্ধ ও পতন

অর্জ্জুন। হায়! মহাবীর হইল নিপাত,
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়-কার্য্য, বধিলাম শিশু;
বীরকুলক্ষয়-হেতু জনম আমার।

বৃষকেতু। ওই আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে,
সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী।
পালায় পাণ্ডব-সৈন্য ডরে।
শ্রীকৃষ্ণ। শীঘ্র নাম তরু হতে,
চল পলাইয়ে।

বৃষকেতুর বৃক্ষ হইতে অবতরণ

অর্জ্জুন। হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায়?
আহা বীরশ্রেষ্ঠ রথীন্দ্র প্রবীর!
শ্রীকৃষ্ণ। খেদ কর শিবিরে যাইয়া,
আসে জনা উন্মাদিনী,
পুত্রবধ করেছ কৌশলে,
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণে;
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল।
[প্রবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
প্রবীর। হে শঙ্কর! এতদিনে
দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে?
ভোলানাথ! ভুলে ছিলে কত দিন?
মৃত্যু

জনার প্রবেশ

জনা। ওই—ওই—ওই যে কুমার,
বাপধন, পড়েছ সংগ্রামে,
তাই যাদুমণি, এস নাই মার কাছে?
হা পুত্র, হা প্রবীর আমার!

মদনমঞ্জরীব প্রবেশ

আরে অভাগিনী
দেখ্ রে কুমার কি দশায়?
মদন। হা প্রাণেশ্বর! (মূর্চ্ছা)
জনা। মমতা, এস না বক্ষে মম!
জ্বল, জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে!
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,—
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে!
বীর-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা,
'পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো।'

শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর, খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরীরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট,—
হিংসা-তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও, দিনকর!
উঠ রে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে,
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্য্যাতন
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে।
জ্বল রে সন্তাপ হৃদে, জ্বল রে দ্বিগুণ,
জ্বালা জুড়াইবে জনা শত্রুর শোণিতে।
হা পুত্র, হা স্বর্ণগিরিচূড়া!
যাই, যাই বৈরী-নির্য্যাতনে।
দেখে যাই শেষ দেখা;
আহা বাপধন,
পলক পোড়ো না চোখে—নেহারি বাছারে।

মদন। (মূর্চ্ছান্তে) আহা,
প্রাণনাথ, ভুলে আছ দাসীরে কেমনে?
ওঠ ওঠ, প্রাণনাথ, ঘুমায়ো না আর,
ফিরে চাও, মুছাও নয়ন-বারি
পতি-সোহাগিনী, পতি-কাঙ্গালিনী,
হের অভাগিনী তব পদতলে।
গর্জ্জে অরি শুন বীরবর,
সাজহ সত্বর,
কাতরে স্বপক্ষসেনা ডাকিছে তোমায়!
ওঠ, বীরমণি—
ফাল্গুনীর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব কর ত্বরা।
কিবা অভিমানে ধরাসনে করেছ শয়ন?
কথা কও, প্রাণ রাখ অভাগীর!
আরে প্রাণ পাষাণগঠিত,
প্রাণনাথ গেছে চ'লে, আছ কার তরে?
কি হ'লো, মা, কি হ'লো আমার!

জনা। কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে, শোক কর, বালা,
শোক নাহি জনার হৃদয়ে।
অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম,
আঁখি জলে কর, মা, শীতল!
নাহি বারি জনার নয়নে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়,
বুঝি মর্ম্মস্থান জ্বলে,
কর তায় ধারা বরিষণ,
কাঁদ কাঁদ, বালা, পতি তোর ধরাতলে;
রুধির-তৃষায় জ্বলে জনার অন্তর।

মদন। আজি এ শ্মশান পুনঃ বাসর আমার!
বিবাহের দিনে
পতি-প্রদক্ষিণ ক'রেছিনু সাতবার,
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে
পদে করি নমস্কার।
কর রে মঙ্গলধ্বনি শকুনি গৃধিনী,
চিতাভস্ম ছড়াও পবন,
মাঙ্গলিক ফুল-সম।
শিবাগণে কর রে আনন্দধ্বনি।
হৃদয়রঞ্জন, নারীর জীবন,
রমণীর শিরোমণি, কর হে সোহাগ।
প্রাণপতি! কাঁদে সতী,
সোহাগে কর হে সাথী;
যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মম!

প্রবীরের পদতলে পতন ও মৃত্যু

জনা। গুণবতি! ঘুমাও পতির কোলে!
জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে;
শুন শুন, ভীষণ শ্মশানভূমি!
শুন, সমীরণ!
শুন প্রেত দানা ডাকিনী হাঁকিনী!
ফের যারা এ নির্ম্মমস্থলে!
শুন রবি গগনমণ্ডলে!
জলে স্থলে অনিলে অনলে
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী!
শুন, শুন, প্রতিজ্ঞা আমার,—
মহেশ্বর চক্রধর, দণ্ডধর কিবা
বজ্র-হাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর,
সবে মিলি হয় যদি অর্জ্জুন-সহায়,—
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে রোষানল মম
প্রবেশিবে দহিতে অর্জ্জুনে।
পুত্রশোকাতুরা মাতৃকোপানলে,
দেখি পরিত্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে।
যাই, যাই,
পুত্রহা অরাতি আছে জীবিত এখনো!
[প্রস্থান।

বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী,
হাঁকিনী প্রভৃতির প্রবেশ

গীত

আনন্দভৈরব—ত্রিতালী

ভৈরব। ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর,
গঙ্গাধর হর শ্মশানবিহারী।
ভৈরবী। ঘোরা দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী
উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী॥

ভৈরব। বিষাণগৰ্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
ভৈরবী। অট্ট অট্ট হাসি প্রলয়প্রকাশি,
জয় চামুণ্ডে.
ভৈরব। সংহারকারী॥
মাতে ভৈরব ভৈরবরঙ্গে,
ভৈরবী। প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
রুধিরদশনা,
ভৈরব। জয় পিনাকধারী।
বব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল,
ভৈরবী। করাল কুন্তল আকুল দল দল;
জয় ফণিকুণ্ডলা,
ভৈরব। জয় ফণিহারী॥

ভৈরব। গঙ্গাজলে দুই দেহ করিয়ে অর্পণ,
কার্য্য সাঙ্গ চল যাই কৈলাশ সদন।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতু

বৃষকেতু। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
পদানত অরি,
তবে কেন বিষণ্ণ তোমারে হেরি?
অগ্নিদেব-অনুরোধে ক্ষান্ত আছে রণ,
নহে এতক্ষণ
রাজধানী হ'তো অধিকার।
মনে হয়, নিশ্চয় ফিরায়ে দিবে হয়;
আর এক হ'তেছে বিস্ময়,
কৃপাময়, কে বুঝে তোমার মায়া!
পুত্রশোকাতুরা জনারে হেরিয়ে
ডরে কেন পলাইয়ে এলে হরি?
অগণন রণে
কত মাতা অপুত্র হ'য়েছে,
ক্ষত্রসুতা নহে কেবা পুত্র শোকাতুরা?
জগন্নাথ, অকস্মাৎ জনারে হেরিয়ে
সভয় হইলে কি কারণ?
পুত্রশোকে গালি পাড়ে নারী,
কত-শত দেয় অভিশাপ,
অমঙ্গল ফলিলে তাহায়,
এতদিনে পাণ্ডুকুল হইত নির্ম্মূল।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বীর, নহে জনা সামান্যা রমণী,
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী!
ভোগ-লালসায় এসেছে ধরায়,
কাল পূর্ণ—মিশাবে জাহ্নবী-জলে।
মিলি মোরা তিন জন,
পুত্রে তার করিয়াছি কৌশলে নিধন;
বেজেছে বেদনা তায় গঙ্গার-হৃদয়ে।
ভাতিছে জনার চক্ষে জাহ্নবীর রোষ,
হর-কোপানলে যদি থাকে হে নিস্তার,
জাহ্নবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার।
বৃষকেতু। এ ঘোর বিপদে কহ, বিপদভঞ্জন,
ধনঞ্জয়ে কি উপায়ে রাখিবে, মাধব?
শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র উপায় ইহার,
তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল,
কষ্টে সাধ্য হয় তায় পার্থের উদ্ধার।
এক অংশ লইবারে পারি,
অধিক শকতি নাহি মম।
অন্য অংশ করিতে গ্রহণ,
যদি কেহ থাকে মহাজন,
তবে রক্ষা হয় কিরীটীর;
কিন্তু কোথা কেবা শক্তিমান্
সে অনল পরের কারণ
কেবা করিবে ধারণ?
বৃষকেতু। নারায়ণ, তব পদে আছে যার মন,
অসাধ্য সাধন
অনায়াসে করিবারে পারে।
হে শ্রীপতি, তব পদে থাকে যদি মতি,
জাহ্নবীর রোষানল করিব গ্রহণ।
যে হয় সে হয়, করহ উপায়,
যাহে এক অংশ আসে মম 'পরে।
শ্রীকৃষ্ণ। একি কথা কহ, বীরমণি?
তুমি পাণ্ডবের নয়নের মণি,
অমঙ্গল যদি তায় হয়,
কি কবেন ধর্ম্মরাজ শুনি?
কি জানি, যদ্যপি শক্তি নাহি হয় তব
ধরিতে সে দুরন্ত অনল!
আমি, ধনঞ্জয়, আর দেব দিগম্বর,
পারি মাত্র এক অংশ করিতে গ্রহণ;
জাহ্নবীর কোপানল বিশ্ববিনাশিনী।
বৃষকেতু। হে শ্রীপতি, শ্রীচরণে ধরি',
'ভক্তি' ভিক্ষা করিল কিঙ্কর।
ভক্ত বলি আশ্বাসিলে দাসে পীতাম্বর,
তব বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
হরিভক্ত হ'য়েছি নিশ্চয়।

কিবা শক্তি নাহি ধরে কৃষ্ণ-ভক্তজন?
চক্রধারি, নাহি ডরি রোষানল।
ওহে সারাৎসার,
উচ্চ কার্য্যে দেহ অধিকার,
রোষাগ্নির অংশী মোরে কর, নারায়ণ।
যদি ভস্ম হই সে রোষ-অনলে,
হাসিবেন পিতৃদেব মিহিরমণ্ডলে
তুষ্ট হ'য়ে মম প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি—ধন্য আত্মত্যাগ!
এই মহাপুণ্যফলে,
পাইবে নিস্তার রোষানলে;
তুমি, আমি, ধনঞ্জয়—অংশী এ রোষের।
শুন রথী, যেই হেতু রোষাগ্নি দুর্ম্মদ,
মাতৃপূজা-প্রতিবাদী মোরা তিনজন·
মাতৃপূজা করে যেই জন,
যেবা তায় হয় বিঘ্নকারী,
রুষ্টা জগন্মাতা দিগম্বরী তার প্রতি।
কুপিতা ভৈরবী এবে অর্জ্জুনের পরে,
অবশ্য হইবে তার শমন দর্শন।
কিন্তু পুত্রস্নেহ মম প্রতি,
কৃষ্ণমাতা নাম, মম ভক্ত জানি—
নিস্তারিণী রাখিবেন পায়।
ভেব না হুতাশ,
ভূমণ্ডলে পাণ্ডবের নাহিক বিনাশ,
ব্যাস-বাক্য হবে না লঙ্ঘন,
দেবীর প্রসাদে,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী দাসে,
অবাধে এ রোষানল এড়াবে অর্জ্জুন।
সংগোপনে রেখো কথা,
স্মরিয়ে শঙ্করী আশীর্ব্বাদ করি,
অকল্যাণ হবে না তোমার।
বৃষকেতু। বন্ধু যার শ্রীমধুসূদন
নাহি ডর তার তরে।
ও পদপঙ্কজ স্মরি
প্রাণের আশঙ্কা নাহি করি;
কিন্তু
আকুল অন্তর মম, হে ব্রজবিহারি,
তুমি অংশ করিবে গ্রহণ!
কল্পতরু তুমি ভগবান,
কিঙ্করের পুরাও বাসনা,
বনমালি, মাগি বর—ওহে বংশীধর,
তব অংশ দেহ এ দাসেরে।
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে,
এ পতঙ্গ রোষাগ্নিতে যদি যায় জ্বলে,
কমলাক্ষ! তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে।
তুমি ব্যথা পাবে,
এ যাতনা সহিতে নারিব!
রাঙ্গা পায় জানায় কিঙ্কর,
ব্রজেশ্বর, ক'র না বঞ্চনা।
শ্রীকৃষ্ণ। শুনিলে বীরেন্দ্র তুমি,
বিপদবারিণী কৃপাময়ী মম প্রতি;
সে রোষ না স্পর্শিবে আমায়,
দেখ না প্রমাণ,
যদুকুল হ'লো কি নির্ম্মূল
গান্ধারীর অভিশাপে?
যদুবংশ-বৃদ্ধি দিন দিন।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। নমি দানবারি,
ভয়ঙ্করী কোথা হ'তে আসিয়াছে নারী,
এলোকেশী আরক্তনয়না,
অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নারে;
ফেরে শিবিরে শিবিরে,
কেবা জানে কি ভাবে ভীষণা;
কারে করে অন্বেষণ।
করালিনী কাল ভুজঙ্গিনী
শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে, কাঁপে ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ভীষণ,
অনীকিনী আতঙ্কে কম্পিত।
অদ্ভুত কাহিনী শুন, যদুমণি,
যেন শিবির খুঁজিয়ে,
ক্লান্ত হ'য়ে, চামুণ্ডারূপিণী
বসিল অশ্বত্থ-তরুমূলে—
আচম্বিতে উঠিল গর্জ্জিয়ে,
'অর্জ্জুন' বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস,
শুকা'ল প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস-অনলে!
উন্মাদিনী উঠিল আবার,
থেকে থেকে করে বামা ভীষণ চীৎকার
বড় ভাগ্যে ধনঞ্জয় নাহিক শিবিরে;
অনলদেবের সনে গেছেন নগরে,
নীলধ্বজ রাজার আলয়।
নহে,—
নিশ্চয়, মঙ্গলময়, অনর্থ ঘটিত।
শ্রীকৃষ্ণ। যাও, দূত, সাবধানে!
কেহ কিছু না বলে বামারে,
নাহি ভয়, চ'লে যাবে নিজ স্থানে।
[দূতের প্রস্থান।
বুঝেছ কি, কেবা সে ভীষণা?
পুত্রশোকাতুরা জনা।

যে নিঃশ্বাসে অশ্বত্থ শুকা'ল
ভস্ম তায় হইত অর্জ্জুন।
বৃক্ষ-রূপে আমি তাহা ক'রেছি গ্রহণ,
বিষহীন ভুজঙ্গিনী জনা এবে।

বৃষকেতু। হে প্রভু, হে নিরঞ্জন, ব্রহ্মসনাতন,
কত সহ ভক্তের কারণ!
পাপ-তাপ-ভার বহি নরদেহ ধরি
ধরায় ভ্রমিছ নারায়ণ,
করুণার তুলনা কি হয়,
সাগরের সাগর উপমা।
অজ্ঞ দাসে কহ, বিশ্বরূপ,
বৃক্ষদেহে সহিতেছ যেই রোষানল,
কিসে সে শীতল হবে?
সাধ হয় হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে
লেপি, প্রভু, অশ্বত্থের গায়,
যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জ্বালা।
কহ, নাথ, জীবিত কি হবে বৃক্ষ পুনঃ?
নহে হরি,
রহিল দারুণ শেল কিংকরের বুকে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমা সম ভক্ত মম বিরল ভুবনে,
ক্ষুব্ধচিত্ত না হও, ধীমান্।
বাড়াতে ভক্তের মান তাপ সহি আমি,
ভক্তের প্রসাদে সেই তাপ যায় দূরে।
এই রাজ্যে বৈসে এক মহাভক্ত দ্বিজ,
স্পর্শে তার তাপ দূরে যাবে,
নবীন পল্লব পুনঃ অশ্বত্থ ধরিবে।

বৃষকেতু। হেন ভক্ত কেবা দয়াময়,
পদে তাঁর কোটি নমস্কার!

শ্রীকৃষ্ণ। অতীব সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ-কুমার,
বিশ্বাস তাহার,
জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম,
পলকে গোলোকধামে অন্তে পায় স্থান।
হস্তিনায় ল'য়ে যাব দ্বিজোত্তমে;
চল যাই, ব্যাকুল বাহিনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদূষকের বাটীর সম্মুখ

ইতুভাঁড় লইয়া বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। এই যে, দিব্বি দূর্ব্ব ঘাসগুলি গজিয়েছে, বেশ ঘরে পূজো খাচ্ছ, না? তা চল, আমা হ'তে যদি ঠাকুর-কুল নির্ম্মূল হয়, তা আমি ছাড়ছি না। একগণ্ডা ইতু ব'সেছেন ঘরে। আমি বুঝে নিয়েছি ঠাকুরের ছোট বড় নেই, সর্ব্বনাশ করতে কেউ কসুর করে না।

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

ব্রাহ্মণী। তবে রে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, তুমি আমাব ইতুভাঁড় চুরি করে পালাচ্ছ?

বিদূ। আরে ক্ষেপী, বুঝিস্‌নে? পুকুর-ধারে ভালো ক'রে পূজো কর্ত্তে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। পুকুরধারে পূজো কি?

বিদূ। তবে আর সমস্ত রাত কি কচ্ছিলুম্? নোড়ানুড়ি বটতলায় অশ্বত্থতলায় যা যেখানে ছিল সব একত্তরে জড় ক'রেছি, তোর এই ইতুভাঁড়গুলি বাকী; দুকাঁড়ি নোড়া-নুড়ি সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পূজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ নয়। আচ্ছা, থাকুন দীঘির জলে ঠাণ্ডা হ'য়ে।

ব্রাহ্মণী। এ মিন্‌সে ক্ষেপেছে।

বিদূ। মিন্‌সে ক্ষেপেনি, রাজ্যি শুদ্ধ ক্ষেপেছে। কেউ বল্‌ছেন 'মা কি করলেন,' কেউ বল্‌ছেন 'বাবা রক্ষা কর,' কেউ বল্‌ছেন, 'বিপদভঞ্জন'—দূর হোক, সকালবেলা আর ও নামটা করব না। ওরে আবাগের বেটা-বেটীরে, বাবা মা কাণের মাথা খেয়ে শুয়ে আছে, জেগে আছেন কেবল দামোদর, তা যা কর্‌বার তা ক'রে যাবেন।

ব্রাহ্মণী। দাও—দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। আরে আয় না, পুকুরধারে এক এক ক'রে ঝারায় বসাই গে।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি ব'লছ?

বিদূ। তুমি কি বল্‌ছ?

ব্রাহ্মণী। ইতুভাঁড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

বিদূ। এই যে ছত্রিশ বার বল্লুম।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি জলে ফেল্‌তে যাচ্ছ নাকি?

বিদূ। এম্‌নি ত বাসনা, তবে ইতু ঠাকুরের মনে কি আছে জানিনে।

ব্রাহ্মণী। ওমা, কি সর্ব্বনাশ। তোমার এমন বুদ্ধি ঘট্‌লো কেন?

বিদূ। দু'দিন বাঁচব ব'লে—আর কি। তোমার মাথায় সিঁদুর থাক্‌বে, খাড়ু খস্‌বে না, নৈলে এই যে দেখছ দূর্ব্ব ঘাস, ইতু ঠাকুরের বরে হাড়ে হাড়ে গজাবে! ও'রা কেউ শুধু পূজো খান না।

ব্রাহ্মণী। না, দাও—আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। কেন পেড়াপীড়ি কচ্ছিস? দেখবি আয় না, ইতু ঠাকুর বড় বড় ক'রে তোকে বর দিয়ে যাবে এখন।

ব্রাহ্মণী। ওমা, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঠাকুর দেবতা মান না?

বিদূ। মানিনে ত নিয়ে যাচ্ছি কেন? পৈতে ছুঁয়ে ব'লছি, খুব মানি। তবে যে কখনও কারুর ভালো করেন এই কথাটি মানিনে। ছাড়, নে তোর ইতুভাঁড়। ঐ রাজবাড়ী থেকে না বদ্দি যাচ্ছে? ও বৈদ্যরাজ, ও বৈদ্যরাজ, বলি হন্ হন্ ক'রেই চলেছ যে?

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

বৈদ্যের প্রবেশ

বৈদ্য। কি ঠাকুর, রাজবাটী থেকে চ'লে এলে কখন?

বিদূ। মশায় যখন নাড়ী টিপে মাথা চাল্‌ছেন। আপনি চলে এলেন যে?

বৈদ্য। একটা ঔষধ প্রস্তুত ক'র্‌ব ভাবছি।

বিদূ। কেমন দেখ্‌লেন?

বৈদ্য। দেখলাম্ বড় সঙ্কট, আরোগ্য হ'লেও হ'তে পারেন, আর না হ'লেও হতে পারেন।

বিদূ। আমিও বেশ বুঝ্‌লেম।

বৈদ্য। কি বুপ—কি রুপ?

বিদূ। মশায়ও এখন বজ্রাঘাতে মর্‌লেও ম'রতে পারেন, আর বেঁচে গেলেও যেতে পারেন।

বৈদ্য। দেখুন হয়েছে কি—একে বৃদ্ধ শরীর, তায় অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ, তায় পুত্র-শোকে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন—

বিদূ। এগুলি আমি জানি, এগুলি শুনতে মশায়কে ক্লেশ দিতেম্ না; জিজ্ঞাসা করি, কিছু উপায় আছে কি?

বৈদ্য। উপায় কষ্টসাধ্য, আপনি যান, আপনি দেখেছি উত্তম শুশ্রূষা করেন।

বিদূ। আমি থাক্‌তেম্,—মশাই ঠোঁট তুব্‌ড়ে মাথা চাল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন, সত্যি বল্‌তে কি, দেখে যেন যমদূত জ্ঞান হ'ল; ভাবলেম উনি ততক্ষণ নাড়ী টিপুন আমি একটা মাঙ্গলিক কাজ ক'রে আসি।

বৈদ্য। হাঁ উচিত।—নারায়ণকে তুলসী দেবেন?

বিদূ। তোমার সাত ব্যাটার কল্যাণে দেব।

বৈদ্য। কেন ঠাকুর, তুলসীই তো ব্যবস্থা।

বিদূ। ব্যবস্থা তো বটে, ভাল শালগ্রাম এখন কোথা পাই? আপনার বাড়ী আছে কি?

বৈদ্য। হাঁ, উত্তম শালগ্রাম—গিরিধারী।

বিদূ। তা দেবেন চলুন, আমি ঝারায় বসিয়ে তুলসী দেব। (স্বগত) যেমন নর-বংশ নাশ ক'চ্ছ, তোমার নুড়ির বংশ নাশ ক'রতে আমি ছাড়ব না। যেখানে যা পাব—হাতাব, আর দীঘি-সই ক'র্‌ব। তোমার নুড়ির ঝাড়কে গেড়ে তারপর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি; ওঁরা ডাঙ্গায় থাক্‌তে রাজার বড় ভাল বুঝি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি ও পারিষদগণ

নীল। হা প্রবীর, হা রথীন্দ্র, হা বংশধর, আমায় অসহায় ফেলে কোথায় গেলে? শত্রু নগরদ্বারে, এখনও কেন বীর-সাজে সেজে আস্‌ছ না? বাপ্ রে, তোমার অভাগা পিতা মরে, দেখে যাও।

মন্ত্রী। হায় হায়, কি উপায় হবে, মহারাজের এই দশা, রাজ্ঞী উন্মত্তা; দেব, বলতে পারেন্, রাজ্ঞীর এখন কি দশা?

অগ্নি। তিনি আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, স্বাহা তাঁ. নিকট আছে। মহারাজ, শোকের সময় নয়, শত্রু গৃহদ্বারে, রথীন্দ্র কুমার হত, প্রজারা রোদন করছে, তাদের দশা কি হবে ভাবুন।

নীল। চল, আমি একবার কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন ক'রব; আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত ক'ল্লেন? অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব যে, কুসুম-সুকুমার কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে তাঁর মনে ব্যথা লাগ্‌ল না? কি হ'লো, আমার দুলাল কোথা গেল?

মন্ত্রী। হায় হায়, এ কি শোকের সময়।

নীল। ওহো ধনঞ্জয়, পুত্রশোক কি, তা ত তুমি জান! জেনে শুনে এ ব্যথা আমায় দিলে? তুমি কি জান না যে তোমার তূণে এমন অস্ত্র

নাই.যার পুত্র-শোকের তুল্য ব্যথা লাগে? কি দারুণ শেলাঘাত! জীবনথাক্‌তে কি ভুল্‌তে পার্‌ব? হা প্রবীর, হা প্রবীর!

অগ্নি। মহারাজ, স্থির হোন, শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট সন্ধির নিমিত্ত দূত পাঠিয়েছেন. তাঁর একান্ত অনুরোধ, পাণ্ডবের সহিত আপনি সদ্ভাব করেন। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, আর যুদ্ধে প্রাণিক্ষয় প্রয়োজন নাই।

নীল। কি হ'য়েছে? কই আমার ত মৃত্যু হয় নি। আমি ত এখন' জীবিত আছি, প্রবীর ম'রেছে, আমি মরিনি; কোথায় যাব, কোথায় এ প্রাণের জ্বালা জুড়ব? শুনেছি, মধুসূদন-নামে বিপদ থাকে না. তবে কেন তাঁর আগমনে আমি এই বিপদসাগরে পড়লেম্? ওহো, এ দারুণ জ্বালা আমি কি ক'রে ভুল্‌ব?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ-আদেশের নিমিত্ত দূত অপেক্ষা কচ্ছে।

নীল। চল, যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিষ্মতী পুরী আজ ধ্বংশ হোক্. আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিবেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস কচ্ছ? আমার প্রবীর নাই. কুমার আমার নাই. দাও ধনু-অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধে যাই।

অগ্নি। মহারাজ. জেনে শুনে প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দেবেন না; প্রজারক্ষা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সমবানলে তাদের ডালি দেবেন না। পাণ্ডব অজেয়. আপনাকে বার বার বলেছি।

নীল। যাব, আমি একা পাণ্ডব-শিবিরে যাব। প্রজারা কুশলে থাকুক। যেখানে আমার প্রবীর, সেইখানে যাব. রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব. আহা. কুমার কোথায় গেল? মন্ত্রি. আমার পুত্র-হন্তা কোথায়. দেখ্‌ব।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। মন্ত্রিবর. স্বয়ং অর্জ্জুন রাজপুরে উপস্থিত, রাজদর্শন ইচ্ছা ক'চ্ছেন।

নীল। অর্জ্জুন'—সমাদরে নিয়ে এস।

।দূতের প্রস্থান।

প্রবীরকে বধ করেছেন, আমায় বধ করুন। একবার জিজ্ঞাসা ক'রব, কেমন করে পাষাণ প্রাণে বাছার গায়ে অস্ত্রাঘাত কল্লেন!

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। মহারাজ, অতিথি এ পুরে।
তুমি ধার্ম্মিক সুধীর,
অতিথির অসম্মান ক'র না ধীমান্!
মাগি হে যজ্ঞের হয়,
ভিক্ষা মোরে দেহ. মহাশয়,—
নহে অতিথি ফিরিয়ে যাবে।
হ'লো যুদ্ধ সমানে সমান,
রহিল সম্মান,
সখ্যভাবে আলিঙ্গন কর, মহারাজ!
পাণ্ডব সখ্যতা যাচে, হ'ও না বিরূপ।
অকারণ হইয়াছে বহু প্রাণনাশ,
মহেষ্বাস, ক্ষান্ত দেহ রণে।

নীল। হে রথীন্দ্র. কাঁদে প্রাণ.
তাই কথা জিজ্ঞাসি তোমায়!
শুনি করাল কঠিন করে তব
পরাভব নিবাত কবচ.
কেমনে হে পাষাণ পরাণে.
সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম,
ব্যথা কি হ'লো না ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। লজ্জা নাহি দেহ. রাজা,
না কহ অধিক।
আত্মগ্লানি জ্বলে হৃদি-মাঝে.
তাই গাণ্ডিব রাখিয়ে.
ভিক্ষুকের সাজে এসেছি তোমার পাশে।
কর মাজ্জর্না. রাজন্.
অনুতাপ কর নিবারণ.
শোক ত্যজ. মহীপাল।
দিক্‌পাল-সম তব আছিল নন্দন.
পাণ্ডব বিমুখ যার বাণে.
এতদিনে ঘুচেছে বিজয় নাম।
আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন. নরনাথ.
যম-সম শত্রু হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিব.
সে গর্ব্ব হ'য়েছে খর্ব্ব কুমারের বাণে।
রণে হত পুত্র হেতু শোক নাহি সাজে।
উজ্জ্বল তোমার বংশ পুত্রের গৌরবে.
শত মুখে শত্রু যার প্রশংসা গাহিছে।
দেব-দৈত্য-নাগ সনে হ'য়েছে বিরোধ.
কিন্তু.
হেন যোধ-সনে কভু দ্বন্দ্ব না হইল।
ক্ষত্রিয়প্রধান তুমি ধার্ম্মিকপ্রবর,
স্বর্গগত পুত্র হেতু কেন কর শোক?
ত্যজ তাপ.
হে সখা. সখার প্রতি হও হে সদয়।

নীল। বীরত্ব-সমান রথী মাহাত্ম্য তোমার,
সখা-ভাবে সম্ভাষণ পতিত শত্রুরে!
সখা যদি আমি তবে হে বীর-কেশরী,
দেখাও পান্ডব-সখা সারথি তোমার,
করহ বন্ধুর কার্য্য দীনবন্ধু আনি।
মহিমা-অর্ণব, তব মহিমা কি কব,
কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের সম্ভব কেবল।
বীর্য্য কিবা ক্ষমা তব অধিক প্রবল,
মূঢ় আমি—কি করিব তুল!
হে বিজয়, অভয় দানিলে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে,
চরিতার্থ কর, সখা, কৃষ্ণে দেখাইয়ে!

অর্জ্জুন। হে রাজেন্দ্র, তব ভাগ্য
কি কব অধিক,
ব্যাকুল মাধব তব আতিথ্য-গ্রহণে।
তোমা প্রতি রমাপতি-কৃপা অতিশয়।
আসিব কেশবে ল'য়ে, শুন, মহাশয়,
পরম-অতিথি-সেবা কর আয়োজন;
শোক তাপ যাবে,—যাবে এ ভববন্ধন।

[প্রস্থান।

নীল। যাও, মন্ত্রিবর;
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর।
রাজ্যময় পড়ুক ঘোষণা—
আনন্দের দিন আজি।
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে,
ঘরে ঘরে হয় যেন হরি-গুণগান।
ভগবান আসিবেন পুরে,
কদলীর তরুমালা করহ রোপণ!
রবি-অস্তে মেঘশ্রেণী-সম
উড়াও বিবিধ বর্ণে পতাকা সুন্দর,
পুষ্পহারে বেড় রাজধানী।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দেব বৈশ্বানর,
তব বরে পীতাম্বরে পাব দরশন।
তোমার রক্ষার ভার মাহিষ্মতীপুরী।
আমি হীনমতি করি হে মিনতি,
আসিবেন পরম অতিথি পুরে,
সেবার না হয় ত্রুটি।

অগ্নি। বড় ভাগ্য, ভূপাল, তোমার।
ঈশ্বর পূজায় কোনও বিঘ্ন নাহি হবে।

বিদূষকের প্রবেশ

নীল। সখা, সফল জীবন মম,
পাব আজ কৃষ্ণ-দরশন।

বিদূ। যা হোক্ খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ, দেবতা! বাস্তুবৃক্ষটি পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না? এখন যান্, আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, জামাই-আদরে দিনকতক খান, শেষটা একদিন ভোবে উঠে কল্পতরু হয়ে বর দেবেন, মুরলীধর এ পুরে না পদার্পণ ক'রে যদি দেবলোকে গিয়ে মুক্তিদান করেন, তা হ'লে লোকের বার আনা আপদ-বিপদ কেটে যায়। বিপদভঞ্জন কি তা কর্‌বেন, তা হ'লে যে লোকের বংশ থাক্‌বে! ননীচোর ননী খাবেন কোথা? তা রাজা, অমনি অমনি বিদায় হচ্ছিলেম্; ভাবলেম, অনেক দিনের আলাপ, একবার ব'লে যাই।

নীল। সে কি, কোথায় যাবে?

বিদূ। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে সৌখীন জামাতা কল্পতরু হন নাই, যে রাজ্যে মহারাজ মধুর হরিনাম ব'ল্‌তে শেখেন নাই, আর ব্রজের গোপালও উঁকি ঝুঁকি মারে নাই।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তোমার নিন্দা নয়, স্তুতি; তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হরি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ।

বিদূ। ও-টুকু বুঝেছি বটে, কিন্তু ভক্ত হোন আপনার শ্বশুর মশায়, আপনার তেত্রিশ কোটী দেবতা মিলে ভক্ত হ'য়ে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করুন। যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন; আমার অত সখ নেই। বিপদ-ভঞ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দেন।

নীল। ছিঃ সখা, তুমি এমন কথা বল?

বিদূ। আবে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ! বিপদভঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘুরলেন্ — অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত্! মাহিষ্মতী পুরী প্রবেশ কল্লেন—যুবরাজের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আব মহারাজকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুঁয়ে শুদ্ধ হ'লো! তফাতে তফাতে থেকেই এই, এবাব বাজগৃহে পদার্পণ! বৈকুণ্ঠে লক্ষ লক্ষ ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছে, আর কি,— ঝাঁকে ঝাঁকে রথ নেমে এলো ব'লে।

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে!

বিদূ। তাতে কাণ খাড়া রেখেছি! শ্রীমধুসূদন নগর-দ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মর্‌ত, কম ত কম, দু-পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুণ্ঠ লাভ

ক'র্‌ত, আর চারদিকে উঠতো "বল হরি—হরি বোল"—যেন দু-লাখ মড়া বেরিয়েছে। দেব্‌তা, বড় মিছে বলনি, যেন রথের গুম্‌-গুম্‌নি আওয়াজ আস্‌ছে! আমি ত সট্‌কাই। রাজা, আমার বাঁচবার আশা রইল, হরি-দর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

নীল। এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস। হরি-নামে মুক্তি—হৃদয়ে ধ্রুব ধারণা।

অগ্নি। এ দ্বিজরাজের চরণ-ধূলির আমি প্রার্থী।

জনার প্রবেশ

জনা। আনন্দ-উৎসব
দেখিলাম নগরে, রাজন্‌!
মহোৎসব—মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু?
বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার?
কিম্বা রাজা সাজিছে বাহিনী
পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে!
পুত্রঘাতী অরাতি অর্জ্জুনে
বাঁধিয়া কি আনিতেছে সেনাপতি তব?
পরাজিত পাণ্ডব কি
ফিরিল হস্তিনা-মুখে?
কহ, কেন নানা বর্ণ উড়িছে পতাকা,
নগর কুসুম-মালী?
নব রাজ্য ক'রেছ কি অধিকার?
কিম্বা উন্মত্তের প্রায়
শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস্‌!
ধন্য ধন্য মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু,
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাস!
ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা,
ধন্য ধন্য জীবন-প্রয়াস্‌!
অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ?
চল রণে ক্ষত্রিয় বিক্রমে,
বীর দম্ভে ধর ধনু,
আনি রথ স্বহস্তে সাজায়ে।
ঘোর রবে বাজায়ে দুন্দুভি,
আজ্ঞা দেহ সাজাতে বাহিনী।
চল, চল, বিলম্ব কি হেতু?
শত্রু যদি প্রবল, রাজন্‌,
জয় আশা না থাকে বিগ্রহে,
মাহিষ্মতিপুরী নাশ হোক শত্রু-শরে,
বীরত্ব দেখুক দেব-নরে।
মিলি বামাদলে,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি,
শোকানল করিব নির্ব্বাণ;
শূন্য পুরী অধিকার করুক অরাতি।
উঠ, উঠ, নরপতি!
পুত্রঘাতী র'য়েছে জীবিত।
সাজ, সাজ, বীরবীর্য্য করহ প্রকাশ।

নীল। স্থির হও, রাজ্ঞি, শুন বচন আমার:
প্রাণদানে পুত্র না ফিরিবে।
আসিয়া অর্জ্জুন,
সখা-ভাবে সমাদর করিলেন মোরে:
আসিছেন পতিতপাবন,
তাপিত প্রাণের জ্বালা জানাব চরণে।

জনা। ভাল সখা মিলেছে তোমার!
জান না কি, হীনজ্ঞানে ফাল্গুনী আসিয়ে
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার!
যাও তবে হস্তিনানগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায়;
তথা বহু কার্য্য আছে তব,—
ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি
নহে দ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে
সখ্যতার দিবে পরিচয়;
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদপ্রান্তে ব'স গিয়ে তার!
হ'তো ভাল, পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী-সেবায়!

নীল। রাণি, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ-দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায়,
নরদেহ পবিত্র হইবে।

জনা। ধন্য! ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!
কৃষ্ণভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন?
জানিত—সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত—নিশ্চয় পরাজয়,
তবু বীর-পণে ধরি ধনুর্ব্বাণ
হরি-বক্ষে করিল সন্ধান;
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল,
রথ চক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র-রণে।

বীরবর সূর্য্যের নন্দন
হরি পূজা ক'রেছিল পুত্রে দিয়া বলি,
হরিভক্ত কেবা তার সম;
কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,—
রাখিল ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি ভারত-সংগ্রামে।
জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়,
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে;
কিন্তু অরাতি-তপন
মাতৃবাক্য করিল হেলন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিল,
প্রাণপণে কৌরবে রাখিল।
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।

নীল। জয়-আশা নাহিক সমরে,
অকারণ প্রজা-নাশ।

জনা। একা রণে চল, নরনাথ,
বজ্র-সম শরে বিন্ধ নন্দনঘাতীরে।
চল, চল, না লও দোসর,
আমি চালাইব হয়।
অরি যদি দুর্ম্মদ এমন,
চল যাই দুই জনে পড়ি রণস্থলে।
রহিবে সম্মান,
পুত্রশোকে পাবে পরিত্রাণ,
কীর্ত্তিগান বিপক্ষ করিবে।

নীল। নারী হ'য়ে একি তব আচার, মহিষি!
করিলেন নারায়ণ সন্ধি-সংস্থাপন।

জনা। শুনেছি সকলি,
অধিক বর্ণনা নাহি আর প্রয়োজন।
সন্ধি কর, থাক সুখে পূজে জনার্দ্দনে,
পুত্র, পুত্রবধূ তব ঘুমায় শ্মশানে,
পাণ্ডবের সেবা কর নিশ্চিন্ত হইয়ে।

নীল। শান্ত হও, রাণি!

জনা। শান্ত!
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি?
পুত্রশোকাতুরা
উন্মাদিনী করালিনী আমি!
শান্ত? শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ, তারা,
নিভে দিনকর,—
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি,
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,
অষ্ট বজ্র চলে,
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা!
যথা পুত্রঘাতী অরাতির পূজা,
হেন পাপস্থানে কদাচ না রব।
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইব অরির শোণিতে!
দেখিবে জগৎ
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন!
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব,
ফণিনীর গরল হরিব,
শোক-বলে বজ্র অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে!
আরে-রে অর্জ্জুন,
আরে পুত্রঘাতী কপট ফাল্গুনী,
আরে বীর-গর্ব্বে গর্ব্বী ধনঞ্জয়,
দেখি কে রাখে তোমায়,—
কৃষ্ণ সখা কেমনে নিস্তারে!
দুস্তর এ প্রতিহিংসানল—
দেখি, তোরে কে তারে, পামর!
যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে,
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।

[প্রস্থান।

অগ্নি। উন্মাদিনী বিভীষণা পুত্রশোকে।

নীল। বৈশ্বানর, ফিরাও রাজ্ঞীরে।

অগ্নি। কার সাধ্য ফিরায় বামারে!
ধায় নারী পুত্রশোকে,
ঘোর শোকানল না হবে শীতল,
প্রাণবায়ু থাকিতে শরীরে।
হরি-হরি-ধ্বনি শুনি পুরে,
বুঝি,
পবিত্র এ পুরী মুরারির আগমনে!
চল, নৃপ, কৃষ্ণ-দরশনে।

নীল। হরি, হরি, দীনবন্ধু! তাপিত-আশ্রয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ

বালকগণ

বালকগণ। গীত

কীর্ত্তন—লোফা

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়,
রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে, ধর ধর বলে,
হামা টেনে তত গোপাল চলে॥
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধূলো লাগে গায়,
আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায়ে আঁচলে, রাণী কোলে তোলে,
ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়॥
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে,
মাকে ধ'রে গোপাল দাঁড়ায়॥
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি,
ঢ'লে ঢ'লে কোলে ঝাঁপায়।
ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল,
গোপের বালক চরায় ধেনু,
বনের মাল্যয়, রাখাল সাজায়,
মজায় গোপী বাজায় বেণু॥
কার বা মাখন, কার হরে মন,
মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে, কিশোর চোরে,
বাঁধ্‌বি যদি আয় গো তোরা॥

একদিকে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি এবং অপর দিকে নীলধ্বজ ইত্যাদির প্রবেশ

নীল। তাপহারী ভবের কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী!
রাঙ্গা পায় রাখ হে তাপিতে।
দীনগতি পাণ্ডব-সারথি!
বিশ্বপতি নিত্য-নিরঞ্জন!
হের অভাজনে করুণা-নয়নে।
গোপিনীরঞ্জন, মুরলীবদন,
বনমালী, হৃদয়ের কালি কর দূর;
দীননাথ, দীনে কর ত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ। মতিমান্! কি হেতু মিনতি?
অর্জ্জুনের সখা তুমি সখা হে আমার,
দেহ, সখা, আলিঙ্গন।
নীল। বংশীধর, কৃতার্থ কিঙ্কর!
শ্রীকৃষ্ণ। চল, রাজা, চল তব গৃহে,
হইয়াছে ক্ষুধার সময়।
কি কহ, হে বৃকোদর?
জ্বলিছে জঠরানল,
চল যাই রাজপুরে হইব শীতল।
জানি, তব ক্ষুধা নাহি সহে।
ভীম। দামোদর! ধরি ব্রহ্মাণ্ড উদরে,
তবু ক্ষুধানল জ্বলে তব;—
গোপিনীর ননী কর চুরি,
কহ, বৃকোদর ক্ষুধায় কাতর!
রাজা, দামোদরে তুষ্ট কর আগে,
নহে—
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে মিষ্টান্ন করিবে চুরি।
নীল। মধ্যম পাণ্ডব,
বহুভাগ্যে পাইয়াছি তব দরশন।
শ্রীকৃষ্ণ। চল, রাজা, মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম,
দিবে চল মিষ্টান্নের কাঁড়ি।

বালকগণ। গীত

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা

ঘরে কি নাইক নবনী—
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্
নীলমণি?
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেক রে আমায়
সইবে কেন পরে? কত কথা ব'লে যায়!
ও রে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেও না
যাদুমণি!
খেতে বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে, কই রে যাদু খাও,
মন্দ বলে, তবু কেন পরের বাড়ী যাও?
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠে না
মিষ্টি কি পরের ননী?

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

জনার প্রবেশ

জনা। দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান!
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্ব্বত-শিখরে চল।

চল পাপ-রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল, পুত্রশোকাতুরা—
চল, বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল।
চল, যথা আগ্নেয় ভূধর,
নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে
উগারে অনলরাশি।
চল, যথা বাসুকি-র শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্‌দিগন্তব।
চল, যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয়-অনল
লক্‌লকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।
দূরে—দূরে—
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা!

স্বাহার প্রবেশ

স্বাহা। মা, কোথায় যাও—কোথায় যাও? আমায় কি দোষে মাতৃহীনা কর?

জনা। কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে?
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে,—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।
দূরে—দূরে—
দিক্-অন্তে নিশার আলয় যথা,
যথা একাকার প্রলয়-হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি রহি,
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর,—
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণমান,
যথা জড়-জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত,—
ঘোর ধূমমাঝে,
চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র-অগ্নি-ধারা ঝরে!
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটঙ্কার,
করি স্থান পান শূল-করে মহারুদ্র ধায়,
যথা,
আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে,
প্রলয়বিষাণ নাদে!
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্রশোকাতুরা!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থতল

দুইজন পাইকের প্রবেশ

১ পাইক। আজ যে আর ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটতে পারি, কিছুতেই না; চূড়োতোলা মোণ্ডা ক'রেছিল,—যেন ভীমের গদা।

২ পাইক। আমি ত ভাই, একটু ঘুমুই!

১ পাইক। ঘুমুবি কি, শাঁকের আওয়াজে কাণ ফাট্‌বে! এই আওয়াজ উঠ্‌লো ব'লে, এখনি ঘোড়া ছাড়্‌বে; পাইকের বাঁচন কোন কালেই নেই। যুদ্ধ হ'লো ত আগে খাড়া হ, সন্ধি হ'লো ত চিঠি নিয়ে চল্, আর তা নইলে মর বাঁচ—ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছোট।

২ পাইক। যা বল্‌লে! ভাগ্যি রাজপুত্র ম'লো, তাই দুদিন জিরিয়ে নিলেম দাদা। শুনেছি নাকি নীলধ্বজ রাজা ঘোড়ার সঙ্গে যাবে?

১ পাইক। সখ হয়েছে চলুক, ঘোড়ার পেছনে যাওয়া কেমন মজা, একবার দেখে নিক্। হ্যাঁরে, তুই কি বেকুব, এখানে এলি শুতে—এ ডাইনিখেগো গাছতলাটায়? মাগীর কি নিশ্বাসের ঝাঁজ! এত বড় অশ্বত্থগাছটা একেবারে পুড়িয়ে দিলে।

২ পাইক। সে নাকি রাণী?

১ পাইক। রাণী হ'লে কি হয়? তারে ডাইনে পেয়েছে। না ভাই, গা ছম্ ছম্ ক'র্‌ছে, আমি চ'ল্লেম্।

২ পাইক। আর আমি কিনা রইলেম্।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

বিদূ। বাম্‌নি—বাম্‌নি, এইখানটায় আয়, ডাইনীর ভয়ে এখানটায় মধুর নাম কিছু কম হয়।

ব্রাহ্মণী। ওমা, এ ডাইনিখেগো গাছতলাটায় ব'স্‌ব কি গো?

বিদূ। আরে ডাইনিখেগো নয় গো মাগী, ডাইনিখেগো নয়, এইখানে পাণ্ডবের শিবির

ছিল.বোধ হয় শ্রীমধুসূদন মাঝে মাঝে এর তলায় এসে ব'সতেন। তুই দেখ্‌ছিস্‌ কি--বাস্তুবৃক্ষও থাক্‌বে না।

ব্রাহ্মণী। দেখ দেখি—মিন্‌সে এখানে নিয়ে এলো, ঘর দোর কিছু গোছান হল না।

বিদূ। সেও—উঁকি মেরে দ্যাখ্‌—এতক্ষণ ধূ ধূ ক'রে জ্বলছে।

ব্রাহ্মণী। ওমা, মিন্‌সে বলে কিগো!

বিদূ। আর বলে কি, কি! রণরঘু রাজপুরে উঠেছেন।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তুমি দিন রাত কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বল ত?

বিদূ। বুঝতে পারি নে, তোর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই ব'লে। আরে মাগী, এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল, দেখ্‌লিনি? নামের গুণে ঐটুকু, এবার স্বয়ং উদয়!

ব্রাহ্মণী। চোখে কাপড় বাঁধ কেন?

বিদূ। খুসী, তোর কি? ওরে বাপ্‌রে—ঐ ঐরাবত ধ্বনি উঠেছে! (কর্ণ চাপিয়া) একি কাণে আঙ্গুলে শানে!

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, চোখে কাপড় বেঁধে বস্‌লে কেন?

বিদূ। তোমার বঙ্কিম-নয়নের জ্বালায়।

ব্রাহ্মণী। আমার আবার বঙ্কিম নয়ন কি!

বিদূ। তোমার নয়—তোমার নয়; তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর আমি দেখিনি? ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিম-নয়ন, মুরলী-বয়ান।

ব্রাহ্মণী। ওঃ—হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্‌নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মিন্‌সের বাহাত্তুরে ধ'রেছে।

বিদূ। আরে থাম্‌ থাম্‌, ও নাম করিস নে,—ও নাম করিস্‌ নে! ওরে জানিস্‌ নে, জানিস্‌ নে—ডাক্‌লেই এসে উঁকি মারে, তোরে কৃপা কল্লেই বা আমায় রেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা কল্লেই বা তুই দাঁড়াস্‌ কোথা?

ব্রাহ্মণী। হতচ্ছাড়া মিন্‌সের আক্কেল শোন, যেন হরিকৃপা অম্‌নি ছড়াছড়ি যাচ্চে।

বিদূ। তুই কি বুঝবি বল্‌! মুরারি অবতার হ'য়ে এসেছেন, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন, আর নগর ভেঙ্গে মরুভূমি ক'চ্ছেন। ওরে কেউ এড়াবে না রে কেউ এড়াবে না, তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুজ না ক'রে ছাড়ছেন না, তা বুঝেছি; তবে র'য়ে ব'সে একটু হাত গজায়; তারই চেষ্টা করছি।

ব্রাহ্মণী। চতুর্ভুজ হবেন, উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগীঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে, ধ্যান ক'রে কিছু করতে পারেন না, আর উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন!

বিদূ। আরে রেখে দে তোর জপ, ও নামের ঠেলা জানিস্‌ নে।

ব্রাহ্মণী। তা তোমার কি, তুমি ত ভুলেও নাম কর না!

বিদূ। আরে ঝক্‌মারি ক'রে ফেলেছি বই কি? তোর মনে নেই, সেই যে দিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে মোণ্ডা তুলে রাখ্‌লি, আমায় খেতে দিলিনি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম, "দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বাম্‌নীর হাতের খাড়ু খোল।" সেই অবধি আমার গা ছম্‌ছমানি একদিনের তরে যায় নি।

ব্রাহ্মণী। উনি একদিন হরি ডেকেছেন, ডেকে বৈকুণ্ঠে চ'ল্লেন! চল্‌ মিন্‌সে, ঘরে চল্‌, ন্যাকাম করিস্‌ নে।

বিদূ। তবে দেখ্‌বি? যা, তফাতে গিয়ে একবার ডাক্‌গে যা, যা থাকে কুলকপালে, না হয় রেঁধে খাব।

ব্রাহ্মণী। ওগো, দেখ, দেখ গাছটা গজিয়ে উঠছে।

বিদূ। তোর কথা আমি শুনে চোখ খুলি! পাণ্ডব শিবির না হয় উঠেছে, আর ঐ যে মধুর রব এখান অবধি আস্‌ছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না?

ব্রাহ্মণী। ও গো, চোখের কাপড়ই খোল না ছাই! সত্যি সত্যি নতুন পাতা গজাচ্ছে। এ গাছে উপদেবতা আছে, পালিয়ে এস।

বিদূ। সত্যি নাকি?

ব্রাহ্মণী। আরে, চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই!

বিদূ। আচ্ছা দেখ্‌ছি, তুই এদিকে ওদিকে উঁকি মার্‌, কেউ কোথাও নেই ত?

ব্রাহ্মণী। কে আবার তোমার এ ভূতুড়ে গাছতলায় আস্‌বে?

বিদূ। কে আর বুঝতে পাচ্ছিস্‌ নে?

ব্রাহ্মণী। বুঝতে পেরেছি,—যে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে।

বিদূ। এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছের পাতা অমন গজায়; তুই এখানে চেপে বস্‌ না? শুন্‌ছিস নে, চারদিকে বেজায় গোলমাল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

ও বাম্‌নি, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, কার যেন পা'র শব্দ পাচ্ছি

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদু। ভয় দেখা—ভয় দেখা, স'রে পড়ুক। নিদেন দু-বার গাছতলায় ব'সে হাই তুলে নাম করবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি কে ম'শায়?

বিদু। আপনি কে, আগে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বিদু। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা।

শ্রীকৃষ্ণ। মশায়, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আপনার বাস কি এই নগরে?

বিদু। পূর্ব্বে ছিল, এখন অশ্বত্থতলায় এসে বাসা ক'রেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, যদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন।

বিদু। শুনেছি তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আক্কেল হ'লো না! শুনছ না, কার নাম ক'রে ঐ বেজায় গর্জ্জন উঠছে! ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যদি ভালাই চাও, নদী থেকে দু-আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হও, নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ—বল! তুমি কি বৈকুণ্ঠে যেতে চাও না?

বিদু। একদম্‌ না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

বিদু। তোমার মতন অত সৌখীন নই। তা সখ থাকে, নগরে গিয়ে সেঁধোও, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছ কেন?

বিদু। চোখের ব্যামো হ'য়েছে। আর কি কি জিজ্ঞাসা ক'রবে, খপ্‌ খপ্‌ করে জিজ্ঞাসা কর, জবাব দিই, শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে স'রে পড়।

ব্রাহ্মণী। ওগো ঠাকুর, ও মিন্‌সের কথা শোন কেন? পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধে আছে। ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে! ওকে আমি কোন মতে ঘরে নিয়ে যেতে পাচ্ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি ঠাকুর? তুমি কৃষ্ণদর্শনের ভয়ে পালিয়ে এসেছ? তুমি এমন কি পুণ্য করেছ যে কৃষ্ণদর্শন পাবে?

বিদু। ঝক্‌মারি করেছি গো—ঝক্‌মারি করেছি; নইলে এ ভূতুড়ে গাছতলায় এসে ব'সেছি?

ব্রাহ্মণী। উনি কবে একদিন হরিনাম ক'রেছিলেন, তাই হরি এসে ওঁকে চতুর্ভুজ কর্ব্বেন! ন্যাকা মিন্‌সে!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ঠাকুর, একবার হরিনাম ক'রে কি চতুর্ভুজ হয়?

বিদু। তবে খোল্‌ খাড়ু,—যা ক'রে কপালে, দিক হরি দেখা!

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা হ'লে তুমি কি কর?

বিদু। গুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি!

শ্রীকৃষ্ণ। আর হরি যদি এসে থাকে?

বিদু। কই, কোন্‌ দিকে? বাম্‌নি, চোখে কাপড় দে, চোখে কাপড় দে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাক্‌তে পারিনে।

বিদু। তবে এসেছ?

ব্রাহ্মণী। না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন!

বিদু। হাঁ আমি বুঝে নিয়েছি, বাম্‌নি, বুঝিস্‌ নে, ও কখন বুড়ো, কখন ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন?

বিদু। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ্‌ বলছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধ'রে এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্‌ছি নে; যদি দেখা দেবে,—বাঁশী ধ'রে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্‌নে দাঁড়াও, আমি চোখের কাপড় খুল্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেকদিন, সে রূপ কি করে ধরব?

বিদু। চেপে যাও না! যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটি ক'রো। পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাবছ বুঝি—বোকা বামুন খবর রাখে না? খবর না রাখলে তোমায় অত ভয় কর্ত্তেম না।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি; দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থ-দেহ পল্লবিত হ'য়েছে, তুমি ধন্য—তোমার বিশ্বাস ধন্য!

বিদূ। ধন্য ধন্যই তো ক'চ্ছ, যা বল্লুম তা কর না! তা নইলে আমি চোখ খুল্‌ছি নে কালাচাঁদ! ঐ যে বুড়ো থুত্থুড়ে বৃষকেতু-খেগো রূপে এসে দেখা দেবে তাতে আমি রাজী নই! মুরলীধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে—চ'লে যাও। আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি, কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

কুঞ্জকাননে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব

বিদূ। ওরে বাম্‌নি, দেখ্ দেখ্ দেখ্। এখন গোলোকেই যাই আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন!

গোপিনীগণ। গীত

দেশঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

সই লো ওই গোপীর মন্‌চোরা।
বামে রাই কাঁচাসোণা প্রেমে বিভোরা॥
ছোটে বাণ কুটিল নয়নে,
জরজর দেখ লো দুজনে,
মনোহরা ওই ঈষৎ হাসি চন্দ্রবদনে,—
ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক-প্রাণভরা॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

অগ্নি ও নীলধ্বজ

অগ্নি। বহু দিন তবাশ্রয়ে ছিলাম রাজন্,
পুত্র সম করিয়াছ স্নেহ।
মনের আনন্দে, নৃপ, বঞ্চিলাম পুরে।
এবে পূর্ণ নির্ণীত সময়,
যেতে হবে নিজ ধামে,—
তাই চাই বিদায়, রাজন্!
পূর্ণ মনস্কাম তব, নরনাথ,
রমানাথ রেখেছেন পায়,
সফল কৃপায় তাঁর দাসের বচন।
এবে যদি থাকে কোন অন্য প্রয়োজন,
আজ্ঞা কর, নৃপবর, করিব সাধন।

নীল। কৃপায় তোমার, বৈশ্বানর,
তব বরে পেয়েছি পরম নিধি ঘরে।
ধন্য মাহিষ্মতী পুরী,
ধন্য মম পিতৃদেবগণ,
ধন্য প্রজা, ধন্য—পাখী শাখী
জীবজন্তু পতঙ্গনিচয়!
পরমপুরুষে হেরি পুরেছে বাসনা।
নাহি আর অপর কামনা।
এক খেদ আছে মম হৃদে,—
রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হ'লো পুরী?
সন্দেহভঞ্জন মোর কর কৃপা করি।

অগ্নি। অপার কৃপার খেলা বুঝ, নরপতি,—
যার যেই পথে মতি
সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদাশ্রয়।
দেখ, প্রবীর কুমার
যাইতে গৌরব-পথে করিল বাসনা,
পূর্ণ মনস্কাম,
বীর নাম ব্যাপিল ভুবনে।
বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের শক্তি না হইল,
ন্যায়-যুদ্ধে বধিতে কুমারে।
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে
অসি করে পড়িল সম্মুখ-রণে।
মৃত্যুকালে উদয় শ্রীহরি,
সেই ক্ষণে শিবত্ব লভিল।
শরীর-ধারণে
মৃত্যু আছে নাহিক সংশয়;
কিন্তু কীর্ত্তি হেন বিরল ধরায়।
সতীত্ব সমান নিধি নাহি রমণীর,
পুত্রবধূ তব পতিগতপ্রাণা—
পতির হৃদয়ে শুয়ে পরাণ ত্যজিল;
স্বামী সনে
সাদরে চলিয়া গেল কৈলাস-ভবনে।
ছলে কৃষ্ণ ভুলাইয়া তায়
অস্ত্রধনু করি দান,—
সে হেতু ব্রজেন্দ্র বাঁধা তার।
অবারিত গোলোকের দ্বার,
ইচ্ছামত রাসলীলা হেরিবে গোলোকে—
শঙ্কর বিভোর যেই রসে।

নীল। কহ, অগ্নি, অভাগিনী জনা
গোবিন্দ-পদারবিন্দ কেন না পাইল?
শোকাকুলা, ত্যজি গেল গৃহবাস,
হতাশ বহিছে শ্বাস আঁধার ধরণী!
পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনি
স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বনপথে;
রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী!

অগ্নি। জনা গুণবতী,
গঙ্গা-উপাসনা বিনা অন্য না জানিত,
গঙ্গায় ঢালিতে কায় ছিল সাধ মনে,
ধাইতেছে উন্মাদিনী গঙ্গা-দরশনে;

গঙ্গার কিঙ্কর
নিরন্তর ভ্রমে তার সনে,
সাবধানে বিঘ্ন করে দূর।
ধরা শূন্য পুত্রশোকে,
সকাতরে গঙ্গা ব'লে ডাকে,—
সদয়া অভয়া
ব্যাকুলা তাপিতে নিতে কোলে।
তরঙ্গিণী বাঁশরীবয়ান
ভক্তে মোক্ষ প্রদানিতে।
যার যেই ভাব,—লাভ তার সেই মত;
বিশ্বরূপ সেইরূপে সদয় তাহায়।
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি যাচিলে, রাজন্,
বাঞ্ছা তব রাজীবচরণ;
বুঝ, ভূপ, বিচারিয়া মনে,
অচলা কি কৃষ্ণে মতি কভু রহে তার,
দারা-পুত্র যার নিয়ত সম্মুখে ফেরে,
এবে শোকে, তাপে, আনন্দে, উৎসবে,
শ্রীপতির শ্রীপাদকমলে
নিয়ত ধাইবে মতি।
দেহ বিদায়, রাজন্!

নীল। বুঝেও না বুঝে মন, শুন, বৈশ্বানর,
পুত্রশোক নাহি হয় নিবারণ।
কঠিন বেদনা কভু কি ভুলিবে মন?
আছে স্বাহা আঁধার ঘরের দীপ-সম;
তারে ল'য়ে যাবে, পুরী হবে অন্ধকার।

অগ্নি। আর কেন বাড়াও মমতা?
পেয়েছ পরম নিধি—
আদরে হৃদয়ে তারে ধর;
অন্যে কেন মনে দেহ স্থান?
করি আশীর্ব্বাদ,
জ্ঞানদৃষ্টি-দানে নারায়ণ
তাপ তব করুন মোচন;
বিশ্বময় গোপিনীমোহন হের।

স্বাহার প্রবেশ

স্বাহা। পাদপদ্ম স্পর্শে, পিতা,
দুহিতা তোমার;
পতি চান, ল'য়ে যেতে নিজ-নিকেতনে,
সঁপিয়াছ যাঁর করে, যাব তাঁর সনে,—
তাই চাই চরণে বিদায়।
কন্যা জ্ঞানহীনা করিয়াছি কত দোষ,
মার্জ্জনা ক'রেছ নিজ-গুণে,
বুদ্ধি-দোষে রোষ-ভাষ কহিয়াছি নানা,
সেবার হ'য়েছে ত্রুটি,
কৃপায় সকলি ক্ষমিয়াছ তনয়ায়।
কর আশীর্ব্বাদ, তাত,
হই যেন পতি-সোহাগিনী
পতির সেবায় অলস না হই কভু।
ভুল না গো কন্যা তব জননীবিহীনা!

নীল। পতিগৃহে যাও, গুণবতি,
ছেদি হৃদয়-বন্ধন
বিদায় দিতেছি তোরে!
বাছা কে আছে আমার আর তোমা বিনা?
তোমা বিনা সংসার আঁধার হবে মম!
সুখে থাক, মনে রেখ অভাগা জনকে,
পতির সেবায় রত রহ, মা, নিয়ত।
শুন, বৈশ্বানর,
সঁপি কন্যারে তোমার করে,—
থাকিলে মহিষী পুরে,
ভাসি' আঁখি-নীরে,
করে করে অর্পিত নন্দিনী;
কেঁদে কত কহিত তোমায়
আদরে রাখিতে সুতা।
কথা না জুয়ায় মম,
দেখ—রেখ পায় দাসীরে তোমার।

স্বাহা। পিতা, কত দিনে আর
পাদপদ্ম হেরিব তোমার?
কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে পুরী।
কত কথা উঠে মনে আজি,—
পড়ে মনে বালিকা-বয়সে খেলা,
পড়ে মনে জননীর কোল,
পড়ে মনে অঙ্গুলী ধরিয়ে তব
ধীরে ধীরে উদ্যান-ভ্রমণ,
পড়ে মনে কুসুমচয়ন,
প্রবীরে পড়ে গো মনে,
পড়ে মনে জননীর বিষণ্ণ বয়ান!
না জানি কেমনে ত্যজিয়ে তোমায়
পর গৃহে রব?
কত দিনে বন্দিব চরণ পুনঃ!

নীল। বুঝি এই শেষ দেখা।
বজ্রাহত তরু-সম জনক রে তোর!
দগ্ধ যত আশার পল্লব,
ফুরায়েছে সকলি সংসারে,
দগ্ধকায়ে আছে মাত্র প্রাণ!
যাও বৎসে, যাও,
দিছি তোরে যার করে
আদরে সে ভুলায়ে রাখিবে।

তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী,
যত্ন অতি তোমা প্রতি,
যাও. সতি,
পতিসনে বঞ্চহ কুশলে।

অগ্নি। বিদায়, রাজন্!

স্বাহা। তনয়া মেলানি মাগে।

[স্বাহা ও অগ্নির প্রস্থান।

নীল। শান্তি দেহ সনাতন,
শান্ত কর এ অশান্ত প্রাণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ রক্ষ। বরাতের ফের দেখ, আর আর মায়ের চরেরা কেমন মজা ক'রে লোকের ঘাড় ভাঙছে।

২ রক্ষ। কেউ ঘাড় ভাঙছে, কেউ পগারে তুলে নে আছাড় মাচ্ছে, আর এই তোমরা—চল মাগীকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে।

১ রক্ষ। কি সমাচার—ঘোড়া চুরি কর! তবু দুটো ঘোড়ার ঘাড় মট্‌কাতে পেলে বাঁচতুম্, তা না, সেই বামুনের সঙ্গে সমস্ত রাত ঘোরা, নন্দী ভায়া এলেন তেড়ে।

২ রক্ষ। এবারে মাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লব, ঘাড় মটকাতে দাও, আর না দাও, অমন একটা বেখাপ্পা মাগীকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়াতে পার্‌ব না!

১ রক্ষ। মাগী খালি পথ-ই চল্‌বে, পথ-ই চল্‌বে; মরবার নাম নাই গা!

২ রক্ষ। আর দেখছিস্? ধানকাণা মাগী—কাঁটাবন পেলে আর এদিক্ ওদিক্ হেল্‌বে না; ওঁর বাঘ তাড়াও, ওঁর ভালুক তাড়াও. আর এদিকে গণ্ডা গণ্ডা গঙ্গাযাত্রী চ'লেছে। হায়, অজ্ঞান হ'য়ে সব শ্বাস টান্‌ছে; আছাড় না দিতে পাই, একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলেম না গা?

১ রক্ষ। তা কি কর্‌বে ভাই—বরাত—বরাত! আমি পথে যাই—আর গাছের ডালটা মানুষের গলা মনে ক'রে এক এক-বার টিপে ধরি!

২ রক্ষ। আরে দূর ছাই, তাতে কি সুখ হয়? সে গলা ঘড়ঘড়ানি নেই, সে খিঁচুনি নেই, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে শ্বাস টানা নেই।

১ রক্ষ। কি ক'র্‌বে দাদা! মনের দুঃখ মনেই মার।

২ রক্ষ। এ ক'দিন শুন্‌ছি ভারি জ্বর-বিকার হ'চ্ছে—একদিনেই গঙ্গাযাত্রা ক'রছে।

১ রক্ষ। আর বলিস্ নে, দাদা—আর বলিস্ নে, প্রাণ আমার ফেটে গেল।

২ রক্ষ। আর আবেগের বেটী ত সোজা পথে চ'লবে না! দুটো একটা এড়াটে-ফেড়াটে যদি পাওয়া যেত, অম্‌নি রাস্তায় রাস্তায় সেরে যেতুম। বাঘিনীর মত মাগীর বেতবনেই আমোদ! পা ফেটে রক্ত প'ড়ছে, কাঁটায় গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, তবু কি সোজা পথে যাচ্ছে!

১ রক্ষ। মাগী মর্‌বেও না, কাউকে আমোদ ক'র্ত্তেও দেবে না।

২ রক্ষ। লক্ষ্মীছাড়া পথে একটা শ্মশানও নেই যে, মড়ার মুখ দেখে ঠাণ্ডা হই!

১ রক্ষ। এমন কি বরাত ক'রেছ দাদা?

২ রক্ষ। ওই নাও, ওই মাঠে গিয়ে প'ড়লো! দুটো গাছের ডাল মট্‌কে মোচড়াবে, তার যো রাখলে না?

১ রক্ষ। ওরে, ঐ পেছনে লোকের সাড়া শুন্‌ছি, কারুকে বাঘে খাবে না?

২ রক্ষ। বাঘে খায়, তোমার আমার কি বল? ঐ দেখ, মাগী হন্ হন্ ক'রে চ'লেছে। ও রে, ওদিকে নজর রাখ্, পেছনে একটু নজর রাখ্, যদি দৈবি কেউ এ-পথে আসে, আমি দুটো তিন্‌টে বেত-আচড়া সাপ ঝুল্‌ছে দেখেছিলুম।

১ রক্ষ। সাপ ঝোলাস্ এখন, ঐ মাগী ওদিকে উধাও হ'লো।

২ রক্ষ। ও রে, তাই ত রে, চল্ চল্।

১ রক্ষ। আরে দূর, ও কি কাঁটাবনের মায়া ছাড়তে পারে? ঐ দেখ, ও দিকে আবার ঘুরে আস্‌ছে।

২ রক্ষ। ওরে চল্—চল্, ভাল্লুক তাড়াই গে চল্। ও দিক্‌টে ভারি ভাল্লুকের উৎপাত। ভাল এক কাজ পেয়েছি, কোথায় ভাল্লুকে বুক চিরে মেরে ফেল্‌বে, দেখব;—তা নয়, ভাল্লুক তাড়া!

১ রক্ষ। বরাত, দাদা বরাত, কি ক'রবে বল!

[উভয়ের প্রস্থান।

জনার প্রবেশ

জনা। হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস ছাড় সমীরণ,
ঘোর ঘন,
গভীর গর্জ্জনে কর ধারা বরিষণ।
ম'রেছে প্রবীর,
শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ!
অনল কেবল,
শোক নাই জনার হৃদয়ে।
তিমির-বসনে, বজ্র-অগ্নি-আভরণে
সাজ, নিশা ভয়ঙ্করী,
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম।
ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভা,
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত
আছে থরে থরে হৃদয় মাঝারে,—
হেরে জনা,—আর কেহ নাহি দেখে।
ভীষণ শ্মশানভূমি নিবিড় আঁধারে,—
পুত্র-পুত্রবধূ মম লোটায় যথায়,
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান
জনার অন্তরে,—
দেখে জনা, কেহ নাহি দেখে আর।
জ্বলে তায় প্রতিহিংসানল!
মুষল-ধারায়
শত্রুর শোণিত বিনা নির্ব্বাণ না হবে'
সে আগুন কভু না নিভিবে,
যত দিন রবে জনা ধরাতলে।
ভস্মীভূত হ'য়েছে সর্কাল,
জ্বলে স্মৃতি—ভস্ম নাহি হয়।
নিশীথিনী
চামুণ্ডারূপিণী যথা আঁধার বসনে,
তাপধূমে চামুণ্ডারূপিণী জনা—
শত্রু-বক্ষ-রুধির-লোলুপা!
হুহুঙ্কারে হাঁক, সমীরণ,
কঠোর কুলিশ পড় উচ্চবৃক্ষ-চূড়ে,
জ্বালো আলো দেখাতে আঁধার,
নিবিড় আঁধার প্রকৃতি বেড়িয়া রহ;
ঘোর তমঃ—
জনার হৃদয় মগ্ন যে তম-মাঝারে।

উলূকের প্রবেশ

উলূক। জনা, জনা, দিদি!
জনা। দাবানল জ্বাল, বনস্থলী
দেখি দেখি—কত তাপ তাহে;
জ্বলে ঘোর প্রতিহিংসানল,
দেখি দেখি—কত তাপ দাবানলে!

উলূক। জনা, দিদি, একাকিনী এ ঘোর বনে কেন উন্মাদিনী হ'য়ে বেড়াচ্ছ? গৃহে চল।
জনা। কে তুমি?
উলূক। তোমার সহোদর, চিনতে পাচ্ছ না!
জনা। সহোদর?
ব'ধেছ কি পাণ্ডব অর্জ্জুনে?
পাণ্ডব-শোণিতে
বাছার কি করেছ তর্পণ?
শকুনি গৃধিনী বজ্র-ওষ্ঠে
করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন?
অরি-মুণ্ড লয়ে
রণস্থলে গেণ্ডুয়া কি খেলায় পিশাচ?
শত্রু-মেদে কায়া-পুষ্টি ক'রেছে মেদিনী?
শত্রু-অস্থি-মালা প'রেছে কি রণভূমি?
সহোদর!
সহোদর যদি, ত্বরা দেহ সমাচার,
নিষ্পাণ্ডবা ধরা তব শরে?
উলূক। শুন, ভগ্নি! অজেয় পাণ্ডব,
পাণ্ডব-সহায়—চক্রধারী,
পাণ্ডব-বিজয় নরে না সম্ভবে কভু!
তাই রাজা শান্ত করি মন,
ক্ষান্ত দিয়া রণ,
পাণ্ডব-সখার পদে নেছেন শরণ।
হ'য়ে গেছে, যা ছিল কপালে;
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি!
চল ঘরে,
বনে কেন ভ্রম একা[illegible]?
ধৈর্য্য ধর, শোক পরিহর,
এস ঘরে, শোকে নাহি ফিরিবে কুমার।
জনা। কোথা ঘর?
যথা পাণ্ডব-কিঙ্কর উচ্চ জয়-রবে
পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচারে?
যথা পুত্র-ঘাতী সিংহাসন 'পরে?
বার বার শুনিয়াছি অজেয় পাণ্ডব,
সে কথা শুনাতে কেন অরণ্যে এসেছ?
ঘরে যাব?—কোথা ঘর?
ম'রেছে প্রবীর—কে আছে আমার?
শূন্যাকার, চারিদিকে ঘোর হাহাকার!
শুন, হাহা রবে হাঁকে সমীরণ!
শুন, হাহা রবে কুলিশ-নিশ্বাস!
হাহা রবে বারির গর্জ্জন শুন!
উঠে হাহাকার,
অন্য রব নাহি কিছু আর!

হাহাকার-পূর্ণ দিশা!
হাহাকার জনার হৃদয়ে।

উলূক। জান না কি সংসার অসার,—
গোবিন্দের পাদপদ্ম সার?
শমনের কঠিন দুয়ার
শোকে কি খুলিবে?
কুমার কি ফিরিবে তোমার?

জনা। জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেই দিন হ'তে
দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি-মাঝে।
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে করে স্তন-পান;
জাগে মার মনে—
খুলে দু'টি প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধু-মুখে মৃদু হাসি;
জাগে মার মনে—
আধ-ভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ
চুম্বন-গ্রহণ-আশে লহর তুলিয়ে
ঘন ঘন চাহে শিশু;—
মার মনে জাগে নিরন্তর।
করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ডবে হেরে মায়ের বদন,—
জাগে সে নয়ন মনে।
ধূলায় ধূসর
ক্ষুধা পেলে মা ব'লে বালক ধেয়ে আসে।
জান কি মায়ের মন?
অসহায়, শত্রু-অস্ত্র-ঘায়
কুমার লোটায় বিকট শ্মশানভূমে!
হত পুত্র শত্রুর কৌশলে
পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়,
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি!
জান না, ধর নি গর্ভে তারে,
জান না—জান না,
কি বেদনা বেজে আছে বুকে!

উলূক। উন্মাদিনী-বেশে
ভ্রমি একাকিনী অরণ্য-মাঝারে
বেদনা কি হবে দূর?
পুত্র-হন্তা শত্রু তাহে যন্ত্রণা কি পাবে?
পুত্র-বধ-প্রতিশোধ হবে কি, ভগিনি,
হইলে অরণ্যবাসী?
তবে
কি কারণে, অভাগিনী, ভ্রম এ দশায়?

জনা। প্রতিশোধ নাহি হবে?
তবে পাপ-প্রাণ কি কারণে রাখি—
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইতে।
নাহি শোক, নাহিক মমতা,
প্রতিহিংসানল শুধু জ্বলে—
ধূধূ ধূধূ চিতানল-সম জ্বলে—
গ্রাসিবারে পুত্র-হন্তা অরাতি অর্জ্জুনে,
মেলি শত করাল রসনা!
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা,
মার প্রাণে প্রতিহিংসা জ্বলে
পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে!

উলূক। শোন, শোন, কোথা যাও?

জনা। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে।

[জনা ও তৎপশ্চাৎ উলূকের প্রস্থান।

গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ রক্ষ। আবার চল, কোন্ দিকে গেল দেখি? বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, বিছে,—সব তাড়াতে তাড়াতে যাই।

২ রক্ষ। ওরে ওই দেখ্, মা শত-মুখী হ'যে ধেয়ে আস্‌ছে।

জনার পুনঃ প্রবেশ

জনা। এলে কি, মা কল-নিনাদিনি,
অভাগিনী নিতে কোলে?
দেখ, দেখ, পুত্রশোকাতুরা
দুহিতা তোমার, তারা!
দেখ, মা গো, আঁধার সংসার,
কেহ নাহি আর,
তাই রণস্থলে পুত্রে ফেলে
তোর কোলে জুড়াতে এসেছি।
দেখ মা গো, পশি অন্তস্তলে,
নিদারুণ হুতাশন জ্বলে;
কত তাপ বাড়ব-অনলে!
দাবানলে তাপ কিবা!
কত তাপ সহস্র তপনে!
ঈশানের ভালে বহ্নি—তাহে তাপ কিবা!
তাপহরা! হর এ দারুণ জ্বালা।
ওই শুন, শুন গো জননি!
তরু, গুল্ম, অশরীরী প্রাণী
সবে কহে, 'ওই—ওই—অভাগিনী
শত্রু-শরে পুত্রহারা।'

শূন্যে শূন উঠিতেছে ধ্বনি
'ওই—ওই—অভাগিনী পুত্রহারা।'
'পুত্রহারা' 'পুত্রহারা' রব
শুন চারিদিকে,--
এ রব শুনিতে নারি আর।
শুয়ে তোর কোলে--
শীতল সলিলে নিশ্চিন্ত ঘুমাব, মা গো,
ভবে এমি বুলন্ত তোর সুতা।
ওই—ওই—হে হৈ রবে
চিতানল সম স্মৃতি জ্বলে—
দুগাল অঙ্কিত তায়।
ভাগীরথি!
তোর জলে নিবাইতে স্মৃতি,
এড়াইতে দারুণ জীবন-তাপ
এসেছি, মা! বঞ্চনা করো না,
নন্দিনীরে নে গো কোলে!

গঙ্গাজলে ঝম্প প্রদান

গঙ্গার উত্থান

গঙ্গা। আরে রে অর্জ্জুন,
কত সব তোর অত্যাচার!
কপট সমরে
বধেছিলি নন্দনে আমার—
পিতৃগুরু পিতামহে,
তাহে তোরে করিয়াছি ক্ষমা।
ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে,
আর তোর নাহিক নিস্তার,
শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নারিবে, পামর!
জাহ্নবীর কোপানলে
অচিরে পাইবি প্রতিফল!
শোকানলে দগ্ধ জনা নন্দিনী আমার--
সে অনল দেছে মোর বুকে।
ভক্ত-পুত্রে ক'রেছ নিধন,
নিজ-পুত্র-শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়,
দেখি তোরে কেমনে রাখেন চক্রপাণি!
আরে রে ফাল্গুনি,
বার বার আমারে চালনা!
যাও, শূল, মহেশের কর ত্যাজি
বভ্রুবাহনের তূণে ব'সো বাণ-রূপে!
চামুণ্ডার খড়্গ, যাও যাও মণিপুরে,—
ক'রে এস অর্জ্জুনের রক্ত পান!
যাও, চক্র, ত্যজি চক্রধরে
মণিপুরে অস্ত্রাগারে রহ,
কর গিয়ে অর্জ্জুনে নিধন।
শাঙ্গ, পাশ, দণ্ড-আদি দেব-প্রহরণ—
বভ্রুবাহনের তূণে করহ প্রবেশ,
বধ—বধ দুরন্ত অর্জ্জুনে!
দেছে জনা তাপানল বুকে,
অর্জ্জুন-শোণিতে কর শীতল আমায়।

[অন্তর্দ্ধান।

শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধ্বজের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো, বীর প্রপঞ্চ সকলি;
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত ল'য়ে,
ভাঙে গড়ে ইচ্ছামত তার।
করি দেব-দৃষ্টি দান।

ক্রোড় অঙ্ক

কৈলাস—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা

শ্রীকৃষ্ণ। হের, মতিমান্,
ওই পুত্র—পুত্রবধূ তব,
ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে
বিল্বদলে জবাফুলে
পূজিছে পার্ব্বতী-হরে,
নাহি মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের, দুগ্ধময়ী সলিল মাঝারে
মকরবাহিনী ভাগীরথী:
হের, জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,--
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে, ভূপ, মন কর স্থির।

জনৈক ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। গীত

গান্ধারী টৌড়ী—ধামার

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর,
কনকবরণী সনে নেহার হে দিগম্বর।
ফণিমালা মণিমালা, ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা,
রাজীব চরণ দোলে, ক্ষরে তাহে রবিকর।
দুগ্ধময়ী বারি-মাঝে, মকর-বাহিনী রাজে,
নলিনী-ভূষিতা বামা হের বরাভয়কর।

নীল। অজ্ঞান-তিমির বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন!

যবনিকা পতন

মধুসূদন দত্ত

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,[১]
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি[২]
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে[৩]—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী[৪] নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?[৫]
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,[৬]
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত[৭], হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয়[৮] উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র[৯] যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।[১০] ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা[১১] সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা[১২]—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে![১৩]—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি![১৪] মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে![১৫]

---

[১] অমৃতভাষিণী—সরস্বতী, অমৃতের ন্যায় মধুর তাঁর ভাষা। [২] রাক্ষসকুলের আধার বা আশ্রয়।
[৩] ইন্দ্রজিত মেঘনাদ—মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন।
[৪] ঊর্ম্মিলা যাঁর আনন্দ সেই লক্ষ্মণ। [৫] ভীতি দূর করল।
[৬] বাল্মীকির কবিত্বলাভের পেছনের পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ।
[৭] রত্নাকর নামে পরিচিত বাল্মীকির দস্যুজীবনের প্রসঙ্গ। পৌরাণিক উল্লেখ।
[৮] মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন, মহাদেব। [৯] বাসুকি।
[১০] বাসুকি কর্তৃক পৃথিবীর ভারবহনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। [১১] বিদ্যুৎ।
[১২] রতনসম্ভবা বিভা—রত্ন থেকে বিকীর্ণ রশ্মি।
[১৩] মহাদেব কর্তৃক মদন-ভস্মের পৌরাণিক উল্লেখ। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে এই প্রসঙ্গের অত্যুজ্জ্বল চিত্র আছে।
[১৪] মহাদেব পাণ্ডবদের শিবির পাহারা দিয়েছিলেন। মহাভারতের কাহিনী।
[১৫] ব্রজলীলার উল্লেখ।

কি ছার ইহার কাছে হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে[১৬]
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায় শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়[১৭] সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ,—
নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে[১৮]—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী,
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।[১৯]
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ[২০] বুধঃ[২১])
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে,—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী[২২] চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান[২০]
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়

---

[১৬] ময়দানব গঠিত যুধিষ্ঠিরের রাজসভা ও যজ্ঞসভার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের কাহিনী।

[১৭] নিকষাপুত্র রাবণ।

[১৮] কালিদাসের প্রভাব আছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ একটি শ্লোকে নীলোৎপলদলের দ্বারা শমীলতা ছেদনের অসম্ভাব্যতা ব্যক্ত হয়েছে।

[১৯] মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ।

[২০] প্রধান মন্ত্রী। [২১] বিজ্ঞজন। [২২] আকাশভেদী। [২০] প্রধান মন্ত্রী।

ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন[24] লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত:—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা[25]?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর[26] অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে,[27] দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে![28]
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে[29] ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল[30] অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ[31] যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ![32] কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ,[33] সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে[34]! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর[35] মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু[36] অম্বুরাশি-রবে[37]!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা: "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি[38] যেন
অংশুমালী[39]। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা[40]—মনোহরা পুরী!
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা;

---

[24] কুবলয়—পদ্ম; নীলোৎপল। [25] বীরত্ব। [26] বীরশ্রেষ্ঠ।
[27] ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। [28] কোদণ্ড-টঙ্কার—ধনুর ছিলার শব্দ। [29] ঘনাকার—মেঘের আকার
[30] তীরসকল। [31] বাসবের চাপ—ইন্দ্রধনু বা রামধনু। [32] দূত। [33] সিংহ।
[34] গ্রীক পুরাণে সিন্ধু ও বায়ুর চিরন্তন সংঘর্ষের কাহিনী আছে।
[35] চর্ম্ম—ঢাল। [36] শঙ্খ। [37] অম্বুরাশি-রবে—সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায়।
[38] সূর্য। [39] কিরণ যার মালা, অর্থাৎ সূর্য।
[40] কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—স্বর্ণনির্মিত সৌধরাজি লঙ্কার মুকুটস্বরূপ।

তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ: নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর;[৪১] তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-[৪২]
ভূষিত, হিমান্তে[৪৩] অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে[৪৪]!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। এত প্রসরণে,[৪৫]
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী:-
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা[৪৬]! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে: কেহ বা বিবাদে,
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!

পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী,[৪৭] সাদী,[৪৮] শূলী,[৪৯]
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল,[৫০] তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,[৫১]
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,[৫২]
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,[৫৩]
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,[৫৪]
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।[৫৫]
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ:-
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! বিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা

[৪১] সীতাকে যে হরণ করেছে। [৪২] কঞ্চুক—আবরণ, বর্ম। [৪৩] শীতের শেষে।
[৪৪] গর্বে, তেজে। [৪৫] বেষ্টনে। [৪৬] চণ্ডীর ন্যায়।
[৪৭] গজারোহী (সৈন্যদল)। [৪৮] অশ্বারোহী (সৈন্যদল)। [৪৯] শূলধারী (সৈন্যদল)।
[৫০] বর্শাজাতীয় অস্ত্র। [৫১] কুঠার। [৫২] পাগড়ি।
[৫৩] হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যে যুদ্ধ-বর্ণনাকালে অনুরূপ উপমার প্রয়োগ ঘটেছে বার বার। 'হেক্টর-বধ' দ্রষ্টব্য। [৫৪] কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধনু। [৫৫] ঘটোৎকচের মৃত্যুর মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ।

দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম[৫৬]
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে,
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে[৫৭]? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙ্গাল[৫৮] ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল[৫৯]
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন![৬০]
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার[৬১]; জীমূত-মন্দ্র[৬২] হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর,
ক্ষোভে রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে,—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়, দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী,—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ বীরশূন্য এবে, নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি [illegible] যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল শিমুলশিম্বী[৬৩] ফুটাইলে বলে,

---

[৫৬] প্রভঞ্জন—পবন। [৫৭] বীতংস—পাখি-ধরা ফাঁদ। [৫৮] বাঁধ।
[৫৯] কিঙ্কিণীর বোল—ঘুঙুরের শব্দ।
[৬০] কবরী—খোঁপা। [৬১] বৃষ্টিধারা। [৬২] জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি। [৬৩] শিমুলের বীজকোষ।

উড়ি যায় তুলারাশি. এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু.
বিনাশিতে লঙ্কা মম. কহিনু তোমারে।
নীরবিলা রক্ষোনাথ শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা. গন্ধর্বনন্দিনী.
কাঁদিলা.—বিহ্বলা. আহা. স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি.—
"এ বিলাপ কভু. দেবি. সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে: বীরমাতা তুমি·
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে: তবে কেন তুমি
কাঁদ. ইন্দুনিভাননে. তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে.
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের[৬৪] প্রসূ[৬৫] ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত.
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর[৬৬] সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ্ব-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে. কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে.
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী.
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে.
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে.
ত্যজি সুকনকাসন. উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে.
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ. অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ. সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে.
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ[৬৭] বীরমদে মাতি
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী[৬৮] হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ[৬৯]; মন্দুরা[৭০] ত্যজিয়া
বাজীরাজী. বক্রগ্রীব চিবাইয়া রোষে
মুখস[৭১]। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়.
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক[৭২] শিরে. ভাস্বর[৭৩] পিধানে[৭৪]
অসিবর. পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে.
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী[৭৫]-আবৃত দেহ. আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি. সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার.
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল. বিশ্বনাশী
পরশু.—উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে.
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর রতনে খচিত.
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য হয়ব্রাহ হেষিল উল্লাসে.
গরজিল গজ. শঙ্খ নাদিল ভৈরবে:
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ পথ মহা কোলাহলে!
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে:—
গর্জ্জিলা বারীশ[৭৬] রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে. প্রবাল-আসনে
বারুণী[৭৭] রূপসী বসি. মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা.[৭৮] পশিল সে স্থলে
আরাব[৭৯]. চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।

---

[৬৪] বীরপ্রসূন—বীরকুলে পুষ্পস্বরূপ। [৬৫] জননী। [৬৬] সাপ।
[৬৭] রাক্ষসগণ। [৬৮] হস্তিশালা। [৬৯] হাতির দল। [৭০] অশ্বশালা।
[৭১] লাগাম-সংলগ্ন লোহখণ্ড-বিশেষ, ঘোড়ার মুখে থাকে। [৭২] শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি। [৭৩] উজ্জ্বল।
[৭৪] পিধান—আচ্ছাদন; এখানে খাপ। [৭৫] আয়সী—লোহবর্ম। [৭৬] সমুদ্র।
[৭৭] বরুণের স্ত্রী। বরুণানী হওয়া উচিত। কবিকৃত স্বতন্ত্র অর্থসৃষ্টি।
[৭৮] মিলটনের Comus-এর অন্তর্গত Severn নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী Salerina এবং Nymph Ligea-র কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত। [৭৯] রব. ধ্বনি।

কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে:—"কি কারণে, কহ লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে[৮০]। কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে সবারে।[৮১]
হাসিয়া কহিলা দেব,—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা।—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"

উত্তর করিলা সখী কল কল রবে,—[৮২]
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে, কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
নাশিবতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"

কহিলা বারুণী পুনঃ,—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"

উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী।[৮৩] দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-[৮৪]
বিভ্রম বিভাবসুরে। উত্তরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদ-পরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের[৮৫] হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে,[৮৬] সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি[৮৭] যথা পূর্ণ-শশী তেজে।
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?

প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা: প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা;—

"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে[৮৮];—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে।
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"

---

[৮০] গ্রীক পুরাণানুগ কল্পনা। [৮১] ভার্জিলের Aeneid (Book I)-এর প্রভাব।
[৮২] সখী মুরলা নদীবিশেষ। তাই কলকল রবে উত্তর করা সার্থক। মুরলা নদীর নাম ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' নাটকে আছে। [৮৩] পুঁটি। 'মেঘদূত' কাব্যে চটুল সফরীর প্রসঙ্গ আছে।
[৮৪] রজঃকান্তি-ছটা—রৌপ্যবৎ উজ্জ্বল অংগকান্তি। কবি সর্বদা রজত অর্থে 'রজঃ' ব্যবহার করেছেন।
[৮৫] ধনদ—কুবের। [৮৬] জ্বলছে। [৮৭] খদ্যোতিকা-দ্যোতি—জোনাকির আলো। [৮৮] উরস—বক্ষ।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি[১৯]-রোধঃ[২০] যথা চলোর্ম্মি[২১]-
আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল[২২]-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী[২৩] কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি[২৪]। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী[২৫] আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র[২৬] আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী[২৭] বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী: "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী,—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু, যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে! কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের[২৮] ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"

---

[১৯] যাদঃপতি—সমুদ্র। [২০] রোধঃ—তীর। [২১] চলোর্ম্মি—চঞ্চল তরঙ্গ। [২২] দুকূল—পট্টবস্ত্র। [২৩] মেখলা। [২৪] চাকার পরিধি। [২৫] হস্তী। [২৬] মহারথীকুল-ইন্দ্র—মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [২৭] প্রক্ষেড়ন—লৌহধনু। [২৮] প্রাক্তন—অদৃষ্ট।

প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী[৯৯], আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বুরাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা।[১০০] কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন[১০১] করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-[১০২]সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী।
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,[১০৩]
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,[১০৪]
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে[১০৫], বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে![১০৬]
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি বিশদ-বসনা[১০৭]।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা[১০৮]
উত্তরিলা:—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া:—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা:—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"[১০৯]

[৯৯] ময়ূরী।
[১০০] ইতালীয় কবি তাসোর Jerusalem Delivered কাব্যের Armida's Paradise-এর প্রভাব এখানে পড়েছে বলে মনে হয়।
[১০১] ধনু। [১০২] নিষঙ্গ—তূণ। [১০৩] বর্ম।
[১০৪] শিঞ্জিত—ভূষণধ্বনি। [১০৫] সূর্যকন্যা যমুনা (সম্বোধনে)।
[১০৬] ব্রজলীলার উল্লেখ। [১০৭] বিশদবসনা—শুভ্র-বেশ-পরিহিতা।
[১০৮] অম্বুরাশি-সুতা—সমুদ্রমন্থনজাত বলে লক্ষ্মীর অপর নাম।
[১০৯] তাসোর Jerusalem Delivered কাব্যে Rinaldo-র আচরণ। Book XVI.

সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ[১১০] বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত[১১১] যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর[১১২]; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।[১১৩]
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিংকরীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"

উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল,[১১৪] অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী[১১৫] আকর্ষি রোষে, টংকারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লংকা, কাঁপিলা জলধি!

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ;[১১৬] উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা।[১১৭] হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।

নাদিলা কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
'রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
'কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলংক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে।"

কহিলা রাক্ষসপতি,—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী,[১১৮] করি বীণাধ্বনি
আনন্দে, "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,[১১৯]

---

[১১০] শ্রেষ্ঠ রথী। যিনি ঋষভ বা বৃষ-সদৃশ বলশালী।

[১১১] কার্তিক। [১১২] কার্তিক কর্তৃক তারক-নিধনের পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ।

[১১৩] গোগৃহ-রণে অর্জুনের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে যুদ্ধসজ্জার প্রসঙ্গ। মহাভারতের কাহিনী।

[১১৪] উড়ন্ত পর্বত মৈনাকের প্রসঙ্গ। পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ।

[১১৫] ধনুকের ছিলা। [১১৬] কৌশিক-ধ্বজ—কোষ অর্থাৎ রেশমী বস্ত্রের ধ্বজা।

[১১৭] কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—সুবর্ণ বর্মের আভা। [১১৮] স্তুতিগায়ক।

[১১৯] রাক্ষসপুরীকে নারীরূপে মূর্তিমতী করে দেখা ভবভূতির 'মহাবীরচরিতম্' নাটকের মূর্তিমতী শোকাকুলা লংকার কল্পনার দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হতে পারে।

অশ্রুবিন্দু: মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি:
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!

ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লংকা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস,—
পূরিল কনক-লংকা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে।[১] ফুটিলা কুমুদী:
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে,
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র[২]। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সংগীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।

কেহ বা দেব-ওদন[৩]; কুংকুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ, হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ[৪]-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা, "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে[৫], এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লংকাধামে।
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।

[১] শুকতারা— 'Eve's one star' (কীট্স—Hyperion)।
[২] বাদিত্র—বাজনা। [৩] ওদন—খাদ্য। [৪] পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু।
[৫] বিশ্বমোহিনী।

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূরে আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয়[৬] যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে[৭] নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,[৮]
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি[৯]-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী;—
"যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ[১০] বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে![১১]
ত্র্যম্বকে[১২] না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে[১৩] সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি[১৪] রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উত্তরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী[১৫]
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,

[৬] বিনতানন্দন গরুড়। [৭] পন্নগ-অশন—সর্পভুক্ অর্থাৎ গরুড়। [৮] বজ্র। [৯] সর্ব্বশুচি—অগ্নি।
[১০] মহাদেব। [১১] জটাধর—মহাদেব। [১২] ত্র্যম্বক—মহাদেব।
[১৩] অনম্বর-পথে—আকাশপথে। [১৪] ইন্দ্রের সারথি। [১৫] দুর্গা।

ভবভবনের[১৬] কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা
দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লংকাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি পদে? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ[১৭] প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে।
অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে,
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লংকাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অম্নদে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি,[১৮] রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী[১৯]
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তবে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র,[২০] তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটী রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলংক[২১] ভঞ্জ, শশাংকধারিণি[২২]!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী[২৩]
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"

[১৬] ভবভবন—শিবগৃহ। [১৭] শত্রুপীড়ক। [১৮] দুর্গা। [১৯] মহাদেব। [২০] মহাদেব।
[২১] দাসীর কলংক—মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়ে শচীর লজ্জা।
[২২] দুর্গা। তাঁর কপালেও চন্দ্রকলা থাকে।
[২৩] মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরীকুলের গর্ব যে হরণ করে। 'মঞ্জুনাশী' হলে পদটি শুদ্ধ হত।

কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা: "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী: "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী;—
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা[২৪] ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা,[২৫] কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু তরঙ্গিণী-রূপে বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি[২৬]-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মুরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী[২৭]
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা![২৮]
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজ্জি চুল, বিনাইলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে[২৯] পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,

---

[২৪] তারাকৃতি। [২৫] সুন্দর মুখশ্রী যার। [২৬] ত্বিষাম্পতি—সূর্য।
[২৭] পিনাকী—পিনাক নামক ধনুর্ধর অর্থাৎ মহাদেব।
[২৮] পার্বতীর মোহিনীবেশ, মন্মথসহ যোগাসন-শৃঙ্গে গমন, সৌন্দর্য ও শৃঙ্গারভাব বিস্তার করে অভীষ্ট লাভ হোমর-রচিত 'ইলিয়াড' কাব্যের চতুর্দশ সর্গে বর্ণিত ইডা পর্বতশৃঙ্গে জ্যুসের নিকট হীরীর গমন-প্রসঙ্গ থেকে গৃহীত। শুধু মহাদেবের তপস্যাভঙ্গের বর্ণনায় কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবে'র কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়েছে।
[২৯] লাক্ষারস—আলতা।

সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে[৩০] মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত[৩১]-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া[৩২] স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে,—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভাব ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে তপনে,
কেহ না আইল, ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে,
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"[৩৩]
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী,—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে।"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে,—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত[৩৪] যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য[৩৫]; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা[৩৬] অম্বরে[৩৭] তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে![৩৯]

---

[৩০] রসান—একপ্রকার কঠিন প্রস্তর। এর সঙ্গে ঘর্ষণে সোনাও উজ্জ্বল হয়।
[৩১] বিকচিত—প্রস্ফুটিত। [৩২] স্মর-হর-প্রিয়া—দুর্গা। স্মর-হর অর্থাৎ মহাদেব। তাঁর প্রেয়সী।
[৩৩] শিবপুরাণ এবং কুমারসম্ভব কাব্যে অনুরূপ বর্ণনা আছে।
[৩৪] দৈত্য। দিতি কশ্যপমুনির পত্নী।
[৩৫] পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থন, অমৃতলোভে দেবদৈত্যের সংঘর্ষ, বিষ্ণুর মোহিনীবেশে দৈত্যদেব মোহ প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ।
[৩৬] সোনার গিল্টি। [৩৭] অম্বর—বসন, আবরণ।
[৩৮] মলম্বা-অম্বরে তাম্র—যে তাম্র সোনার গিল্টিতে আচ্ছাদিত।
[৩৯] চন্দ্রলোকে ঘূর্ণমান চক্রের দ্বারা রক্ষিত অমৃত। পৌরাণিক বিশ্বাস।

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী।
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজপতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বন্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে!
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী[৪০] তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি?[৪১]
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূরে বিঁধিলা উমেশে!
সিহরিলা শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু,[৪২] ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে![৪৩]
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে,[৪৪] পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর[৪৫] ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি?[৪৬]
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে:
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান,[৪৭]
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে[৪৮]। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া;
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে[৪৯]
ইহা হতে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল,—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব: "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন,
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবি-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি

---

[৪০] জটাধারী অর্থাৎ মহাদেব।

[৪১] শম্বর-অরি—শম্বরাসুরকে বধ করেছিল যে কামদেব।

[৪২] অগ্নি।

[৪৩] কালিদাসের কুমারসম্ভবে ঈষৎপরিলুপ্তধৈর্য হরের তৃতীয় নয়নে অগ্নি-উদ্গীরণের যে বর্ণনা আছে তার প্রভাব এখানে পড়েছে।

[৪৪] ভারতীয় মদন মধুসূদনের কল্পনায় কখন গ্রীক-পুরাণের Cupid-এর বালকমূর্তি পরিগ্রহ করেছে, কবি নিজেই তা লক্ষ্য করেন নি।

[৪৫] কেশরী-কিশোর—সিংহশাবক।

[৪৬] গণেন্দ্রজননী—গণেশমাতা দুর্গা।

[৪৭] ঈশান—মহাদেব।

[৪৮] ঈশানী—দুর্গা।

[৪৯] মনসিজ—মদন।

সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার[10]—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে, "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে[11] প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর, "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ[12] উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময়[13] স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা;"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি[14] জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূরে মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে,—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে, কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।[15]
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক,[16] মণ্ডিত
সুবর্ণে, ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,[17]
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
বজ্রময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।

[10] পুষ্পবৃষ্টি।
[11] শপথ। এরূপ লৌকিক ব্যবহার মহাকাব্যের গাম্ভীর্যের হানি করেছে। [12] ইন্দ্র।
[13] সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত আভাময়—সূর্যের কিরণজাল একসঙ্গে সঙ্কলিত হলে যেরূপ আভা হয়—সেরূপ আভাময়।
[14] সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ। [15] কার্তিক কর্তৃক তারক-বধের পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ।
[16] ঢাল। [17] ইন্দ্র।

যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার[৫৮] হেমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লংকার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে:—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লংকা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;[৫৯]
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লংকাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে[৬০]; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে[৬১]। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) নড়িছে
অন্তরিত[৬২] পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুংকারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুংগ-শৃংগধরাকারে তরংগ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সংগে রণরংগে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে[৬৩] জীমূত; হাসিল
ক্ষণ প্রভা, কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লংকায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি, বনে বৃক্ষ পড়িল উপাড়ি
মড়মড়ে, মহাঝড় বহিল আকাশে,
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উত্তরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর ঝল ঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈববিভা[৬৪] ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি
নন্দন-কানন ত্যজি কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে,—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি:
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে, গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।

[৫৮] পূর্বদিকের।
[৫৯] বিদ্যুৎ।
[৬০] গ্রীক পুরাণমতে বায়ুকুল পর্বতগুহায় আবদ্ধ থাকে। পবনদেব তাদের নিয়ন্তা।
[৬১] পর্বতগুহায়।
[৬২] অন্তর্নিহিত।
[৬৩] মন্দ্র—গম্ভীর শব্দ।
[৬৪] স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নির্মাণ
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া।"
কহিল্য রঘুনন্দন, "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি, হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা, চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি[৬৩] যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়, শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী, পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ[৬৪] ধারী--মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।[১]
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী:
কি কাজে এ ব্যাজ[২] আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পাব, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে[৩]? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে,[৪] বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে

[৬৩] পূজার উপহার।
[৬৪] ভীমপ্রহরণ—ভীষণ অস্ত্র।
[১] ব্রজলীলার উল্লেখ।
[২] কাল-বিলম্ব।
[৩] বিগ্রহ—যুদ্ধ।
[৪] দাম—মালা।

(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?"
অবচয়ি[৩] ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী: "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা: কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিল বাসন্তী সখী; "কেমনে পশিবে
লংকাপুরে আজি তুমি? অলংঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে:
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে:—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি:
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,[৬]
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,[৭]
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি:—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা[৮] ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের[৯] কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী[১০]
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণ্‌ঝণি।

নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ[১১] ধরি
বক্ষে বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য: চমকিল দিবে
অমর পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!

---

[৩] চয়ন করে।

[৬] কাশীরামদাসের মহাভারতে অশ্বমেধপর্বে অর্জুনের প্রমীলাপুরীতে প্রবেশের কাহিনী আছে। ব্যাসের মহাভারতে সে কাহিনী নেই।

[৭] কন্দর—পর্বতগুহা। [৮] অত্যন্ত কোপনস্বভাবা। [৯] অলিন্দ—বারান্দা। [১০] সহচরী।

[১১] দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ—অসুরনাশিনী কালীর পাদপদ্মদ্বয়।

ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান[১২] অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে।[১৩]
ডাকিনি যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা[১৪] নামেতে বামী[১৫]—বাড়বাগ্নি-শিখা।[১৬]
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে; 'লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক[১৭] কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে:—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত[১৮]-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুত-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
বথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন[১৯] হনু ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা:—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে,—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে,—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!

[১২] শাণিত।
[১৩] মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চণ্ডীর শুম্ভনিশুম্ভ ও মহিষাসুর বধের উল্লেখ।
[১৪] অশ্বী; এখানে বড়বা নাম্নী অশ্বী।
[১৫] অশ্বী।
[১৬] প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তির কল্পনায় কবি দেশী-বিদেশী একাধিক কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভার্জিলের "Aeneid" মহাকাব্যের বীরনারী Camilla, তাসোর "Jerusalem Delivered" মহাকাব্যের Clorinda, গ্রীকপুরাণে বর্ণিত আমাজন রমণীগণ (বিশেষ করে কুইনটাস অব স্মার্না কর্তৃক চতুর্থ শতকে রচিত "Where Homer Ends"-এর কথা মনে আসে), কাশীরামের 'মহাভারতের' প্রমীলা, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কবিকে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বীরনারীদের যে সব বর্ণনা আছে মধুসূদন সেগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হবার সুযোগ পান নি বলে মনে হয়।
[১৭] বিকট কটক—ভয়ঙ্কর সৈন্যব্যূহ। [১৮] দ্বিষত—শত্রু।
[১৯] পবন-নন্দন—হনুমানের জন্ম পবন-ঔরসে অঞ্জনা নাম্নী বানরীর গর্ভে।

কি ফল বাঁধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে'
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি'
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে,—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উত্তরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,[২০]
প্রচণ্ডা, খর্পরি খণ্ডা[২১] হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে; কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে,
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি,
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা!—"রঘুবর পতি-বৈরী মম;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুত-ছটা
রমে আঁখি,[২২] মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি,[২৩] পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গুরুত্মতী[২৪] তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে[২৫] হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক[২৬]-কলাপময়,[২৭] নাচে কুতূহলে;
ধক্ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর[২৮]! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা ঊষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে!

---

[২০] ভীমা—চণ্ডী। [২১] খর্পর খণ্ডা—খর্পর এবং খড়্গ।
[২২] রমে আঁখি—চক্ষুকে প্রীত করে।
[২৩] নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি—নরমুণ্ডের মালা পরিহিতা কালীর ন্যায় আকৃতি যাহার।
[২৪] পক্ষযুক্ত; এক্ষেত্রে পালযুক্ত।
[২৫] দড়ে রড়ে জড় সবে—কিছুটা ভীতি, কিছুটা দৃঢ়তার ভাব নিয়ে একত্রিত হয়েছে।
[২৬] চন্দ্রক—ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকার বর্ণোজ্জ্বল চিহ্ন।
[২৭] কলাপ—ময়ূরপুচ্ছ। [২৮] স্থূল।

শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে[২৯] কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত:[৩০] পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে:
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা,
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব,
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে?"[৩১]
সহসা নাদিল ঠাট[৩২]; জয় রাম ধ্বনি,
উঠিল আকাশ দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে:
কাম-রূপী তবাগ্রজ।[৩৩] দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে,[৩৪] কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনু সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা; "কি হেতু দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী[৩৫], শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী, "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ, আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে:
নতুবা ছাড়হ পথ, পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব, বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে[৩৬] যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ংকরী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি: "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি!"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনুরে;
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"

২৯ রঞ্জন —রক্তচন্দন।
৩০ কুসুম-অঞ্জলি-আবৃত—রামচন্দ্র প্রদত্ত কুসুম অঞ্জলিতে দেবঅস্ত্রপুঞ্জ আবৃত।
৩১ সীতা-স্বয়ম্বরে রাম কর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গের প্রসঙ্গ। ৩২ সৈন্যদল।
৩৩ কামরূপী তবাগ্রজ—তোমার অগ্রজ রাবণ যথেচ্ছ রূপ ধারণে সমর্থ।
৩৪ বল—সেনাদল। ৩৫ পালয়িত্রী। ৩৬ চিত্রবাঘিনী—চিতাবাঘ।

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ; "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি[৩৭]?" কহিলা রাঘব;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে[৩৮]! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজন,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে[৩৯] নাচে বাজী-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র[৪০]-রমণী
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে!
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রক্ষোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ[৪১] দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলী-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে হে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!

[৩৭] মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চামুণ্ডা কর্তৃক রক্তবীজ দানবের সংহার-প্রসঙ্গ।
[৩৮] সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে—মেঘখণ্ডগুলিকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করে। [৩৯] ঘোড়ার দুলকি চালে।
[৪০] উপেন্দ্র—বিষ্ণু। [৪১] মায়া-বিস্তার।

দেখিয়াছি ভৃগুরামে,[৮২] ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে:
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া,
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,[৮৩]
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংসে কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন, চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে:
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে:
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে!"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—
লঙ্কার কনক-দ্বারে উত্তরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল[৮৪] কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ,[৮৫] আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষু দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়্কা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝন্ঝনিল কৃপাণ পিধানে[৮৬]।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।

[৮২] ভৃগুরাম—পরশুরাম।
[৮৩] সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন বিষ পান করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন এবং বিশ্ব রক্ষা করেছিলেন।
[৮৪] কৌন্তিককুল—কুন্ত অর্থাৎ বর্শাধারী সৈন্যদল।
[৮৫] লৌহবাণ।
[৮৬] পিধান—কোষ।

খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে'
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে,—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে[৬৭] যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা, তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে'
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে[৬৮] ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্তকী;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে.
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে: সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে'
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মুরতি:
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি[৬৯] যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।

শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূমে শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে, যথা যবে
বারিদ প্রসাদে পুষ্ট শস্য কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি' বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে'
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত' হেন রূপ কার নব লোকে?
সাজিনু এ বেশ আমি নাশিতে দানবে
সত্য যুগে। ওই শোন ভয়ংকর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুহুংকারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক কমল যেন মানস-সরসে।"
উত্তরে বিজয়া সখী, "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নব-লোকে?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে ভবানি?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে,
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা, মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ'
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে;

[৬৭] মার্কণ্ডেয় পুরাণে চামুণ্ডা কর্তৃক রক্তবীজ সংহারের উল্লেখ।
[৬৮] শ্রোণিদেশ--নিতম্ব। [৬৯] সিংহ।

তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে, শিবের সেবা করিবে রাবণি;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"[৩০]
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।

মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে:
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম; ভবের ভালে দীপি[৩১] শশি-কলা,
উজ্জলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি[১]; সূরী[২] ভবভূতি[৩]
শ্রীকণ্ঠ[৪], ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস[৫]—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি[৬]
মনোহর, কীর্ত্তিবাস,[৭] কীর্ত্তিবাস[৮] কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার।—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা: কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নাহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক, নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু[৯]-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পুরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে।—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে, মারিবে লক্ষ্মণে,
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে: আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে: পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু, জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে," আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা[১০] আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,

[৩০] এখানে মঙ্গলকাব্যের ভাবনার প্রভাব কিছু পড়েছে। [৩১] উজ্জ্বল হয়ে।
[১] ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি রামচরিতাত্মক। [২] পণ্ডিত।
[৩] 'উত্তরচরিতম্' এবং 'বীরচরিতম্' প্রণেতা। দুটি নাটকই রাম-কথা অবলম্বনে লিখিত।
[৪] ভবভূতির উপাধি। উত্তরচরিতে উল্লিখিত।
[৫] সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী; বাল্মীকি ব্যাসের কথা বাদ দিয়ে--কারণ তাঁদের ক্ষমতা লোকোত্তর।
[৬] মুরারি মিশ্র 'অনর্ঘরাঘবম্' নাটক-প্রণেতা।
[৭] কীর্ত্তিবাস—কৃত্তিবাস হওয়া উচিত। বাংলায় রামায়ণের সর্বজনপ্রিয় অনুবাদক। শব্দটির অর্থ ব্যাঘ্রচর্ম যাঁর পরিধেয়; অর্থাৎ মহাদেব।
[৮] কীর্ত্তিবাস—কীর্ত্তির আবাস। [৯] শীধু—মধু।
[১০] রাঘববাঞ্ছা—সীতা। রামচন্দ্রের কামনার ধন।

ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে[১১]!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে,
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ?[১২] নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ! কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে, সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে আহা! তারা রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী:[১৩]—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু[১৪] আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?"
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে,
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি শুন মনঃ দিয়া।—

ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি, মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!

[১১] বাল্মীকি-রামায়ণে একাধিক স্থানে অনুরূপ প্রসঙ্গে অনুরূপ উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।
[১২] দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীর সমুদ্রতলে বাস। পৌরাণিক উল্লেখ।
[১৩] পুরো বাঙালী ভাবকল্পনা। [১৩] মৈথিলী সীতা, মিথিলারাজকন্যা।
[১৪] সেই সেতু—পথে পতিত অলঙ্কার চিহ্নস্বরূপ অনুসরণ করে রাম অপহৃতা সীতার সন্ধান পেয়েছেন।

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি![১৬]
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক[১৭]-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ,[১৮] করভী
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে,
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা[১৯] (কাদম্বা[২০] যেমতি
মধু-স্বরা!); "এ অভাগী, হায়, লো, সুভগে
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অবরু[২১]-পুরে
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার[২২]-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন[২৩] (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,[২৪]
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে![২৫]
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র[২৬] কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;

---

[১৬] পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি—পঞ্চবটী-বনে চিরকাল বসন্ত বিরাজিত।
[১৭] বৈতালিক—স্তুতি-গায়ক। [১৮] হাতির বাচ্চা। [১৯] মধুরভাষিণী।
[২০] কলহংসী। [২১] অবরু—রাক্ষস। [২২] কান্তার—গহন অরণ্য। [২৩] মৃগচর্ম।
[২৪] ভবভূতির 'উত্তরচরিতম্'-এ অনুরূপ ভাব আছে—'ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ প্রচলিত-চতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।' ইত্যাদি শ্লোকে। কৃত্তিবাসেও আছে "করেন কুরঙ্গগণসহ পরিহাস।"
[২৫] কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে অনুরূপ ভাবনা আছে।
[২৬] নীতিকাহিনীগ্রন্থ হিতোপদেশ—পঞ্চতন্ত্র নয়; মহানির্বাণাদি পাঁচটি তন্ত্রশাস্ত্র।

শুনিতাম সেইরূপে আমিও রূপসি,
নানা কথা! এখনও এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী:—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ: নিশি যবে যায় কোন দেশে
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন[২৭] হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক্‌ তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে স্বজনি
নাহি জানি: জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত: 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি[২৮]?'—সরমা সখি আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী: ধরিল সরমা!
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি, "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে--
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি:—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে:
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'
"কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে

[২৭] পান করছেন।

[২৮] স্বর্ণকান্তি (সম্বোধন)।

রঘুবংশ-অবতংসে[২৯] এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে?[৩০]—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ; 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি[৩১]!
রে ভীরু, রে বীর কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা,—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উত্তরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী বিভূতি অঙ্গে কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ[৩২] আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি-
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাসন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
"দূরে গেল জটাজুট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!

---

[২৯] অবতংস—অলঙ্কার।
[৩০] ভৃগুরাম-গুরু বলে—রামচন্দ্র শক্তিতে ভৃগুরামের গুরু।
[৩১] তাসোর Jerusalem Delivered কাব্যে অনুরূপ কল্পনা আছে—
—and wild wolves that rave
On the chill crags of some rude Appinine
Gave his youth suck—
ভার্জিলের Aeneid কাব্যেও এরূপ ভাবনা আছে।
[৩২] প্রতারিত রোষ—ক্রোধের ছলনা।

"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ[৩৩]। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিষাদ[৩৪] যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
" 'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী
সীতার বারতা তুমি, গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।[৩৫]
"চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের[৩৬] গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ![৩৭] 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সংকটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে,—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে[৩৮]!

[৩৩] কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন॥

[৩৪] নিষাদ ব্যাধ।

[৩৫] মূল রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে অপহৃতা সীতা বিশ্বপ্রকৃতির সকলকে তাঁর হরণবার্তা রামকে দিবার জন্য এই ভাবেই অনুরোধ করেছেন।

[৩৬] পুষ্পক—রাবণের আকাশচারী স্বর্ণরথ।

[৩৭] এই মহাবীর হলেন পক্ষিরাজ জটায়ু। জটায়ু প্রসঙ্গে কবি মূল রামায়ণ-অনুসারী।

[৩৮] আরব—দূরব্যাপী শব্দ।

অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।'[৩৯]
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;[৪০]
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উত্তরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে[৪১]
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা[৪২] তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ[৪৩] চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন: শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।

"উত্তরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা; শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক!
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি;
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক[৪৪]; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন,—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ[৪৫], ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম, পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।

[৩৯] ভবিষ্যতের বিষয় দেখানো ভার্জিলের "Aeneid" কাব্যের প্রভাবে ঘটেছে। নায়ক ঈনিসের পিতা অ্যাঙ্কাইসিস পুত্রকে ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়েছিলেন।
[৪০] অভ্রভেদী গিরি—ঋষ্যমূখ পর্বত। [৪১] বীর পঞ্চ জন—নল, নীল, হনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব।
[৪২] সে দেশের রাজা—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি।
[৪৩] বলীবৃন্দ—বলশালী সেনানীগণ। [৪৪] বিভীষণের কথা বলা হয়েছে।
[৪৫] মুণ্ডহীন দেহ। এখানে অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট দানববিশেষ।

"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে?
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি।
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী[৯৩]। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)
কাটিলা তাহার শির! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর! জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!

"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে মা, আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধু, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'

"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে, 'উঠ
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে।'

"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি:
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীরে? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!'

"উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!'

"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি যথা নিবিলে দেউটি
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি।
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য[৯৫]
যথোচিত শাস্তি পাই[৯৬], মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে —
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!

"কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'

"'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ';--কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রাখিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সংকটে
লংকানাথ করি চুরি এ নারী-রতনে!'

"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধু দাসী দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'

[৯৩] কুম্ভকর্ণের প্রসঙ্গ। [৯৫] পুলস্ত্যের পুত্র রাবণ।

"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়[৬৯]! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।

'অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বন্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি রাজ-কুল-বধূ,
তবু বন্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি, কাঁদিলা সরমা।

কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি[৭০]? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ[৭১] রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
'বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সংকটে।"[৭২]

কহিলা মৈথিলী, "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূরে পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ

৬৮ পেয়ে। ৬৯ নীলতরঙ্গপূর্ণ। ৭০ বীর সন্তানের জন্মদাত্রী লংকা। ৭১ মহা মূল্যবান।
৭২ বাল্মীকি-রামায়ণে সরমা রাবণ-কর্ত্তৃক সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েছিল।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে:—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল[1] দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি।"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত"; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি, তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ, আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি,—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু, "সত্য যা কহিলে
দেবেন্দ্রাণি, প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে,
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি,[2] না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা। মৌনভাবে বসিলা দম্পতী;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে, বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি[3] নন্দন-কাননে[4]!

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?"

উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই, আদিতেয়[5]
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পূরিব,
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর,[6] ভবানন্দময়ী
ঊষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে,
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।

---

[1] নিদ্রিত দেবতামণ্ডলীর মধ্যে নিদ্রাহীন দেবরাজ ইন্দ্র—এরূপ কল্পনা হোমারের Iliad-এর দ্বিতীয় সর্গে আছে।
[2] দীর্ঘনয়না। [3] মন্দার-কাঞ্চন কান্তি—পারিজাত ফুলের স্বর্ণবর্ণ।
[4] নন্দন-কানন—স্বর্গীয় উপবন।
[5] দেবমাতা অদিতির পুত্র, এই অর্থে দেবগণ; এখানে বিশেষ করে ইন্দ্র। [6] ইন্দ্র।

নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে
অসহায় (সিংহ যেন আনায়[৭] মাঝারে)
মরিবে।—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন[৮];—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে দেবি তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে মাতঃ মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে।" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পরে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে
প্রবেশিলা মহা ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী মেনকা
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ, খুলিলা কাঁচলি·
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর কর রাশি
রূপিণী সুর সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে
কভু উচ্চ কুচে কভু ইন্দু নিভাননে
করি কেলি মত্ত যথা মধুকর যবে
প্রফুল্লিত[৯] ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!
স্বর্গের কনক-দ্বারে উত্তরিলা মায়া
মহাদেবী সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি কহিলা সুস্বরে:—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার,[১০] কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা: উঠ বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়, স্নান করি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে:
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"

চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী: নীল নভঃ-স্থল
উজ্জলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী: "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ: কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়: স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে, নয়ন জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ পূজি পা দুখানি
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রু-ধারা
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।

---

[৭] জাল। [৮] ইন্দ্র নমুচি দৈত্যকে বধ করেছিলেন। পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
[৯] হওয়া উচিত প্রফুল্ল।
[১০] এইরূপ ছদ্মবেশে স্বপ্নে বা বাস্তবে কোনো দেবদেবীর দেখা দেওয়া হোমরীয় রীতি অনুসরণের ফল।

কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে:—
'দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন রঘু কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন: 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লংকার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ংকর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস"; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে[11]
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী[12]-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!"
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র[13]-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর: "কে তুমি? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অংগ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী; "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অংগজ,[14] বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে:—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুংকারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে!
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে!
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।[15]

[11] ক্লেশ দিতে। [12] আয়সী—লৌহবর্ম। [13] বীতিহোত্র—অগ্নি।
[14] রঘুজ-অজ-অংগজ—রঘুর পুত্র অজ, তার পুত্র। দশরথের পরিচয়।
[15] এই মায়াসিংহের কল্পনায় তাসোর 'Jerusalem Delivered' কাব্যের প্রভাব আছে।

গলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে![16] আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক[17]; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে[18] রশনা[19]!
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে:—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত:
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে

বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা[20]; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র[21]; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি!
নহি নিশাচরী মোরা ত্রিদিব-নিবাসী!
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে,
উরজ[22] কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে:
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে
না পশে সে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে!
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী[23]!
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ,
পীঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা; ঘটে বারি; ধূম, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে

[16] রৌরব—অগ্নিময় নরক। [17] বীণার ঠাট। [18] বাজ্‌ছে। [19] মেখলা।
[20] বসন্তকালের সখা অর্থাৎ কোকিল। [21] জলের ফোয়ারা। [22] স্তন।
[23] সদ্যোজীবী—ক্ষণস্থায়ী।

শূরেন্দ্র, করিলা স্নান; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি, দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, বন্দীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!

বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরেশ্বর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)[২৪] "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে![২৫]
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"

---

[২৪] মিলটনের Paradise Lost-এর প্রভাব—
"then with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,
Her hand oft touching, whispered thus:—Awake
My fairest, my espoused, my latest found.
Heaven's last best gift, my ever new delight
Awake the morning shines..." [নিদ্রিত ইভের প্রতি অ্যাডমের উক্তি।]

[২৫] ব্রজলীলার উল্লেখ।

সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক:
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে!
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপন যেমতি।
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী: "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লংকেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুবন্ত-মিলনে:—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি।
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী:
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু: বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর, কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী:—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী:
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু

সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী:—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বাঁধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সুর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর: "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন[২৬] কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়?[২৭] রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে; মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"
মুছিলা নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী: "যাইবি রে যদি:—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে:
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে[২৮] তারার করে[২৯] উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সুজিলা কি বিধি, সাধি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ[৩০]? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু,[৩১] ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূরে, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিত বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—

---

২৬ অগ্নি।
২৭ মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়—ময় দানব মন্দোদরীর পিতা।
২৮ বহুলে—কৃষ্ণপক্ষে।
২৯ তারার করে—তারার আলোয়।
৩০ মেঘ।
৩১ কন্দর্প।

রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি
হেরি মৃগরাজে[১] বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর[২] সংগ্রামে।
কত ক্ষণে মহাযশাঃ উত্তরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, স্বর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ[৩] যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা[৪] বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব

[১] মৃগরাজ—সিংহ। [২] সংহারক।
[৩] মহাসর্প। [৪] বায়ুসখা—অগ্নি।

মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!”—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে?”
উত্তরিলা রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে[৫] দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম[৬] বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে[৭] এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।”
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;—
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে: কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?”
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র;—“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী;—‘হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী[৮]
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ!—’ উঠিনু জাগিয়া;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি;—মরি!
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা[৯]। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!”
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;—
“স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে

[৫] কৃতান্তদূত—সর্পস্বরূপ যমদূত। [৬] রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসদল। [৭] সুগ্রীবাদিকে।
[৮] পাপকে যিনি ঘৃণা করেন। [৯] জগন্মাতা।

নির্দ্দয়: ত্যজিনু যবে রাজভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা ঊর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে:
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পুরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে[১০] উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।[১১]
কহিলা রাবণানুজ;"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে[১২] দেব দেখালে তোমারে;—
নিবীরিবে[১৩] লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ[১৪] তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর[১৫] অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত,[১৬] কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ[১৭] দুলিল
শবপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে—
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে!
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে!
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।

[১০] রণিছে—যুদ্ধ করছে।

[১১] হোমরের Iliad মহাকাব্যে এই জাতীয় "Omen" দ্বারা ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইঙ্গিত দেবার রীতি প্রচলিত।

[১২] মায়াবিস্তারের দ্বারা। [১৩] বীরশূন্য করবে। [১৪] কার্তিক। [১৫] দীপ্ত।

[১৬] দ্বিরদ-রদ-নির্মিত—হাতির দাঁতে তৈরি। [১৭] তূণ।

ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেবদলে. নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে!"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে[১৮] সে শব্দবাহকে।[১৯]
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে. তথাস্তু. বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিল ঊষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কুজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সংগে; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয়[২০] তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূরে মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে[২১]
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃংগে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।[২২]
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে,[২৩] তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি[২৪] রথী
সৌমিত্রি; নাশিবে শূরে, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া,[২৫] অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পুজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে!"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা. প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সংগে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা; হারাইলে, মরি!
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি. তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!

[১৮] অতিশীঘ্র। [১৯] শব্দবাহক—আকাশ।

[২০] দেবকুলপ্রিয়—"Favoured by the gods" (—Homer)। এই জাতীয় বিশেষণশব্দ হোমারে বহুব্যবহৃত। মধুসূদন ইলিয়াডের আদর্শে এইরূপ বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন।

[২১] শীতকালে।

[২২] হোমরের Iliad কাব্যের ২৪-তম সর্গে Priam এবং দেবদূত Hermes অদৃশ্যভাবে গ্রীক শিবিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে—হেক্টরের মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য।

[২৩] লক্ষ্মী। [২৪] "God-like" (—হোমর)। [২৫] জগতের আরাধ্যা।

প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী[২৬] নক্র[২৭] ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী[২৮] সতী গগনমণ্ডলে।[২৯]
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ়; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,[৩০]
উদ্যান, সরসী, উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য[৩১]? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?

নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"

সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল[৩২]; গর্জ্জে গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।

[২৬] যমচক্রের ন্যায় ভয়ানক। [২৭] কুমীর। [২৮] একটি নক্ষত্র। চন্দ্রের পত্নীরূপে কল্পিত।
[২৯] পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
[৩০] দোকান। [৩১] মাৎসর্য্য—অপরের সৌভাগ্যে দ্বেষ। [৩২] অশ্বপালক।

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য; দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে![৫৫]
অবচায় ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া, ধাইছে ভারী;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,[৫৪]—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে!
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী সঙ্গে বিভীষণ রথী;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ, জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল আস
পিধানে ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড,[৫৫] হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে![৫৬]
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে

[৫৫] দোললীলার উল্লেখ। [৫৪] অহংকারে।
[৫৫] লৌহপিণ্ড। [৫৬] পৌরাণিক নল-কাহিনীর উল্লেখ।

রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম[৩৭]! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে[৩৮] আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে,—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে[৩৯] কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলোহাকৃতি
রোষে![৪০]) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত্র তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"

চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ,—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে?
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ[৪১]
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি[৪২] তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভুঞ্জিব[৪৩] আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে[৪৪] বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?

---

[৩৭] শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শিঙাবাদকেরা।
[৩৮] মহাহব—মহাযুদ্ধ। [৩৯] জলদ-প্রতিম স্বনে—মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দে।
[৪০] অভিমন্যুবধের মহাভারতীয় প্রসঙ্গ। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি এই সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন।
[৪১] শূলপাণি মহাদেবের ন্যায়। [৪২] তিরস্কার করি। [৪৩] বিনষ্ট করব। [৪৪] বিধু—চন্দ্র।

কে বা সে. অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে:
যায় কি সে কভু. প্রভু. পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী.
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস. বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে.
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা. মজিলা আপনি![৪৫]
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,[৪৬]
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন ধর্ম্ম মতে. কহ দাসে. শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুন স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা![৪৭]
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"[৪৮]
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি. হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি[৪৯] বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে![৫০]
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা.)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র. তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ. ঘণ্টা. উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে,
যথা অভিমন্যু রথী. নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে. কভু বা হানিলা
রথচুড়. রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি.
ছিন্ন চর্ম্ম ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে[৫১]!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে.
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে![৫২] সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে.
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূলে হস্তে শূলপাণি শঙ্খ, চক্র. গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্কল[৫৩], হায় রে মরি. কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে!
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে

[৪৫] বাল্মীকি-রামায়ণে বিভীষণের উক্তির অনুরূপ। [৪৬] কুপিত হয়ে।
[৪৭] বাল্মীকি-রামায়ণে মেঘনাদের উক্তি এইরূপ। [৪৮] বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ। [৪৯] লক্ষ্য করে।
[৫০] কার্তিক কর্তৃক তারকবধের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। [৫১] অভিমন্যু-হত্যার মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ।
[৫২] হোমরের Iliad মহাকাব্যে দেবী আথেনী পল্লাস কর্তৃক মানিলাসের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর সরিয়ে দিয়েছেন। সেখানেও কবি মশকাদি তাড়নের উপমা দিয়েছেন।
[৫৩] হীনবীর্য।

নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ. খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূরে স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর. গেলা মধুপুরে![৫৪]
অন্যায় সমরে পড়ি অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল ভরসা, পরুষ[৫৫] বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল[৫৬] ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাত
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ. কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস যদিও তুই পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে;—
"সুপটু-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে? উঠ. বৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে.
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী.
জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে;
গর্জ্জে গজরাজ. অশ্ব হেষিছে ভৈরবে:
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী[৫৭], উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে শূরে।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি-স্বপনে যেমনি
মনোহর বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে.
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে. নাশি শিশু যথা
নিষাদ পবনবেগে ধায় উর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা.
হেরি গতজীব শিশু. বিবশা বিষাদে!

[৫৪] ব্রজলীলার উল্লেখ।
[৫৫] কর্কশ।
[৫৬] দৈত্যকুলকে দলন করেছেন যিনি।
[৫৭] অনীকিনী—সেনা।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে![৫৮]
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ! চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে!
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে!
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী!" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি[১] যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী:
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে![২] রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা:—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বারসি[১] নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রাখিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।

[৫৮] অশ্বত্থামা কৃপাচার্য প্রভৃতি কর্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুপুত্রের হত্যা-কাহিনীর উল্লেখ।
[১] ব্রহ্মা।
[২] কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' কৃতস্নানা পার্বতীর অনুরূপ বর্ণনা আছে।

বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূলে, সতি হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তহে না পারে হরিতে!
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে°;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।"

উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি!° বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"

হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক° যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উত্তরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে°, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে: কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল° কেহ।

°হোমরের দেবরাজ জুসের আচরণের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। একদিন হীরী-আথেনীর অনুরোধে তিনি গ্রীকদের বিজয় দান করছেন, অন্যদিন আফ্রোদিতি প্রমুখের অনুরোধে বা স্বেচ্ছায় ট্রয়বাসীদের তুষ্ট করছেন।
°ত্রিপুর অসুর বিনাশক মহাদেব। °পলাশ। °যুক্তকরে। °বাতাস করল।

রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ. উঠিয়া বলী. আদেশিলা দূতে—
"কহ. দূত. কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী: "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী.
রাজেন্দ্র. অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল. হায়. কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে.
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি.
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী[৮] শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী.
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া।[৯] কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি. কহিলা শৈব; "এত দিনে. প্রভু.
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়. কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব. হে সর্ব্বজ্ঞ: পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ. "এ কনক-পুরে.
ধনুর্দ্ধর আছ যত. সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি.
শঙ্খনিনাদক যেন. প্রলয়ের কালে.
বাজাইলা শঙ্খবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল. সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস: টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ: ধূম্রবর্ণ বারণ. আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে: বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম. চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর[১০]. অমর-ত্রাস: রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র[১০]. সমরে উগ্র: গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল[১০]. জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে!
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা[১০]বলী
অশ্বপতি: বিড়ালাক্ষ[১০] পদাতিকদলে.
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ. দুর্ম্মদ সমরে!
আইল পতাকীদল. উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।[১১]
গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে:
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়, ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে।
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে!
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে,
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি,
অধীর ভূধরব্রজ[১২].—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে!
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে. "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে,
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা.
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া.
কল্লোল. জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে[১৩] প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ. মিত্রচূড়ামণি.
"কি আর কহিব. দেব? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে. নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে. বৈদেহীনাথ: স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,

[৮] পুত্রকে যে হত্যা করেছে।
[৯] হোমরের মহাকাব্যে বার বার অনুরূপ কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে।
[১০] চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ—রাক্ষস সেনাপতিদের এই নামগুলি মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে গৃহীত।
[১১] মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ। [১২] পর্বতসমূহ। [১৩] লয় সাধন করতে।

শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি:
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সংকটে?"

সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে।"

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি,
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু; জাম্বুবান বলী:
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ, রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত।

সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে: সাজ ত্বরা করি,
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! 'একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদের প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু: শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে: নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে'
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বন্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য[১৪] দাক্ষিণ্য[১৫] প্রকাশি!"

নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম[১৬] স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব: "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে:—
ধনমানদাতা তুমি: কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্ত! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিলা বিকট ঠাট[১৭] জয় রাম নাদে!

সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে'

কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীবে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা[১৮]—বৈজয়ন্ত ধামে।

বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে:
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ গাইছে সুতানে
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী,
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে!

পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র "দেহ পদধূলি,
জননি, নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি।
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যাব প্রতি বব, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
'ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি,
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে!
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"

---

[১৪] হে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসিবৃন্দ। [১৫] দয়া। [১৬] মেঘের ন্যায়।
[১৭] সৈন্য। [১৮] শরতের চাঁদের ন্যায় মুখ যার।

উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সম্মরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!"

বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে!

সুধিলা মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে?—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে!"

আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে; পশি স্বর্ণমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে।

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উত্তরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;-
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!"

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে;—
"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম[১৯] মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল[২০] অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী[২১];—
বৃথা যদি রত্ন আজি, আর না ফিরিব—

[১৯] একান্ত বিমুখ।
[২০] গাছের গোড়ায় জল ধরে রাখবার জন্য যে গোলাকার বাঁধ দেওয়া হয়।
[২১] কপট-সমরী—যুদ্ধে যে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে;
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে:—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!"
নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে!
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে:
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।[22]
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি: প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী: ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে:—
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি;
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে:[23] বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু![24] নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে![25]
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন![26] বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী!
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী; "কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী!
মদকল করিত্রয় আয়াসে[27] দাসীরে!
দেবতাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রাখিতে তাহারে
বীরদর্পে;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে?"
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসদল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ[28], চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি;
চলিছে পরাগ[29] পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে![30] টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীমতি
রঘুসৈন্য; ঊর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ[31], দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে!
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা; জীবরজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।

[22] মার্কণ্ডেয় পুরাণ কাহিনীর উল্লেখ।
[23] বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
[24] বিষ্ণুর বরাহ অবতারের উল্লেখ।
[25] বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের উল্লেখ।
[26] বিষ্ণুর বামনাবতারের প্রসঙ্গ।
[27] ক্লেশ দেয়।
[28] প্রতিঘ-অন্ধ—ক্রোধে অন্ধ।
[29] ধূলি।
[30] কালিদাসের রঘুবংশে (৪র্থ সর্গ) অনুরূপ বর্ণনা আছে।
[31] নারায়ণ।

না হেরি উপায় কিছু; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি!" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি*, সদা দংশাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে!"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে, পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে!
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী?"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?'
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূরে পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; রথচক্র ঘূরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ম অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনু সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি

*হে বিষ্ণু।

বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সুত, একাকী,
দেখ চেয়ে![৩৩] ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সুত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ[৩৪]! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি[৩৫]! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি[৩৬] বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি, অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে: দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুংকারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে।[৩৭] বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ম শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজে; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।[৩৮] ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক[৩৯] কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুংকারি শূরে নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদর্প জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।[৪০]
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে:—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা

[৩৩] ছদ্মবেশী দেবতাদের যুদ্ধে যোগদানের কল্পনা হোমরীয় প্রভাবের ফল।
[৩৪] বালির বাঁধ। [৩৫] গোয়ালের বেড়া। [৩৬] তারক নামক অসুর-সংহারক কার্ত্তিক।
[৩৭] শক্তিধর—কার্ত্তিক।
হোমরের ইলিয়াডে গ্রীকবীর দ্যোমিদ্ কর্তৃক রণদেবতা আরেস-এর আহত হবার কথা মনে করিয়ে দেয়।
[৩৮] পার্বতীর স্বভাবে বাঙালি জননীর কোমলতা আরোপ। [৩৯] সৈন্য।
[৪০] মহাভারতের কর্ণার্জুনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ।

মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝনঝনি!
হুহুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি, এ বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূরে হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্[৪১] শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারালোভে[৪২]
সবংশে মজিলি, দুষ্ট? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে!
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে

[৪১] চোক্—তীক্ষ্ণ।
[৪২] পরস্ত্রীলোভে।

রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র[৪৩] ঊর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"

গার্জ্জলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি: কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"

বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্ম্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই: কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"

স্মরি পুত্রবরে শূরে, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি[৪৪]! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা: বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ[৪৫] গিরিসম পড়িলা সুমতি।

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে: রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইল ধরিতে শবে' উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে।[৪৬] কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি: লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব: কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র: "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"
স্বপনসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে:
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস: পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা জয়সংগীতে![৪৭]
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

---

[৪৩] পত্নী।

[৪৪] একটি ভীষণ অস্ত্র। এই অস্ত্রের পৌরাণিক ইতিহাস আছে।

[৪৫] সর্পসহ।

[৪৬] ভারতীয় মহাকাব্যে যুদ্ধে হত শত্রুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করার রীতি প্রচলিত নেই। (দুঃশাসনের রক্তপান ব্যতিক্রম।) হোমরের মহাকাব্যে হত শত্রুর দেহ অধিকার এবং মৃতদেহের লাঞ্ছনা রণগৌরবরূপে স্বীকৃত। ইলিয়াড মহাকাব্যে এক একটি সেনাপতির মৃতদেহের উপরে মহাঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মধুসূদন এক্ষেত্রে গ্রীক মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

[৪৭] মার্কণ্ডেয় পুরাণে রক্তবীজকে নিধন করার পরে চামুণ্ডার প্রশংসার প্রসঙ্গ আছে। এখানে তা উল্লিখিত হয়েছে।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা[1] মিহিরে
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে[2],
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ন সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ন মিতা সুগ্রীব সুমতি
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে!
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,[3]—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস![4] আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন: মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা: তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি:
শিশির-আসারে, নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত: প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!

---

১ অন্ধকারনাশক।
২ গৈরিক—গিরিজাত এক ধরনের রক্তবর্ণ মৃত্তিকা।
৩ তুলনীয়—"রাজ্যধনে কার্য্য নাই, নাহি চাই সীতে।"—কৃত্তিবাস
৪ বাল্মীকি-রামায়ণের রামবিলাপের সহিত এই অংশের মিল আছে।

সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে!"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে: উৎসঙ্গ-প্রদেশে,[৫]
ধূর্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে?"
"কি না তুমি জান, দেব?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী; লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র: তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে।"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে[৬]
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময়, যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ: পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল: রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায়; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে[৭] রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ন রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই: সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে: যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ,[৮] তুষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?[৯]

---

[৫] উৎসঙ্গ-প্রদেশে—ক্রোড়দেশে। [৬] যমপুরে। [৭] খমুখ—আকাশ।
[৮] পরম সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি।
[৯] কবি নিজে বলেছেন রামের নরকদর্শন ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের আদর্শে পরিকল্পিত। নরক বর্ণনায় ভার্জিলের কাব্য এবং দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র প্রভাবও আছে।

চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, দ্রুত অগ্নিতেজে![১০]
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে:
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা: ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী,[১১] পিনাকে ইষু[১২] বসাইয়া রোষে!
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি--
হাহাকার নাদে কেহ: কেহ বা উল্লাসে!
সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেত ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেত পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে: যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন![১০]
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে:—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা ঊষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি: চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!"[১৪]
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে

---

[১০] বৈতরণী নদীর অনুরূপ বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত আদি হিন্দু পুরাণগুলিতেও সুপ্রচুর পাওয়া যায়। বাংলা কাশীরামদাসেও আছে।

[১১] পিনাক নামক ধনুকধারী, অর্থাৎ মহাদেব। [১২] বাণ।

[১৩] ভারতীয় পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রতিফলন। কাশীরামদাসের মহাভারতেও অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় আছে।

[১৪] দান্তের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার অনুকরণ—

Through me you pass into the city of woe:
Through me you pass into eternal pain.

আবার,

All hope abandon, ye who enter here.

সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢলঢল ঢলঢল ঢলঢল আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে
গলে দড়ি! কভু, ধিক্! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে!
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে!
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি;
ঊর্দ্ধবাহু সদা; হায়, নিধনসাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
দি দশায় আত্মকুল[১৫] জীবে আত্মদেশে[১৬]!
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে।[১৭] চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে!
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি;[১৮] বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব[১৯] এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,

[১৫] প্রেতাত্মাসকল। [১৬] প্রেতলোকে। [১৭] নরকের এই ধারণা দেশীয় পুরাণানুমোদিত।
[১৮] কাশীদাসী মহাভারতেও নরকের অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়।
[১৯] রৌরব নরকের কল্পনা ভারতীয় পুরাণানুমোদিত।

তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে[২০]; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী!" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে[২১]
পারে কি গো নিবারিতে?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে!
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনার্জনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"[২২]
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীব ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি!" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে!
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে[২৩], বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে!" দেখিলা বৈদেহী—
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।

[২০] কুম্ভীপাক—কুম্ভীপাকের কথা ভাগবতাদি ভারতীয় পুরাণে আছে।
[২১] কলুষকুহকে—পাপের প্ররোচনায়।
[২২] প্রেতদের মর্ত্যপ্রেম হোমারের ওডেসি কাব্যে অদিস্যুস কর্তৃক আহূত প্রেতপুঞ্জের মুখে (বিশেষ করে একিলিসের কণ্ঠে) ধ্বনিত হয়েছে। মধুসূদনের কল্পনায় তার প্রভাব কিছুটা পড়তে পারে।
[২৩] বিলাপবনের কল্পনা পাশ্চাত্ত্য কাব্য থেকে গৃহীত।

কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
সিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে:
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প;[২৩] নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া:—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী।—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে।[২৪] উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাবে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা:—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি

[২৩] তাসো এবং ভার্জিলের বর্ণনার অনুকরণ।

[২৪] মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ।

মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সময়ে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্নে; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয়[২৬] কামানল পোড়ায় হৃদয়ে;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল;[২৭] স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেম্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুষারে আবৃত কেহ, কেহ বা উগরে
তুষার; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ[২৮] বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল, কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে;
সাগর-মন্থনকালে সাগবে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটযে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর, জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ,—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ:—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী[২৯]
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,

---

[২৬] যা নির্ব্বাণ করা যায় না।

[২৭] কাশীরামদাসে পূর্ব্বদ্বারের এইরূপ বর্ণনা আছে।

[২৮] সরোবর।

[২৯] সঞ্জীবনী পুরী—কাশীরামদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্যে এই নাম এবং অনুরূপ ভাবনার পরিচয় আছে।

অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রণভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চৰ্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে--
মহাবীর্য্যবান্‌ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।[৩০]
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ! করে শূল, গজপতিগতি।

অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে[৩১] বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন। উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণে ... বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে!
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,

[৩০] ভার্জিলেও অনুরূপ ভাবনা আছে। [৩১] রয়—প্রবাহ। [৩২] শত্রুকে যিনি দমন করেন।

বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি॰!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু
রথী; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে!
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী. "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়. জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি।
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে!
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরন্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম!" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে!
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুক্তিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি

তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।

কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিংকর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে, কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র** হনু, আশুগতিগতি;
প্রের তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে;—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।

"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"

আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম;—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে:—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"

প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী:
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

** বায়ু-পুত্র হনুমান।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
কহ শুনি; মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে!—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে!'
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু,
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি![১]
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈবদোষে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পুরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি!'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু, হিমানীবিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী!
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে, সঙ্গীদল সহ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"

[১] হোমরের Iliad মহাকাব্যে Priam পুত্র Hector-এর অন্ত্যেষ্টির জন্য Achilles-এর কাছে ১১ দিন যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করেছিলেন।

প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি,
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি,
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;—
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি!'"
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
রক্ষিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে।
তুমি না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, রথি, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!' এতেক কহি নীরবিলা বলী!
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি;—
নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী;
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?"
প্রসাদ পাইয়া দ্রুত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুর্দ্দিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্বণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
নিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বরী বলী! কাঁদে মন্দোদরী,
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ

করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?"
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা সজল আঁখি সম্ভাষি সখীরে,—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি![1] পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!"—"দোষ তব,"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি।
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ, রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে,—কৃষ্ণ-হয়ে[2] নৃমুণ্ডমালিনী
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে!
হায় রে, কোথা সে হাসি-সৌদামিনী ছটা!
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে!
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম!
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী!
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ বিজলীর ছটা

[1] হেলেনীর উক্তি—
"The wretched source of all this misery."
—(হোমরের ইলিয়াড, ২৪-তম সর্গ)

[2] কৃষ্ণ-হয়—কালো ঘোড়া।

চক্রে: ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে.
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যাকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে!—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শংখ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র, সুকবচ, সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে, বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি ভোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ[a] হোত্রী[b] মহামন্ত্র জপি,
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে: স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি[c]
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঝরী শংখ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ:—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ, শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে!
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"
দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল,—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্ধ তারকারি
সেনানী: চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।

[a] অগ্নি। [b] হোমকর্তা। [c] জল।

মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে[৭]
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে:
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী: রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি: পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে:[৮] যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে![৯]
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
নড়িল মস্তকে জটা: ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ: ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে: ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা[১০], বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব: সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে,—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি,—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"

---

৭ সংসারে। ৮ বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-বর্ণনার প্রভাব আছে।
৯ বাল্মীকি-রামায়ণে মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ-বিলাপ—
যৌবরাজঞ্চ লঙ্কাঞ্চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ।
মাতরং মাঞ্চ ভার্য্যাঞ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসদনম্।
প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি বিপরীতে হি বর্ত্তসে॥
১০ ত্রিপথগা—গঙ্গা। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল তিনদিকে তার গতি।

আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী;
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!

দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস।[১১] পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে!
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।[১২]

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে[১৩]—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে[১৪]
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।
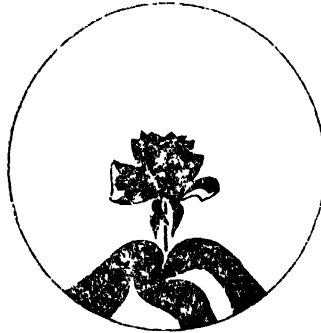
[১১] "And quench with wine the yet remaining fire."—ইলিয়াড।
[১২] "And raised the tomb-memorial of the dead."—ইলিয়াড।
[১৩] "All Troy then moves to Priam's court again,
A solemn, silent, melancholy train."—ইলিয়াড।
[১৪] বাঙালির দুর্গোৎসবের উল্লেখ।

রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ : বালকবালিকা

> ALL the world's a stage,
> And all the men and women
> merely players;
> They have their exits and their
> entrances.
> —*Shakespeare.*

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর একদিন সায়ংকালে গঙ্গাসৈকতে দুইটী বালক ও একটী বালিকা ক্রীড়া করিতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া গ্রাম, প্রান্তর ও প্রশস্ত গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে। জলের উপর কয়েকখানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিশ্রমের পর নাবিকেরা রন্ধনাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে। বীরনগরের নদীকূলস্থ আম্র-কানন অন্ধকার হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতেছে। কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটী দীপশিখা দেখা যাইতেছে আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রন্ধনাদি সংসার-কার্য্যসম্বন্ধীয় কৃষকপত্নী-দিগের কণ্ঠরব শুনা যাইতেছে। কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া ও গরুর পাল হাম্বারব করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ঘাট হইতে স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিশাল শান্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথী সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইতেছে। অপর পার্শ্বে প্রশস্ত বালুকাতট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীষ্ম-পীড়িত ক্লান্ত জগৎ সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে নিস্তব্ধ ও শান্ত।

তিনটী বালকবালিকায় ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইবে, ললাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জ্বল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। হেমলতার নয়নের তারা দুটী অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল; সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরী-কন্যার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে।

কনিষ্ঠ বালকটীর বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর হইবে, দেখিলেই যেন হেমলতার ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। মুখমন্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল, প্রকৃতি সেইরূপ চঞ্চল। কেবল উজ্জ্বল নয়ন দুটীতে পুরুষোচিত তেজোরাশি লক্ষিত হইত, আর উন্নত প্রশস্ত ললাটে শিরা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে স্ফীত হইত। নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীশচন্দ্র ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিত স্থির বুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমন্ডলে বিরাজ করিত। শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান, শান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি বালক।

দুইটী বালকে বালুকার গৃহ-নির্ম্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয় হেমলতা দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহ নির্ম্মাণে অধিকতর চতুর কিন্তু চঞ্চল; হেম যখন নিকটে দাঁড়ায় নরেনের ঘর ভাল হয়; আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন রাগ করে, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহা-বিপদ, দুই তিন বার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল।

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, যথার্থ যাবে না, নরেন আর একবার ঘর কর। নরেন মহা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল।

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল, নরেনের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে। কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জ্বল জলহিল্লোলের ন্যায় একবার শ্রীশের নিকট গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্রহস্ত নহে, বালুকাগৃহ-নির্ম্মাণে চতুর নহে, কিন্তু ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত কাঁপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। ক্রুদ্ধ হইয়া বালুকা লইয়া হেম শ্রীশের গায়ে ছড়াইয়া দিল। শ্রীশের জিৎ, ঘর হইয়াছে, নরেনের ঘর হইল না।

নরেন্দ্রনাথ সাবধান! আজ বালুকাগৃহ-নির্ম্মাণ করিতে পারিলে না, দেখ যেন সংসার-গৃহ ঐরূপে ছারকার হয় না। দেখ যেন জীবনের খেলায় শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিষয় ও হেমলতাকে জিতিয়া লয় না!

নরেন্দ্রনাথের ক্রোধধ্বনি শুনিয়া ঘাট হইতে একটা সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক উঠিয়া আসিল। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, নাম শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল,—না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন ঘর করিতে পারে না, সেই জন্য কাঁদিয়াছে, হেমকে জিজ্ঞাসা কর। 'তা না পারুক, আমি নরেনের ঘর করিয়া দিব,' এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া শৈবলিনী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেনের কলহ শীঘ্র শেষ হইল। হেম নরেনের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনয়নে বলিল, ভাই তুমি কাঁদ কেন? আমি একটী বার শ্রীশের ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাঙ্গিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে একবার গিয়াছিলাম বই ত নয়। তুমি ভাই রাগ করিও না, তুমি ভাই কাঁদ কেন? নরেন কি আর রাগ করিতে পারে, নরেন কি কখন হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তাহার পর বালকবালিকায় কি কথা? আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে? ওগুলা কি ফুল, না মাণিক? নরেন যদি একটী কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাঁথাইয়া হেমের গলায় পরায়! ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার আগে কেমন রাঙ্গা হইয়াছে, ও আলো কোথা হইতে আসিতেছে? বোধ হয় নদী পার হইয়া খানিক যাইলে ঐ আলো ধরা যায়। না, তাহা হইলে ওপারের লোক ধরিত। বোধ হয় নৌকা করিয়া অনেক দূর যাইতে যাইতে চাঁদ যে দেশে উঠে তথায় যাওয়া যায়, সে দেশে কি রকম লোক, দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন বড় হইলে একবার যাবে, হেম তুমি সঙ্গে যেও।

বালকবালিকা কথা কহিতে থাকুক, আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালকবালিকারা গঙ্গার বালুকার ন্যায় ছার বিষয় লইয়া কিরূপ কলহ করে, চন্দ্রালোকের ন্যায় বৃথা আশার অনুমান করিয়া কোথায় যাইয়া পড়ে, তাহারই পরিচয় দিব। পরিচয়ে আবশ্যক কি? পাঠক চারিদিকে চাহিয়া দেখ, জগতের বৃহৎ নাট্যশালায় কেমন লোকসমারোহ, সকলেই কেমন নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ধাবমান হইতেছে! কে বলিবে, কি জন্য?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বুদ্ধিমান জমীদার

> THROUGH tattered clothes small vices
> do appear,
> Robes and furred gowns hide all
> Plate sin with gold,
> And the strong lance of justice
> hurtless breaks:
> Arm it in rags, a pigmy's straw
> doth pierce it
> - *Shakespeare.*

নরেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রকান্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আপন নামানুসারে গ্রামের নাম 'বীরনগর" রাখিলেন। তাঁহার যথার্থ সহৃদয়তার জন্য সকলে তাঁহাকে মান্য করিত, তাঁহার প্রবল প্রতাপের জন্য সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, পাঠান জায়গীরদারগণ ও স্বয়ং সুবাদার তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

বাল্যকালে বীরেন্দ্র, নবকুমার মিত্র নামক একটী দরিদ্রপুত্রের সহিত একত্রে পাঠশালায় পাঠ করিতেন। নবকুমার অতিশয় সুশীল ও নম্র, ও সর্ব্বদাই তেজস্বী বীরেন্দ্রের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিত, সুতরাং তাহার প্রতি বীরেন্দ্রের স্নেহ জন্মাইয়াছিল। যৌবনকালে যখন বীরেন্দ্র জমীদারী স্থাপন করিলেন, নবকুমারকে ডাকাইয়া আপনার অমাত্য ও দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। নবকুমার অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নবকুমার স্বার্থপর হইলেও নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। বীরেন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করিয়া দুই পাঁচখানি গ্রাম আপনার নামে করিলেন কিন্তু ভয়ে হউক, কৃতজ্ঞতাবশতঃ হউক, বীরেন্দ্রের জমীদারীর কোনও হানি করেন নাই। বীরেন্দ্রের মৃত্যুর সময় নরেন অতি শিশু, জমীদারী ও পুত্রের ভার প্রিয় সুহৃদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বীরেন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ভালবাসা যতদূর নাবে ততদূর উঠে না। অপত্যস্নেহের ন্যায় পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ বলবান হয় না, দয়া অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর। নবকুমারের কৃতজ্ঞতা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

নবকুমার নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু নবকুমার দরিদ্র, ঘটনাস্রোতে সমস্ত জমীদারী প্রাপ্তির আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল। সে লোভ দরিদ্রের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়। বীরেন্দ্রের পুত্র অতি শিশু, বীরেন্দ্রের স্ত্রী পূর্ব্বেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, শিশুর বিষয় রক্ষা করে এরূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ ছিল না, দুই একজন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও নবকুমারের সহিত যোগ দিলেন। সংসারে যাঁহারা বীরেন্দ্রের অভিভাবক ছিলেন, তাঁহারা কিছুই জানিলেন না, অথবা তা নিয়া কি করিবেন?

তথাপি নবকুমার সমস্ত জমীদারী একাকী লইবেন প্রথমে এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। বীরেন্দ্রের জীবদ্দশায়ই দুই পাঁচখানি গ্রাম আপন নামে করিয়াছিলেন, এখন আরও দুই পাঁচখানি গ্রাম আপন নামে করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোভ বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, আমার একমাত্র কন্যা হেমের সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিব, অবশেষে বীরেন্দ্রের জমীদারী তাঁহার পুত্রেরই হইবে। এখন নাবালকের নামে জমীদারী থাকিলে গোলমাল হইতে পারে, সম্প্রতি আপন নামে থাকাতে বোধ হয় কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সুবাদারের সভাতে প্রধান প্রধান জমীদার ও জায়গীরদারদিগের এক এক জন উকীল থাকিত। তাহারা নিজ নিজ মনিবের পক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে নজর দিয়া সুবাদারের মন তুষ্ট রাখিত, ও মনিবের পক্ষ হইতে আবেদন আদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সদরে এইরূপে

একটী একটী উকীল না থাকিলে জমীদারীর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, এমন কি, জমীদারী হস্তান্তর হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।

বীরনগর জমীদারীর উকীল এক্ষণে নবকুমারের বেতনভোগী। বঙ্গদেশের কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন যে, বীরেন্দ্রের মৃত্যু হইতে সে জমীদারীর খাজনা নিয়মিতরূপে আসিতেছে না, তবে নবকুমার নামে একজন কার্য্যদক্ষ লোক সেই জমীদারীর ভার লইয়া আপন ঘর হইতে যথাসময়ে খাজনা দিতেছে। নবকুমার বীরেন্দ্রের বিশেষ আত্মীয় ও বীরেন্দ্রের সমস্ত পরিবারকে প্রতিপালন করিতেছে। এই আবেদনসহ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট উপঢৌকন গেল। আবেদনের বিরুদ্ধে কেহ বলিবার ছিল না, তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রের নাম খারিজ হইয়া নবকুমারের নাম লিখিত হইল। অদ্য নবকুমার মিত্র বীরনগরের জমীদার!

জমীদারের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যে নরেন্দ্রের পিতাকে পূর্ব্বে পূজা করিতেন, যে নরেন্দ্রকে এতদিন অতি যত্নে পালন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই নরেন্দ্র তাঁহার চক্ষুর শূল হইল। নবকুমারের সাক্ষাতে না হউক অসাক্ষাতে সকলেই বলিত, "নরেন্দ্রের বাপের জমীদারী", "নবকুমারের জমীদারী" কেহ বলিত না। গ্রামের প্রজারাও নরেন্দ্রকে দেখিয়া জমীদারপুত্র বলিত। প্রকৃত জমীদার নবকুমার কি এ সমস্ত সহ্য করিতে পারেন? তিনি চিন্তা করিতেন,—আমি কি অপবাদ বহন করিবার জনাই এই জমীদারী করিলাম? পুনরায় নরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে কে না বলিবে পিতার জমীদারী পুত্রে পাইল, আমার নাম কোথায় থাকে? এতটা করিয়া কি পরিণামে এই ঘটিবে? আমি কি জমীদার হইয়াও বালকের দেওয়ান বলিয়া পরিগণিত হইব? কার্য্যেও কি তাহাই করিব, সযত্নে জমীদারী রক্ষা করিয়া পরে নরেন্দ্রকে ফিরাইয়া দিব? বিচক্ষণ প্রগাঢ়মতি নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে আপন নাম চিরস্মরণীয় করা আবশ্যক, তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন, অথবা কোন দরিদ্রের সহিত আপন কন্যা হেমলতার বিবাহ দিবেন।

অনন্তর নবকুমার এইরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যসাধনে যত্নবান হইলেন। নিকটস্থ একটী গ্রামে গোকুলচন্দ্র দাস নামক একজন ভদ্রলোক একটী পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা ও অল্প সম্পত্তি রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। পুত্রটীর নাম শ্রীশচন্দ্র দাস, কন্যার নাম শৈবলিনী। নবকুমার শ্রীশচন্দ্রকে বীরনগরে আনাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে থাকিত, কখন কখন ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বীরনগরে আসিয়া দুই এক দিন বাস করিত। ভ্রাতা ভিন্ন বিধবার আর কেহই এ জগতে ছিল না।

বুদ্ধিমান নবকুমার দয়াশূন্য ছিলেন না, বীরেন্দ্রের জ্ঞাতি কুটুম্বকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন নাই, পরিচারিকারূপে তাহারা সকলেই আহ্লাদ ও বার্ত্তা করিত ও দিবানিশি প্রকাশ্যে নবকুমারের গৃহিণীর সাধুবাদ ও খোসামোদ করিত, গোপনে বিবাদ নিন্দা করিত। নবকুমার নরেন্দ্রকে এখনও লালনপালন করিতেন, আপন অমাত্যবর্গের নিকট সর্ব্বদাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন,—কি করি! বীরেন্দ্র জমীদারী বুঝিতেন না, সমস্ত বিষয়টি খোয়াইয়াছিলেন। পরের হাতে গেলে বীরেন্দ্রের পরিবার ও পুত্রের কষ্ট হয় সেই জন্য আমিই ক্রয় করিলাম, নচেৎ জমীদারীতে বিশেষ লাভ নাই। এখনও অনাথ নরেনকে আমিই লালনপালন করিতেছি, বীরেন্দ্রের অনেকগুলি পরিবার, আমিই খাইতে পরিতে দিতেছি কি করি, মানুষে কষ্ট পায় এ কি আর চক্ষে দেখা যায় না। আর ভাবিয়া দেখ ভগবান টাকা দিয়াছেন কি জন্য? পাঁচ জনকে দিতেই সুখ, রাখিতে সুখ নাই, পরকে দিব, তাহাতে যদি আমার কিছু না-ও থাকে সেও ভাল।

অমাত্যগণ বলিত,— অবশ্য অবশ্য, আপনি মহাশয় লোক, আপনার দয়ার শরীর, সেই জন্যই এমন আচরণ করিতেছেন, অন্যে কি এমন করে? এই ত এত জমীদার আছে, আপনি যতটা বীরেন্দ্রের পরিবারের জন্য করেন এমন আর কে কাহার জন্য করে? আহা, আপনি না থাকিলে নরেন্দ্রকেই বা কে খাইতে দিত, অন্য অন্য লোককেই বা কে ভরণপোষণ করিত? তাহারা যে দুই বেলা দুই পেট খাইতে পায় সে কেবল আপনার অনুগ্রহে। আপনার মত পুণ্যবান লোক কি আর আছে?

হর্ষ-গদ-গদ-স্বরে ঈষৎ-হাস্য-বিস্ফারিত-লোচনে নবকুমার উত্তর করিতেন,—না বাপু, আমি পুণ্যও জানি না, কিছুই জানি না, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না, চির-কালই আমার এই স্বভাব, আজ বীরেন্দ্রের পরিবার বলিয়া কিছু নূতন নহে, ইহাতে দোষ হয় আমি দোষী, পুণ্য হয় তাহাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবকুমার নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। চাহিয়া দেখ, সকলেই নবকুমারকে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সমাদর করিতেছে। শুন, সকলেই তাহাকে দয়াশীল ব্রাহ্মণভক্ত লোক বলিয়া সুখ্যাতি করিতেছে। অদ্যাপি নবকুমারের ন্যায় লোক লইয়া আমাদের সমাজ গর্ব্বিত রহিয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বস্থানে সমাদর, সর্ব্বস্থানে প্রশংসা, সর্ব্বস্থানে প্রভুত্ব! মানী জ্ঞানী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নবকুমার মরিলে সমাজ শিরোমণি হারাইবে, সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। যিনি সর্ব্বস্থানে আদৃত, সকলের মান্য, তোমার আমার কি অধিকার আছে, তাঁহার নিন্দা করি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাল-বিধবা

Come, pensive nun, devout and pure,
Sober stedfast and demure.

—*Milton.*

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈবলিনী সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা শান্তচিত্তা বিধবা সন্ধ্যার পূজা সমাপ্ত করিয়া বালকবালিকাগুলিকে লইয়া গল্প করিতে বসিলেন। শৈবলিনী মাসে কি দুইমাসে একবার বীরনগরে আসিতেন। শৈবলিনী বড় গল্প করিতে পারিতেন। শৈবলিনীর সন্তানাদি নাই, সকল শিশুকেই আপনার বলিয়া মনে করিতেন। এই সমস্ত কারণে শৈবলিনী বালকবালিকাদিগের বড় প্রিয়পাত্র। শৈব আসিয়াছেন, গল্প করিতে বসিয়াছেন, শুনিয়া এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমস্ত বালকবালিকা একত্র হইল, কেহই শৈবলিনীর অনাদরের পাত্র ছিল না। কাহাকেও ক্রোড়ে, কাহাকেও পার্শ্বে, কাহাকেও সম্মুখে বসাইয়া শৈবলিনী মহাভারতের অমৃতমাখা গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এই অবসরে শৈবলিনীর বিষয় দুই একটী কথা বলিব।

শৈবলিনীর পিতা সামান্য সঙ্গতিপন্ন ও অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও শৈবলিনী পিতার গুণগ্রাম ও মাতার ধীরস্বভাব ও নম্রতা পাইয়াছিলেন, অতি অল্প বয়সে শৈবলিনী বিধবা হইয়াছিলেন, স্বামীর কথা মনে ছিল না, সংসারের সুখ দুঃখ প্রায় জানিতেন না। এ জন্মে চিরকুমারী বা চিরবিধবা হইয়া কেবল মাতার সেবা ও ছোট ভাইটীর যত্ন ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম জানিতেন না।

শৈবলিনীর পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল, এমন কি, অন্নের কষ্ট কাহাকে বলে অভাগিনী শৈবলিনী ও তাহার মাতা জানিতে পারিলেন। কিন্তু সেই শান্ত নম্র বিধবা একবারও ধৈর্য্যহীন হন নাই, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান ও পূজাদি সমাপন করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বৃদ্ধমাতা ও শিশুর জন্য রন্ধনাদি করিতেন। প্রত্যুষে প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় শৈবলিনী নিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেন, শান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে শান্তচিত্তা বিধবা কার্য্য সমাপন করিয়া মাতার সেবায় ও শিশু ভ্রাতার লালনপালনে রত হইতেন। সেই কৃষ্ণ-কেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, বাকাশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটী দেখিলে যথার্থ হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। যথার্থই বোধ হয় যেন সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতায় শৈবলে আবৃত মুদিত প্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষিণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর। তাহারাও যেমন প্রকৃতির সন্তান, শৈবলিনীও সেইরূপ প্রকৃতির সন্তান, জগদীশ্বর তাহাদেরও ভরণপোষণ করিতেন, অনাথিনী শৈবলিনীকেও ভরণপোষণ করিতেন। শৈবলিনী, শৈশবে বিধবা, কিন্তু প্রেমের আকাঙ্ক্ষিণী নহে, কেননা সমগ্র জগৎ শৈবের প্রেমের জিনিষ।

বৃক্ষে বসিয়া যে কপোতকপোতী গান করিত, তাহারাও শৈবের প্রেমের পাত্র, তাহাদের সঙ্গে শৈব একত্রে গান গাইত, তাহাদের প্রত্যহ তণ্ডুল দিয়া পালন করিত। শৈব যখন বৃদ্ধ মাতাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হইত,

মাতাকে সুখী দেখিলে শৈবের নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইত। যখন শিশু শ্রীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিত, যখন শিশু আহ্লাদিত হইয়া "দিদি" বলিয়া শৈবকে চুম্বন করিত, তখন যথার্থই শৈবের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অশ্রুতে বসন ভিজিয়া যাইত। আর যখন সায়ংকালে শান্ত নিস্তব্ধ নদীর প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাবিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভগবানের কথা মনে পড়িত, যিনি চন্দ্র, তারা ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি পক্ষীকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ দিয়াছেন, সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই, শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল না, সুতরাং বর্ষাকালের নদীস্রোতের ন্যায় শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া যাইত। গ্রামের সমস্ত বালকবালিকাকে শৈব বড় ভালবাসিত, শৈব অনাথা দরিদ্রদিগের সমদুঃখিনী। পশুপক্ষীও শৈবের প্রেমের ভাগী, জগতে শৈবলিনীর ন্যায় প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপ কিছুকাল অতীত হইলে শৈবলিনীর মাতার কাল হইল। ধীরস্বভাব, বুপবান, ভদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকেও নবকুমার আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন। যাহাদের জন্য শৈবলিনী শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বালিকা কাহার?

If love be folly the severe divine,
Has felt that folly though he censures mine.
—*Dryden*

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলীর পর চারি বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। চারি বৎসরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, পাঠক মহাশয় তাহা অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের যুবক, ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ। তাহার প্রশস্ত উদার মুখমন্ডল ও উন্নত অবয়ব দেখিলেই তাহার গম্ভীর প্রকৃতি ও স্থির বুদ্ধি জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ অপেক্ষাও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ উন্নতকায় ও তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও অসহিষ্ণু। নবকুমারের ঘৃণা সে সহ্য করিতে পারিত না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও সে সহ্য করিতে পারিত না, সর্ব্বদা তাহার মুখমন্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত। এখন পর্য্যন্ত যে নরেন্দ্র এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিল সে কেবল হেমলতার জন্য। মরুভূমিতে একমাত্র প্রস্রবণের ন্যায় হেমলতার অমৃতমাখা মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও শীতল করিত। হেমলতার জন্য নবকুমারের তিরস্কারও সহ্য করিত, আপন বিজাতীয় ক্রোধও সম্বরণ করিত।

হেমলতা ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা। আকাশে প্রথম উষাচিহ্নের ন্যায় প্রথম যৌবনচিহ্ন হেমলতার শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান হইয়া বক্ষঃস্থল ও গন্ডস্থল আবরণ করিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিকতর উজ্জ্বল আভায় প্রকাশ পাইতেছে। সুন্দর আয়ত নয়ন দুইটী বাল্যকালসুলভ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধীর ও শান্তভাব ধারণ করিতেছে সমস্ত অবয়বও ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই সুগঠিত, কুসুম-বিনিন্দিত শরীরে কি নব নব ভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা বর্ণনায় আমরা অক্ষম, তবে হেমলতার আচরণে যাহা লক্ষিত হয় তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু বালিকা অধোবদনে ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মুখ অবনত করে। আহা! সেই আয়ত প্রশস্ত নয়ন দুইটী নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতে বড় ভালবাসে, সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসে। যখন সায়ংকালে নরেন্দ্র নৌকা আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থির নয়নে তাহাই দেখে।

যখন নৌকা অনেকদূরে ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিস্ফুট আলোকে যতদূরে দেখা যায়, বালিকা সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে। সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া যখন নরেন্দ্র "হেম" বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখন সেই আনন্দদায়ী কথায় হেমের হৃদয় ঈষৎ নৃত্য করিয়া উঠে। যখন দুই একদিনের জন্যও নরেন্দ্র ভিন্ন গ্রামে গমন করে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্যমনা হইয়া থাকে।

তথাপি হেমের মনের কথা কেহ জানে না। কপোতী যেরূপ আপন শাবকটীকে অতি যত্নে কুলায় লুকাইয়া রাখে, বালিকা এই নূতন ভাবনাটিকে অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিত। বালিকা নিজেও সে ভাবটী ঠিক বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াও সে প্রিয়ভাবটি সযত্নে জগতের নিকট হইতে সঙ্গোপন করিত।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, সেই বালিকার উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা না মনে করিবেন? বিবাহ দিলে একমাত্র কন্যা পরের হইবে, এই ভয়ে যতদিন পারিলেন বিবাহ না দিয়া রাখিলেন। শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইল না, কিরূপেই বা পাইবে? হেম তাহার সহিত সর্ব্বদাই অকপটে সরল হৃদয়ে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট হেম প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া লইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যত্নের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা মনস্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা ভাল করিয়া বসিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া যাইত। সংসার-কার্য্যের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অন্য কথা হইত, অথবা অনেক সময়ে কথা হইত না। সুতরাং শ্রীশ মনে করিত যে বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা স্নেহ আছে তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিদায়

DEATH, only Death can break the lasting chain.

—*Pope.*

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গায় বিচরণ করিতেছিল। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দাঁড়ীকে উঠাইয়া দিয়া দুই হস্তে দুইটী দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা চালাইতেছে, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিল। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অদ্য অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটী দাঁড় স্খলিত হওয়াতে নরেন্দ্র পড়িয়া গেল, শ্রীশ উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিল,—যাহার কাজ তাহাকে দাও, বীরত্বে আবশ্যক নাই।

সেই সময় তীরবর্ত্তী অট্টালিকা হইতে হেমলতা দেখিতেছিল। হেমলতার সম্মুখে অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিল, তাহার উপর শ্রীশের রহস্য কথা সহ্য হইল না, অতিশয় কঠোর উক্তিতে প্রত্যুত্তর করিল। ক্রমে বিবাদ বাড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র অতি শীঘ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অতিশয় অন্যায় কটুভাষায় শ্রীশকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ এবার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, তোমার মত অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপমান আছে!

এই অপমানসূচক কথায় নরেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইল, নয়ন প্রজ্বলিত হইল, সে শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিল। শ্রীশও উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্রুদ্ধ, জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র সহসা শ্রীশকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। "বাবু জলে পড়িল, জলে পড়িল" বলিয়া মাল্লারা শব্দ করিয়া উঠিল, একজন ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল, এবং শ্রীশকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় নৌকায় উঠাইল।

সন্ধ্যার সময় নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—তুমি নাকি শ্রীশকে আজ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে? মাল্লারা না থাকিলে সে আজ ডুবিয়া মরিত?

নির্ব্বোধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র উত্তর করিল, সে আমার সহিত কলহ করিতে আসে কেন?

নবকুমার। শ্রীশের সহিত কলহ করিতে তোমার লজ্জা হয় না? জান না তুমি কে আর শ্রীশ কে? তুমি কি শ্রীশের সমান?

নরেন্দ্র ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল,—আমি শ্রীশের সমান নহি। আমি জমীদার বীরেন্দ্র-সিংহের পুত্র, শ্রীশ পথের কাঙ্গালী, পরের অন্নে পালিত, তাহার সমান আমি কিরূপে?

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনেন নাই, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—কাহার সহিত কথা কহিতেছ, জান?

নরেন্দ্র। জানি, যে দরিদ্র সন্তান আমার পিতাকর্তৃক পালিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বিষয়টী লইয়াছে, সেই নবকুমার বাবুর সহিত কথা কহিতেছি!

নবকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুত্তর হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল, বলিতে পারি না। পরক্ষণেই বলিলেন,—কৃতঘ্ন বালক! তোর পিতা নিজ দোষে জমীদারী হারাইয়াছে, অনাথকে এতদিন পালন করিলাম তাহার এই ফল! আজ শ্রীশকে ডুবাইয়াছিলি, কাল আমার গলায় ছুরি দিবি! তুই অদ্যই আমার বাড়ী হইতে দূর হ!

নরেন্দ্র। চলিলাম! কিন্তু যদি ইহজন্মে কি পরজন্মে বিচার থাকে; নবকুমার! তুমি তাহার ফলভোগ করিবে!

সায়ংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়াছিল হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেমলতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইল। দেখিল, হেম চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতেছে।

নরেন্দ্রের ক্রোধ গেল, সে হেমের নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—হেম তুমি কাঁদিতেছ কেন?

কাতর স্বরে হেম উত্তর করিল,—নরেন্দ্র! নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও। শ্রীশকে আমি দাদার ন্যায় মমতা করি, তাহাকে তুমি জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে? আমার পিতাকে তুমি কালসর্প বলিয়া গালি দিলে? আমাদের তুমি ঘৃণা কর? নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও।

শ্রীশকে জলে ফেলিয়া দিয়াও ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রের সংজ্ঞা হয় নাই, নবকুমারের তিরস্কারেও তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। কিন্তু এখন হেমের চক্ষুতে জল দেখিয়া ও বালিকার কয়েকটী কাতর কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ যুবকের সংজ্ঞা হইল। ধীরে ধীরে হেমের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া নরেন্দ্র কাতর স্বরে বলিল,—হেম ক্ষমা কর, আমি অপরাধ করিয়াছি। শ্রীশ শান্ত ধীর ও নির্দ্দোষ, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তোমার পিতাকে গালি দিয়া আমি চণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু হেম তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিবার জগতে আমার আর কেহ নাই। আজ আমি দেশত্যাগী হইতেছি, যাইবার পূর্ব্বে তোমার দুইটী স্নেহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হেম আমাকে ক্ষমা কর।

হেম ক্ষমা করিল, নরেন্দ্রকে গঙ্গাতীরে বসাইল, আপনি নিকটে বসিল, অশ্রুজল মুছিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। নরেন কেন দেশত্যাগী হইতেছে? পিতা রাগ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন বলিয়া নরেন কেন বীরনগর ত্যাগ করিবে? হেম নিজে পিতার নিকট অনুরোধ করিয়া পিতার ক্রোধ অপনোদন করিবে, নরেন তুমি বীরনগর ছাড়িয়া যাইও না।

কিন্তু হেমলতার এ অনুনয় ব্যর্থ হইল। উদ্ধত নরেন্দ্র হেমলতার অশ্রুজল দেখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে আজ ব্যথা লাগিয়াছে, তাহার শান্তি নাই। নরেন্দ্র বলিল,—হেমলতা, তোমার অনুরোধ বৃথা, বস্তুতঃ বীরনগরে আমার স্থান নাই। কয়েক মাস অবধি, কয়েক বৎসর অবধি, আমি এই পৈতৃক ভবনে যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সে যাতনা তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসার জন্য সহ্য করিয়াছি। যে দেশে আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতা রাজা ছিলেন, সে দেশে পরপালিত, ঘৃণিত পদদলিত হইয়া বাস করিয়াছি, সে কেবল তোমারই স্নেহের জন্য! হেম, তোমারই স্নেহের জন্য, তোমারই ভালবাসার জন্য, তোমারই আশায় এতদিন ছিলাম,—সে আশাও সাঙ্গ হইয়াছে!

আশা ছিল, তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। আমার কথায় রাগ করিও না, লজ্জা করিও না, লজ্জা বা রাগ করিবার এখন সময় নাই। তোমার পিতার মন বুঝিয়াছি, বিনীত শ্রীশচন্দ্রকে তিনি স্নেহ করেন, আমি তাঁহার চক্ষে শূল। শ্রীশচন্দ্রকে তিনি কন্যাদান করিবেন, তাহা কি আমি চক্ষে দেখিব? তাহা দেখিয়া এই গৃহে বাস করিব? হেমলতা, হেমলতা, মনুষ্য সে আঘাত সহ্য করিতে পারে না। অথবা মুনি-ঋষির সেরূপ সহিষ্ণুতা আছে, হেমলতা, আমি ঋষি নহি। হেম, আমাকে বিদায় দাও, বীরনগরে আমার স্থান নাই।

ক্ষণেক পরে নরেন্দ্র পুনরায় ধীরস্বরে কহিতে লাগিল,—হেমলতা কাঁদিও না, সমস্ত জীবন কাঁদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন, আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, কি করিব, তাহা আমি জানি না। কিন্তু সে চিন্তা করি না, জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে, আমারও থাকিবার স্থান হইবে। কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি আজ হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, তাহাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাবিবে এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক করিবে এরূপ লোক নাই।

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র ও শরীর সিক্ত হইতেছিল, এক্ষণে আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল কিন্তু জলশূন্য, নরেন্দ্র আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—হেম ক্ষণেক স্থির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে কেবল তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখ, নরেন্দ্রের বিষয় সস্নেহচিত্তে ভাব। কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসে, অন্ধকার, সুখশূন্য, জীবনাকাশের মধ্যে একটী প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে, তাহা হেমলতা জান না, বালিকার হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এ স্বপ্ন অদ্য সাঙ্গ হইল, জীবনের একমাত্র আলোক অদ্য নির্ব্বাণ হইল, অদ্য হইতে অন্ধকারে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।

নরেন্দ্র ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল ; পরে ধীরে ধীরে বলিল,—হেমলতা, আমার আর একটী কথা আছে। বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতাটী পুঁতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার ন্যায় লতাটী বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি?

নরেন্দ্র সেই লতাটী উৎপাটন করিল ও তদ্দ্বারা একটী কঙ্কণ প্রস্তুত করিল। ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিল,—হেম, ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না, বোধ হয় তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যতদিন নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে, ততদিন এই মাধবী-কঙ্কণটী রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, নদীজলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও!

শোকবিহ্বলা দগ্ধহৃদয়া হেমলতা বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির! নরেন্দ্রের স্বর গম্ভীর ও অকম্পিত, নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই, কিন্তু অগ্নি জ্বলিতেছে! ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া গেল, সে অন্ধকার রজনীতে আর নরেন্দ্রকে দেখা গেল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সংসারে একাকিনী

I HEAR thee, view thee, gaze o'er all thy charm,
And round thy phantom glue my clasping arms

—*Pope.*

সায়ংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য ঊর্ম্মিরাশির দিকে কি জন্য চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহার পর একটী ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে দেখিতে হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, তথাপি হেম কিছু দেখিতে পাইল না। রজনী গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল, তথাপি হেমের দেখা শেষ হইল না।

রজনীতে জমীদারের বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইল। হেমলতার পক্ষে সে রজনী কি ভীষণ! বালিকা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল, ধীরে ধীরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল। দেখিল, তারা-পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্ত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই নৈশগঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমলতার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল! বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর বয়সের প্রথম ভালবাসা,

কত কথা, কত কৌতুক,একে একে জাগরিত হইয়া বালিকারহৃদয় দলিত করিতে লাগিল! এক একটী কথা মনে হয়, আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে. অবিরল অশ্রুধারায় চক্ষু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়! আবার বালিকা শান্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে. আবার একটী কথা স্মরণ হয়. আবার শোকবিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসন্ন হইল. হায়, সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অবারিত, অশান্তিপ্রদ। রজনী এক প্রহর দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা, অথবা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল, কিন্তু শোকচিন্তাপরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া হেমলতা ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমলতার নয়নে এক বিন্দু জল আসিতে লাগিল ধীরে ধীরে সেটী গড়াইয়া পড়িল, আবার এক বিন্দু জল হইতে লাগিল। সে বিন্দুপরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল, পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে। তখনও চিন্তা-সূত্র শেষ হয় নাই, জীবনে কি শেষ হইবে? রজনী প্রভাত হইল, প্রথম সূর্য্যালোকে হেমলতা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্ব হইতে উঠিল, শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি এক দিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে বালিকা সেই গবাক্ষপার্শ্বে বসিত। যে গঙ্গাতীরে নরেন্দ্র বিদায় লইয়াছে, সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, গভীর রজনীতে শূন্যহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত। কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত কে বলিবে? একদিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কাণে কাণে কি বলিয়াছিল, একদিন ওপার হইতে হেমের জন্য কি আনিয়াছিল, একদিন গাছ হইতে আম্র পাড়িয়া হেম ও নরেন লুকাইয়া খাইয়াছিল, একদিন পিতাকে না বলিয়া হেম সন্ধ্যার সময় নরেনের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, একদিন হেম নরেনকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, একদিন নরেন হেমের কেশে ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের ন্যায় হেমের হৃদয়ে উঠিত: দ্বিপ্রহর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত হেমলতা ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া ফেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারে সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিত না। বালিকা সকলের নিকটেই সঙ্গোপন করিত, বাড়ীর লোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া ভাবিত। কখন কখন শোকপারাবার উথলিলে গোপন করিতে পারিত না, নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল; প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুস্বাদু ফল, সুদৃশ্য ফুল, সুকণ্ঠ পক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্লবিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে গান করিয়া নিজ নিজ কুলায় নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া পক্ষিশাবক ও পক্ষিদম্পতির দিকে চাহিয়া বালিকা হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিত; যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিল, বর্ষা শেষ হইল, কৃষকগণ আনন্দে ধান্য কাটিতে লাগিল, গ্রামে, গৃহে, গোলায়, ধান্য পরিপূর্ণ হইল। জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে পূজার রব উঠিল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল; আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেমলতার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন। আবার শীতকাল আসিল, আনন্দে কৃষকগণ আবার ধান কাটিয়া, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী, কাঙ্গালী, সকলেই পৌষপার্ব্বণ করিল হেমলতার পার্ব্বণের দিন কি ইহজন্মে আর আসিবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও কিছু ক্ষোভ নাই, অভাব নাই, দুঃখ নাই। সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র দুহিতা বিষণ্ণ। বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ : জগতে একাকী

AND leaves the world to darkness and to me.
—*Gray*.

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরণপটু ছিলেন, সেই রাত্রিতে সন্তরণ দিয়া গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে সিক্তশরীর ও সিক্তবস্ত্রে সেই বালুকাক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপরপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলেন। অন্ধকারেও বীরনগরের শ্বেত প্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে. নরেন্দ্র সেই দিকে দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, আবার স্থির হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। নিস্তব্ধ অন্ধকারে গঙ্গার কল্ কল্ শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর এক একবার দূরে শৃগালের কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না, নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতেছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর আবার বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না, নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন সেই দিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন, নরেন্দ্র জানেন না। উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর, নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যে দিক পাইলেন চলিলেন। পথপার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাবিহারী শৃগালপাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

অনেক যাইয়া একটী গ্রামে আসিলেন। গ্রাম নিস্তব্ধ, সকলেই সুপ্ত। কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে, ও বৃক্ষপত্র মধ্যে কোন কোন স্থানে খদ্যোৎমালা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্য কুকুর শব্দ করিতে লাগিল, দুই একজন গৃহস্থ ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র কোন দিকে চাহিলেন না, পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না, স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঝোপের ভিতর দিয়া যাইতে নরেন্দ্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না, কতক্ষণে গ্রাম পার হইয়া আবার এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আবার প্রান্তর পার হইলেন, অন্য গ্রামে পড়িলেন, আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই রজনীযোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কতদূর যাইলেন, জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দূর প্রান্তরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন, সেই আলোক অনুশরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া আলোকের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক একটী শব দাহ করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ তখন একবার দাঁড়াইলেন, শব দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন, কাষ্ঠের অগ্নি এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল। ঐরূপ স্তিমিত আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা শব দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল। শ্রান্ত পথিক মনে করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না। শবদাহিগণ ক্ষণেক নরেন্দ্রের অচল দীর্ঘ অবয়ব ও বিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

প্রত্যূষে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কলস লইয়া ঘাটে যাইতেছিল, এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ, বিকৃত মনুষ্য মূর্ত্তি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোক সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোর-নিদ্রাভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই আমি জগতে একাকী।" নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : রাজমহল

SELDOM alas! the power of logic reigns
With much sufficiency in royal brains.

—*Cowper.*

নরেন্দ্র সেই দিনেই পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেক দিন পর ক্রমে নরেন্দ্রনাথ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। যখন চলিবার শক্তি হইল, তখন সেই ভদ্রলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া, নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

প্রথম শোক ও নৈরাশ্যের বেগ তখন ক্ষান্ত হইয়াছে, নরেন্দ্র হেমলতাকে ফিরিয়া পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব। পৈতৃক জমীদারী আমার হইলে, স্বার্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকে কন্যাদান করিবেন।

এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সম্রাট শাজিহানের পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং বিংশতিবৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই, প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়াছিল। ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুদ্ধে যেরূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অন্য সময়ে সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে, কি জমীদার, কি জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহার জন্য খেদ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব দুই একটী দোষে কলঙ্কিত ছিল, যুদ্ধের সময়ে তিনি যেরূপ সাহসী, অন্য সময়ে তিনি সেইরূপ বিলাসী। সুজা নিরতিশয় সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এবং সর্ব্বদাই সুন্দরী রমণীমণ্ডলীতে পরিবৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রধান রাজ্ঞী প্যারী বানু বঙ্গদেশে রূপে গুণে ও চতুরতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি বাকপটুতা ও সুমধুর কৌতুকে সর্ব্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেমরসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু প্যারী বানুও একাকী সুজার প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উদ্যানস্থিত পুষ্পের ন্যায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত। তাহাদের রূপে বিমোহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইতেন, কখন কখন দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে মদ্যপান ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ সুবাদারের নিকট আবেদন করিতে যাইলেন। এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার প্রত্যাশা সম্ভব নহে। গঙ্গাতীরে সুন্দর রাজমহল নগরী এখনও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের শোভা অতুলনীয় ছিল। সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ রাজবাটী, ওমরাহ ও জায়গীরদারদিগের সুদৃশ্য হর্ম্ম্যাবলী এবং বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থই রাজপুরী বলিয়া বোধ হইত। স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত। প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধবিলাসী, গর্ব্বিত ওমরাহ ও মুসলমান জমীদারগণ সর্ব্বদাই অশ্ব, হস্তী, অথবা শিবিকায় গমন করিত। হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের এক পার্শ্বে বাস করিত ও নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত।

এ সমস্ত দেখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ রাজমহলে যান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না। কিরূপে সুবাদারের নিকট আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু বণিক নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিতেন, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র যাহার নিকট যাইলেন তিনিই বলিলেন,—হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন; তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কয়েকদিন এই স্থানে অবস্থিতি কর, পরে দেখা যাইবে, ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিফলপ্রযত্ন হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন পরে ঘটনাক্রমে এর্ফানখাঁ নামক কোন মোগল জায়গীরদারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। এর্ফানখাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু এবং যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন, তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সত্বর তাঁহার জন্য সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্য্যন্ত যায় না, অনেক যত্নে, অনেক দিন পর, এর্ফানখাঁ বহু অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মন পরিতুষ্ট করিয়া এক দিন নরেন্দ্রনাথের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশ সে সুন্দর অবয়বে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধৃগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও বহুবিধ লোকে বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাইতেছে ও সিংহাসনের দুই দিকে পরিচারক চামর দুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে যতদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ; সুবাদার সর্ব্বদা দেখা দেন না, সেই জন্য অদ্য সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বৃদ্ধ এর্ফানখাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন,—জেঁহাপনা! এ দাস প্রায় বিংশতি বৎসর সম্রাটের কর্ম্ম করিয়াছে, সুবাদারের কার্য্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ললাট খড়্গে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।

সুবাদার বলিলেন,—এর্ফান, তুমি আমাদের প্রধান অনুচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচ্ঞা আছে যাহা আমাদের অদেয়?

এর্ফান ভূমি পর্য্যন্ত শির নোয়াইয়া পুনরায় বলিলেন,—জেঁহাপনা! বঙ্গদেশবাসিগণ অতি দুর্ব্বল; তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পরাক্রান্ত জমীদারগণ আমাদিগের যুদ্ধে সাহায্য করে, সে সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমীদার বীরেন্দ্রসিংহ একজন সেইরূপ লোক ছিলেন।

সুবাদার বলিলেন, হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।

এর্ফান পুনরায় তসলীম করিয়া বলিল,—জেঁহাপনা! যাহা কহিলেন যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, স্বচক্ষে বীরেন্দ্রের যুদ্ধকৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন, কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।

সভাস্থদিগের কোষে অসি ঝনঝনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সুজা সহাস্যবদনে বলিলেন,—এর্ফান, তুমি কাফেরের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছ, কিন্তু অযথার্থ নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্য কি বলিবার আছে বল, তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।

এর্ফান গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—যিনি সুবাদারের উপর সুবাদার, পাদশাহের উপর পাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষণে বীরেন্দ্রকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথ বালকের জন্য আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কানঙ্গু মহাশয়ের যোগে এক শঠ তাহার পৈতৃক জমীদারী কাড়িয়া লইয়াছে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সুবাদার কানঙ্গুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে সমস্ত খাজনা ও জমীদারী বিষয় কানঙ্গু মহাশয়ের হস্তে থাকিত, এমন কি, বঙ্গদেশের সুবাদার যে সমস্ত কাগজাৎ দিল্লীতে পাঠাইতেন, তাহাও কানঙ্গুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কানঙ্গু মহাশয় নবকুমারের অর্থভোগী, বিনীতভাবে বলিলেন,—সুবাদার মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য; বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজনা আদায় না হওয়ায় জেঁহাপনা সেই জমীদারী নবকুমারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

সুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কানঙ্গু মহাশয় যাহা বুঝাইলেন, সুবাদার তাহাই বুঝিলেন; এর্ফানের আবেদন ফাঁসিয়া গেল। এর্ফান রোষে নতশির হইয়া রহিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নরেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া কানঙ্গু মহাশয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছিলেন।

সুবাদার শেষে বলিলেন,—এর্ফানখাঁ! সূর্য্য যে রশ্মি জগতে দান করেন তাহা ফিরাইয়া লন না, জমীদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজধর্ম্ম নহে। কিন্তু বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও

অন্য জমীদারী এনাম পাইবে।

সভাস্থ সকলে "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া সুবাদারের কথার প্রশংসা করিল; এর্ফান অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া সেই দিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ : কাশীর যুদ্ধ

The diadem with mighty projects lined,
To catch renown by ruining mankind,
Is worth, with all its gold and glittering store
Just what the toy will sell for and no more.

—*Cowper.*

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে এক দিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রানগরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত, বাজার দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহ্বল। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট শাজিহান কয়েক দিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরদ. রণসজ্জায় বহিস্কৃত হইলেন, পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন, তখনও রাজপুত্রগণ রণোদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার এক কারণ এই যে, ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা এই অবসরে সমস্ত রাজকার্য্য আপনিই করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না, জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজকার্য্য করিবেন এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে, বিষপ্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। দারার ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনে সম্মত ছিলেন না, এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শীতকালের সায়ংকালের আলোকে ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ সমুদয় পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে স্থির দৃষ্টি করিতেছে; কোথাও মুমূর্ষু অবস্থায় অঙ্গহীন সিপাহী ক্ষীণস্বরে "   জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে; কোথাও দুই এক জন সেনা নিজ নিজ ভ্রাতা বা বন্ধুর অনুসন্ধান করিতেছে; হায়! তাহাদের এ জগতে আর ফিরিয়া পাইবে না। দুই এক জন তস্কর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অন্বেষণে ফিরিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, এবং শৃগালগণ মহাকোলাহলে রব করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে। দুই একস্থানে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে আলোকচ্ছটায় ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে; নদীর বিশাল বক্ষঃস্থল শান্ত, বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রজনী গভীর হইল, চন্দ্র উদিত হইল, তাহার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক কিরণে মানবের কি কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল! প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলুপ হইয়া এই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; শৃগাল. ব্যাঘ্র. ভল্লুকও স্বজাতির উপর হিংসা করে না! সেই চন্দ্রালোকে দুই জন রাজপুত কোন বন্ধুর অনুসন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। এক স্থানে কতকগুলি শব পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনা-সূচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুত সেনাগণ দেখিল একজন যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া শব্দ করিতেছে। হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে, ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ায় প্রায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত দুই জন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প বোধ হয় অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে, পুরুষের প্রায় সম্ভবে না। চিন্তা অথবা বয়সের একটী রেখাও এ পর্য্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই, ললাট পরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়, বাল্যাবস্থাতেই হতভাগা স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া আজি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে।

রাজপুতসেনা দুই জনেরই যুদ্ধব্যবসায়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্য করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথম সেনা। এ বালক! এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?

দ্বিতীয় সেনা। দেখিতেছি সুজার পক্ষের সেনা। বালক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে, আমাদের রেখা পর্য্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এ কোন্ দেশের লোক?

প্রথম সেনা। জানি না।

দ্বিতীয় সেনা। আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের হিন্দু, মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ বেশ হইত না।

প্রথম সেনা। হা হা হা! সুজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সুলাই-মানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন? পুনরায় যখন আসিবেন, আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব। চল এখানে আর কেন, আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।

দ্বিতীয় সেনা। এ লোকটা জীবিত আছে, একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

প্রথম সেনা। শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না, আমি এক দণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি। এই বলিয়া সেনা অসি নিষ্কোষিত করিল।

দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল,—না, না, মুমূর্ষু লোকের প্রাণনাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজা যশোবন্তসিংহ নিষেধ করিয়াছিলেন, তুমি যাও, আমি ইহাকে বাঁচাইব।

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, দ্বিতীয় সেনা জলসেচন দ্বারা মুমূর্ষু যুবাকে জীবিত করিল। যুবা নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিল চারিদিকে শব পড়িয়া রহিয়াছে, আকাশে চন্দ্র উদয় হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—বন্ধু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি? কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে, সুজা কোথায় গিয়াছেন?

সেনা বলিল,—আমার নাম গজপতিসিংহ, আমি মহারাজা যশোবন্তসিংহের এক জন সেনানী, এক্ষণে মহারাজা জয়সিংহের আজ্ঞাধীন। তোমার সুজা অতিশয় বিলাসপ্রিয়, এতক্ষণ বেগমদিগের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন; হা—হা!

যুবক অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বলিল,—তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও, আর দুই এক দিন থাকিবার স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূরে, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও, জল দাও।

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতিসিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া একটু মমতা হইল। শুশ্রূষা করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : রাজা জয়সিংহের শিবির

Where judgment sits clear-sighted and surveys
The chain of reason with unerring gaze.

—*Thompson*.

একটী প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুইজন মহাবীর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপর জন তাঁহার পরম সুহৃদ দেবেরখাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল সম্রাটদিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদিগের বাহুবীর্য্যেই মোগলগণ সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, সেই স্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন, ও প্রায়ই বিজয় লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুইজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্তসিংহ। সম্রাট শাজিহান উভয়কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইঁহাদিগকেই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল, কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের ন্যায় প্রতাপ, ক্ষমতা বা রণকৌশল ছিল না। তাৎকালিক একজন বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবর্ষে অনেকদিন ছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজিহান ও যুবরাজ দারা যখন সুলাইমান শেখকে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত সৈন্যের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারাণসীর যুদ্ধে সুজা পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।

শিবিরে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে, বাহিরে প্রহরী, তাহার চারিদিকে অন্য শিবির। সে সময়ে রাজার শিবিরের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না, কেবল রাজা ও তাঁহার সুহৃদ দেবেরখাঁ গুপ্ত কথা কহিতেছিলেন।

দেবেরখাঁ বলিলেন,—যথার্থই জয়সিংহ নাম পাইয়াছিলেন, আপনি যে স্থানে, জয় সে স্থানে।

রাজা বলিলেন,—অদ্যকার যুদ্ধের কথা বলিতেছেন? যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ? সুলতান সুজাও বঙ্গদেশে থাকিয়া বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ!

দেবের। কিন্তু অদ্য যুদ্ধের সময় সুলতান সুজা কি সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন নাই?

রাজা। তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি সাহসের পরিচয় দেন, কার্য্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হয়েন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।

দেবের। সম্রাট-পুত্রদিগের মধ্যে কাহার অধিক রণকৌশল আছে? আপনি আরংজীবকে কি মনে করেন?

রাজা। উঃ, তাঁহার নাম করিবেন না. সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব সেইরূপ কৌশল। শুনিয়াছি তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য রাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে যাইতেছেন। যশোবন্তসিংহ রাণার জামাতাও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী; কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয় জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে, কৌশল নাই। আমার বোধ হয় এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আরংজীবের জয় হইবে।

দেবের। আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন?

রাজা। ইচ্ছামত কখনই নহে, কিন্তু যুদ্ধে যদি অবশেষে আরংজীবের জয় হয় তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন, যিনি যখন সম্রাট হইবেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজবিদ্রোহিতা।

দেবের। ভাল, অদ্য আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সুজা যখন পলায়ন করিলেন আপনি অনায়াসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। আপনি সেরূপ না করিলেন কেন?

রাজা। অদ্য সুজাকে পলাইতে দিয়াছি তাহার কারণ আছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সুজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয় যুবরাজ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেন, অথবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতেন। তাহা কি বিধেয়? বিশেষ আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট শাজিহান যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাটের এই কথা অনুসারে আমি সন্ধি স্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সুজাও একপ্রকার সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুলাইমান যুবা পুরুষ, আপন বিক্রম দেখাইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া সহসা গঙ্গা পার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—মহারাজ, সেনানী গজপতিসিংহ একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। রাজা আসিতে আজ্ঞা দিলেন।

ক্ষণেক পর গজপতিসিংহ আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ! বঙ্গদেশের একজন হিন্দু বন্দী হইয়াছে, সে আহত। তাহার নিকট হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপাততঃ আমার শিবিরে থাকিতে দাও।

নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জয়সিংহ গজপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—গজপতি, অদ্য তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্তসিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

এক্ষণে কি কথা বলিবার জন্য যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন নিবেদন কর।

উভয়ে গুপ্ত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : জেলেখা

My heart is sair, I dare na tell
My heart is sair for somebody,
* * *
I could range the world around
For the sake o' somebody
—*Burns*.

তাহার পর কয়েকদিন নরেন্দ্রনাথ জ্বরে অচেতন অবস্থায় থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন তরীতে অতি দ্রুতবেগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতেছেন, পুনরায় কি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন এক অল্পবয়স্কা রমণী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, আবার কি হেমলতাকে ফিরিয়া পাইলেন? রোগীর চক্ষে জল আসিল।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। রোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, দেখিলেন এক অপূর্ব্ব ঘরে একটী দীপ জ্বলিতেছে, তিনি একটী শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন, এরূপ সুরম্য ঘর তিনি কখনও দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত! রৌপ্যের শামাদানে দীপ জ্বলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার পালঙ্ক দ্বিরদবদ-খচিত সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা বিভূষিত। সম্মুখে একটী রৌপ্য আধারের উপর এক রৌপ্য পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী বিচিত্র গালিচার উপর এক যবনকন্যা ও এক খোজা বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছে। যবনকন্যা যুবতী, তন্বঙ্গী এবং সুন্দরী। মুখে সৌন্দর্য্য ঝলমল করিতেছে নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, ললিত বাহুলতা ও কমনীয় দেহলতায় সৌন্দর্য্য প্রবাহিত হইতেছে। হেমলতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ স্বর্গীয় পরীর ন্যায় অবয়ব কখন দেখেন নাই। যবনকন্যার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গিতে যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকন্যা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্নভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান। তাহাদের কি কথা হইতেছিল নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকন্যা বলিতেছিল,—মসরুর, কেন এ হিন্দুর ও আমার সর্ব্বনাশ করিবে? নির্দ্দোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমার আমোদ?

মসরুর। জেলেখা, তবে তুমি কাফেরকে এস্থলে আনিলে কেন?

জেলেখা। সে আমার দোষ; ইঁহার কি দোষ? ইনিত নির্দ্দোষী।

মসরুর। কেন, এত মায়া কিসের জন্য? এ কাফের কি তোমার আসেক?

জেলেখা যোদ্ধৃকন্যা; সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল; রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইল। সক্রোধে বলিল,—মসরুর! যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে তাহা হইলে মায়ার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত।

তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে. এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।

মসরুর হাসিয়া বলিল,—ঐ দেখ, কাফের উঠিয়াছে, আমি চলিলাম। মসরুর বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেখাও উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্যই উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে জেলেখা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্ব্বল। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জেলেখার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শরীরের রক্ত বেগে ললাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আরক্ত করিল।

পূর্ব্বেই এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কোথায় আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে আনিল, কে সেবা করিতেছে? জেলেখা ও মসরুরের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি কোথায় আছি,—এই কি বঙ্গদেশ,—আপনি কে,—আপনার নাম কি?

নিস্তব্ধ নিশাযোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল। কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে অঙ্গুলি স্থাপন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন,—আমি অসহায় ও নিরাশ্রয়! আমি কোথায় আছি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

জেলেখা আবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্ষুতে জল দেখিতে পাইলেন। কিছু বুঝিতে পারিলেন না, চিন্তা করিতে করিতে আবার নিদ্রিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?

> YE high exalted, virtuous dames,
> Tied up in godly laces,
> Before ye give poor frailty names,
> Suppose a change o' cases.
>
> —*Burns*.

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক আরোগ্য হইলে কি হইবে, অন্তঃকরণ চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘরে কেবল মসরুর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ আইসে না, কেহই কথা কহে না, মসরুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া চলিয়া যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করে। অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী, তাঁহার বিপদে বিপদাপন্না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন? সুলতান সুজা নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া নরেন্দ্রের পীড়ার সময় রাজমহলে আনাইয়াছেন? সম্ভব বটে; রাজ-অট্টালিকা না হইলে এরূপ বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় সম্ভবে? কিন্তু সুজা কাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অল্প অল্প স্মরণ ছিল! শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে জল্লাদহস্তে দিবার জন্য এইরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন? নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি দ্বিরদ-রদ-খচিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে একটী দীপ জ্বলিতেছে। নরেন্দ্র হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তা-রজ্জু ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? জেলেখা নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয়

পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ণ, নয়নদ্বয় জলে ছলছল্ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—রমণি! আপনি কে জানি না, আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

জেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে এক বিন্দু চক্ষের জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন,—আপনাকে দেখিয়া বোধ হয়, কোন বিপদ বা ভয় সন্নিকট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে আমি চেষ্টা করিব।

জেলেখা তথাপি নীরব। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন কোন ঘোর সঙ্কট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্যমনস্ক হইয়া নানা বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল, সেই ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। নরেন্দ্র সভয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধে কত ঘর কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন তাহা বলা যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও দেখেন নাই। কোথাও শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জ্বলিতেছে, শ্বেত-প্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, স্তম্ভে, ছাদে ও চারিদিকে বহুমূল্য প্রস্তরের ও সুবর্ণ রৌপ্যের যে কারুকার্য্য তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চন্দ্রালোকে সুন্দর ফোয়ারার জল খেলিতেছে, চারিদিকে সুন্দর বাগান সুন্দর পুষ্পলতা, তাহার উপর দিয়া নৈশ সমীরণ নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা উদ্যান বৃক্ষতলে আসীন হইয়া দুই একজন উজ্জ্বলবর্ণা উজ্জ্বল বেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে, অথবা নিদ্রার বশীভূতা হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে খোজাগণ নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে, আর রহিয়া রহিয়া মৃদুস্বরে নৈশ বায়ু সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র আপন বিপদকথা ভুলিয়া গেলেন, এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ, সুন্দর উদ্যান ও এই অপূর্ব্ব পরিবেশধারিণী রমণীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কোথায়? এ কোন্ স্থান?

কতক্ষণ পরে তিনি একটী উন্নত সুবর্ণ-খচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র একটী উন্নত আলোকপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, অমনি শত নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হয়েন নাই। কোথায় আসিলেন, এ কি প্রকৃত ঘটনা না স্বপ্ন, এ কি পার্থিব ঘটনা না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল। আবার হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, পুনরায় শত নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইল।

ক্ষণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন, মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটী উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন। সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমাল্য লম্বিত রহিয়াছে নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে পুষ্প ও পত্ররাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে, ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিনির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনে তাহাদিগের রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন! এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র আলফ্‌লায়লায় পড়িয়াছিলেন যে, এবন-হাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি একদিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বাগ্দাদের কালিফ হইয়াছেন! নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন!

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা ও নারী-রেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে যেন জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয নাই, বোধ হয় যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটী মাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্ ধক্ করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতিব সহিত উজ্জ্বল, মলমলের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই, তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন নৈশ গগনবিহারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতেব সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ শব্দশূন্য। এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করায় সেই প্রাসাদের এক দিকের একটী রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন কুঠারধারী কৃষ্ণবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান এক জন রাজ্ঞীর সিংহাসন-পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল, নরেন্দ্র দেখিলেন, সে মসরুর! নরেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইল।

মসরুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, নয়ন আরক্ত করিয়া, যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মসরুর কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তা জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই অপরিচিত দেশে জল্লাদ-হস্তে প্রাণ দিতে হইবে, তাঁহার প্রতীতি হইল।

রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটী হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছেদে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। দ্বিতীয় বার পদাঘাত করায় সে পরিচারিকাগণ এক জন বন্দীকে রাজ্ঞীর নিকট ধরিয়া আনিল, নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন সে বন্দী জেলেখা!

জেলেখা কি বলিল নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া, রাজ্ঞীর পদে লুণ্ঠিত হইতেছে।

রাজ্ঞী বারবার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদনমণ্ডল উগ্র ও তেজোব্যঞ্জক। সাহসী, অল্পবয়স্ক, সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে রাজ্ঞী বারবার নয়নক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে চাহিতে রাজ্ঞী নরেন্দ্রের অঙ্গুলীতে একটী অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। হতভাগিনী জেলেখা নরেন্দ্রের পীড়ার সময় একদিন লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দিয়াছিল, সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল! অঙ্গুরীয় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণ চিনিল, রাজ্ঞী স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজ্ঞীর সুন্দর ললাট রক্তবর্ণ

হইল, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইল!

বিচার শেষ হইল। নির্দ্দয়হৃদয়া রাজ্ঞী আদেশ দিলেন,—জেলেখা অপরাধিনী, পাপীয়সীকে শূলে দাও! কাফেরকে লইয়া যাও, হস্তিপদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন কর!

একেবারে দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল। নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রজ্জু দ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটী পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল, আর কে যেন অন্ধকারে করুণস্বরে রোদন করিতেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, অভাগিনী জেলেখা!

নরেন্দ্রনাথ যখন জাগ্রত হইলেন তখন দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের রশ্মিতে তিনি একটী প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটী পর্ণকুটীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে, ও পথ, ঘাট, অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তী, আলোকময় করিয়াছে। এ কোন্ সহর? এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল? সুলতান সুজা কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন? গত নিশায় কি তিনি এই ভূমিশয্যায় শুইয়া প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : গজপতিসিংহ

> HAIL Majesty most excellent!
> While nobles strive to please ye,
> Will ye accept a compliment
> A simple poet gies ye?
>
> —*Burns*

নরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটী তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটী প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার চারিপার্শ্বে দ্বিতল হর্ম্ম্যশ্রেণী, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে দুই একটী করিয়া লোক আছে। সে সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্য, উসবেক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক, প্রথম নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে বাসা করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশায় দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, লোকে গমনাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় সেখ একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। নরেন্দ্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেখজী এটী কোন্ স্থান? আমি এখানে নূতন আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সেখজী বলিলেন,—বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্ম্মে এই সহরে কল্য আসিয়াছি, সহরের বিশেষ কিছু জানি না।

নরেন্দ্র। আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। এই স্থানের কথা কিঞ্চিৎ আমাকে বলুন।

সেখজী। আমি যথার্থই বলিতেছি এ সহরের কিছুই জানি না। তবে শুনিলাম এই স্থানটী বেগম সাহেবের সরাই, সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা পাদশা বেগম সহরের নূতন আগন্তুকের থাকিবার সুবিধার জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি সমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, সিরাজ ও ইস্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর দেখি নাই।

নরেন্দ্র। এ সহরের নাম কি? পাদশা বেগমই বা কে?

বৃদ্ধ বণিক অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—এ কাফের দেখিতেছি জ্ঞানশূন্য, পাগলটাকে তাড়াইয়া দাও, পাগলামি চড়িলেই এইক্ষণেই কি করিয়া বসিবে। নরেন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

পরে নরেন্দ্র দেখিলেন একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি ফলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী

বণিকদিগের নিকট যাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিবি, এ সহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে? বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল,—কাফের আমার সে বয়স নাই, উপহাস করিতে হয় অন্য স্থানে যাও, এ খুবসুরৎ মুখ দেখিলে অনেক কাঞ্চনীও ভুলিয়া যাইবে। নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন।

দেখিলেন একজন রাজপুত সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য তাঁহার অশ্বের সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া ভৃত্যকে শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি এই স্থানে নূতন আসিয়াছি, এ স্থানটীর নাম কী জানি না। আপনি বোধ হয় অনেক দিন এস্থানে আছেন, আমাকে এ নগরের কথা কিছু বলিতে পারেন।

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রর দিকে দেখিয়া উত্তর করিলেন,—বালক, তোমার মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তুমি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছ না? হাঁ স্মরণ হইয়াছে, তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?

নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—না, বিস্মৃত হই নাই। গজপতি, তুমি কাশীর যুদ্ধের পর আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি না।

দুই জনে অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্র জানিলেন, সে নগর হিন্দুস্থানের রাজধানী প্রসিদ্ধ দিল্লীনগর। কথায় কথায় গজপতি প্রকাশ করিলেন,—আমি মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া মহারাজ যশোবন্তসিংহের নিকট যাইতেছি। তিনি আপাততঃ উজ্জয়নীতে আরংজীবের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হইতেই আমি তথায় পৌঁছিতে পারিলেই মঙ্গল। তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া তোমাকে অশ্বারোহীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব। নরেন্দ্র সে দেশে বন্ধুহীন ও অর্থহীন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে দুই জনে দিল্লীনগর ভ্রমণে বাহির হইলেন।

মহাভারতে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্থনগর যে স্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথুরায়ের রাজধানী দিল্লী নগর যে স্থানে ছিল, এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট শাজিহান সেই স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া ও সুন্দর প্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শাজিহানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম কেহ জানে না, অদ্যাপি শাজিহানের নগর নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরায়ের সময়ের হিন্দু নাম অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

দিল্লী এক দিকে যমুনানদী ও অন্য তিন দিকে অর্দ্ধগোলাকৃতিরূপে প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত, সে প্রাচীর প্রশস্ত, ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের একটী পথ ছিল। যমুনা ও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লী নগর সন্নিবেশিত, কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন চারিটী বৃহৎ বৃহৎ পল্লী ছিল ও ধনাঢ্য ওমরাহ ও হিন্দুরাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেক দূর অবধি দেখা যাইত। দিল্লীর ভিতরে যমুনার অনতিদূরে প্রস্তর-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত দুর্গ আছে, তাহার ভিতর সম্রাটের প্রাসাদ ও জগতে অতুল্য মর্ম্মর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলী।

গজপতি ও নরেন্দ্র দিল্লীর একটী প্রধান পথ দিয়া দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগরে পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য বাস করিত। সৈনিকগণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দিল্লী নগরে মৃত্তিকা ও পর্ণকুটীরে বাস করিত, সুতরাং দিল্লী এইরূপ পর্ণকুটীরেই পরিপূর্ণ। যে দিকে দেখা যায়, এইরূপ কুটীরশ্রেণীই অধিকাংশ দেখা যাইত। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ যে দোকান ছিল তাহাও অধিকাংশ পর্ণকুটীর, সর্ব্বদাই অগ্নি লাগিত ও বৎসরে বৎসরে প্রায় বহু সহস্র পর্ণকুটীর একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। নরেন্দ্র দুই ধারে এইরূপ কুটীর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী পশারী নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, পথ লোকারণ্য। অধিকাংশই অতি সামান্য লোক, অতি সামান্য বেশে নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতেছে। দিল্লীতে এক্ষণে যেরূপ মধ্যশ্রেণী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোক ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া নগর পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তখন কেবল মহল্লোক বা ইতর লোক ছিল, প্রাসাদ বা পর্ণকুটীর।

যাইতে যাইতে নরেন্দ্র একটী বড় রাজপথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। মনসবদার, কাজী, বণিক, ওমরাহ, রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্ম্ম্যশ্রেণীতে পথ সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী কোথাও দেখেন নাই, প্রাসাদ সমূহের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে গজপতির সহিত কথোপকথন

করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে উভয়ে প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজীদ দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ মসজীদ আর একটীও ছিল না, বোধ হয় জগতে সেরূপ নাই। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,--সম্মুখে এই বৃহৎ মসজীদ কি?

গজপতি। ওটী জুম্মা মসজীদ। শুনিয়াছি একটী পর্ব্বতের উপরিভাগ সমতল করিয়া তাহার উপর ঐ মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার আরক্ত বর্ণে নয়ন ঝলসাইয়া যাইতেছে, তাহার উপর শ্বেতপ্রস্তরের তিনটী গম্বুজ উঠিয়াছে। বাদশাহ যখন দিল্লীতে থাকেন স্বয়ং ঐ মসজীদে প্রতি শুক্রবার যান, সে সমারোহ তুমি একদিন দেখিলে কখনও ভুলিতে পারিবে না। দুর্গ হইতে মসজীদ পর্য্যন্ত চারি পাঁচ শত সিপাহী সার দিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের বন্দুকের উপর হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী পথ পরিষ্কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাদশাহ হস্তীর উপর জাজ্বল্যমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর ওমরাহ ও মনসবদারগণ অপরূপ সজ্জা করিয়া মসজীদে গমন করে। কিন্তু আর এ স্থানে দাঁড়াইয়া কি হইবে, চল আমরা দুর্গের ভিতব যাইয়া রাজবাটী দেখি।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গ-প্রাচীরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে দেশের যে লোক আসিয়াছেন, তিনি দিল্লীর দুর্গ ও রাজবাটীর শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মসজীদ, প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলীকে জগতের মধ্যে অতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গপ্রবেশের স্থানে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, তাহার মধ্যে একজন হিন্দুরাজার শিবিরশ্রেণী রহিয়াছে, রাজা দুর্গের দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অশ্বারোহী ও ওমরাহগণ সর্ব্বদাই এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছেন, এবং দুর্গের ভিতর হইতে সিপাহিগণ বাহিরে আসিতেছে আবার ভিতরে যাইতেছে। বিদেশীয় বণিকগণ দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে, এবং সহস্র সহস্র ইতর লোকও নদীর স্রোতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছে।

দ্বারদেশে দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটী মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি। নরেন্দ্র উৎসুক হইয়া এ কাহার প্রতিমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। গজপতি বলিলেন,—আপনি হিন্দু, আপনি জানেন না? ইহারা দুইজন রাজপুত বীরপুরুষ। চিতোরের জয়মল্ল ও পত্ত সম্রাট আকবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন; পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া যুদ্ধে হত হয়েন। আমার পিতামহ তিলকসিংহ সেই যুদ্ধে জীবন দান করিয়াছিলেন, পিতা তেজসিংহের নিকট বাল্যকালে সে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতাম। পত্তের মাতা ও বনিতা বীররমণী ছিলেন, তাঁহারাও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হয়েন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সম্রাট আকবর এই প্রতিমূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। পরে সগর্ব্বে গজপতি বলিলেন,—কিন্তু রাজপুত-রাজদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিমূর্ত্তির আবশ্যক নাই, যত দিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না। রাজপুতানার প্রত্যেক পর্ব্বতশেখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।

প্রশস্ত পথ অতিবাহন করিয়া দুইজনে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা, তাহার উপর রাজকর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে যেরূপ হিন্দুরাজগণ দ্বার রক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মনসবদার ও ওমরাহগণ সেইরূপ দ্বার রক্ষা করিতেন।

দুর্গের ভিতর উভয়ে বড় বড় কারখানা দেখিতে পাইলেন। রাজপরিবারের যে সমুদায় বিচিত্র দ্রব্য আবশ্যক হইত, ঐ স্থানে তাহা প্রস্তুত হইত। এক স্থানে রেশমকার্য্যের কারখানা, অন্য স্থানে স্বর্ণকারদিগের, অপর স্থানে চিত্রকরদিগের। ছুতার, দরজী, চর্ম্মব্যবসায়ী, বস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকের কারখানা ছিল। দেশে যত উৎকৃষ্ট কারিকর ছিল তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কার্য্য করিত ও মাসিক বেতন পাইত।

সে সমস্ত কারখানা পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে ভিতরে যাইতে লাগিলেন। অনেক সমারোহের মধ্য দিয়া অনেক বিস্ময়কর হর্ম্ম্য ও প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া অবশেষে জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মর-প্রাসাদ "দেওয়ান খাস" দেখিতে পাইলেন। প্রাসাদের ছাদ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্রতাপে ঝলমল করিতেছে। প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরকখচিত দিবালোক প্রতিঘাতী রত্ন-বিনির্ম্মিত রাজসিংহাসনের উপর সম্রাট শাজিহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার

গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও পীড়ার চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে; তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। দক্ষিণপার্শ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত কিন্তু মুখে দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান বিরাজ করিতেছে। বামদিকে পৌত্র সুলতান সলাইমান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোজাগণ ময়ূর-পুচ্ছ-বিনির্ম্মিত চামর হেলাইতেছে। তাহার চারিদিকে রৌপ্যনির্ম্মিত রেল আছে, রেলের বাহিরে রাজা, ওমরাহ, মনসবদার, দূত, সেনাপতি ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক উচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে! সম্মুখস্থ সমভূমি লোকে পরিপূর্ণ। কি ধনী কি নির্ধন, কি উচ্চ কি নীচ, সে স্থানে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার আছে। সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে,—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ এই স্বর্গ, এই স্বর্গ।"

সম্রাটের সম্মুখে প্রথমে সুন্দর সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব প্রদর্শিত হইল। পরে বৃহৎকায় হস্তিশ্রেণী পরিদর্শিত হইল, হস্তিগণ কর উত্তোলন করিয়া বাদশাহকে "তসলীম" করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে প্রদর্শিত হইল। সম্রাটের বর্ম্মধারী অশ্বারোহিগণ, তৎপরে বহুদর্শী কয়েক শত পদাতিক, তৎপরে অন্যান্য সেনাগণ একে একে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল; তাহাদিগের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইল।

প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে পর বাদশাহ দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কি নীচ কি উচ্চ সকলেই আসিয়া রাজাধিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট আপন দুঃখ জানাইতে লাগিল, সম্রাট দুই একটী আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রধান প্রধান ওমরাহগণ "কেরামৎ কেরামৎ" বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজকার্য্য সমাধা হইয়া গেল, সম্রাট পুত্র ও কয়েকজন প্রধান প্রধান ওমরাহের সহিত "গোসলখানায়" গেলেন। গোসলখানা কেবল হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই, তথায় প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাজকার্য্যের গূঢ় মন্ত্রণাদি হইত! নরেন্দ্র গোসলখানার পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন, তাহার ভিতরে অনেক হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ আছে। গজপতি কহিলে,—ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজবাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে, শুনিয়াছি সে মহল অতিশয় চমৎকার। প্রত্যেক বেগমের মর্ম্মর-প্রাসাদের চারিদিকে উদ্যান ও কুঞ্জবন, গ্রীষ্মকালে দিবায় থাকিবার জন্য মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘর এবং নিশায় শয়নের জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ উচ্চ ছাদ আছে। কিন্তু সম্রাট ভিন্ন অন্য পুরুষের নয়ন সে সৌন্দর্য্য কখনও দেখে নাই, পুরুষের পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব রাত্রির কথা সহসা স্মরণ হইল। তাঁহার বোধ হইল ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে বেগমদিগের প্রাসাদ সমূহের সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়ন দর্শন করিয়াছে, তাঁহার পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্ব রাত্রির বিস্ময়কর কথা তিনি গজপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না, আপনিও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : দেওয়ানা তাতার বালক

———Beware of the day
When the lowlands shall meet thee in
battle's array.
—*Campbell.*

দুইজনে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন, সে স্থান তখনও জনাকীর্ণ। বড় বড় লোক কেহ শিবিকায়, কেহ হস্তীর উপর, কেহ অশ্বারোহী হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে, এবং শত শত ব্যবসায়ী লোক নানা অপরূপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র সহস্র লোক ঝুঁকিয়া

আসিতেছে। কেহ গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থলাভ করিতেছে, কেহ ভেল্কী দেখাইতেছে, কেহ সাপ খেলাইতেছে, কেহ হাত গণিয়া বলিতেছে। গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায় আসিয়াছে, এবং রৌদ্রে আপন জীর্ণ বস্ত্র পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এক দিকে একখানা যন্ত্র, আর এক দিকে একখানি কবিয়া পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট ছুটিতেছে, কুলকামিনীরাও শুভ্র বসনে মণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিতেছে, এবং এক এক পয়সা দিয়া হাত দেখাইয়া লইতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপরূপ গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না মুখমণ্ডল অতিশয় কোমল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, সূর্য্যতাপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু, গণ্ডস্থল এবং স্কন্ধের উপর জটা পড়িয়াছে। জটা দ্বারা ঈষৎ আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণ বসনে আবৃত, কোমরে একটী বহুমূল্য পেটী রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বালক তাতারদেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট পয়সা না লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার বালকের আকৃতি দেখিয়াই অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজপতি ও নরেন্দ্র উভয়ে তাহার নিকটে গেলেন। গজপতি প্রথমে হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য সন্ধার সময়েই আমরা দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব বল দেখি?

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিল,—মহারাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে গিয়াছেন, তুমি সেই স্থানে যাইবে।

গজপতি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—মহারাজা যশোবন্তসিংহ আরংজীবের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে। আর আমি রাজপুত, আমার বসন দেখিয়া সকলেই বলিতে পারে। ইহার অধিক বলিবার তোমার বিদ্যা নাই?

তাতার প্রজ্বলিত নয়নে গজপতির উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া ক্ষণেক পর মস্তক নাড়িয়া জটাভার পশ্চাৎদিকে ফেলিয়া বলিল,—রাজপুত! আরও বলিতে পারি, আরংজীবের হস্তে সমস্ত রাজপুতের নিধন হইবে। মহারাজকে বলিও যেন দ্রুতগতি একটী অশ্ব বাছিয়া লয়েন, নতুবা পলাইবার সময় পাইবেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুতের মধ্যে সপ্ত শতেরও রক্ষা নাই। রাজপুত! সে যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় নিধন।

গজপতি সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তাতার বালকের আকার ও গম্ভীরস্বর ও প্রজ্বলিত চক্ষু দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর ললাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের যুদ্ধে হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর গৌরবের কার্য্য জানে না।

সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি কল্য নিশাকালে আমি কোথায় ছিলাম এবং কাহাকেই বা দেখিয়াছিলাম?

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল,—যুবক! কোন মুসলমান তোমার প্রণয়িনী, তুমি কল্য রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছিলে!

গজপতি সিংহ হাসিয়া উঠিলেন, সকলে হাসিয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর তাতার নরেন্দ্রকে এক দিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—যুবক! দিল্লীতে তোমার মহাবিপদ, তুমি কি তাহা জান না? দিল্লী ত্যাগ করিয়া অদ্যই পলায়ন কর, তোমার বন্ধুর সহিত অদ্যই নর্ম্মদাতীরে গমন কর। এ দেওয়ানাও সেই দিকে যাইতেছে, যদি অনুমতি দাও, তোমার সঙ্গে যাইব। দেওয়ানা তোমার অপকার করিবে না, বিপদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। এ বালক কে? বালক কি যথার্থই অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বলিতে পারে? বালক কি যথার্থই গত রাত্রির কথা জানে? দেওয়ানা যেই হউক, নরেন্দ্রনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী, সম্ভবতঃ নরেন্দ্রনাথকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার বালক দিল্লী ত্যাগ করিয়া নর্ম্মদাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : রাজা যশোবন্তসিংহের শিবির

But hark the trump! To-morrow thou,
In glory's fires shalt dry thy tears!
—*Campbell.*

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গবাহিনী সিপ্রানদীর অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণে সিপ্রানদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবিরশ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা যশোবন্ত ও তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেমখাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, অপর তীরে এক পর্ব্বতোপরি আরংজীব ও মোরাদের মোগল সৈন্যদল রহিয়াছে। মধ্যে কলনাদিনী সিপ্রানদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন মোগল ও রাজপুতদিগের যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কটীবন্ধস্বরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বত চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে। কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল সময়ে সময়ে প্রহরীর স্বর নিস্তব্ধ রজনীতে সুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে, কেবল সিপ্রানদীর তরঙ্গমালা কল্ কল্ করিতেছে, কেবল দূর হইতে নৈশ শৃগালের শব্দ নদীকূলে ও পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটী শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ চিন্তা স্বপ্নরূপে তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। সিপ্রানদীর কল্ কল্ নাদ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল, সেই ভাগীরথীতীরে সেই কুঞ্জবনবেষ্টিত উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকাবাশি, বালুকারাশিতে দুই জন বালক ক্রীড়া করিতেছে আর একজন বালিকা দাঁড়াইয়া যেন গান গাইতেছে। সে প্রেমপুত্তলি কে? সে কোথায়? ভাগীরথীতীরস্থ কুঞ্জবনে সেই তিনটী শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত সত্য, কিন্তু কালের নিষ্ঠুর গতিতে সে চিত্রটী বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল। ভাগীরথীর কল্লোলপ্রবাহ এ রমণীর গীতধ্বনি, রমণী না অপ্সরা? উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান করিতেছে। কেবল একজন অপ্সরা গান করিতেছে, সে বড় দুঃখের গীত, জেলেখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই দুঃখের গীত গাইতেছে। ঐ যে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে ; ঐ যে তাহার রত্নরাজি-বিভূষিত কেশপাশে উজ্জ্বল বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ আবৃত রহিয়াছে ; ঐ যে তাহার প্রজ্বলিত নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়িতেছে।

স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল। এ জেলেখা নহে, এ সেই তাতার বালক গীত গাইতেছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, তাহারই গান। গান শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি শিবির হইতে বাহিরে আসিলেন। জগৎ নিস্তব্ধ, দ্বিপ্রহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পর্ব্বত, শিবির ও মাঠ দৃষ্ট হইতেছে, আর সেই অভাগা দেওয়ানা তাতার বালক শিবিরদ্বারে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে! সপ্তস্বরমিলিত সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে!

নরেন্দ্র সাশ্রুনয়নে বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয় আমাকে বল, আমি তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। মন খুলিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা বল।

বালক এক দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণেক

পর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে করুণস্বরে বলিল,—মার্জ্জনা করুন, আমি দেওয়ানা, যখন যাহা মনে আইসে তাহাই গান করি। নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার দুঃখের কারণ ও এই অল্প বয়সে ফকিরী গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তাহার উত্তর দিল না, কেবল বলিল,—আমি দেওয়ানা।

নিশা অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া আপন বন্ধু গজপতি সিংহের শিবিরে গেলেন। দেখিলেন তিনিও যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, আপন তরবারি, চর্ম্ম, বর্শা প্রভৃতি স্বয়ং শানাইতেছেন, অস্ত্রগুলি রৌপ্যের মত উজ্জ্বল হইয়াছে, তথাপি আরও উজ্জ্বল করিতেছেন। দেখিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন ; পরে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন গজপতি সমস্ত রাত্রি শয়ন করেন নাই, সমস্ত রাত্রিই এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় পাণ্ডু-বর্ণ, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত। কেন? নরেন্দ্র গত কয়েক দিন অবধি গজপতিব যে ভাবগতিক দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন! দেওয়ানা বালক হাত দেখা অবধি গজপতি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন উজ্জয়িনীব যুদ্ধে তাঁহার নিধন হইবে। বোধ হয় গত নিশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসব পান নাই।

পাঠক, গজপতিকে ভীরু মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি অহাদের মধ্যেও তেজসিংহের পুত্র গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্য নিশ্চয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর ললাটও চিন্তারেখায় অঙ্কিত হয়। যোদ্ধা যৌবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনেব সুখে মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া, জয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া, মৃত্যুর চিন্তা দূর করে, যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদমাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও একদিন মরিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু "কল্য মরিবে", বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা হৃদয়ে আহত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ ও সে প্রফুল্লতা হ্রাস পায়। গজপতি সে সময়ের সকল লোকের ন্যায় গণনবিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, অদ্য যুদ্ধে তিনি মরিবেন তাহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিষ্কার করা কেবল কাল কাটাইবার একটী উপায়মাত্র।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—দেখ দেখি অস্ত্রগুলি পরিষ্কার হইয়াছে কিনা।

নরেন্দ্র। যথার্থই কি আপনি অদ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন? দেওয়ানা ফকীরেব কথা স্মরণ করুন।

গজপতি। সম্মুখে রণ করিয়া রাজপুত কখনও পশ্চাতে চাহে না, পিতা তেজসিংহ আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গজপতি আরও বলিলেন,—নরেন্দ্র, এক যুদ্ধে আমি মহারাজা যশোবন্তসিংহের উপকার করিয়াছিলাম, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই মুক্তাহার প্রদান করেন। সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার ললাটে পরিধান করিয়াছি। অদ্যকার যুদ্ধে তুমি নিস্তার পাইবে, এই হার রাজাকে দিও এবং বলিও দেশে আমার দুইটী শিশু সন্তান আছে, হতভাগাদের মাতা নাই। মহারাজাকে বলিও যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন, বালক রঘুনাথও* কালে রাজার আজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয় ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু জল পড়িল। গজপতির নয়নদ্বয় শুষ্ক ও অতিশয় উজ্জ্বল।

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, আরংজীব সিপ্রানদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। গজপতি রণসজ্জা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন, লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া তীর-বেগে নদীমুখে চলিলেন।

নরেন্দ্রও নির্গত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে চলিলেন।

* যাঁহারা রঘুনাথের কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা "জীবন প্রভাত" আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : মোগল শিবির

> ONE ye brave
> Who rush to glory or to grave.
>
> —*Campbell.*

যুদ্ধের পূর্ব্বনিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক দর্শন করিয়াছ ; একবার সেই নিশায় মোগল শিবির দর্শন কর।

আরংজীব পূর্ব্বেই সেই স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, মোরাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই তিন দিন পর মোরাদ সসৈন্য আরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, দুই তিন দিনের মধ্যে যদি যশোবন্ত সিংহ আরংজীবকে আক্রমণ করিতেন, আরংজীব অবশ্যই পরাস্ত হইতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, আরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্য আছে এ কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেই জন্যই আক্রমণ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, মহানুভব রাজপুত সেনাপতি সে কথা জানিয়াও অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয় জয় শব্দে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। পর্ণবস্ত্রমণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত একটী প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, চারিদিকে জগদ্বিমোহিনী নর্ত্তকী ও গায়কীগণ নৃত্য-গীতাদি করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর আকৃতি, ও অকপট হৃদয় ; আরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও তীব্র, মন সর্ব্বদাই সহস্র চিন্তায় অভিভূত। তথাপি আরংজীব কি সুন্দর সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি সম্মান সহকারে মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর আনন্দ রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্য্যসাধন অপেক্ষা জগতে তাঁহার অন্য আমোদ বা অন্য কোনও প্রকার উদ্দেশ্য নাই।

ভোজন সাঙ্গ হইল ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লইয়া আসিল। গায়কীগণ পুনরায় সপ্তস্বরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদিত হইল। কেশের হীরকের সহিত কটাক্ষদৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশিয়া যাইতে লাগিল, সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি মিশিয়া যাইতে লাগিল, মোরাদ একেবারে বিমোহিত হইলেন। অবশেষে আরংজীবের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

আরংজীব সুবর্ণপাত্রে মদিরা ঢালিয়া মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন,—আজি সেবায় আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজি আমার জীবন সার্থক।

মোরাদ। আরংজীব, আপনার ন্যায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। একটু ম র আপনার জন্য লউন।

আরংজীব। ক্ষমা করুন, আপনি জানেন আমার জীবনে সুখের বাঞ্ছা নাই। হৃদয়ে ও মানস আছে, আপনার মত বীর পুরুষকে পিতৃ-সিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন র দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। পৈগম্বর যদি এই এরাদা সফল করেন তাহা হইলে সন্তুষ্টমনে ফকিরী করিয়া মক্কায় যাইব। এই বলিয়া আরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আপনি যথার্থই ধার্ম্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য আপনি এ যত্ন করিবেন কেন?

আরংজীব। কাহার জন্য করিব? তৈমুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত আর কে আছে? সুজা বিলাসপ্রিয় ও ভীরু, সুজা তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে? আত্মাভিমানী মূর্খ কাফের দারা তৈমুরের সিংহাসন কলুষিত করিবে? তাহা অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদিগের হস্তে যাউক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক। ইহাদের জন্য আমি যুদ্ধ করিব, না যাঁহার সাহস অপরিসীম, যাঁহার যশোরাশিতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল-সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, যিনি মোগলকুলের কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখি,

আমার যথার্থই বোধ হয় যেন আপনার উদার ললাটে "সম্রাট" শব্দ খোদিত রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘবাহুতে "যোদ্ধা" শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার জীবন ধন্য যে, এইরূপ বীর পুরুষের কার্য্যসাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া আরংজীব সুবর্ণপাত্র আর একবার মদে পরিপূর্ণ করিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আমি যথার্থই আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। কাল যুদ্ধ হইবে, সৈন্য সকল প্রস্তুত আছে?

আরংজীব। আমি তিন চারি দিন হইতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায় আমি এখনও অপরিপক্ক, একাকী সাহস হয় না। আপনি নিকটে থাকিলে আমার যেন বোধ হয় আমি পর্ব্বত-পার্শ্বে নিরাপদে আছি, আমার সাহস দ্বিগুণ হয়।

মোরাদ এরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন যে, প্রবঞ্চনা এবং চাটুবাক্যও তাঁহার সত্য বলিয়া জ্ঞান হইত, বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক মদিরাসেবনে কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনিও কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করুন। তবে আমি, জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির উপর ভরসা করি। এই বলিয়া মোরাদ অসি নিষ্কোষিত করিলেন, দীপালোকে অসি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। পুনরায় অসি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতিশয় মদিরাসেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইল। আরংজীব হাস্য সম্বরণ করিয়া আর এক পাত্র মদিরা দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন।

আরংজীব বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তবে বিদায় হই, রণক্ষেত্রে আবার আপনার দর্শন পাইব।

মোরাদ। যাও, আরংজীব যাও, আমি আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম, আইস আলিঙ্গন করি। মোরাদ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, কিন্তু অধিক মদিরাসেবন বশতঃ ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন।

আরংজীবের মুখের ভাব তখন পরিবর্ত্তিত হইল, ভ্রাতাকে যে সহাস্য মুখ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, ললাটে দুই তিনটী ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইল। নিঃশব্দে সেই শিবিরমধ্যে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়েন, স্থিরদৃষ্টিতে এক একবার দেখেন যেন সম্মুখে কোন দ্রব্য দেখিতে পাইতেছেন, আবার পদসঞ্চারণ করিতে থাকেন। এক একবার মুখে ঈষৎ হাস্য লক্ষিত হয়, আবার বদনমণ্ডল কঠোরভাব ধারণ করে, ললাট কুঞ্চিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একদিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অর্দ্ধস্ফুট বচনে বলিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বল মণিময় মুকুট, ময়ূর-সিংহাসন, প্রশস্ত ভারতপ্রদেশ, পিতার দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে। কে লইবে? দারা সাবধান! তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করি নাই, পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিব। তুমি আত্মাভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা ভীষণ দর্পী ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্য বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরাদ! তুমি সাহসী বীর! সিংহাসনে বসিবে? তবে শূকর যেরূপ কর্দ্দমে পড়ে, সেইরূপ তুমি ধরাতলে লুটাইয়া পড়িলে কেন? বন্য শূকরেরও তোমার ন্যায় সাহস আছে! অচেতন? কল্য যুদ্ধ হইবে, অদ্য বিলাসবিহ্বল? যতদিন আবশ্যক তোমার দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে ফেলিয়া দিব! কল্য যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে? পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষণ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হৃদয়! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব। অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিব, আবশ্যক হয় উজ্জয়িনী হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ তৈমুর! তোমার মুকুটে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ কল্য হৃদয়শোণিতে সিপ্রাবারি রঞ্জিত করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : উজ্জয়িনীর যুদ্ধ

ANOTHER deadly blow,
Another mighty empire overthrown.
—*Wordsworth.*

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরাদ ও আরংজীবের সৈন্যেরা সিপ্রানদী পার হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আরংজীব সৈন্যের পার হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া সম্মুখে শত্রুর আগমন রোধ করিয়া নিজ সৈন্যকে নদী পার হইতে বলিলেন। শত্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল ও তদ্দ্বারা আরংজীবের সৈন্যের নদী পার হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকক্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। যশোবন্তসিংহ অপূর্ব্ব বীর্য্যবল প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেমখাঁ সেরূপ যত্ন করিলেন না। তাৎকালিক লেখকেরা সন্দেহ করেন যে, তিনি আরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্যের কামান অচিরাৎ নিস্তব্ধ হইল। এ অবস্থায় শত্রুর কামানের সম্মুখে যুদ্ধ করা যশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল ; কিন্তু তিনি ভগ্নপ্রযত্ন না হইয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। সে স্থান পর্ব্বতময়, সুতরাং আক্রমণকারিগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না ; কিন্তু সাহসী মোরাদ কতিপয় সৈন্য লইয়া সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া জয় জয় নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল। ভীরু কাসেমখাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন, সুতরাং যশোবন্তসিংহের বিপদের সীমা রহিল না। কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দ্দিকে শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনা-সংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রিয় অনুচরেরা চতুর্দ্দিকে হত হইতে লাগিল, মোগলেরা জয় জয় নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল, তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া যশোবন্তসিংহ কেবলমাত্র পঞ্চ শত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন, সপ্ত সহস্র রাজপুত সেই দিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : চিতোর

WHERE like a man beloved
of God,
Through glooms, where never
woodman trod,
How oft pursuing
fancies holy,
By moonlight way o'fer flowering
weeds I wound,
Inspired beyond the guess of folly,
By each rude shape and wild
unconquerable sound!

O ye loud waves! and O ye forests
high!
And O ye clouds that far above me
soared!
Thou rising sun! and blue rejoicing
sky!
Yea, everything that is and will be
free!
Bear witness for me, wheresoe'er ye
be,
With what deep worship I have still
adored
The spirit of divine Liberty;

—*Coleridge*

যশোবন্তসিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা রাজপুতানা অভিমুখে আসিতে লাগিল। নরেন্দ্র তাঁহার পরম বন্ধু গজপতির মরণে অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। কয়েক দিন আসিতে আসিতে সৈন্যেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল। যশোবন্তসিংহ মাড়ওয়ার দেশের রাজা, সে দেশে আসিতে হইলে মেওয়ার দেশের অভ্যন্তর দিয়া আসিতে হয়।

মেওয়ার দেশের অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। দুর্গগুলি প্রায়ই পর্ব্বত-চূড়ায় নির্ম্মিত, সহসা হস্তগত করা শত্রুর দুঃসাধ্য। পর্ব্বতগুলি উন্নত শিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সে সমস্ত দুর্গে উঠিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় পথ আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে। যুদ্ধকালে দুর্গের ভিতর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটীমাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়, পরে শত্রুগণ যাহাই করুক না, দুর্গবাসিগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে। শত্রুরা দুর্গে উঠিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ প্রস্তরাঘাতে একেবারে বহুসংখ্যক শত্রু বিনষ্ট হয়।

এইরূপ দুর্গ দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যেরা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুতের সহিত চিতোর পর্ব্বতে উঠিয়া তাহার উপরস্থ দুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বিস্মিত নয়নে কুম্ভরাজার স্তম্ভ দেখিলেন, পদ্মিনী রাজ্ঞীর প্রাসাদ ও সরোবর দেখিলেন, যে সিংহদ্বারে রাজপুত যোদ্ধৃগণ বার বার অসিহস্তে জীবন দান করিয়াছেন তাহা দেখিলেন, যে চিতায় রাজপুত রমণীগণ চিতারোহণ করিয়া কুলমান রক্ষা করিয়াছেন সে গহ্বর দেখিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মনুষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি চিতোরের পুরাতন "চারণ"। চারণগণ পূর্ব্বকালে রাজপুতানার রাজাদিগের গৌরবগীত গাইয়া রাজপুরুষ ও নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিতেন; রাজপুতানায় এখন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময়ে লোকে সমবেত হইয়া চারণের গীত শুনিতে ভালবাসে, ও পূর্ব্বগৌরবগান শুনিতে শুনিতে তাহাদিগের নয়ন বীরাশ্রুতে আপ্লুত হয়।

নরেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী রাজপুতগণ চারণকে একটী শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারণ সেই গান আরম্ভ করিলেন।

গীত

"রাজপুতগণ! এটী আমার গীত নহে, অম্বর-গর্জ্জন-প্রতিঘাতী পর্ব্বতশৃঙ্গের গীত, বজ্রনাদী জলপ্রপাতের গীত, তোমরা শ্রবণ কর। যে পর্ব্বতকন্দরে একজন রাজপুতসেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহ্বর হইতে এই গীত বহির্গত হইতেছে। যে পর্ব্বত-তরঙ্গবাহিনীর

জল এক বিন্দু রাজপুতেরশোণিতেও আরক্ত হইয়াছে, সেই তটিনীরকূলেএই গীত ধ্বনিত হইতেছে। প্রতাপসিংহ! এটী তোমার গীত।

"ঐ দেখ আকবরের ভীষণপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে নিষ্ঠুর আকবর চিতোর কাড়িয়া লইয়াছে। দুর্গরক্ষার্থ জয়মল্ল জীবন দিয়াছিল, পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়াছিল, তথাপি রাজপুতের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া আকবর চিতোর কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন তখন চিতোর নাই সৈন্য নাই অর্থ নাই কিন্তু তাঁহার বীরত্বঃকরণ ছিল, বীরের দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপুতরাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন, প্রতাপ করিলেন না। অম্বরের ভগবানদাস ও মাড়ওয়ারের মল্লদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাটহস্তে অর্পণ করিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্য্য-বংশাবতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুষিত করিবেন?

"সাগরতরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্লাবিত করিল, তাহার সঙ্গে—হা জগদীশ! এ লজ্জার অংক কেন রাজস্থানের ললাটে অঙ্কিত করিল?—তাহার সঙ্গে রাজপুতরাজগণ যোগ দিলেন! মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি নানাদেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য, প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্য, আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অম্বরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্বের সহিত ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন। সরোষে মানসিংহ দিল্লী যাইয়া অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিলেন। মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া শত্রুদমন করিয়াছিলে,—কাহার জন্য? হায়! ম্লেচ্ছের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবাইলে? ম্লেচ্ছের পদরজঃ রাজপুতের ললাটে কি সুন্দর শোভা পাইতেছে!

"অন্ধকারে ঐ জলপ্রপাতের ভীষণ তেজ দেখিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না কিন্তু আমি, অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জলপ্রপাতেও কম্পিত হইতেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা অধিক তেজে সাগরগর্জ্জনে মোগলসৈন্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিল, শিলাখণ্ডের ন্যায় সগর্ব্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। হলদীঘাটে মহাযুদ্ধ হইল, সেনাদিগের রব পর্ব্বতকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে কি হইবে? মোগলের অসংখ্য সেনা! দ্বাবিংশসহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হলদীঘাটের ভীষণ উপত্যকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন।

এই কি একবার? বৎসর বৎসর এইরূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রচুর সেনা, ধন হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না, তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

"রাজপুত! তোমাদিগের চক্ষুতে যদি জল থাকে বিসর্জ্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে বিসর্জ্জন কর! ঐ দেখ প্রতাপের রাজরাণী পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে, রাজরাণী পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ বৃক্ষ হইতে রজ্জু লম্বিত হইয়াছে, কাষ্ঠাসনে কি দুলিতেছে? জগদীশ! রাজার শিশু পুত্রেরা ঝুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্রক জন্তু লইয়া যাইবে। ঐ দেখ প্রতাপের পুত্রবধূ শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতেছেন, রুটী প্রস্তুত হইল, সকল খাইও না, অর্দ্ধেক খাও, অর্দ্ধেক রাখিয়া দাও, আবার ক্ষুধা পাইলে কোথায় পাইবে? ঐ শুন ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল! একটী বালিকার হস্ত হইতে বন্যবিড়াল রুটী কাড়িয়া লইয়া গেল, রাজকন্যা ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

"রাজপুতগণ! প্রতাপের জয়গীত গাও, তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতশিখরে বাস করিতেছেন, পর্ব্বত উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতকন্দরে স্ত্রীপরিবারকে পালন করিয়াছেন, তথাপি ইহজন্মে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক, সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক, হিমালয় হইতে প্রতিহত হইয়া সাগরবারি পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করুক, হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হউক, আর যদি সাহস ও স্বদেশানুরাগের গৌরব থাকে, এই গীত আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে আঘাত করিয়া মানবের যশঃ-কীর্ত্তি বিস্তার করুক!"

★

চারণের ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল; ক্ষণপরে সকলে চাহিয়া দেখিল চারণ নাই, তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল আকাশে মেঘরাশি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যেন তাঁহার ভয়াবহ গীত বার বার ধ্বনিত করিতে লাগিল।

রাজপুতেরা স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, যোদ্ধাদিগের চক্ষু বীরাশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর তাহারা উঠিয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র তাঁহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন না, তিনি হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোর দুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা জগৎ ও গগনমার্গ চমকিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—স্বদেশেও মহাবলপরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ, সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জ্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগ-প্রবাহিনী গঙ্গানদী তাহার গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে! জগতে তাহাদিগের নাম নাই, বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : যোধপুর

> UPON the mountain's dizzy brink she stood;
> She spake not, breathed not, moved not,—there was thrown
> On her look the shadow of a mood
> Which only clothes the heart in solitude,
> A thought of voiceless death!
>
> —*Shelley*.

পরদিন প্রাতে নরেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চারণ শৈশবে মেওয়ারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি চারণ প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতগুহা ও উপত্যকায় বাস করিত, ও সেই অল্পকালেই রাজার কীর্ত্তিগান রচনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

দিল্লীশ্বরের সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চারণের বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর। সে আজ ষাট বৎসরের কথা, সুতরাং চারণের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় অশীতি বৎসর। তথাপি চারণ এখনও চিতোরের পর্ব্বতদুর্গে রজনীতে বিচরণ করে, সকলেই বলে চারণ দৈববলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যুর সময়ে তিনি মৃত্যুশয্যার নিকটে পুত্র অমরসিংহকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনিও পিতার ন্যায় চিরকাল মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পিত্রাজ্ঞা পালনের জন্য অমরসিংহ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আকবর ও তাঁহার পুত্র জেহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চারণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্ব্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল, শেষে অমরসিংহ জেহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নামমাত্র অধীনতা, তিনিই স্বদেশের রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে

কর পাঠাইতেন তাহা দ্বিগুণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন। অমরসিংহকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র করুণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জেহাঙ্গীর ও তাঁহার মহিষী নুরজেহান সর্ব্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চারণ রোষে ও অভিমানে অমরসিংহকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটূক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহও লাঞ্ছিত হইলেন, এবং পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাজগদী ত্যাগ করিলেন, করুণ রাজা হইলেন।

আকবর কর্তৃক চিতোর ধ্বংস হওনের পরই উদয়পুর নামে এই সুন্দর রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু চারণ ভগ্ন চিতোর দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন. এক দিন দুই দিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লীগ্রামবাসীরা যাহা দিত তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্জ্জনে বাস করিয়া চারণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। পর্ব্বত গহ্বর তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জ্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাঁহার বড় উল্লাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন আবার প্রতাপ আকবরশাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত সেনাগণ কয়েক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইল। সেনাগণ কখন উপত্যকা দিয়া যাইত, দুই দিকে পর্ব্বতরাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শেখরগুলি যেন আকাশ হইতে নীচে অবলোকন করিতেছে। সেই সমস্ত শেখর হইতে অসংখ্য জলপ্রপাত দূর হইতে রৌপ্যপুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কখন রবিকরে ঝক্‌মক্ করিতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছে না। ঝরণার জল নিম্নে পড়িয়া কোন স্থানে শৈল নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পর্ব্বত থাকায় সুন্দর স্বচ্ছ হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহার জল পরিষ্কার ও নিষ্কম্প, তাহার উপর চারিদিকে পর্ব্বতশেখরের ছায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পর্ব্বতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে নৈশ পর্ব্বতের শোভা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। দুইদিকে পর্ব্বতচূড়া চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তব্ধ ও শান্ত, যেন যোগিপুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিষ্কার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। সেই শান্ত রজনীতে উভয় দিকের পর্ব্বতের সেইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্থ পথ দিয়া সৈন্যগণ যাইতে লাগিল।

পর্ব্বতের সহস্র উপত্যকা ও কন্দরে অসভ্য আদিবাসী ভীলগণ বাস করিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ, রাজপুতানায়ও সেইরূপ, আর্য্যবংশীয়েরা অসিহস্তে আসিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে, আদিমবাসীরা পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতানার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না, তথাপি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেকে ধনুর্ব্বাণহস্তে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্ত অচিরাৎ আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। মেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতি লীলাক্রমে দুই দেশের বিভিন্নতা সাধন করিয়াছেন। মেওয়ারে যেরূপ পর্ব্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গৌরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত। পর্ব্বত নাই, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃহৎ [illegible] বৃক্ষ নাই, উর্ব্বরা, ক্ষেত্র নাই, বেগবতী তরঙ্গিণী নাই, পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদ নাই কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্রকায় কণ্টকময় বাবুল ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরুভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় মেওয়ারদেশীয় সেনাগণ মাড়ওয়ারী সেনাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল.—

আক রা ঝোপ ফোক রা বার,
বজরা রা রোটী, মোঠ রা দার,
দেখো হো রাজা তোর মাড়ওয়ার।

মাড়ওয়ারীগণ সগর্ব্বে উত্তর করিল.—আমাদের জন্মভূমি উর্ব্বরা নহে, কিন্তু বীর-প্রসবিনী বটে! প্রকৃত মাড়ওয়ারের রাজপুতেরা কঠোর জাতি, রাজপুতানায় তাহাদের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না।

সৈন্যগণ এইরূপে কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের সম্মুখে পৌঁছিল ও শিবির সন্নিবেশিত করিল। তখন নরেন্দ্র স্বীয় বন্ধু গজপতির কথা স্মরণ করিয়া

একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্তসিংহ শিবিরে একাকী বিষন্ন-বদনে বসিয়া আছেন, নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন।

রাজার আদেশ পাইয়া নরেন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন অনুচর হত হইয়াছেন। পূর্ব্বে একবার মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মুক্তমালা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও আপনার দানের অপমান করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে গজপতিসিংহ এ মুক্তামালা আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন।

রাজা সেই মুক্তামালা ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—হা! গজপতি, মাড়ওয়ারে তোমা অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা কেহ ছিল না। তোমার পিতা তেজসিংহকে আমি জানিতাম, সূর্য্যমহল দুর্গে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। গজপতি! তুমি আমারই অনুরোধে মাড়ওয়ারে আসিয়াছিলে, বার বার যুদ্ধে পৈতৃক বিক্রম দেখাইয়াছ। একবার যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম, এবার আপনার জীবন আমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সেই মালা ফিরাইয়া দিলে! বৎস, নদীর জল একবার যাইলে আর ফিরিয়া আইসে না, রাজা একবার দান করিলে আর ফিরাইয়া লন না। তোমার বন্ধুর মুক্তামালা তুমি ললাটে ধারণ করিও, এবং যুদ্ধের সময়ে তাহার বীরত্ব যেন তোমার স্মরণ থাকে।

নরেন্দ্র রাজাকে শত ধন্যবাদ দিয়া সেই মালা শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমার একটী আবেদন আছে। গজপতির দুইটী শিশু সন্তান আছে, তাহাদের মাতা নাই। গজপতি মহারাজকে বলিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, যেন কালে শিশু রঘুনাথও রাজাজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামনা তাহার পিতাও জানে না।

এই করুণবাক্য শুনিয়া রাজার নয়নে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—বৎস, ক্ষান্ত হও, আমি সে শিশুদের পিতাস্বরূপ হইব, যোধপুরের রাজ্ঞী স্বয়ং তাহাদের মাতা হইবেন। এখনও রাজ্ঞীকে আমাদের আগমন-সংবাদ দেওয়া হয় নাই, আমাদের দূত যাইতেছে' যাও তুমি স্বয়ং দূতের সঙ্গে যাইয়া রাজ্ঞীর নিকট গজপতির আবেদন জানাও, এবং তাহার শিশুদের জন্য দুটী কথা বলিও।

রাজার আজ্ঞানুসারে নরেন্দ্র কয়েকজন রাজপুত দূতের সহিত যোধপুরের দুর্গে গমন করিলেন। যোধপুর দুর্গ যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনও বিস্মরণ হইতে পারিবেন না। চতুর্দ্দিকে কেবল বালুকারাশি ও মরুভূমি, তাহার মধ্যে একটী উন্নত পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতের শেখরের উপর যোধপুর দুর্গ যেন যোদ্ধার কিরীটের ন্যায় শোভা পাইতেছে! পর্ব্বততলে নগর বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং নগরের ভিতর দুইটী সুন্দর হ্রদ, পূর্ব্বে দিকে রাণীতলাও, দক্ষিণ দিকে গোলাপ সাগর। নগরবাসিনী শত শত কামিনী হ্রদ হইতে জল লইতে আসিতেছে, হ্রদের পার্শ্বস্থ সুন্দর উদ্যানে শত শত দাড়িম্ববৃক্ষ ফল ধারণ করিয়াছে, ও নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছে। নগর নীচে রাখিয়া একদণ্ড ধরিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া নরেন্দ্র প্রাসাদে পঁহুছিলেন! রাজ্ঞীর আদেশে দূতগণ ও নরেন্দ্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত রাজসিংহাসনে মহারাজ্ঞী বসিয়া আছেন, চারিদিকে সহচরী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও চামর ঢুলাইতেছে। রাজ্ঞীর বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে কিঞ্চিৎ আবৃত হইয়াছে, তথাপি সে নয়নের অগ্নিবৎ উজ্জ্বলতা সম্যক লুক্কায়িত হয় নাই। গরীয়সী বামা যথার্থই রাজমহিষীর ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নিবিড় কৃষ্ণকেশে উজ্জ্বল রত্নরাজি ধক্‌ধক্ করিতেছে।

দূত প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে সভয়ে সকল সংবাদ জানাইলেন। মহারাজ্ঞী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, বজ্রপাত ও ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল যেরূপ নিস্পন্দ থাকে, সেইরূপ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। সহসা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া আরক্ত নয়নে দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—কাপুরুষ! সেই সিপ্রানদীতে আপনার অকিঞ্চিৎকর শোণিত বিসর্জ্জন করিতে পার নাই? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর তোমার প্রভু সেই কাপুরুষকে বলিও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কলঙ্করাশিতে কলঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি আমার এ পবিত্র দুর্গে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রাজ্ঞীর সহচরীগণ অনেক যত্নে রাজ্ঞীর চৈতন্য সাধন করিল। তখন রাজ্ঞী ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া কহিতে লাগিলেন,—কি বলিলি? তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন? যিনি পলায়ন করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, আমার স্বামী নহেন, এ নয়ন যশোবন্তসিংহকে আর দেখিবে না! আমি মেওয়ারের রাণার দুহিতা, প্রতাপসিংহের কুলে যিনি বিবাহ করেন তিনি ভীরু কাপুরুষ কেন হইবেন? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখরণে হত হইলেন না? দূতগণ! এক্ষণও দণ্ডায়মান আছ? আমার যোদ্ধৃগণ কোথায়? দূতগণকে পর্ব্বতের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর!

রাজ্ঞীর সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—মহারাজ্ঞি! আমাদের মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, আমরা মৃত্যু ভয় করি না, কিন্তু মহারাজা যশোবন্তসিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না। এই নয়নে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব সেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখনও দেখিব না, সেরূপ অদ্বিতীয় বীর কখনও দেখিব না।

রাজ্ঞী ক্ষণেক স্থিরনয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলন,—যথার্থই কি যশোবন্তসিংহ সম্মুখযুদ্ধ করিয়াছিলেন? তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। রাজপুত-সৈন্যের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, মহারাজের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন,—যখন মেঘরাশির ন্যায় চারিদিকে মোগলসেনা আসিয়া বেষ্টন করিল, যখন ধূম ও ধূলায় ক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া যাইল, যখন ভীরু কাসেমখাঁ পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ রাজপুতের উচিত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রাজপুত শোণিতে পর্ব্বত, উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত হইয়াছে, রাজার চতুর্দ্দিকে অল্পসংখ্যকমাত্র রাজপুত আছে, আরংজীব ও মোরাদ সহস্র মোগল-সৈন্য সহিত রাজার উপর আক্রমণ করিতেছেন, তখনও মহারাজা যশোবন্ত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল, রাজপুত-সংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, মোগলের জয় জয়নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্ট শতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ঘোর কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণ বিন্ধ্যপর্ব্বত রাজা যশোবন্তের বীরত্বের সাক্ষী আছে!

শুনিতে শুনিতে রাজ্ঞীর নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। বলিলেন,—ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি, আমার যশোবন্ত রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন! বিদেশীয় দূত, এ কথায় আমার হৃদয় শীতল হইল। বল তাহার পর কি হইল?

নরেন্দ্র। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চশত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, তখন রাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

রাজ্ঞী। পলায়ন করিলেন! হা বিধাতঃ! রাণার জামাতা পলায়ন করিলেন!—বক্ষস্থলে সজোরে করাঘাত করিয়া রাজ্ঞী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজ্ঞীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। রাজ্ঞীও অল্পক্ষণ মধ্যেই চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণস্বরে বলিলেন,—সহচরি! চিতা প্রস্তুত কর, আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গধামে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি তথায় যাই। যশোবন্তের নামে যে আসিয়াছে সে প্রবঞ্চক। আর তুই দূত, তোর সঙ্গিগণের সহিত এইক্ষণেই মাড়ওয়ার দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, নচেৎ প্রাণদণ্ড হইবে।

নরেন্দ্র ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজ্ঞীর আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। বাহিরে যাইবার সময় যোধপুরের রাজমন্ত্রী দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন,—মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা করিবার আবশ্যকতা নাই, এই পত্র লইয়া শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে যাও। তথায় রাণা রাজসিংহকে এই পত্র দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন, আমাদের মহারাজ্ঞীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, মাড়ওয়ারে আর থাকিতে পাইবে না। মহারাজ্ঞীর মাতা তথায় আছেন, এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র তিনি যোধপুরে আসিবেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার কন্যাকে আর কেহ সান্ত্বনা করিতে পারিবেন না।

ইতিহাসে লিখিত আছে যে যোধপুরের রাজ্ঞী আট নয় দিবস অবধি উন্মত্তপ্রায় হইয়া রহিলেন। পরে উদয়পুর হইতে তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন, তখন তিনি যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যশোবন্তসিংহ আরঙ্জীবের সহিত অচিরাৎ যুদ্ধ করিতে যাইবেন, স্থির হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ : উদয়পুর

He lingered pouring on memorials
Of the world's youth ; through the
long burning day
Gazed on those speechless ; nor when
the moon
Filled the magisterial halls floating,
shades,
Suspended he that task, but ever
gazed
And gazed, till meaning on his vacant mind
Flashed like strong inspiration.

—*Shelley.*

মেওয়ার দেশে পূর্ব্বে চিতোর প্রধান নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর। মাড়ওয়ারে বালুকা-রাশি ও মরুভূমি হইতে পর্ব্বতপ্রধান মেওয়ার দেশে পুনরায় আসিতে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আনন্দানুভব করিলেন। আবার আরাবলীর উচ্চ শেখর উল্লঙ্ঘন করিলেন, আবার পার্ব্বতীয় নদী ও প্রস্রবণের বেগ ও মহিমা সন্দর্শন করিলেন, আবার শান্ত নিস্তব্ধ পর্ব্বত-হ্রদের শোভা দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে অতুল আনন্দ উদয় হইল। কিছুদিন এইরূপে ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও যোধপুরের দূতগণ উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল সেরূপ সুন্দর স্থানে সেরূপ সুন্দর নগরী পূর্ব্বে তিনি কখন দেখেন নাই। নীচে সুন্দর শান্ত প্রশস্ত হ্রদ, নির্ম্মল আকাশ ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর ছায়া সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে সুন্দর পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি, যেন প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রাচীর দিয়া এই সুখের আবাসস্থানকে রক্ষা করিতেছে! হ্রদের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও শ্বেতবর্ণ সৌধমালা যেন সহাস্য বদনে নির্ম্মল দর্পণে আপনার সুন্দর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে।

সূর্য্যদ্বার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে প্রবেশ করিলেন। যোধপুর ও উদয়পুরে তখন বন্ধুত্ব ছিল সুতরাং যোধপুরের দূতগণকে আহ্বান করিবার জন্য নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রশস্ত পথ দিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন ; চারণগণ "টপ্পা" অর্থাৎ মঙ্গলসূচক গীত গাইতে লাগিলেন, দুই পার্শ্বের স্ত্রীলোকগণ কলসকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান করিলেন। দূতগণ, সকলকেই দুই এক মুদ্রা পুরস্কার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

অনন্তর রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া রাণার অনুমতিক্রমে প্রাসাদের উপর উঠিলেন। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সোপান দ্বারা আরোহণ করিয়া সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। সেই মহলেই রাণা বিদেশীয় দূতদিগকে আহ্বান করিতেন, বংশের আদিপুরুষ সূর্য্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি সেই গৃহের এক দেওয়ালে খোদিত ছিল, সেই জন্য উক্ত মহলের নাম সূর্য্যমহল।

রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত বহুমূল্য রত্নবিনির্ম্মিত রাজাসনে বাপ্পা রাওয়ের বংশাবতংস মহারাণা রাজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে সুবর্ণখচিত রৌপ্য স্তম্ভের উপর একটী চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝলমল্ করিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে পারিষদগণ উপবেশন করিয়া আছেন, ও চারণগণ স্তুতিবাক্যে এই অমরাবতী তুল্য রাজসভায় রাণার সাধুবাদ করিতেছেন। এরূপ সময়ে যোধপুরের দূত প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত করাইলেন। যশোবন্তসিংহের পরাজয় ও দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজ্ঞীর ক্রোধ ও রাজার দুর্দ্দশা, এই সমস্ত অবগত করাইয়া যোধপুরের মন্ত্রীর পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন, ও তাঁহাদের উদয়পুরে থাকিবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিতে মন্ত্রিবরকে আদেশ করিলেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজ্ঞীর মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েক মাস বাস করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হেমের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার নহে। তথাপি সেই সুন্দর উপত্যকায় বাসকালীন সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইল। উদয়পুর হইতে অল্প দূরে অনেক যুদ্ধস্থান, অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ, অনেক পূজাস্থান আছে, নরেন্দ্র একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কখন একাকী, কখন দেওয়ানা তাতার বালককে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেন, হ্রদের এক অংশ হইতে অন্য অংশে, এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকায় বিচরণ করিতেন। প্রাতঃকালে ক্রীড়াসক্ত রাজপুত বালকগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে দেখাইত, সায়ংকালে রাজপুত মহিলাগণ কলসকক্ষে হ্রদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই বিদেশীকে চারণ বিবেচনায় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

দেওয়ানাও নিস্তব্ধে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত, নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিয়া দিত, ও সায়ংকালে নৌকা আনিয়া আপনি দাঁড় ধরিয়া প্রভুকে উদয়পুরে পুনরায় লইয়া যাইত। নিস্তব্ধ শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা ভাসিয়া যাইত, সে শান্ত সায়ংকালীন আকাশ, নিস্তব্ধ পর্ব্বতরাশি, ও নির্ম্মল শব্দশূন্য হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত। কখনও বা দেওয়ানা সপ্তস্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বাল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুবিমল স্বরে সেই নৈশহ্রদ, পর্ব্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। তাতার ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না, তথাপি দুই একটী কথা শুনিয়া বোধ হইত যেন তাহা প্রেমের গান। অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস? না হইলে সে দেওয়ানা হইবে কেন, তাহার চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিঃতে দীপ্ত কেন, সে দেশ, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে কেন? দেওয়ানা নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ভৃত্য!

রজনীযোগে চন্দ্রালোকে সেই হ্রদের নির্ম্মল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত। ঊর্ম্মিহিল্লোলে চন্দ্রের আলোক বড় সুন্দর নৃত্য করিত, বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর ঊর্ম্মিমালাকে চুম্বন করিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ নৌকার উপরে শয়ান হইয়া চারিদিকে সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশি দেখিতেন অনন্ত আকাশে নির্ম্মল নীল আভা দেখিতেন, দুই একখানি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মেঘ দেখিতেন। এই সমস্ত দেখিতেন আর বাল্যকালের কথা তাঁহার স্মরণ হইত, হেমলতার কথা স্মরণ হইত, অলক্ষিত অশ্রুবিন্দুতে যোদ্ধার বদন সিক্ত হইয়া যাইত।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। ক্রমে আশ্বিন মাসে অম্বিকাপূজার সময় সমাগত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ : শারদীয়া পূজা

Go where glory waits thee

—*Moore*

শরৎকাল উপস্থিত। রাজপুতানায় এই সময়ে যুদ্ধ আরম্ভের সময়, সুতরাং রাজস্থানে অম্বিকার পূজার সহিত খড়্গের পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে উপর্য্যুপরি দশ দিন নরেন্দ্রনাথ যেরূপ ঘটা ও সমারোহ দেখিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন যোদ্ধৃগণ এখন মহা উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে বাহির করিয়া মহা সমারোহে তাহার পূজায় রত হইলেন। দেবীর মন্দিরে প্রতিদিন মহিষ ও মেষ বলি হইল দশম দিবসে মহা সমারোহে দুর্গার পূজা হইল তাহার পর দিবসে মহারাণা সমস্ত যোদ্ধৃগণকে আহ্বান করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন।

সে দিন সমস্ত উদয়পুরে যেন নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে বাজার, দোকান, পথ-ঘাটও পুষ্পমাল্য ও বৃক্ষপত্রে পরিশোভিত হইয়াছে, দ্বারে দ্বারে সুন্দর ও সুশোভিত তোরণ দৃষ্ট হইতেছে, গৃহে গৃহে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে। প্রাতঃকালে জয়ঢাকের শব্দে রাজপুত সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া রঙ্গস্থলে গমন করিতেছে, উদয়পুরের অধীনস্থ নানা স্থান হইতে অনেক সেনানী নিজ নিজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে, নানাস্থানীয় লোকের নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইতেছে। পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধা আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদিগের পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতেছে।

বেলা এক প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গস্থল সৈন্যে সমাকীর্ণ, এবং তাহাদিগের যুদ্ধকৌশল দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রাণার আদেশে সৈন্যগণ তীরনিক্ষেপে বা বর্শাচালনে, খড়্গ-যুদ্ধে অথবা অশ্বচালনে, নিজ নিজ কৌশল দেখাইতে লাগিল, এবং মেওয়ারের নানা স্থান ও নানা দুর্গ হইতে আগত নানা কুলের রাজপুতগণ নিজ নিজ রণনৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল। চন্দাওয়ৎকুল, জগাওয়ৎকুল, রাঠোরকুল, প্রমরকুল, ঝালাকুল প্রভৃতি নানা কুলের রাজপুতগণ অদ্য উদয়পুরে মহারাণার নিকট রাজভক্তি ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে, এবং তাহাদিগের স্ব স্ব চারণগণ সেই সেই কুলের গৌরবসূচক গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র সমস্ত দিন এইরূপ সমরোৎসব দেখিয়া এবং চারণদিগের গীত শুনিয়া পুলকিত হইলেন। অদ্যাবধি রাজস্থানে শারদীয় পূজার শেষ দিনে এইরূপ ঘটা হয়, অদ্যাবধি রাজপুত যোদ্ধৃগণ এই সময়ে নিজ নিজ রাজার নিকট সমবেত হইয়া যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করে, অদ্যাবধি রাজপুত নগরবাসিগণ দেবীপূজার অবসানে রঙ্গস্থলে সমবেত হইয়া দেশীয় রাজভক্তি প্রদর্শন করে। বর্ত্তমান লেখক রাজস্থানে ভ্রমণকালীন শারদীয় খড়্গপূজা ও শারদীয় সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্র সহস্র নগরবাসীদিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন রাজপুতদিগের শরৎকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছে।

সমস্ত দিন এইরূপ উৎসব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় একটী বৃক্ষতলে যাইয়া কিছু ফলমূল আহারের আয়োজন করিলেন, এবং নিকটস্থ একটী কূপ হইতে জল আনিতে গেলেন। কূপের নিকট গোস্বামিবেশে একজন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও জল আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ পরুষভাবে ঠেলিয়া দিয়া আগে নিজে জল তুলিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর এই অভদ্রাচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিলেন। গোস্বামী দ্বিগুণ কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—তুমি বিদেশীয়, রাজস্থানে আসিয়া রাজপুত-দিগের সহিত কলহ করিতে তোমার ভয় বোধ হয় না?

. নরেন্দ্র। আমি বিদেশীয় বটে, কিন্তু বহুকাল অবধি রাজপুতদিগের সহিত সহবাস করিয়াছি ; তোমার ন্যায় অভদ্র রাজপুত দেখি নাই।

গোস্বামী। যদি রাজপুতদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় জান যে রাজপুত মাত্রেই অসি ও ঢাল চালাইতে জানে। অতএব চুপ করিয়া থাক।

নরেন্দ্র। গর্ব্বিত রাজপুত, আমিও অসি ও ঢাল চালনায় কিছু শিক্ষা করিয়াছি, আমার নিকট গর্ব্ব করিও না। তুমি গোস্বামী বলিয়া এবার ক্ষমা করিলাম।

কথায় কথায় বিবাদ বাড়িতে লাগিল, গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রকে প্রহার করিলেন, নরেন্দ্রও প্রহার করিলেন, অল্পক্ষণে উভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি ও ঢাল বাহির করিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছে, সে স্থান হইতে আর সকলে চলিয়া গিয়াছে।

দুইজনে একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ক্ষণকাল তাহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না। মুহূর্ত্তমধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব বলবান গোস্বামীর প্রচণ্ড আঘাতে নরেন্দ্রের ঢাল চূর্ণ হইয়া গেল, নরেন্দ্রের অসি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপতিত হইলেন।

তীব্রস্বরে গোস্বামী বলিলেন,—বিদেশীয় যোদ্ধা, তুমি বালক, তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। পুনরায় রাজপুত গোস্বামীর সহিত কলহ করিও না, গোস্বামীর চিরজীবন কেবল পূজাকার্য্যে অতিবাহিত হয় নাই, সেও যুদ্ধ ব্যবসা কিছু জানে।

নরেন্দ্র কর্কশস্বরে বলিলেন,—রাজপুত' আমি তোমার নিকট জীবনভিক্ষা চাহি না। তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর, আমি অনুগ্রহ চাহি না।

গোস্বামী তখন গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—যোদ্ধা, আমিও যুদ্ধব্যবসা করিয়া থাকি, —মার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যোদ্ধার কোন অপমান নাই। নরেন্দ্র, আমি তোমাকে জানি, তুমিও

আমাকে শীঘ্র জানিবে,আমার নিকট ভিক্ষাগ্রহণ করিতে কোনও অপমান নাই। তিন দিবসের মধ্যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে. সে দিন আমিও তোমার নিকট একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। আমার নাম শৈলেশ্বর!

এই বলিয়া গোস্বামী সহসা অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : একলিঙ্গের মন্দির

For thee young warrior welcome?
thou hast yet.
Some tasks to learn, some frailties
to forget.
—*Moore.*

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ ও নূতন নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় কিছুদিন শান্ত হইয়াছিল. কিন্তু প্রস্তরে যে অঙ্ক খোদিত হয়, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ নদী, পর্ব্বত, মরুভূমি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিকে আকাশে রক্তিমাচ্ছটা অবলোকন করিতেন তখন সেই পূর্ব্বদেশবাসিনী বালিকা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত। রজনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন সেই প্রণয়প্রতিমা তারার জ্যোতিঃতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেম-দৃষ্টি করিতেছে! কোথায় বীরনগরের বাটী, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? মৃত্যুর আগে আর একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন, প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। মৃত্যুর আগে কি আর একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানার নিকটে শুনিলেন, ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের কোন এক গোস্বামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর নরেন্দ্র মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মন্দির একটী উপত্যকায় নির্ম্মিত, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকারময় পর্ব্বতরাশি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দিয়া রুদ্রের উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রকাণ্ড মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সারি সারি শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের ষণ্ড ও নন্দীর পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, ভিতরে শুভ্র প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসার উজ্জ্বল সুগন্ধ দীপাবলিতে ঝলমল্ করিতেছে, মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাধারী গোস্বামী এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, প্রশস্ত ললাটে অর্দ্ধশশাঙ্কের ন্যায় চন্দনরেখা, বিশাল স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। অন্য দুই চারি জন গোস্বামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। ঐ মন্দিরের প্রধান গোস্বামী চিরকাল অবিবাহিত থাকেন তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহায্যার্থে অনেক সংখ্যক গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা ভিন্ন যাত্রীদিগের দানও অল্প ছিল না।

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব সেই সুন্দর শিলামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, বম্ বম্ হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল, ও তৎপরে যন্ত্র-সম্মিলিত উচ্চ গীতধ্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না নর্ত্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, গায়কগণ সপ্তস্বরে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণেক পর গীত সাঙ্গ হইল, সেই জটাধারী গোস্বামী ইঙ্গিত করায় নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল, গায়কগণ নিস্তব্ধ হইল, মন্দিরের দীপাবলী

নির্ব্বাপিত হইল,পূজা সাঙ্গ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় জটাধারী গোস্বামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে যাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয় কি এ মন্দিরের একজন গোস্বামী? গোস্বামী কিছুমাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। তৎপরে গোস্বামী অঙ্গুলি দ্বারা দূরে এক দিক নির্দ্দেশ করিলেন, নরেন্দ্র সেই দিকে চাহিলেন, নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চাহিলেন, বোধ হইল যেন অন্ধকারে একটী দীপশিখা দেখা যাইতেছে। গোস্বামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দুইজনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। এ অন্ধকারে এই মৌনাবলম্বী যোগী পুরুষ কে? ইহার উদ্দেশ্য কি? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যা দ্বারা পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট যোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য? একবার নরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন,—আমি কি কাপুরুষ? এই প্রশান্তমূর্ত্তি যোগীর সহিত যাইতে ভয় করিতেছি? আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রও প্রবেশ করিলেন। তাহার ভিতর যাহা দেখিলেন তাহাতে নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন।

সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি, তাহার নিকটে কয়েকখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছে, তাহার আলোক সেই গহ্বরের শিলার চারিদিকে প্রতিহত হইতেছে। অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি হস্তলিপি, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ, ও স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। দূর জলস্রোতের ন্যায় একটী শব্দ সেই গহ্বরে শ্রুত হইতেছিল।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ব্ব। ঈষৎ শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, কেশের জটাভার পৃষ্ঠে দুলিতেছে, শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বলিয়া অনুভব হয়। নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, উন্নত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনরেখা শোভা পাইতেছে।

গোস্বামী জ্বলন্তকাষ্ঠ নির্ব্বাণ করিলেন, পরে তাহার অপর পার্শ্বে যাইয়া সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন। বিকীর্ণ অগ্নিকণাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তিনি অগত্যা একপদ পশ্চাতে যাইয়া শিলারাশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন। সাহসে ভর করিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প একেবারে অবসান হইল না।

অতি গম্ভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন,—নরেন্দ্রনাথ!

নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের যোদ্ধা,—শৈলেশ্বর!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : পর্ব্বত-গহ্বর

Thy fatal flame
Is nursed in silence, sorrow, shame,—
A passion without hope or pleasure,
In thy soul's darkness buried deep
It lies like some ill gotten treasure
Some idol without shine or name,
O'er which its pale-eyed votaries
keep
Unholy watch while others sleep.

—*Moore.*

লেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে গোস্বামিগণ যোগবলে মানব-হৃদয়

জানিতে পারেন ; নরেন্দ্রনাথ! তুমি পাপ-হৃদয়ে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ। তোমার মনে পাপ চিন্তা আছে।

নরেন্দ্র। আপনি কে জানি না, আপনার কথার উত্তর দিতে বাধ্য নহি।

শৈলেশ্বর। আমি ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, মন্দির-কলুষিতকারীকে প্রশ্ন করিবার আমার অধিকার আছে।

নরেন্দ্র। আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন জানি না, আপনি আমার কি পাপ দেখিয়াছেন জানি না।

শৈলেশ্বর। এ মন্দিরে প্রতারণা অনাবশ্যক। একটা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই নারীকে পুনরায় পাইবার লালসায় তুমি এই স্থানে আসিয়াছ।

নরেন্দ্র। যদি তাহাই হয়, তাহাতে পাপ কি? গোস্বামিগণ যদিও রমণীপ্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণী-প্রেম-আকাঙ্ক্ষা পাপ নহে। স্বয়ং শূলপাণি অপর্ণার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র! এ প্রবঞ্চনার স্থান নহে। তুমি কেবল রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহ, তুমি পরস্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী। জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, যাহাতে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

নরেন্দ্র। আমি যখন একটী বালিকাকে ভালবাসিতাম, তখন সে অবিবাহিতা ছিল। এক্ষণে যদি সে বিবাহিতা হইয়া থাকে তবে সে আমার অস্পৃশ্যা।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর, সুন্দর জাহ্নবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা শ্রীশচন্দ্র, পবিত্রহৃদয়া হেমলতা, পবিত্র সংসার! পাপিষ্ঠ, তোমার মনোরথ কি? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই শ্রীশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়, সেই হেমলতা তোমার হয়। সেই শ্বেতপদ্ম-সন্নিভা পুণ্যহৃদয়া হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল, এখনও সহোদরা অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার জন্য চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে! সতীর ললাটে কুলকলঙ্কিনী, দুশ্চারিণী শব্দ অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হয়! তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শ্বেত যশে অঙ্গারবর্ণ দেদীপ্যমান হয়! তোমার জন্য সে সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়! হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না। সত্য তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয়? এই পাপ মনোরথে তুমি এই পবিত্র মন্দিরে আসিয়াছ।

শৈলেশ্বরের কথা সাঙ্গ হইল, কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও নরেন্দ্রের কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোধ লীন হইল, নয়ন হইতে দুই একটী অশ্রুবিন্দু নিপাতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—স্বামিন্! আমি পাপিষ্ঠ! আমাকে সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।

শৈলেশ্বর। বৎস! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধি নাই, এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমার সংশোধন কামনা করি, দণ্ডবিধান কামনা করি না।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আমি দয়ার উপযুক্ত নহি ; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার ন্যায় পবিত্রপুত্তলীর অপকার কামনা করে, তাহার ইহজীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র, তুমি আপনাকে যতদূর পাপী বিবেচনা করিতেছ, ততদূর পাপী নহ। আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার মানস কর নাই, জীবনে আর একবার তাহাকে দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই মানসেই দেবালয়ে আসিয়াছিলে। কিন্তু তুমি বালক, তুমি জান না হেমলতাকে আর একবার দেখিলে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন হইবে।

নরেন্দ্র। প্রভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন যথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাহার শরীরের একটি কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভগবান অন্তর্যামী, তিনি তাহা জানেন।

শৈলেশ্বর। তবে তাহার হৃদয়ে যে কণ্টকটী তুমিই স্থাপন করিয়াছ সেটী তুলিতে যত্নবান হও না কেন?

নরেন্দ্র। কিরূপে? আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। বাল্যকালাবধি তুমি তাহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটী তুমি উৎপাটন কর, না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না, হেমলতা জীবন্মৃতা থাকিবে। হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ স্বামী পাইয়াছে, সংসারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, কেবল সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা তাহার মনে উদয় হয়, কেবল সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতিনী হয়। সেই চিন্তা তুমি দূর কর।

নরেন্দ্র। কিরূপে দূর করিব? আপনি বলিতেছেন, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

শৈলেশ্বর। উপায় আছে। হেমলতার সহিত একেবারে চিরজন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক। নরেন্দ্র, তুমি যদি যথার্থ হেমলতাকে ভালবাস, যদি যথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে যোগী হইয়া নারী-সংসর্গ ত্যাগ কর, কিংবা মুসলমান হইয়া মুসলমানকন্যা বিবাহ কর। হেম যখন শুনিবে, যে নরেন্দ্র আমার বাল্যকালের ভালবাসা ভুলিয়া যোগী হইয়াছে, অথবা বিধর্ম্মী হইয়া অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবে। মানব-হৃদয় লতার মত শুষ্ক কাষ্ঠে জড়াইয়া থাকে না। যে আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, যাহার অন্য আশা, অন্য প্রেম, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য চিন্তা, তাহার প্রতি অনুরক্তি কখনই চিরকাল থাকে না। নরেন্দ্র! তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রায়শ্চিত্ত।

নরেন্দ্র। ভগবান জানেন আমি তাহার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা অসহ্য। স্বামিন্! এ ঔষধ অতিশয় তিক্ত, অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করুন।

শৈলেশ্বর। উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ আবশ্যক।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আপনি পরম ধার্ম্মিক শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন?

শৈলেশ্বর। পাপের জন্য মনুষ্য গোজন্ম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ?

দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া এক মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বর সেই পর্ব্বতগহ্বরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈলেশ্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর?

নরেন্দ্র। আমার খড়্গ গ্রহণ করুন, আর কি প্রমাণ দিব?

শৈলেশ্বর। তবে একটী কথা শুন। প্রেম নারীর একমাত্র অবলম্বন, প্রেম নারীর জীবন, পুরুষের তাহা নহে। পুরুষের অনেক আশা, অনেক অভিলাষ, অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তুমি যুবক, সাহসী, অভিমানী, এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অসি সহায় করিয়া আপনার যশের পথ পরিষ্কার করিতে পার না? স্ত্রীলোকের মত কি কেবল ক্রন্দন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? শুনিয়াছি তোমাদের বঙ্গদেশ বীরশূন্য। যশশূন্য। যাও, নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বঙ্গদেশে যশঃস্তম্ভ স্থাপন কর, যাও স্বদেশের গৌরব সাধন কর, সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন কর, এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার সহায়তা না করিবেন। স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

শৈলেশ্বর নিস্তব্ধ হইলেন। নরেন্দ্রের নয়নদ্বয় জ্বলিতে লাগিল, তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে একদিন এই শৈবকে যেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন, অদ্য মানব-হৃদয় জ্ঞানে তাঁহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন।

শৈব আবার বলিতে লাগিলেন,—নরেন্দ্র! এই ঘোর রজনীতে তুমি বিদেশী ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছ! কি জন্য? দেশের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছ? কোন্ বীর-ব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আসিয়াছ? ধিক্ নরেন্দ্র! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ একটী বালিকার মুখ দেখিবার জন্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর কর; অথবা যদি প্রেম বিনা জীবন শুষ্ক বোধ হয়, তবে বীরোচিত প্রণয়ে বদ্ধ হও। পুরুষসিংহ! সিংহী গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। ভগবন্! আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। এ জগৎ অনুসন্ধান কর। পীড়ার সময় সাবিত্রীর ন্যায় তোমার সেবা করিবে, বিপদের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর ন্যায় তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কুশলের সময় বিমল প্রণয়দানে তোমার হৃদয় তৃপ্ত করিবে, যুদ্ধের সময় যশোগীতে তোমার শরীর কণ্টকিত করিবে, এরূপ রমণী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। এরূপ নারী কি জগতে আছে?

শৈলেশ্বর। স্বয়ং দেখিতে পাইবে। নরেন্দ্র! আমার যোগবল মিথ্যা নহে, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বৃথা তোমাকে এই গহ্বরে আহ্বান করি নাই। আর একটী কথা শুন। যে নারীর কথা আমি বলিতেছি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসে, এ নারীকে তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছ।

নরেন্দ্র। স্মরণ নাই।

শৈলেশ্বর। অদ্য স্বপ্নে দেখিবে। আমি চলিলাম, এই কলসে যে মদিরা আছে, তাহা পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, যখন শেষ অগ্নিকণা সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। যে নারীকে দেখিবে, সেই এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার ন্যায় অভিমানিনী। বীরপুরুষ! সেই তোমার উপযুক্ত বীরনারী।

নরেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কথায় বিস্মিত হইলাম।

শৈলেশ্বর। আর একটী কথা আছে, এটী মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিয়া কাল প্রাতে তুমি এই গহ্বর হইতে বাহিরে যাইও। তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম, স্বপ্নদৃষ্টা নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিন দিনের মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে তিন দিন পরে শ্বেতচন্দনরেখা ললাটে ধারণ করিয়া অমাবস্যার সায়ংকালে আমার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিও, কিরূপে সে কন্যা পাইবে তাহার উপায় বলিয়া দিব। যদি এ বিবাহে সম্মত না হও, তবে রক্তচন্দনের রেখা ললাটে ধারণ করিয়া ঐ অমাবস্যার সায়ংকালে এই স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না

নরেন্দ্র। প্রতিশ্রুত হইলাম, তিন দিন পর অমাবস্যার সন্ধ্যায় আপনার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার অঙ্গীকার করিতে বলেন, করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তুমি বীরপুরুষ, তোমার কথাই অঙ্গীকার। রজনী তিন প্রহর হইয়াছে, আমি বিদায় হইলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : বীণাহস্তে

WHO is this maid? What means
her lay?

—*Scott.*

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার গহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, বাল্যকালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম, সহসা উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একাকী অনেকক্ষণ সেই গহ্বরে পদচারণ করিতে লাগিলেন, কি ভীষণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় দেখিয়া তিনি শৈবের আদেশ স্মরণ করিলেন, কলসে যে মদিরা ছিল, সমস্ত পান করিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অগ্নির একপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অগ্নি দেখিতে লাগিলেন। এক একবার কাষ্ঠের এক অংশ প্রদীপ্ত হয় আবার নির্ব্বাপিত হয়, এক একটী স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় আবার অঙ্গার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি প্রায় সমস্ত নির্ব্বাপিত হইল, হীনতেজ আলোকে সেই শিলাগৃহের শিলা-ভিত্তি আরও অপরূপ দেখাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সেই ভিত্তির উপর আলোক ও ছায়ার

নৃত্যতে যেন অমানুষিক জীবের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন.কালীর নয়নদ্বয় যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কালীর হস্তের খড়্গ যেন নরেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিবার শক্তি নাই। নরেন্দ্র জাগ্রত না সুপ্ত?

অচিরাৎ শেষ অগ্নিকণা নির্ব্বাণ হইল। নরেন্দ্র তাহা দেখিতেছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ দুরন্ত জলের শব্দ যাহা শুনা যাইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, তাহা সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে যেন ক্রমে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যে স্থানে গহ্বরের ভিত্তি ছিল তথায় যেন একটী প্রস্তর সহসা সরিয়া যাইল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি, অপূর্ব্ব চান্দ্র-আলোকের ন্যায় আলোক বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে যেন চন্দ্রের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। একি স্বপ্ন না যথার্থ? স্বর্গীয় রূপরাশি-বিভূষিতা একজন ষোড়শী বীণাহস্তে উপবেশন করিয়া অপূর্ব্ব বাদ্য করিতেছে। নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

কি অপরূপ সৌন্দর্য্য, কি উজ্জ্বল নয়ন, কি কৃষ্ণ কেশপাশ, কি ক্ষীণ অঙ্গ, এ কী মানবী? নরেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া দেখ, এ বদনমণ্ডল, এ চারুনয়ন, ও ওষ্ঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই? সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় স্মৃতিশক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইতে লাগিল। কাশীর যুদ্ধ, দিল্লী, দিল্লীতে একজন মুসলমান নারী,-উঃ! এ সেই জেলেখা!

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার অবসর ছিল না, সহসা সপ্তস্বরসমন্বিত অপ্সরাকণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব গীত সেই পর্ব্বতকন্দর আমোদিত করিল। নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বীণার সঙ্গে সঙ্গে গান সংযোজনা করিয়াছে, আহা! কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী, কি ভাবপরিপূর্ণ! নরেন্দ্র এক দৃষ্টিতে জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন, গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ এক একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিন্দু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

গীত

নারীর ধর্ম্ম কি? সতী কি সাধিতে পারে? আজীবন প্রেমবারিদানে পতির প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। সম্পদকালে, প্রেমালোক জ্বালিয়া লক্ষ্মীরূপিণী পতির আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। রণের মাঝে বীর্য্যবতী প্রদীপ্ত আশারূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশাপ্রদীপ একে একে নির্ব্বাণ হইয়া গেলে সমদুঃখে দুঃখিনী হইয়া স্বামীর ক্লেশবিমোচন করিতে পারে। জীব-আকাশ হইতে জীবতারা যখন খসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পার্শ্বে সহমৃতা হইতে পারে।

এই মর্ম্মের সুন্দর গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কর্ণমূলে তখনও সে সঙ্গীত শেষ হইল না। এক একবার সুমধুর ধীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাদে তাহার কর্ণে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরী কন্যা? যেই হউক, নরেন্দ্র তাহার মুখমণ্ডল বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এখন জেলেখা তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে! তথাপি শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাটে ন্যস্ত রহিয়াছে, বাহু ও অঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে! নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না, আবার অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি পর্ব্বতকন্দর কাঁপাইতে লাগিল, আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

গীত

পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে? প্রেমভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেমলতিকার বেশে তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, স্নেহকণা দিয়া সজীব করিও, যেন ধরণী না লুটায়। জাতি বন্ধু দেশ দূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, যেন তোমার সুখে সুখিনী হয়, তোমার দুঃখে দুঃখিনী হয়, তোমার পদচ্ছায়া যেন পায়। যতদিন প্রাণ থাকে ইহা ভিন্ন অন্য ভিক্ষা নাই, আয়ুঃ শেষ হইলে পতির চরণ ধরিয়া পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে?

গান সমাপ্ত হইল। নয়নজলে সে পাণ্ডুবদনখানি ও উরঃস্থল ধৌত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ায় যেন সূর্য্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল আলোকদ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইল। সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি ঢাকিয়া গেল, গভীর অন্ধকারে বীণাধ্বনি থামিয়া গেল, পূর্ব্বশ্রুত দুরন্ত জলশব্দ ভিন্ন

নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, আর কি স্বপ্ন দেখিলেন প্রাতে তাহা মনে রহিল না। নিদ্রান্তে নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। তাহার মত্ততা আর নাই, গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে বৃক্ষলতা ও দূর্ব্বাদল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, দূরে একলিঙ্গের প্রকাণ্ড শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির সূর্য্যকিরণে বড় শোভা পাইতেছে। মন্দির লোকসমাকীর্ণ আর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত সূর্য্যরশ্মিতে সুন্দর দেখা যাইতেছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : খড়্গহস্তে

A NAKED dirk gleamed in her hand.

—*Scott.*

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তাজালে বেষ্টিত ও পীড়িত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত চিন্তা নরেন্দ্রনাথকে শত বৃশ্চিক দংশনাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল।

সেই পর্ব্বত-গহ্বরে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছে তাহা নরেন্দ্র অনেকদিন হইল শুনিয়াছেন। হেমলতা পরের গৃহিণী তাহার চিন্তা তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য্য? নরেন্দ্রনাথ, এই কি বীরের উপযুক্ত কার্য্য? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, প্রেমচিন্তা উৎপাটন কর, যশের পথ পরিষ্কার কর, দেশের গৌরব সাধন কর, ইহা অপেক্ষা বীরের উপযুক্ত কার্য্য আর কি আছে? নরেন্দ্র স্থির করিলেন শৈবের আদেশ শিরোধার্য্য।

আবার সেই গঙ্গাতীরে বিদায়ের কালে নক্ষত্রের আলোকে যে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক মুখখানি দেখিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই দুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল। নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই হেম বাল্যকালে নরেন্দ্রের সহিত খেলা করিয়াছে, যে দিন নরেন্দ্র গৃহত্যাগী হয় সে দিন হেম যেন আপন জীবনকে বিদায় দিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রের মনে পড়িল। বাল্যকালে হেম নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, যৌবনের প্রারম্ভে প্রাতঃসন্ধ্যায় নরেন্দ্রের মুখ দেখিলে যেন হেম উদ্বেগশূন্য ও শান্ত হইত। বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিতরঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতে লাগিল, নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একাকী মন্দিরপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আবার চিন্তা আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রের দেশ নাই গৃহ নাই বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিন্তাস্বরূপ নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসারসমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন। নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুখচিন্তা, একমাত্র সুখস্বপ্ন দূর করিও না, এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; আরও যে ক্লেশ আদেশ কর সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নরেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে, বীরমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে, অন্নকষ্ট ভোগ করিতে সম্মত আছে, জগতের নিন্দাভার বহন করিতে সম্মত আছে, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সহিত ঘোর অরণ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে সম্মত আছে। শৈলেশ্বর! আদেশ কর, ইহাতে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে; ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ করে, করালবদনার সম্মুখে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিও। কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবনধারণ করিতেছে, যে আলোকস্তম্ভস্বরূপ চিন্তার জ্যোতিঃতে নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে, নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা দূর করিতে বলিও না। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেন্দ্রের ভালবাসা বিস্মৃত হয় নাই, নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে? নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া যবনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য। প্রবঞ্চক শৈব! হিন্দু পুরোহিত হইয়া তুমি যবনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দাও। বিধর্ম্মী! কপটাচারি! দূর হও।

আবার শৈলেশ্বরের গম্ভীর আদেশ মনে পড়িল। "হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না, যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর।" শৈব কি মিথ্যাবাদী? পরনারী-চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি

পাপে লিপ্ত হইতেছ, শৈব তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাঁহার নিন্দা করিও না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ গহ্বরমুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এক একবার এদিক ওদিক নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি করিতেছেন, আবার গহ্বরমুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। হস্তে নিষ্কোষিত অসি, আকৃতি স্থির ও গম্ভীর।

ক্ষণেক পর শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে প্রণাম করিতে বিস্মৃত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,— স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ?

গম্ভীর ও ঈষৎ কর্কশস্বরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—হইয়াছি। উভয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে পূর্ব্বদিনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকচ্ছটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ললাট, গণ্ডস্থল, স্কন্ধ, বাহু ও বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনে একেবারে প্লাবিত রহিয়াছে!

শৈলেশ্বর। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলে না?

নরেন্দ্র। পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা রাখি না।

শৈলেশ্বর। হেমলতাকে এ জীবনে আর দেখিতে চাহ না?

নরেন্দ্র। তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তবে যবনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছ?

নরেন্দ্র। এ জীবনে নহে।

শৈলেশ্বর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিলেন,—তবে প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হও। খড়্গ ত্যাগ কর, কালীর সম্মুখে জীবনদানে প্রস্তুত হও।

নরেন্দ্র। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।

শৈলেশ্বর। মূঢ়! সিংহের গহ্বরে আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা আছে? এস্থলে কে তোমার সহায় হইবে?

নরেন্দ্র। এই অসি আমার সহায়।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গহ্বরের এক স্থান হইতে আপন অসি বাহির করিলেন। উদয়পুরে একবার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল অদ্য আবার দুইজনে সেইরূপ অসি ও ঢাল লইয়া যুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সে দিন অপেক্ষা অধিক সাবধানে অধিক যত্নে যুদ্ধে করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে যত্ন বৃথা! সিংহবীর্য্য শৈব অল্পক্ষণ মধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন।

শৈলেশ্বর। কেবল পূজা-ব্যবসায়ে এই কেশ শুক্ল হয় নাই। রাজস্থান-ভূমি বীরপ্রসবিনী, যুদ্ধকালে শৈবগোস্বামিগণও বীর্য্য প্রকাশে রাজস্থানে অগ্রগণ্য। বালক! তোমার সহিত যুদ্ধ করিলাম এই আমার কলঙ্ক রহিল!

নরেন্দ্র। আমি ইহার জন্যও প্রস্তুত আছি; তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর।

শৈলেশ্বর একগাছি রজ্জু বাহির করিলেন, নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রজ্জু দ্বারা সজোরে বন্ধন করিলেন। এরূপ জোরে বাঁধিলেন যে হস্তের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, নরেন্দ্র শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় কলস লইয়া নরেন্দ্রের মুখের নিকট ধরিয়া মদ্যপান করিতে বলিলেন, নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোস্বামী গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মত্ততাহেতু নরেন্দ্র অচিরাৎ ভূমিতে নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, গহ্বর-পার্শ্বে দুইজন যেন ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে এইরূপ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র মদিরাপ্রভাবে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, পরে কি হইল স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিদ্রা গভীর নহে। নরেন্দ্র সমস্ত রজনী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেন কখন অর্দ্ধেক জাগ্রৎ হইয়া থাকেন। কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন জাগ্রৎ থাকেন, মত্ততা-প্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পর বোধ হইল, যেন পূর্ব্বেকার একদিনের ন্যায় আবার অন্ধকার হইতে আলোকচ্ছটা প্রকাশ হইতে লাগিল, আবার যেন প্রস্তরভিত্তি সরিয়া গেল, মেঘ সরিয়া গেলে যেন চন্দ্রালোক প্রকাশিত হইল। সেই আলোকে সেই উজ্জ্বল রমণী; কিন্তু জেলেখা অদ্য গান গাইতেছে না, অদ্য বীণাহস্তে আইসে নাই, অদ্য খড়্গহস্তে!

কি ভয়ংকরী মূর্ত্তি! নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত বদনমণ্ডল ক্রোধপ্রজ্বলিত ও রক্তবর্ণ, বামার করে সেই শৈবের দীর্ঘ খড়্গ, বামার বক্ষে একখানি তীক্ষ্ম ছুরিকা! নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, তাঁহার ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উঠিবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু স্বপ্নে বিপদাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম!

বামা মৃণাল-করে দীর্ঘখড়্গ ধারণ করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল। একবার দণ্ডায়মানা হইল, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল।

এবার সেই তীক্ষ্ম ছুরিকা বাহির করিল, এবার অকম্পিত হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলের উপর ধরিল। আবার কি চিন্তা আসিল, ছুরিকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল, বামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন ঘর্ম্মে তাহার সমস্ত শরীর আপ্লুত হইয়াছে, উন্মত্ততা গিয়াছে, গহ্বর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে তিনি গহ্বরের বাহিরে আসিলেন। রজনী অবসানপ্রায়, পূর্ব্বদিকে রক্তিমচ্ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের ন্যায় দুই একটী তারা এখনও দেখা যাইতেছে, প্রত্যূষের শীতল বায়ু সেই পর্ব্বতশ্রেণী ও শিব-মন্দিরের উপর বহিয়া যাইতেছে ও নবজাত পুষ্পপরিমল বহিয়া নিদ্রোত্থিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। দুই একটী নিকুঞ্জবন হইতে দুই একটী পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ: শ্যামনগরের যুদ্ধ

LIKE fabled gods, their mighty war
Shook realms and nations in its jar.

—*Scott.*

উপরিউক্ত ঘটনার কিছু পর যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ পুনরায় সৈন্য-সামন্ত লইয়া আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করণাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্যের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন তাহার মধ্যে আগ্রায় একটী রাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল, আগ্রায় এক্ষণে সে সম্রাট নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিপ্লবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া যাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবধি প্রথমে বারাণসীতে সুলতান সুজা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্তসিংহ পরাস্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষ ঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট শাজিহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও চম্বল নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া মোরাদ ও আরংজীবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাঁহারা ঐ নদীর অপর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোরাদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ, তিনি নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলপটু আরংজীব তাহা না করিয়া দারাকে ভুলাইবার জন্য শিবির সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্যশুদ্ধ নদীর অপর এক স্থানে পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্যামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চম্বল পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্যামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সংকুচিত হইলেন; চারি দিবসকাল উভয় সৈন্য উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল, পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত রাজা রামসিংহ ও চত্বরপাল বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন, দারার দক্ষিণ দিকে কালীউল্লা নামক মুসলমান সেনাপতি বিদ্রোহী আরংজীবের অর্থভুক, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না। অবশেষে আরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আরংজীব কালীউল্লার সম্মান করিলেন,ও মোরাদকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

অতএব আরংজীব ছলে বলে, কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজিহানের দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা রোশনআরা সকল বিষয়ে আরংজীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাহার বিশেষ সহায়তা করিলেন। আরংজীবের জয় হওয়ায় রোশনআরার প্রভুত্ব ও ক্ষমতার সীমা রহিল না। শাজিহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেহানআরা রূপে, গুণে কৌশলে কনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা। সে লাবণ্যময়ী সম্রাটপুত্রীকে পাঠক একদিন বেগম মহলে দেখিয়াছেন! আরংজীবের জয়ে জেহানআরা হতমানা হইলেন, অতঃপর পিতার সেবায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আরংজীব দিল্লী যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মোরাদ মদিরাপানে এবং সুন্দরী গায়কী ও নর্ত্তকীগণের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মধ্যে করিয়া সেই জগদ্বিমোহিনীগণ চারিদিক বেষ্টন করিয়া বসিল, মোরাদ একেবারে প্রমত্ত হইয়া একজন সুন্দরীর আলিঙ্গনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। আরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কারারুদ্ধ হইলেন।

তাহার পর তাহার পর আরংজীব রাজছত্র আপন মস্তকের উপর ধারণ করিলেন। দারা সিন্ধুনদীর দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতান সুজা পুনরায় সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্গত হইলেন। রাজস্থানে যশোবন্তসিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনিও সসৈন্যে বহির্গত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদঃ দর্পণে প্রতিমূর্ত্তি

> 'Tis something yet if, as she passed,
> Her shade is o'er the lattice cast.
> "What is my life, my hope"—he said—
> "Alas! a transitory shade"?
>
> —*Scott.*

কয়েকদিন ভ্রমণান্তর যশোবন্তসিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আরংজীবের পরাক্রম অসীম, তাহার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা যশোবন্তসিংহের সাধ্য নহে, তিনি সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরংজীবের মিত্রবেশে পরমশত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিল।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে? শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব চারু শিল্পখচিত, জগতে অতুল্য তাজমহল সন্ধ্যার নীল গগনে একটী প্রতিকৃতির ন্যায় বোধ হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুঞ্জবন, সুন্দর ফোয়ারা, পার্শ্বে শ্যামা যমুনা! আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ, তন্মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর মতি মসজীদ, দেওয়ান খাস, দেওয়ান আম, রংমহল, শীশমহল! আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব? পাঠিকাগণ! যদি এই অপূর্ব্ব নগরী না দেখিয়া থাকেন, অদ্যই যাইবার উদ্যোগ করুন। "তিনি" ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিবেন না, আপনাদিগের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়, আপনাদিগের অশ্রুজলে সকল আপত্তি ভাসিয়া যাইবে!

প্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসনে অদ্য সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের শ্বেত স্তম্ভসারি বড় শোভা পাইতেছে। রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ হইতে পুষ্পমালার সহিত মণি-মাণিক্য ঝুলিতেছে ও প্রাতঃকালের আলোকস্পর্শে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ, মন্সবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর, ধনী ও মান্য লোকে অদ্য রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে!

সেই প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের চতুর্দ্দিকে রৌপ্য-নির্ম্মিত স্তম্ভ ঝকমক করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, ভিতরে মসলীপত্তনের ছিট, সে ছিটে লতা পুষ্প এরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে যে শিবিরের পার্শ্বে যথার্থ পুষ্প ফুটিয়াছে,

দর্শকদিগের এরূপ ভ্রম হয়। ভূমিতে অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুনা হইয়াছে যে শিষ্টবন্ধু ব্যক্তি পুষ্প নষ্ট হইবে ভয়ে সহসা পদক্ষেপ করিতে সংকোচ করেন।

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত পতাকা ও পুষ্পপত্র দ্বারা দুর্গ সুশোভিত হইয়াছে। সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জয়বাদ্যে সকলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত সূর্যরশ্মিতে তাহাদের অস্ত্র ঝকমক করিতেছে। দুর্গপ্রাচীরের উপর ইংরাজ, ফরাশি ও ওলন্দাজ সৈনিকগণ ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে। তাহারা সমুদ্র হইতে রত্নগর্ভা ভারতবর্ষে রত্ন কুড়াইবার জন্য আসিয়াছে ও সম্রাটের বেতনভোগী হইয়া কামানের শব্দে সম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের পথে ঘাটে, মাঠে, দ্বারে ও যমুনাতীরে রাশি রাশি লোক নিজ নিজ সুপরিচ্ছদে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রানগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিতেছে।

পুরাতন রীতানুসারে সম্রাট রীতি সুবর্ণের সহিত ওজন হইলেন তাহার পর প্রধান প্রধান ওমরাহগণ এরূপে ওজন হইলেন। প্রত্যেক ওমরাহ রাজা ও মনসবদার সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তুষ্টি করিলেন।

তাহার পর জগদ্বিমোহিনী কাঞ্চনীগণ প্রোৎফুল্ল মনে উন্মত্ত হইয়া অপূর্ব সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা সভাসদগণের হৃদয় বিমোহিত করিল। কাঞ্চনীগণ নর্তকী, বড় বড় ওমরাহদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য হইলে ইহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত। শাজিহান তাহাদিগকে সর্বদাই নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন ও বেগমেরা তাহাদের লইয়া যাইতেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ পরাঙ্মুখ আরঙ্গজীব তাহাদিগকে প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আজি আনন্দের দিনে কাঞ্চনীগণ অনেক সমাদৃত হইবে।

তাহার পর দুর্গের পূর্বদিকে অর্থাৎ যমুনাতীরে মল্লযুদ্ধ অসিযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল; প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাইবেন এই জন্য এই স্থলে যুদ্ধ হইত। অবশেষে দুইটী মত্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধ্যে আন্দাজ দুই হাত উচ্চ একটী মৃত্তিকার প্রাচীর, তাহার দুই দিক হইতে দুইটী মত্ত হস্তী মাহুত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রণে লিপ্ত হইল। অনেকক্ষণ যমুনার উভয় পার্শ্ব হইতে লোকে সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল; শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দন্তের আঘাতে হস্তিদ্বয়ের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল। প্রত্যেক হস্তীর দুইজন করিয়া মাহুত ছিল। একটী হস্তীর একজন মাহুত পড়িয়া গেল ও সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিল, অপর পক্ষের একজন মাহুতের ঐরূপে জন্মের মত হাত ভাঙ্গিয়া গেল। হতভাগারা এই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াই হস্তিদ্বয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বহু অর্থলোভে স্ত্রী-পুত্র সকলের নিকট পূর্বে বিদায় লইয়াই আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটী হস্তী অন্যকে পরাস্ত করিয়া মৃত্তিকা-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকী প্রভৃতি আগুনের বাজী ছুড়িল, কিন্তু সঞ্জাত-ক্রোধ হস্তী তাহাতে নিবস্ত না হইয়া অপর হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অবশেষে পরাজিত হস্তী সন্তরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পথিমধ্যে দুই একজন লোক যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারাও নিহত হইল।

এ সমস্ত আমোদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যমুনাপুলিনে যাইলেন ও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া একটী সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। যে স্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন সেটী অতি মনোহর স্থল। বিশাল তমাল বৃক্ষ সূর্যের কিরণ নিবারণ করিতেছে, ও বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটী পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে। নিকটে বৃক্ষের একপার্শ্বে একটী পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ লতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে। কবরের একপার্শ্বে পারস্যভাষায় একটী বায়েৎ লেখা আছে, তাহার অর্থ, "বন্ধু! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম। তুমি যদি হতভাগা হও আমার জন্য একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনা-বায়ু সেই শীতল স্থানকে আরও সুশীতল করিতেছে, কল্লোলিনী যমুনা সুমধুর কল্ কল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্রনাথ অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিনি কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রায় একটী অপরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল যেন সেই অপূর্ব গোরস্থান হইতে মৃত মনুষ্য পুনর্জীবিত

হইল সে একটী মুসলমান স্ত্রীলোক! মৃত্যুর শ্বেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখনও দেদীপ্যমান। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েৎটী লেখা ছিল স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েৎটী গান করিল, সে দুঃখব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুদিত নেত্র হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটী গীত আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন সে স্বর তাঁহার অপরিচিত নহে, বোধ হইল যেন সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখাকণ্ঠ-নিঃসৃত। নরেন্দ্র ভাল করিয়া দেখ' স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে!

নরেন্দ্রের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ললাটে একটী উজ্জ্বল তারা বড় শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যার বায়ু বহিয়া রহিয়া মৃদু গান করিতেছে, যমুনার নীল জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিদ্রাযোগে ইতিপূর্ব্বে তিন চারি বার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী? তবে মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষণী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থানের দিকে আসিলেন, সহসা গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইল। তাহার ক্ষীণ শরীর ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন যথার্থই কবর-গহ্বরস্থ মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত হইল! বদন পাণ্ডুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ব্ববৎ তীব্র জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে, বক্ষঃস্থলে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। এই নারী কি দুঃখগান গাইয়াছিল? বোধ হয় না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল। অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদের একটী অন্ধকার-গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর সহিত যাইতে সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন,—তুমি কে জানি না, আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাই নাই।

জেলেখা। প্রাসাদে যাইবার আমার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।

নরেন্দ্র। তথাপি তুমি কে জানি না, অজ্ঞাত স্থানে যাইব না।

জেলেখা কর্কশস্বরে বলিল,—মৃত্যুভয় করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, রিক্তহস্ত স্ত্রীলোকের সহিত যাইতে বোধ হয় বীরপুরুষের কোন আপত্তি নাই।

জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক যাইলে পর জেলেখা এক স্থানে কতকগুলি বস্ত্র দেখাইয়া নরেন্দ্রকে তাহা পরিধান করিতে কহিল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন তাহা তাতার-দেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন, জেলেখা এবার গম্ভীরস্বরে বলিল,—বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি এক্ষণে সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজাগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে।

নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য! অগত্যা নরেন্দ্র কাঁচলি ও ঘাঘরা পরিলেন, জেলেখা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পরচুলা পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর খোঁপা করিয়া দিল! নরেন্দ্র এই অদ্ভুত বেশে জেলেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরে চলিলেন!

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কত গৃহ ও পথ অতিবাহিত করিলেন তাহা গণনা করা যায় না। দ্বারে দ্বারে অসিহস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত শত পরিচারিকা এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে যত যাইতে লাগিলেন ততই বিস্মিত হইলেন,—ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত কত ঘর কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসারি, কত উন্নত ছাদ, তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে কি অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য! দেয়ালে, স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেত-প্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন সুন্দর শ্বেত

দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্পে লম্বিত রহিয়াছে, অথবা উজ্জ্বল সুবর্ণে মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা, সুন্দর পুষ্পাধার; তাহার উপর মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আমোদিত করিতেছে। শ্বেত পীত, নীল বর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুলা রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প চয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজ আনন্দের দিন রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র যে স্থানে স্বয়ং আরংজীব ছিলেন তথায় যাইয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সম্রাট আরংজীব বেগমদিগের সহিত পাঁচিশী খেলিতেছেন। পাঁচিশীর ঘর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত ও প্রকাণ্ড; এক একটী রূপবতী কামিনী এক একটী ঘুটী। ঘুটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হওয়া আবশ্যক, এই জন্য কামিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন!

তথা হইতে নরেন্দ্র জেলেখার সঙ্গে একটী মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ঘরে প্রবেশ করিলেন। মর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভসারি সাটিন ও মকমলে বিজড়িত, এবং নানা বর্ণের গন্ধদীপ আলোক ও গন্ধদানে ঘর আমোদিত করিতেছে। ভিতরে তিন চারি জন বেগম বাদ্য ও গীত করিতেছে, সপ্তস্বরমিলিত সেই গীতধ্বনি উন্নত ছাদ উল্লঙ্ঘন করিয়া যমুনাতীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছুদূরে যমুনানদীর দিকে একটী শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত বারাণ্ডায় সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। এ স্থানটী নিস্তব্ধ ও রমণীয়। উপরে আকাশ নীলবর্ণ, দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ষণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকে তৃপ্ত করিতেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনানদী কল্ কল্ শব্দে প্রধাবিত হইতেছে, তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুই একখানি ক্ষুদ্র পোত ভাসমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে। বারাণ্ডা, জনশূন্য, কেবল একজন রাজদাসী বীণাহস্তে গান করিতেছিল, এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া বারাণ্ডার শ্বেতপ্রস্তরে মস্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। যমুনার বায়ু রমণীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতল বায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব নব ভাব উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ নিস্তব্ধ রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূর বঙ্গদেশে হেমকে শেষবার দেখিয়াছিলেন! আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময়! মুহূর্ত্তের জন্য নরেন্দ্রের হৃদয় হেমলতাপূর্ণ হইল নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যাইলেন।

যে দিকে যাইলেন, সে দিক হইতে লোকের কলরব শুনিতে পাইলেন। প্রাসাদের মধ্যে এই কলরব শুনিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন, এবং ঔৎসুক্যের সহিত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যত নিকটে আসিলেন, তত নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর কথা ও হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি আরও বিস্মিত হইয়া সেই দিকে যাইয়া অবশেষে একটী জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন সম্মুখে একটী অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণে কত সুন্দর পুষ্পচারা ও পুষ্প-লতিকা তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুঃপার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যশ্রেণী হইতে পুষ্পমালা দুলিতেছে, বৃক্ষলতায় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপাকার পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। সুদর্শন ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্য-স্তম্ভ নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে। ঝোপে বৃক্ষের অন্তরালে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উচ্চে, নীচে, নানাবর্ণের সুগন্ধদীপাবলী জ্বলিতেছে, যেন আজ ইন্দ্রের অমরাপুরী লজ্জিত করিয়া এই বেগমমহল অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটী বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে। অন্যান্য বাজার হইতে এই ভেদ যে সকলেই রমণী। বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ,—ক্রেতা সম্রাটের বেগমগণ! যে সমস্ত অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী লাবণ্যময়ী যুবতীগণ ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য, রসিকতা ও বাকপ্রগলভতায় নরেন্দ্র চকিত হইলেন!

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বৎসর বৎসর নওরোজার দিন দিল্লীর সম্রাটগণ বেগমমহলে এইরূপ একটী কবিযা বাজার বসাইতেন. ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলাগণ এই বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতেন। ওমরাহ ও রাজগণ পরিবারস্থ রমণীদিগকে বেগমদিগের সহিত পরিচিতা করিবার জন্য এই বাজারে পাঠাইতেন। পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট আসিতেন। পূর্ব্বপ্রথামতে এই আনন্দের দিনে আরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন, ও স্বয়ং দুই একজন বেগমের সহিত এক দোকান হইতে অন্য দোকানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে আরংজীবের ভগিনী রোশনআরা আরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন. সে বাজারের মধ্যে রোশনআরার ন্যায় কাহার গৌরব কাহার প্রভুত্ব? অন্য ভগিনী জেহানআরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন অদ্য এই মহোৎসবের মধ্যে জেহানআরা নাই।

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে নরেন্দ্রনাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন সম্রাট একজন রূপবতী মোগলকন্যার নিকটে কতকগুলি অলঙ্কার ও সাটিন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন। দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু, কখন কখন এক পয়সার বিভিন্নতার জন্য মহাগন্ডগোল উপস্থিত হইতেছে। আরংজীব বলিলেন তোমার জিনিস মেকি তুমি এখানে ঠকাইতে আসিয়াছ? চতুরা মোগলকন্যা বলিলেন তুমি কিরূপ খরিদদার? এরূপ জিনিস কখনও দেখ নাই. ইহার দর তুমি কি জানিবে? তুমি ইহার উপযুক্ত নও অন্য স্থানে যাও তোমার যোগ্য দ্রব্য পাইবে। এইরূপ বহু বাগবিতন্ডার পর মূল্য অবধারিত হইল। ক্রেতা তখন যেন ভ্রমক্রমে দুই চারিটী রৌপ্যমুদ্রার স্থানে বিক্রেতাকে সুবর্ণমুদ্রা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ এইরূপ বাজার দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে "শিশমহলে" প্রবেশ করিলেন. তথায় আবার অন্যরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন। সম্রাট ও বেগমদিগের স্নানার্থ এই মহল নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সানের উপর দিয়া নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইতেছে. এই সানে অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যেন জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে ফোয়ারার নির্ম্মল জল বেগে উঠিতেছে আবার মুক্তারাশির ন্যায় প্রান্তরের উপর পতিত হইতেছে। ছাদ হইতে অসংখ্য দীপাবলি লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত দীপের বিবিধবর্ণের আলোক ফোয়ারার জলের উপর বড় সুন্দরভাবে প্রতিহত হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজিখচিত হইয়া দেয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে কেন না স্নানকারিণী চতুর্দ্দিকেই আপনার সুন্দর অনাবৃত অবয়ব দেখিতে পাইবেন! বিলাসপটু সম্রাটগণ বেগমদিগকে লইয়া এই গৃহে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন. এই জন্য কত দেশ হইতে অর্থ আনীত হইয়া এই অপূর্ব্ব বিলাসগৃহ বিনির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে।

নানাদেশ হইতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু রমণী অদ্য প্রাসাদে সমবেত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকেই শিশমহলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। জেলেখা তাহাদিগের ভিতর দিয়া নরেন্দ্রকে হাত ধরিয়া এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া একটী দর্পণের নিকট আনিল এবং সেই দর্পণের ভিতর একটী ছায়া দেখাইল। চকিত ও নিস্পন্দ হইয়া নরেন্দ্র সেই দর্পণের ভিতর সেই ছায়া দেখিতে লাগিলেন. তথা হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না! আলোকে আকৃষ্ট পতঙ্গবৎ নরেন্দ্র সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অনিমেষ লোচনে সেই দর্পণস্থ প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? নরেন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছেন? নরেন্দ্রের শরীর কাঁপিতেছে, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতেছে, তাঁহার নয়ন স্পন্দহীন। ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, সে রমণী অবগুণ্ঠন টানিয়া শিশমহল হইতে বাহির হইলেন উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রমণী রাজপুত-বেশধারিণী। নরেন্দ্র ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অনাবৃত বাহু ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, মুখমন্ডল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যায় না।

নরেন্দ্রও নারীবেশে, একবার ইচ্ছা হইল রমণীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল রমণীর হস্তে আপন হস্ত স্থাপন করেন কিন্তু তাঁহার হস্ত উঠিল না, হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল! অচিরাৎ সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সঙ্গিনীগণ সেই বাজার পরিত্যাগ করিলেন, নরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর, অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুতকামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। যে রমণীর

দিকে নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন তিনিও শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল যেন তিনি যমুনানদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেননা শিবিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনার বায়ুতে তাঁহার অবগুণ্ঠন নড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল! কিন্তু সে অবগুণ্ঠন উড়িয়া গেল না, নরেন্দ্র মুখ দেখিতে পাইলেন না! অচিরাৎ শিবিকাযোগে সে রাজপুত-বেশধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা? সেই গঠন, সেই চলন, সেই বাহু! দর্পণে সেই মধুমাখা মুখখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল! কিন্তু হেমলতা আগ্রায় বেগমমহলে কেন? এ রূপ বেশ কি জন্য? নরেন্দ্রনাথ! প্রেমান্ধ হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছ? নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়ার অনুধাবন করিতেছ?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদঃ ভ্রাতৃস্নেহ

But he who stems a stream with sand,
And fetters flame with flaxen band,
Has yet a harder task to prove
By firm resolve to conquer love

—*Scott*

বীরনগরের জমীদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপবন ছিল সেই উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত। সেই উপবনে বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দৌড়াদৌড়ি করিত, সেই নদীকূলে বালক-বালিকার সঙ্গে খেলা করিত, হাসিত কাঁদিত, আবার উচ্চহাস্যে উপবন আমোদিত করিত। আজি সে দিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে নরেন্দ্রনাথ শান্তিশূন্য হৃদয়ে দেশে দেশে বেড়াইতেছেন, শ্রীশচন্দ্র শ্বশুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায় জমীদার হইয়াছেন, হেমলতা আজি বালিকা নহেন, নবজমীদারের গৃহিণী।

সায়ংকালে সেই উপবন দিয়া দুইটী রমণী ঘাটে যাইতে ছিলেন। একজন হেমলতা, অপরটী শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগিনী শৈবলিনী।

হেমলতার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষ হইবে অবয়ব ক্ষীণ, কোমল ও উজ্জ্বল রূপরাশিতে পরিপূর্ণ। নয়ন দুইটী জ্যোতির্ম্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, ওষ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়। তথাপি যৌবনপ্রারম্ভের প্রফুল্লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের উন্মত্ততা সে মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চক্ষুর্দ্বয়ে, সেই সুচিক্কণ ওষ্ঠে, অকালেই চিন্তার অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে। নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঈষৎ স্তিমিত হইয়াছে, মুখমণ্ডলের প্রফুল্ল আলোকের উপর জীবনের সন্ধ্যার ছায়া বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ? প্রফুল্লতা থাকিলে কি হেম এরূপ নম্রভাবে ধীরে ধীরে যাইত? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটিকে তুলিয়া কি উহার দিকে ঐরূপ স্থিরভাবে চাহিত? যে কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ কেশপাশে তাহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় ঈষৎ আবৃত হইয়াছে, ধীরে ধীরে সযত্নে সরাইয়া দেখ, নয়নদ্বয়ে জল নাই, তথাপি নয়নদ্বয় স্থির, শান্ত, যৌবনোচিত চপলতাশূন্য। নিকটে যাইয়া দেখ হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির। জীবনের অরুণোদয় যেন মেঘচ্ছায়ায় বিমিশ্রিত।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। শৈবলিনী বিধবা অবয়বে যৌবনের রূপ নাই, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় পবিত্র গৌরব আছে। মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর, চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত। শৈবলিনী হেমলতাকে কনিষ্ঠার ন্যায় ভালবাসিত, সস্নেহ বচনে তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘাটে যাইতেছিল। শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘশূন্য, বায়ুশূন্য সায়ংকাল, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, শান্ত।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ দেখিলে ভাল থাকিত।যৌবনপ্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ হেমলতার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, হেমলতা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার হৃদয় নরেন্দ্রনাথ-পূর্ণ হইয়াছিল। যখন সেই নরেন্দ্রের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল, যখন হেম আর এক জনের সহধর্ম্মিণী হইয়া নরেন্দ্রের প্রতিমাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল তখন প্রেম কি পদার্থ হেম বুঝিতে পারিল, তখন মর্ম্মভেদী দুঃখ আসিয়া হেমের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা সরলা, নবোঢ়া বধূ, সে কথা কাহার কাছে বলিবে সে দুঃখ কাহার কাছে জানাইবে?

শৈবলিনী পঞ্চবর্ষের সময়েই বিধবা হইয়াছিল, শ্বশুরালয়েই থাকিত, কখন কখন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, দুই তিন বার বীরগ্রামে আসিয়াই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সংকল্প করিল, -যদি বালিকাকে আমি যত্ন না করি, বোধ হয় ভ্রাতার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে। শৈবলিনী সেই অবধি বীরগ্রামে রহিল।

শৈবলিনীর সস্নেহ ব্যবহারে ও প্রবোধ বাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানব চরিত্র বিশেষরূপ বুঝিত একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ স্নেহপরিপূর্ণ কথায় কোন্ দুঃখিনীর দুঃখ না বিদূরিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু, সর্ব্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিত। সে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিদ্রা বিস্মরণ হইত। গভীর রজনী, গভীর বন, চারিদিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর শব্দ ও হিংস্র জন্তুর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্যা দময়ন্তী অদ্য স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া, ধন মান রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিখারিণী বেশে বিচরণ করিতেছে। স্বামী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে গণ্ডূষ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপন-বস্ত্র দিতেছে, স্বামী পরিশ্রান্ত হইলে আপন অঙ্কে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিদ্র হইয়া উপবেশন করিয়া আছে। সেই স্বামী যখন মায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল, তখনও অভাগিনীর স্বামি-চিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর চিন্তা নাই, স্বামীর পুনর্ম্মিলন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই।

অথবা সেই মহর্ষি বাল্মীকির কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া এখনও হৃদয়েশ্বরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটী খেলা করিতেছে তাহাদিগের মুখ অবলোকন করিতেছে, আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশ্রয়া, নিষ্কলঙ্কা, অন্তঃসত্ত্বা, রাজকন্যা, রাজরাণীকে চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছেন সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অদ্যাবধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভাগিনী চিন্তা করিতেছে, সেই পতিই সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! পতিব্রতার কি মাহাত্ম্য!

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্ম্মপরায়ণা ননদিনীর নিকট এই সকল পুণ্য কথা শুনিত। দুঃখ কথা শুনিয়া হেমলতার হৃদয় আলোড়িত হইত, ননদিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিত। আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুলা হইয়া অবারিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। হেমলতা ভাবিত,—সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কে অভাগিনী যে নিজ দুঃখে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি। তাঁহারা সাধ্বী ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজিও নরেন্দ্রের চিন্তা করে, দেবতুল্য স্বামীকে বিস্মরণ হইয়া আছে। আমি অবলা, আমার বল নাই, ভগবান সহায় হও পাপচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অবলার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে।

শৈবলিনীর অপরূপ স্নেহ ও প্রবোধবাক্যে হেমলতা ক্রমশঃ শান্তি লাভ করি[illegible], হৃদয়ের প্রথম প্রেমস্বরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে, সে ফল লাভ হইল। সেই পরিশ্রম ও চেষ্টায় যৌবনের প্রফুল্লতা শুষ্ক হইয়া গেল, অবয়বে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল। হেমলতা আজি আর দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ ধীর, নম্র ও নতশীর।

এক্ষণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্ব্বদাই নরেন্দ্রের কথা কহিত, বাল্যকাল হইতে শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা বলিত, এখন হেমও তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত। ভ্রাতার বিপদে বা অবর্ত্তমানে ভগিনীর চিন্তা হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্য ভাবিত, কিন্তু তাহার হৃদয় আর পূর্ব্ববৎ

বিচলিত হইত না। কিংবা যদি কখন কখন সায়ংকালে সেই উপবনে একাকী বিচরণ করিতে করিতে হেমের বাল্যকালের কথা মনে পড়িত, ভাগীরথীর কল্ কল্ শব্দ শুনিয়া, নীল গগন-মণ্ডলে উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হারিৎ কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া, বাল্যকালের সঙ্গীর কথা মনে পড়িত, যদি সে কথা মনে পড়িয়া হেমের চক্ষে এক বিন্দু জল লক্ষিত হইত, —পাঠক, তাহা ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া মার্জ্জনা করিও। অন্য ভাব তিরোহিত করিবার জন্য হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক সহ্য করিয়াছে, অভাগিনী অনেক কাঁদিয়াছে, সে ভাব তিরোহিত করিয়াছে। যদি হৃদয়ের কন্দরে অন্তরূপে, সে ভাবের একবিন্দুও লুক্কায়িত থাকে পাঠক সেটুকু অভাগিনী হেমকে ক্ষমা করিও না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদঃ পুরাণ-কথা

> YET, oh yet thyself deceive not,
> Love may sink by slow decay,
> But by sudden wrench believe not
> Hearts can thus be torn away.
>
> —*Byron.*

ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমলতা ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্য্যাদি সমাপন করিল। পরে দুইজনে একটী ঘরে বসিয়া হেম বলিল,—দিদি! অনেক দিন অবধি গল্প শুনি নাই আজ একটু অবসর আছে, একটী গল্প বল না!

শৈবলিনী সস্নেহ বচনে উত্তর দিল,—বলিব বৈ কি বোন্, কোন্ গল্পটি বলিব তুমি বল।

হেম বলিল,—রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প অনেক দিন শুনি নাই সেই গল্প বল।

শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিল। মহাভারতের কথা যথার্থই অমৃতের তুল্য, তাহার গল্প কি মিষ্ট, কি সুললিত, কি হৃদয়-গ্রাহী! রাজ্য গেল ধন গেল মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী শৈব্যা এক্ষণে রাজার একমাত্র রত্ন। সুখের সময়, সম্পদের সময়, রমণী অস্থিরা, চঞ্চলচিত্তা মানিনী! কত আব্দার করে, কত অভিমান করে, কত মিথ্যা ক্রোধ করে, কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আইসে যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ নাট্যাভিনয়ের শেষে দীপশ্রেণীর ন্যায় একে একে নির্ব্বাপিত হইতে থাকে যখন আশা মরীচিকারূপে আমাদিগকে অনেক পথ লইয়া যাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া অদৃশ্য হয়, যখন বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করে ও লক্ষ্মী বিমুখ হয়েন, তখন কে অনন্যমনা ও অনন্যহৃদয়া হইয়া অভাগার শুশ্রূষা করে? মাতা ব্যতীত আর কে হতভাগার শয্যা বচনা করে? দুহিতা ব্যতীত আর কে রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে জল দান করে? ভার্য্যা ব্যতীত আর কে নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া, দিবানিশি হতভাগার সেবায় রত থাকে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরিসীম। দারিদ্র্যে দুঃখে কষ্টেও শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আরও দুঃখ। রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটিকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকটে বিক্রয় করিলেন, অভাগিনী শৈব্যা স্বামিবিরহে কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটির ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সে পুত্রটিও অকালে কাল প্রাপ্ত হইল!—হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, ননন্দিনীর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল।

গল্প সাঙ্গ হইল রাজা রাজ্ঞীকে ফিরিয়া পাইলেন পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজা সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল। অনেকক্ষণ, প্রায় এক দণ্ডকাল, উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটী বাতায়ন খুলিল। বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষ সকল ধীরে ধীরে মস্তক নাড়িতেছে দূর হইতে গঙ্গার জলের কুল্ কুল্ শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকটে আসিয়া ভগিনীর ন্যায় সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল? ভাবিতেছিল ঐ বৃক্ষের পাতায় পাতায় কত জোনাকী পোকা

দেখা যাইতেছে উহাদেরও জীবন আছে সুখ, দুঃখ ভরসা, ইচ্ছা আছে। যে ভগবান রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন তিনিই এই নিশায় অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে খাদ্য যোগাইতেছেন উহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তুকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে একনিষ্ঠ মনে পূজা করি, আমাদিগকে তিনি রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকা-সুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল দিদি যিনি দয়ার সাগর তিনি তোমাকে অল্পবয়সে বিধবা করিলেন কেন?

শৈবলিনী। সকলের কপালে কি সমান সুখ থাকে? তিনি আমাকে বিধবা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন নাই। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন তোমার ন্যায় সুশীলা ভ্রাতৃজায়া দিয়াছেন, এই সোনার সংসারে স্থান দিয়াছেন। আমার আর কিছুই কামনা নাই কেবল একবার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া পূজা করিব এই ইচ্ছা আছে।

হেমলতা। আমাদের কাশী বৃন্দাবন যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল না?

শৈবলিনী। হাঁ, শ্রীশ আমার উপদেশে সম্মত হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই যাওয়া হইবে।

হেমলতা। দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে যাইব ভাবিলে আমার বড় আহ্লাদ হয়; কত দেশ দেখিব কত তীর্থ দেখিব। আর শুনিয়াছি নরেন্দ্র নাকি পশ্চিমে আছেন হয় ত তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।

শৈবলিনী। হইতে পারে।

এমন সময়ে শ্রীশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শৈবলিনী একপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইল। তাহার ললাট চিন্তাকুল।

শৈবলিনীর কি চিন্তা? বাহিরে দণ্ডায়মানা হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল,—হেম! তুমি আমাকে বিধবা বলিয়া অভাগিনী বল, কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ্য করিতে পারে না, বালিকা তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ। যে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে, এ বয়সে তোমার দুর্বল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষম চিন্তার কথা ভ্রাতা কিছুই জানে না, তুমি বালিকা, তুমিও ভাবিয়াছ এ চিন্তা নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি হয় জানি না। ভগবান অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায় হইবেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ: তীর্থযাত্রা

> Upon her face was the tint of
> grief,
> The settled shadow of an inward
> strife,
> And an unquiet drooping of the
> eye,
> As if its lids were charged with
> unshed tears.
>
> —*Byron.*

শৈবলিনী পুনরায় ঘরের ভিতরে আসিল, ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া আপনি পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। হেমলতা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতে লাগিল।

ভ্রাতা ভগিনীতে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীশচন্দ্রের খাওয়া সাঙ্গ হইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি শয়নের উদ্যোগ করিলেন, শৈবলিনী অন্য গৃহে গেল।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে আসিল ও বিনীত ভাবে তাম্বূল দিল। অদ্য শ্রীশের অন্তঃকরণ কিছু আহ্লাদিত ছিল, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন,—আমি পান খাইব না।

হেম। কেন?

শ্রীশ। তোমার মুখে কথা নাই কেন?

হেম। কি কথা কহিব বল, কহিতেছি। আগে পানটী খাও।

শ্রীশ। চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি দেখিব? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে, কবে তোমার মুখখানি প্রফুল্ল দেখিব?

হেম। আমার শরীর ত এখন ভাল আছে।

শ্রীশ। হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অল্প সারিয়াছে, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ?

হেম। উল্লাস আবার কি?

শ্রীশ। মনের স্ফূর্ত্তি কৈ? কবে তোমাকে সুখী দেখিব?

হেম। কৈ আমার মনে কোন কষ্ট নাই। তবে দিদির কাছে একটী দুঃখের গল্প শুনিতেছিলাম তাই এক বিন্দু চক্ষুর জল ফেলিয়াছিলাম।

শ্রীশ এ কথায়ও তুষ্ট হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার মুখখানি সহাস্য দেখিব কবে?

হেম আর উত্তর করিতে পারিল না। ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটী কথা মনে পড়িল, এবার হেম অল্প হাসিয়া বলিল,—যবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে?

শ্রীশ। কি প্রতিজ্ঞা?

হেম। তীর্থযাত্রা।

শ্রীশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেকবার তীর্থযাত্রা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্যোগ করেন নাই। অদ্য হেমলতার কথায় কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন,—যদি যথার্থই তীর্থযাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব। কল্য হইতে আমি যাত্রার আয়োজন করিব।

হেম পরিতৃপ্ত হইল। হেমকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া শ্রীশ আনন্দিত হইলেন, সে ক্ষীণ দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে হেমকে চুম্বন করিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে পশ্চিম যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অবশেষে মথুরা ও বৃন্দাবন যাইবার মানসে আগ্রায় পৌঁছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান প্রধান হিন্দু-রাজাদিগের সহিত আলাপ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরিবারের সহিত আপন পরিবারকে নওরোজার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহিলার বেশ ধরিয়া রাজপুত-রমণীদিগের সহিত আগ্রার বেগমমহলে গিয়াছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : জেলেখার পত্র

> THE cold in clime are cold in
> blood,
> Their love doth scarce deserve the
> name,
> But mine was like the lava flood,
> That boils in Etna's breast of flame.
>
> —*Byron.*

নরেন্দ্র আগ্রাদুর্গের ভিতরে দর্পণে হেমলতার মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধ আকাশ ও শান্তপ্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, লোক কেহ নাই। নরেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্র খুলিতে লাগিলেন! সহসা তাঁহার বক্ষস্থল হইতে একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন তাহা উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। নরেন্দ্র প্রদীপের নিকট বসিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অধিক না পড়িতে পড়িতেই বুঝিতে পারিলেন

জেলেখার পত্র। তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া আরও পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এই লেখা ছিল :—

"নরেন্দ্র!

"আমি পাগলিনী, আমি হতভাগিনী, সেই জন্য এই পত্র লিখিতেছি। আমি চক্ষুতে আর দেখিতে পাইতেছি না, আমার মস্তক ঘুরিতেছে তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মনের কথা তোমাকে বলিয়া যাই। তুমি যখন এই পত্র পড়িবে তখন অভাগিনী আর এ জগতে থাকিবে না।

"আমি শাজিহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেহানআরা বেগমের পরিচারিকা। যে দিন বারাণসীর যুদ্ধ হয়, কার্য্যবশতঃ আমি ও মসরুর নামক খোজা রাজা জয়সিংহের শিবিরে ছিলাম। সেই দিন আহত ও অচেতন হইয়া তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেই দিন তোমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিলাম।

"দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশান্ত হইয়া সেই পীড়াশয্যার উপর নত হইয়া থাকিতাম, অনিদ্রিত হইয়া সেই নিদ্রিত কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ প্রশস্ত ললাট, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটীর দিকে দেখিতাম আর পাগলিনীপ্রায় হইতাম। পীড়াবশতঃ কখন তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের দুঃখে রোদন করিতাম। পীড়াবশতঃ কখন সস্নেহে আমার হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী, আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইত। ঘরে কেহ না থাকিলে আগ্রহের সহিত তোমাকে চুম্বন করিতাম! ক্ষমা কর, আমি পাগলিনী।

"ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে। আমি কোন ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম ; কেবল তোমাকে চক্ষে দেখিবার জন্য আপন ঘরে রাখিলাম। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, রজনী যাপন করিতাম ; কখন কখন আত্মসংযম করিতে না পারিলে তোমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ হৃদয়ে ধারণ করিতাম!

"দুষ্ট মসরুর তোমার কথা সাহেব বেগমকে জানাইল! প্রাসাদের ভিতরে পুরুষ আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার প্রাণ সংহারের আদেশ দিলেন। আবার মসরুর যাইয়া সাহেব বেগমকে তোমার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলিল। বেগম পূর্ব্বের আজ্ঞা রোধ করিলেন, আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন, ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের দোষের বিচার করিবেন এইরূপ আদেশ দিলেন।

"আমি বন্দী হইলাম, দিবারাত্রি ঘরে একাকী বসিয়া থাকিতাম। তোমাকে না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত, অবশেষে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বার-রক্ষক মসরুরের অনেক খোসামোদ করিয়া গোপনে তোমাকে দেখিতে যাইতাম। তখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে, তাহা কি স্মরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না, কথা কহিতে পারিতাম না। নিষ্ঠুর মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া দিত, তথায় যাইয়া আমি আবার সেই দেবকান্তির চিন্তা করিতাম।

"ক্রমে বিচারের দিন সমাগত হইল ; সে দিন তোমার স্মরণ আছে? সিংহাসনোপাবিষ্টা জেহানআরার চারিদিকে সহচরীগণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে? সাহেব বেগম সেইদিন প্রথমে তোমাকে দেখিলেন ; যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন তোমার স্মরণ আছে? সাহজাদি! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় না? তবে আমি বাঁদী, আমার স্বাধীনতা নাই, সেই জন্য আমার পাপের দণ্ড দিলে। কিন্তু তুমি সিংহাসনোপাবিষ্টা রাজদুহিতা আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?*

"কি কৌশলে সেই রাত্রি আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি! জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ?

* জেহানআরা বা সাহেব বেগমের প্রণয়ের অনেক গল্প কথা সে সময়ে প্রচলিত ছিল। ফরাসী ভ্রমণকারী বের্ণীয়ে তাহার কতকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদঃ পত্র সমাপ্ত

Or if she fell by bowl or steel
For that dark love she dared to fell.
—*Byron.*

"নরেন্দ্র! ভালবাসিয়াছ। যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী তাহাকেও আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তুমি কখনও ভালবাসার জন্য দেওয়ানা হও নাই। আমার তাতার দেশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতে অতিশয় উগ্রস্বভাবা ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইত। একটী যুদ্ধে আমার পিতা হত হয়েন, আমি বন্ধ হইয়া বাঁদী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না, বোধ হয় ভারতবর্ষের উষ্ণতর সূর্য্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশঃ উষ্ণতর হইল। প্রাসাদে তাতার রমণীদিগের কি কাজ বোধ হয় তুমি জান না। আমরা বেগমদিগের মহল রক্ষা করি, খড়্গ ও ছুরিকা ব্যবহারে আমরা অপটু নহি বেগমদিগের আদেশে কত কত ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পাদন করি, তাহা জগৎ সাধারণ কি জানিবে? আমি এ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সকলের অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিতাম। আমার এই গুণের জন্যই সাহেব বেগম আমার এরূপ ক্রোধ সহ্য করিতেন।

"যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্যথা হইল না, দেওয়ানা হইয়া তোমার সহিত আসিলাম।

"উদয়পুরের হ্রদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে যাইতে, স্মরণ হয়? তোমাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম, কিন্তু তুমি কি ভাবিতে স্থির করিতে পারিতাম না। একদিন আমি নৌকায় বসিয়াছিলাম, তুমি আমার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া শুইয়াছিলে ও চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, স্মরণ হয়? আমিও সমস্ত সময় তোমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, তোমার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছিলাম, তোমার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে, 'হেম! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব?' আমি বঙ্গভাষা ভাল জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম। আমার মনে সন্দেহ জাগ্রত হইল।

"স্ত্রীলোকের মনে একবার সন্দেহ উদয় হইলে তাহা শীঘ্র তিরোহিত হয় না। দিবারাত্রি তোমার হেমের কথা জানিতে উৎসুক থাকিতাম, তোমার কাগজপত্র চুরি করিয়া পড়াইয়া লইতাম, কথায় কথায় তোমার নিকট হইতে বীরনগরের সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলাম। তখন তোমার হেমকে তোমার মন হইতে দূর করিয়া সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য আমার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল।

"তোমার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গোস্বামীদিগের নিকট আপন ইষ্টলাভের জন্য যাইলাম। প্রথমে যাঁহার নিকট যাইলাম তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্ম্মিক, আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে তিন চারি জনের নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে সেই শৈলেশ্বরের নিকট যাইলাম। তিনি অনেক অর্থ-লোভে সম্মত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তিন শত মুদ্রার একটী হীরক-বলয় তাঁহার হস্তে দিলাম, আর সহস্র মুদ্রার একটী মুক্তামালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম,—যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তাহার তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

"এত অর্থ কোথায় পাইলাম জিজ্ঞাসা করিবে। জেহানআরার দাসদাসীরও অর্থের অভাব ছিল না। দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে বেগম সাহেবকে উপঢৌকন না দিলে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। কেহ একটী উচ্চ কর্ম্মের প্রার্থী, কেহ একটী বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন তাহার ক্ষমা চাহেন, কেহ

পরের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছেন তাহার একটী সনন্দপত্র চাহেন, কোন যোদ্ধা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন তাহার ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অন্যায় ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক,—সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ বেগম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপন আপন আবেদন জানাইতেন। বেগম সাহেবের দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না।

"তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তুমি জান। সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল। দুই দিন পর্ব্বতগহ্বরে নিজে নারীবেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তুমি সুরায় উন্মত্ত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না জানি না! প্রথম দিন তোমার পদতলে পড়িয়া রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল, তাতারের হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া যায় কখনও জানিতাম না, আমি এরূপ ক্ষীণ তাহা জানিতাম না।

"পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য জমীদার আসিয়াছে,—তোমার হেমকে দেখিলাম। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী তোমার হেম? উঃ—আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না। মথুরার গোলকনাথের মন্দিরে তিন দিন পর এক প্রহর রাত্রির সময় যাইও, পরস্ত্রীকে আবার দেখিও! তুমি আমাকে হতভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হতভাগা করিব, সেই জন্য এই সমাচার দিলাম! সেই জন্য আগ্রার দুর্গে লইয়া যাইয়া হেমকে দেখাইয়াছিলাম!

"আমার মৃত্যু সন্নিকট, কিন্তু জিঘাংসা তাতারের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্ম ভুলি নাই, আমার শোণিত শীতল হয় নাই।

"উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে। যদি এ তৃষ্ণার্ত্তকে স্নেহবারি দান করিতে, তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না, যতদিন জীবন থাকিত--কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? নরেন্দ্র! এ জীবনের জন্য বিদায় দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র! এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র! তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে,— নতুবা এই ছুরিকা দ্বারা তোমার পাষাণ-হৃদয় চূর্ণ করিব।--উন্মাদিনী জেলেখা।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল। তিনি নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। নরেন্দ্র পদচারণ করিতে করিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন, দেখিলেন সম্মুখে যমুনা। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এরূপ সময়ে দেখিলেন যমুনা তীরে একস্থানে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া একটী মৃতদেহ ভূমিতে সন্নিবেশিত করিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর দিল

মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে বেগমমহলে দাসী ছিল, একজন কাফের সৈনিকের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া বাহির হইয়া যায়। বোধ হয় সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা করিয়াছে, দাসীর বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসান দেখিলাম। হতভাগিনীর নাম জেলেখা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ: মথুরা

ALLURED him, as the beacon blaze
allures
The bird of passage, till he madly
strikes
Against it, and beats out his weary
life.

—*Tennyson*.

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিণী যমুনাকূলে মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে, গগনে নক্ষত্র এক একটী করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে, যমুনার বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, সমস্ত জগৎ শীতল ও শান্ত।

মথুরার প্রস্তরবিনির্ম্মিত ঘাট-শ্রেণী জল পর্য্যন্ত নামিয়াছে। বৃক্ষ ও কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া মথুরার গোলকনাথের মন্দির দেখা যাইতেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল, হেমন্তকালের চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও মন্দির অতি সুন্দর কান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে সুধাংশু যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে ; নদীবক্ষে দুই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণ বৃক্ষশ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ তৃপ্ত হইয়া সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা আরম্ভ হইল, শত দেবালয় হইতে শংখ ঘণ্টার নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল, সায়ংকালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত সে নিনাদ কি সুমধুর, কি মিষ্ট! সেই ঘণ্টারব ধীরে ধীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই নীল অনন্ত নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, উপাসকদিগের মন যেন মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মরণ হইয়া সেই পবিত্র ঘণ্টারবের সহিত গগনের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

নদীকূলে একটী প্রস্তরবিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণীর উপরেই গোলকনাথের দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পূজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাইতেছিল, অনেক যাত্রী সে পূজায় উপস্থিত হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহুদূর হইতে বহু দেশ হইতে, এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অদ্য মন্দির দর্শন করিয়া যেন জীবন চরিতার্থ করিল।

আরতি শেষ হইল, যাত্রিগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুইজন স্ত্রীলোক সেই মন্দির পার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দিদি, মুসলমানী বলিয়াছিল, আজ এই মন্দিরে একপ্রহর রাত্রির সময় নরেনের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ তাহা হইল না?

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি হেমের হৃদয় অদ্য যথার্থই উদ্বেগে পরিপূর্ণ। সেই আশায় হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিল,—আজি না জানি কি কপালে আছে ; হেম বালিকামাত্র, নরেন্দ্রকে দেখিলে আবার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িবে, সে অসহ্য যাতনা বালিকা কি সহ্য করিতে পারিবে। প্রকাশ্যে বলিল,—সে পাগলিনীর কথায় কি বিশ্বাস করে? নরেন্দ্র কোথায়, কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ?

হেমলতা। কিন্তু দিদি, জেলেখার অন্য কথাগুলি ত ঠিক হইয়াছিল।

শৈবলিনী। ঐ প্রকারে উহারা মিথ্যা আশা জন্মায়, দুটা সত্য কথা বলে একটা মিথ্যা কথা বলে। কৈ আমাদের দাসী আসিল না? আমি যে পথ ঠিক চিনি না, না হইলে আমরা দুই জনেই বাড়ী যাইতাম।

হেম। দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে যেন এই আমাদের বীরনগর, যেন এই গঙ্গা। আর বাল্যকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম আর,—আর,—আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে।

শৈবলিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, দাসীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া শৈবলিনী যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল। হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—দেখ দিদি, ঐ নৌকাখানি কেমন তীরের মত আসিতেছে, উঃ! মাঝিরা কি জোরে দাঁড় বাহিতেছে, উঃ! যেন উড়িয়া আসিতেছে।

শৈবলিনী সেই দিকে দেখিল ; তাহার ভয় দ্বিগুণ হইল। শৈবলিনী যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই হইল,—নৌকা ঘাট হইতে চারি হস্ত দূরে থাকিতে থাকিতে একজন সৈনিক লম্ফ দিয়া ঘাটে পড়িল,—সৈনিক নরেন্দ্রনাথ!

হেম বৃক্ষের ছায়ায় ছিল, নরেন্দ্র তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর যাইলেন। কিন্তু হেম নরেন্দ্রকে দেখিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, চক্ষু, কর্ণ, ললাট, স্কন্ধ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল! পরমুহূর্ত্তে সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল!

শৈবলিনী সভয়ে হেমকে ধরিল। হেম কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে শৈবলিনী গম্ভীরস্বরে বলিল,—হেম, আমি তোমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাসি, আমি বলিতেছি, আজ নরেনের সহিত

দেখা করিও না, বাড়ী চল। তুমি আমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাস, আমার এই কথাটী শুন, বাড়ী চল। তুমি বালিকা, আপনার মন জান না, নরেনের সহিত অদ্য তোমার কথোপকথন হইলে কি বিপদ ঘটিবে ভগবান জানেন।

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা শুনিল, অনেকক্ষণ ভূমির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু স্বচ্ছ বালুকায় পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিল, তখন উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। হেমের মুখখানি শান্ত, নির্ম্মল, স্থির ; নয়নে কেবল একবিন্দু অশ্রুজল।

হেম শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। দিনে দিনে, মাসে মাসে, তুমি আমাকে কত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই। দিদি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। আজি এইমাত্র দেবপূজা সাঙ্গ করিলাম, এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া এই পুণ্য দেবমন্দিরে আমি অবিশ্বাসিনী হইব না। যিনি আমার প্রধান দেবতা, যে দেবতুল্য স্বামী আমাকে ভালবাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্ব্বস্ব ধন, জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিশ্বাসিনী হইবে না। দিদি, আমাকে সন্দেহ করিও না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে ভালবাসিবে?

হেমলতার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিক্ত হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈবলিনীরও চক্ষুতে জল আসিল। শৈবলিনী সস্নেহে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিল,—হেম, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি পতিব্রতা আমি যে মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম সে জন্য ক্ষমা কর।

হেম। দিদি, তুমি ক্ষমা চাহিও না, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। জন্মে জন্মে যেন তোমার ভগিনী হই, আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।

আবার দুইজনে দুইজনকে ধরিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, দুইজনেরই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী বলিল,—রাত্রি হইযাছে, যাও নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আইস।

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিল, হেমলতা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল।

হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, ও নম্রভাবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল! নরেন কথা কহিতে পারিল না, কেবলমাত্র হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের ন্যায় সেই অমৃতমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হেম আর সহ্য করিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া রহিল, তাহার নয়ন ছল্ ছল্ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিল, "নরেন্দ্র!"

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল নির্ম্মল ও পরিস্কার, ধীরে ধীরে হেমলতা বলিল,—"নরেন্দ্র!"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মাধবীকঙ্কণ, যমুনায় বিসর্জ্জন

So she strove against her weakness,
Though at times her spirit sank
Shaped her heart with woman's
meekness
To all duties of her rank.

—*Tennyson.*

দেবালয়ের সমস্ত দীপ তখন নির্ব্বাণ হইয়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া গিয়াছে। স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি স্তম্ভচ্ছায়া ভূমিতে পতিত

হইয়াছে। পার্শ্বে বিশাল যমুনানদী চন্দ্রকরে নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া শীতল যমুনার বায়ু মন্দিরের ভিরত দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই সুস্নিগ্ধ রজনীতে মন্দিরের একটী স্তম্ভচ্ছায়াতে নিস্তব্ধে নরেন্দ্র ও হেম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হেম স্থিরভাবে বলিল,—নরেন্দ্র! অনেক দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না, আইস আমাদের মনের যা কথা তাহাই কহি। নরেন্দ্র! বাল্যকালে আমরা দুই জনে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম। এক্ষনে তুমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ, আমি পরের স্ত্রী। নরেন্দ্র, বাল্যকালের স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হও।

হেমলতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, আবার বলিল,—বিধাতা যদি অন্যরূপ ঘটাইতেন, তবে আমাদের জীবন অন্যরূপে হইত, বাল্যকালের স্বপ্ন সফল হইত। কিন্তু নরেন্দ্র, আমরা যেন ভ্রমেও বিধাতার নিন্দা না করি। যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, যশ দিয়াছেন, তাঁহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে সুখী করিবেন। যিনি আমাকে এই সংসারে স্থান দিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, শৈবলিনীর ন্যায় ননদিনী দিয়াছেন, ধন ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

হেমলতা গলায় বস্ত্র দিয়া করযোড়ে বিশ্বের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল। তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, পবিত্র শান্তিরসে পরিপূর্ণ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। হেমলতা আবার বলিতে লাগিল,—নরেন্দ্র, আমি শুনিয়াছি তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ। তুমি পুণ্যাত্মা, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। কিন্তু যদি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা কর, যদি বিপদ বা দারিদ্র্যে পতিত হও, আবার বীরনগরে যাইও, তুমি যাইলে সকলেই আহ্লাদিত হইবে। আমার স্বামীর হৃদয় আমি জানি, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভালবাসেন, সর্ব্বদাই সস্নেহে তোমার কথা কহেন, তুমি যাইলে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন।

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া ছিল; হেমের কথাগুলি তাহার কর্ণে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাহার নয়ন দুটীও পরিপূর্ণ।

হেম আবার বলিতে লাগিল,—আর তুমি যাইলে, শৈবলিনীও কত আহ্লাদিত হইবেন। আর হেমলতা যত দিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠ ভগিনীর ন্যায় তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে। ভাই নরেন! আমি তোমাকে যখন দেখিব তখনই আহ্লাদিত হইব।

এই স্নেহবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জল আসিল; আবার দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

শেষে হেম ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল,—নরেন্দ্র, আর একটী কথা আছে, কিছু মনে করিও না, আমার দোষ গ্রহণ করিও না নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটী দ্রব্য দিয়াছিলে, সেটী এখন পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি নরেন্দ্র! সেটী ফিরাইয়া লও।

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইলে, নরেন্দ্র দেখিল, যে মাধবীকঙ্কণ নরেন দিয়াছিল তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুষ্ক হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, হেমলতা সেই অসংখ্য খণ্ডকে একে একে সুতার দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, অদ্য তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছে।

উভয়ের পূর্ব্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহু ও সেই মাধবীকঙ্কণ দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পাইল না। অবশেষে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহু সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—হেম, তবে কি জন্মের মত আমাকে বিস্মৃত হইবে?

হেম বলিল,—জীবিত থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না; চিরকাল সহোদরের ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অন্য প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে; নরেন্দ্র, আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে ক্লেশবোধ করিও না, আমি এই কয় বৎসর এ কঙ্কণটী পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার যত কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটী উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইল।

তখন হেমলতা বলিল,—নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্ম্মে আস্থা আছে, সে ধর্ম্ম কখনও বিস্মৃত হইও না জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। তিনি যাহাকে যাহা করিয়াছেন, যেন আমরা সেইরূপ থাকিতেই চেষ্টা করি। পুষ্পটী দুই এক দিন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, পক্ষীটী আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত ক্ষীণের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান আমাকে দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, তিনি সহায় হউন, সেই স্বামীর সেবায় যেন কখনও ত্রুটি না করি, সেই স্বামীতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র! ভাই নরেন! বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও। এস ভাই আমরা প্রতিশ্রুত হই, ধর্ম্মপথ কখন ত্যাগ করিব না, আমি জন্মে মরণে চিরপতিব্রতা হইয়া থাকিব। কথা সাঙ্গ করিয়া হেমলতা দেবপ্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইল, নরেন্দ্রও নিঃশব্দে প্রণত হইল।

উঠিয়া আবার সযত্নে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল,—ভাই নরেন! এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিদায় দাও, আমি চিরকাল তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে মনে রাখিও।

একবিন্দু জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইল নরেন্দ্র হেমের দিকে চাহিয়া রহিল,— তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য লোকও নরেন্দ্রের সে রজনীর শোক ও বিষাদ দেখিলে বিষণ্ন হইত। অভাগার হৃদয় আজ শূন্য হইল, অভাগার প্রণয়-ইতিহাস আজ সমাপ্ত হইল।

মাধবীকঙ্কণটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া নরেন্দ্র যমুনাতীরে বসিয়া ছিল। হেমলতার কথাগুলি তাহার মনে বারবার উদয় হইতে লাগিল,—"উটী উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।" নরেন্দ্রের কি সে প্রণয় নিদর্শনটী রাখিবার অধিকার আছে? সমস্ত রজনী নরেন্দ্র সেটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিল প্রাতঃকালে শূন্য হৃদয়ে সেটী বিসর্জ্জন দিল, যমুনার জলে ভাসিতে ভাসিতে শুষ্ক কংকণটী অদৃশ্য হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : প্রয়াগের যুদ্ধ

Suddenly, as if arrested by fear or a
feeling of wonder,
Still she stood, with her colorless lips
apart, while a shudder
Ran through her frame * *
Sweet was the light of his eyes, but
it suddenly sank into darkness,
As when a lamp is blown out by a
gust of wind a casement

-Longfellow

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল, কেবল আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে বাকী আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাসুজা বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সুজা ও আরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সুজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোবন্তসিংহ এই যুদ্ধে আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাযোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না, ক্রোধে রাজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুজা প্রয়াগ হইতে পাটনা পাটনা হইতে মুঙ্গের,মুঙ্গের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া তণ্ডায় পলায়ন করিলেন। আরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি আমির-জুমলা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। তণ্ডায় রাজপুত্র মহম্মদ সুজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করিলেন, কিন্তু উভয়েই আমিরজুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন। তৎপরে মহম্মদ পিতার কপটপত্রে বিশ্বাস করিয়া সস্ত্রীক সুজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন, অভাগা সুজা আরাকানে পলায়ন করিলেন। তথাকার রাজার সহিত বিরোধ হওয়ায় সুজা সসৈন্যে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, সুজার রূপবতী সহধর্ম্মিণী প্যারীবানু বিষাদে আত্মহত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশে শাসন করিয়াছিলেন, যিনি যুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্যতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন যাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দলহরীতে ভাসিত, তিনি মৃতুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দারা শ্যামনগর অথবা ফতে আবাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, আরংজীবের সৈন্য তথা হইতে দারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। নৃশংস সম্রাট জ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কারারুদ্ধ মোরাদও অচিরাৎ রাজাজ্ঞায় হত হইলেন। ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া আরংজীব ভারতবর্ষের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যে দিন মথুরায় হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার পর নরেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলেন। হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, মহানুভব শ্রীশচন্দ্র দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমীদারীর অর্দ্ধ অংশ ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু সেই দিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশচন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন, মথুরা-মন্দিরে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন হেম তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। পতিসেবায় ধর্ম্মপরায়ণা হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম তিনি জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের ঔরসে তাঁহার হেমকুমারী ও সরযূবালা নামক দুইটী কন্যা ও প্রতাপ নামে একটী পুত্র জন্মিল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ, নরেন্দ্র ও হেমলতা যেরূপ সায়ংকালে গঙ্গাতীরে খেলা করিত, বাৎসল্যপ্রফুল্ললোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেইস্থানে সেইরূপ খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে আনন্দধ্বনিতে চারিদিকের কুঞ্জবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের এই গতি একদল যাইতেছে অন্য দল আসিতেছে। শিশুদিগের ললাট পরিষ্কার, নয়ন উজ্জ্বল, হৃদয় চিন্তাশূন্য, এখনও মানবজীবনের চিন্তায় স্বর্গীয় অবয়ব অঙ্কিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একটী সন্ন্যাসীর আবাস দেখিতে গেলেন। বীরনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটী প্রসিদ্ধ শিমূল বৃক্ষ ছিল। শিমূল বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে প্রায়ই তিন দিকে তিনটী দেওয়ালের মত পাট বাহির হয়, এই বৃক্ষের সেই পাটগুলি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেখিলে বোধ হয় যেন একটী উন্নত ঘর হইয়াছে। সেই অপরূপ ঘরে একজন সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর অবধি বাস করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামস্থ গৃহিণী ও বালিকাগণ সস্নেহে সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ দুগ্ধ ফলমূল আনিযা দিত, তাহাতেই তিনি জীবনধারণ করিতেন। সমস্ত দিন তিনি প্রায় ধ্যানে রত থাকিতেন সায়ংকালে সেই গ্রামের ভিতর গৃহে গৃহে যাইতেন শোকাবদগ্ধকে সান্ত্বনা করা, পীড়িতকে শুশ্রূষা করা, দুঃখীকে সাহায্য করা, মানবের কষ্ট নিবারণ করা, তাঁহার জীবনের কার্য্য। গভীর রজনী পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া আবার তিনি সেই তরুগৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তথায় ঘাসের উপর কি শীত কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল কালেই তিনি সমভাবে নিদ্রা যাইতেন। সেই তরুগৃহ ও সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে অনেক লোক আসিত।

হেমলতা বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে পদব্রজে তরুর নিকট যাইয়া সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ করিয়া একটী প্রণাম করিলেন। পরে আপন শিশু পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া সেই সন্ন্যাসীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সে দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না, নিস্পন্দভাবে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীও হেমলতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন। তিনি প্রীত নয়নে হেমলতাকে প্রণাম করিতে দেখিলেন, সতৃষ্ণ নয়নে হেমলতার কমনীয় কন্যা পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল যেন দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর হৃদয় একবার আলোড়িত হইল, বোধ হইল চক্ষু একবিন্দু জলে আপ্লুত হইল! অবশেষে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে হেমের নিকটে আসিয়া শিশু-দিগের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে হেমলতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার দেবতুল্য স্বামীতে যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে, জন্মে মরণে যেন চিরপতিব্রতা হইয়া থাক।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর কেহ সে তরুতলে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না, সন্ন্যাসী সে গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ আর জানিতে পারিল না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যাবিধ কার্য্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড, হইবেক। হেমকূট-রাজ্যেও জয়স্থলবাসী লোকদিগের পক্ষে অবিকল তদ্রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় রাজ্যই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। উভয় রাজ্যের প্রজারাই উভয়ত্র বিস্তারিত রূপে বাণিজ্য করিত। এক্ষণে, উভয় রাজ্যের উল্লিখিত নৃশংস ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, সেই বহুবিস্তৃত বাণিজ্য এক কালে রহিত হইয়া গেল।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরে, সোমদত্ত নামে এক বৃদ্ধ বণিক্ ঘটনাক্রমে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া হেমকূটবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত ও বিচারালয়ে নীত হইলেন। জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া সোমদত্তের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, অহে হেমকূটবাসী বণিক! তুমি, প্রতিষ্ঠিত বিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ, এই অপরাধে আমি তোমার পাচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিলাম; যদি অবিলম্বে এই দণ্ড দিতে না পার, সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।

অধিরাজের আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে আমার প্রাণদণ্ড করুন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কাতর নহি। আমি অহর্নিশ দুর্বিষহ যাতনাভোগ করিতেছি; মৃত্যু হইলে পরিত্রাণ বোধ করিব। কিন্তু, মহারাজ! যথার্থ বিচার করিলে আমার দণ্ড হইতে পারে না। সাত বৎসর অতীত হইল, আমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্যটন করিতেছি। যৎকালে হেমকূট হইতে প্রস্থান করি, উভয় রাজ্যের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। এক্ষণে পরস্পর যে বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং ঐ উপলক্ষে উভয় রাজ্যে যে এরূপ কঠিন নিয়ম বিধিবন্ধ হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। যদি প্রচারিত নিয়মের বিশেষজ্ঞ হইয়া আপনকার অধিকারে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমি অবশ্য অপরাধী হইতাম।

এই সকল কথা শ্রবণগোচর করিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, শুন, সোমদত্ত! জয়স্থলের প্রচলিত বিধির সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিব, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না, ধর্ম্মপ্রমাণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং জয়স্থলে হেমকূটবাসী লোকদিগের পক্ষে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত আছে, আমি প্রাণান্তেও তাহার বিপরীত আচরণ করিতে পারিব না। জয়স্থলের কতিপয় পোতবণিক্ দুই রাজ্যের বিরোধ ও অভিনব বিধিপ্রচলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। তাহারাও তোমার মত না জানিয়া হেমকূটের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল। তোমাদের অধিরাজ নবপ্রবর্তিত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ তাহাদের অর্থদণ্ডবিধান করেন। অর্থদণ্ড-প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অবশেষে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনা জয়স্থল-বাসীদের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমি প্রচলিত বিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারিব না। অবিলম্বে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে পারিলে তুমি অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পার। কিন্তু আমি তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না; কারণ, তোমার সমভিব্যাহারে যাহা কিছু আছে; সমুদয়ের মূল্য ঊর্ধ্বসংখ্যায় দুই শত মুদ্রার অধিক হইবেক না। সুতরাং সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড একপ্রকার অবধারিত বলিতে হইবেক।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমদত্ত অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, মহারাজ! আমি যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও প্রাণের মায়া নাই। আপনার নিকট অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, এক ক্ষণের জন্যেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আপনি সায়ংকালের কথা কি বলিতেছেন, এই মুহূর্ত্তে প্রাণবিয়োগ হইলে আমার নিস্তার হয়।

ঈদৃশ আক্ষেপবাক্যের শ্রবণে অধিরাজের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুকম্পা ও কৌতূহল উদ্ভূত হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সোমদত্ত! কি কারণে তুমি মরণকামনা করিতেছ; কি হেতুতেই বা তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সাত বৎসরকাল দেশপর্যটন করিতেছ; কি উপলক্ষেই বা তুমি অবশেষে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছ, বল। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! আমার অন্তর নিরন্তর দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইতেছে; জন্মভূমি পরিত্যাগের ও দেশপর্যটনের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে আমার শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিবেক। সুতরাং আপনকার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর আন্তরিক ক্লেশকর ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারে না। তথাপি আপনকার সন্তোষার্থে সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্তবর্ণন করিতেছি। তাহাতে আমার এক মহৎ লাভ হইবেক। সকল লোকে জানিতে পারিবেক, আমি কেবল পরিবারের মায়ায়

আবদ্ধ হইয়া এই অবান্ধব দেশে রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতেছি ; আমার এই প্রাণদণ্ড কোনও গুরুতর অপরাধ নিবন্ধন নহে।

মহারাজ ! শ্রবণ করুন, আমি হেমকূটনগরে জন্মগ্রহণ করি। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে লাবণ্যময়ীনাম্নী এক সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলাম। লাবণ্যময়ী যেমন সৎকুলোৎপন্না, তেমনই সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। উভয়ের সহবাসে উভয়েই পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলাম। মলয়পুরে আমার বহুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইত, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিতাম। মলয়পুরে আমার যিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তত্রত্য কার্য্য সকল সাতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম, এবং সহধর্ম্মিণীকে গৃহে রাখিয়া মলয়পুর প্রস্থান করিলাম। ছয় মাস অতীত না হইতেই, লাবণ্যময়ী বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনধিক কালের মধ্যেই অন্তর্ব্বত্নী হইয়া যথাকালে দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিলেন। কুমারযুগলের অবয়বগত অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। উভয়েই সর্ব্বাংশে এরূপ একাকৃতি যে, উভয়ের ভেদগ্রহ কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। আমরা যে পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিতাম, তথায় সেই দিনে সেই সময়ে এক দুঃখিনী নারীও সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ তনয় প্রসব করে। উহাদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভাবিয়া সে আমার নিকটে আসিয়া ঐ দুই যমজ সন্তানের বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। উত্তরকালে উহারা দুই সহোদরে আমার পুত্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিবেক, এই অভিপ্রায়ে আমি ক্রয় করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে উহাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। যমজেরা সর্ব্বাংশে একাকৃতি বলিয়া এক নামে এক এক যমজের নামকরণ করিলাম ; পুত্রযুগলের নাম চিরঞ্জীব, ক্রীত শিশুযুগলের নাম কিঙ্কর রাখিলাম।

কিছু কাল গত হইলে আমার সহধর্ম্মিণী হেমকূটপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া সর্ব্বদা উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলাম। অল্পদিনের মধ্যেই চারি শিশু সমভিব্যাহারে আমরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। মলয়পুর হইতে যোজনমাত্র গমন করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল ; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল ; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমরা জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রতি ক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী সাতিশয় আর্ত্ত স্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুই তনয় ও দুই ক্রীত বালক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বাষ্পাকুল লোচনে অতি কাতর বচনে মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন, নাথ ! আমরা মরি, তাহাতে কিছুমাত্র খেদ নাই ; যাহাতে দুটি সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কোনও উপায় কর।

কিয়ৎক্ষণ পরে অর্ণবপোত মগ্নপ্রায় হইল। নাবিকেরা পোতরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, এবং অর্ণবপোতে যে কয়খানি ক্ষুদ্র তরী ছিল, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। অর্ণবপোতে দুটি অতিরিক্ত গুণবৃক্ষ ছিল ; একের প্রান্তভাগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ ক্রীত শিশুর, অপরটির প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্রের ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুর বন্ধন পূর্ব্বক, আমরা স্ত্রী পুরুষের এককের অপর প্রান্তভাগে এক এক জন করিয়া আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। দুই গুণবৃক্ষ স্রোতের

অনুবর্ত্তী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। বোধ হইল, আমরা কর্ণপুর অভিমুখে নীত হইতেছি। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সূর্য্যদেবের আবির্ভাব ও বাত্যার তিরোভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলাম, দুই অর্ণবপোত অতি বেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। বোধ হইল, আমাদের উদ্ধরণের জন্যই উহারা ঐ রূপে আসিতেছিল। তন্মধ্যে, এক খানি কর্ণপুরের, অপর খানি উদয়নগরের। এ পর্য্যন্ত দুই গুণবৃক্ষ পরস্পর অতি সান্নিহিত ছিল; কিন্তু, উল্লিখিত পোতদ্বয় আমাদের নিকটে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আকস্মিক-বায়ুবেগবশে পরস্পর অতিশয় দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টিতে অপর গুণবৃক্ষের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কর্ণপুরের পোতস্থিত লোকেরা বন্ধনমোচন পূর্ব্বক আমার গৃহিনী, পুত্র ও ক্রীত শিশুকে অর্ণবগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই অপর পোত আসিয়া আমাদের তিনজনের উদ্ধরণ করিল। এই পোতের লোকেরা যেরূপ সুহৃদ্ভাবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, অপর পোতের লোকেরা সেরূপ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্ধারকেরা আমার গৃহিণী ও শিশুদ্বয়ের উদ্যুক্ত হইলেন; কিন্তু অপর পোত অধিকতর বেগে যাইতেছিল, সুতরাং ধরিতে পারিলেন না। তদবধি আমি পুত্র ও প্রেয়সীর সহিত বিযোজিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই—

এই কথা বলিতে বলিতে সোমদত্তের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! দৈববিড়ম্বনায় তোমার যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় শোকাকুল হইতেছে; ক্ষমতা থাকিলে, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিতাম। সে যাহা হউক, তৎপরে কি কি ঘটনা হইল, সমুদয় শুনিবার নিমিত্তে আমার চিত্তে নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে; সবিস্তর বর্ণন করিলে আমি অনুগৃহীত বোধ করিব।

সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! তারপরে কিছু দিনের মধ্যেই, কনিষ্ঠ তনয় ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুর সমভিব্যাহারে নিজ আগারে প্রতিগমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, শিশুযুগলের লালন পালন করিতে লাগিলাম। বহুকাল অতীত হইয়া গেল, কিন্তু গৃহিণী ও অপর শিশুযুগলের কোন সংবাদ পাইলাম না। কনিষ্ঠ পুত্রটির যত জ্ঞান হইতে লাগিল, ততই সে জননী ও সহোদরের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। আমার নিকটে স্বকৃত জিজ্ঞাসার যে উত্তর পাইত, তাহাতে তাহার সন্তোষ জন্মিত না, অবশেষে অষ্টাদশবর্ষ বয়সে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পরিচারক সমভিব্যাহারে সে তাহাদের উদ্দেশার্থে প্রস্থান করিল। পুত্রটি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল; এজন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না। তৎকালে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এ জন্মে যে গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সমাগম হইবেক, তাহার আর প্রত্যাশা নাই; আমার যেরূপ অদৃষ্ট, হয় ত এই অবধি ইহাকেও হারাইলাম। মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল।' দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। আমি তাহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম; পাঁচ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিলাম . কিন্তু কোনও স্থানেই কিছুমাত্র সন্ধান পাইলাম না; পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া হেমকূট অভিমুখে গমন করিতেছিলাম, জয়স্থলের উপকূল দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে মনে ভাবিলাম, এত দেশে পর্য্যটন করিলাম, এই স্থানটি অবশিষ্ট থাকে

কেন। এখানে যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহার কিছুমাত্র আশা ছিল না; কিন্তু না দেখিয়া চলিয়া যাইতেও কোনও মতে ইচ্ছা হইল না। এইরূপে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ধৃত ও মহারাজের সম্মুখে আনীত হইয়াছি। মহারাজ! আজ সায়ংকালে আমার সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। যদি, প্রেয়সী ও তনয়েরা জীবিত আছে, ইহা শুনিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না।

সোমদত্তের আখ্যানশ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! আমার বোধ হয়, তোমার মত হতভাগ্য ভূমণ্ডলে আর নাই। অবিচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগে কালহরণ করিবার নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণগোচর করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি ব্যবস্থাপিত বিধির উল্লঙ্ঘন না হইত, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতাম। জয়স্থলের প্রচলিত বিধি অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; যদি অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া ঐ ব্যবস্থা রহিত করি, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য জয়স্থলসমাজে যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইব। তবে, আমার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে তাহা করিতেছি। তোমাকে সায়ংকাল পর্যন্ত সময় দিতেছি; এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও রূপে পাঁচ সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ করিতে পার, তোমার প্রাণরক্ষা হইবেক, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য। অনন্তর তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, তুমি সোমদত্তকে যথাস্থানে সাবধানে রাখ। কারাধ্যক্ষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, সোমদত্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল।

কর্ণপুরের লোকেরা কুবলপুরের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত বীর বিজয়বর্ম্মার নিকট, চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর কে বেচিয়াছিল। তৎপরে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে বিজয়বর্ম্মা নিজ ভ্রাতৃপুত্র বিজয়বল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে এত ভাল বাসিতেন যে, ক্ষণকালের জন্যেও তাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না। সুতরাং জয়স্থল প্রস্থানকালে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। ঐ দুই বালককে দেখিয়া ও তাহাদের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত শুনিয়া বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া উপস্থিত হয়, এবং দিন দিন তাহাদের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহসঞ্চার হইতে থাকে। পিতৃব্যের প্রস্থানসময় সমাগত হইলে, ভ্রাতৃব্য সবিশেষ আগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বালকদ্বয়ের প্রাপ্তিবাসনা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে বিজয়বর্ম্মা তদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করেন। অভিপ্রেতলাভে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বিজয়বল্লভ পরম যত্নে চিরঞ্জীবের লালন পালন করিতে লাগিলেন; এবং, সে বিষয়কার্য্যের উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে এক কালে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিরঞ্জীব প্রত্যেক যুদ্ধেই বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা, অকুতোভয়তা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয়প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা বিজয়বল্লভ একাকী বিপক্ষমণ্ডলে এরূপে বেষ্টিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; সে দিন কেবল চিরঞ্জীবের বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসগুণে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। বিজয়বল্লভ যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তদবধি তাঁহার প্রতি পুত্রবাৎসল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, জয়স্থলবাসী এক শ্রেষ্ঠী, অতুল ঐশ্বর্য এবং চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী নামে দুই পরমা সুন্দরী কন্যা রাখিয়া, পরলোকযাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি অধিরাজ বিজয়বল্লভের হস্তে স্বীয় সমস্ত বিষয়ের ও কন্যাদ্বিতয়ের রক্ষনাবেক্ষণসংক্রান্ত ভারপ্রদান করিয়া যান। বিজয়বল্লভ শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রপ্রভার সহিত চিরঞ্জীবের বিবাহ দিলেন। চিরঞ্জীব এই অসম্ভাবিত পরিণয়সংঘটন দ্বারা এক কালে এক সুরূপা কামিনীর

পতি ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেন। এইরূপে তিনি বিজয়বল্লভের স্নেহগুণে ও অনুগ্রহবলে জয়স্থলে গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ দয়া, সৌজন্য, ন্যায়পরতা, ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের স্নেহপাত্র ও সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

চিরঞ্জীব অতি শৈশবকালে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার সহিত বিয়োজিত হইয়াছিলেন; তৎপরে আর কখনও তাঁহাদের কোনও সংবাদ পান নাই। সুতরাং, জগতে তাঁহার আপনার কেহ আছে বলিয়া কিছুমাত্র বোধ ছিল না। তিনি শৈশবকালের সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন, কোন রূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কেবল এই বিষয়টির অনতিপরিস্ফুট স্মরণ ছিল। জয়স্থলে তাঁহার আধিপত্যের সীমা ছিল না। যদি তিনি জানিতে পারিতেন, সোমদত্ত তাহার জন্মদাতা, তাহা হইলে সোমদত্তকে এক ক্ষণের জন্যেও রাজদণ্ডে নিগ্রহভোগ করিতে হইত না।

যে দিবস সোমদত্ত জয়স্থলে উপস্থিত হন, কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবও সেই দিবস স্বকীয় পরিচারক কনিষ্ঠ কিঙ্কর সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও স্বীয় পিতার ন্যায় ধৃত, বিচারালয়ে নীত, ও রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। দৈবযোগে, এক বিদেশীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি বলিলেন, বয়স্য! তুমি এ দেশে আসিয়াছ কেন? কিছু দিন হইল, জয়স্থলে হেমকূটবাসীদিগের পক্ষে ভয়ানক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি হেমকূটবাসী বলিয়া কোন ক্রমে কাহারও নিকট পরিচয় দিও না। মলয়পুর তোমার জন্মস্থান এবং সে স্থানে তোমাদের বহুবিস্তৃত বাণিজ্য আছে; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মলয়পুরবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে। অত্রত্য লোকে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইলে নিঃসন্দেহ তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক। হেমকূটবাসী এক বৃদ্ধ বণিক আজ জয়স্থলে আসিয়াছিলেন। অধিরাজের আদেশক্রমে, সূর্য্যদেবের অস্তাচল-চূড়ায় অধিরোহণ করিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক। অতএব, যত ক্ষণ এখানে থাকিবে, সাবধানে চলিবে। আর আমার নিকট যাহা রাখিতে দিয়াছিলে, লও।

এই বলিয়া তিনি স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি চিরঞ্জীবের হস্তে প্রত্যর্পিত করিলেন। তিনি তাহা স্বকীয় পরিচারকের হস্তে দিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া পান্থনিবাসে প্রতিগমন কর; অতি সাবধানে রাখিবে, কোন ক্রমে কাহারও হস্তে দিবে না। এখনও আমাদের আহারের সময় হয় নাই, প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এই সময় মধ্যে নগরদর্শন করিয়া আমিও পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছি। তুমি যাও, আর দেরি করিও না। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব সেই বৈদেশিক বন্ধুকে বলিলেন, বয়স্য! কিঙ্কর আমার চিরসহচর ও যার পর নাই বিশ্বাসভাজন। উহার বিশেষ এক গুণ আছে; আমি যখন দুর্ভাবনায় অভিভূত হই, তখন ও পরিহাস করিয়া আমার চিত্তের অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করে। এক্ষণে চল, দুই বন্ধুতে নগর দেখিতে যাই; তৎপরে উভয়ে পান্থনিবাসে এক সঙ্গে আহারাদি করিব। তিনি বলিলেন, আজ এক বণিক্ আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; অবিলম্বে তদীয় আলয়ে যাইতে হইবেক। তাহার নিকট আমার উপকারের প্রত্যাশা আছে। অতএব আমায় মাফ কর, এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না; অপরাহ্নে নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ করিব এবং শয়নের সময় পর্য্যন্ত তোমার নিকটে থাকিব। এই বলিয়া সে ব্যক্তি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব একাকী নগরদর্শনে নির্গত হইলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; আহারের সময়

উপস্থিত হইল তথাপি প্রতিগমন করিলেন না। তাহার গৃহিণী চন্দ্রপ্রভা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কিঙ্করকে আহ্বান করিয়া বলিলেন; দেখ, কিঙ্কর! এত বেলা হইল, তথাপি তিনি গৃহে আসিতেছেন না। বোধ করি, কোনও গুরুতর কার্য্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতেই আহারের সময় পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তুমি যাও, সত্বর তাহাকে ডাকিয়া আন; দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়; তাঁহার জন্যে সকলকার আহার বন্ধ। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই নগরদর্শনে ব্যাপৃত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে সত্বর গমনে তাহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

চিরঞ্জীবযুগল ও কিঙ্করযুগল জন্মকালে যেরূপ সর্ব্বাংশে একাকৃতি হইয়া ছিলেন, এখনও তাহারা অবিকল সেইরূপ ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি বা অবস্থাভেদ নিবন্ধন কোনও অংশে আকৃতির কিছুমাত্র বিভিন্নতা ঘটে নাই; সুতরাং, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্করের যেমন স্বীয় প্রভু বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর সন্নিহিত হইবামাত্র তাহাকে দেখিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবেরও তেমনি স্বীয় পরিচারক বলিয়া বোধ জন্মিল; সে যে তাহার সহচর কিঙ্কর নয়, তিনি তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না! তদনুসারে তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি হে, তুমি সত্বর আসিলে কেন? সে বলিল, এত সত্বর আসিলে; কেমন; বরং এত বিলম্বে আসিলে কেন, বলুন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, আপনি এ পর্য্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষণ আহারসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্রমে শীতল হইয়া যাইতেছে। আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহারসামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গৃহে যান নাই; আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই; আপনকার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন; কিন্তু আপনকার অনুপস্থিতির জন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভাবিলেন, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে। তখন কিঞ্চিৎ বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! আমি এখন তোমার পরিহাসরসের অভিলাষী নহি; তোমার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, কাহার নিকট রাখিয়া আসিলে বল। সে চকিত হইয়া বলিল, সে কি, আপনি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে কখন দিলেন? কেবল বুধবার দিন চর্ম্মকারকে দিবার জন্য চারি আনা দিয়েছিলেন, সেই দিনেই তাহাকে দিয়াছি, আমার নিকটে রাখি নাই; চর্ম্মকার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঘোড়ার সাজ মেরামত করিয়াছিল। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! এ পরিহাসের সময় নয়; যদি ভাল চাও, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলে, বল। আমরা ঘটনাক্রমে নিতান্ত অপরিচিত অবান্ধব দেশে আসিয়াছি; কি সাহসে কোন্ বিবেচনায় অত স্বর্ণমুদ্রা অপরের হস্তে দিলে? কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আপনি আহারে বসিয়া পরিহাস করিবেন, আমরা আহ্লাদিত চিত্তে শুনিব। এখন আপনি গৃহে চলুন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন; বিলম্ব হইলে কিংবা আপনারে না লইয়া গেলে, আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবেক না; হয় ত প্রহার পর্য্যন্ত হইয়া যাইবেক।

চিরঞ্জীব নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! তুমি বড় নির্বোধ, যত আমার ভাল লাগিতেছে না, তত তুমি পরিহাস করিতেছ; বারংবার বারণ করিতেছি, তথাপি

ক্ষান্ত হইতেছ না ; দেখ, সময়ে সকলই ভাল লাগে ; অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়। যাহা হউক, আমি তোমার হস্তে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা কোথায় রাখিলে, বল। কিঙ্কর বলিল, না মহাশয়! আপনি আমার হস্তে কখনই স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আজ তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। পাগলামির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর নয়, ক্ষান্ত হও। বল, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় কাহার নিকটে রাখিয়া আসিলে। সে বলিল, মহাশয়! এখন স্বর্ণমুদ্রার কথা রাখুন। আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া থাকেন, পরে বুঝাইয়া লইবেন ; সে জন্যে আমার তত ভাবনা নাই। কিন্তু, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আজ কাল অতিশয় উগ্রচণ্ডা হইয়াছেন, তাঁহার ভয়েই আমি কাতর হইতেছি। তিনি সত্বর আপনাকে বাটীতে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনারে লইয়া না গেলে আমার লাঞ্ছনার একশেষ ঘটিবেক। অতএব, বিনয় করিয়া বলিতেছি, সত্বর গৃহে চলুন। তিনি ও তাঁহার ভগিনী নিতান্ত আকুল চিত্তে আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি পুনঃ পুনঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণী উল্লেখ করিতেছ ; তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিঙ্কর বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আপনকার সহধর্ম্মিণীকে আমরা সকলেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া থাকি ; তিনি ভিন্ন আর কাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিব? তিনিই আমায় আপনাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না ; আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, নিঃসন্দেহ তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতে না। আমি কবে কোন্ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি যে, তুমি বারংবার আমার সহধর্ম্মিণীর উল্লেখ করিতেছ। এখানে আমার বাটী কোথায় যে, আমায় বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ। কিঙ্কর শুনিয়া হাস্যমুখে বলিল, মহাশয়! যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আপনারই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে ; আপনিই উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতেছেন ; এ সকল কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি আপনাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবেন ; তখন, এখানে আপনকার বাটী আছে কি না, এবং কখনও কোনও কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন কি না, অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক ; আপনি হঠাৎ কেমন করিয়া এমন রসিক হইয়া উঠিলেন বলুন। চিরঞ্জীব, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এই তোমার পাগলামির ফলভোগ কর এই বলিয়া, তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, মহাশয়! অকারণে প্রহার করেন কেন ; আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আপনকার ইচ্ছা হয়, বাটীতে যাইবেন, ইচ্ছা না হয়, না যাইবেন ; যাঁহার কথায় আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটেই চলিলাম।

ইহা বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, কোনও ধূর্ত্ত কৌশল করিয়া কিঙ্করের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি হস্তগত করিয়াছে, তাহাতেই ভয়ে উহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে ; নতুবা পূর্ব্বাপর এত প্রলাপবাক্যের উচ্চারণ করিবেক কেন? প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কখনও এরূপ অসম্বদ্ধ কথা বলে না ; হয় ত হতভাগ্য উন্মাদগ্রস্ত হইল। সকলে বলে, জয়স্থলে ইন্দ্রজালিকবিদ্যা বিলক্ষণ প্রচলিত ; এখানকার লোকে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে চলে যে, উহাদিগকে কোনও মতে চিনিতে পারা যায় না ; উহারা দুর্ব্বিগাহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া বৈদেশিক লোকের ধনে প্রাণে উচ্ছেদসাধন করে। শুনিতে পাই, এখানকার কামিনীরা নিতান্ত মায়াবিনী, বৈদেশিক পুরুষদিগকে অনায়াসে মুগ্ধ করিয়া ফেলে ; এক বার মোহজালে বদ্ধ হইলে আর নিস্তার নাই।

আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই ; শীঘ্র পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আর আমার নগরদর্শনের আমোদে কাজ নাই ; পান্থনিবাসে যাই, এবং যাহাতে অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করি। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে।

চিরঞ্জীব, এই বলিয়া নগরদর্শনকৌতুকে বিসর্জ্জন দিয়া, আকুল মনে সত্বর গমনে পান্থনিবাসের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিঙ্করকে চিরঞ্জীবের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া চন্দ্রপ্রভা স্বীয় সহোদরাকে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনী! দেখ, প্রায় চারি দণ্ড হইল কিঙ্করকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি ; না এ পর্য্যন্ত তিনিই আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল ; ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিলাসিনী বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তথায় আহার করিয়াছেন। অতএব আর তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই ; চল, আমরা আহার করি। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আর, তোমায় একটি কথা বলি, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইলে তুমি এত বিষণ্ণ হও কেন, এবং কি জন্যই বা এত আক্ষেপ কর ? পুরুষেরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ; স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। পুরুষজাতির রোষের বা অসন্তোষের ভয়ে স্ত্রীজাতিকে যত সঙ্কুচিত ও যত সাবধান হইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে হয় ; পুরুষজাতিকে যদি সে রূপে চলিতে হইত, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। স্ত্রীজাতি নিতান্ত পরাধীন ; সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হয়। তাহাদের অভিমান করা বৃথা।

শুনিয়া সাতিশয় রোষবশা হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির স্বাতন্ত্র্য অধিক হইবেক কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই সমান স্বাতন্ত্র্য আছে ; সে বিষয়ে ইতরবিশেষ হইবার কোনও কারণ নাই। তিনি আপন ইচ্ছামতে চলিবেন, আমি আপন ইচ্ছামতে চলিতে পারিব না কেন ? বিলাসিনী বলিলেন, কারণ, তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার বন্ধনশৃঙ্খলাস্বরূপ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, গো গর্দ্দভ ব্যতিরিক্ত কে ওরূপ শৃঙ্খলাবন্ধন সহ্য করিবেক ? বিলাসিনী বলিলেন, দিদি ! তুমি না বুঝিয়া এরূপ উদ্ধত ভাবে কথা কহিতেছ। স্ত্রীজাতির অসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পরিণামে নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে, যেখানে দৃষ্টিপাত কর, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইবে না ; কি জলচর, কি স্থলচর, কি নভশ্চর, জীবমাত্রেই এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে।

এই সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর সস্মিত বদনে পরিহাসবচনে বলিলেন, এই পরাধীনতার ভয়েই বুঝি তুমি বিবাহ করিতে চাও না। বিলাসিনীও হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, হাঁ, ও এক কারণ বটে ; তদ্ভিন্ন, বিবাহিত অবস্থায় অন্যবিধ নানা অসুবিধা আছে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার বোধ হয়, তুমি বিবাহিতা হইলে পুরুষের আধিপত্য ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। বিলাসিনী বলিলেন. পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে বিলক্ষণ রূপে অভ্যাস না করিয়া

আমি বিবাহ করিব না। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগিনী! যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসারধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার; কত সহ্য করিবে, বল; তুমি পুরুষের আচরণের বিষয়ে সবিশেষ জান না, এজন্য ওরূপ বলিতেছ; যখন ঠেকিবে, তখন শিখিবে; এখন মুখে ওরূপ বলিলে কি হইবেক। বিশেষতঃ পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু, আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না। তুমি এখন আমায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছ, কিন্তু যদি কখনও বিবাহ কর, আমার মত অবস্থায় কত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চল, দেখিব।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিঙ্কর বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি যে একাকী আসিলে; আমার প্রভু কোথায়? তাঁহার দেখা পাইয়াছ কি না; কত ক্ষণে গৃহে আসিবেন, বলিলেন। কিঙ্কর বলিল, মা ঠাকুরাণী! আমার বলিতে শঙ্কা হইতেছে, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতেছি। আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; তাঁহাতে উন্মাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমি বলিলাম, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, ত্বরায় গৃহে চলুন, আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। তিনি আমায় দেখিয়া বিরক্তপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। পরে, আমি যত গৃহে আসিতে বলি, তিনি ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, বারংবার কেবল এইকথা বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আপনি এ পর্য্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, তুই কর্ত্রী ঠাকুরাণী কোথায় পাইলি? আমি তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনি না; আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলি, বল্।

এই কথা শুনিয়া চকিত হইয়া, বিলাসিনী জিজ্ঞাসিলেন, কিঙ্কর! এ কথা কে বলিল। কিঙ্কর বলিল, কেন, আমার প্রভু বলিলেন; তিনি আরও বলিলেন, আমার বাটী কোথায়, আমার স্ত্রী কোথায়, আমি কবে বিবাহ করিয়াছি যে, কথায় কথায় আমার স্ত্রীর উল্লেখ করিতেছিস্। অবশেষে, কি কারণে বলিতে পারি না, ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমায় প্রহার করিলেন। এই বলিয়া সে স্বীয় কর্ণমূলে মুষ্টিপ্রহারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি পুনরায় যাও, এবং যেরূপ পার তাহারে অবিলম্বে গৃহে লইয়া আইস। সে বলিল, আমি পুনরায় যাইব এবং পুনরায় মার খাইয়া গৃহে আসিব। বলিতে কি, আমি আর মার খাইতে পারিব না; আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যদি তুমি না যাও, আমি তোমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিব; যদি ভাল চাও, এখনই চলিয়া যাও। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রহার করিয়া এখান হইতে তাড়াইবেন; তিনি প্রহার করিয়া সেখান হইতে তাড়াইবেন; আমার উভয় সঙ্কট, কোনও দিকেই নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেলে পর, চন্দ্রপ্রভা ঈর্ষ্যাষায়িত লোচনে সরোষ বচনে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনী! তোমার ভগিনীপতির কথা শুনিলে। এতক্ষণ আমায় কত বুঝাইতেছিলে, এখন কি বল্। শুনিলে ত, তাঁহার বাটী নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তিনি বিবাহ করেন নাই। আমি কিঙ্করকে পাঠাইয়াছিলাম, অকারণে তাহাকে প্রহার করা আমার উপর অবজ্ঞাপ্রদর্শন মাত্র। আমি ইদানীং তাঁহার চক্ষের শূল হইয়াছি। আমরা তাঁহার

প্রতীক্ষায় এত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে রহিয়াছি ; তিনি অন্যত্র আমোদে কাল কাটাইতেছেন। তুমি যা বল, এখন তাঁহার উপর আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। আমি তাঁহার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি কিছু তত রূপহীন বা গুণহীন নই যে, তিনি আমার প্রতি এত ঘৃণাপ্রদর্শন করিতে পারেন। অথবা কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

ভগিনীর ভাবদর্শন করিয়া বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! ঈর্ষ্যা স্ত্রীলোকের অতি বিষম শত্রু ; ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী হইলে স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন দুঃখ-ভাগিনী হইতে হয় ; অতএব এরূপ শত্রুকে অন্তঃকরণ হইতে এক বারে অপসারিত কর। এই কথা শুনিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনী! ক্ষমা কর, আর তোমার আমায় বুঝাইতে হইবেক না ; এত অত্যাচার সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়। আমি তত নিরভিমান হইতে পারিব না যে, তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াও আমার মনে অসুখ জন্মিবেক না। ভাল, বল দেখি, যদি আমার প্রতি পূর্ব্বের মত অনুরাগ থাকিত, তিনি কি এত ক্ষণ গৃহে আসিতেন না ; অকারণে কিঙ্করকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতেন ? তুমি ত জান, আজ কত দিন হইল এক ছড়া হার গড়াইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই অবধি আর কখনও তাঁহার মুখে হারের কথা শুনিয়াছ ? বলিতে কি, এত হতাদর হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল। যেরূপ হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর যেরূপ হইবেক, তাহাতে আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে বলিতে পারি না।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, আকুল হৃদয়ে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষকে কিঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রায় চারি দণ্ড হইল, সে এখানে আসিয়াছে, এবং, আপনি তাহার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরে অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব দেখিয়া সে এইমাত্র আপনকার অন্বেষণে গেল। এই কথা শুনিয়া সংশয়ারূঢ় হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ যেরূপ বলিলেন, তাহাতে আমি স্বর্ণমুদ্রা সহিত কিঙ্করকে আপণ হইতে বিদায় করিলে পর, তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ বা কথোপকথন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমি তাহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি, এবং অবশেষে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। অধ্যক্ষ বলিতেছেন, সে এই মাত্র পান্থনিবাস হইতে নির্গত হইয়াছে ; এ কিরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। মনোমধ্যে তিনি এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! তোমার পরিহাসপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাইয়াছে, অথবা সেইরূপই রহিয়াছে। তুমি মার খাইতে বড় ভাল বাস ; অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি আর খানিক আমার সঙ্গে পরিহাস কর। কেমন, আজ আমি তোমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দি নাই, তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমায় লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, জয়স্থলে আমার বাস। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা পাগলের মত আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না। কিঙ্কর শুনিয়া চকিত হইয়া বলিল, সে কি মহাশয়! আমি কখন আপনকার নিকট ও সকল কথা বলিলাম ? চিরঞ্জীব বলিলেন, কিছু পূর্ব্বে, বোধ হয় এখনও আধ ঘণ্টা হয় নাই। কিঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, আপনি স্বর্ণমুদ্রার থলী আমার হস্তে দিয়া এখানে পাঠাইলে পর, কই আপনকার সঙ্গে ত আর আমার দেখা হয় নাই। চিরঞ্জীব অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, দুরাত্মন্! আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, বটে ; তুমি বারংবার বলিতে লাগিলে, আপনি আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দেন

নাই, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছেন; তিনি ও তাঁহার ভগিনী আপনকার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, আহার করিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে, সাতিশয় রোষাক্রান্ত হইয়া আমি তোমায় প্রহার করিলাম।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিঙ্কর কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অবশেষে, চিরঞ্জীব কৌতুক করিতেছেন বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয়! এত দিনের পর আপনকার যে পরিহাসে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু এ সময়ে এরূপ পরিহাস করিতেছেন কেন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না; অনুগ্রহ করিয়া তাহার কারণ বলিলে আমার সন্দেহ দূর হয়। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি পরিহাস করিতেছি, না তুমি পরিহাস করিতেছ; আজ তোমার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে; তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়াছ, এখন আবার বলিতেছ, আমি পরিহাস করিতেছি। এই তোমার দুর্ম্মতির ফলভোগ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে বারংবার বিলক্ষণ প্রহার করিলেন।

এইরূপে প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কিঙ্কর বলিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত প্রহার করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কোনও অপরাধ নাই; সকল অপরাধ আমার। ভৃত্যের সহিত প্রভুর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা না করিয়া, আমি যে তোমার সঙ্গে সৌহৃদ্যভাবে কথা কই, এবং সময়ে সময়ে তোমার পরিহাস শুনিতে ভাল বাসি, তাহাতেই তোমার এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তোমার সময় অসময় বিবেচনা নাই। যদি আমার নিকট পরিহাস করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখন কি ভাবে থাকি তাহা জান ও তদনুসারে চলিতে আরম্ভ কর, নতুবা প্রহার দ্বারা তোমার পরিহাসরোগের শান্তি করিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রভু, প্রহার করিলেন, করুন, আমি দাস, অনায়াসে সহ্য করিলাম; কিন্তু কি কারণে প্রহার করিলেন তাহা না বলিলে কিছুতেই ছাড়িব না। চিরঞ্জীব এই সময়ে দুটি ভদ্র স্ত্রীলোককে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! স্থির হও, এখন আর ও সকল কথা কহিও না; দুটি ভদ্রবংশের স্ত্রীলোক বোধ হয় আমার নিকটেই আসিতেছেন।

জয়স্থলের কিঙ্কর সত্বর প্রতিগমন না করাতে, চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় পতি চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া তিনি হেমকুটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর স্থির করিয়া নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। হেমকুটের চিরঞ্জীব ইতঃপূর্ব্বেই স্বীয় ভৃত্য কিঙ্করের উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিলক্ষণ যত্ন পাইলেন, তথাপি তদীয় উগ্রভাবের এক বারে তিরোভাব হইল না। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমায় দেখিলেই তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তোমার বদনে রোষ ও অসন্তোষ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যাহারে দেখিলে সুখোদয় হয়, তাহার নিকটে কিছু এ ভাব অবলম্বন কর না। আমি এখন আর সে চন্দ্রপ্রভা নই, তোমার পরিণীতা বনিতাও নই। পূর্ব্বে, আমি কথা কহিলে তোমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইত; আমি দৃষ্টিপাত করিলে তোমার নয়নযুগল প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইত; আমি স্পর্শ করিলে তোমার সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইত; আমি হস্তে করিয়া না দিলে উপাদেয় আহারসামগ্রীও তোমার সুস্বাদ বোধ হইত না। তখন আমা বই আর জানিতে না। আমি ক্ষণ কাল নয়নের অন্তরাল হইলে দশ দিক্ শূন্য দেখিতে। এখন সে সব দিন গত

হইয়াছে। কি কারণে এ বিসদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বল। আমার নিতান্ত তোমাগত প্রাণ; তুমি বই এ সংসারে আমার আর কে আছে। তুমি এত নির্দয় হইলে আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। বিলাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, ইদানীং আমি কেমন মনের সুখে আছি। দুর্ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমার উপর তোমার আর সে অনুরাগ নাই। যাহার ভাগ্য ভাল, এখন সে তোমার অনুরাগভাজন হইয়াছে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি। দেখ, আর নির্দয় হইও না; আর আমায় মর্ম্মান্তিক যাতনা দিও না। বিবেচনা কর, কেবল আমিই যে যন্ত্রণাভোগ করিব, এরূপ নহে; এ সকল কথা ব্যক্ত হইলে তুমিও ভদ্রসমাজে হেয় হইবে।

চন্দ্রপ্রভার আক্ষেপ ও অনুযোগ শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব হতবুদ্ধি হইলেন, এবং, কি কারণে অপরিচিত ব্যক্তিকে পতিসম্ভাষণ ও পতিকৃত অনুচিত আচরণের আরোপণ পূর্ব্বক, ভর্ৎসনা করিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিছু বলা আবশ্যক, নিতান্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি বিস্ময়াকুল লোচনে মৃদু বচনে বলিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আমি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে আমার বাস নয়; এই সর্ব্বপ্রথম এ স্থানে আসিয়াছি, তাহাও চারি পাঁচ দণ্ডের অধিক নহে; ইহার পূর্ব্বে আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই; তুমি আমায় লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। বিলাসিনী শুনিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া বলিলেন, ও কি হে, তুমি যে আমায় এক বারে অবাক করিয়া দিলে। হঠাৎ তোমার মনের ভাব এত বিপরীত হইল কেন? যা হউক ভাই! ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দিদির উপর তোমার এ ভাব দেখি নাই। দিদির অপরাধ কি? আহারের সময় বহিয়া যায়, এজন্য কিঙ্করকে তোমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এই কথা বলিবামাত্র চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্করকে! কিঙ্করও চকিত হইয়া বলিল, কি আমাকে! তখন চন্দ্রপ্রভা কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ তোমাকে। তুমি উঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া বলিলে, তিনি প্রহার করিলেন; বলিলেন, আমার বাটী নাই, আমার স্ত্রী নাই, এখন আবার, যেন কিছুই জান না, এইরূপ ভান করিতেছ। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ কুপিত হইয়া কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এই স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলে? সে বলিল, না মহাশয়! আমি উঁহার সঙ্গে কখন কথা কহিলাম? কথা কহা দূরে থাকুক, ইহার পূর্ব্বে আমি উঁহারে কখনও দেখি নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, দুরাত্মন্! তুমি মিথ্যা বলিতেছ; উনি যে সকল কথা বলিতেছেন, তুমি আপণে গিয়া আমার নিকট অবিকল ঐ সকল কথা বলিয়াছিলে। সে বলিল, না মহাশয়! আমি কখনও বলি নাই; জন্মাবচ্ছিন্নে আমি উঁহার সহিত কথা কই নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার সঙ্গে যদি দেখা ও কথা না হইবেক, উনি কেমন করিয়া আমাদের নাম জানিলেন।

চন্দ্রপ্রভা, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের ও কিঙ্করের কথোপকথন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপবচনে বলিতে লাগিলেন, নাথ! যদিই আমার উপর বিরাগ জন্মিয়া থাকে, চাকরের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এরূপে অপমান করা উচিত নহে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, এরূপ ছল করিয়া আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ। তুমি কখনই আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যা ভাব না কেন, আমি তোমা বই আর জানি

না ; যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ আমি তোমার বই আর কারও নই। আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না। তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী ; তুমি শশধর, আমি কুমুদিনী ; তুমি জলধর, আমি সৌদামিনী। তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল ; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে, বল।

এই সকল কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি বিপদ উপস্থিত! কেহ কখনও এমন বিপদে পড়ে না। এ ত পতিজ্ঞানে আমায় সম্ভাষণ করিতেছে। যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখিতেছি, তাহাতে বৈদেশিক লোক পাইয়া পরিহাস করিতেছে, সেরূপও প্রতীতি হইতেছে না। আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, সামান্যা কামিনী নহে। আমি নিতান্ত অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি, আমায় পতিজ্ঞানে সম্ভাষণ করে কেন? আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি অথবা ভূতাবেশ বশতঃ আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই এরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি। যাহা হউক, কোনও অনির্ণীত হেতু বশতঃ আমার দর্শনশক্তির ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এখন কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই?

এই সময়ে বিলাসিনী কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি সত্বর বাটীতে গিয়া ভৃত্যাদিগকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে বল, আমরা বাটীতে গিয়াই আহার করিতে বসিব। তখন কিঙ্কর চিরঞ্জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্থির লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি সবিশেষ না জানিয়া কোথায় আসিয়াছেন? এ বড় সহজ স্থান নহে। এখানকার সকলই মায়া, সকলই ইন্দ্রজাল। আমরা সহজে নিস্কৃতি পাইব বোধ হয় না। যে রঙ্গ দেখিতেছি, প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে যাইব, আমার আর সে আশা নাই। এই মানবরূপিণী ঠাকুরাণীরা যেরূপ মায়াবিনী, তাহাতে ইঁহাদের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইবেন, মনে করিবেন না। কি অশুভ ক্ষণেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যেরূপ দেখিতেছি, ইঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে নিঃসংশয় প্রাণসংশয় ঘটিবেক। অতএব এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য, স্থির করুন। কিঙ্করের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিলাসিনী বলিলেন, অহে কিঙ্কর! তোমায় পরিহাসের অনেক কৌশল আইসে, তাহা আমরা বহু দিন অবধি জানি, আর তোমার সে বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে হইবেক না ; আমরা বড় আপ্যায়িত হইয়াছি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও, যা বলি, তা শুন। শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয়! আমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে ; এখন কি করিবেন, করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, কেবল তোমার নয়, আমিও দেখিয়া শুনিয়া তোমার মত হতবুদ্ধি হইয়াছি। তখন চন্দ্রপ্রভা, চিরঞ্জীবের হস্তে ধরিয়া আর কেন, গৃহে চল ; চাকর মনিবে মন্ত্রণা করিয়া আজ আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলে। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্বে কাজ নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বল পূর্ব্বক গৃহে লইয়া চলিলেন। চিরঞ্জীব, অয়স্কান্তে আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীতে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা কিঙ্করকে বলিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ ; যদি কেহ তোমার প্রভুর অনুসন্ধান করে, বলিবে, আজ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক না ; এবং যে কেউ হউক না, কাহাকেও কোনও কারণে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অনন্তর চিরঞ্জীবকে বলিলেন, নাথ! আজ আমি তোমায় আর বাড়ীর বাহির হইতে দিব না ; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চিরঞ্জীব দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আজ আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল।

আমি পৃথিবীতে আছি, কি স্বর্গে রহিয়াছি ; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত রহিয়াছি ; প্রকৃতিস্থ আছি, কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি : কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি করি ; অথবা ইহাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলি, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবেক। তাঁহাকে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতে দেখিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! আমি কি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিব ? চিরঞ্জীব কোনও উত্তর দিলেন না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, দেখিও যেন কেহ বাটীতে প্রবেশ করিতে না পায় ; ইহার অন্যথা হইলে আমি তোমার যৎপরোনাস্তি শাস্তি করিব। এই বলিয়া চিরঞ্জীবকে লইয়া তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয়স্থলবাসী কিঙ্কর, চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে দ্বিতীয় বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে নির্গত হইয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের বিপণিতে তাঁহার দর্শন পাইল এবং বলিল, মহাশয় ! এখনও কি আপনকার ক্ষুধাবোধ হয় নাই ; সত্বর বাটীতে চলুন ; কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনকার জন্য অস্থির হইয়াছেন। আপনি ইতঃপূর্ব্বে সাক্ষাৎকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এবং অকারণে আমায় যে প্রহার করিয়াছিলেন, আমি সে সমস্ত তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আজ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হইল, কখন বা তোমায় কি কথা বলিলাম, এবং কখনই বা তোমায় প্রহার করিলাম ? সে যাহা হউক, গৃহিণীর নিকট কি কথা বলিয়াছ, বল। সে বলিল, কেন আপনি বলিয়াছিলেন, আমি কোথায় যাইব, আমার বাটী নাই, আমি বিবাহ করি নাই, আমার স্ত্রী নাই। এই সকল কথা আমি তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। তৎপরে তিনি পুনরায় আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইলেন ; বলিয়া দিলেন, যেরূপে পার তাঁহাকে সত্বর বাটীতে লইয়া আইস।

শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ ! তুমি কোথায় এমন মাতলামি শিখিয়াছ ? কতকগুলি কল্পিত কথা শুনাইয়া অকারণে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছ। তোমার এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গে দেখা নাই, অথচ আমার নাম করিয়া তুমি তাঁহার নিকট এই সকল কথা বলিয়াছ। কিঙ্কর বলিল, আমি তাঁহাকে একটিও অলীক কথা শুনাই নাই ; আপনি সাক্ষাৎকালে যাহা বলিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, আমি তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলি নাই। আপনি যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন তাহাই বলেন, তাহাই করেন। আপনি আমায় যে প্রহার করিয়াছেন, কর্ণমূলে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এখন কি প্রহার পর্য্যন্ত অপলাপ করিতে চাহেন ? চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তোমায় আর কি বলিব, তুমি গর্দ্দভ। কিঙ্কর বলিল, তাহার সন্দেহ কি ; গর্দ্দভ না হইলে এত প্রহার সহ্য করিতে পারিব কেন। গর্দ্দভ প্রহৃত হইলে নিরুপায় হইয়া পদপ্রহার করে ; অতঃপর আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব ; তাহা হইলে আপনি সতর্ক হইবেন, আর কথায় কথায় আমায় প্রহার করিতে চাহিবেন না।

চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহার কথার আর উত্তর না দিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকারকে বলিলেন, দেখ, আমার গৃহপ্রতিগমনে বিলম্ব হইলে গৃহিণী অত্যন্ত আক্ষেপ ও বিরক্তিপ্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ সন্দেহ করিয়া আমার সহিত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন।

অতএব তুমি সঙ্গে চল ; তাঁহার নিকটে বলিবে, তাঁহার জন্যে যে হার গড়িতেছ, তাহা এই সময়ে প্রস্তুত হইবার কথা ছিল ; প্রস্তুত হইলেই লইয়া যাইব এই আশায় আমি তোমার বিপণিতে বসিয়াছিলাম : কিন্তু এ বেলা প্রস্তুত হইয়া উঠিল না ; সায়ংকালে নিঃসন্দেহ প্রস্তুত হইবেক, এবং কল্য প্রাতে তুমি তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সন্নিহিত রত্নদত্ত শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, আপনিও চলুন, আজ সকলে এক সঙ্গে আহার করিব ; অনেক দিন আপনি আমার বাটীতে আহার করেন নাই। রত্নদত্ত ও বসুপ্রিয় সম্মত হইলেন ; চিরঞ্জীব উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীর সন্নিকৃষ্ট হইয়া চিরঞ্জীব দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে ; তখন কিঙ্করকে বলিলেন ; তুমি অগ্রসর হইয়া আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বে দ্বার খুলাইয়া রাখ। কিঙ্কর সত্বর গমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অপরাপর ভৃত্যদিগের নামগ্রহণ পূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে হেমকূটবাসী কিঙ্কর ঐ সময়ে দ্বারবানের কার্য্যসম্পাদন করিতেছিল, সে বলিল, তুমি কে, কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছ ; গৃহস্বামিনী যেরূপ অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে আমি কখনই দ্বার খুলিব না, এবং কাহাকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না। অতএব তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও আর ইচ্ছা হয়, রাস্তায় বসিয়া রোদন কর। এইরূপ উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, তুই কে, কোথাকার লোক, তোর কেমন আচরণ? প্রভু পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তুই দ্বার খুলিয়া দিবি না। হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেখান হইতে আসিয়াছেন, সেই খানে ফিরিয়া যান। আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে এ বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

কিঙ্করের কথায় দ্বার খুলিল না দেখিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, কে ও বাটীর ভিতরে কথা কও হে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও। পরিহাসপ্রিয় হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি কখন দ্বার খুলিয়া দিব, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব ; আপনি কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছেন, তাহা আমায় আগে বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আহারের জন্যে ; আজ এ পর্য্যন্ত আমার আহার হয় নাই। কিঙ্কর বলিল, এখন এখানে আপনকার আহারের কোনও সুবিধা নাই ; ইচ্ছা হয়, পরে কোনও সময়ে আসিবেন। তখন চিরঞ্জীব কোপান্বিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে হে, যে আমায় আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, আমি এই সময়ের জন্য দ্বাররক্ষার ভার পাইয়াছি, আমার নাম কিঙ্কর। এই কথা শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, অরে দুরাত্মন্! তুই আমার নাম ও পদ উভয়েরই অপহরণ করিয়াছিস ; যদি ভাল চাহিস্ শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে, প্রভু কতক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন? হেমকূটবাসী কিঙ্কর তথাপি দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন জয়স্থলবাসী কিঙ্কর স্বীয় প্রভুকে বলিল, মহাশয়! আজ ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না ; সহজে দ্বার খুলিয়া দেয় এরূপ বোধ হয় না। ধাক্কা মারিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলুন, আর কত ক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন? বিশেষতঃ, আপনকার নিমন্ত্রিত এই দুই মহাশয়ের অতিশয় কষ্ট হইতেছে।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা অভ্যন্তর হইতে বলিলেন, কিঙ্কর! ওরা সব কে, কি জন্যে দরজায় জমা হইয়া গোল করিতেছে? হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, ঠাকুরাণী! গোলের কথা কেন বলেন, আপনাদের এই নগরটি উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ ; এখানে গোলের অপ্রতুল কি। চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইরা জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, গিন্নি!

আজকার এ কি কাণ্ড ? এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজার কাছে গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! বড় লজ্জার কথা, এঁরা দুজন দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা দরজা খুলাইতে পারিলাম না। যাহাতে শীঘ্র খুলিয়া দেয়, তাহার কোনও উপায় করুন। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর ! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক বারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আজকার কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন কিঙ্কর বলিল, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, অতঃপর সেই পরামর্শই ভাল ; দরজা ভাঙ্গা বই আর উপায় দেখিতেছি না। যেখানে পাও, সত্বর দুই তিন খান কুঠার লইয়া আইস। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এই সময়ে রত্নদত্ত বলিলেন, মহাশয় ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কোনও ক্রমে দরজা ভাঙ্গা হইবেক না। যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে ক্রোধসংবরণ করা সহজ নয়। রক্ত মাংসের শরীরে এত সহ্য হয় না। কিন্তু সংসারী ব্যক্তিকে অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। এখন আপনি ক্রোধভরে এক কর্ম্ম করিবেন ; কিন্তু ক্রোধশান্তি হইলে যার পর নাই অনুতাপগ্রস্ত হইবেন। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোনও কর্ম্ম করা পরামর্শসিদ্ধ নয়। যদি এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আপনি দ্বারভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, রাজপথবাহী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া কত কুতর্ক উপস্থিত করিবেক। আপনকার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবেক না। মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয় ; লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না ; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক ; মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন ; সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই ; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐ সকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান। আপনকার যথার্থ গুণগ্রাহী কতকগুলি নিরপেক্ষ লোক আছেন ; তাঁহারা আপনকার দয়া সৌজন্য প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণে জয়স্থলে বিলক্ষণ মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছেন ; এজন্য, যে সকল লোক সচরাচর ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যারসে নিরতিশয় কলুষিত হইয়া আছে। তাঁহারা আপনকার অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রেরই এক এক অভিসন্ধি বহিষ্কৃত করেন ; আপনি কোনও কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া থাকেন, তাহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে দেন না। আমি অনেক বার অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আপনকার অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য হয় ; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তত্তৎ কর্ম্মকে অসদভিসন্ধিপ্রযোজিত বা স্বার্থানুসন্ধান-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান ; অবশেষে, যাহা কখনও সম্ভব নয় এরূপ গল্প তুলিয়া আপনকার নির্ম্মল চরিত্রে কুৎসিত কলঙ্ক যোজিত করিয়া থাকেন। এমন

স্থলে, কুৎসা করিবার এরূপ সোপান পাইলে ঐ সকল মহাত্মাদের আমোদের সীমা থাকিবেক না; তাঁহারা আপনারে এক বারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। আর, আমরা আপনকার গৃহিণীকে বিলক্ষণ জানি। তিনি নির্বোধ নহেন। তিনি যে এ সময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, অবশ্যই ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে; আপনি এখন তাহা জানেন না, পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি অবশ্যই আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। অতএব আমার কথা শুনুন, আর এখানে দাঁড়াইয়া গোল করিবার প্রয়োজন নাই: চলুন, এ বেলা আমরা স্থানান্তরে গিয়া আহার করি। অপরাহ্নে একাকী আসিয়া এই বিসদৃশ ঘটনার কারণানুসন্ধান করিবেন।

রত্নদত্তের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্ব করিয়া রহিলেন; অনন্তর বলিলেন, আপনি সৎপরামর্শের কথাই বলিয়াছেন; ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। যাহা বলিলেন, আমার স্ত্রী কোনও ক্রমে নির্বোধ নহেন। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে। আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে আমার সঙ্গে কলহ করেন। আজ বিশেষতঃ কিঙ্কর তাঁহাকে অতিশয় রাগাইয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি। অনন্তর বসুপ্রিয়কে বলিলেন, বোধ করি এত ক্ষণে হার প্রস্তুত হইয়াছে: তুমি অবিলম্বে বাটীতে প্রতিগমন কর; আমি অপরাজিতার আবাসে থাকিব, হার লইয়া তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়। ঐ হার আমি অপরাজিতাকে দিব, তাহা হইলেই গৃহিণী বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেন, এবং আর কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন না। বসুপ্রিয় বলিলেন, যত সত্বর পারি হার লইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব ও রত্নদত্ত অভিপ্রেত স্থানে গমন করিলেন।

এ দিকে, আহারের সময় হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব প্রায়ই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, চন্দ্রপ্রভা বা বিলাসিনীর কোনও কথার উত্তর দিলেন না; এবং কোথায় আসিয়াছি, কি করিতেছি, অবশেষেই বা কি বিপদে পড়িব, এই দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া ভাল রূপে আহারও করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া চন্দ্রপ্রভা স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি এক বারেই নির্ম্মম ও অনুরাগশূন্য হইয়াছেন। তদনুসারে, তিনি শিরে করাঘাত ও রোদন করিতে করিতে গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতলশায়িনী হইলেন। চিরঞ্জীব ব্যতিরিক্ত আর কেহ সেখানে নাই দেখিয়া বিলাসিনী তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ ভাই! তুমি তাঁহার স্বামী নও তিনি তোমার স্ত্রী নন, বারংবার যে এই সকল কথা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? তুমি এত বিরক্ত হইতে পার, আমি ত দিদির তেমন কোনও অপরাধ দেখিতেছি না। এই তোমাদের প্রণয়ের সময়; যাহাতে উত্তরোত্তর প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, উভয়েরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত। প্রণয়বর্দ্ধনের কথা দূরে থাকুক, তুমি এক বারে পরিণয়ের অপলাপপর্য্যন্ত করিতেছ। যদি কেবল ঐশ্বর্য্যের অনুরোধে দিদির পাণিগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্যের অনুরোধেই দিদির প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শিত করা উচিত। আজ তোমার যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে দিদির উপর তোমার যে কিছুমাত্র দয়া বা মমতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমার পতি নই, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই; বাটীর সকল লোকের সমক্ষে দিদির মুখের উপর এ সকল কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়।

স্বামীর মুখে এরূপ কথা শুনা অপেক্ষা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর আর কিছুই নাই। বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যা হউক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাঢলি করিলে। স্ত্রীপুরুষে এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোক হাসান মাত্র। তোমার আজকার আচরণ দেখিলে তুমি যেন সে লোক নও বোধ হয়। কি কারণে আজ এত বিরস বদনে রহিয়াছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখ দেখিলে বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ দুর্ভাবনায় অভিভুত হইয়া আছে। এখন আমার কথা শুন, ঘরের ভিতরে গিয়া দিদির সান্ত্বনা কর। বলিবে, পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সব পরিহাস মাত্র; তোমার মনের ভাবপরীক্ষা ভিন্ন তাহার আর কোনও অভিসন্ধি নাই। যদি দুটা মিষ্ট কথা বলিলে তাঁহার অভিমান দূর হয় ও খেদনিবারণ হয়, তাহাতে তোমার আপত্তি কি।

বিলাসিনীর বচনবিন্যাস শ্রবণগোচর করিয়া হেমকুটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, অয়ি চারুশীলে! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক কালে হতজ্ঞান হইয়াছি; আমার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না। তোমার কথার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি যে পথে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এত ক্ষণ আমায় উপদেশ দিলে, আমি সে পথের পথিক নই, প্রাণান্তেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমরা দেবী কি মানবী, আমি এ পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই। যদি দেবযোনিসম্ভবা হও, আমায় স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দাও; তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারি; নতুবা, এখন আমার যেরূপ প্রবৃত্তি আছে, তদনুসারে আমি কোনও ক্রমে পরকীয় মহিলার সংস্রবে যাইতে পারিব না। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, তোমার ভগিনী আমার পত্নী নহেন, আমি কখনও উঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। তিনি অধীরা হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার খেদাপনয়নের নিমিত্তে তুমি এত ক্ষণ আমায় যে উপদেশ দিলে, আমি প্রাণান্তেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিব না। আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আর আমায় ওরূপ উপদেশ দিও না। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনি বিবাহিতা কামিনী। জানিয়া শুনিয়া কি রূপে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, বল। আমি অবিবাহিত পুরুষ; তুমিও অদ্যাপি অবিবাহিতা আছ, বোধ হইতেছে। যদি তোমার অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর; আমি সহধর্ম্মিণীভাবে তোমার পরিগ্রহে প্রস্তুত আছি; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরস্পর যথাবিধি পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে প্রাণপণে তোমার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব। প্রেয়সী! বলিতে কি, তোমার রূপলাবণ্যদর্শনে ও বচনমাধুরী-শ্রবণে আমার মন এমন মোহিত হইয়াছে যে, তোমার সম্মতি হইলে আমি এই দণ্ডে তোমার পাণিগ্রহণ করি। বিলাসিনী শুনিয়া চকিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রেয়সী নই, দিদি তোমার প্রেয়সী; তাঁহার প্রতি এই প্রিয়সম্ভাষণ করা উচিত। চিরঞ্জীব বলিলেন, যাহার প্রতি মনের অনুরাগ জন্মে, সেই প্রেয়সী; তোমার প্রতি আমার মন অনুরক্ত হইয়াছে, অতএব তুমিই আমার প্রেয়সী; তোমার দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তিনি আমার প্রেয়সী নহেন। এই কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি, ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হইয়াছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। তোমার যে ভাব দেখিতেছি, আমি একাকিনী আর তোমার নিকটে থাকিতে পারিব না।

এই বলিয়া বিলাসিনী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হেমকুটের চিরঞ্জীব, হতবুদ্ধি হইয়া একাকী সেইস্থানে বসিয়া গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকুটবাসী কিঙ্কর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চিরঞ্জীবের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয়! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, রক্ষা করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, ব্যাপার কি বল। সে বলিল, এ বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেরূপ, পরিচারিণীগুলিও অবিকল সেইরূপ চরিত্রের লোক। কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেমন আপনাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহেন, পাকশালায় যে পরিচারিণী আছে, সে আমাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহে। সে আমার নাম জানে, আমার শরীরের কোন্ স্থানে কি চিহ্ন আছে, সমুদয় জানে। সে কি রূপে এ সমস্ত জানিতে পারিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সে সহসা আমার নিকটে উপস্থিত হইল এবং প্রণয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিল, এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছ? পাকশালায় আইস, আমোদ আহ্লাদ করিব। সে এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে এমন ভয় জন্মিল যে, আমি কোনও ক্রমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। সে যেমন বিশ্রী, তেমনই স্থূলকায় ও দীর্ঘাকার। আমি আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক মূর্ত্তি দেখি নাই; আমার বোধ হয়, সে রাক্ষসী, মানুষী নয়। আমি যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রাণান্তের পাকশালায় প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। অধিক কি বলিব, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি পাকশালায় যাইতে যত অসম্মত হইতে লাগিলাম, সে উত্তরোত্তর ততই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে পলাইয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি; যাহাতে আমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাই তাহা করুন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আমি কি রূপে তোমার নিস্তার করিব, বল; আমার নিস্তার কে করে, তাহার ঠিকানা নাই। এ দেশের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। পাকশালার পরিচারিণী কি রূপে তোমার নাম ও শরীরগত চিহ্ন সকল জানিতে পারিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, সত্বর পলায়ন ব্যতিরেকে নিস্তারের পথ নাই। তুমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না; এখনই চলিয়া যাও এবং অনুসন্ধান করিয়া জান, আজ কোনও জাহাজ এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে কি না। তুমি এই সংবাদ লইয়া আপণে যাইবে, আমিও ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি। অথবা বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখন এখানে কেহ নাই, এক সঙ্গেই পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে সেই ভবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তাহাকে অর্ণবপোতের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দ্রুত পদে আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের আদেশ অনুসারে হার আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে হার লইয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে হেমকুটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বোধ করিয়া বলিলেন, এই যে চিরঞ্জীব বাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার নাম চিরঞ্জীব বটে। বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনকার নাম আমি বিলক্ষণ জানি, আপনারে আর সে পরিচয় দিতে হইবেক না; এ নগরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপনকার নাম জানে। আমি হার আনিয়াছি, লউন। এই বলিয়া সেই হার তিনি চিরঞ্জীবের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাস করিলেন, আপনি আমায় এ হার দিতেছেন কেন, আমি হার লইয়া কি করিব? বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনকার

যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন ; হার আপনকার আদেশে আপনকার জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, বই, আমি ত আপনাকে হার গড়িতে বলি নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কি মহাশয় ! এক বার নয়, দুই বার নয়, অন্ততঃ বিশ বার আপনি আমায় এই হার গড়িতে বলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে, এই হারের জন্যে আমার বাটীতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল বসিয়া ছিলেন, এবং আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে, আমায় এই হার লইয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, পরিহাস শুনিবার সময় নাই। আপনি হার লইয়া যান ; আমি পরে সাক্ষাৎ করিব এবং হারের মূল্য লইয়া আসিব। তিনি বলিলেন, যদি নিতান্তই আমায় হার লইতে হয়, আপনি উহার মূল্য লউন ; হয় ত, অতঃপর আর আপনি আমার দেখা পাইবেন না ; সুতরাং এখন না লইলে পরে আর হারের মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, আমার সঙ্গে এত পরিহাস কেন।

এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন। চিরঞ্জীব হার লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। এখানকার লোকের ভাব বুঝাই ভার। এ ব্যক্তির সহিত কস্মিন্ কালেও আমার দেখা শুনা নাই, অথচ বহু মূল্যের হার আমার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল ; মূল্য লইতে বলিলাম, তাহাও লইল না। এ কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা এখানকার সকলই অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা হউক, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা বিধেয় নহে ; জাহাজ স্থির হইলেই প্রস্থান করিব। সত্বর আপণে যাই ; বোধ করি, কিঙ্কর এত ক্ষণে সেখানে আসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে তিনি আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার এক বিদেশীয় বণিকের নিকট পাঁচ শত টাকা ধার লইয়াছিলেন। যে সময়ে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ছিল, তাহা অতীত হইয়া যায়, তথাপি বণিক্ টাকার জন্য বসুপ্রিয়কে উৎপীড়িত করেন নাই। পরে দূর দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে, সহজে টাকা পাওয়া দুর্ঘট বিবেচনা করিয়া এক জন রাজপুরুষ সঙ্গে লইয়া তিনি বসুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আজ আমি এখান হইতেই প্রস্থান করিব ; সমুদয় আয়োজন হইয়াছে ; জাহাজে আরোহণ করিলেই হয় ; যে জাহাজে যাইব, উহা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জয়স্থল হইতে চলিয়া যাইবেক। আমি যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে সঙ্গে কিছু অধিক টাকা থাকা আবশ্যক। অতএব আমার প্রাপ্য টাকাগুলি এখনই দিতে হইবেক ; না দেন, আপনাকে এই রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করিব। বসুপ্রিয় বলিলেন, টাকা দিতে আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আপত্তি বা অনিচ্ছা নাই। আপনি আমার নিকটে যত টাকা পাইবেন, চিরঞ্জীব বাবুর নিকট আমার তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওনা আছে। তাঁহাকে এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছি ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ঐ হারের মূল্য পাইব। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চলুন ; সেখানে যাইবামাত্র আপনি টাকা পাইবেন। তিনি অগত্যা সম্মত হইলে, বসুপ্রিয় তাঁহাকে ও তাঁহার আনীত রাজপুরুষকে সমভিব্যাহারে লইয়া চিরঞ্জীবের আলয়ে চলিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অপরাজিতার আবাসে আহার করিয়াছিলেন। অপরাজিতার অঙ্গুলিতে একটি অতি সুন্দর অঙ্গুরীয় ছিল ; চিরঞ্জীব তদীয় অঙ্গুলি হইতে ঐ অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া লয়েন; বলেন, আমি এটি আর ফিরিয়া দিব না ; ইহার পরিবর্ত্তে আপনারে এক ছড়া নূতন হার দিব। হারের বর্ণনা শুনিয়া অপরাজিতা, ভাবিয়া দেখিলেন, অঙ্গুরী অপেক্ষা হারের মূল্য অন্ততঃ দশগুণ অধিক। এজন্য তিনি এই বিনিময়ে সম্মত হইয় জিজ্ঞাসা করেন, আমি হার কখন পাইব। চিরঞ্জীব বলিয়াছিলেন, স্বর্ণকারের সহিত অবধারিত কথা আছে, হার লইয়া তিনি অবিলম্বে এখানেই আসিবেন। আপনি চারি পাঁ দণ্ডের মধ্যে হার পাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল ; তথাপি স্বর্ণকার উপস্থিত হইলেন না। চিরঞ্জীব অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, এবং, আমি স্বয়ং স্বর্ণকারের বাটীতে গিয়া হার আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্করকে বলিলেন, দেখ! আজ গৃহিণী যে আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাহার পুরস্কারস্বরূপ, হারের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এব গাছা মোটা দড়ি দিব ; তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিণীরা ঐরূপ হার পাইবারই উপযুক্ত পাত্র। তুমি ঐরূপ দড়ির সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, এবং আমি বাটীতে যাইবামাত্র আমার হস্তে দিবে দেখিও, যেন বিলম্ব না হয়। এই বলিয়া রজ্জুক্রয়ের নিমিত্ত একটি টাকা দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্ণকার, বণিক ও রাজপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে হার না পাওয়াতে চিরঞ্জীব স্বর্ণকারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন ; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার বাক্যনিষ্ঠ দর্শনে আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় বারংবার বলিয়া দিলাম এই সময়ের মধ্যে আমার নিকটে হার লইয়া যাইবে ; না তুমি গেলে, না হার পাঠাইলে কিছুই করিলে না ; এজন্য আজ আমি বড় অপ্রস্তুত হইয়াছি ; তোমার কথায় যে বিশ্বাস করে, তাহার ভদ্রস্থতা নাই। তুমি অতি অন্যায় করিয়াছ। এ পর্য্যন্ত তুমি না যাওয়াতে আমি হারের জন্য তোমায় বাটী যাইতেছিলাম।

বসুপ্রিয়, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে হার দিয়াছিলেন। সুতরাং, প্রকৃত ব্যক্তিকে হার দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার সংস্কার ছিল। এজন্য তিনি বলিলেন, মহাশয়! এখন পরিহাস রাখুন ; আপনকার হারের হিসাব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, দৃষ্টি করুন। এই বলিয়া সেই হিসাবের ফর্দ্দ তাঁহার হস্তে দিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনার নিকট আমার পাওয়ানা পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা। আমি এই বণিকের পাঁচ শত টাকা ধারি। ইনি অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিতেছেন। এতক্ষণ কোন কালে জাহাজে চড়িতেন, কেবল এই টাকার জন্যে যাইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি হারের হিসাবে আমায় আপাততঃ পাঁচ শত টাকা দিউন।

তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, আমার সঙ্গে কি টাকা আছে যে এখনই দিব। বিশেষতঃ, আমার কতকগুলি বরাত আছে ; সে সব শেষ না করিয়াও বাটী যাইতে পারিব না। অতএব তুমি এই মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমার বাটীতে যাও ; আমার স্ত্রীর হস্তে হার দিয়া আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিবেন ; আর, বোধ করি, আমিও ঐ সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইতেছি। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার আপনকার নিকটে থাকুক, আপনিই তাঁহাকে দিবেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, না, সে কথা ভাল নয় ; হয় ত আমি যথাসময়ে পঁহুছিতে পারিব না ; অতএব তুমিই হার লইয়া যাও। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, হার কি আপনকার সঙ্গে আছে? চিরঞ্জীব চকিত হইয়া বলিলেন, ও কেমন

কথা! তুমি কি আমায় হার দিয়াছ যে, হার আমার সঙ্গে আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছ। বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! এ পরিহাসের সময় নয়; ইঁহার প্রস্থানের সময় বহিয়া যাইতেছে; আর বিলম্ব করা চলে না। অতএব আমার হস্তে হার দিন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি যে হারের বিষয়ে আমার নিকট অঙ্গীকাররক্ষা করিতে পার নাই, সেই দোষ ঢাকিবার জন্যে বুঝি এই সকল ছল করিতেছ। আমি কোথায় সে জন্যে তোমায় ভৎর্সনা করিব মনে করিয়াছি, না হইয়া তুমি কলহপ্রিয়া কামিনীর ন্যায় অগ্রেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে।

এই সময়ে বণিক্ বসুপ্রিয়কে বলিলেন, সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, আর আমি কোনও মতে বিলম্ব করিতে পারি না। তখন বসুপ্রিয় চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! শুনিলেন ত, উনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। চিরঞ্জীব বলিলেন, হার লইয়া আমার স্ত্রীর নিকটে গেলেই টাকা পাইবে। শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! আপনি কেমন কথা বলিতেছেন; কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি আপনকার হস্তে হার দিয়াছি; আমার নিকটে আর কেমন করিয়া হার থাকিবেক। হয় হার পাঠাইয়া দেন, নয় লিখিয়া দেন। এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কৌতুক আর ভাল লাগিতেছে না; হার কেমন হইয়াছে, দেখাও।

উভয়ের এইরূপ বিবাদ দর্শনে ও বাদানুবাদ শ্রবণে, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া বণিক্ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আপনাদের বাক্‌চাতুরী আর আমার সহ্য হইতেছে না: আপনি টাকা দিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন; যদি না দেন, আমি ইঁহাকে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করি। চিরঞ্জীব বলিলেন, আপনকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি যে, আপনি এত রূঢ় ভাবে আমার সহিত আলাপ করিতেছেন। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনি হারের হিসাবে আমার টাকা ধারেন, সেই সম্পর্কে উনি এরূপ আলাপ করিতেছেন। সে যাহা হউক, টাকা এই দণ্ডে দিবেন কি না, বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যতক্ষণ হার না পাইতেছি, তোমায় এক কপর্দ্দকও দিব না। বসুপ্রিয় বলিলেন, কেন, আমি আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনকার হস্তে হার দিয়াছি। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি কখনই আমায় হার দাও নাই। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা বড় অন্যায়। উহাতে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করা হইতেছে। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার পাওয়ার অপলাপ করিয়া আপনি আমার অধিকতর অনিষ্ট করিতেছেন; চির কালের জন্যে আমার সম্ভ্রম যাইতেছে।

সত্বর টাকা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বণিক্ রাজপুরুষকে বলিলেন, আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। রাজপুরুষ বসুপ্রিয়কে অবরুদ্ধ করিলে তিনি চিরঞ্জীবকে বলিলেন, দেখুন, আপনকার দোষে চির কালের জন্যে আমার মান সম্ভ্রম যাইতেছে; আপনি টাকা দিয়া আমায় মুক্ত করুন। নতুবা আমিও আপনাকে এই দণ্ডে অবরুদ্ধ করাইব। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! আমি হার না পাইয়া টাকা দিব কেন? তোমার সাহস হয়, আমায় অবরুদ্ধ করাও। তখন বসুপ্রিয় রাজপুরুষের হস্তে অবরোধনের খরচ দিয়া বলিলেন, দেখুন, ইনি আমার নিকট হইতে এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া মূল্য দিতেছেন না; অতএব আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। সহোদরও যদি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে, আমি তাহাকেও ক্ষমা করিতে পারি না। স্বর্ণকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে অবরুদ্ধ করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত টাকা জমা করিতে বা জামীন দিতে না পারিতেছি, তাবৎ আপনকার অবরোধে থাকিব। এই বলিয়া তিনি বসুপ্রিয়কে বলিলেন, অরে

দুরাত্মন্ ! তুমি যে অকারণে আমার অবমাননা করিলে, তোমায় তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হইবেক ; অধিক আর কি বলিব, এই অপরাধে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। বসুপ্রিয় বলিলেন, ভাল দেখা যাইবেক। জয়স্থল নিতান্ত অরাজক স্থান নহে। যখন উভয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হইব, আপনকার সমস্ত গুণ এরূপে প্রকাশিত করিব যে আপনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আপনি অধিরাজ বাহাদুরের প্রিয় পাত্র বলিয়া এরূপ গর্ব্বিত কথা বলিতেছেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ, তাহাতে কখনই অন্যায় বিচার করিবেন না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব স্বীয় সহচর কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। সমুদয় স্থির করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত চিত্তে সে স্বীয় প্রভুকে এই সংবাদ দিতে যাইতেছিল ; পথিমধ্যে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয় ! আর আমাদের ভাবনা নাই, মলয়পুরের এক জাহাজ পাওয়া গিয়াছে ; তাহাতে আমাদের যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। ঐ জাহাজ অবিলম্বে প্রস্থান করিবেক ; অতএব পান্থনিবাসে চলুন, দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় লইয়া এ পাপিষ্ঠ স্থান হইতে চলিয়া যাই। শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্বোধ ! অরে পাগল ! মলয়পুরের জাহাজের কথা কি বলিতেছ। সে বলিল, কেন মহাশয় ! আপনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমায় জাহাজের কথা বলি নাই, দড়ি কিনিতে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল, না মহাশয় ! আপনি দড়ি কিনিবার কথা কখন বলিলেন ? জাহাজ দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ ! এখন আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে পারি না ; যখন সচ্ছন্দ চিত্তে থাকিব, তখন করিব, এবং যাহাতে উত্তরকালে আমার কথা মন দিয়া শুন, তাহাও ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব। এখন সত্বর তুমি বাটী যাও, এই চাবিটি চন্দ্রপ্রভার হস্তে দিয়া বল, পাঁচ শত টাকার জন্য আমি পথে অবরুদ্ধ হইয়াছি ; আমার বাক্সের ভিতরে যে স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, তাহা তোমা দ্বারা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অবরোধ হইতে মুক্ত হইব। আর দাঁড়াইও না, শীঘ্র চলিয়া যাও। এই বলিয়া কিঙ্করকে বিদায় করিয়া তিনি রাজপুরুষকে বলিলেন, অহে রাজপুরুষ ! যতক্ষণ টাকা না আসিতেছে, আমায় কারাগারে লইয়া চল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে কারাগার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিঙ্কর মনে মনে বলিতে লাগিল, আমায় চন্দ্রপ্রভার নিকটে যাইতে বলিলেন ; সুতরাং, আজ আমরা যে বাটীতে আহার করিয়াছিলাম, আমায় তথায় যাইতে হইবেক। পাকশালার পরিচারিণীর ভয়ে সে বাটীতে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু প্রভু যে অবস্থায় যে জন্যে আমায় পাঠাইতেছেন, না গেলে কোনও মতে চলিতেছে না। এই বলিতে বলিতে সে সেই বাটীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, বিলাসিনী হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের সমক্ষ হইতে পলাইয়া চন্দ্রপ্রভার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চিরঞ্জীবের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সবিশেষ সমস্ত শুনাইলেন। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বিলাসিনী ! তিনি যে তোমার উপর অনুরাগপ্রকাশ এবং পরিশেষে পরিণয়প্রস্তাব ও প্রলোভনবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইল ? আমার অনুভব হয়, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। বিলাসিনী

বলিলেন, না দিদি! পরিহাস নয়; আমার উপর তাঁহার যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুরাগসঞ্চার না হইলে সেরূপ ভাবভঙ্গী ও সেরূপ কথাপ্রণালী হয় না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে কখনই তোমার নিকট এই কথার উল্লেখ করিতাম না। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, তিনি কি কি কথা বলিলেন? বিলাসিনী বলিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেন নাই, তোমার উপর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে তাঁহার বাস নয়; পরে আমার উপর স্পষ্ট বাক্যে অনুরাগপ্রকাশ ও স্পষ্টতর বাক্যেপরিণয়প্রস্তাব করিলেন; অবশেষে, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া আমি পলাইয়া আসিলাম।

সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনী! তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে এ জন্মে আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে হয় না। তিনি যে এমন নীচ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি এক বারও মনে করি নাই। কিন্তু আমার মন কেমন, বলিতে পারি না। দেখ, তিনি কেমন মমতাশূন্য হইয়াছেন এবং কেমন নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন; আমি কিন্তু তাঁহার প্রতি সেরূপ মমতাশূন্য হইতে বা সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারিতেছি না; এখনও আমার অনুরাগ অণুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা খেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, বিলাসিনী প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া জয়স্থলের কিঙ্কর বোধ করিয়া বিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি হাঁপাইতেছ কেন? সে বলিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতেই হাঁপাইতেছি। বিলাসিনী বলিলেন, তোমার প্রভু কোথায়, তিনি ভাল আছেন ত? তোমার ভাব দেখিয়া ভয় হইতেছে; কেমন, কোনও অনিষ্টঘটনা হয় নাই ত? সে বলিল, তিনি রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন; সে তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছে। শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, কিঙ্কর! কাহার অভিযোগে তিনি অবরুদ্ধ হইলেন? সে বলিল, আমি তাহার কিছুই জানি না; আমায় এক কর্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন; কর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র, তিনি আমার হস্তে এই চাবিটি দিয়া আপনকার নিকটে আসিতে বলিলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহার বাক্সের মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, আপনি চাবি খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া আমার হস্তে দেন; ঐ টাকা দিলে তিনি অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। শুনিবামাত্র, বিলাসিনী চিরঞ্জীবের বাক্স হইতে স্বর্ণমুদ্রার থলি আনিয়া কিঙ্করের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, অবিলম্বে তোমার প্রভুকে বাটীতে লইয়া আসিবে। সে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল; তাঁহারা দুই ভগিনীতে দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া বিষম অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসুক চিত্তে তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিলেন, এবং সমধিক বিলম্ব দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিঙ্করকে সত্বর সংবাদ আনিতে বলিয়াছিলাম, সে এখনও আসিল না কেন? যে জন্যে পাঠাইয়াছি, হয় ত তাহারই কোনও স্থিরতা করিতে পারে নাই, নয় ত পথিমধ্যে কোনও উৎপাতে পড়িয়াছে; নতুবা, যে বিষয়ের জন্য গিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না; কারণ, জয়স্থল হইতে

পলাইবার নিমিত্ত সে আমা অপেক্ষাও ব্যস্ত হইয়াছে। অতএব, পুনরায় কোনও উপদ্রব ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ নগরের যে রঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে উপদ্রবঘটনার অপ্রতুল নাই। রাজপথে নির্গত হইলে সকল লোকেই আমার নামগ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন ও সংবর্দ্ধনা করে; অনেকেই চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করে; কেহ কেহ এরূপ ভাবপ্রকাশ করে, যেন আমি নিজ অর্থ দ্বারা তাহাদের অনেক আনুকূল্য করিয়াছি, অথবা আমার সহায়তায় তাহারা বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছে; কেহ কেহ আমায় টাকা দিতে উদ্যত হয়; কেহ কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করে; কেহ কেহ পরিবারের কুশলজিজ্ঞাসা করে; কেহ কেহ কহে, আপনি যে দ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, আমার দোকানে গিয়া দেখিবেন, না বাটীতে পাঠাইয়া দিব? পান্থনিবাসে আসিবার সময় এক দরজী পীড়াপীড়ি করিয়া দোকানে লইয়া গেল, এবং, আপনকার চাপকানের জন্যে এই গরদের থান আনিয়াছি বলিয়া, আমার গায়ের মাপ লইয়া ছাড়িয়া দিল; আবার এক স্বর্ণকার আমার হস্তে বহুমূল্যের হার দিয়া মূল্য না লইয়া চলিয়া গেল। কেহই আমায় বৈদেশিক বিবেচনা করে না। আমি যেন জন্মস্থলের এক জন গণনীয় ব্যক্তি। আর মধ্যাহ্ন কালে দুই স্ত্রীলোক যে কাণ্ড করিলেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এ স্থানে মাদৃশ বৈদেশিক ব্যক্তির কোনও ক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। এখানকার ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্থান করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল! কিন্তু কিঙ্কর কি জন্যে এত বিলম্ব করিতেছে? যাহা হউক, তাহার প্রতীক্ষায় থাকিলে চলে না, অন্বেষণ করিতে হইল।

এই বলিয়া পান্থনিবাস হইতে বহির্গত হইয়া চিরঞ্জীব রাজপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং বলিল, যে স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই। ইহা বলিয়া সে স্বর্ণমুদ্রার থলি তাঁহার হস্তে দিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি রূপে সেই ভীষণমূর্ত্তি রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন; সে যে বড় টাকা না পাইয়া ছাড়িয়া দিল? তিনি স্বর্ণমুদ্রা দর্শনে ও কিঙ্করের কথা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এ স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইলে, এবং কি জন্যেই বা আমার হস্তে দিলে, বল; আমি ত তোমায় স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য পাঠাই নাই। কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়! রাজপুরুষ আপনারে কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে আপনি আমায় দেখিতে পাইয়া আমার হস্তে একটি চাবি দিয়া বলিলেন, বাক্সের মধ্যে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা আছে; চন্দ্রপ্রভার হস্তে এই চাবি দিলে তিনি তাহা বহিষ্কৃত করিয়া তোমার হস্তে দিবেন; তুমি ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার নিকটে আনিবে। তদনুসারে আমি এই স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি। বোধ হয় আপনকার স্মরণ আছে, আমরা মধ্যাহ্ন কালে যে স্ত্রীলোকের আলয়ে আহার করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা। তিনি ও তাঁহার ভগিনী অবরোধের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এবং সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও আর সে বাটীতে প্রবেশ করিব না। আপনি বিপদে পড়িয়াছিলেন, কেবল এই অনুরোধে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে গিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, আপনি যে এই অবান্ধব দেশে সহজে রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। তদপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই এক উপলক্ষে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে হস্তগত হইল।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে ইহা ভাবিয়া, চিরঞ্জীব

বলিলেন, অরে নরাধম ! আমি তোমায় যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কোনও কথা না বলিয়া কেবল পাগলামি করিতেছ। এখান হইতে অবিলম্বে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ, এই পরামর্শ স্থির করিয়া তোমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব বল, আজ কোনও জাহাজ জয়স্থল হইতে প্রস্থান করিবেক কি না, এবং তাহাতে আমাদের যাওয়া ঘটিবেক কি না। কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়! আমি যে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনাকে সে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছি। তখন অবরোধের হঙ্গামে পড়িয়াছিলেন, সে জন্যই হউক, আর অন্য কোনও কারণেই হউক, আপনি সে কথায় মনোযোগ করিলেন না, বরং আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নতুবা, এত ক্ষণ আমরা দ্রব্যসামগ্রী লইয়া জাহাজে উঠিতে পারিতাম। কিঙ্করের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই পাগলের মত এত অসম্বন্ধ কথা বলিতেছে; অথবা, উহারই বা অপরাধ কি, আমিও ত স্থানমাহাত্ম্যে অবিকল ঐরূপ হইয়াছি। উভয়েরই তুল্যরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর একটি স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া চকিত হইয়া আকুল বচনে বলিল, মহাশয়! সাবধান হউন, ঐ দেখুন, আবার কে এক ঠাকুরাণী আসিতেছেন। উনি যাহাতে আহারের লোভ দেখাইয়া, অথবা অন্য কোনও ছলে বা কৌশলে ভুলাইয়া, আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা করিবেন। পূর্ব্ব বারে যেমন পতিসম্ভাষণ করিয়া হাত ধরিয়া এক ঠাকুরাণী আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, আপনি একটিও কথা না বলিয়া চোরের মত চলিয়া গেলেন, এ বার যেন সেরূপ না হয়।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব, স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতা-নাম্নী যে কামিনীর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গুলি হইতে একটি মনোহর অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া লয়েন, এবং সেই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তাঁহাকে বস্তুপ্রিয়নির্ম্মিত মহামূল্য হার দিবার অঙ্গীকার করেন। হার যথাকালে উপস্থিত না হওয়াতে, লজ্জিত হইয়া তিনি স্বয়ং স্বর্ণকারের বিপণি হইতে হার আনিতে যান। অপরাজিতা, তাঁহার সমধিক বিলম্ব দর্শনে তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইলেন, এবং জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আমায় যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনকার গলায় এ কি সেই হার? এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিতে হইবেক; আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এ আবার কোথাকার আপদ উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, চিরঞ্জীব রোষকষায়িত লোচনে সাতিশয় পুরুষ বচনে বলিলেন, অরে মায়াবিনি! তুমি দূরে হও; তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমায় কোনও প্রকারে প্রলোভন প্রদর্শন করিও না। কিঙ্কর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয়! সাবধান হইবেন, যেন এ রাক্ষসীর মায়ায় ভুলিয়া উহার বাটীতে আহার করিতে না যান।

উভয়ের ভাবদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে অপরাজিতা বিস্মিত না হইয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি যেমন পরিহাসপ্রিয়, আপনকার ভৃত্যটি আবার তদপেক্ষা অধিক। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাটীতে যাইবেন কি না বলুন; আমি আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আমি পুনরায় সাবধান করিতেছি, আপনি কদাচ এই পিশাচীর মায়ায় ভুলিবেন না। তখন চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, অরে পাপীয়সী! তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে, তুমি আমায় আহার করিতে ডাকিতেছ। যেরূপ

দেখিতেছি, তাহাতে এখানকার স্ত্রীলোক মাত্রেই ডাকিনী। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি ভাল চাও, অবিলম্বে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের সহিত এই স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল; তিনি যে তাঁহার প্রতি এবংবিধ অযুক্ত আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। চিরঞ্জীববাবুর নিকট এরূপে অপমানিত হইলাম, এই ভাবিয়া তিনি সাতিশয় রোষপ্রকাশ ও অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, এত কাল আপনাকে ভদ্র বলিয়া জানিতাম; কিন্তু আপনি কেমন ভদ্র, আজ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্নে আহারের সময় আমার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন, হয় তাহা ফিরিয়া দেন, নয় উহার বিনিময়ে যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা দেন; দুয়ের এক পাইলেই আমি চলিয়া যাই; তৎপরে আর এ জন্মে আপনকার সহিত আলাপ করিব না, এবং প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও কোনও সংস্রব রাখিব না। এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময়, ঝাঁটা, কুলো, শিল, নোড়া, বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনীটির অধিক লোভ, দেখিতেছি; ইনি হয় হার; নয় আঙ্গটি, দুয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না। মহাশয়! সাবধান, কিছুই দিবেন না; দিলেই অনর্থপাত হইবেক। অপরাজিতা কিঙ্করের কথার উত্তর না দিয়া চিরঞ্জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! হয় হার, নয় আঙ্গটি দেন। বোধ করি, আমায় ঠকান আপনকার অভিপ্রেত নহে। চিরঞ্জীব উত্তরোত্তর অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, অরে ডাকিনি! দূর হও। এই বলিয়া কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এইরূপে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া অপরাজিতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চিরঞ্জীববাবু নিঃসন্দেহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা উঁহার আচরণ এরূপ বিসদৃশ হইবেক কেন? চির কাল আমরা উঁহাকে সুশীল, সুবোধ, দয়ালু ও অমায়িক লোক বলিয়া জানি; কেহ কখনও কোন কারণে উঁহারে ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখি নাই; আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। উন্মাদ ব্যতিরেকে এরূপ ভাবান্তর কোনও ক্রমে সম্ভবে না। ইনি বিনিময়ে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গুরীয় লইয়াছেন; এখন আমায় কিছু দিতে চাহিতেছেন না। ইনি সহজ অবস্থায় এরূপ করিবার লোক নহেন। মধ্যাহ্নকালে আমার আলয়ে আহার করিবার সময় বলিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা আজ উঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তখন এ কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই। এখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আমি কি করি! অথবা উঁহার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলি, আপনকার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং বল পূর্ব্বক আমার অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিলে তিনি অবশ্যই আমার অঙ্গুরীয় প্রতিপ্রাপ্তির কোনও উপায় করিবেন। আমি অকারণে এক শত টাকা মূল্যের বস্তু হারাইতে পারি না। এই স্থির করিয়া তিনি চিরঞ্জীবের আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়াছিলেন, কিঙ্কর সত্বর স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিবেক। কিন্তু বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত সে না আসাতে তিনি অবরোধকারী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি অকারণে আমায় কষ্ট দিতেছ; যে টাকার জন্য আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, বাটী যাইবামাত্র তাহা দিতে পারি। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল। আর, আমি কারাগার হইতে বহির্গত হইলে পথে তোমার হাত ছাড়াইয়া পলাইব, সে আশঙ্কা করিও না। আমি নিতান্ত সামান্য

লোকও নই, এবং তোমার অথবা অন্য কোনও রাজপুরুষের নিতান্ত অপরিচিতও নই। কিঙ্কর টাকা না লইয়া আসিবার দুই কারণ বোধ হইতেছে, প্রথম এই যে, আমি জয়স্থলে কোনও কারণে অবরুদ্ধ হইব, আমার স্ত্রী সহজে তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না; সুতরাং কিঙ্করের কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি আজ সম্পূর্ণ বিকলচিত্ত হইয়া আছেন; হয় ত সেই জন্যে কিঙ্করের কথিত বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। রাজপুরুষ সম্মত হইলেন; চিরঞ্জীব তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের দিকে চলিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া চিরঞ্জীব রাজপুরুষকে বলিলেন, ঐ আমার লোক আসিতেছে। ও টাকার সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আর তোমায় আমার বাটী পর্য্যন্ত যাইতে হইবেক না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই কিঙ্কর সম্মুখবর্ত্তী হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সংগ্রহ হইয়াছে কি না। সে বলিল, হাঁ মহাশয়! তাহার সংগ্রহ না করিয়া আমি আপনকার নিকটে আসি নাই। এই বলিয়া সে ক্রীত রজ্জু তাঁহাকে দেখাইল। চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, টাকা কোথায়? সে বলিল, আর টাকা আমি কোথায় পাইব? আমার নিকটে যাহা ছিল, তাহা দিয়া এই দড়ি কিনিয়া আনিয়াছি। তিনি বলিলেন, এক গাছা দড়ি কিনিতে কি পাঁচ শত টাকা লাগিল। এখন পাগলামি ছাড়; বল, আমি যে জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠাইলাম, তাহার কি হইল। সে বলিল, আপনি আমায় দড়ি কিনিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন; দড়ি কিনিয়াছি এবং তাড়াতাড়ি বাড়ি যাইতেছি। চিরঞ্জীব সাতিশয় কুপিত হইয়া কিঙ্করকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সমভিব্যাহারী রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! এত অধৈর্য্য হইবেন না; সহিষ্ণুতা যে কত বড় গুণ, তাহা কি আপনি জানেন না? এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, উঁহারে সহিষ্ণু হইবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? যে কষ্টভোগ করে, তাহারই সহিষ্ণুতা গুণ থাকা আবশ্যক; আমি প্রহারের কষ্টভোগ করিতেছি; আমায় বরং আপনি ঐ উপদেশ দেন। তখন রাজপুরুষ রোষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! যদি ভাল চাও, মুখ বন্ধ কর। কিঙ্কর বলিল, আমায় মুখ বন্ধ করিতে বলা অপেক্ষা উঁহাকে হস্ত বন্ধ করিতে বলিলে ভাল হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে অচেতন নরাধম! আর আমায় বিরক্ত করিও না। সে বলিল, আমি অচেতন হইলে আমার পক্ষে ভাল হইত। যদি অচেতন হইতাম, আপনি প্রহার করিলে কষ্টের অনুভব করিতাম না। তিনি বলিলেন, তুমি অন্য সকল বিষয়ে অচেতন, কেবল প্রহারসহন বিষয়ে নহে; সে বিষয়ে তোমায় ও গর্দ্দভে কোনও অংশে প্রভেদ নাই। সে বলিল, আমি যে গর্দ্দভ, তার সন্দেহ কি; গর্দ্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! জন্মাবধি প্রাণপণে ইঁহার পরিচর্যা করিতেছি; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীতবোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন; কার্য্যসমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্দ্ধনা করেন; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি মহাশয়! কেহ কখনও

এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরি পাইবেক না ; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।

এই সময়ে চিরঞ্জীব দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কতকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি কিঙ্করকে বলিলেন, অরে বানর! আর তোমার পাগলামি করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে ; যদি ভাল চাও, এখন এখান হইতে চলিয়া যাও ; আমার গৃহিণী আসিতেছেন। কিঙ্কর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণী! শীঘ্র আসুন ; বাবু আজ আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন ; হারের পরিবর্ত্তে এক রমণীয় উপহার পাইবেন। এই বলিয়া হস্তস্থিত রজ্জু উত্তোলিত করিয়া সে তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অপরাজিতার মুখে চিরঞ্জীবের উন্মাদের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাধর নামক এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনেন। বিদ্যাধর ঐ পাড়ায় গুরুমহাশয় ছিল ; কিন্তু অবসরকালে পাড়ায় পাড়ায় চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। অনেকে বিশ্বাস করিত, ভুতে পাইলে কিংবা ডাইনে খাইলে সে অনায়াসে প্রতিকার করিতে পারে ; এ জন্য সে ঐ পল্লীর স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের নিকট বড় মান্য ও আদরণীয় ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসা করিলেও, বিদ্যাধর না দেখিলে তাহাদের মনের সন্তোষ হইত না। ফলতঃ ঐ সকল লোকের নিকটে বিদ্যাধরের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সে উপস্থিত হইলে চন্দ্রপ্রভা স্বামীর পীড়ার বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার হস্তে ধরিয়া বলেন, তুমি সত্বর তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও, তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে বলে, আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না। আমি অনেক বিদ্যা জানি ; আমার পিতা মাতা না বুঝিয়া আমায় বিদ্যাধর নাম দেন নাই। সে যাহা হউক, অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে আনা আবশ্যক। চলুন, আমি সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তিকে আনা সহজ ব্যাপার নহে ; অতএব লোক সঙ্গে লইতে হইবেক। চন্দ্রপ্রভা পাঁচ সাত জন লোকের সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাধর, বিলাসিনী ও অপরাজিতাকে সঙ্গে লইয়া চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া কিঙ্করকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন কি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, উঁহার ব্যবহার ও আকার প্রকার দেখিয়া আমার আর সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। ইহা কহিয়া তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, দেখ, তুমি অনেক মন্ত্র, অনেক ঔষধ, এবং চিকিৎসার অনেক কৌশল জান ; এক্ষণে সত্বর উঁহারে প্রকৃতিস্থ কর ; তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিব। বিলাসিনী সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, হায়! কোথা হইতে এমন সর্ব্বনাশিয়া রোগ আসিয়া জুটিল ; উঁহার সে আকার নাই, সে মুখশ্রী নাই ; কখনও উঁহার এমন বিকট মূর্ত্তি দেখি নাই ; উঁহার দিকে তাকাইতেও ভয় হইতেছে। বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে বলিল, বাবু! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও। তখন বিদ্যাধর স্থির করিল, চিরঞ্জীবের শরীরে ভুতাবেশ বশতঃ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তদনুসারে সে কতিপয় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাঁহার দেহগত ভুতকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল, অরে দুরাত্মন্ পিশাচ! আমি তোরে আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে উঁহার কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।

চিরঞ্জীব শুনিয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! অরে পাপিষ্ঠ! অরে অর্থপিশাচ! চুপ কর, আমি পাগল হই নাই। শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বাষ্পাকুল লোচনে অতি দীন বচনে বলিলেন, পূর্ব্বে ত তুমি এরূপ ছিলে না; আমার নিতান্ত পোড়া কপাল বলিয়া আজ অকস্মাৎ এই বিষম রোগ তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। চন্দ্রপ্রভার বাক্যশ্রবণে চিরঞ্জীবের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহারে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অরে পাপীয়সী! এই নরাধম বুঝি আজ কাল তোর অন্তরঙ্গ হইয়াছে? এই দুরাত্মার সঙ্গে আহার বিহারের আমোদে মত্ত হইয়াই বুঝি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি, এবং আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দিস্ নাই? শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা চকিত হইয়া বলিলেন, ও কি কথা বলিতেছ; তোমার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বটে, তার পরে ত সকলে একসঙ্গে আহার করিয়াছি। তুমি আহারের পর বরাবর বাটীতে ছিলে, কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছ। এখন কি কারণে এরূপ ভর্ৎসনা করিতেছ ও এরূপ কুৎসিত কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে কিঙ্কর! আজ আমি কি মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আহার করিয়াছি? সে বলিল, না মহাশয়! আজ আপনি বাটীতে আহার করেন নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আমি আজ যখন আহার করিতে যাই, বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল কি না, এবং আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হ্যাঁ, বাটীর দ্বার রুদ্ধ করা ছিল এবং আপনাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, উনি নিজে অভ্যন্তর হইতে আমাকে গালি দিয়াছিলেন কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হ্যাঁ, উনি অত্যন্ত কটু বাক্য বলিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, তৎপরে আমি অবমানিত বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যাই কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হ্যাঁ, তার পর আপনি ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যান।

এই প্রশ্নোত্তরপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা আপেক্ষবচনে কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি বিলক্ষণ প্রভুভক্ত, প্রভুর যথার্থ হিতচেষ্টা করিতেছ। যাহাতে উঁহার মনের শান্তি হয়, সে চেষ্টা না করিয়া কেবল রোগবৃদ্ধি করিয়া দিতেছ। বিদ্যাধর বলিল, আপনি উহার অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন; ও অবিবেচনার কর্ম্ম করিতেছে না। ও ব্যক্তি উহার রীতি ও প্রকৃতি বিলক্ষণ জানে। এরূপ অবস্থায় চিত্তের অনুবর্ত্তন করিলে যেরূপ উপকার দর্শে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হয় না। চিরঞ্জীব চন্দ্রপ্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুই স্বর্ণকারের সহিত যোগ দিয়া আমায় কয়েদ করাইয়াছিস; নতুবা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইলি না কেন। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, সে কি নাথ! এমন কথা বলিও না; কিঙ্কর আসিয়া অবরোধের উল্লেখ করিবামাত্র আমি উহা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছি। কিঙ্কর চকিত হইয়া বলিল, আমা দ্বারা পাঠাইয়াছেন। আপনকার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই বলিতেছেন। এই বলিয়া সে চিরঞ্জীবকে বলিল, না মহাশয়! আমার হস্তে এক পয়সাও দেন নাই: আপনি উঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তখন চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য উঁহার নিকটে যাও নাই? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, ও আমার নিকটে গিয়াছিল, বিলাসিনী তদ্দণ্ডে উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছে। বিলাসিনীও বলিলেন, আমি স্বয়ং উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছি। তখন কিঙ্কর বলিল, পরমেশ্বর জানেন এবং যে রজ্জু বিক্রয় করে

সে জানে, আপনি দাড়ি কেনা বই আজ আমায় আর কোনও কর্ম্মে পাঠান নাই।

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণগোচর করিয়া বিদ্যাধর চন্দ্রপ্রভাকে বলিল, দেখুন, প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন; আমি উভয়ের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বন্ধন করিয়া অন্ধকারগৃহে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে প্রতিকার হইবেক না। চন্দ্রপ্রভা সম্মতিপ্রদান করিলেন। শুনিয়া কোপে কম্পমান হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে মায়াবিনি! অরে দুশ্চারিণী! তুই এত দিন আমায় এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি যে, তোরে নিতান্ত পতিপ্রাণা কামিনী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, তুই ভয়ঙ্কর কালভুজঙ্গী; অসৎ অভিপ্রায়ের সাধনের নিমিত্ত, এই সকল দুরাচারদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমার প্রাণবধের চেষ্টা দেখিতেছিলি এবং উন্মাদের প্রচার করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক অন্ধকারময় গৃহে রাখিবি, এই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিস। আমি তোর দুরভিসন্ধির সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি কোপজ্বলিত লোচনে উদ্ধত গমনে চন্দ্রপ্রভার দিকে ধাবমান হইলেন। চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সন্নিহিত লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ; তোমাদের কি আচরণ বুঝিতে পারিতেছি না; শীঘ্র উঁহার বন্ধন কর, আমার নিকটে আসিতে দিও না; তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, যেরূপ দেখিতেছি, তুই নিতান্তই আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিস।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে সর্মাভিব্যাহারী লোকেরা বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, চিরঞ্জীব নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাজপুরুষকে বলিলেন, দেখ, আমি এক্ষণে তোমার অবরোধে আছি; এ অবস্থায় আমায় কি রূপে ছাড়িয়া দিবে? ছাড়িয়া দিলে তুমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইবে। তখন রাজপুরুষ চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, আপনি উঁহারে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন না, উনি অবরোধে আছেন। এই কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! তুমি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিতেছ ও স্বকর্ণে শুনিতেছ, তথাপি কোন্ বিবেচনায় উঁহারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ না? উঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, বোধ করি, তোমার আমোদ হইতেছে। রাজপুরুষ বলিলেন, আপনি অন্যায় অনুযোগ করিতেছেন; উহাকে ছাড়িয়া দিলে আমি পাঁচ শত টাকার দায়ে পড়িব। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি আমায় উঁহারে লইয়া যাইতে দাও; আমি ধর্ম্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিতেছি, উঁহার ঋণপরিশোধ না করিয়া তোমার নিকট হইতে যাইব না। তুমি আমায় উঁহার উত্তমর্ণের নিকটে লইয়া চল। কি জন্যে ঋণ হইল, তাঁহার মুখে শুনিয়া টাকা দিব। তদনন্তর তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, তুমি উঁহারে সাবধানে বাটীতে লইয়া যাও, আমি এই রাজপুরুষের সঙ্গে চলিলাম। বিলাসিনী! তুমি আমার সঙ্গে এস। বিদ্যাধর! তোমরা বিলম্ব করিও না, চলিয়া যাও; সাবধান, যেন কোনও রূপে বন্ধন খুলিয়া পলাইতে না পারেন! অনন্তর, বিদ্যাধর দৃঢ়বন্ধ চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া প্রস্থান করিল।

বিদ্যাধর প্রভৃতি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে চন্দ্রপ্রভা রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কোন্ ব্যক্তির অভিযোগে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, বল। তিনি বলিলেন, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের; আপনি কি তাঁহাকে জানেন। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, হ্যাঁ আমি তাঁহাকে জানি; তিনি কি জন্যে কত টাকা পাইবেন, জান। রাজপুরুষ বলিলেন, স্বর্ণকার এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছেন, তাহার মূল্য পান নাই। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার জন্যে হার গড়িতে দিয়াছেন, শুনিয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্যন্ত হার দেখি নাই। অপরাজিতা বলিলেন, আজ আমার বাটীতে আহার করিতে গিয়া, উনি আমার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া

পলায়ন করিলে পর, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে পথে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ; তখন উঁহার গলায় এক ছড়া নূতন গড়া হার দেখিয়াছি ! চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যাহা বলিতেছ অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি কখনও সে হার দেখি নাই। যাহা হউক, অহে রাজপুরুষ ! সত্বর আমায় স্বর্ণকারের নিকটে লইয়া চল ; তাহার নিকট সবিশেষ না শুনিলে প্রকৃত কথা জানিতে পারিতেছি না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব, ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা অপরাজিতাকে দূর করিয়া দিয়া, কিঙ্কর সমভিব্যাহারে যে রাজপথে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বিলাসিনী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, দিদি ! কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! ঐ দেখ, তিনি ও কিঙ্কর উভয়েই বন্ধন খুলিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। এখন কি উপায় হয় ? চন্দ্রপ্রভা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া রাজপথবাহী লোকদিগকে ও সমভিব্যাহারী রাজপুরুষকে বলিতে লাগিলেন, যে রূপে পার, তোমরা উঁহারে বন্ধ করিয়া আমার নিকটে দাও। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। চিরঞ্জীব দেখিলেন, যে মায়াবিনী মধ্যাহ্নকালে ধরিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সে এক্ষণে এক রাজপুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে। ইহাতেই তিনি ও তাঁহার সহচর কিঙ্কর বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন ; পরে, তাঁহারা, বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তরবারি-নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা ও তাঁহার ভগিনীকে সম্ভাষণ করিয়া রাজপুরুষ বলিলেন, একে উঁহাদের উন্মাদ অবস্থা তাহাতে আবার হস্তে তরবারি ; এ সময়ে বন্ধনের চেষ্টা পাইলে অনেকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। আমি এ পরামর্শে নাই, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, কর ; আমি চলিলাম, আর এখানে থাকিব না ; আমার বোধে তোমাদেরও পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া রাজপুরুষ চলিয়া গেলে চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী অধিক লোকের সংগ্রহের নিমিত্ত প্রয়াণ করিলেন।

সকলকে আকুল ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া, চিরঞ্জীব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর ! এখানকার ডাকিনীরা তরবারি দেখিলে ভয় পায়। ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে তরবারি ছিল ; নতুবা পুনরায় আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত, এবং অবশেষে কি করিত, বলিতে পারি না। কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! যিনি মধ্যাহ্নকালে আপনকার স্ত্রী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক ভয় পাইয়াছেন এবং সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন। তরবারি ডাইন তাড়াইবার এমন মন্ত্র, তাহা আমি এত দিন জানিতাম না। চিরঞ্জীব বলিলেন, দেখ কিঙ্কর ! যত শীঘ্র জাহাজে উঠিতে পারি ততই মঙ্গল ; এখানকার যেরূপ কান্ড তাহাতে কখন কি উপস্থিত হয় বলা যায় না। অতএব চল, পান্থনিবাসে গিয়া দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজে উঠিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? আজকার রাত্রি এখানে থাকুন। উহারা কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেক না। আমরা প্রথমে উহাদিগকে যত ভয়ঙ্কর ভাবিয়াছিলাম, উহারা সেরূপ নহে। দেখুন ; কেমন মিষ্ট কথা কয় ; বাটীতে লইয়া গিয়া কেমন উত্তম আহার করায় ; কখনও দেখা শুনা নাই, তথাপি পতিসম্ভাষণ করিয়া প্রণয় করিতে চায় ; আবার, প্রয়োজন জানাইলে অকাতরে স্বর্ণমুদ্রাপ্রদান করে। ইহাতেও যদি আমরা উহাদিগকে অভদ্র বলি, লোকে আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিবেক। আমি ত আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ সৌজন্য ও এরূপ বদান্যতা

দেখি নাই। বলিতে কি মহাশয়! আমি উহাদের ব্যবহার দেখিয়া এত মোহিত হইয়াছি যে, যদি পাকশালার হস্তিনী আমার স্ত্রী হইতে না চাহিত,তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ আহ্লাদিত চিত্তে এই রাজ্যে বাস করিতাম। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! অধিক আর কি বলিব, যদি এ রাজ্যের অধিরাজপদ পাই, তথাপি আমি কোনও ক্রমে এখানে রাত্রিবাস করিব না। চল, আর বিলম্বে কাজ নাই; সন্ধ্যার মধ্যেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইবেক। এই বলিয়া উভয়ে পান্থনিবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজপুরুষ জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে লইয়া তদীয় আলয় অভিমুখে প্রয়াণ করিলে পর, উত্তমর্ণ বণিক্ অধমর্ণ স্বর্ণকারকে বলিলেন, তোমায় টাকা দিয়া পাইতে এত কষ্ট হইবেক, তাহা আমি একবারও মনে করি নাই। হয় ত এই টাকার গোলে আজ আমার যাওয়া না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এখন বোধ হইতেছে, সে সময়ে তোমার উপকার করিয়া ভাল করি নাই। স্বর্ণকার সাতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আর আমায় লজ্জা দিবেন না; আমি আপনকার আবশ্যক সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া মরিয়া রহিয়াছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। উনি যে হার লইয়া পাই নাই বলিবেন, অথবা টাকা দিতে আপত্তি করিবেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হয় নাই। আপনি এ সন্দেহ করিবেন না যে আমি উঁহাকে হার দি নাই, কেবল আপনকার সঙ্গে ছল করিতেছি। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, চারি দণ্ড পূর্ব্বে আমি নিজে উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি সে সময়ে মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন; আমার কুবুদ্ধি, আমি বলিলাম এখন কার্য্যান্তরে যাইতেছি; পরে সাক্ষাৎ করিব ও মূল্য লইব। উনি কিন্তু সে সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন না লও, পরে আর পাইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। তৎকালে কি অভিপ্রায়ে উনি এ কথা বলিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু কার্য্যগতিকে উঁহার কথাই ঠিক হইতেছে।

স্বর্ণকারের এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি, চিরঞ্জীববাবু লোক কেমন? বসুপ্রিয় বলিলেন, উনি জয়স্থলে সর্ব্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উঁহাকে জানে এবং সকলেই উঁহাকে ভাল বাসে। উনি সকল সমাজে সমান আদরণীয় ও সর্ব্ব প্রকারে প্রশংসনীয় ব্যক্তি। ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য বিষয়ে এ রাজ্যে উঁহার তুল্য লোক নাই। কখনও কোনও বিষয়ে উঁহার কথা অন্যথা হয় না। পরোপকারার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উনি যে আজ আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন, শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আমরা আর এখানে অনর্থক বসিয়া থাকি কেন? চল, উঁহার বাটীতে যাই; তাহা হইলে শীঘ্র টাকা পাইব, এবং হয় ত আজই যাইতে পারিব। অনন্তর বসুপ্রিয় ও বণিক্ উভয়ে চিরঞ্জীবের ভবন অভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময়ে, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছিলেন। বণিক্ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বসুপ্রিয়কে বলিলেন, আমার বোধ হয়, চিরঞ্জীববাবু আসিতেছেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ তিনিই বটে; আর, আমার নির্ম্মিত

হারও উঁহার গলায় রহিয়াছে, দেখিতেছি ; অথচ, দেখুন, আপনকার সমক্ষে উনি স্পষ্ট বাক্যে বারংবার হার পাই নাই বলিলেন, এবং আমার সঙ্গে কত বিবাদ ও কত বাদানুবাদ করিলেন। এই বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, চিরঞ্জীববাবু! আমি আজ আপনকার আচরণ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। আপনি কেবল আমায় কষ্ট দিতেছেন ও অপদস্থ করিতেছেন, এরূপ নহে ; আপনকারও বিলক্ষণ অপযশ হইতেছে। এখন হার পরিয়া রাজপথে বেড়াইতেছেন ; কিন্তু তখন অনায়াসে শপথ পূর্ব্বক হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিলেন। আপনকার এরূপ ব্যবহারে এই এক ভদ্র লোকের কত কার্য্যক্ষতি হইল, বলিবার নয়। উনি স্থানান্তরে যাইবার সমুদয় স্থির করিয়াছিলেন ; এত ক্ষণ কোন্ কালে চলিয়া যাইতেন ; কেবল আমাদের বিবাদের জন্যে যাইতে পারিলেন না। তখন অনায়াসে হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিয়াছেন, এখনও কি করিবেন ?

বসুপ্রিয়ের এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে এই হার পাইয়াছি বটে ; কিন্তু এক বারও তাহার অস্বীকার করি নাই ; তুমি সহসা আমার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছ কেন ? তখন বণিক্ বলিলেন, হাঁ আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, এবং হার পাই নাই বলিয়া বারংবার শপথ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি শপথ অস্বীকার করিয়াছি ; তাহা কে শুনিয়াছে ? বণিক্ বলিলেন, আমি নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আপনকার মত নরাধমেরা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে পায়। শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তুই বেটা বড় পাজি ও বড় ছোট লোক ; অকারণে আমায় কটু বলিতেছিস। আমি ভদ্র কি অভদ্র, তাহা এখনই তোরে শিখাইতেছি। মর বেটা পাজি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। এই বলিয়া তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন ; এবং বণিকও তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং, বণিকের সহিত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া, স্বীয় পতি জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব তদ্রূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এই বোধে, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক বণিক্‌কে বলিলেন, দোহাই ধর্ম্মের, উঁহারে প্রহার করিবেন না ; উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় কোনও কারণে উঁহার উপর রাগ করা উচিত নয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, দয়া করিয়া ক্ষান্ত হউন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা কৌশল করিয়া উঁহার হাত হইতে তরবারি ছাড়াইয়া লও, এবং প্রভু ও ভৃত্য উভয়কে বন্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া চল ; চন্দ্রপ্রভাকে সহসা সমাগত দেখিয়া ও তদীয় আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয়! আবার সেই মায়াবিনী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন ; আর এখানে দাঁড়াইবেন না, পলায়ন করুন, নতুবা নিস্তার নাই। এই বলিয়া সে চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিল, মহাশয়! আসুন, এই দেবালয়ে প্রবেশ করি ; তাহা হইলে আমাদের উপর কেহ আর অত্যাচার করিতে পারিবেক না। তৎক্ষণাৎ উভয়ে দৌড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী ও তাহাদের সমভিব্যাহারের লোক সকল দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। এই গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া রাজপথবাহী লোক সকলও তথায় সমবেত হইতে লাগিল।

ঐ দেবালয়ের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এক বর্ষীয়সী তপস্বিনীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইনি যার পর নাই সুশীলা ও নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন, এবং সুচারুরূপে দেবালয়ের কার্য্যসম্পাদন করিতেন ; এজন্য, জয়স্থলবাসী যাবতীয় লোকের বিলক্ষণ ভক্তিভাজন ও

সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। অভ্যন্তর হইতে অকস্মাৎ বিষম গোলযোগ শুনিয়া, কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্যে তোমরা এখানে গোলযোগ করিতেছ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার উম্মাদগ্রস্ত স্বামী পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে ও আমার লোকদিগকে ভিতরে যাইতে দেন; আমরা তাঁহারে বন্ধ করিয়া বাটী লইয়া যাইব। তপস্বিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন তিনি এই দুর্দ্দান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, পাঁচ সাত দিন হইতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিরক্ত, অন্যমনস্ক, ও দুর্ভাবনায় অভিভূত দেখিতাম; কিন্তু আজ আড়াই প্রহরের সময় অবধি এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভিতরে গিয়া তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বন্ধ করিয়া সাবধানে লইয়া আইস। তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তোমার একটি লোকও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। তখন চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তবে আপনকার লোকদিগকে বলুন, তাহারাই বন্ধ করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিয়া দিউক। তপস্বিনী বলিলেন, তাহাও হইবেক না; তিনি যখন এই দেবালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন যত ক্ষণ বা যত দিন ইচ্ছা হয়, তিনি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিবেন; সে সময়ে তোমার বা অন্য কোনও ব্যক্তির তাঁহার উপর কোনও অধিকার থাকিবেক না। আমি তাঁহার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সমস্ত ভার লইতেছি। তিনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে আপন আলয়ে যাইবেন। এ অবস্থায় আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে তোমার হস্তে সমর্পিত করিতে পারিব না।

এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমি যেমন যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করাইব ও পরিচর্য্যা করিব, অন্যের সেরূপ করা সম্ভব নহে। আপনি তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পিত করুন। তখন তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! এত উতলা হইতেছ কেন, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি অনেকবিধ মন্ত্র, ঔষধ ও চিকিৎসা জানি, এবং এ পর্য্যন্ত শত শত লোকের শারীরিক ও মানসিক রোগের শান্তি করিয়াছি। যেরূপ শুনিতেছি, আমি অল্প কালের মধ্যেই তোমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিব; তখন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ভবনে প্রতিগমন করিবেন। আমাদের তপস্যার ও ধর্ম্মচর্য্যার যেরূপ নিয়ম, এবং দেবালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তদনুসারে, যখন তোমার স্বামী এখানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছায় বল পূর্ব্বক তাঁহাকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি না। অতএব, বৎসে, প্রস্থান কর; যাবৎ তিনি আরোগ্যলাভ না করিতেছেন, আমার নিকটেই থাকুন; তাঁহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিষয়ে কোনও অংশে অণুমাত্র ত্রুটি হইবেক না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কখনও এখান হইতে যাইব না। আমার অনিচ্ছায় ও অসম্মতিতে আমার স্বামীকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখা কোনও মতে আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই আমায় এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তুমি এ বিষয়ে অনর্থক আগ্রহপ্রকাশ করিতেছ; তোমার সঙ্গে বৃথা বাদানুবাদ করিব না। আমি এক কথায় বলিতেছি, তোমার স্বামী সুস্থ না হইলে তুমি কখনও তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না; এখন আপন আলয়ে প্রতিগমন কর।

এই বলিয়া তপস্বিনী দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে দেবালয়ের

দ্বার রুদ্ধ হইল; সুতরাং আর কাহারও তথায় প্রবেশ করিবার পথ রহিল না। চন্দ্রপ্রভার এইরূপ অবমাননা দর্শনে বিলাসিনী অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, দিদি! আর এখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলে ও বৃথা কালহরণ করিলে কি ফল হইবেক বল; চল আমরা অধিরাজ বাহাদুরের নিকটে গিয়া এই অহঙ্কারিণী তপস্বিনীর অন্যায় আচরণ বিষয়ে অভিযোগ করি, তিনি অবশ্যই বিচার করিবেন। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনী! তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বলিয়াছ; চল তাঁহার নিকটেই যাই। তিনি যত ক্ষণ না স্বয়ং এখানে আসিয়া আমার স্বামীকে বল পূর্ব্বক দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার হস্তে দিতে সম্মত হন, তাবৎ আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে ছাড়িব না; তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিব এবং অবিশ্রামে অশ্রুবিসর্জ্জন করিব। এই কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে এই খানেই অধিরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক। আমি অবধারিত জানি, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই পথ দিয়া বধ্যভূমিতে যাইবেন। বেলার অবসান হইয়াছে, সায়ংকাল আগতপ্রায়; তাঁহার আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই। বসুপ্রিয় জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কি জন্যে এ সময়ে বধ্যভূমিতে যাইবেন? বণিক্ বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, হেমকূটের এক বৃদ্ধ বণিক্ জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; তাঁহার শিরশ্ছেদনকালে অধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিবেন। বিলাসিনী চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, অধিরাজ বাহাদুর দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তুমি তাঁহার চরণে ধরিয়া বিচার-প্রার্থনা করিবে, কোনও মতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, অধিরাজ বিজয়বল্লভ, রাজপুরুষগণ ও বধ্যবেশধারী সোমদত্ত প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ! এই দেবালয়ের কর্ত্রী তপস্বিনী আমার উপর যার পর নাই অত্যাচার করিয়াছেন; আপনারে অনুগ্রহ করিয়া বিচার করিতে হইবেক। শুনিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, তিনি অতি সুশীলা ধর্ম্মশীলা প্রবীণা নারী, কোনও ক্রমে অন্যায় আচরণ করিবার লোক নহেন; তুমি কি কারণে তাঁহার নামে অত্যাচারের অভিযোগ করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! আমি মিথ্যা অভিযোগ করিতেছি না; কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া আমার নিবেদন শুনিতে হইবেক। আপনি যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পরিচারক কিঙ্কর উভয়ে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং রাজপথে ও লোকের বাটীতে অনেকপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া এক বার অনেক যত্নে বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, কোনও কার্য্যবশতঃ বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের আলয়ে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলাম, তিনি ও কিঙ্কর বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলাম। উভয়েই এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য; আমাদিগকে দেখিবামাত্র উভয়েই তরবারি হস্তে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে আমার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না, এজন্য আমি তৎক্ষণাৎ বাটী গিয়া লোকসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম। এবার আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়া উভয়ে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, এমন সময় এখানকার কর্ত্রী তপস্বিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনেক বিনয় করিয়া বলিলাম; কিন্তু তিনি কোনও ক্রমে আমায় তাঁহাকে লইয়া

যাইতে দিবেন না। আমি তাঁহাকে এ অবস্থায় এখানে রাখিয়া কেমন করিয়া বাটীতে নিশ্চিন্ত থাকব ? মহারাজ ! যাহাতে আমি অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইতে পারি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় করিয়া দেন ; নতুবা আমি আপনাকে যাইতে দিব না।

এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজের চরণে নিপতিত হইয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাইয়া এক বার ক্ষণকালের জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল ; অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভার হস্তে ধরিয়া ভুতল হইতে উঠাইলেন ; বলিলেন, বৎসে ! শোকসংবরণ কর ; এ বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া আমি এখান হইতে যাইতেছি না।

এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল বচনে চন্দ্রপ্রভাকে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণী ! যদি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকুন। কর্ত্তা মহাশয় ও কিঙ্কর উভয়ে বন্ধনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং দাস দাসীদিগকে প্রহার করিয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন পূর্ব্বক বিদ্যাধর মহাশয়ের দাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন ; পরে আগুন নিবাইবার জন্য ময়লা জল আনিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন। বিদ্যধর মহাশয়ের উপর প্রভুর যেরূপ রাগ দেখিলাম, তাহাতে হয় ত তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন এবং আপনি সাবধান হউন। শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ ! তুই মিথ্যা বলিতেছিস ; তোর প্রভু ও কিঙ্কর উভয়ে কিছু পূর্ব্বে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য বলিল, মা ঠাকুরাণী ! আমি মিথ্যা বলিতেছি না। তিনি বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে, আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে চিরঞ্জীবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া সে বলিল, মা ঠাকুরাণী ! আমি তাঁহার চীৎকার শুনিতে পাইতেছি ; বোধ হয়, এখানেই আসিতেছেন ; আপনি সাবধান হউন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, আপনাকে পাইলে নাক কান কাটিয়া হতশ্রী করিয়া দিবেন। সত্বর পলায়ন করুন, কদাচ এখানে থাকিবেন না। চন্দ্রপ্রভা ভয়ে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, বৎসে ! ভয় নাই ; আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই বলিয়া তিনি রক্ষকদিগকে বলিলেন, কাহাকেও নিকটে আসিতে দিও না।

চিরঞ্জীবকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজ বাহাদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, মহারাজ ! কি আশ্চর্য্য দেখুন। প্রথমতঃ আমি উঁহারে দৃঢ় রূপে বন্ধ করাইয়া বাটীতে পাঠাই ; কিঞ্চিৎ পরেই রাজপথে দেখিতে পাই ; তত অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে। তৎপরে পলাইয়া এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবালয়ে প্রবেশনির্গমের এক বই পথ নাই ; বিশেষতঃ আমরা সকলে দ্বারদেশে সমবেত আছি ; ইতিমধ্যে কেমন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি মহারাজ ! উঁহার আজকার কাজ সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনার অগম্য। এই সময়ে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব উন্মত্তের ন্যায় বিশৃঙ্খল বেশে অধিরাজের সম্মুখদেশে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দোহাই মহারাজের ! আজ আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে ; আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও এরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হই নাই, এবং কখনও এরূপ লাঞ্ছনাভোগ ও এরূপ যাতনাবোধ করি নাই। আমার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত সাধুশীলার ন্যায় আপনকার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন ; কিন্তু আমি উঁহার তুল্য দুশ্চারিণী নারী

আর দেখি নাই। কতকগুলি ইতরের সংসর্গে কালযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং তাহাদের কুমন্ত্রণায় আজ আমায় যে যন্ত্রণা দিয়াছেন, এবং আমার যে দুরবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিবার নয়। আপনারে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে হইবেক; নতুবা আমি আত্মঘাতী হইব।

চিরঞ্জীবের অভিযোগ শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, তোমার উপর কি অত্যাচার হইয়াছে, বল; যদি বাস্তবিক হয়, অবশ্য প্রতিকার করিব। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আজ মধ্যাহ্নকালে আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, এবং সেই সময়ে কতকগুলি ইতর লোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! উনি অমূলক কথা বলিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নকালে, উনি, আমি, বিলাসিনী, তিন জনে একত্র আহার করিয়াছি; এ কথা যদি অন্যথা হয়, আমার যেন নরকেও স্থান না হয়। বিলাসিনী বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি; দিদি আপনকার নিকট একটিও অলীক কথা বলেন নাই। উভয়ের কথা শুনিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকার বলিলেন, মহারাজ! আমি ইহাদের তুল্য মিথ্যাবাদিনী কামিনী ভূমণ্ডলে দেখি নাই; উভয়েই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতেছেন। চিরঞ্জীববাবু আজ উন্মাদগ্রস্তই হউন, আর যাই হউন, উনি যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি এই দুই দুশ্চারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর, চিরঞ্জীব নিজ দুরবস্থার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! আমি মত্ত বা উন্মত্ত কিছুই হই নাই। কিন্তু, আজ আমার উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, যাহার উপর সেরূপ হইবেক, সেই উন্মত্ত হইবেক। প্রথমতঃ আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই; তৎকালে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার ও রত্নদত্ত বণিক্ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি ক্রোধভরে দ্বারভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিলাম; রত্নদত্ত অনেক বুঝাইয়া, আমায় ক্ষান্ত করিলেন। পরে আমি বসুপ্রিয়কে সত্বর আমার নিকট হার লইয়া যাইতে বলিয়া রত্নদত্ত সমভিব্যাহারে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিলাম। বসুপ্রিয়ের আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমি উঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম। পথিমধ্যে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎকালে ঐ বণিক্‌টি উঁহার সঙ্গে ছিলেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি তোমায় হার দিয়াছি, টাকা দাও। কিন্তু, জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি এ পর্য্যন্ত হার দেখি নাই। উনি তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষ দ্বারা আমায় অবরুদ্ধ করাইলেন। পরে নিরুপায় হইয়া আমার পরিচারক কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া টাকা আনিবার জন্য বাটীতে পাঠাইলাম। সে যে গেল, সেই গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। আমি অনেক বিনয়ে সম্মত করিয়া, রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া, বাটী যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার স্ত্রী ও উঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম, উঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি ইতর লোক রহিয়াছে; আর, আমাদের পল্লীতে বিদ্যাধর নামে একটা হতভাগা গুরুমহাশয় আছে, তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন। সে, লোকের নিকট, চিকিৎসক বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার মত দুশ্চরিত্র নরাধম ভূমণ্ডলে নাই। সেই দুরাত্মা আজ কাল আমার স্ত্রীর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। সে আমায় দেখিয়া বলিল, আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। অনন্তর, তদীয় উপদেশ অনুসারে আমাকে ও কিঙ্করকে বন্ধ

করিয়া বাটীতে লইয়া গেল, এবং এক দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারময় গৃহে বন্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিল। আমরা অনেক কষ্টে দন্ত দ্বারা বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক পলাইয়া আপনকার সমীপে সমুদয় নিবেদন করিতে যাইতেছিলাম; ভাগ্যক্রমে এইস্থানে আপনকার সাক্ষাৎ পাইলাম আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচারের কর্ত্তা। আমার প্রার্থনা যথার্থ বিচার করিয়া অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। আমি আপনকার সমক্ষে সকল কথা বলিলাম, যদি ইহার একটিও মিথ্যা হয়, আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।

এই বলিয়া চিরঞ্জীব বিরত হইবামাত্র বসুপ্রিয় বলিলেন, মহারাজ! উনি আহারের সময় বাটীতে প্রবেশ করিতে পান নাই, এবং বাটীতে আহার করেন নাই, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি; তৎকালে আমি উঁহার সঙ্গে ছিলাম। অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উঁহারে হার দিয়াছি কি না, বল। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি স্বয়ং উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন উঁহার গলায় ঐ হার ছিল, ইঁহারা সকলে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বণিক্ বলিলেন, মহারাজ! যখন উঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখন এক বারে হারপ্রাপ্তির অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারকালে, হার পাইয়াছি বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমি উঁহার স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তৎপরে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে উনি পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন; এক্ষণে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া আপনকার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! এ জন্মে আমি এ দেবালয়ে প্রবেশ করি নাই; বণিকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই; বসুপ্রিয় কখনই আমার হস্তে হার দেন নাই। উঁহারা আমার নামে এ তিনটি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

এই সমস্ত অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগ শ্রবণগোচর করিয়া অধিরাজ বলিলেন, ঈদৃশ দুরূহ বিষয় কখনও আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, তোমাদের সকলেরই দৃষ্টিক্ষয় ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তোমরা সকলেই বলিতেছ, চিরঞ্জীব এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছে; যদি দেবালয়ে প্রবেশ করিত, এখনও দেবালয়েই থাকিত। তোমরা বলিতেছ, চিরঞ্জীব উন্মত্ত হইয়াছে; যদি উন্মত্ত হইত, তাহা হইলে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে এত ক্ষণ আমার সমক্ষে অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগ করিতে পারিত না। তোমরা দুই ভগিনীতে বলিতেছ, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করিয়াছে; কিন্তু বসুপ্রিয় তৎকালে তাহার সঙ্গে ছিল; সে বলিতেছে, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করে নাই। এই বলিয়া তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি রে, তুই কি জানিস বল্। সে বলিল, মহারাজ! কর্ত্তা আজ মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিয়াছেন। অপরাজিতা বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আজ চিরঞ্জীববাবু আমার বাটীতে আহার করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে আমার অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি এই অঙ্গুরীয়টি উহার অঙ্গুলি হইতে খুলিয় লইয়াছি, যথার্থ বটে। অধিরাজ অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, তুমি কি চিরঞ্জীব দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ? অপরাজিতা বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! আ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রবণগোচর করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধির বলিলেন, আমি এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দেখি নাই ও শুনি নাই। আমার স্পষ্ট বে

হইতেছে, তোমরা সকলেই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছ। অনন্তর তিনি এক রাজপুরুষকে বলিলেন, আমার নাম করিয়া তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বল; দেখা যাউক, তিনিই বা কিরূপ বলেন। রাজপুরুষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

চিরঞ্জীব অধিরাজের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র, সোমদত্ত তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যদি শোকে ও দুরবস্থায় পড়িয়া আমার নিতান্তই বুদ্ধির ভ্রংশ ও দর্শনশক্তির ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি আমার পুত্র চিরঞ্জীব, ও অপর ব্যক্তি উহার পরিচারক কিঙ্কর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তিনি চিরঞ্জীবকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন, কেবল অভিযোগের ও প্রত্যাভিযোগের গোলযোগে অবকাশ পান নাই, এক্ষণে অধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অধিরাজ বলিলেন, যাহা ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে বল; কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! এত ক্ষণের পর এই জনতার মধ্যে আমি একটি আত্মীয় দেখিতে পাইয়াছি; বোধ করি, তিনি টাকা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত! যদি কোনও রূপে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হই, বলিতে পারি না। তুমি তোমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমায় প্রাণরক্ষার্থে এই মুহূর্ত্তে পাঁচ সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। তখন সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো বাবা! তোমার নাম চিরঞ্জীব ও তোমার পরিচারকের নাম কিঙ্কর বটে? বধ্যবেশধারী অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া চিরঞ্জীব এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, তুমি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া রহিলে কেন? তুমি ত আমায় বিলক্ষণ জান। চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয়! আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, এবং ইহার পূর্ব্বে কখনও আপনাকে দেখিয়াছি এরূপ মনে হইতেছে না। সোমদত্ত বলিলেন, তোমার সঙ্গে শেষ দেখার পর শোকে ও দুর্ভাবনায় আমার আকৃতির এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে, আমায় চিনিতে পারা সম্ভব নহে; কিন্তু তুমি কি আমার স্বর চিনিতে পারিতেছ না? চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয়! আমি আর কখনও আপনকার স্বর শুনি নাই। তখন সোমদত্ত কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন কিঙ্কর! তুমিও কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে বলি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না। অনন্তর সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমারও বোধ হইতেছে, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না; চিনিলে অস্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর, যখন আমি বারংবার বলিতেছি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, তখন আমার কথায় অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখিতেছি না।

চিরঞ্জীবের কথা শুনিয়া, সোমদত্ত বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাত বৎসরে আমার স্বরের ও আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, একমাত্র পুত্র চিরঞ্জীবও আজ আমায় চিনিতে পারিল না। যদিও আমি জরায় জীর্ণ ও শোকে শীর্ণ হইয়াছি, এবং আমার বুদ্ধিশক্তি, দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তির প্রায় লোপাপত্তি হইয়াছে, তথাপি তোমারি স্বর শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে,

তুমি আমার পুত্র; এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয়! আপনি সাত বৎসরের কথা কি বলিতেছেন, জ্ঞান হওয়া অবধি আমার পিতাকে দেখি নাই। সোমদত্ত বলিলেন, বৎস! যা বল না কেন, সাত বৎসর মাত্র তুমি হেমকুট হইতে প্রস্থান করিয়াছ; এই অল্প সময়ে এক কালে সমস্ত বিস্মৃতি হইয়াছ, ইহাতে আমি আশ্চর্যজ্ঞান করিতেছি। অথবা, আমার অবস্থার বৈগুণ্য দর্শনে, এত লোকের সমক্ষে আমায় পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয়! আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও হেমকুট নগরে যাই নাই; অধিরাজ বাহাদুর নিজে, এবং নগরের যে সকল লোক আমায় জানেন, সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন; আমি আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। তখন অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত! চিরঞ্জীব বিংশতি বৎসর আমার নিকটে রহিয়াছে, এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে ও যে কখনও হেমকুট নগরে যায় নাই, আমি তাহার সাক্ষী। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, শোকে, দুর্ভাবনায় ও প্রাণদণ্ডভয়ে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই তুমি সমস্ত অসম্বন্ধ কথা বলিতেছ। সোমদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে, দেবালয়ের কর্ত্রী, হেমকুটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া অধিরাজের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন, এবং বহুমান পুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এই দুই বৈদেশিক ব্যক্তির উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছে; আপনাকে তাহার বিচার করিতে হইবেক। ভাগ্যক্রমে ইঁহারা দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নতুবা ইঁহাদের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত।

এক কালে দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, সমবেত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়া অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা দুই স্বামী উপস্থিত দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। হেমকুটবাসী চিরঞ্জীব সোমদত্তকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তদীয় দুরবস্থা দর্শনে সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ! আমি সাত বৎসর মাত্র আপনকার সহিত বিযোজিত হইয়াছি; এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনকার আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, সহসা চিনিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, আপনকার শরীরে বধ্যবেশ লক্ষিত হইতেছে কেন? হেমকুটবাসী কিঙ্করও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল, এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে জিজ্ঞাসিল, মহাশয়! কে আপনারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বলুন। দেবালয়ের কর্ত্রীও কিয়ৎ ক্ষণ অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সোমদত্তকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে কিঙ্করের কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে বলিলেন, যে বন্ধন করুক, আমি উঁহার বন্ধনমোচন করিতেছি। অনন্তর তিনি সোমদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন মহাশয়! আপনকার স্মরণ হয়, আপনি লাবণ্যময়ীনাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ দুর্ভাগার গর্ভে সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করে। আমি সেই হতভাগা লাবণ্যময়ী, অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি। এ জন্মে আর যে আপনকার দর্শন পাইব, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার সে আশা ছিল না। যদি পূর্ব্ব বৃত্তান্তের স্মরণ থাকে,—

এই বলিতে বলিতে লাবণ্যময়ীর কণ্ঠরোধ হইল। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সহসা চিরঞ্জীবের মুখ দেখিয়া ও তদীয় অমৃতময় সম্ভাষণবাক্য শুনিয়া, সোমদত্তের

হৃদয়কন্দর অনির্বচনীয় আনন্দসলিলে উচ্ছলিত হইয়াছিল ; এক্ষণে আবার লাবণ্যময়ীর উদ্দেশ পাইয়া যেন তিনি অমৃতসাগরে অবগাহন করিলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে বলিলেন, প্রিয়ে ! আমি যেরূপ হতভাগ্য ; তাহাতে পুনরায় তোমার ও চিরঞ্জীবের মুখনিরীক্ষণ করিব, কোনও রূপে সম্ভব নহে। তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু তুমি যে বাস্তবিক লাবণ্যময়ী, আর ও যে বাস্তবিক চিরঞ্জীব, এখনও আমার সে বিশ্বাস হইতেছে না ; বলিতে কি, আমি এই সমস্ত স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতেছি। যাহা হউক, যদি তুমি যথার্থই লাবণ্যময়ী হও, আমায় বল ; যে পুত্রটির সহিত এক গুণবৃক্ষে বদ্ধ হইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলে, সে কোথায় গেল ? সে কি অদ্যাপি জীবিত আছে ? এই কথার শ্রবণ মাত্র লাবণ্যময়ীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল ; কিয়ৎ ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। পরে কিঞ্চিৎ অংশে শোকাবেগের সংবরণ করিয়া তিনি নিরতিশয় করুণ স্বরে বলিলেন, নাথ ! তোমার কথা শুনিয়া আমার চিরপ্রসুপ্ত শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর, কর্ণপুরের লোকেরা চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া পলায়ন করিল। আমি তোমার ও তনয়দিগের শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া অহোরাত্র হাহাকার করিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া তোমাদের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। কত কষ্টে কত দেশ পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে কোনও সন্ধান পাইলাম না, পরিশেষে তোমাদের পুনদর্শন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া স্থির করিলাম, আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। এত ক্লেশে অসারদেহভারবহন করা বিড়ম্বনা-মাত্র ; অতএব আত্মঘাতিনী হই, তাহা হইলে এক কালে সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। পরে আত্মঘাতিনী হওয়া সর্বদা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তপস্যা ও দেবকার্যে নিয়োজিত করাই সৎপরামর্শ বলিয়া অবধারিত করিলাম। অবশেষে জয়স্থলে আসিয়া এই দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্বিনীভাবে কালহরণ করিতেছি। জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব ও তাহার সহচর কিঙ্কর অদ্যাপি জীবিত আছে কি না, আর যদিই জীবিত থাকে, কোথায় আছে, কিছুই বলিতে পারি না। অনন্তর লাবণ্যময়ী ও সোমদত্ত উভয়ে নিষ্পন্দ নয়নে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ ও প্রভূতবাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সর্বাংশে একাকৃতি দুই চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর নয়নগোচর করিয়া, অধিরাজ বাহাদুরও কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সন্দিহান চিত্তে কত কল্পনা করিতেছিলেন ; এক্ষণে লাবণ্যময়ী ও সোমদত্তের আলাপশ্রবণে সর্বাংশে ছিন্নসংশয় হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, সোমদত্ত ! তুমি প্রাতঃকালে আত্মবৃত্তান্তের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলে, তাহার অনেক অংশে আমার বিলক্ষণ সংশয় ছিল ; কিন্তু এক্ষণে তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন শুনিয়া সকল অংশে সম্পূর্ণ রূপে সংশয়নিরাকরণ হইল। লাবণ্যময়ীর উপাখ্যান দ্বারা তোমার বর্ণিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই চিরঞ্জীব তোমাদের যমজ সন্তান ; দুই কিঙ্কর তোমাদের ক্রীতদাস। আমাদের চিরঞ্জীব অতি শৈশব অবস্থায় তোমাদের সহিত বিযোজিত হইয়াছিলেন, এজন্য তোমায় চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। তুমি যাহাদের অদর্শনে এত কাল জীবন্মৃত হইয়া ছিলে, এক কালে সেই সকলগুলির সহিত অসম্ভাবিত সমাগম হইল। তুমি এত দিন আপনাকে অতি হতভাগ্য জ্ঞান করিতে ; কিন্তু এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী মনুষ্য অতি বিরল। শেষ দশায়

তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ও এরূপ সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর।
সোমদত্তকে এইরূপ বলিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী জ্ঞান করিয়া, অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চিরঞ্জীব! তুমি প্রথম কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, না মহারাজ! আমি নই; আমি হেমকূট হইতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অধিরাজ সস্মিত বদনে বলিলেন, হাঁ বুঝিলাম, তুমি আমাদের চিরঞ্জীব -- তুমি এই দিকে স্বতন্ত্র দাঁড়াও; তোমাদের কে কোন্ ব্যক্তি, চিনা ভার। তখন জয়স্থ চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আমি কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলাম; আপনকার বিখ্যাত বীর বিজয়বর্ম্মা আমায় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, উঁহার সঙ্গে আসি। বিজয়বল্লভ বলিলেন, তোমরা দুজনে এক সঙ্গে এক দিকে দাঁড়া
এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা চিরঞ্জীবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিয়াছিলে। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, ও চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি কি আমার স্বামী নও। তিনি বলিলেন, না, আমি তোমার স্বামী নই; কিন্তু তুমি স্বামী স্থির করিয়া আমায় বল পূর্ব্বক বাটীতে লইয়া গিয়াছিলে, এবং সেই সংস্কারে আমায় অনেক অনুযোগ করিয়াছিলে। তোমার ভগিনীও আমায় ভগিনীপতিজ্ঞানে পূর্ব্বাপর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলাম, জয়স্থলে আমার বাস নয়, আমি তোমার পতি নই, আমি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। তোমরা তৎকালে আমার সে সকল কথাই বিশ্বাস কর নাই। আমিই তোমার পতি, তোমার উপর বিরক্ত হইয়া ঐরূপ বলিতেছি, তোমরা দুই ভগিনীতেই পূর্ব্বাপর সেই জ্ঞান করিয়াছিলে। এই বলিয়া তিনি বিলাসিনীকে সম্ভাষণ করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, আমি তৎকালে পরিণয়প্রস্তাব করাতে তুমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলে, এবং আমায় যথোচিত ভৎর্সনা ও বহুবিধ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলে; এখন বোধ হয় তোমার আর সে সকল আপত্তি হইতে পারে না। বিলাসিনী শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। কিন্তু তদীয় আকার প্রকার দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিলে চিরঞ্জীবের প্রস্তাবে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এই পরিণয়প্রসঙ্গ শ্রবণে নিরতি পরিতোষপ্রদর্শন করিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, শুভ কার্য্যের বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চিরঞ্জীব! বিলাসিনী কন্যা তোমার সহধর্ম্মিনী হইবেন।
অনন্তর বসুপ্রিয় স্বর্ণকার হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসিলেন, আমি আপনাকে যে হার দিয়াছিলাম, আপনার গলায় এ সেই হার কি না। তিনি বলিলেন, এ সেই হার বটে; আমি এক বারও তাহা অস্বীকার করি নাই। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্বর্ণকারকে বলিলেন, তুমি কিন্তু এই হারের জন্যে আমায় অবরুদ্ধ করাইয়াছিলে বসুপ্রিয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হাঁ মহাশয়! আমি আপনারে রাজপুরুষের সমর্পিত করিয়াছিলাম। কিন্তু, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনি অপরাধী করিতে পারেন না। চন্দ্রপ্রভা স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার অব সংবাদ পাইয়া কিঙ্কর দ্বারা যে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছিলাম, তুমি কি তাহা পাও জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, কই, আপনি আমার দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠান নাই। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া পান্থ বসিয়া উৎসুকচিত্তে তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় সে আসিয়া যে প্রেরিত বলিয়া আমার হস্তে এই স্বর্ণমুদ্রার থলি দেয়। আমি কিছুই বুঝিতে না পা আপনার নিকটে রাখিয়াছিলাম।